বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৫/১

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

(১ম খণ্ড।) সন ১২৯৪ সাল, ১৩ই শ্রাবণ। [১ম সংখ্যা।

মঙ্গলময় শ্রীহরি!

শত্রুময় সংসারে দিন দিন তোমারই দয়ায়, তোমারই কৃপায় মিত্র মিলিতেছে। তাই সাহস হয়, সৎপথে থাকিলে, নিরাশ্রয়ী হইলেও আশ্রয় পাইব; ভরসা করি, বিপদে পড়িলেও বিপদ সম্পদে পরিণত হইবে। পাপের সংসার; নিয়তই অসত্য,—চারিদিকেই প্রবঞ্চনা! তাহাতে পড়িয়া সজ্জন হাবুডুবু খাইতেছেন; পাপী আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এ লীলা বুঝিবে কে? লীলা নাই বুঝিতে পারি, ক্ষতি নাই; কিন্তু মনে যাহা 'কর্ত্তব্য' বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহা পালন করিতে প্রাণপণ যত্ন কেন না পাইব?

TO THE EDITORS

of all English, Bengali, Urdu, Hindi, Parsi, Guzrati & other Journals.

Swindling is now-a-days very much practised in Calcutta. Cheats under various false guises too often impose upon the simple, and credulous country-people. Our object in establishing this "Committee of Inquiry" is to expose their vile-practices to the public so as to save them from falling an easy prey to their wily tricks. And we are happy to state that our efforts in this direction have met with some success in the course of a year of its establishment. From the unceasing exertions of our Committee, many secrets of the swindlers have been brought to light. Some of them in consequence have abandoned their profession; some are labouring in jail; while some have been compelled to disgorge their ill-gotten gains under pressure brought to bear upon them by the Committee.

For these reasons our work is daily increasing, and many gentlemen have become anxious to look in to the proceedings and reports of the aforesaid Committee. The newspapers of our country, cannot afford us space to publish them all, and we are daily pressed with letters from our correspondents urging their publication. Being fully alive to the necessity of such publication, the Committee of Inquiry have resolved to publish a bi-monthly Bengali Magazine under the name of 'Anusandhana.' The magazine will deal with the disclosure of matters relating to fraud, and with various necessary topics on art, science, commerce, agri-

culture &c. It will thus undoubtedly be the means of warning the public against falling victims to swindling. Impostors through advertisements in various languages and divers other ways deceive not only the people of Bengal but the people of various other parts of India as well. But since our object is to wage war against cheating, our magazine published in Bengali will, we hope, tend to secure it to some extent. We have a moreover wider object in view, which demands the hearty sympathy and co-operation of the several journalists in India for its perfect realization. We therefore request the editors of all the English, the Bengali, the Hindi, and other papers to communicate to the public all our disclosures of fraud either by making extracts, from our paper or publishing translation from it.

It generally happens that people are apt to put too much faith on advertisements, and do not hesitate to spend money accordingly. But unfortunately it is a painful fact that such people are too often deceived.

Any one, wishing to obtain correct information regarding the genuineness of any advertisement, may have it on becoming a member of our "Committee of Inquiry" or also by enclosing a half-anna stamp in his letter asking us of the information required.

অনুসন্ধান-সমিতি

এক বর্ষমাত্র স্থাপিত হইয়াছে; আজ আনন্দের দিন যে, সে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। জগতের নিয়মই এই যে, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়ে; সৌভাগ্যের কথা, দিন দিন সজ্জনের সহানুভূতি পাইয়া সমিতির কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন সমিতির বিবরণী প্রভৃতি প্রচার জন্য কেবল দেশের সম্পাদকগণই সহায় ছিলেন; তাহাতে দেশের অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকায় সকল সময় তাঁহাদের দ্বারা আমরা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। অনুসন্ধান-সমিতি গুরুভার বুঝিয়া জুয়াচোরগণের সন্ধানে সর্ব্বদাই তটস্থ আছেন; জুয়াচোরগণ কখন কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে, সে দিকে নিয়তই তাঁহার লক্ষ্য। আর, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইলে কখন্ কোন্ ব্যক্তি কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণকে জানান কর্ত্তব্য কিন্তু সকল সংবাদপত্র দ্বারা ঠিক সময়ে সে কার্য্য হওয়া অসম্ভব; আমরা যে সম রিপোর্ট পাঠাই না কেন, নানা কার্য্যে লিপ্ত সং বাদপত্রে ঠিক্ সময়ে তাহার আলোচনা হয় না আর বিলম্বে আলে চনা হেতু তাহাতে অনেকে ঠকিয়া যান ও জুয়াচোর সাবধান হয়। তা ছাড় বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের গুণাগুণ-বিচা অনেক সময় আবশ্যক; কিন্তু সংবাদপত্রে সক সময় তাহারও স্থান মিলে না। এই সকল কা রণেই, লোকে যাহাতে আর সামান্যরূপও না ঠকেন—এই আশায় সমিতির মুখপত্ররূপে 'অনু সন্ধান' প্রকাশিত হইতে চলিল। এখন অনু সন্ধানের উপকারিতা!—অনুসন্ধানের উপকা রিতার বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে একবা দেখা উচিত, কলিকাতার জুয়াচুরী কত রক মের। আর, কত প্রকারেই বা কলিকাতা

বল বিশ্বাসী মফস্বলবাসী প্রতারিত হইতেছেন? তাহা দেখিলেই সহজে এরূপ পত্রিকার উপকারিতা সাধরণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব।

কলিকাতার জুয়াচুরি

সভ্যতা ও শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নানারূপ নূতন নূতন ফন্দী বাহির হইতেছে। আগে চুরী ডাকাতি সব সাদাসিদে রকমের হইত; এখন যতই কঠোর শাসন আসিতেছে, যতই শিক্ষা ও সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নূতন নূতন কৌশল উদ্ভব হইতেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন যে, সকল জুয়াচুরীর বিষয় দেখিতেছি, পূর্ব্বে কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ! কিন্তু সভ্য জগতের অপার মহিমা!

ব্যবসায়ের ভান, লাভের প্রলোভন দেখাইয়া যে সকল জুয়াচুরী হয়; তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই রূপেই সাধিত হয়। কলিকাতার বসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যে সকল জুয়াচুরীতে ঠকিতে হয়, তাহাই প্রত্যক্ষে জুয়াচুরী; আর, মফঃস্বলে থাকিয়া বিজ্ঞাপন-মন্ত্রে ভুলিয়া যেরূপে প্রতারিত হইতে হয়, তাহাই পরোক্ষে জুয়াচুরী। কু-ফন খেলা, রাস্তায় সোনা খেলা, ঘণ্টা বাজাইয়া নিলাম করা, নবাব সাজা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জুয়াচুরী; আর পুস্তক, পত্রিকা, ঔষধ, ঘড়ি, চেন প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবহার্য্যের বিজ্ঞাপন দিয়া, টাকা গ্রহণ করিয়া, তাহা না দেওয়া বা এক জিনিষ দিব বলিয়া আর এক জিনিষ দেওয়াই ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সংক্ষেপতঃ ঐ সকল জুয়াচুরী হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতে এবং যেরূপে তাহার প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা পাইতে 'অনুসন্ধান সমিতির সৃষ্টি।

প্রত্যক্ষে যে সকল জুয়াচুরী হইতেছে, তাহার বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ হইলেও হানি নাই; কিন্তু যে সকল পরোক্ষে জুয়াচুরীর বিষয় আমা এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাইতেছি, মোটামুটি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে আবশ্যক বোধ করি। প্রত্যেক বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক প্রমাণাদির আলোচনার পূর্ব্বে সংক্ষেপে জুয়াচুরীর প্রকার জ্ঞান থাকিলেই লোকের সতর্কতার সম্ভব।—পরোক্ষে কলিকাতার যে সকল জুয়াচুরী হয় তাহাকে আপাততঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা গেলঃ—

১নং জুয়াচুরী;—ইহারা যে কোন ঠিকানায় যে কোন নামে প্রলোভনপূর্ণ জাঁকাল বিজ্ঞাপন দেয় এবং নিজে অপর এক ঠিকানায় বসিয়া পোষ্ট আফিসের সহিত বন্দোবস্তে টাকা গ্রহণ করে ও গ্রাহককে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যাদি দেয় না। সন্ধানে জানা যায়, তাহারা যে ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দেয়, সেখানে সে নামে কোন লোকই নাই; যাহারা সেখানে থাকে, তাহারা নাম ও বিজ্ঞাপিত জিনিসের বিষয় শুনিলে অবাক্ হয়। সুতরাং লোকে ঠকিয়া প্রতারকের সন্ধানও পায় না।

২ নং জুয়াচুরী;—ইহাদের একটা আড্ডা ও লোক আছে; ইহারা একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কোন জিনিসের লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেয় এবং সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা হয় সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হয় ও লোকে ঠকিয়া পূর্ব্ব স্থানে সন্ধান পায় না।

৩ নং জুয়াচুরী;—ইহারা জিনিসের ক্রমশঃ অংশমাত্র দিতে দিতে প্রলোভনে লোক ভুলায় এবং দেয় জিনিষের সামান্য অংশ দিয়াই গা-ঢাকা দেয়।

৪ নং জুয়াচুরী;—ইহারা এক জিনিষ দিতে চাহিয়া টাকা লয়; কিন্তু জিনিষ দিবার সময় তার চেয়ে ঢের খারাপ জিনিষ দেয়। যাহারা সততার ভান করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরও এ প্রবৃত্তি আছে। পুস্তক, পত্রিকা, ঔষধ ও নানাবিধ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়তই এ ব্যাপার ঘটিতেছে। বিশেষ সন্ধান না লইলে

এ সকল রকমের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে।

৫ নং জুয়াচুরী ;—ইহারা বড় লোকের দোহাই দেয় ; জিনিষ খারাপ হইলে টাকা ফেরত দিতে চায়। কিন্তু সন্ধান করিলে সবই ফাকা। ইহাদের বিজ্ঞাপিত পুস্তক, পত্রিকা ও ঔষধের কিছুই গুণ নাই ; নানা ওজরে টাকাও ফেরত দেয় না।

৬ নং জুয়াচুরী ;—উপহার বিতরণ ও মূল্য কম। প্রথমতঃ কএকটি লোক সদুদ্দেশ্যে গ্রাহক-সংগ্রহ জন্য এইরূপ বিজ্ঞাপন দেন। তাঁদের দেখাদেখি এখন অনেকে ঐ বৃত্তিঅবলম্বন করিয়া অসৎ পথে পদার্পণ করিতেছে। ফলতঃ এরূপ দান, উপহার বা মূল্য কম সম্বন্ধে গৃহীতার এক বার বিবেচনা করা উচিত যে, বিজ্ঞাপনদাতা কি সদাব্রত করিতে বসিয়াছে ? সে যে বিজ্ঞাপনের টাকা খরচ করিয়া দান করিতেছে, উপহার দিতে—মূল্য কমাইতে বসিয়াছে, ইহার বা অর্থ কি ?—অর্থ কি লোভ দেখাইয়া ঠকান নহে ? কিন্তু কি লোভ মফস্বলবাসী এত ঠকিয়াও তাঁহারা বুঝিতেছেন না, এই দুঃখ ! লটারি করিয়া দানও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৭ নং জুয়াচুরী ;—কেবলমাত্র ডাকমাসুল লইয়া দান। ইহারা ডাকমাসুল বলিয়া টাকা লইয়া যে জিনিষ দেয়, ন্যায়মত ধরিতে গেলে সে জিনিষের মূল্য ও মাসুল তদপেক্ষা ঢের কম।

৮ নং জুয়াচুরী ;—এইরূপ জুয়াচুরী ভ্যালুপে-এবলে ডাকেই সাধিত হয় ; পূর্ব্বোক্ত প্রকারেরই জুয়াচোরগণ "বিশ্বাস না হয় ভ্যালুপেএবলে লইবেন, ইত্যাদি চটক দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া, যা' তা' পাঠাইয়া দেয় ও লোকে ভ্রমে ঠকিয়া মরে।

এই সকল ভিন্ন ব্যবসায়ের বাজারে আরও নানারূপে জুয়াচুরী হইয়া থাকে। কভার বদলাইয়া এক নামের পুস্তক অপর নামের পুস্তক বলিয়া বিক্রয় করা, লেবেল বদলাইয়া এক ঔষধকে অন্য ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করা প্রভৃতিও বড় অল্প প্রবঞ্চনা নহে। আর, এই সকল নানাবিধ জুয়াচুরীতে দিন দিন লোকের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল নানা রকমের জুয়াচুরীর বিষয়ে লোকের যদি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানও থাকে, তাহা হইলে অনেকেই সতর্ক থাকিতে পারেন। আর, সেইরূপে সাধারণকে সতর্ক করিতেই—কে সৎ ও কে অসৎ জানাইতে 'অনুসন্ধান'-প্রচারের আবশ্যকতা।

এখন, দেশের লোক সহায় হন, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ দেন, এই প্রার্থনা।

নবাবী জুয়াচুরী।

(সত্য ঘটনা)

নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম নামে একটি পল্লী আছে। তথাকার বাঁড়ুয্যেরা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু বংশ। তাঁহাদের কতকগুলি তালুক মো আছেই ; তা' ছাড়া তাঁহারা দুই একটি নীল কুঠিরও অধিকারী। প্রতিবর্ষে শীতের সময় এই বংশের কোন প্রবীণ ব্যক্তি কলিকাতায় নীল বিক্রয় করিতে আসিতেন এবং দশ পনর দিন কলিকাতায় থাকিয়া নীল বিক্রয় হইলে আপনার দেশে ফিরিয়া যাইতেন।

ঐ বংশের কালিদাস বাবু আমাদের পরিচিত এবং বেস্ চালাক চতুর লোক। যে বৎসর মহামেলা হয়, সেই বৎসর ঐরূপ নীল বিক্রয় করিতে আসিয়া তিনি কলিকাতায় মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে বাসা করেন। সে বৎসর নীলের বাজার কিছু মন্দা পড়ে ও উহাতে উহাঁদের কিছু লোকসান হয়। সেই জন্য সেবার হইতে নীলের ব্যবসায়ে তাঁহার কিছু বিতৃষ্ণা হয় এবং নীল বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে নীলকুঠি বিক্রয়

করিবারও সুবিধা খোঁজেন। ক্রমে দশ পনর দিন কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে একদিন ৪০০০৲ চারি হাজার টাকায় তাঁহার সমস্ত নীলগুলি বিক্রয় হইয়া গেল ; কিন্তু কুঠি বিক্রয়ের কোন সুবিধা হইল না ; তিনি অগত্যা আর তিন চার দিন কলিকাতায় থাকিয়া ঐ চার হাজার টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ গাঁথাইয়া বাড়ী ফিরিবেন, মনস্থ করিলেন।

পরদিন।

নীল বিক্রয় হওয়ার পরদিন প্রাতে কালী বাবুর বাসার দুয়ারে একখানি জাকাল জুড়ি গাড়ি আসিয়া লাগিল। গাড়িতে একটি বাঙ্গালী বাবু ; গায়ে গর্ণেটের জামা, তা'র উপর সুদৃশ্য কাশ্মীরী শালের জোড়া ; পকেটে ঘড়ি ছিল কি না দেখি নাই, কিন্তু চেনের চমকে চোকে ধাঁদা লাগে ; পায়ে জরির মোজা, তা'র উপর কটবার সন ছাবপাবের বাড়ীর উৎকৃষ্ট জুতো ; পরণে মিহি ধুতি (দামের আন্দাজও করিতে সাধ্য নাই) ; চুলে বাহারে টেরী ; গায়ে আতর গোলাপের ভুরভুরে গন্ধ।

ক্রমে বাবুটি গাড়ি হইতে নামিলেন এবং বাড়ীর চাকরকে জিজ্ঞসা করিলেন, "কালী বাবু বাড়ী আছেন ?"

"আছেন, ডেকে দিচ্ছি" বলিয়া ভৃত্য উপরে গেল এবং কালী বাবুকে সংবাদ দিল। কালী বাবু এ সময় শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া মুখ ধুইতেছিলেন ; বাবুটি আসার সম্বাদে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন।

কালী বাবু নিচে আসিবামাত্রই বাবুটি "আসতে আজ্ঞা হ'ক, আসুন ; ভাল আছেন তো ?" বলিয়া কালী বাবুর সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

ইহাতে কালী বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন ; 'লোকটিকে দেখিয়াছি দেখিয়াছি বোধ হইল, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না' ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। যাই হোক, খুলে আর কিছু বলিতে সাহস না হওয়ায় সাদরে বাবুটিকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া চাকরকে তামাক দিতে বলিলেন।

"আমায় কি চিন্‌তে পার্‌ছেন না ?" ক্রমে এই কথা বলিয়া বাবুটি বলিলেন, "সেই সে দিন ৺রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে দু'জনে এক সঙ্গে যাত্রা শুন্‌ছিলাম, স্মরণ নাই কি ?" ক্ষণেক ভাবিয়া কালী বাবুর কতক কতক স্মরণ হইল ; চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে দুইজনে একত্রে বসিয়া যাত্রা শুনিয়াছিলেন এবং তা'র পর আর এক দিন রাস্তায় বাবুটি গাড়ি করিয়া যা'বার সময় চোকোচোকি হওয়ায় পরস্পরে ইঙ্গিত-ইসারায় কুশলাদি জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, তখন কালী বাবুর তাহা মনে আসিল। কালী বাবু সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে মহাশয়ের কিছু প্রয়োজন আছে কি ?"

বাবুটি।—"আজ্ঞে, একটু আছে বই কি। আপনি মহৎ লোক, আপনার সঙ্গে আলাপাদি করা তো সৌভাগ্যের কথাই বটে, তা' ছাড়া একটু প্রয়োজনও আছে।"

কালীবাবু।—"কি প্রয়োজন, বলুন।"

বাবুটি।—"আজ্ঞে, আমি একটু অনুরোধে পড়েছি। আপনি বোধ হয় জানেন, লক্ষ্ণৌর নবাব সাহেব মহামেলা দেখ্‌তে এসে সংপ্রতি কাশীপুরের বাগানবাটীতে অবস্থিতি কর্‌ছেন। কলিকাতায় তাঁ'র রসদাদি যোগাইবার ভার আমার হাতে। সংপ্রতি তাঁ'র ইচ্ছা, এ অঞ্চলে তিনি একটু বিষয় সম্পত্তি রেখে যান ; আর, বিষয় সম্পত্তির মধ্যে এ দেশে গুটিকতক নীলের কুটি চালানই তাঁ'র বিশেষ ইচ্ছা। রামচন্দ্র দালালের মুখে শুনিলাম, আপনি আপনার একটি নীলের কুঠি বিক্রয় কর্‌তে ইচ্ছুক ; তা' দাঁও মত দামে, নগদ টাকায় নবাব সাহেবকে বিক্রয় করুন না

কেন? তা'ছাড়া আরও দুই চারিটি আপনার সন্ধান মত থাকিলেও, তিনি কিন্‌তে পারেন। আর, তা'তে আপনারও দু'পয়সা আসে ও আমারও কিছু লাভ হয়।"

কালীবাবু এ শুনিয়া বিশেষ সৌভাগ্য মনে করিলেন; ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র দালাল ও হরিদয়াল দালাল প্রভৃতিকে তিনি কুঠি বিক্রয়ের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাছে শুনিয়াই যে বাবুটি আসিয়াছেন, এইরূপ বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "তা বেস; আমারটি ছাড়া আমি আরও দুই একটির বন্দোবস্ত কর্‌তেও পারি! তা' আপনি এ বিষয়ে চেষ্টা পেতে পারেন।"

বাবুটি।—"আচ্ছা, আপনার কুঠির দাম কত আন্দাজ হ'তে পারে? আর তা'তে কত বিঘা জমি, কটি জাঁত ঘর, কিরূপ সরঞ্জাম আছে? আরও, কুঠিটি কত দিনের তৈয়ারী ও এখন তা'র অবস্থা কিরূপ? এগুলি জান্‌তে পার্‌লে আমি নবাব সাহেবের সহিত সেইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করি।"

কালী বাবুর কুঠির দাম আন্দাজ দশ হাজার টাকা হইত; কিন্তু তিনি পরে দর দস্তুর—কস্‌া মাজা হইবে ভাবিয়া এবং কতকটা দাঁও বুঝিয়াও বলিলেন,—"আমার কুঠি ষোল হাজার টাকা হ'লে বেচ্‌তে পারি; তা'তে দশটি জাঁত ঘর, ত্রিশ বিঘা জমী, আর অন্যান্য সরঞ্জামও ঢের বেশী। তা' ছাড়া সেটি এখন বেস্ মজবুতও আছে; দু' দশ বৎসরের মধ্যে তা'তে আর হাত দিতে হ'বে না।"

বাবুটি।—"তা' বেস; আমার বোধ হয়, নবাব সাহেবকে রাজি কর্‌তে পার্‌বো। আর, মহাশয়! তিনি যদি রাজি হন, তবে আপনার ও আমার উভয়েরই সুবিধা—টাকাকড়ি সব নগদ। তা' আজ আমি যাই; কাল বৈকালে আবার আস্‌বো; নবাব সাহেব কি বলেন, জানিয়ে যাবো।"

এরূপ কথাবার্ত্তার পর বাবুটি উঠিলেন এবং পরস্পরে নমস্কার ও করমর্দ্দন হইল। কালী বাবু রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া বাবুকে গাড়িতে চড়াইয়া দিলেন এবং গুড় গুড় কপ্ কপ্ শব্দে গাড়ি পশ্চিম মুখে চিৎপুর রোডের দিকে চলিয়া গেল।

তা'র পর দিন।

তা'র পর দিন বুধবার। সে দিন বৈকালে তিনটার পর হইতেই কালী বাবু শশব্যস্তে বাবুটির প্রতীক্ষা করিতেছেন; একখানি গাড়ির শব্দ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে কান পাতিতেছেন ও চাকরকে দেখিতে বলিতেছেন। ক্রমে টং টং টং টং করিয়া ঘড়ীতে চারটা বাজিল; কালী বাবু আরও একটু উদ্বিগ্ন হইলেন; ঘরের বাহির হইয়া নিজেই বাহিরে পা'চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় গপাগপ্ শব্দে ও "বার্ রাখ্‌কে যাও, বার্ রাখ্‌কে যাও" চীৎকারের সহিত কালী বাবুর দুয়ারে একখানি সুদৃশ্য ফেটিং আসিয়া লাগিল। এবার বাবুটির সহিত সমবেশে সজ্জিত কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ গজস্কন্ধ স্থূলকায় গোছের একটি মুসলমানও আসিয়াছেন; কালী বাবু তাড়াতাড়ি উভয়েরই হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া লইলেন এবং যত্নের সহিত আপনার বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

বসিবার পরই চাকরে তামাক দিল এবং ক্রমে মুসলমানটির সহিতও কালী বাবুর আলাপ হওয়ায় পরস্পর আপ্যায়িত হইলেন এবং "ইনি নবাব বাহাদুরের এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ ম্যানেজার" বলিয়া বাবুটি তাঁহার পরিচয় দিলেন। ক্রমে কালী বাবু সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় বাবুটি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"নবাব বাহাদুরের তো এক রকম মত হ'য়েছে; এখন, আপনি একবার গিয়ে তাঁ'র সহিত কথাবার্ত্তা বন্দোবস্ত করলে ভাল হয় না কি? আর, সেই জন্যই আমার সঙ্গে তাঁ'র ম্যানেজার বাবুও এসেছেন; আজ আপনি গিয়ে সব স্থির করুন; তা'র পর, যেরূপ হয়, বন্দোবস্ত হ'বে।"

কালী বাবু ইহা শুনিয়া কিছু সন্তুষ্ট হইলেন এবং "আচ্ছা! তা' চলুন, যাওয়া যাক্" বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন।

ক্রমে সহিস গাড়ির কবাট খুলিয়া দিল এবং "আপনারা ওখানে বসুন—আপনারা বসুন" বলিলেও, তাঁহারা কালী বাবুকে গাড়ির পিছন দিকে সম্মুখস্থ রাখিয়া বসিলেন। গাড়ি পশ্চিমমুখো হইয়া, পরে চিৎপুর রোড দিয়া উত্তরমুখে চলিল।

নবাবের বাগান।

শীতকালের বেলা; সন্ধ্যার প্রক্কাল। কাশীপুরে নবাব সাহেবের বাগানে অপূর্ব্ব শোভা! গেটের দু'ধারে রঙ্গমঞ্চে মধুর ইমনকল্যাণে নহবৎ বাজিতেছে; প্রতি দুয়ারে দুই জন করিয়া সঙ্গীন খাড়াই, সুসজ্জিত শিক পাহারা পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে; তা'দের পায়ের খট্ খট্ শব্দ ও সানাইএর সুস্বরের সহিত 'কোমলে কঠিন' অপূর্ব্ব বাজিতেছে। গেট হইতে নবাবের বৈঠকখানায় যাইবার রাস্তার দু'ধারে টবে সজ্জিত নানাবিধ সুদৃশ্য ক্রোটন, কোথায় বা দুই চারিটি সাময়িক সুরম্য পুষ্প শোভমান। চারিদিকে দাসদাসী, আমলা মহাজনের কলধ্বনি; সকলেই যেন হর্ষমুখ ও স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত।

এমন সময় কালী বাবুদের ফেটিং আসিয়া লাগিল; দ্বারীগণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সসম্মানে সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল,—গাড়ি সুশোভন রাস্তা দিয়া নবাব-বৈঠকের সম্মুখে গিয়া থামিল।

নবাব-বৈঠকের অপূর্ব্ব শোভা! সে শোভা বর্ণনার অতীত! অট্টালিকা সুরম্য—ফিটফাট; উঠিবার সিঁড়িতে দামী বনাত মোড়া—সেরূপ সুন্দর বনাত অনেক বড়মানুষে গায়ে দিয়াই থাকেন; তা'র পর, উঠিতেই দালানে এক অস্‌লারের বাড়ীর সুন্দর এক শত ডেলে ঝাড়—তা'র অপূর্ব্ব শোভাই বা বলিব কি! তা'র পর, নবাব-বৈঠক—সেখানকার ঝাড়, লণ্ঠন, অয়েল পেণ্টিং নবাবী ছবি সে সকলের তো কথাই নাই; সাধারণ বসিবার বিছানা—তা'রই যে দাম কত, তা'ই এষ্টিমেট হয় না! তা' ছাড়া নবাবী-আসন—চক্‌চকে—তক্‌তকে; জরির জেল্লায় আর তা'র মধ্যে মধ্যে হীরক-মুক্তার চক্‌মকানিতে চোক ঝল্‌সে আসে! ক্রমে এ হেন বৈঠকে কালী বাবু ও সহগামীগণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রবেশ ও কালী বাবুর পরিচয়মাত্রেই একজন সুদৃশ্য, সুগঠন, সুবেশ, সুঠাম (আর কত সু-বিশেষণ বলিব?) য়িহুদী তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া, তাঁহার দর্শনে পরিতৃপ্ত ইত্যাদি ভাব প্রকাশে সুখী হইলেন। ক্রমে ভাবভঙ্গি ও কথাবার্ত্তায় কালী বাবু তাঁহাকে নবাব সাহেবের মন্ত্রী জানিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন।

পরে সকলে বসিয়া কালী বাবুর সহিত নবাব বাহাদুর সম্বন্ধীয় নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় অন্তঃপুর হইতে দূত আসিয়া শশব্যস্তে সংবাদ দিল, "নবাব সাহেব আ'তা হ্যায়।" সংবাদমাত্রেই সভাশুদ্ধ যাবতীয় নাএব, গমস্তা, আমলা, সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিল এবং নবাব সাহেব বৈঠকে প্রবেশ মাত্রেই 'সেলাম' করিয়া, পর পর নিজ স্থানে বসিল।

নবাবের চেহারা, পোষাক, চাল চলনের কথা বলিবার আবশ্যক করে না,—সে সব নবাবী-কেতা পাঠকগণ স্বপ্নে চিন্তা করিয়া লউন—নতুবা বুঝিবার যো' নাই। এ হেন নবাবের সহিত ক্রমে বাবুটি কালী বাবুর পরিচয় এবং তিনিই যে নীলকুঠি বিক্রয় করিতে চাহেন,

নবাবকে তাহাও বলিলেন। নবাব পরিচয় পাইয়া আহ্লাদ দেখাইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“আপ তো জমীন্দার বড়া লোক্ হ্যায়। আপ্ কা নাম হাম্ বহুৎ রোজ্‌সে শুনা। লেকান্ আজ্ আপ সে ভেট হোকে বড়া খোস্ ভেয়া। আপ্ কা কোঠী লেনেকা হামারা কুচ্ হরকৎ নেই। তব্ এক্‌ঠো লিখা পড়া কর্‌নে তো চাহি? মুল্‌কা অস্তে কুচ্ হরজ্ নেই।”

কালী বাবু নবাব সাহেবের কথায় প্রায় গলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, “আপনি হুজুর সাহেব; আপনি যা’ বন্দোবস্ত কর্‌বেন, তাই আমার মঙ্গল ও আমার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান করি।”

কালী বাবুর কথায় নবাব সাহেব বাবুটিকে ও মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া হিন্দিতে যা যা’ বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—

“কালী বাবু বড় লোক, উহাঁর কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; সুতরাং তোমরা উহাঁর সহিত একটা লেখা পড়া করে প্রথমে বায়না বন্দোবস্ত কর; পরে, একদিন লোক যাবে ও দেখে এসে বিক্রয়ার্থ রেজেষ্টারী কর্‌লেই চল্‌বে। বাবুকে উহাঁর মনোমত ক’রে কাল একটা লেখা পড়ার মুসাবিদা ক’রে আন্‌তে বল; তা’র পর, আমরা কাল তা’ দেখে পাকা বন্দোবস্তে উহাঁকে টাকা কড়ি দেব। আরও একটা কথা, তোমাদের এখনই বলে রাখি; বেগমের নামে ৪্ টাকা সুদে সে দিন যে ২০০, কুড়ি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হ’য়েছে, সেটা কাল ভাঙ্গিয়ে এনে রাখ্‌বে এবং লেখা পড়ার বন্দোবস্ত হলেই বাবু যেন কাল সব টাকা চুকিয়ে পান।”

এ কথায় কালী বাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে আনন্দভাব প্রকাশ পাইল। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর, নবাব সাহেব আরও নানাবিধ কার্য্যের কথা কহিতে কহিতে রাত্রি ৮টা বাজিল। সুতরাং তিনি, কালী বাবু এবং অপরাপর সকলকে সেলাম দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং কালী বাবু ও সেই বাবুটি দুইজনে পূর্ব্বের ফেটিংএ আসিয়া চড়িলেন;—গাড়ি চলিতে লাগিল।

যা’বার সময়,

কালী বাবু ও সেই বাবুটিতে নানারূপ আনন্দব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা হইতে হইতে ক্রমে বাবুটি বলিলেন,—“নবাব বাহাদুরের সাক্ষাৎ-কথা, এ সবই ঠিক। ফলতঃ আপনার এক রকম ভালই হ’ল; টাকাকড়ি পাওয়ারও সব স্থির হ’য়ে গেল। তবে এর মধ্যে আমার একটা কথা আছে; নবাবের আমলা বেটারা সকলেই দু’ পয়সা প্রার্থনা করে; বিশেষ তা’তে আবার তাদের উপর এ কার্য্যের কতকটা ভারও পড়ে’ছে। সুতরাং তারা কিছুই না নিয়ে তো ছাড়বে না; তা’ ছাড়া ঐ কোম্পানীর কাগজ তা’দের দ্বারা ভাঙ্গা’তেও বিলম্বের সম্ভাবনা। সুতরাং আমার ইচ্ছা, আমরা ঘর থেকে বক্রী চার হাজার টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজখানি লই এবং তা’র পর সুবিধামত বিক্রয় কর্‌লেই চল্‌বে। তা’ হ’লে আর আমলাদের হাতে পড়্‌তেও হবে না এবং টাকা পেতেও বিলম্ব ঘট্‌বে না। তাই বলি, আপনি কি কোনরূপে ঐ টাকাটি যোগাড় করে দিয়ে একেবারে কাগজখানি নিতে পারেন? আমার মতে তা’ হলে আপনার পক্ষেই ভাল।”

কালীবাবু শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন; ভাবিলেন, “এ কথা মন্দ নয়। আর, টাকাটি পেলে আমারও কোম্পানির কাগজ কিনিবার ইচ্ছা। তা যাতে এখান থেকেই একেবারে কাজ মিটে যায়, সেই তো ভাল! তা’ ছাড়া টাকাও এখন আমার কাছে রয়েছে। আর, এই একেবারে কাজ চুকে গেলেই বাড়ী গিয়েও সুস্থ হওয়া যায়।”

এইরূপ চিন্তার পর কালী বাবু পরক্ষণেই বাবুকে বলিলেন, ‘তা’ মন্দ নয়! আপনি বল্‌বেন, আমিই যেমন করে হয়, টাকারই যোগাড় করে নিয়ে যা’ব। ও কোম্পানীর কাগজটি আমারই লওয়া মত।”

বাবু।—“তা’ ভাল! তা’ হলে সেইরূপই কথাবার্ত্তা হবে। আর, আপনি বেস করে নিজের মনোমত একটা লেখা পড়ার মুসাবিদা করে রাখবেন। কাল আবার বৈকালে আমি আপনাকে সঙ্গে করে নবাব সাহেবের বাড়ী নিয়ে যা’ব এবং আমি স্বয়ং সঙ্গে থেকে সব বন্দোবস্ত করে দেব।”

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় চোরবাগানে কালী বাবুর বাসার নিকটে গাড়ি আসিয়া থামিল এবং উভয়ে উভয়কে নানারূপে আপ্যায়িত করিলেন। পরে কালী বাবু সানন্দে “কাল তবে আস্‌বেন; আমি প্রস্তুত থাক্‌বো” বলিয়া বাসায় প্রবেশ করিলেন এবং ফেটিংএ চড়িয়া বাবুটিও প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রতারণা—প্রবঞ্চনা।

পূর্ব্বে সমিতি হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর ২ প্রবঞ্চনার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তা’ ছাড়া আরও যে সকলের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, স্থানাভাবে তাহারও কতক রকমের কতকগুলি অদ্য প্রকাশিত হইল। সময়ান্তরে অপরগুলি প্রকাশিত হইবে। তবে একটি কথা, এইরূপ নাম প্রকাশেই আমরা যে নিশ্চিন্ত আছি, তাহা নহে। নাম প্রকাশের পরও কেহ তাহার মীমাংসা না করিলে, সময় ও সুবিধা-সাপেক্ষ হইলেও, অনেক বিষয় প্রতিকারের আমরা অন্য চেষ্টাও পাইতেছি। লোকে ফলাফল ক্রমেই জানিতে পারিবেন।

এক রকম।

নফরচন্দ্র দত্ত, ৪৬ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—এই ব্যক্তি নানাবিধ ঔষধ ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিলে সুলভমূল্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া ‘গৃহ-চিকিৎসাসার’ নামক পুস্তকের জাঁকাল বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া টাকা পাঠাইয়া লোকে পুস্তক তো পানই না; তা’ ছাড়া ঔষধেরও ফল নাই। সন্ধানে জানা যায়, ‘নফর দত্তও বহুরূপী দত্তজার জুড়িদার, এবং এখন স্বয়ং গা-ঢাকা দিয়াছেন।’

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ২ নং হাটখোলা। ইনি ১৮৮৬ ৮৭ সালের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীর জন্য ইংরাজির অর্থপুস্তক বাহির করিবেন বলিয়া অগ্রিম টাকা লন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশ দূরে থাক্, পাড়ার লোকে বলে, ‘এখন দেশে পলাইয়াছে।’

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি। ইহাঁর ন্যায় জাঁকাল বিজ্ঞাপন অতি অল্প লোকেই দিয়া থাকে; ছবি দিয়া, ভঙ্গি দেখাইয়া, ইনি ‘সৈনিক-সীমন্তিনী’ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু পুস্তকের অংশমাত্র দিয়াই নীরব। লোকে পত্র লিখিলে উত্তর পায় না; সমিতির সরকার পাঠাইলে বলেন, “পুস্তক একেবারে ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই দিতেছি।” কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাজে কিছুই নাই। বরং এখন সাক্ষাত পাওয়াও ভার।

বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। ইনি মুরলীধর বাবুর সহযোগী। উহাঁরা দুই জনেই যোগ করিয়া ‘প্রবাহিণী’ নাম দিয়া যেরূপ জাঁকজমকের সহিত ‘লণ্ডন-রহস্য’ ও ‘লণ্ডন-রাজ-রহস্যের’ বিজ্ঞাপন দেন, তাহাতে অনেকের চমক লাগে এবং কেহ কেহ একেবারে ২০্,৩০্ টাকা পর্য্যন্তও পাঠাইয়া বসেন। কিন্তু উহাঁরা টাকা সংগ্রহের সময় পর্য্যন্ত দু’এক খণ্ড প্রকাশে লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া এখন গা-ঢাকা দিতেছেন। মুরলী বাবু এবং বিপিন বাবু এ হেতু বিস্তর লোকের অভিসম্পাতের পাত্র

হইয়াছেন; এখনও, তাঁহারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাউন, এই বাসনা।

হরিপদ চক্রবর্ত্তী, নবগ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, হাবড়া। 'বস্তুবিদ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করিতে চাহিয়া অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য লন; কিন্তু পত্রিকা না দেওয়ায় লোকে এখন আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন; কেহ কেহ বলেন, 'সমিতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া কোন প্রবঞ্চক এই খেলা খেলিয়াছে।' যা'ই হো'ক হরিপদ বাবুর সদিচ্ছা থাকিলে, এখনও তিনি এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

'আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, নদীয়া' এই স্থান হইতে নানা রকমের প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু সকল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধেই আমরা অভিযোগ পাই। ওখানকার স্কুলের শিক্ষক রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য এবং সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিই এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত। কেহ কেহ বলেন, "আজকাল সংবাদপত্রসমূহে হরিনাথ আচার্য্যের নামে 'পাগলিনীর' এবং কুঞ্জবেহারী দত্তের নামে 'সুরেন্দ্র-প্রতিভার' যে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, তাহাও উহাঁদেরই খেলা।" যাই হোক, মফস্বলেও এরূপ ঘটনায় আমরা দুঃখিত আছি।

দুই রকম।

কএক দিন হইল, বড়বাজারের সন্নিকট একটি গলিতে ঘণ্টা বাজাইয়া নিলাম হইতেছে দেখিয়া, নিলামে সুবিধায় জিনিষ পত্র কিনিব বলিয়া, একটি ভদ্রলোক তথায় প্রবেশ করেন। ভদ্রলোকটির বাড়ী ফরিদপুর জেলায়; কিন্তু তিনি কলিকাতায় অনেক দিন হইতে আছেন। আর, কলিকাতায় থাকা-হেতু তাঁহার মনের বিশ্বাস, তাঁহাকে কেহ ঠকাইয়া লইতে পারিবে না। তিনি নিলামস্থলে প্রবেশ করিয়া কোনরূপেই ঠকিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যে জিনিষের দু' টাকা দর, তার দাম।০ চার আনা বলিয়া বসিতেছেন। পর পর নিলামে উপরে-দেখিতে ভাল-কিন্তু-ভিতরে-ছেঁড়া এরূপ আদ থান বনাত দর হইতে লাগিল। এমন সময় আর একটি ভদ্রবেশ বাবুর সহিত উহাঁর আলাপ হইল এবং উভয়ে ভাগ করিয়া ঐ খানি ক্রয় করিবেন, স্থির হইল। ক্রমে একজন।০ আনা, আর একজন ॥০ আনা, আর একজন ৸০ আনা এইরূপ দর করিতে করিতে বাবুটি ৸৵০ আনা বলিয়া বসিলেন। তার পর, আর কেহই দর দিল না, তাঁহারই বিট হইল; তিনি আট দশ টাকার মাল ৸৵০ আনায় হইল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পরক্ষণেই সেই ভদ্রবেশ তাহার অংশীদার নিজ পকেট হইতে ১০৲ দশ টাকার এক কেতা নোট এবং।৶০ আনা পয়সা বাহির করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! এই ১০।৶০ টাকা লউন ও আমায় উহার অর্দ্ধেক দেন; আর ১০।৶০ দিয়া আপনি অর্দ্ধেক লউন।" প্রথম ব্যক্তি অবাক; কেহ আর তাঁহার কথা শুনিল না; তিনি দর করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বাধ্য করিল;—টাকা নহিলে তাঁহাকে বাহির হইতে দিল না। তিনি ভদ্র লোক, কি করেন, নিজের কাছে ৫৲ পাঁচ টাকা বই আর নাই। সুতরাং অনেক কষ্টে তা'দের পায়ে হাতে ধরিয়া ৫৲ টাকা দিয়া, 'আর ৫।৶০ টাকা দিতে পারি তো জিনিষ লইব,' বলিয়া সেখান হইতে অধোবদনে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর ঐ ব্যক্তি পুলিসে যান; কিন্তু ইন্স্পেক্টার নিলামকারীদের সাক্ষ্য প্রভৃতিতে কেস্ গ্রহণ করেন না। তা'র পর, ঐ ব্যক্তি 'বঙ্গবাসী-আফিসে' যান এবং তাঁহাদের পরামর্শক্রমে অনুসন্ধান-সমিতির আফিসে আসেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল বলেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কিছুই হইল না। তবে তা'র পর সন্ধানে যানা যায় যে, সে দোকান

সেখান হইতে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। যা'ইহ'ক আজ কাল পুলিসের মাননীয় ডেপুটি কমিশনারের এ সকলের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তিনি উহার প্রতিকারে যত্নপর হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। ফলতঃ তথাপি লোকে সাবধান থাকেন, এই ইচ্ছা।

'দিনে ডাকাতি' আর কা'কে বলে?

বাবু হরিদাস মান্না প্রথমে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির প্রেসে, কম্পোজিটারী করিতেন: যে রূপেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি দিন দিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই হেতু, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া ও তিনি তারকনাথ দত্ত প্রভৃতির মত বিড়ম্বিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের উপদেশে চরিত্রের শোধন করিয়া লন, এই সদাশায় আজ অনেক ক্ষোভে—অনেক দুঃখে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইলাম।

ইহাঁর প্রথম কার্য্যে লোক সকল যেরূপে প্রবঞ্চিত, তাহার দুই একটির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—

১ দফা। ২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে 'প্রভাবতী' নবন্যাস খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে চাহিয়া নিজ নামে অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য লন, কিন্তু অনেক ওজর আপত্তির পর কয়েক সংখ্যা দিয়াই নীরব। লোকে পুস্তক চাহিলে 'দিব—দিচ্চি' বলিয়া অথবা অন্য ভান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। বাদুড়িয়া লঃ মিঃ স্কুলের শিক্ষক বাবু অঘোরনাথ বসু ঐ পুস্তকের রচয়িতা; ভালর জন্য বলি, এ কলঙ্কে তাঁহারও কি ঘৃণা নাই?—তিনি এখনও যে 'পদ্য পুরাণের' বিজ্ঞাপন দিতেছেন, সত্য হইলেও, এ কথা শুনিলে লোকে কি আর বিশ্বাস করিবে?

২ দফা। 'লোক্যাল্ পব্লিসিং কোম্পানী' এই নাম দিয়া ইনি 'গ্রন্থ-রত্নাবলী' পুস্তক প্রকাশ করিবার লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপনে লোকের নিকট হইতে আশুতোষ দাসের দ্বারা বা নিজে টাকা গ্রহণ করেন; কিন্তু পুস্তক দেন না। বহুদিন পরে অনুসন্ধান-সমিতি হইতে ঐ সকল কথা প্রকাশ হইয়া পাছে ব্যবসায় বন্ধ হয়, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় জন কএকের টাকা সমিতির দ্বারা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তা'র পর, যেই অধিক অভিযোগ আসিতে লাগিল, তখন আর টাকা দিতে পারিলেন না; অন্য বই দিতে চাহিয়া বা দয়া করিতে বলিয়া গ্রাহককে ভুলাইবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কাজে কিছুই দেখি না।

৩ দফা। "নবযুগ" পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করিতে চাহিয়া তাহার কি করিয়াছেন, কেহ জানে না।

৪ দফা। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া "মহাভারতের" মূল ও অনুবাদ খণ্ডশঃ প্রকাশিত করিতে চান ও লোকের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করেন। কিন্তু পুস্তকের কএক সংখ্যা মাত্র প্রকাশের পর, প্রকাশ বন্ধ হওয়ায়, লোকে নিয়তই অভিযোগ করিতেছেন।

বলিতেও লজ্জা হয়, পূর্ব্বের কথা আর না,—এই পর্য্যন্ত। তবে সাধারণের উপকারার্থে এখন ইনি কিরূপে কি করিতেছেন, তাহা জানান আবশ্যক বোধ করি;—

এখন ইনি "হিন্দুধর্ম্ম" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; বাবু রোহিণীনন্দন সরকার তাহাতে সহযোগী। কাগজখানি প্রকাশের কারণ, সাধারণে যা'ই প্রকাশ থাক্, তাহাতে আমরা কিন্তু একটু নূতনত্ব পাইতেছি। প্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী-পত্রিকার' ম্যানেজার মহাশয় বলেন, "হরিদাস মান্না নানা ঠিকানায়, নানা ভঙ্গীতে 'বঙ্গবাসীতে' বিজ্ঞাপন দিত;

কিন্তু লোকে তাহাতে ঠকিয়া 'বঙ্গবাসী-আফিসে' পত্রাদি লিখিত। তা' ছাড়া, আরও নানারূপে ক্রমশঃ উহার প্রবঞ্চনার বিষয় জানিতে পারা যায় ও সেই হেতু 'বঙ্গবাসী' হইতে উহার বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেহ বলেন, 'এই সকল কারণে নিজের নানারূপ প্রলোভন-ময় বিজ্ঞাপনে লোককে ঠকাইবার জন্য হিন্দু-ধর্ম্ম প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছে।" ফলতঃ কার্য্যাদি দেখিয়া সমিতিরও সেইরূপ প্রতীতি জন্মিতেছে। কারণ,

৫ দফা। ঐ পত্রিকায় আশুতোষ দাসের নামে ২ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট ঠিকানায় 'তন্ত্রকল্পলতিকার' (মূলানুবাদ) বিজ্ঞাপন আছে; কিন্তু সন্ধানে জানা যায়; ঐ নম্বরের বাড়ীটিতে খোলার ঘর;—আপাততঃ উক্ত নামে ও বাড়ীতে কেহ নাই। চিঠিপত্র টাকা-কড়ি যা' আসে, তা' ১২ নং কার্ত্তিক বসুর গলিতে হরিদাস মান্নার ঠিকানায় প্রতি-প্রেরিত হয়। আর একটি কথা, ইতিপূর্ব্বে কাশীর ঠিকানায় রঘুনন্দন মিশ্রের নামে ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয়; কিন্তু সেখানে সন্ধান করিয়া কেহ কেহ উক্ত নামের লোক পান না। সুতরাং সহজেই অনুমেয়, সে খেলাও ইহাঁদেরই।

৬ দফা। পূর্ব্বাপর ৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট ঠিকানায় নানা নামে নানা রকমের বিজ্ঞাপন বাহির হইত; তন্মধ্যে কেহ 'তন্ত্রকোষ' বা উপহারের জন্য, কেহ 'ভোজ-বাজীর' জন্য, কেহ বা 'সুলভ পাকপ্রণালীর' জন্য টাকা পাঠাইয়া পুস্তকাদি পান না, এরূপ অভিযোগ আসিতেছে। ঐ বাড়ীর মালিক বলিয়া যাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বলেন, "নিত্য নিত্য বিস্তর লোক আসিয়া উহাদের সন্ধান, ও টাকা পাঠাইয়া দ্রব্যাদি পান না বলিয়া অভিযোগ করেন।"

৭ দফা। ১১৪ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো ঠিকানায় নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিএল, নাম দিয়া 'মূলানুবাদ কালী-তন্ত্রের' বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, আর, তাহাতে টাকা পাঠাইয়াও কেহ কেহ পুস্তক পান নাই, এরূপ অভিযোগ আসিতেছে। সেইমত সন্ধানে জানা যায়, ঐ বাড়ীতে ঐ নামে কোন লোক নাই। বাড়ীর অধিকারী বাবু উমাকান্ত সেন মহাশয় বলেন, "কোন জুয়াচোর এইরূপ করিয়া লোক-ঠকানয় প্রত্যহই অনেক লোক এখানে আসিয়া বিজ্ঞাপন-দাতার সন্ধান না পাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ফিরিয়া যান।" তা' ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এক জন বই বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএলের নাম দেখা যায় না। তিনি এক জন সদ্ব্যক্তি; শাঁকারিটোলায় ৭ নং ব্রাহ্মসমাজ লেনে তাঁহার বাড়ী। তিনিও বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। সুতরাং ইহাতেও কি সন্দেহ হয় না যে এও হরিদাস মান্নার লীলা!

৮ দফা। প্রফেসার সি, এল, বানার্জি নাম দিয়া ৫০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, ঠিকানায় 'ভেল্কী' পুস্তকের জন্য টাকা পাঠাইয়া অনেকে ভেল্কী দেখিতেছেন। এ ঠিকানায়ও আপাততঃ কোন লোক নাই,—টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র পূর্ব্বের রকমেই গৃহীত হয়।

৯ দফা। আনন্দরাম বড়ুয়ার নামে ৫০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে 'গুপ্ত বিদ্যার' বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে; কিন্তু সেটি একটি মেসের বাড়ী; সেখানকার ছাত্রগণ গুপ্ত বিদ্যার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সুতরাং পাঠকগণ ব্যাপার কি বুঝিয়া লউন।

১০ দফা।—৮৩ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে সূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাচার্য্য নাম দিয়া 'মূলানুবাদ পবনবিজয় স্বরোদয়' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন আছে; কিন্তু সে বাড়ীর অধিকারী বাবু রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

পুস্তক ও বিজ্ঞাপনদাতার নাম শুনিয়া অবাক্ হন।

১১ দফা। 'হিন্দুধর্ম্মে' ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নাম দিয়া ৬৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ঠিকানায় 'মূলানুবাদ আদি তন্ত্রকোষ' পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে; এ সম্বন্ধে আর কি বলিব, তবে সন্ধানে জানা যায়, এও হরিদাস মান্নার খেলা।

১২ দফা। ৯ নং ভগবান বাঁড়ুয্যের গলি, হাটখোলা ঠিকানায় বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে "যোগিনীতন্ত্রের" বড়ই জাঁকাল বিজ্ঞাপন আছে। কিন্তু সন্ধানে জানা যায়, নারায়ণ বাঁড়ুয্যে হরিদাস মান্নার প্রেসের এক জন কম্পোজিটার মাত্র; তাহার নামে হরিদাস এই খেলা খেলিতেছেন।

১৩ দফা। বলরাম দের ষ্ট্রীটে, কালী বাড়ী ঠিকানায় কৈলাসানন্দ ব্রহ্মচারী নাম দিয়া "বিনা মূল্যে সমুদায় তন্ত্র" ডাকমাসুল লইয়া বিতরণের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এ বিজ্ঞাপনে আরও একটু মজার বিষয় যে, মহারাজা জ্যোতিরিন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জড়ান হইয়াছে; কিন্তু সবই ফাকা। মহারাজা জ্যোতিরিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কি ইহার কোন প্রতিকার করিবেন না?

১৪ দফা। ৪২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ঠিকানায় শিবচন্দ্র দাসের নামে "হরিতালভস্ম ও শক্তিসাধন" শীর্ষক বিজ্ঞাপন আছে। এক ব্যক্তি বঙ্গবাসী আফিসে লিখিয়াছেন, "ইনি বাবু রোহিণীনন্দন সরকার বা রামবাগানের সেই ন. না. দেব।" সত্য মিথ্যা ভগবানই জানেন।

১৫ দফা। ৭৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, জুবিলী লাইব্রেরী ঠিকানায় হরিনাথ রায়, ম্যানেজার, নাম দিয়া 'অপূর্ব্ব উপহার বিতরণ' শীর্ষক "জ্ঞানরত্নাকর" নামীয় এক বিজ্ঞাপন আছে। কিন্তু আমরা জুবিলী লাইব্রেরীর নামও শুনিতে পাই না; তা'তে যে বইগুলির নাম আছে, তা'র প্রায়ই হরিদাস মান্নার বই। সুতরাং পাঠক, ব্যাপারখানা কি, বুঝিয়া লউন।

১৬ দফা। ১৫ নং আশুতোষ দের লেন, সিমলা পোঃ ঠিকানায় মাধবচৈতন্য স্বামীর নামে "পীঠমালা মহাতন্ত্রের" বিজ্ঞাপন আছে। শুনিতে পাই, এও হরিদাসের খেলা।

১৭ দফা। দরবেশ করিমউল্লার নামে ফড়্গুমিয়ার কেয়ারে সিমলা পোঃ আফিস ঠিকানায় 'মায়াতন্ত্রের' বিজ্ঞাপন আছে। ফলতঃ এ নাম ও ঠিকানায় মায়ামন্ত্র!

১৮ দফা। 'অনুসন্ধান'পত্রিকায় জুয়াচোরের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না, এ কথা প্রচারের পর হরিদাস মান্না সে কথারও নকল করিয়া ঐ সকল প্রবঞ্চনাপূর্ণ বিজ্ঞাপনের উপর জোর দিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ পাঠকগণ তাহাতেও না ভুলেন, এই বাসনা।

১৯ দফা। হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়পত্রে ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীর ঠিকানায় রাজারাম বসুর নামে "ভাস্বতী বা ব্রহ্মাণ্ডের খবর" পুস্তকের বিজ্ঞাপন আছে; কিন্তু উক্ত রাজা বাহাদুরের বাটীতে ও-নামে কোন লোকই নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহ ঐ পুস্তকের নাম শুনে নাই। শোভাবাজারের এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এও হরিদাসের খেলা।

লজ্জাও আসে, দুঃখও হয়; এ ছাড়া দফায় দফায় আর তো বলিবারও স্থান যুটে না। নগেন্দ্র দেবের গূঢ় রহস্যের সব কথা বলতে গেলে ১৩৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটের ব্যাচারা রোহিণীনন্দন সরকারও মারা যান। আর, সকল রকমের তো হিসাবও হয় না। যাই হোক্, এখনও পাঠকগণ সতর্ক হইলে আর সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস বাবু ও তাঁহার সহযোগিগণের চরিত্র পরিবর্ত্তন হইলে সুখী হই। ঈশ্বর কি সে দিকে তাকাইবেন?

রুশ-যুদ্ধ।

রুশ-যুদ্ধ বুঝি বা কোনরূপেই থামিবার নহে। সংবাদ পাওয়া যায়, রুশ দিন দিনই মধ্য এসিয়ায় ভারতপ্রতি অগ্রসর হইতেছে। আর, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, এমন নহে; এ পক্ষেও তাহার প্রতিযোগিতার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। রুশেরা 'সারক্ষ' হইতে 'কারাকাছা' পর্য্যন্ত রেল বিস্তার করিয়াছে। 'কারাকাছা' ও 'হিরাটের' মধ্যে 'হেরিরুড়' নামে উর্ব্বর উপত্যকা; সুতরাং এখন ঐ উপত্যকার মধ্য দিয়া হিরাট পর্য্যন্ত রেল বিস্তারের যে বিশেষ সুবিধা, তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। আর, কোনরূপে ঐটুকু রেল হইলেই রুশের ভারত-দ্বারে পৌঁছিবার কোন সংশয় দেখি না। কারণ, হিরাট পর্য্যন্ত রেল বিস্তার হইলে, রুশ রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে দশ দিনে হিরাটে সৈন্যবল পৌঁছিতে পারিবে, আর লণ্ডন হইতে সৈন্যাদি ২০ দিনেও 'পেসোয়ারে' আসিতে পারে না। সুতরাং এ রেল-বিস্তারে ইংরাজের যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ও রুশের শুভসম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ, আফগানিস্তান ইংরাজের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া রুশের এযাবৎ প্রতিবন্ধক ছিল; যদি সে পর্য্যন্তই রুশ আসিতে পারে ও তাহারা তত যত্ন না লয়, তবেই তো বিপদ!

আরও, রুশ কিরূপ প্রস্তুত হইতেছেন, 'টিফলিস্' হইতে সে সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলি নিউসে' একজন কি লিখিতেছেন, দেখুন:—

"আমি কোন কার্য্যে উত্তর-পারস্যের সীমা হইতে মার্ভ পর্য্যন্ত গমন করি। ফিরিবার সময় 'আস্কাবাদে' কতকগুলি যুদ্ধ কামান, টোটা ও গোলাগুলি প্রভৃতিতে বোঝাই একখানি মালগাড়ির দুয়ার খোলা দেখিতে পাই। আরও কতকগুলি গাড়ির দুয়ার বন্ধ,—তাতে কি ছিল, দেখিতে পাই নাই। তবে সন্ধানে জানা গেল, সে সকল সীমাপ্রান্তের যুদ্ধ-সামগ্রী। তার পর, 'কারাকাছায়' গিয়া দেখি, তথা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রেলপথের সূচনা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করায় তথাকার রুশ-কর্ম্মচারিগণ বলে, 'এখান হইতে দুইটি লাইন হইবে;—একটি যাত্রীদের জন্য 'মেসেদ' পর্য্যন্ত এবং অপরটি ভারতের জন্য 'হিরাট' পর্য্যন্ত।' সংবাদ পত্র এ সকল সংবাদ পান না; অথবা জানিয়াও বিশেষ সন্ধি বশতঃ আন্দোলন করেন না। যা'ই হোক, আমি যতটুকু সন্ধান পাইলাম, তাহাতে সংবাদ বড়ই খারাপ; ইংরাজের বিশেষ প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

ভারতে যা'ই রাষ্ট থাক, কিন্তু এ সকল সংবাদ বিশেষ চিন্তার কথা। মুখে মিট্ মাটের কথা এবং ভিতরে এরূপ গোলযোগ, বড়ই শঙ্কটাবহ!

জাহাজ ডুবি।

এবার শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীদের বড়ই দুর্দ্দৈব। যা'বার সময় কাল ঝড় আসিয়া 'স্যার জন্ লরেন্স' এবং 'রিটি্ভার' জাহাজ ডুবাইল;—তাহাতে বঙ্গগৃহে কত অনাথ শিশুসন্তান পিতৃমাতৃহীন হইল—কত সতী অনাথিনী কাঙ্গালিনী হইল,—কত অন্ধের-অবলম্বন পুত্রকন্যা ভাসিয়া গেল! কিন্তু সে শোক ভুলিতে না ভুলিতে এ আবার কি শোকধ্বনি শুনি? ৮ই শ্রাবণ তারে দুঃসংবাদ আসিয়াছে:—

"মরহাট্টা জাহাজ শ্রীক্ষেত্রের ফেরত যাত্রী লইয়া চাঁদবালী হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল; বরাবর নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় গঙ্গার মোহানায় বন্যামুখে বিপদাপন্ন হয় এবং বহুসংখ্যক যাত্রী ও নাবিকসহ ডুবিয়া গিয়াছে।"

এ সংবাদে বঙ্গগৃহে যে কি ভয়ঙ্কর রোদনের রোল উঠিয়াছে, তাহা আর কি বলিব! 'স্যার জন্ লরেন্স' আদি জাহাজ ডুবার পরও যাঁহারা আত্মীয়স্বজনের জীবিত-সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, এ সংবাদে তাঁহারাও আজ মৃতপ্রায়!

যা'ই হোক, পরে আবার যে সংবাদ আসিয়াছে, অনেকের তাহাতে এখনও আশ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সে সংবাদ এই:—

"বন্যায় পড়িয়া ভগ্ন জাহাজ তলাইবার সময় অনেক আরোহী প্রাণের দায়ে ডেকের উপর উঠে ও মর্ম্মভেদী চীৎকার করে। সে সময় তাহাদের রক্ষার জন্য ভাগ্যক্রমে 'ককু', 'আর্কট', 'অণ্ডণ্টেড', 'ইউফ্রেটস্', 'রেস্কিউ' এবং 'অম্বিকা' প্রভৃতি জাহাজ তথায় উপস্থিত হয়। প্রবল বন্যাস্রোতেও ঐ সকল জাহাজ এক একবার 'মাবহাট্টার' কাছে আসে ও স্রোতে পিছাইয়া যায়। এরূপ সময় প্রাণের দায়ে কেহ কেহ ঐ সকল জাহাজে লাফাইয়া পড়ে এবং কেহ বা লাফাইতে গিয়া জলে পড়ে। যাহা হউক, এইরূপে ইউফ্রেটসে ১৫০ জন, অম্বিকায় ৫৩ জন আর্কটে ১৫ জন এবং রেস্কিউ ও অণ্ডণ্টেডেও জন কএক লোক বাঁচিয়াছে। তবে ইহাদের অনেকে আহত হইয়াছে এবং চিকিৎসার অধীন আছে। তা' ছাড়া অনেকগুলি মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে। এ ভিন্ন কত লোক যে মরিয়াছে, তাহার এখনও স্থিরতা হয় নাই।"

যে দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, তাহার আর এখন হাত নাই। এইরূপে ঠিক এই স্থানে সেবার 'এডিনবরা' মারা যায় এবং শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীদের আরও নানা বিপদ ঘটে। কিন্তু এ সকলের জন্য দায়ী কে? গবর্ণমেণ্ট তাহার অবশ্যই কৈফিয়ৎ লইবেন। তা' ছাড়া, এ পথে যখন পদে পদে বিপদ ঘটিতেছে, তখন শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটি রেলপথ প্রস্তুত হইলে ভাল হয় না কি? পথে লোকসানের সম্ভাবনা তো দেখি না। বরং তাহাতে ট্র্যাফিক্ ইত্যাদি বেশ চলিতে পারে।

ডাকঘরের কএকটি নূতন নিয়ম আবশ্যক।

(১) ডাকঘরের নিয়ম, কাহারও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে, ডাকঘরে আবেদনমাত্র পত্রাদি ও টাকাকড়ি সেই ঠিকানায় প্রেরিত হয়। আরও, এক নামের টাকা কড়ি, সে ব্যক্তি ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট লিখিলে, অপর ব্যক্তি সহি করিয়া লইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই নিয়ম সাধারণের উপকারার্থে প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, জুয়াচোরগণ ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়াছে। তাহারা প্রথমতঃ যে সে ঠিকানা দিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয় এবং নিজে অন্য ঠিকানায় থাকিয়া বিজ্ঞাপিত ঠিকানার পত্রাদি তাহার নিজ ঠিকানায় পাঠাইতে লেখে। তা' ছাড়া তাহারা যে সে নাম দিয়া ও যে সে ঠিকানায় বিজ্ঞাপন বাহির করে এবং নিজেই সেই নামের সহি করিয়া সে নামের টাকাকড়ি ও পত্রাদি তাহার নিজ নামে দিতে লেখে। অগত্যা ডাকঘর তাহাতেই বাধ্য হন এবং লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়া টাকা পাঠাইয়া দ্রব্যাদি বা বিজ্ঞাপনদাতার সন্ধান পায় না। এই হেতু ব্যবসায়ের, ক্রেতার এবং ভদ্র বিক্রেতার বড়ই ক্ষতি হইতেছে ও জুয়াচোরগণ প্রশ্রয় পাইতেছে। সুতরাং এ সময় ডাকঘরের ঐ নিয়মটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক বোধ করি;—কোন ঠিকানা হইতে কোন লোক স্থানান্তরিত হইবার সময় ডাকঘরের ইন্স্পেক্টার বা কোন উচ্চ কর্ম্মচারী আগে যেন সে বিষয়ের (বিশেষ ব্যবসায়ী হইলে) সন্ধান লন অর্থাৎ সেই ঠিকানায় সেই নামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি আছে কি না এবং সে স্থানান্তরিত হইতেছে কি না, ইহা অগ্রে জানিয়া যেন সেই মত পত্রাদি

বিলি হয়। বলা বাহুল্য, তাহা হইলে অনেক জুয়াচুরী ধরা পড়ার সম্ভাবনা এবং দেশের ও ব্যবসায়ের অনেক উপকার করা হয়।

(২) ভ্যালু-পেয়েব্ল্ ডাক;—এ নিয়মেরও উদ্দেশ্য, দেশের ও ব্যবসায়ের সুবিধা-স্থাপন; কিন্তু প্রবঞ্চকের দৌরাত্ম্যে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল ফলিতেছে। তাহারা এক জিনিষের বিজ্ঞাপন দেয় ও লোকে চাহিলে মোড়কে মুড়িয়া অপর জিনিষ পাঠায়। মোড়ক মধ্যে জিনিষ না দেখিয়া লোকে টাকা দিয়া প্যাকেট লয় ও ঠকিয়া পরিতাপ করে। এই হেতু ডাক-ঘরের এইরূপ নিয়ম করিলে ভাল হয় যে, প্যাকেট পাঠাইবার সময় ঠিক জিনিষ দেওয়া হইল কি না দেখিয়া, পরে তাহা ডাকে দিতে দেওয়া। আর, এরূপ করিলে কতকাংশে জুয়াচুরী ধরা পড়ার সম্ভাবনা; এবং দেশের ও ব্যবসায়ের সমূহ উপকার করা হয়।

তবে এ কার্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যয় আছে। এ সময় গবর্ণমেণ্ট তাহা সহ্য করিতে নিতান্তই যদি অক্ষম হন, তবে সেই পরিমাণে উহার জন্য না হয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফি নির্দ্দিষ্ট হউক। ফলতঃ যেরূপেই হউক, ইহার প্রতিকার হইলে আমরা অনুগৃহীত হইব।

সংবাদ।

—ইতিপূর্ব্বে খিলিজি ও আফগানদিগের সহিত একটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

—'কলিকাতায় আজ কাল হিন্দুর বাল্যবিবাহ যে দোষের নহে' এই সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে: রুক্মা-কাণ্ডই ইহার মূল।

—ব্রহ্মদেশে ইংরাজের অধিকারে আসিলেও আজ পর্য্যন্ত তথাকার বিদ্রোহ-ব্যাপার কমে নাই; ব্রহ্মবাসিগণ চুরী, ডাকাতি প্রভৃতি নানা-রূপে ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে।

—ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানাবিধ পত্রিকায় টাকা জমা লইয়া কর্ম্ম দিবার বিজ্ঞাপন দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে টাকা জমা দিয়া মাহিনা বা জমা টাকা পর্য্যন্তও ফেরৎ পাওয়া যাইতেছে না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

'অনুসন্ধানের' আকার রএল দু' ফর্ম্মা হইবার কথা ছিল, কিন্তু কাগজখানি দেখিতে সুশ্রী হয় এবং তাহাতে লোকের অধিক সহানুভূতি পাইতে পারি, এই আশায় প্রথম বারে আকার আরও আধ ফর্ম্মা বাড়াইয়া দিলাম দাম কিন্তু আপাততঃ পূর্ব্বের মত দেড় টাকা রহিল। ফলতঃ ডাকমাসুলসমেত এরূপ অ দামে এরূপ সুন্দর কাগজ যোগান বড় সহ নহে। সেই জন্যই বলি, যদি দেশের লো সহায় হন, উৎসাহ দেন, তবেই আশা মিটিবে এ আকার কেন, ইহা অপেক্ষা বর্দ্ধিত আকার এই মূল্যে দিতে চেষ্টা করিব; নতুবা স্পষ্ট বলিয়া রাখা উচিত যে, হয় দাম বাড়াইতে হই নয় আকার কমাইতে হইবে। ফলতঃ যাহা দেশের সকল লোকেই ইহা লইতে এবং ই উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হন, সেই জন্য এত মূল্য কমান গেল। এখন দেশের লো তাহা বুঝিবেন না কি?

লেখকগণের প্রতি।

অনুসন্ধানের জন্য অনেকগুলি সুলেখক সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, কিন্তু স্থান ভাবে এবার তাহা প্রকাশ করিতে না পারা দুঃখিত হইলাম; যারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

তা' ছাড়া যে সকল টাকাকড়ি আদা হইয়াছে, সে সকলের রিপোর্ট, সমালোচন আরও জানা জানা বিস্তর জুয়াচুরীর বিষ এবং কএকটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইল না।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ২৮এ শ্রাবণ, ১২৯৪ সাল। [২য় সংখ্যা।

অনুসন্ধান।

পূর্ব্বে সমিতি হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরও যাহা সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহার কএকটিমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

১। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়;—ইনি প্রথমে নদীয়া জেলায় লোকনাথপুর গ্রাম হইতে অবিনাশচন্দ্র বসু ও নিজ নামে 'পরিণাম' নামক মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন বাহির করেন ও টাকা লইয়া গ্রাহককে পত্রিকা যোগান না। তা'র পর এখন সেখান হইতে আসিয়া, ৩৭ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেনে অবর সরকার ও ফকির সরকারের জুড়িদার হইয়া বসিয়াছেন। সমিতির আপিসে ইনিও এক দিন নাম ভাঁড়াইয়া আসেন ও পরে বিড়ম্বিত হন। তা' ছাড়া সন্ধানে জানা গেল, ইনি এক জন লোকের হস্তলিখিত পুস্তকের কাপি ছাপাইতে লইয়া দিতেছেন না, ও চাহিলে গুজর করেন। সেই পুস্তকের লেখক বলেন,—"ঐরূপ করিয়া কাপি লইয়া কিছু দিন রাখিয়া নকল করিয়া রাখে, শেষে গ্রন্থকারকে কাপি ফেরত দিয়াই উহারা সেই পুস্তক নিজের নাম দিয়া ছাপায়। আমার বহু পরিশ্রমজাত পুস্তকখানি এরূপ হইলে, আমার বড়ই কষ্ট হইবে।"

২। ৮৮ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষের প্রবঞ্চনার বিষয় সমিতি হইতে সাধারণে প্রচারিত হইলে তাহার ব্যবসায় এক-রূপ বন্ধ হইয়া আসে ও সে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে। কিন্তু চির অভ্যাস বশতঃ সে একেবারে স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া, যে সে নামে ভ্যালু-পে-এব্ল্ ডাকে একখানি করিয়া 'আদি ইন্দ্রজাল মহাবিদ্যা' ও তৎসহ "গুরুজীর আদেশে পুস্তক পাঠাই; ১৵০ দিয়া লইলে সুখী হইব ইত্যাদি" লিখিয়া এক কার্ড পাঠায়। পয়দা-মালঞ্চীর জমীদার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কর্ম্মচারীরা এই-রূপ পার্শেল পাইয়া "বাবু বোধ হয় পাঠাইতে বলিয়া থাকিবেন" ভাবিয়া, তাহা গ্রহণ করেন ও অসার পুস্তক সকল এইরূপে পাওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র বাবু আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। সমিতির রিপোর্টাদি বিশেষ করিয়া পড়িলে এরূপ ঠকিবার সম্ভাবনা ছিল না; নোয়াখালি সত্যরক্ষিণী সভার কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ও আরও কএক স্থানের কএক ব্যক্তি এই-রূপ প্যাকেট পান ও সমিতির রিপোর্ট-পাঠ-হেতু তাহা ফেরত দেন। যাই হোক্, এখনও লোকের চক্ষু ফুটে, এই বাসনা।

৩। নীলমণি মুখোপাধ্যায়, কাশীপুরের জমীদার, আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, নদীয়া;—এই নাম দিয়া 'চেৎমতি' ও 'ললিতকামিনী' পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয় ও অনেকে ১/০ আনা করিয়া পাঠাইয়া পুস্তক পাইতেছেন না। ঐ নামে

উক্ত স্থানে কোন জমিদার থাকেন কি না, আমরা শুনি নাই। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার এ সকলের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, মফঃস্বলেও যে শেষে এ রোগ দেখা দিল, এই আক্ষেপ।

৪। ভবানীপুর সুবার্ব্বন্ ডিস্পেন্সারী ঠিকানায় ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে "সরল চিকিৎসা" পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, দু' আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ১২ ফর্ম্মার পুস্তক বিনামূল্যে পাইবেন। কিন্তু সন্ধানে জানা যায়, পুস্তকখানি তাঁহাদের ঔষধালয়ের একখানি ক্যাটলাগ্ মাত্র ও দু'পয়সা ডাকমাশুলে পাঠান হয়। বলা বাহুল্য, শিক্ষিত হইয়া, ডিস্পেন্সারী খুলিয়া এরূপ ভাবের বিজ্ঞাপন প্রকাশ সুখ্যাতির বিষয় নহে ও তাহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা। যাহা হউক, ডাক্তার বাবু এখনও ইহা সংশোধন করিয়া লন, এই বাসনা।

৫। কিছু দিন পূর্ব্বে ১১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের ঠিকানায় মিত্র এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া 'সিকিমূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ' শীর্ষক বিজ্ঞাপন বাহির হয়; কিন্তু সমিতির লোক যাইয়া সে ঠিকানায় উক্ত নামের কোন ফারম্ দেখিতে পান না। সুতরাং সে খেলা কাহার বুঝিতে না পারিয়া, সে সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করা হয় এবং সেই হেতু কিছু দিন সে বিজ্ঞাপন বন্ধ থাকে। তা'র পর, আজ কাল আবার ১৭৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের ঠিকানা হইতে ঐরূপ লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কেহ কেহ সেখান হইতে ঔষধ লইয়া, যে কারণেই হউক, ফল পাইতেছেন না, মাঝে মাঝে আমরা ঐরূপ সকল অভিযোগও পাই। তা' ছাড়া কলিকাতার কোন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ফারমের অধিকারিগণ সন্ধান করিয়া বলেন;—"বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় প্রকৃত কোন দোকান নাই, তাহা একটি মেসের বাড়ী। কোন ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী পুরাণ ঔষধগুলি ঐরূপে কাটাইবার জন্যই বোধ হয় এই ফন্দী খুলিয়াছেন।"

৬। গত বারের 'অনুসন্ধানে' "দিনে ডাকাতি আর কাকে বলে" শীর্ষক প্রস্তাবে হরিদাস মান্নার কীর্ত্তির কথা কতক কতক বলা হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তা'র পরের হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল ও তাহার সঙ্গে নূতন নূতন আরও কয়টি সন্দেহপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে! অনেকে সে সম্বন্ধেও জানিতে চাওয়ায় সন্ধানে জানা যাইতেছে;—

"২০ দফা (পূর্ব্বের ১৯ দফার পর)। ডাক্তার কে, পি, সরকার এণ্ড কোং, বিশ্ব-কার্য্যালয়, ১৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় "গৃহস্থ" পুস্তকের তিন কলমপূর্ণ বিজ্ঞাপন আছে। কিন্তু ও পুস্তকের নামও কেহ শুনেন নাই এবং উক্ত ঠিকানায় কেহ যাইয়াও লোকের সাক্ষাৎ পান নাই।

"২১ দফা। প্রসিদ্ধ বঙ্গবাসী-আপিস হইতে 'শাস্ত্রপ্রকাশ' নাম দিয়া কতকগুলি পুরাণ-তন্ত্রাদির সুলভ সংস্করণ বাহির হইতেছে; তাহার দেখাদেখি উহারাও 'হিন্দু-শাস্ত্র-সংগ্রহ' নাম দিয়া প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছে ফলতঃ এ ব্যাপার এখনও কল্পনায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু বলিতে চাহি না।

"২২ দফা। এ বার আবার 'ভেল্কির' বিজ্ঞাপন ৮৩ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট ঠিকানায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও কেহ নাই।

"২৩ দফা। ৮৩ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট ঠিকানায় অন্নদাপ্রসাদ সেন কবিরাজের নামে 'পল্লী প্রকাশের' বিজ্ঞাপন আছে। কিন্তু বাড়ীর অধিকারী তাহা জানেন না। আর যে কয় জন লোক পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ও বিজ্ঞাপনে যাঁহাদিগকে খ্যাতনামা বলা হইয়াছে, আমরা তাঁহাদের নামও শুনি নাই।

তবে কোন বড়লোকের নামের অর্দ্ধাংশ এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

"২৪ দফা। সত্যকিঙ্কর ব্রহ্মচারীর নামে 'প্রাচীন ইন্দ্রজালবিদ্যার' দু'কলমপূর্ণ বিজ্ঞাপন আছে ও সে সম্বন্ধে টাকাকড়ি কলিকাতা, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, গ্রেট ইডন প্রেসের প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে বলা হইয়াছে। বুঝি না, এ খেলা কার।"

শেষ কথা;—এ সম্বন্ধে আজ আর স্থান পুরাইতে চাহি না। এ সব বলিতে আমরাও কষ্ট বোধ করি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিজ্ঞাপনদাতাদের ইহাতেও ঘৃণা নাই।

পত্রাদি।

১। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পারাজ হইতে বাবু নন্দলাল বাগ্‌চী লিখিয়াছেন,—"বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নদীয়াজেলার আন্দুলবেড়িয়া গ্রামে হরিনাথ আচার্য্যকে 'পাগলিনী' পুস্তকের জন্য এক পত্র লিখি; কিন্তু সে 'পাগলিনী' না পাঠাইয়া 'নবনলিনী' নামে এক খানা মাসিক পত্রের কএক সংখ্যা মাত্র পাঠাইয়া, টাকা লইয়াছে।" 'নবনলিনী' সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বাহির করিতে করিতে বন্ধ করেন; সুতরাং ইহাতেও কি সন্দেহ হয় না, এও তাঁহারই খেলা?

২। তমলুক, সিমুলিয়া পোঃ হইতে বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস বলেন,—"আমি 'কামধেনুতন্ত্র' পুস্তক লইবার জন্য ৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট 'দাস এণ্ড ব্রাদার্সের' নামে একখণ্ড কার্ড লিখিয়া পুস্তক ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইতে লিখি। কিন্তু 'দাস এণ্ড ব্রাদার্স' কোন উত্তর না লিখিয়া, ঠিকানা হইতে শিবকৃষ্ণ দাস লিখিলেন যে, দাস এণ্ড ব্রাদার্সের নিকট ঐ পুস্তক নাই; আমার নিকট ছিল; ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইলাম; ॥৵০ আনা মূল্য দিয়া লইবেন। আমি ঐ মতে মূল্য দিয়া পার্শেল লইলাম ও পার্শেলের ভিতরে খুলিয়া দেখিলাম, 'কামধেনুতন্ত্র' নাই; কেবল একখানি পুরাতন 'আকাহানভুয়া নাটক' নামে বাজে পুস্তক দিয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। এরূপ জুয়াচুরীর বিষয় এখানকার পোষ্টমাষ্টার সম্পূর্ণ সাক্ষী রহিয়াছেন।"

৩। শান্তিপুর, সূত্রাগড়, বেড়পাড়া হইতে বাবু লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী লিখিয়াছেন,—"গত ১১ই জুলাই ১১ নং পটুয়াটোলা গলির রায় ব্রাদার্সের এজেন্সি-বিভাগে একটি ওয়াচ ঘড়ির নিমিত্ত অগ্রিম গবর্ণমেণ্ট নোট এক কেতা ১০৲ টাকা, অপর কেতা ৫৲ টাকা, এই দুই কেতায় ১৫৲ টাকার নোট রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাই ও সহিযুক্ত রসিদ প্রাপ্ত হই। কিন্তু ১৪ই জুলাই রায় ব্রাদার্সদের এক পত্র পাইলাম. তাহার সারাংশ এই;—'আপনার ২৯এ জ্যৈষ্ঠের রেজেষ্টারী পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের মধ্যে নোট নাই, নোটের পরিবর্ত্তে একটি পোষ্ট আপিসের ছেঁড়া ফারম তিন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন পত্র খোলা হয়, তখন ৩।৪ জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন; তাঁহারা দেখিয়াছেন, নোট নাই।" কি আশ্চর্য্যের কথা! এরূপ ঘটনা আমরা এই নূতন শুনিলাম। টাকা প্রকৃত পাঠান হইয়াছে কি না, বা রায় ব্রাদার্সগণ তাহা পাইয়াছেন কি না, বা কোথায় মারা গেল, বুঝিবার যো নাই। ফলতঃ এ ঘটনা শুনিয়া, রেজেষ্টারী ডাকে টাকা পাঠাইয়াও, আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না!

৪। কৃষ্ণগঞ্জ, রেলবাজার হইতে বাবু নন্দলাল কুণ্ডু এবং আরও এক ব্যক্তি বলেন,—"টিকিট দ্বারা কলিকাতার কোন কোন নামজাদা দোকানে পুস্তকের দাম পাঠাই; কিন্তু পুস্তক পাই না;—বিজ্ঞাপন-দাতারা টিকিট পান নাই, বলেন।" সকল স্থানেই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠানই যুক্তিসঙ্গত।

৫। গঙ্গাধরদি গ্রাম, নেছড়াগঞ্জ পোষ্ট হইতে

বাবু যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বলেন,—"বাবু কালীচরণ সেন, ৬ নং ঝামাপুকুর, কলিকাতা।—ইনি 'ভারতললনা' নামক একখানি মাসিক পত্রের সহ উপহার দিব বলিয়া বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তৎপর উপহারের 'চিরসঙ্গিনী' নামক পুস্তক অনরেজেষ্টারী ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া 'ভারতললনার' মূল্য ১৷৵০ আনা আদায় করিয়া লন। তৎপরে আর 'ভারতললনা' পাঠান নাই এবং পত্র লিখিয়া তাহার উত্তরও পাই নাই।"

ইংরাজের ব্রহ্ম-অধিকার।

ব্রহ্মদেশ, যেরূপেই হউক, আজ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ থিব আজ সপরিবারে বন্দী; ব্রহ্মবাসিগণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির। আর, সেই হেতুই আজি পর্য্যন্ত ব্রহ্মে অশান্তি, লুটতরাজ ও নরশোণিত-স্রাবেরও উপশম নাই। যাই হোক, সে পুরাতন কথায় আমাদের আর প্রয়োজন নাই; তবে কেবল এখন আমাদের দেখা উচিত যে, ব্রহ্মযুদ্ধে আমরা কি জানিলাম? ইংরাজের কুটিল রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করা সাধ্যাতীত। তবে ব্রহ্মযুদ্ধ হইতে আমরা তাহার কতক সন্ধান পাইলাম। ইংরাজ অনেক দিন হইতেই, তলে তলে যে, ব্রহ্ম-বিজয়ের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এখন আর আমরা তাহাতে সন্দেহ দেখিতে পাই না। 'ব্রহ্মরাজ থিব নরপিশাচ; ব্রহ্ম রাজ্য অত্যাচার অবিচারে পরিপূর্ণ;' ইত্যাদি প্রচার এবং 'এরূপ অরাজকতার শান্তি আবশ্যক', পূর্ব্বাপর ইংরাজের মুখে এরূপ ভাব প্রকাশ, ব্রহ্ম-অধিকারের যে সূচনা, এখন আমাদের মনে স্বতঃই তাহা উদয় হইতেছে। তবে ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংরাজ প্রবল জাতি, তাঁহাদের বল বীর্য্যের নিকট ব্রহ্ম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এরূপ স্থলে সূচনার প্রয়োজন কি ছিল? ইংরাজ ইচ্ছা করিলেই তো ব্রহ্ম জয় করিতে পারিতেন? কিন্তু এখন তাহারও আমরা কতকগুলি কারণ দেখিতে পাইতেছি। যে কয় বৎসর ধরিয়া ব্রহ্ম-জয়ের সূচনা হইতেছিল, সে কয় বৎসর ইংরাজ ব্রহ্ম-জয় করিবার সাবকাশ পর্য্যন্ত পান নাই। এদিকে মিসরে মহাপ্রলয়; ওদিকে কাবুল কম্পমান, সে দিকে ভারতসীমান্তে রুষ-ভল্লুকের কোলাহল।—এ সকলে সে সময় ইংরাজকে আর ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি ফেলিতেও সময় দেয় নাই; সুতরাং ব্রহ্ম-অধিকার হইয়া উঠে নাই; কেবল সূচনা সূচনাতেই পর্য্যবসিত ছিল। তা' ছাড়া সে সময় হঠাৎ ব্রহ্ম অধিকার না করিয়া অধিকারের সূচনা করারও আর একটি কারণ ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 'ব্রহ্মে অরাজকতা, ব্রহ্মরাজ পাষণ্ড; এই হেতু ব্রহ্মে শান্তির জন্য চেষ্টা পাইতেছি' বলিলে সভ্য-সমাজে নিন্দা হস্ত হইতেও কতকটা নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা, এ ভাবনাও ব্রহ্ম-জয়ে বিলম্বের যে অন্যতম কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

পরে ক্রমে যখন মিসরের কোলাহল থামিল, কাবুলের দুর্দ্দৈব আশঙ্কা স্থগিদ থাকিল, তখন ইংরাজও ব্রহ্ম অধিকার করিয়া বসিলেন। ইংরাজ ব্রহ্ম অধিকার করিয়াছেন, ভালই; ইংরাজ আমাদের রাজা; রাজার যদি তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, রাজা যদি তাহাতে সুখী হন, রাজভক্ত ভারতবাসী তাহাতে অণুমাত্র অসুখী হইবেন না; বরং রাজার সুখে তাঁহাদের সুখ-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম অধিকারে আমাদের রাজা কি সুখী? আমাদের তো সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না। অধিক কি, আমাদের বিশ্বাস, বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিবার সময় ইংরাজকে যত কষ্ট সহিতে না হইয়াছে, এখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্রহ্মজয় তাঁহাদিগকে ততোঽধিক কষ্ট পাইতে হইতেছে। ভারতবর্ষ যখন ইংরাজের অধিকৃত হয়, তখন

বহু শতাব্দীর অধীনতা-শৃঙ্খলে ভারতবাসীর হস্তপদ আবদ্ধ ছিল; কঠিন পাষাণভারে ভারতবাসী মস্তক তুলিতে পারে নাই। বরং যবনের অত্যাচার অবিচারে, তাহাদের সহায়তা করা দূরে থাক্, অনেক স্থলে ইংরাজের মিত্রতাসাধনই করিয়াছে। আর এ ব্রহ্ম চিরদিন স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল; তাহারা দর্পে দর্পী, তেজে তেজীত, বলে বলীয়ান্ হইয়াছিল। এ হেন সময়ে তাহাদের সে গতি রোধ, কি তীব্র বিষমুখ অহিকুলের মুখে হস্তক্ষেপ করা নহে? ব্রহ্মে যে অগণিত সেনা-নাশ, অলক্ষ্যে লুটতরাজ, ডাকাতি প্রভৃতি মহামারী ব্যাপার সাধিত হইতেছে, সে কি সেই চিরস্বাধীন জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে? তাহাদের নর নারী সকলেই তুলনায় ইংরাজের নিকট সামান্য হইলেও, যে প্রকারে হউক, ইংরাজের অনিষ্ট করিতেছে; কোন রূপেই দেশে শান্তি স্থাপন হইতেছে না। এ কি ইংরাজের পক্ষে শুভগ্রহ? ইংরাজের চক্ষে যে ব্রহ্ম রাজ্যকে দেখিতে সামান্য মশকের ন্যায় বোধ হইয়াছিল; আজ তাহার জন্য কত শত কামান কোথায় গেল? এই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্ম-অধিকারে ইংরাজের কষ্ট বই কিছু সুখের কারণ তো দেখি না। আর, ইংরাজের অসুখই ভারতবাসীর কষ্টের কারণ। আমরা ইংরাজের রাজ্যে অনেক বিষয়ে সুখী আছি; তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ভারতবাসীর পক্ষে কি অল্প সৌভাগ্যের বিষয়? সুতরাং এ হেন রাজার রাজ্য চিরস্থায়ী হয়, ইহাই আমাদের বাসনা। বিশেষ, তাহার কোন ভাবী অমঙ্গল দেখিলে প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠে; 'আবার কাহার হস্তে পড়িয়া কিরূপে জর্জ্জরিত হইব' ভাবিয়া দেহ অবসন্ন হয়।

এ সময় চারিদিকে সঙ্কট! সে সকল দেখিয়া এক সামান্য ব্রহ্মের জন্য অনর্থক অর্থনষ্ট, অসংখ্য প্রাণীর প্রাণনাশ, অসময়ের সম্বল বলক্ষয় কি ভাল? তবে ইংরাজ আমাদের মিত্র, দিন দিন তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই আমাদের বাসনা। ইংরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হন, তাহাতে কোন্ ভারতবাসী না সুখী? কিন্তু কি করি, নির্জ্জীব প্রাণে স্বতঃই কুভাবনার উদয় হয়! ইংরাজ ক্ষুদ্র জাতি, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য সুবিস্তৃত। তা' যদি আবার আরও বিস্তৃত হয়, তবে তাহার সুশাসন কিরূপে সাধিত হইবে? ক্ষুদ্র জাতি যদি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবে দেশে অন্তর্বিপ্লব হইলে কে রক্ষা করিবে? আর ইউরোপে যে কাল মেঘ যে দেখা দিতেছে না, তাই বা কে বলিল? আমরা তো দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ইউরোপে যে ঘোর মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে কখন্ যে প্রবল বাত্যা উঠে, কখন্ যে মহাপ্রলয় ঘটে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং সে জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইলে আর বলক্ষয়ে বা রাজ্যবৃদ্ধিতে প্রয়োজন দেখি না। কেবল যাহা আছে, তাহারই রক্ষায় ইংরাজ যত্ন পান, এই ইচ্ছা। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহাতে আমরা শঙ্কা পাই। অধিক কি, বিস্তৃত রোমরাজ্য এই হেতু সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে; রাজ্যবৃদ্ধি-হেতু স্বদেশে বলক্ষয় ও বিপ্লব-সূচনায় প্রাতঃস্মরণীয় সিজারকেও ইংলণ্ডাদি ত্যাগ করিতে হয়। ইংরাজকে পাছে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, এই আশঙ্কা। সেই হেতুই মিত্রভাবে এত কথা বলিতেছি। তা' ছাড়া, যদি বল, যেমন রাজ্যবৃদ্ধি হইবে, তেমনই সেই সকল রাজ্যের লোকদিগকে রাজভৃত্য নিযুক্ত করিব;—ইংরাজের অধীনে ও তাহাদের কার্য্যে সে দেশ শাসিত হইবে। কিন্তু সেও তো মুখের কথা নহে! ভারতবাসীর মত বিশ্বাসী ও রাজভক্ত লোক সকল দেশে মিলিবে কোথায়? আজ স্বাধীনতা হরণ করিয়া যাহাদিগকে দলিত করিলে, কাল তাহারা তোমাদের সহিত মিত্রতা করিবে, এ কি কথা! বিশেষ, স্বাধীন জাতি অধীন

হইলে তাহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তিই প্রবল থাকে; সুযোগ পাইলেই পালিত সর্পের ন্যায় অনিষ্টকর হয়। তাই বলি, যাহা আছে, এখন তাহার সুরক্ষণেই রত থাকা কর্ত্তব্য, অন্য দুরাশায় কাজ নাই।

বিশেষ, ব্রহ্মে এমন কিছু আয় নাই, যদ্দ্বারা ইংরাজের কিছু বল বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অধিক কি, নিত্য নিত্য ব্রহ্মে যে সকল বিপদ ঘটিতেছে, তাহারই ব্যয় সঙ্কুলানে ইংরাজকে অনেক কষ্ট পাইতে হইতেছে। আর, এই হেতুই ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইংরাজকে একটি বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করি;—এখনও হয় পুনরায় ব্রহ্মরাজ থিবকে—থিব নিতান্তই পিশাচ পাষণ্ড বলিয়া বোধ হইলে—না হয় ব্রহ্মরাজ-পরিবারের অপর কোন ব্যক্তিকে দয়া করিয়া করদ রাজারূপে ব্রহ্মরাজ্যে অভিষিক্ত করা হউক। ইংরাজ ব্রহ্ম জয় করিয়া যে ক্ষমতা দেখাইলেন, তাহাতে তদপেক্ষা শত গুণে তাঁহাদের উদারতার কথায় জগৎ পূর্ণ থাকিবে; ইংরাজ সত্যসত্যই ন্যায়ানুষ্ঠান করিতেছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইবেন। তা' ছাড়া, দিন দিন এ অনর্থ ভোগ করা অপেক্ষা ব্রহ্মরাজ্য হইতে নিয়মিত কর ও সম্মান লাভও কি বিশেষ সুখের হইবে না? তাই বলি, এখনও ইংরাজ আমাদের কথা শুনুন; অনর্থক বিপদ ডাকিয়া আনিবেন না। আমরা যতটুকু বুঝি, যাহাতে ভাল হয়, ইংরাজকে সেই পরামর্শই দিয়া থাকি।

উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা।

বাঙ্গালীর শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন। শিক্ষা দুই প্রকার; একপ্রকার জ্ঞানের বৃদ্ধি করে, অপর প্রকার অর্থ উপার্জ্জনে সহায়তা করে। দুই প্রকার শিক্ষাই মানবজীবনে প্রয়োজনীয়। জ্ঞানহীন মানব পশুর সমান; সুতরাং জ্ঞান চাই। আবার অর্থ নহিলে জীবন রক্ষা অসম্ভব; সুতরাং অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা নহিলেও সংসার চলে না।

পাঠে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় সত্য, কিন্তু পুস্তক পাঠ না করিয়াও অন্য উপায়ে জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু অর্থ!—অর্থকরী বিদ্যার সাহায্য-ব্যতীত লাভ হওয়া কষ্টকর।

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বালক বাল্যকাল হইতে খুব বিদ্বান্ হইতে আশা করিয়া পাঠে অভিনিবিষ্ট থাকে, তাহাদের অনেককে, অতি অল্প বয়সেই সংসারের তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া, উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। এণ্ট্রেন্স, এল. এ, বা বি. এ পাঠ সমাপ্তির পর, তাঁহারা কি উপায়ে নিজের দেহরক্ষা ও পরিবারবর্গের জীবন-রক্ষা করিবেন, সেই ভাবনায় অস্থির হন। সকলেরই এক পথে লক্ষ্য—কেরাণীগিরি বা মাষ্টারী। কিন্তু বঙ্গদেশে কত আফিস বা স্কুল আছে, যাহাতে বঙ্গের সমস্ত লোক কেরাণী বা মাষ্টার হইয়া প্রতিপালিত হইতে পারে? অনেকে উকীল বা ডাক্তার হন। তাঁহারা তবু পদে আছেন; একটা জীবিকার পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সকলে ডাক্তার বা উকীল হইলে কি চলে?

যদি বেস্ করিয়া ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, বৎসর বৎসর যত ছাত্র এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক বালককে আর পড়িতে দেখা যায় না। আবার, যাহারা কায়ক্লেশে পড়ে, তাহাদেরও অর্দ্ধাধিকের ঐ এল. এ পর্য্যন্তই সীমা। পাসই হউক আর ফেলই হউক, তৎপরে তাহাদিগকে জীবিকার চেষ্টা করিতেই হইবে। কএক বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ফিলজফি, লজিক্ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল, সে সমস্ত দুরন্ত জঠরানলে ভস্মীভূত করিয়া অন্যবিধ আহার্য্যের চেষ্টা করিতেই হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যদি অর্থ-ব্যয় দেহ-ক্ষয় করিয়া শিখিয়া আবার ভুলিতেই হয়, তবে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, লেখক উচ্চশিক্ষার বিরোধী; কিন্তু সে কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি দেশের সকল লোকের সামর্থ্য ও সুবিধা হয়, সকলেই আজীবন জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকুন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। কিন্তু এ নিরন্ন দেশে তাহা কি সম্ভব? তাই অনেক ভাবিয়া বলিতে হয়, উদ্দেশ্যহীন শিক্ষায় প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশের রাজা ইংরাজ। সুতরাং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে পাটীগণিত বা সাধারণ হিসাব সমস্তও সকলের জানা উচিত। আমরা হিন্দু, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্মও আমাদের জানা উচিত। যাহাদিগকে কিছু দিনের পরেই উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হইবে, তাহাদিগের উচিত, উল্লিখিতরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া, সম্ভব হইলে তৎসঙ্গেই ভবিষ্যতে কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে তাহা শিক্ষা করা। নহিলে উদরান্নের জন্য অস্থির হইয়া, না বুঝিয়া না শিখিয়া, ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহাতেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। আমরা জানি, এইরূপে না বুঝিয়া অনেকে প্রতারকদল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

চিকিৎসক।

সে দিন গিয়াছে, সুখও গিয়াছে। বাহ্যিক শোভায় ও আড়ম্বরে অধ্যাত্মিকতা ডুবিয়াছে, দেহের প্রাবল্যে আত্মা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আগে ছিল সবই লুকান, ফল ভগবানের হাতে। এখন সবই দেখান; ফল নিজের হাতে। দশমবর্ষীয় বালক,—দেহ-শোভাবিন্যাসে দৃষ্টিহীন; বৃদ্ধ, যশ-লালসায় অন্ধ; দাতা সম্মান-প্রতীক্ষায় ধন-হস্তে দণ্ডায়মান; ধর্ম্মোপদেষ্টা আত্মগৌরবে নিমগ্ন; চিকিৎসক ধনলালসায় কর্ত্তব্য-বিমূঢ়। এখন সবই যেন ভূয়া, অন্তঃসারশূন্য, পদার্থহীন। এখন পণ্ডিতে বিদ্যা নাই, ধার্ম্মিকে স্বার্থত্যাগ নাই, চিকিৎসকে দয়া ও কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। এখন বালকের চাপল্য গিয়াছে, সে গম্ভীর; বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য গিয়াছে, সে পুনরায় যৌবনসুলভ সুখ-সম্ভোগ-লালসায় ধাবমান। তাই বলিতেছিলাম, সে দিনও গিয়াছে, সুখও গিয়াছে।

চিকিৎসক, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, গুরুর ন্যায় পূজ্য। পূর্ব্বে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হইতেন। মহাত্মা ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাদিগের পূজা করিতেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

"গ্রহাস্তোত্রাণি মন্ত্রাণি তথান্যানি হবীংষি চ।
ধূম্রাশ্চ পশবস্তাভ্যাং প্রকল্প্যন্তে দ্বিজাতিভিঃ॥
প্রাতশ্চ সবনে সোমং শক্রাহশ্বিভ্যাং সহাশ্নুতে।
সৌত্রামণ্যাঞ্চ ভগবানশ্বিভ্যাং সহ মোদতে॥
ইন্দ্রাগ্নী চাশ্বিনৌ চৈব স্তূয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ।
স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যাহি দেবতাঃ॥
অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈর্ধ্রুবৈঃ।
পূজ্যতে প্রয়তৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি।"

অর্থাৎ, দ্বিজাতিরাও তাঁহাদিগের (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের) নিমিত্ত গ্রহ, স্তোত্র, মন্ত্র, ঘৃত, ধূম এবং পশু কল্পনা করিয়া থাকেন। আর, ইন্দ্র প্রাতঃকালে নন্দনবনে তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সোমরস পান করেন এবং ভগবান বিষ্ণুও তাঁহাদের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। এই জন্যই দ্বিজগণ বেদবাক্যে ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যেমন স্তব করিয়া থাকেন, অন্যান্য দেবতাদিগকে সেইরূপ স্তব করেন না। তাঁহারও, অজর অমর দেবতাগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত ও শুদ্ধ হইয়া ঐ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসককে পূজা করিয়া থাকেন।

অহো, কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! এখন সে অশ্বিনীকুমার নাই, সে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজাও নাই! চিকিৎসক এখন পূজিত হওয়া দূরে থাকুক, ঘৃণিত! চিকিৎসক এখন পর-মুখাপেক্ষী ভিক্ষোপজীবীর ন্যায়। আগে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ প্রাতঃকালে নন্দনবনে তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সোমরস পান করিতেন, ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহাদিগের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ পূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন; এখন চিকিৎসকগণ ধন-লালসায়, জীবন-নির্ব্বাহের চেষ্টায় ধনীর দ্বারে দণ্ডায়মান।

বর্ত্তমান সময়ের দোষে ও চিকিৎসকের নিজের দোষে চিকিৎসকের উচ্চ অবস্থা দিন দিন নীচ হইতে চলিয়াছে। চিকিৎসকের সে মান নাই, সে পূজা নাই, সে শ্রদ্ধা নাই, সে ভক্তি নাই। শাস্ত্রাদি চিকিৎসককে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তজ্জন্য ভগবান আত্রেয় বলিয়াছেন,—

"মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈঃ দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজোমর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥"

অর্থাৎ মর্ত্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি ও জরার বশীভূত; আরও, তাহারা দুঃখবহ ও সুখার্থী; অতএব তাহাদের শক্তি অনুসারে চিকিৎসককে যে পূজা করা নিতান্তই উচিত, তাহা বলা বাহুল্য।

শিক্ষার দোষে, উন্নতির অভাবে, কাল-মাহাত্ম্যে, চিকিৎসক গুরুস্থানীয় উচ্চপদ হারাইয়া, ক্রমশঃই নিম্নে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া, আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সকল ব্যবসায়ের মধ্যে চিকিৎসকের ব্যবসায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়বিশিষ্ট। আমরা কত শত চিকিৎসককে জীবনোপায়ের জন্য, অনন্ত সমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে তৃণের ন্যায়, সংসারে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশে সব দিকেই যেমন অবনতি, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সম্বন্ধেও তদ্রূপ অবনতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যে চিকিৎসক অন্নাভাবে ক্লিষ্ট-হৃদয়, তাঁহার চিকিৎসা-কার্য্যের ন্যায় উচ্চব্রত সম্পাদনে ক্ষমতা কোথায়!

জগতের সকল দেশেই যে চিকিৎসকের এই দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে, তাহা নহে। আমেরিকায় এখনও চিকিৎসকের বেশ আয় আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও চিকিৎসকের পারিশ্রমিক অত্যন্ত উচ্চ। আমাদের জাতীয় দোষ, তাই এরূপ দুর্দ্দশা। আমাদের দেশে অর্থ দ্বারা চিকিৎসকের মনস্তুষ্টি করা দূরে থাকুক, আধুনিক সভ্যতাপ্রণোদিত সদ্ব্যবহার ও যথাশক্তি সম্মান দ্বারাও কেহ চিকিৎসককে সম্মানিত করিতে জানেন না। যাহারা ইউরোপীয় কোন জাতির কখন চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসকের প্রতি গুরুবৎ মান্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা যে কএক জন ইংরাজের চিকিৎসা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের নিকট যেরূপ সসম্মান অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাদিগের দেশীয় কোন ব্যক্তির নিকটে—তা' তিনি কেন মহারাজ চক্রবর্ত্তী হউন না—সেরূপ সম্মানাদি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না।

এখন চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের সম্বন্ধ অতি দূর হইয়াছে। আগে—তাহাও বহু দিনের কথা নহে—লোকে চিকিৎসক ডাকিত, রোগীর প্রয়োজনে; এখন চিকিৎসক চিকিৎসা করেন, নিজের প্রয়োজনে। এখন যে রোগী চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হন, সে তাঁহাদিগের অনুগ্রহ। এখন চিকিৎসকের অতি সামান্য দোষ অমার্জ্জনীয়। আর্য্য-চিকিৎসকগণ পুরাকালে দেব-পূজিত ছিলেন, এখন চিকিৎসকগণ লোকের পূজা করিয়া থাকেন। রোগী চিকিৎসককে তাঁহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলে তাঁহাকে দাসানুদাস মনে করেন। সব বিষয়েই এখন এইরূপ বিপর্য্যয় ভাব। তাই বলিতেছিলাম, সে দিন গিয়াছে, সুখও গিয়াছে।

আমরা বারান্তরে চিকিৎসকের এই অবনতির কারণ, চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের কর্ত্তব্য কি, প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিব। আমরা দেখাইব, এই অবনতিসম্বন্ধে প্রধান দোষ চিকিৎসকের; দ্বিতীয় দোষ সাধারণের; তৃতীয় দোষ বর্ত্তমান শিক্ষার।

নবাবী জুয়াচুরী।

(সত্য ঘটনা)

শেষ দিন।

শেষ দিন বৃহস্পতিবার। বেলা অপরাহ্ণ-প্রায়; কিন্তু বারবেলা পড়িয়াছিল কি না, পাঁজি দেখিতে স্মরণ নাই। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতেই কালী বাবু টাকার যোগাড়েই ব্যস্ত ছিলেন; নোটগুলির নম্বর মিলাইয়া ও টাকাগুলি গণিয়া গাঁথিয়া বিলাতী-আমদানী গলায়-ঝুলান 'কোরিয়ার ব্যাগে' পূরিয়া রাখিয়াছিলেন; মনে ছিল, বাবুটি আসিলেই নবাব-বাড়ী যাইবেন। ক্রমে বেলা যায় দেখিয়া কাপড় চোপড়ও ছাড়িয়া বসিলেন; বাবু আসিলেই যাতে যাওয়া হয় স্থির করিয়া, আরও প্রস্তুত থাকিলেন; তবে ব্যাগটি এখনও গলায় ঝুলাইলেন না; বাবু আসিলেই তাড়াতাড়ি লইবেন, মনে করিলেন।

এমন সময় কালী বাবুর বাসার দুয়ারে সেই নবাবী ফেটিং আসিয়া লাগিল। কালী বাবু তাড়াতাড়ি রাস্তায় গেলেন ও বাবুটিকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বাবুটি আর নামিলেন না; বলিলেন, "বেলা প্রায় গিয়েছে, সুতরাং আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; আপনি একটু সত্বর আসুন।" কাজে কাজেই কালী বাবু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; বেশভূষা পরা ছিল, কেবল টাকার ব্যাগ লইয়া চলিয়া আসিলেন ও তিনি চড়িবামাত্রই গাড়ি ফিরিল।

এ দিন নবাব-বাগানে কালী বাবুদের আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, পূর্ব্বেই নবাব-বৈঠকে নবাবী সভা বসিয়া গিয়াছে। আমলারা কাজ যত করুক আর না করুক, তাহাদের অঙ্গভঙ্গিতে যেন কত কাজই করিতেছে, বোধ হইল। আজ আবার ভার মেলা লোক; নবাব নিজেও বড় ব্যস্ত; প্রায় এক আধটি কথা কহিয়াই এক এক জনকে বিদায় দিতেছেন। আর, অভ্যাগত সকলেই 'আমার কথাটা আগে হ'লে হয়—আমার আগে হ'লে হয়' এইরূপ চেষ্টা পাইতেছেন। সভা শুদ্ধ সকলের এরূপ ব্যস্ততার সময় কালী বাবুরা নবাব-বৈঠকে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমে নবাব সাহেব তাঁহাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইলেন না। পরে ক্রমে তাঁহারা বসিতে যাইলে ও দ্বিতীয় বার নবাবকে সেলাম ঠুকিলে, তাঁহাদের প্রতি নবাবের দৃষ্টি পড়িল। তিনিও প্রতিসেলাম করিলেন ও তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন।

ক্রমে সেই ব্যস্ততার মধ্যেই বাবুটি নবাব সাহেবকে বলিলেন,—"কালী বাবু তো টাকা কড়ি নিয়ে এয়েছেন। এখন আপনি লেখা পড়াটা দেখে সব বন্দোবস্ত স্থির কর্‌লেই হয়।"

নবাব শুনিয়া মন্ত্রী ও আমলাবর্গকে ডাকিয়া হিন্দিতে বলিলেন,—"তোমরা এক কাজ কর, কালী বাবু কি লেখাপড়া করে এনেছেন, দেখে নেও। আর ঐ চার হাজার টাকার যে সব নোট থাকে, তা'তে উহাঁর সই করিয়ে ও বাকী টাকাগুলো গণে নেও। আমি এখনি বাড়ীর ভিতর থেকে কাগজখানা এনে দিচ্ছি।"

ইহার পর, কালীবাবু ও বাবুটি সেখান হইতে উঠিলেন ও আমলাদের বৈঠকে গিয়া বসিলেন। ক্রমে টাকা গণা, নোটের নম্বর রাখা, সই করিয়ে লওয়া এবং কুঠি-বিক্রয়ের মুসাবিদার পরিবর্ত্তনাদি হইতে লাগিল। আর নবাব সাহেব আরও দু' চার জনকে জবাবদিহি করিয়া অন্দরে গেলেন।

অন্দরের ব্যাপার নরচক্ষে দেখিবার যো

নাই; সুতরাং সেখানকার ব্যাপার আমরাও চক্ষুতে দেখিতে পাই নাই। কাজেই সেখানকার সাজসজ্জার কথা, এখন আস্‌মান হইতে কিছু বলিলে, মিথ্যা বলা হইবে। পাঠকগণ, ধৈর্য্য ধরুন; যদি কখনও দেখা অদৃষ্টে ঘটে, তো আপনাদেরও দেখাইব।

নবাবের অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হইতেই টাকা কড়ি গণা গাঁথা হইতেছিল; ক্রমে তাহা থলিতে পুরিয়া আমলাদের বাক্সজাত হইল এবং "এই নবাব এলেন ব'লে" বলিয়া সকলে কালীবাবুর মুসাবিদা ষ্টাম্পে নকলেরহ বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ক্রমে লেখা নকলও হইল। তখন আমলারা 'বাড়ী যেতে পা'লে বাঁচ এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, —'তা' আপনি সই টইটেও সেরে রেখে দেন; এই নবাব এলেন ব'লে! এলেই একেবারে কাগজখানা নিয়ে চ'লে যা'বেন।" তাহাতে কালী বাবু হতস্তঃ করিয়া উত্তর দিলেন,— "তা' নবাব আসুনই না কেন; সই কর্‌তে আর কত দেরি হ'বে? আর, সে একই—'এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে সহসা

নেপথ্যে

কোলাহল-ধ্বনি শুনা গেল। নবাব বৈঠকের পাশেই, অন্দরে বেগমের গৃহ। তথায় বেগম ও নবাবে যে বিশেষ বচসা হইতেছে, নবাব-বৈঠকের সকলে সেই স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণও তাহা শুনুন:—

নবাবের গলার স্বর ওব্‌ফে নবাব বলিলেন, —"বেগম! বেগম! এই কি তোমার উচিত? লোকটি বাইরে ব'সে আছেন; আমার দেরী দেখে কতই কি মনে কচ্ছেন! তার পর, আমি যদি কাগজ না নিয়ে যেতে পারি, তবে কি লজ্জার কথা, বল দেখি! এত ক্ষণ লেখাপড়া যে সব শেষ হ'য়ে গেল! বেগম!—বেগম! চাবি দাও।"

বেগম।—"তুমি বড় অন্যায়ের লোক। গদি থেকে বল, ব্যাঙ্ক থেকে বল, তুমি ইচ্ছে কর্‌লেই টাকা আন্‌তে পার; কিন্তু তা' না ক'রে, কেবল আমার তা' নেওয়াই তোমার ইচ্ছে। এই ২০এ তারিখে ২৫ হাজার, সোমবারের দিন ১০ হাজার, আর পরশু দিনও ৩০ হাজার টাকা তোমায় আমি দিইছি। কিন্তু তা' ফেরত দেওয়া দূরে থাক্, তুমি এখন আমার কোম্পানির কাগজ ক'খানারও মাথা খেতে ব'স্‌লে। তা' আমি আজ কিছুতেই কাগজ দেব না; এর জন্যে যা' হ'বার তাই হোক্। আমি আজ আর কিছুতেই ভুল্‌বো না। তুমি কেন এখনও গদিতে লোক পাঠাও না; তা হ'লে তো ২০ হাজার কেন, যত হাজার ইচ্ছে, পেতে পার্‌বে। যা'ই হোক্, আমি এখন আর কিছুতেই দিচ্ছি নে।"

নবাব।—"সে কথা সত্যি বটে; আমি ইচ্ছে কর্‌লে এখনি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা এক চিঠি লিখেই আন্‌তে পারি। তবে এখন প্রায় সন্ধ্যেও হ'য়ে এলো; আপিস টাপিস, গদি টদিও বন্ধপ্রায়। তা' এ টাকাটা কাল নিশ্চয়ই আনিয়ে দেব, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি; আজ যা'তে হয়, মান রক্ষা কর।"

বেগম।—"না, আমি তা' পার্‌বো না; তুমি আর ওকথা ব'ল না। আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই নে; এই এ ঘর থেকে চল্লেম।"

এই বলিয়া বেগম সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। নবাব সাহেব তাহাতে তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া বিনয়সহকারে বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি, এ সময় এরূপ মনোকষ্ট দিও না। এ অপমান বড়ই মর্ম্মভেদী হ'বে; আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, কাল তোমার এটা শোধ কর্‌বোই কর্‌বো।"

বেগম।—(বিরক্তভাবে)—"মাপ কর; আমা দ্বারা ও কাজ হ'বে না, আমি স্পষ্টই বল্‌ছি। এতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার; তবু তোমায় আজ আর কিছুতেই কাগজ দেব না।"

ইহার পরও নবাব সাহেব কত পীড়াপীড়ি করিলেন, কত পায়ে হাতে ধরিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে, "তবে দাঁড়া" বলিয়া রোষভরে তাঁহার নিকট হইতে সিন্দুকের চাবী কাড়িয়া লইতে গেলেন। বেগম তাহাতে ছুটিয়া পলাইলেন এবং অপর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুয়ারের খিল বন্ধ করিলেন।

"আচ্ছা, এর শোধ দেখা যাবে" বলিয়া ক্রোধে কম্পিত-কলেবর নবাব সাহেব শশব্যস্তে

অন্দরের বাহিরে

আসিলেন; এবং নবাব বৈঠক-প্রবেশের দুয়ার খুলিয়াই লজ্জা-ক্রোধ প্রভৃতি মিশ্রভাব প্রকাশে, মন্ত্রী ও আমলা প্রভৃতিকে বলিলেন,—"যা'কে হয়, এখনি পাঠাও,—এক জন এখনি যাও; না,—মন্ত্রী তুমিই যাও; কালীবাবুকেও না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও। যা'তে এখনি—রাত্রি অন্ততঃ সাতটার মধ্যে ইনি হয় সমস্ত টাকা, নয় ঐ টাকার চেক বা কোম্পানির কাগজ পান, সেই বন্দোবস্ত কর। যাও বাঁশতলার গদিতে যাও; —সেখানে গেলে নিশ্চয় সব টাকাই একেবারে পা'বে; যদি কিছু কম পড়ে, ক্রেশ ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, জ্যাকসনঘাট ষ্ট্রীট, যেখানে ইচ্ছে যাবে, আমার নাম কর্‌বে,—কর্‌লেই সব টাকা —"এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে আমলারা বাধা দিয়া বলিল,—"এখন যে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো; গদি কি এখনও খোলা—?" তাঁদের কথাও শেষ হইতে না হইতে নবাব বাধা দিয়া বলিলেন,—"শুন্‌তে চাই নে, এখনি যাও; বন্ধ হ'য়ে থাকে, সহজে না হয়, দুয়ার ভেঙ্গে গিয়েও টাকা দেবে,—আমি হুকুম দিচ্ছি। অর্ডার-ফরম্ দাও, আমি সই করে দিই; কোন গোল হবে না।"

আদেশমাত্রেই আমলারা ছাপা অর্ডার-ফরম্ সই করিতে দিল। এমন সময় কালী বাবু একটু সুযোগ পাইয়া বলিতে গেলেন, —"তবে আজ থাক্ না কেন? আমি কাল আবার আস্‌বো; আজ আমার ঐ টাকা——" অমনি নবাব সাহেব অর্ডার-ফরম সই করিয়াই তাড়াতাড়ি কালীবাবুকে বাধা দিয়া বলিলেন,— "না, এখনি টাকা দেব; যেরূপ লজ্জিত হচ্ছি, তা'তে আর ও কথা বল্‌বেন্ না।—(মন্ত্রীর প্রতি)—যাও, মন্ত্রি! যাও; যা'তে বাবু এখনি টাকা পান, তাই ক'রে এসো। উনি টাকা পেলেন, যতক্ষণ এ সংবাদ আমি না পাব, ততক্ষণ আর জলগ্রহণও কর্‌ব না; যাও, তুমি শীঘ্র যাও। (মন্ত্রী কিছু বলিতে গেলে)—আমি আর কিছু শুন্‌বো না; এখনি টাকা যা'তে উনি পান, তুমি তা' কর গে।" এই বলিয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নবাব সাহেব শশব্যস্তে অন্দরে প্রবেশ করিলেন; আর কেহ কিছু বলিতে পাইল না।

অতঃপর আমলাদের মধ্যে কেহ বলিল,— "তা' নবাব সাহেবের হুকুম; গেলেই টাকা পাবেন।" কেহ বা বলিল,—"তবে একটা কথা যেতে যেতে আপিস বন্ধ হ'য়ে যা'বে; উনি এখন রাগের মাথায় বল্লেন বলেই যে দুয়ার ভেঙ্গে টাকা লওয়া, সে কেমন কথা! উহাঁর ক্ষমতা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাই ব'লে কি এরূপ হ'তে পারে?" অপর কেহ বলিল,—"যা'ক্, এখন যাওয়া যাক্, চলুন; নবাবের হুকুম কেন না টাকা পাওয়া যাবে?"

নানারূপ কথা শুনিয়া কালী বাবু বিমর্ষে বলিতে গেলেন,—"তা' আজ কেস আমার টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হ'ক না; কাল আপনারা বন্দোবস্ত করে রাখ্‌বেন।"

তদুত্তরে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা' তা'র জন্যে আর চিন্তা কি? টাকা আপনি এখনই পাবেন। তবে এখনই আপনার কথা রাখ্‌তে পার্‌তাম্, কিন্তু তা'তে নবাবের কতক কতক অবজ্ঞা করা হয়। তা' চিন্তা কি?

চলুন না, একটু গেলে এখনি টাকা পাবেন।” এই কথা বলিতে বলিতেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল ও “চলুন মহাশয়” বলিয়া এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও সেই বাবুটি মন্ত্রীর সহিত কালী বাবুর হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। তবে আসিবার সময় গাড়ি যেরূপ দ্রুত চলিয়াছিল, এ বার তা'র চেয়ে যেন কম বেটে চলিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে “রাশ ছিঁড়িয়াছে” ইত্যাকার ওজর করিয়া কোচম্যান গাড়ি থামাইয়া থামাইয়া চলিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি।

নবাবের বাগান হইতে গাড়ি খুব বেশী আস্তে চলিলেও, এক ঘণ্টার মধ্যে বাঁশতলার গলিতে পৌঁছিতে পারিত; কিন্তু সেই গাড়ি সন্ধ্যার সময় হইতে ছাড়িয়া ওখানে পৌঁছিতে রাত্রি নয়টা বাজিল।

ক্রমে গাড়ি বাঁশতলা গলির একটি ত্রিতল প্রকাণ্ড বাড়ীর নিকটে থামিল; বাড়ীর দুয়ারে প্রস্তর-খোদিত স্বর্ণাক্ষরে “—কোম্পানি” লক্ষ্ণৌর নবাব সাহেবের অনুজ্ঞাত' ইত্যাদি ইংরাজিতে লিখিত আছে। আপিসের সদর-গেট বন্ধ; পাশে একধারে আস্তাবলস্থিত স্থানে কেবল কএক জন দরওয়ান গানগল্প করিতেছে। দ্বারে গাড়ি থামা দেখিয়া তাহারা নিকটে আসিল এবং মন্ত্রী প্রভৃতিকে চিনিতে পারায় 'সেলাম' ঠুকিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিল; এবং উত্তর পাওয়ায় বলিল,—“তাই তো, চারি দিকেই চাবিবন্ধ; ক্যাসিয়ার যে চাবি নিয়ে গিয়েছেন। তা' কাল সকালেই তাঁ'কে খবর দিয়ে আন্‌লে চল্‌বে না?”

এমন সময় পূর্ব্বের বাবুটি কালীবাবুকে বলিলেন,—“তা' টাকার জন্য ভাবনা নেই; কাল 'আমিই' আপনাকে সঙ্গে ক'রে এনে টাকা দেওয়ান। মন্ত্রী মহাশয়ের শরীরটা তত ভালও নয়; আর রাতও হয়ে এলো। এখন আর টাকা পাওয়া দুষ্কর! তা' রাত পোয়ালে, কাল আর আপনার টাকা পেতে বাকী থাক্‌বে না। এখন, আপনি না হয় নবাবের অর্ডারপত্র খানা নিয়ে যান। কাল এটা যে সে আন্‌লেই টাকা পাবার কথা; তা' আপনাকে আমিই সঙ্গে এনে টাকা দেওয়াব।” এমন সময় “গা কেমন করছে” বলিয়া মন্ত্রী বমী ক'রে ফেল্‌লেন এবং শশব্যস্তে তাহা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত ও তাঁহাকে বাতাস দিতে বলিয়া বাবুটি সেখানকার দরওয়ানকে বলিলেন,—“ওহে, তোমরা ঐ আস্তাবল থেকে একখানা সেকেন্ ক্লাশ গাড়ি নিয়ে এসো। বাবুকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো। মন্ত্রীর বড়ই অসুখ; আমরা আপাততঃ এঁকে রাখ্‌তে যাই। ফলতঃ দেখো, বাবু যেন কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হন।”

“আমার বন্দোবস্ত না করে যাবেন, এ কি কথা?” বলিয়া কালীবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেও, তাঁহারা কোনরূপে তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া, গাড়ি হাঁকাইলেন ও “মহাশয়, কোন চিন্তা নেই,—কাল আমি প্রাতেই আপনার ওখানে গিয়ে টাকার বন্দোবস্ত কর্‌ব” বলিতে বলিতে গাড়ি চলিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল; কালীবাবু সেই দরওয়ানদের হাতে পড়িলেন। তাহারা আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে হাঁটিয়া যাইতে দিল না ও অনেক ক্ষণ পরে একখানি ভগ্নপ্রায় থার্ডক্লাশ পুষ্পক-রথে চড়াইল।

দুঃখের বিষয়, গাড়ি কিন্তু আর সমস্ত রাস্তায় বাহির হইল না; অলি গলি দিয়া কোনরূপে সন্তর্পণে বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া, রাত্রি প্রায় দু'পুরের সময় কালীবাবুর বাসার নিকটে আসিয়া থামিল। কালী বাবু এ সময় হতভম্ব হইয়াছেন—মুখে বাক্য নাই। গাড়ি থামিলেই তিনি নীরবে গাড়ি হইতে নামিলেন এবং “কি করিলাম” এইরূপ আপ্‌শোষ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না; কখনও

ভাবিতেছেন, 'কেন টাকা নিয়ে গেলাম?' কখনও ভাবিতেছেন, “কেন বা সঙ্গে লোক জন নিয়ে গেলাম না?” কখনও বা ভাবিতেছেন, “কেন টাকা আগে দিলাম? কেনই বা তা'দের সঙ্গে বাঁশতলার গলিতে না গিয়ে পুলিসে খবর দিলাম না?” এইরূপ ভাবেন ও ক্ষণেক উঠিয়া বসেন। আর রাত্রি শেষ হইলেই সেখানে যাইবেন এবং সহজে না দিলে পুলিসের সাহায্য লইবেন, এরূপও স্থির করিলেন।

ক্রমে এইরূপ ওঠা-বসা করিতে করিতে কাক ডাকিল ও ভোর হইয়া আসিল। তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; প্রস্রাব বাহ্যেরও দেরি সহিল না। তাড়াতাড়ি কালীপুরের দিকে ছুটিলেন; ভাড়াটে গাড়ির চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অত ভোরে তারও সুবিধা হইল না। অগত্যা হাঁটিয়াই বাহির হইলেন। যাবার সময় কত চিন্তা, কত ভাবনা, সে সব আর বলিতে চাহি না। যদি এরূপ অবস্থা কখনও কাহারও ঘটিয়া থাকে, তিনিই তাহা অনুভব করুন;—তদ্ভিন্ন লেখকের সাধ্য নয়, তা' বর্ণনা করা। যাই হোক, যে ভাবেই হোক, যত শীঘ্র পারেন, সেখানে গিয়ে তো তিনি উপস্থিত হইলেন।

গিয়ে যা' দেখিলেন,

তা' আর বলিতে বাকী নাই। যদি কেহ বলিতেও পারেন, তো তাহা শুনিলেই নিস্পন্দ হইতে হয়। কালীবাবু গিয়া দেখিলেন, কাল রাত্রে যা' যা' দেখিয়াছিলেন, প্রাতে সেখানে তা'র চিহ্নও নাই। কোথায় নবাব, কোথায় নবাব-বৈঠক, কোথায় লিখ-পাহারা, কোথায় বা দরওয়ান! কিছুই নাই। কেবল স্থাবর অট্টালিকা—তার চলৎশক্তি নাই, তাই সে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তার সে শ্রীও নাই—সে বেশ ভূষাও নাই। গেটে কুলুপ বন্ধ; সম্মুখে ভাঙ্গা হাঁড়ি, ছেঁড়া মাদুর; ভিতরপানে তাকাইলে বোধ হয়, যেন কতকেলে প'ড়ো বাড়ী—মানব-সমাগম-হীন। এ দেখিয়া কালী বাবু বসিয়া পড়িলেন! 'কি করিলাম' বলিয়া শিরে করাঘাত করতঃ মূর্চ্ছায় লুণ্ঠিত হইলেন। তা'র পর যা' ঘটিল, তা' আজ আর বলিব না; ঠিক! এই খানেই বিদায়।

বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্য।

অনুসন্ধান-সমিতির সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আজ কাল লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়াই, বিশেষ পরিচিত স্থল ব্যতীত, সমিতির নিকট না জানিয়া বড় একটা টাকা কড়ি পাঠান না। বিশেষ, সে জন্য নানারকমের লোক দ্বারা সমিতিকেও নানা বিষয়ের সন্ধান রাখিতে হয়, এবং যথাসম্ভব সমিতি হইতে সদব্যবসায়ীদিগের কীর্ত্তি উৎসাহ ও অসতের সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিতেও ত্রুটি হয় না। আর, সেই হেতুই বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার—এও 'অনুসন্ধানের' একটি উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যের বিষয় সম্যক্ প্রচার হইতে না হইতেই, আমরা কএক সপ্তাহের মধ্যে মতামত প্রকাশের জন্য বিস্তর পুস্তক, পত্রিকা ও নানাবিধ বিজ্ঞাপিত দ্রব্য উপহার পাইতেছি। সকলেরই অনুরোধ, যেন শীঘ্র সমালোচিত হয়,—তবে পীড়াপীড়ি কাহারও বেশী, কাহারও বা কম। কিন্তু সকলের জানা উচিত, অনুসন্ধানের মত ব্যক্তিগত বা এক জনের সাপেক্ষ নহে; ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোকের দ্বারা যাহা স্থির হইবে, 'অনুসন্ধানে' তাহাই প্রকাশ্য। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বিলম্বের সম্ভাবনা। আর, সেই হেতুই, নানা কারণে, এ পর্য্যন্তও যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এ বারও তাহার আলোচনা হইল না।

তবে যত দূর সাধ্য, কোন কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব হইবে না, এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অনেক স্থলে খাতিরে পড়িয়া, কোথাও আলাপ পরিচয়ে কোথাও তোষামোদে, কোথাও বা আবার পরসার জোরে সমালোচনার তারতম্য হয়। সমালোচনায় ভাল বলিয়াছে জানিয়া অনেকে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন; কিন্তু উপযুক্ত গুণ পান না। আর, এই সকল কারণেই আজ কাল লোকে অনেক স্থলে সংবাদ-পত্রের সমালোচনাতেও বিশ্বাস পান না; এমন কি, সমালোচনা দেখার পরও আমাদিগের নিকট সে বিষয় জানিতে চাহেন। আমরাও কঠোর দায়িত্ব বুঝিয়া যেখানে যেমন বুঝি, সেইরূপ করিয়া থাকি।

এই সকল কারণে আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক স্থলে অনেক অসার জিনিষও

কিনিয়া ফেলিতে হয়। কি করা যায়, নহিলে সে সব স্থলে উপায়ান্তর নাই। এই আজ কাল

জ্ঞানভাণ্ডার

প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-চ্ছটায় সংবাদ-পত্র প্রায় পূর্ণ। কিন্তু এ সব জিনিষ কি? "জ্ঞানভাণ্ডারের" বিজ্ঞাপনে যে লেখা,—'স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ দাঁ সওদাগর—তাঁর জামাতা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দত্ত,—তিনি প্রকাশক জ্ঞানভাণ্ডারের; প্রকাশের স্থান আবার শিবকৃষ্ণ দাঁর নিজের বাড়ী! তা' ছাড়া পুস্তকে যা' নেই, তা' কোথাও নেই; পুস্তক বিশ খণ্ডে শেষ;—এক এক পুস্তকেই এক এক লাইব্রেরী। তা'রও আবার দাম নেই; ৬৲ টাকার স্থলে ১৷৷০ টাকা করে নিয়ে প্রায় দান!—তা'তেও আবার উপহার!' এই তো ব্যাপার! কিন্তু বইখানা কি?—না, রংবেরঙের জঘন্য কাগজে,তদ্রূপ ছাপা, ৫৯৬পৃষ্ঠা পরিমিত এক খানা ক্ষুদ্র সাইজের পুস্তক; তা'তে আছে,—সব নকল ওরফে চোরাই মাল। তা'ও আবার বাছাই করা নয়; শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যে দু'চারটি হেডিং ছাড়াসবই বাজে!

কেহ কেহ এ পুস্তকের আবার সার্টিফিকেটও দিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পুস্তক-প্রকাশের পূর্ব্বেই 'শ্রীমন্ত সওদাগর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ও প্রকাশকদিগকে এক খানি সার্টিফিকেট দেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়া তিনি বলেন,—"আমি না বুঝিয়া এ কাজ করিয়াছি; ৺শিবকৃষ্ণ দাঁর নামের চটকে ও এক জনের ছলনায় ভুলিয়া আমি একাজ করিয়া বসিয়াছি; এখন জানিতেছি, বটতলার কোন ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীর এই খেলা! এখন এ জন্য আমার বিশেষ পরিতাপ হইতেছে, ইত্যাদি।"

আজ স্থানাভাব। বারান্তরে এইরূপ আরও কএকটি বিজ্ঞাপনের আলোচনা হইবে। জিজ্ঞাসুগণ, ধৈর্য্য ধরিয়া একটু অপেক্ষা করুন।

প্রাপ্ত।

'ভাল পঁচিশটা আঁব!'

তবে আমি কেন হেলায় হারাই!

যার জিনিস ভাল, সে দিনে বেরোয়—দোকান সাজিয়ে বসে। হাঁকৃতে হয় না—ডাকৃতে হয় না—খরিদদার আসে—জিনিস দেখে—পছন্দ করে—কিনে নিয়ে চ'লে যায়। আর যার জিনিস মন্দ, যত মিথ্যা কথা—যত দোকানদারি ফন্দি—যত বচনের ঘটা—সব জানবে তার একচেটে; সে ঐ পচা আঁব-ওয়ালার মতন রেতের বেলা বেরোয়—ডালা হাতে ক'রে নিয়ে বেড়ায়—আর পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে হেঁকে যায়—"চাই ভাল পঁচিশটা আঁব!" আবার সে যদি বেশি কাজের লোক—বেশি ব্যবসাদার হয় তবে ঐ আঁবওয়ালার মত মাঝে মাঝে বে ক'রে জানিয়ে যায় যে, তার ঢের আঁব ছিল—দ্বিগুণ—তিন গুণ দরে সব বিক্রি ক'রেছে—লাভের আশা আর নাই, তাই কষ্ট ক' মিছামিছি আর না ঘুরে সে নিজের মুস্কিলে আসান স্বরূপ এই পঁচিশটা আঁব এক রক অমনিই ছেড়ে দিয়ে যাচ্চে।

এত বড় একটু ভূমিকা ক'রে ব'লতে বসেছি দেখে, পাঠক মহাশয়গণ এমন মনে ক'র্বে না যে, আমরা আজ সাধারণের অজ্ঞাত বড় একটা নূতন কথা বল্‌বো; আমাদের মনোমধ্যে সে বেয়াদবি টুকু মোটেই নাই। তবে পচা আঁবওয়ালা বাড়ীর কাছ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল তার কথাটা কাণেও বেজেছিল. আর দিন দি খবরের কাগজ খুললেই ঐ একই রকম হাঁকুনি ডাকুনি—ঐ একই রকম বোল চাল ওলো কি দেখ্‌তে পাই, তাই বল্‌ছিলাম্ যে, আমাদে আজ-কালকার সাহিত্যের সঙ্গে পচা আঁবে বা অধিকাংশ পুস্তকের বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে উক্ত পচা আঁব-ওয়ালার বেশ মিলে গেছে।

বেশ মিলে গেছে—কিন্তু জায়গা বিশেষে আবার একটু বেশ গরমিলও আছে। গরমিল এই, পচা আঁব-ওয়ালা পয়সা নেয়—তার বদ পচা ধসা, গলা খসা, ছাই পাঁশ যা হোক জিনিস দেয়; কিন্তু খবরের কাগজে পুস্তকাদি বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়গণের অনেকে সেটা আবার বড় দোষের ব'লে বিবেচনা করেন—প্রতিদান স্বরূপ কিছু দিতে তাঁরা আদৌ সম্মত নন। তাঁরা বিনামূল্যে—ডাকমাসুলটি মা লইয়া—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব,শিবের শিব দান কর্‌বেন ব'লে খবরের কাগজে ক'সে লম্ব চৌড়া বিজ্ঞাপন দেন। পয়সার ভাবনা নাই কেন না জিনিস ত আর দিতে হবে না—দেনা মধ্যে যা এই বিজ্ঞাপন দিলেন—পয়সা এলে দেনাটা শোধ ক'রে বাকিটা আত্মসাৎ কর্‌বে পারলেই চুকে গেল। প্রতিদানই বল, আর বাই বল, তাঁদের ঐ পর্য্যন্তই সব।

ঐ পর্য্যন্তই যদি সব, ত পোড়া লোকগুলো যায় কেন? ভাল ক'রে না জেনে শুনে ঘরের কড়ি বা'র ক'রে দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করে কেন? কোনও চেনা লোকের বা বিশ্বাসী ব্যবসায়ীর উপর ভার দিয়ে, সেই অচেনা লোক গুলোর ঠিকানায় সন্ধান করিয়ে, জিনিস কিনলেই ত চুকে যায়?—চুকে যায় বটে—কিন্তু তাদের ঠিকানায় যে কেউ তাদের সন্ধান পায় না গো! তবে বই বাজারে বা'র হ'লেই না হয়, দেখে শুনে কিন্‌বে?—তা হয় বটে—কিন্তু তা কি ক'রে হ'বে গো—বই ত বাজারে বেরোবে না; আর তা'র সময়ই বা কই, রাত পোহালে যে লক্ষ্মণ বাঁচে না—শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পার হ'লে কি আর বই পাওয়া যাবে? আর একটা কথা কি জান, জিনিস পাকলেই পচে; আঁব পেকেছে তাই ত ওরা মাথায় ক'রে নিয়ে বেরিয়েছে; তা হ'লেও ওদের বুকে ত পচে যাবার ভয় আছে; কাজেই ওরা সস্তা দরে ছাড়্‌তেও কুণ্ঠিত হচ্চে না। এখন, আমি না কিনি, আর এক জন লুকে কিনে নেবে—তবে আমি কেন হেলায় হারাই!—শ্রীসুবুদ্ধি বিদ্যাবাগীশ।

সংবাদ।

বৈজ্ঞানিক।

—টাক পড়ার সাধারণ কারণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ডাং ষ্টার্টিন্ বলেন,—'জন্মাবধি টাক পড়া বা বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের চুল উঠিয়া যাওয়া সত্য কথা। কিন্তু সচরাচর জ্বর, বাত, অস্ত্রিক পাঠ, অধিক উত্তেজনা, অজীর্ণতা, পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য না রাখা, অধিক তাপ বা ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতিই ইহার অন্যতম কারণ। তা ছাড়া হ্যাট পরিলে, বিশেষ তাহা মাথায় আটো হইলেও টাক পড়ার সম্ভাবনা।' চুলের মূল্য বুঝিলে লোকে যেন এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

—ডেলিনিউস বলেন, 'ডাইলিউটেড্ সল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডে গোল আলু ধুইয়া, তা'র তাহাতেই সিদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে শক্ত হইয়া আইসে। তখন তাহাতে যেরূপ ইচ্ছা কুত্রিম হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। আর আমেরিকায় আজ কাল এইরূপ নিয়মেই হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে ও এক্ষণে তাহারই বহুল প্রচার।

—নারিকেল তৈলের একটি গন্ধ আছে; সে গন্ধটির জন্য উহা মাখিতে কেহ কেহ কষ্ট বোধ করেন। এরূপ স্থলে, উহাতে 'পচা পাতা' দিয়া রাখিলে গন্ধ দূর হইতে পারে; ও সে গন্ধ দূর হইলে, তাহাতে একটু একটু লেমন বা ভার্ব্বিনা প্রভৃতি যে কোন গন্ধদ্রব্যের আরক দিলেও সুগন্ধি তেলের কাজ করে। 'পচা পাতা' বেণিয়ার দোকানে পাওয়া যায়, দামেও সস্তা।

—কোন্‌টি অধিক অপকারী,—গর্হিত না সাহিত্য? এ প্রশ্নটি কৌতুকাবহ; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, বাস্তবিক তা' নয়। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার-মতে জানা যায়, পরীক্ষা-প্রথার প্রচলন অবধি এম, এ, পরীক্ষায় ২৩ জন ছাত্র গণিতে স্বর্ণপদক পাইয়াছেন; এখন তাঁহাদের মধ্যে ১৪ জন জীবিত অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬০ জন হিসাবে বাঁচিয়া আছেন; কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত ১৮ জন ছাত্র সাহিত্যে স্বর্ণপদক পান ও তাঁহাদের মধ্যে এখনও ১৭ জন জীবিত অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৪ জন হিসাবে। এইরূপ যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষায়ও উচ্চ সম্মান পাইয়াছেন, দেখিলে, তাহাতেও প্রায় ঐ এক ফল দাঁড়ায়। যত ছাত্র বি, এ, পরীক্ষায় গণিতে বৃত্তি পাইয়াছেন বা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৪৩ জন ও তন্মধ্যে জীবিত ২৯ জন মাত্র অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৭ জন। অন্য পক্ষে সাহিত্যে ৩৭ জন ঐরূপ সম্মান পান ও তন্মধ্যে ৩২ জন জীবিত অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৬ জন হিসাবে। ফলতঃ মোটের উপর দাঁড়াইতেছে, সাহিত্য অপেক্ষা গণিতই জীবনের অধিক অনিষ্টকর!

—এক পোয়া মাখনে আধ ছটাক সোহাগা, এই পরিমাণে মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাপড় কাচিবার বড়ই সুবিধা। ইহাতে শ্রম লাঘব, কাপড় পরিষ্কার ও চারি দিকেই সাশ্রয়।

চুরী, ডাকাতি, খুন, জাল ইত্যাদি।

—সংপ্রতি আবার রজনীচন্দ্র সাহা নামক এক ব্যক্তি ডি, গুপ্ত এণ্ড্ কোম্পানির ঔষধের ট্রেড মার্কের জাল করিতে গিয়া ধরা পড়েন। গত সোমবারে বিচারে তাঁহার ২০০৲ টাকা জরিমানা হইল এবং তাহা হইতে ক্ষতিপূরণ-

স্বরূপ উক্ত কোম্পানী ১০০৲ টাকা পাইবেন।

—কএক দিন হইল, ফ্রেজার নামে এক জন সাহেব রাত্রি দুই প্রহরের সময় হাবড়ায় যাইবার জন্য এক খানি গাড়ি ভাড়া করেন। যাইতে যাইতে পথে তিনি নিদ্রিত হন। তৎকর্ণনে গাড়োয়ান আর এক জন তাহার জুড়িদার গাড়োয়ানের সহিত যোগ করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার ঘড়ি ও চেন চুরি করে, এবং আস্তে আস্তে তাঁহাকে পুলের কাছে শোয়াইয়া রাখিয়া পলায়। অনেক সন্ধানের পর জুয়াচোরেরা চিৎপুরে ধরা পড়িয়াছে; বিচারে প্রথম ব্যক্তির মেয়াদ হইয়াছে; দ্বিতীয় অপরাধী এখনও বিচারাধীন।

—আগামী বার হইতে 'অনুসন্ধান' প্রতিমাসের ১৫ই ও সংক্রান্তির দিন প্রকাশিত হইবে।

কাশ্মীরও বুঝি বা যায়!

ইংরাজের অধিকারে 'কাশ্মীরও বুঝি বা যায়!' ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইংরাজ তখনই ধুয়া তুলিয়াছিলেন, 'সুপালন অভাবেই কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষের সূচনা।' কিন্তু রণবীর তখন কাশ্মীরের রাজা; তীক্ষ্ণবুদ্ধি নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রী। সুতরাং তাঁহাদের টিক্‌বুদ্ধিকৌশলে সে ছলা তখন খাটে নাই। তা'র পর এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও ধ্বংশপ্রায়। আজ কাল কাশ্মীরের যিনি রাজা, নাচারে পড়িয়া তিনি যেন কলের পুতুল; রেসিডেণ্ট পরিচালিত মন্ত্রী লছমন দাসই সর্ব্বে-সর্ব্বা। এমন কি, এরূপও শুনা যায়, রাজার কেহ পক্ষ সমর্থন করিলে, তাহার পর্য্যন্তও এখন শাস্তি, কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর-আজ্ঞা হইয়া যাইতেছে। আর রাজা মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইলেও রেসিডেণ্টের কোশল-বলে তাহা ঘটিতেছে না। সে চেষ্টায় বার বার রাজাকেই বিড়ম্বিত হইতে হইতেছে। তা' ছাড়া, জানি না, কি জন্য অপর দুই ভ্রাতার সহিতও আজ কাল রাজার কিছু মনোবিবাদ চলিতেছে। এই হেতু লোকেও বলিতেছে এবং অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না যে, ইংরাজ ছলা ধরিতে পারেন,—'রুশ ভারত-মুখে অগ্রসর; কাশ্মীর প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অগ্রে সে গোল মিটাইয়া তাহা দৃঢ় রাখা কর্ত্তব্য।' আর সম্ভবতঃ এই ভাব দেখিয়াই কাশ্মীরের কোন সংবাদদাতা বলেন,—'কাশ্মীরের পথ দৃঢ় রাখিবার জন্য শীঘ্রই ইংরাজের কাশ্মীর-গ্রাস আবশ্যক হইবে ও অন্ততঃ দু'তিন বৎসরের মধ্যেই কাজ নিকাশের সম্ভাবনা।'

বিজ্ঞাপন।

আর একবার সুলভ!

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী:—১২ বার খানা পুস্তক যৎপরোনাস্তি ভাল কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা; আসল মূল্য ৯৲ টাকা কিন্তু আগামী পূজা পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০ আনা, একুনে ৩৷৷০ টাকায় দিব; ভ্যালুপে এবেলে ৵০ আনা অধিক লাগিবে। পুস্তক বাস্তবিকই দুই শতের অধিক নাই। পুস্তকের নাম:—(১) বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ১৷০ (২) ... হৃদয় ১৲ (৩) প্রভাত-সঙ্গীত ১৲ (৪) সন্ধ্যা সঙ্গীত ৷৷০ (৫) শৈশব-সঙ্গীত ১৲ (৬) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৷৷০ (৭) বিবিধ প্রসঙ্গ ৷৷০ ... নলিনী ।০ (৯) রুদ্রচণ্ড ৷৷০ (১০) ছবি ও গান ... (১১) ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ১৷৷০ (১২) প্রকৃতির প্রতিশোধ ৷৷০। এই বার খানি পুস্তক বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত হাতে লইলে ৩৲ টাকা, ডাকে ৩৷৷০ টাকায়, ভ্যালু-পে এবেলে ৩... আনায় দিব।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর আ... (১) শরচ্চন্দ্র (২) বিরাজমোহন (৩) নব... (৪) বিবেকবাণী (৫) সন্ন্যাসী (৬) যোগজী... (৭) ভিখারী (৮) সোপান, এই আট খানি পুস্তকও ঐ সময় পর্য্যন্ত ৪৲ চার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিব।

বাবু দামোদর চট্টোপাধ্যায়ের (১) ক... কুমারী ৸০ (২) বিমলা ৷৷০ (৩) মৃণ্ময়ী ৷৷৵০ ... দুই ভগ্নী ৷৷০। ডাকমাশুল প্রত্যেকের ৴০ আনা করিয়া; কিন্তু একত্রে ৪ চারি খানি লইলে মাশুল লইব না।

সুকবি ৺ প্রমথনাথ মিত্রের গ্রন্থাবলী ... পাঁচ খানা গ্রন্থ কাপড়ের—বাঁধাই মূল্য মা... সমেত ২৲ দুই টাকা।

রন্ধন-শিক্ষার-উপযোগী।

পাচিকা (প্রথম ভাগ) মূল্য ... সমেত।১০।

পাচিকা (দ্বিতীয় ভাগ) ঐ মূল্য।১০।

আমার নিকট প্রাপ্ত...

শ্রীগুরুদাস চট্টোপা...

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাই...

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলি...

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৪ সাল। [৩য় সংখ্যা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির দায়িত্ব বড়ই বিষম। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমিতিকে অনেকের বিপক্ষে সময় বিশেষে অনেক কথাই বলিতে হয়। বিশেষ, একবার কাহারও সম্বন্ধে সমিতির কুরিপোর্ট বাহির হইলে জনসমাজে তাঁহাকে বড়ই ঘৃণ্য হইতে হয়; তাঁহার ব্যবসায়াদি একরূপ বন্ধই হইয়া আসে। তাহাতে তাঁহারা সমিতির প্রতি রুষ্ট বই যে তুষ্ট নহেন, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই বুঝেন। এই হেতু দিন দিন আমরা যেমন সাধু মহোদয়গণকে আমাদের সদনুষ্ঠানে সহায় পাইতেছি, সেইরূপ দিন দিন অধিকাংশ কুলোকও আমাদের শত্রু হইতেছেন। যাই হৌক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। যে সহায় এখনও আমাদের আছে, আর যে সদুদ্দেশ্যে এখনও আমরা কার্য্য করিতেছি, তাহাতে সে সব শত্রু সামান্য তৃণবৎ।

তবে তাহাদিগের সকলকে যে শত্রু বলি, এও আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা জানি, অবস্থা বিশেষে বা দায়িত্ব বিশেষে পড়িয়া অনেকের সদিচ্ছাও কুকার্য্য বলিয়া পরিচিত হয়। এরূপ স্থলে, ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা স্বীয় কলঙ্কের ক্ষালন অবশ্যই করিতে পারেন। আর এরূপ ঘটনাও যে ঘটে নাই, তাহাও নহে। সমিতি হইতে কলঙ্কপূর্ণ রিপোর্ট বাহির হইবার পরও, দেখা গিয়াছে, অনেকের মোহ ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা যেরূপে হউক, সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া দোষ ক্ষালন জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। বলিতে কি, ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদের গ্লানি প্রচারিত হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের অনেকেও প্রতারিত লোককে সন্তুষ্ট করিয়া কলঙ্ক হইতে মুক্তির চেষ্টা পাইতেছেন। ফলতঃ ইহা সমিতির পক্ষে অবশ্যই সুখের বিষয় ও শ্লাঘার কথা বলিতে হইবে।

অসৎকার্য্য দু'দিন দশ দিন চলে; কিন্তু তার পর তাহার পতন নিশ্চয়। আর, সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে প্রথমে কষ্ট বটে, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই তাহাতে শুভ-সম্ভাবনা আছে। একবার কলঙ্ক প্রচারিত হইলে, কাহারও আর উন্নতি অসম্ভব। এই জন্যই যাঁহাদিগকে সৎব্যবসায়ী বলিয়া জানি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কই বড় একটা তো অভিযোগই পাই না। আর, কারো কারো নামে দু' একটা যাও পাই, জানাইবামাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তার মীমাংসা করেন। এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে কলিকাতায় থ্যাকার, নিউম্যান, স্কুলবুক সোসাইটি, বি. বানার্জ্জি, ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, এস্. কে. লাহিড়ি, সোমপ্রকাশ ডিপোজিটরী, চাটুর্য্যি ব্রাদার্স, এম. এম. মজুন্দার প্রভৃতি বিস্তর দোকান আছে; এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী সম্বন্ধে স্মিথ, বাথ্‌গেট, বানার্জ্জি কোম্পানি, ড্রগিষ্ট হল, বেরিনি কোম্পানি, মুকুর্য্যি কোম্পানি, লাহিড়ি

কোম্পানি, কে. দত্ত, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, চন্দ্রকিশোর সেন, প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতির ফারম আছে; এইরূপ যে দিকে দরকার, সকল রকমেরই ভাল ভাল ফারমের* অভাব নাই।

বলা বাহুল্য, এইরূপ সততাহেতুই ফারমের শ্রীবৃদ্ধি! কিন্তু অসৎগণ তাহা বুঝেন না, এই দুঃখ। কোনরূপে কাহারও ক্ষতি না হইয়া, সমিতির পরামর্শে বরং সৎপথে চলিয়া সকলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই আমাদের ইচ্ছা। আর, অনুসন্ধান-সমিতির রিপোর্টে সাধারণকে সতর্ক করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি এটিও আমাদের একটি চিরকল্পনা। ঈশ্বর কি সে আশা মিটাইবেন?

যাই হোক্, যতদূর পারি, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার বিষয় আমরা প্রকাশ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য অবশ্যই করিব; তবে তা'তে সাধারণের সতর্কতা-সহ তাঁহাদেরও চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়, ভালই; না হয়, অরণ্যে-রোদন!

প্রতারণা প্রবঞ্চনা।

পূর্ব্বের প্রচারিত রিপোর্টাদির পরও যে সকল সন্ধান পাই, তাহার কএকটী মাত্র এইঃ—

১। রায়ব্রাদারের কালীর দোকান ও এজেন্সি। ইহাঁরা প্রথমে ১১নং পটুয়াটুলি গলি, পটলডাঙ্গায় ছিলেন; এখন ১১নং আর্মেনিয়ান্ ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের এজেন্সিতে টাকা পাঠাইয়া অনেকে দ্রব্যাদি পান না, সমিতির সৃষ্টি অবধি আমরা এরূপ নানা অভিযোগ পাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন দু'চারি টাকার অভিযোগ আসিত, তখন ইহাঁরা তাহা মিটাইতেও চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু তার পর যখন বেশী বেশী টাকার অভিযোগ আসিতে লাগিল, তখন আর ইহাঁরা সহজে তাহার মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না; সেই সকলের জন্য সমিতির সাহায্যে কাহাকেও বা আদালতের আশ্রয়ও লইতে হইল। সিলিগুড়ি, ফুলবাড়ী টি-কোম্পানির বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে এইরূপ নালিশ করাইয়া ইহাঁদের নামে খরচা ও ৪০৲ টাকার ডিক্রি পাওয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া মাঝে মাঝেই ইহাঁদের সম্বন্ধে দু'দশ টাকার অভিযোগ তো আসেই, দেখা যায়; ও এখন ইহাঁরা মীমাংসার জন্য তেমন চেষ্টাও পান না।

তা'ছাড়া ইহাঁরা আজ কাল আবার কখনও শতকরা ৫৩৸৴০ আনা লাভ দেখাইয়া, কখনও বা ৴০ এক আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে রবার ষ্ট্যাম্প ও রাজ-পরিবারের ছবি উপহার দিতে চাহিয়াও বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু ছবিগুলি কোন কাজের তো আমাদের বোধ হয় না! তা'ছাড়া ঐ ৴০ আনার দু' পয়সায় উহাঁরা নিজ ফারমের বিজ্ঞাপন পাঠান ও তা' দেখিয়া রবার ষ্ট্যাম্প লইতে হইলে আরও কিছু সেলামী লাগে। যাই হোক, ইহাঁদের সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না। ইহাঁদের ফারমটি পুরাতন ও ইহাঁদের প্রতি বরাবর আমাদের ভাল মত ছিল; কিন্তু এখনকার এরূপ অভিযোগে আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। ফলতঃ এখনও আমরা আশা করি, যে কারণে ইহাঁদের ফারম্ সম্বন্ধে এই সকল কলঙ্ক দেখা দিতেছে, ইহাঁরা তাহার তদন্ত করিয়া সুখী করিবেন।

২। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১৪৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।—এই ঠিকানা হইতে বঙ্গবাসী প্রভৃতিতে চক্ষুরোগের ঔষধ 'নেত্রকমল', 'সুখসেব্য প্লীহাদলন', 'অম্লান্তক রেণু' ও 'তোতলার মহৌষধ' প্রভৃতির জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহা দেখিয়া সমিতির জনৈক মেম্বর ঐ বিষয়ের সন্ধান জন্য ও তিন শিশি 'নেত্রকমল' কিনিতে গিয়া এইরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন,—

"ঐ ঠিকানার ঐ নামের কোন দোকান নাই। বাজারের উপর একটি ঘরে একটি ছোকরা ঐ ঔষধ বিক্রয় করে।

* ক্রমশঃ স্বয়ে সাধারণের সুবিধার জন্য এইরূপ ফারমের তালিকা পরে প্রকাশিত হইবার আশা রহিল।

সে বলে,—'ঔষধ দমদমা বারাসতের হরিনাথ রায় চৌধুরীর তৈয়ারী; তিনি ডাক্তার বা কবিরাজ কিছুই নন। এক এক ঔষধ তৈয়ারিতে তাঁর প্রায় চার পাঁচ পয়সামাত্র ব্যয় পড়ে, বলেন। তা'ছাড়া একবারে তিন শিশি ঔষধ তৈয়ারী নাই।' সুতরাং এরূপ ঔষধে আমাদের তো বিশ্বাস হইল না!"

৩। 'আদিনাথ ঘোষ, ৫৪ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ঠিকানা হইতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী প্রভৃতিতে "সাহিত্য-কুসুম" মাসিক পত্রিকার জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ হওয়া দূরে থাকৃ, আপাততঃ ও ঠিকানায় ও নামে কোন লোকই নাই। সন্ধানে জানা যায়, বিজ্ঞাপনদাতা অনেক লোকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া চম্পট দিয়াছেন। যাইহোক, লোকে কাগজ বাহির হইতেছে ভাবিয়া এখনও টাকাকড়ি আর না পাঠান, এই ইচ্ছা। আর, আমরাও সন্ধানে থাকিলাম।

৪। 'মতিলাল ঘোষ, আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া।' ঠিকানা দিয়া, বিনামূল্যে 'হিন্দু' মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে; কিন্তু পত্র লিখিলে আবার আট আনা দাম পাঠাইতে বলা হয়। সুতরাং পাঠকগণ, ব্যাপার কি, বুঝিয়া লউন।

৫। চক্রবর্ত্তী এণ্ড কো, ১৫৭ নং চিৎপুর রোড।—ইহাঁরা দু'আনা মাত্র ডাকমাসুল লইয়া 'সুরাসারোদ্ধার' পুস্তক বিতরণের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; কিন্তু পুস্তকের ন্যায্য ডাকমাসুল দু'আনার ঢের কম।

৬। বরাহনগরের বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন,—"কোন প্রতারক ব্যক্তি গোপনে গোপনে আমার নামে ঔষধের কারবার চালাইতেছে। বিজ্ঞাপনের মূল্য দেয় নাই বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্র আমার নিকট বিল পাঠাইয়া দেওয়াতে আমি সেই বিল দেখিয়া এইরূপ জুয়াচুরীর বিষয় প্রথমে জানিতে পারি। যদি কোন জুয়াচোর আমার নামে বরাহনগর বা কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন দেয়, তজ্জন্য আমি বা আমার ফারম দায়ী নহে। আমার সম্পর্কীয় 'মুখার্জ্জি নেফিউস্ কোম্পানীর' ফারম্ কলিকাতায়; সুতরাং সাধারণেও সাবধান!"

৭। কাশিপুর, আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, 'চেৎমতি ও ললিতকামিনী' কার্য্যালয় হইতে বাবু অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় নামীয় ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়, আপনাদিগের অনুসন্ধান-সমিতি হইতে আন্দুলবাড়িয়া পোষ্টাপিশ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় সাধারণের গোচর করিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য—এক্ষণে যিনি একজন পুস্তক-প্রণেতা হইয়াছেন,—তিনি কখনও বিদ্যালয় দর্শন করেন নাই; মধ্যে 'সঙ্গীত-প্রসূনমালা' ও 'ললিতকামিনী' নামক পুস্তকদ্বয়ের বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে বিশেষরূপে ঠকাইয়াছেন। এক্ষণে সেই প্রবঞ্চক মধু আবার 'সুরেন্দ্র-প্রতিভার' বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যকে আমরা বিশেষ জানি; তিনি সামান্য লেখা পড়া জানেন বটে, কিন্তু তিনি শিরোমণি। কলিকাতায় ভারতমিহির যন্ত্র হইতে কএক ফর্ম্মা পুস্তক ছাপাইয়া লইয়া তিনি অন্তর্ধান হন। এক্ষণে তাঁহাকে সাধারণে চিনিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনও হরিনাথ আচার্য্য, কখনও কুঞ্জবেহারি দত্ত সাজিতেছেন। বস্তুতঃ হরিনাথ আচার্য্য এক জন ভিক্ষুক আচার্য্য জাতি; সে তাহার নিজের নাম লিখিতেও জানে না। আর, কুঞ্জবেহারি দত্তও এক জন আন্দুলবাড়িয়া পাঠশালায় ছাত্র, সে প্রথমভাগ পড়ে। ফলতঃ এই দুই জনের অত্যাচারে আন্দুলবাড়িয়া পোষ্টাপিশের বড়ই দুর্নাম হইতেছে।"—পত্রপ্রেরক অপরের সম্বন্ধে তো এই বলিলেন; কিন্তু তাঁ'দের নিজের সম্বন্ধে কি করিতেছেন? 'ললিতকামিনী' ও 'চেৎমতির' টাকা দিয়াও যে অনেকে পুস্তক পাইতেছেন না! বলি, তা'র উত্তর কি?

সোণা ফেলা।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বাদুড় বাগান হইতে লিখিয়াছেন,—"ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তা হইতে যে প্রশস্ত পথটী চিৎপুর রোডে যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে, সেই রাস্তার দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে আমরা স্বয়ং যে কুকাণ্ড দর্শন করিয়াছি, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিব। প্রথম, একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশধারী মুসলমান পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ তাহার পকেট হইতে যেন একটী পুঁটুলি পড়িয়া গেল; কিন্তু সেই ভদ্রবেশধারী যেন তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার পশ্চাৎ একটী কলিকাতায়-নবাগত গ্রাম্যলোক যাইতেছিল, তাহার পশ্চাৎ ঐরূপ আরও একটী ভদ্রবেশধারী মুসলমান গমন করিতেছে। সেই গ্রাম্য লোকটী পকেট হইতে পরিত্যক্ত পুঁটুলির দুই চারি পদ দূরে আছে, এমন সময় তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী মুসলমানটী হঠাৎ দৌড়িয়া গিয়া সেই পুঁটুলিটী তুলিয়া নবাগত লোকটীকে কহিল,—'মহাশয়,দেখুন,অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য; কতকগুলি স্বর্ণ দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলাম।' তৎপর উভয়ের মধ্যে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইলে মুসলমান বলিল, "ইহাতে আপনার ও আমার উভয়ের স্বত্ব; চলুন অর্দ্ধা অর্দ্ধী ভাগ করিয়া লই। দেখুন, ইহাতে প্রায় ২৫৲৩০৲ টাকার সোণা হইবে। যাহা হউক, ইহার ১০৲ দশটাকা মূল্য অবধারণ করা গেল; তাহাতে আপনার ৫৲ টাকা ও আমার ৫৲ টাকা হইতেছে। আপনি সেই ৫৲ টাকা আমাকে দিয়া সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করুন। 'লোভে পড়িয়া সে তাহাই করিল; তৎপর ঠনঠনিয়ার মোড়ে যাইয়া জনৈক বেণে দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তৎসমস্ত গিল্টী করা পিত্তলমাত্র। এই ঘটনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৎপর আরও দু'একটী ভদ্রলোকের নিকট ঐ স্থানের ঐরূপ ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়াছি। এমন কি, এক দিন ঐ জুয়াচোর আমাকেই স্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই কৃত্রিম স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া গেলাম। ফৌজদারি বালাখানার উত্তর দিকে মুসলমানদিগের যে একটী মসজিদ আছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গলিতে আমাদের একটী বন্ধুও এই কাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় পুলিশ দ্বারা যে এই সকল অত্যাচার নিবারণ হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না; এজন্য পাঠকদিগকে সতর্ক করিলাম।"

কপট সন্ন্যাসী।

মেদিনীপুর, বড়বাজার হইতে বাবু চন্দ্রনাথ মৈত্র বলেন,—"বাবু জয়েজয় মল্লিক মেদিনীপুরের স্থানীয় অধিবাসী; ইনি নিজের জীবনে ২০৲ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ব্যবসায়, জমীদারি, মহাজনী প্রভৃতি কার্য্যে ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং ইনি অত্যন্ত পরিনামদর্শী।

ইহাঁর কয়েকটী পুত্র-সন্তান আছে, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্রটী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। এই ছেলেটী ইহাঁর বড়ই অনুগত। আর পুত্রটী ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া ইনিও অত্যন্ত দুঃখিত। ছেলেটীর যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সে ততই আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকিত, পিতার নিকটে রোদন করিত। পুত্রটী যাহাতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, এজন্য ইনি অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই; যিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেন।

এক দিন প্রাতঃকালে ইনি জমীদারি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইল। ইনি সন্ন্যাসীকে বসিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী উপবিষ্ট হইয়া, পরে নির্জ্জনে ডাকিয়া ইহাঁকে বলিলেন,—'আমার গুরুদেব বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এখানে আগমন করিয়াছেন। আপনার সহিত তিনি নিভৃতে একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন।' সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ স্থির হইল। পরে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর গুরু যোগ-মগ্ন, ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট, আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু-লম্বিত, পৃষ্ঠে জটাভার, সম্মুখে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত; সমস্ত গৃহ আহুতির ঘৃত ও ধূপ ধুনাদি-গন্ধে আমোদিত। এরূপ দেখিয়া প্রণাম করিয়া তিনি সন্ন্যাসীর কুটিরস্থিত একখানি চৌকির উপর উপবেশন করিলেন।

শ্বেত স্বচ্ছ গৃহ-প্রাচীর; তাহার উপর দীপালোক প্রতিবিম্বিত। এমন সময় সহসা দেওয়ালগাত্রে এক অদ্ভুত দৃশ্য!—ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখা গেল। মল্লিক মহাশয় সজীব মহাদেব মূর্ত্তি দেখিয়া একবারেই অবাক হইয়া গেলেন।

অতঃপর যোগ ভঙ্গ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনি যাহা দেখিলেন, কদাচ কাহারও সহিত গল্প করিবেন না। প্রভুর আদেশ, আপনার একটী পুত্র পীড়িত; তাহার রোগ শান্তির জন্য আমি কোন যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিব। তাহাতে আপনার পুত্র নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।' বৃদ্ধ মল্লিক মহাশয় শিবমূর্ত্তি দেখিয়াই ভক্তি-স্রোতে গলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার উপর যখন শুনিলেন, তাঁহার পুত্রের পীড়া শান্তি হইবে, তখন আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান থাকিল না। ক্রমে সপ্তাহকালীন যজ্ঞ-ব্যাপারে ও অন্যান্য নানা কারণে সন্ন্যাসীর প্রতি মল্লিক মহাশয়ের গুরুর ন্যায় ভক্তি জন্মাইল।

শেষ দিন যজ্ঞ, মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতেই এক নিভৃত স্থানে মল্লিক মহাশয়, তাঁহার পুত্র এবং গুরু-শিষ্য লইয়া আরম্ভ হইল। সে দিন যজ্ঞের নিয়মক্রমে ১০৲ দশ হাজার টাকা পুত্রের নামে উৎসর্গ করিয়া আপাততঃ মল্লিক মহাশয়ের নিজের নিকটেই রাখা এবং পুত্র সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থ হইলে তাহা দীন দুঃখীকে দান করা স্থির হইল।

অতঃপর নিয়মমত মল্লিক মহাশয় দশ হাজার টাকায় দশ খানি নোট বাহির করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী নিজের এক খানি রেশমী রুমাল বাহির করিয়া ১০ খানি নোট উহাদের সম্মুখে উহাতে বন্ধন করিয়া লাল সুতার দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তাহার পরে সেই তাড়াটি যজ্ঞস্থলীতে রক্ষিত হইল। যজ্ঞ পরিসমাপ্তির পর মহাপ্রভু পিতা-পুত্রকে এক সঙ্গে প্রণাম করিবার অনুমতি করিলেন। তাহার পরে সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদী পুষ্পাদি প্রদান করিয়া অনুমতি করিলেন,—'এই উৎসর্গীয় সম্পত্তি লৌহ-সিন্দুকে রাখুন; অষ্টাহ কেহ যেন স্পর্শ না করে। এই সময়ের মধ্যে আপনার সন্তান আরোগ্য হইবেন। তৎপরে আপনি এই টাকায় বস্ত্র, তণ্ডুল ও অপরাপর খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দুঃখী লোকদিগকে বিতরণ করিবেন। আপাততঃ আমি প্রস্থান করি, সপ্তাহ পরে সাক্ষাৎ হইবে।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী শিষ্যসহ তথা হইতে বাহির হইলেন।

ক্রমে, জানি না কি কারণে, মনে সন্দেহের উদয় হইল; মল্লিক মহাশয় স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যস্ত হইয়া নোটের তাড়া খুলিয়া দেখেন, কোথায় নোট?—কয়েক খানি পোষ্ট আফিসের চোতা কাগজ! 'মহাপ্রভু! মহাপ্রভু! আর মহাপ্রভু!' চারিদিকে গোলমাল হইল। সন্ন্যাসী কৃত্রিম জটা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি ইহাঁরই বাটীর অনতিদূরে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন, স্থির হইল না।

কিছু দিন পরে সেই শিষ্য ধরা পড়ে। এ ব্যক্তি কলিকাতার হিন্দুস্থানীদিগের পুরোহিত। সে বলিল, 'মহাপ্রভু সেই রাত্রিতে আমাকে এক স্থানে রাখিয়া কোথায় গমন করিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।' লোকটার তিন বৎসর মিয়াদ হইয়াছিল। তদবধি মহাপ্রভুকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। পুলিশ কত

নিরপরাধী সন্ন্যাসীকে ধৃত করিল, কিন্তু কেহই সেই মহাপ্রভু নহে।"

দেশীয় ব্যবসায়ের প্রাণরক্ষা।

বিক্রেতা ক্রেতাকে না ঠকাইতে পারে ও ক্রেতাও বিক্রেতাকে না ঠকায়, যতটুকু পারা যায়, সেই চেষ্টার জন্যই অনুসন্ধান-সমিতির সৃষ্টি। আর, সমিতি সেই উদ্দেশ্যেই চালিত হইয়া অসতের নির্য্যাতনে ও সাধু-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে এ পর্য্যন্ত সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন। চেষ্টা পাইতেছেন বটে এবং চেষ্টানুরূপ অনেক ফলও ফলিয়াছে সত্য; কিন্তু শৈশব সমিতির অনেক আশা এখনও সুদূরপরাহত। এ পর্য্যন্ত সমিতি অনেক মফস্বলবাসী সরল ক্রেতার অশেষ উপকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কলিকাতার অনেক সদ্ব্যবসায়ীও কি মফস্বলবাসীর নিকট প্রতারিত হইতেছেন না? এই যে কলিকাতা হইতে অনেক পুস্তক পত্রিকার অংশবিশেষ বাহির হইয়াই বন্ধ হয়, সকল স্থলেই কি সে দোষ বিক্রেতার? হইতে পারে, অনেকে প্রথম হইতে অসদুদ্দেশ্যে চালিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সে সঙ্গে অনেক সৎলোকও কি মারা যান না? আজ কাল, আমরা সন্ধানে জানিতে পারিতেছি, বহুল গ্রাহক সত্ত্বেও অনেক সংবাদপত্র শসেমিরে; অনেক অর্ডার আসা সত্ত্বেও অনেক ব্যবসায়ী প্রায় মাটি! কিন্তু বাস্তবিক ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কি বিক্রেতার মধ্যেও যেমন লুকোচুরী আছে, ক্রেতার মধ্যেও তেমনই একটা ভাব থাকা নহে?

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, পুস্তক, পত্রিকা বা কোন একটী নূতন জিনিষের প্রথম বিজ্ঞাপন বাহির হইতেই অনেকে তাহার গ্রাহক হন। তাহার মধ্যে জন কএক প্রথমে টাকা দেন; আর, অপর সকলের মধ্যে কেহ বা ভ্যালুপেয়েরে পাঠাইতে লিখিয়া, কেহ বা মাস কাবারে টাকা দিতে চাহিয়া, কেহ বা নমুনা গেলেই দাম পাঠাইব বলিয়া, কেহ বা বৎসরান্তে দাম দিতে অঙ্গীকার করিয়া—এইরূপ নানা ভঙ্গিতে নানা ছাঁদে পত্র লিখেন। বিশ্বাস নহিলে ব্যবসায় চলে না, সুতরাং ব্যবসায়ীও তাহাতে ভুলিয়া বসেন। আর, তাহাতে অনেক স্থলেই এইমাত্র ফল ফলে যে, ভ্যালুপেয়ের পার্শেলটীর বরং কেবলমাত্র মাসুলটী গচ্চা যায়; তা' ছাড়া অপরগুলির আশা ভরসা সবই 'বাঁশ জলে'।

এই জন্যই, অনুসন্ধান-সমিতি হইতে ক্রেতার পক্ষে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, অনেক সৎব্যবসায়ী ও সংবাদপত্রের অধিকারীগণ তাঁহাদের সম্বন্ধেও আমাদিগকে এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সকলেরই ইচ্ছা, আমরা যেমন গ্রাহকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কলিকাতায় তাঁহাদের টাকাকড়ি আদায় করিতেছি ও তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ের সন্ধান দিতেছি, সেইরূপ তাঁহাদের পক্ষ হইতেও কোনরূপে মফঃস্বলের সন্ধান লই ও তথায় তাঁহাদের প্রাপ্য আদায়ের বন্দোবস্ত করি। সেই সকল অনুরোধক্রমে ও এরূপ কোন বন্দোবস্তের আবশ্যকতা বুঝিয়া সমিতি আপাততঃ এই কয়েকটি প্রস্তাব করিতেছেন। এ বিষয়ে যাঁহাদের উপকার বা সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে ন্যায়মত যুক্তি দিলে এবং সহায়তা করিলে, কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। সমিতি আপাততঃ কার্য্য চালাইবার এইরূপ পরামর্শ করেন;—

এই কার্য্যের জন্য 'অনুসন্ধান-সমিতির' একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকুক। যে সকল সৎব্যবসায়ী এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাঁহারা তাহাতে ঐরূপ ক্রেতাগণের নাম ঠিকানা পাঠাইয়া প্রাপ্য টাকা আদায়ের ভার দেন।

আদায়ের বন্দোবস্ত এইরূপ করা যাইতে পারে;—প্রথমতঃ, গভর্ণমেণ্টের নিকট সমিতি হইতে আবেদন করিয়া প্রতি গ্রামের বিশ্বস্ত পঞ্চায়তের উপর ঐ ভার দেওয়াইবার চেষ্টা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ তাঁহারা সমিতির এজেণ্টস্বরূপ থাকিয়া ও সমিতির নিকট হইতে রসিদাদি লইয়া নিজ এলাকায় ঐরূপ নানাপ্রকারের বরাতি আদায় করাইবেন ও নানারূপের সন্ধান লইবেন। তবে বলা বাহুল্য, এ কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সমিতি হইতে কিছু কিছু পারিশ্রমিকও দেওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ বন্দোবস্ত না হইলে, তখন বুঝিয়া সুঝিয়া, অনাদায়ী অঞ্চলে (অবশ্য বাঙ্গালার মধ্যে) সমিতির বিশ্বস্ত এজেণ্ট নিযুক্ত করা যাইবে বা সমিতির প্রতিনিধি পাঠান যাইবে*। তা'ছাড়া, মফঃস্বলের প্রায় প্রধান প্রধান স্থলেই সমিতির কার্য্যসূত্রে অনেক বিশ্বস্ত লোককে মেম্বর পাওয়া গিয়াছে; জানা যায়, অনেক স্থলে তাঁহারাও স্ব স্ব এলাকায়, ব্যয় নির্ব্বাহিত হইলে, এরূপ কার্য্য চালাইতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং যে স্থলে এরূপ সুবিধাও না হইবে, অথচ কার্য্যের বিশেষ গুরুত্ব বুঝা যাইবে, সেই সেই স্থলেই কেবল লোক পাঠান যাইবে।

তবে যে সকল জায়গায় কম অনাদায়ী, অথচ লোক পাঠাইতে খরচা বেশী, সে সকল স্থলে প্রথমতঃ ভদ্রভাবে, শেষে পুলিষের সাহায্যে বা দেশের পত্রিকাসমূহে তাঁহাদের প্রতারণার কথা প্রকাশ করিয়া আদায়ের চেষ্টা ও তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করা যাইবে। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র দেনার জন্য কোন ভদ্রলোকই এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিবেন না।

* প্রেরিত লোক বা এজেণ্টগণকে কি কি করিতে হইবে, কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্থির হইলে, পরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

আরও, মফঃস্বলের অনেক নামজাদা ব্যক্তিরও টাকা অনাদায়ী থাকে; কিন্তু সন্ধানে জানা যায়, তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের বা তাগাদার গাফিলিই ইহার অন্যতম কারণ। এরূপ ভদ্রস্থলে অবশ্যই সামান্য চেষ্টাতেই টাকাকড়ি আদায়ের সম্ভাবনা।

শেষ একটী কথা, যাঁহাদের আদায়ের জন্য এইরূপ বিভাগ খোলার প্রস্তাব হইতেছে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দেওয়া অবশ্য আবশ্যক হইবে*। এখন দেশের যাবতীয় ব্যবসায়ীগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ নূতন পরামর্শ দেন ও কিরূপ সহানুভূতি† দেখান, জানিতে পারিলে, কার্য্য আরম্ভ করা না করা স্থির ও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে 'সম্পাদক-সমিতি' গঠনের আন্দোলন হইতেছিল;* তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না, জানি না। যদি থাকেই এরূপ হয় ও 'সম্পাদক-সমিতি' স্থাপনের যেরূপ শৈথিল্য দেখিতেছি, তাহাতে অন্ততঃ এই আংশিক কার্য্যটির জন্য তাঁহারা অনুসন্ধান-সমিতির সহিত যোগ দেন, এই আন্তরিক ইচ্ছা। তা' না হয়, অন্য সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্ততঃ এটিও একটি আংশিক কার্য্য জ্ঞান করিয়া সত্বর 'সম্পাদক-সমিতিই' স্থাপিত হউক, তাহাতেও আমাদের সহানুভূতি আছে। ফলতঃ যেরূপে হউক, এরূপ একটি কার্য্যের আমরা বিশেষ আবশ্যক অনুভব করি। যেরূপ বাজার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে

* এরূপ প্রস্তাবের আবশ্যকতা বুঝিলে অবশ্য সে সকল ব্যয়ের হিসাবাদির জন্যও আটক হইবে না।

† এই প্রস্তাবের অবগতির জন্য বহুতর ব্যবসায়ীকে এই সংখ্যা অনুসন্ধান উপহৃত হইল; এখন তাঁহারা মতামত জানাইলে সুখী হইব।

এরূপ হিতকর অনুষ্ঠান শীঘ্রই শ্রেয়ঃ *। এখন ইহাতে ব্যবসায়ীগণের আবশ্যকবোধ।

সিঁদচুরী।

(চোরের নিজের মুখের কথা †)

নানা প্রকার চুরির মধ্যে সিঁদ চুরিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমাদের বৃদ্ধ লোকে শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে সিঁদ কাটা, চুরি করায় অভ্যস্থ করে। কোন স্থানে ধৃত হইলে পুলিসের হস্তে যন্ত্রণা পাইয়া একরার না করি, তজ্জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেও আমরা অভ্যস্থ থাকি; এমন কি, আমাদের এক জন নির্দ্দয় গুরু লোহা পোড়াইয়া আমাদের শরীর দগ্ধ করিয়া দেখে, যে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি কি না। অধিকন্তু আমাদের নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে শিখিতে হয়। হিন্দুপ্রধান গ্রামে যাইয়া বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসী এবং মুসলমানের গ্রামে যাইয়া ফকির, মোল্লা, মুস্কিল আসান প্রভৃতি সাজিতে হয়। তদ্ভিন্ন কখনও আমরা সাপ খেলাই, কখনও বানর নাচাই, কখনও বা দৈবজ্ঞ সাজিয়া লোকের শুভাশুভ গণনা করি।

আমরা নিজ থানার এলাকায় কখনই, বরং পারিলে, নিজ জেলাতেও চুরি করি না। শীত ঋতুর আগমনে আমরা দলে দলে নানাদিকে চলিয়া যাই। আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা যদি পূর্ব্বে যাই, তবে দক্ষিণদিকে নাম করি। অন্য গ্রামের চোর ও বদমায়ে দিগকে সহযোগী করি না; অন্ততঃ ভিক্ষা করিয়াও পথে জীবন-নির্ব্বাহ করি।

এক বৎসর আমরা কএক খানা গ্রামে কেবল সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সেই যাত্রা সেই সেই স্থানে দশ পনের দিন অবস্থি করিয়া অধিবাসীদিগের সহিত আলাপা করিয়া তাহাদের ঘর দুয়ারের সন্ধান লইয়া থাকি সেইহেতু দুই তিন বৎসর পরে যখন আম চুরির মানসে সেই স্থানে পুনরাগমন ক সুতরাং তখন আমাদের বিলক্ষণ সুবিধা হ ঐ সময় কখনও কখনও আমরা ছদ্মবেশ ধা করিয়া সেই বেশ-উপযোগী কার্য্য উপল করিয়া, নিরূপিত বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করি বেড়াই। এই সময়, দুই চারি জন দক্ষ স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে থাকে। তাহারা কখনও কখ বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করিয়া, গ্রামের যে ঘা স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করে, সেখানে হাত ধোওয়া উপলক্ষ করিয়া যায়; এবং স্ত্রীলো দিগের মধ্যে যাহার গায়ে অলঙ্কার থা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর মধ্যে ভিক্ষাচ্ছ গিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে ঘরে কাপড় ছাড়ে ত ঠিক করিয়া আসে; কারণ, আমাদের জ্ঞা আছে, স্নান কি গা ধোয়ার পর স্ত্রীলোকে বস্ত্র ছাড়িবার জন্য তার নিজ শয়নগৃহ হই বস্ত্র লইয়া তাহা পরিবর্ত্তন করে। এদি আমরা সন্ন্যাসী কি অন্য কোন ছদ্মবেশ ধা করিয়া গ্রামের ভৌগলিক বৃত্তান্ত ও অন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। যে ঘরে সিঁদ দি হইবে, তাহার পিছন দিক অনাবৃত হই নিকটস্থ কোন বৃক্ষের শাখা আনিয়া ত রোপণ করিয়া তাহার আড়ালে থা সিঁধ কাটি। তাহা হইলে সহসা দেখিতে পায় না। সিঁধটা সন্ধ্যা রাত্রি

---

* যদি অনুসন্ধান-সমিতি হইতেই এরূপ কার্য্য চালান স্থির হয়, তবে অবশ্যই পূজার মধ্যে কার্য্য আরম্ভ হইবে না। ৮ সারদীয়া পূজার পর লোকের আগ্রহ বুঝিয়া বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ সহ কার্য্যারম্ভ হইবে। তবে না হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

† নবজীবন পত্রিকায় 'বেদিয়া চোর' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক নিজ চোরের মুখে শুনিয়া যাহা লিখিয়াছেন, এ প্রবন্ধটী (স্থল বিশেষে তাহার ভাষাতেই) তাহার সংক্ষিপ্ত করণ মাত্র।

কাটিতে আরম্ভ করি এবং যতক্ষণ না সমস্ত লোক শয়ন ও নিদ্রা যায়, ততক্ষণ সিঁদ ফুটান হয় না। আহারের পর যে নিদ্রা তাহাকে ভাত-ঘুম বলে। সেই সময়ই গৃহে প্রবেশ করিবার নিরূপিত সময়। সঙ্গে চকমকি ও দেশলাই থাকে; শীতকাল হইলে হাঁড়ীতে করিয়া আগুনও লওয়া হয়। বাহির হইতে দেশলাই জালিয়া প্রথম প্রবেশের সময়ই গৃহের কোন্ স্থলে কি দ্রব্য আছে, তাহা পলকদৃষ্টিতে স্থির করিয়া লই এবং দেশলাই তখনই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলি। স্ত্রীলোকের গায়ের গহনা খুলিয়া লইতে হইলে, কাণ ও নাকের অলঙ্কার স্পর্শ করা যায় না; কারণ, ঐ দুই স্থানের অলঙ্কার সহজে খুলিয়া লওয়া দুষ্কর, এবং খুলিতে গেলে নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভব। শীতকাল হইলে সঙ্গের হাঁড়ীর আগুনে হাত গরম করিয়া লইয়া তবে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিই। বাক্সাদি ভাঙ্গিতে হইলে সিঁদের বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গা যায়। সোনারূপার দ্রব্য ভিন্ন আমরা পিত্তল কাঁসা প্রভৃতির দ্রব্য লই না। অপহৃত দ্রব্য প্রথমতঃ যে গ্রামে চুরি করি, সেইখানকার কোন শ্মশান কিম্বা অন্য কোন অপরিজ্ঞাত স্থানে লুকাইয়া রাখি। পরে উহা নিজ গ্রামে আনিয়া শ্মশান প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া দেওয়া যায়। ক্রমে ঐ দ্রব্য লইয়া মহাজনের নিকট দেওয়া হয়। মহাজন সোনার ১০, টাকা ও রূপার ॥৵০ ভরি হিসাবে গ্রহণ করে। আমরা দ্রব্যাদি লইয়াই যে চলিয়া আসি তাহা নহে। দ্রব্য লওয়া হইলে রান্না-ঘরে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ীতে যাহা কিছু থাকে, আহার করি এবং সেই গৃহে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া আসি। রান্না ঘরে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া আসা আমাদের নিয়ম। ঐরূপ না করিলে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, এরূপ বিশ্বাস আছে। যে গ্রামে চুরি করি, সকল স্থলে সিঁদের পরদিন সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসি না; কারণ, ঐরূপ না করিলে সহসা পুলিষের কি অন্য লোকের সন্দেহ হইতে পারে। আমরা কখনও এক গ্রামে, এক দিনে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সিঁদ দিই না। যে ঘরে রোগী থাকে বা যে ঘরের স্ত্রীলোকের চরিত্রের প্রতি আমাদের সন্দেহ হয়, সে ঘরে আমরা সিঁদ দিই না।

আমরা ধরা পড়িলেও কোনমতে একরার করি না। ধরা পড়িলে আর কি করিব?— মার খাই। প্রথমে যাহাদের বাটীতে চুরি করিতে যাই, তাহারা এক পত্তন খুব মারে, পরে প্রতিবেশীরা আসে এবং ক্রমে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মারে, গালি দেয়, এবং কেহ বা গাত্রে থুথু এবং প্রস্রাব করিয়া দেয়। কোনও কোনও গ্রামের অধিবাসীরা তাহাদের নিজের প্রহার প্রচুর শাস্তি বিবেচনা করিয়া এবং থানায় চালান না দিয়া অমনি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কেহ কেহ পুলিষে না দিয়া থাকিতে পারে না, এবং তাহা হইলেই আমাদের বিপদ। গ্রামবাসীরা চোরকে মারিলেও তাহাদের দয়ামায়া আছে, কিন্তু পুলিষের ব্যাটাদের প্রাণে কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই। কি প্রকারে একরার করাইবে, তাহাই তাহাদের চেষ্টা এবং তাহা হইলেই তাহাদের খুব খোসনাম হয়।

আর এক ব্যাটা দারোগার কুহকে পড়িয়া আমি আমার জন্মের মধ্যে একবার একরার করিয়াছিলাম। এক চুরি মোকর্দ্দমায় আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরে। চুরিটা আমিই করিয়াছিলাম এবং মালও অনেক টাকার বাহির করিয়াছিলাম। দারোগার মনে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে, আমিই চুরি করিয়াছি; কিন্তু প্রথমে কিছুতেই একরার করিলাম না। দারোগা তাহা দেখিয়া ৬।৭ জন চৌকিদারকে একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে হুকুম দিয়া বলিল যে, এ ব্যাটা ত দেখিতেছি একরার করিবে না, তবে ইহাকে গোর দিয়া প্রাণে মারিব। আমি এই কথা শুনিয়া

মনে মনে হাসিলাম; ভাবিলাম যে, কেবল ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু স'ত্য সত্যই চৌকিদার ব্যাটারা দারোগার কথামত একটা গভীর খাদ করিয়া আমাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মাটী চাপা দিতে আরম্ভ করিল। দারোগা কেবল 'ফ্যাল মাটী, ফ্যাল মাটী' বলিয়া হুকুম দেয়, আর চৌকিদারেরা আমার নাকে, মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি করিয়া মাটী ফেলিতে থাকে। মাটী যতক্ষণ বুক পর্য্যন্ত ছিল, ততক্ষণও আমার মনে ভয় হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, মাটী গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং মাটী ফেলা ক্ষান্ত হয় না, তখন আমি মনে করিলাম যে, ব্যাটারা বুঝি যথার্থই জীবন্তে আমাকে গোর দিয়া মারিবে। কাজেই তখন আমি একরার করিয়া মালগুলি দারোগাকে দেখাইয়া দিলাম এবং তিন বৎসর মিয়াদ খাটিলাম।"

—

মেয়ের বিয়ে।

(এতেও জুয়াচুরী!!)

বৈদ্যবাটী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য্যের বাস। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈদিকশ্রেণী; যজন যাজন করিয়া দুঃখে সুখে সংসার চালান। সংসারে লোকের মধ্যে তিনি, তাঁর পরিবার, আর একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটি গত বৈশাখ মাসে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন ভাদ্র মাস, সুতরাং তার বয়স সবে এই পাঁচ বৎসর পাঁচ মাস।

পূজা সন্নিকট। ঘরে পয়সা কড়িরও টানাটানি। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাসের ৩রা তারিখেই পয়সা কড়ির চেষ্টায় বাহির হইলেন। সুতরাং বাড়ীতে এখন কেবল তাঁহার স্ত্রীটি, আর মেয়েটি।

এরূপ অবস্থায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় রওনা হওয়ার পরদিনই, তাঁহাদের বাড়ীতে নবকান্ত ঠাকুর ঘটক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। ঘটক ঠাকুরের রূপ গুণ সব ঘটকালী-সই; যদি কো কখন ঘটকের হাতে পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিই তাহার প্রতিবিম্ব দেখুন। ঘটক মহাশয় মাঝে মাঝে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে আসাযাওয়া ও আহারাদি করিতেন। সেই সূত্রে গৃহিণীর সহিতও পোটপাট ছিল; আহারাদির সময়, সুবিধা পেলে, মেয়ের বিয়ের কথাটা ঠারে ঠোরে পাড়িতেন।

এ দিনে ঘটককে একলা পেয়ে, (কারণ, স্বামী বিদেশে) গিন্নিটি মেয়ের বিয়ের সেই অসম্পূর্ণ কথা স্পষ্ট বলিবার সুযোগ দেখিলেন। তাড়াতাড়ি ঘটক মহাশয়কে হাত পা ধোবার জল দিয়া বসিতে আসন দিলেন। ঘটক মহাশয় ঘরের দাওয়ায় বসিলেন; আর গিন্নী ঠাকুরাণী মেয়েটিকে সম্মুখে ক'রে দুয়ারের আড়পারে দাঁড়াইলেন; সুতরাং মেয়েটিকে মধ্যস্থ রাখিয়া ঘটকের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তার ব্যাঘাত ঘটিল না। তবে কপাটের আড়ালে ছিলেন বলিয়া ঘটকের সহিত চাক্ষুষ হইল কি না সেটুকু আমরা লক্ষ্য করিতে সুবিধা পাই নাই; অতএব পাঠকগণও তা দেখতে পেলেন না। তার আর কি হবে? তবে উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তায় পরিতৃপ্ত হন, এই অনুরোধ।

ক্রমে একটু বসিয়া এ কথা সে কথার পর, মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া ঘটকমহাশয় বলিলেন,—"হা রে পাগলি! তুই যে অনেক বড়টি হয়ে পড়েছিস্। তোর বাপ তোর বিয়ের কোন যোগাড় টোগাড় কল্লে কি?—না, আবার শেষে আমাকেই ভুগ্‌তে হবে? এখন, আজকাল যে বাজার পড়েছে, তাতে ভাল পাত্র তো মেলাই ভার। যাও দুই একটা পাওয়া যায়, তাদের আবার উল্টো খাঁই! ভট্‌চাযি্য মশায় শেষে টাকার লোভে পাছে হাতপা বেঁধে জলে ফেলেন, এই ভাবনা। তবে আমি জানতে পার্‌লে তা কখনই হতে দেবো না।"

ঘটকের এই আত্মতা দেখিয়া গিন্নিটি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে,—"বল্ না, কুশী, বল্ না, ঘটক মশায়কে বল্ না যে, আপনার হাতেই তো সব ভার। কর্ত্তা তো সকলই করবেন। এখন যাতে মেয়েটি ভাল ঘরে ভাল বরে পড়ে, আর দু' তোলা পরে, সেটা আপনাকেই কত্তে হবে। এত দিন আপনাকে বলবো বলবো ক'রেও সুবিধা পাইনি। আজ আপনাকে একলা পেয়েচি, আজ আর আপনাকে ছাড়্‌চি নে; আজ আমাকে একটা পাকাপাকি কথা দিয়ে যেতেই হবে।"

আর ঘটক মহাশয়কে পায় কে? তিনিও এ বার পেয়ে ব'সলেন। তিনি গম্ভীরভাবে, মাথায় হাত দিয়ে, কত ক্ষণ পরে অনেক ভেবে চিন্তে, আস্তে আস্তে বল্লেন,—"বল্‌চো তো বটে, তাইই ভাবচি; এমন পাত্তোরই বা কোথায়। সকল দিকে চৌরস তো ঘটে ওঠে না।" এই বলিয়া ঘটক মাথায় হাত দিয়া যেন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

ঘটক মহাশয়ের ভাব ভঙ্গি দেখে ও কথাবার্ত্তা শুনে গিন্নি কিছু চিন্তিতা হইলেন, ও ঘটককে ঝটে পটে ধ'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"যাই বলুন, আর যাই করুন, আমি কিন্তু আজ আপনাকে ছাড়চি নে। দু টাকা কম হয় তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু মেয়েটি যাতে সুখে থাকে, তা আপনাকে কত্তেই হবে। এ কাজ আপনি না কল্লে, আর কর্‌বেই বা কে? যাতে হয় এ কাজ আপনাকে কত্তেই হবে—কত্তেই হবে।"

ঘটক।—"হাঁ, তা বল্‌চ বটে, এমন পাত্তোরই বা কই?—তবে একটি আছে বটে, তা তারা স্বীকার হবে কি? কারণ, মেয়েটিও তো তত সেয়ানা নয়; আর তারাও বড় লোক; তাদের কি তেমন খাতির যত্ন করতে পারা যাবে? তা' নইলে পয়সা কড়ির জন্যে তত আটকাবে না; তবে ঘট্‌লে বটে!"

গিন্নি।—(বিশেষ আগ্রহের সহিত) "ঘট্‌লে বটে বল্লে চল্‌চে না; তা ঘটাতেই হবে। এতে আপনাকেও বিশেষ সন্তোষ কর্‌বো। ফল, পাত্তোরটি হাত-ছাড়া না হয়। আমি সকাল সকাল না হয় খাওয়ার যোগাড় কচ্চি; আপনি আহারের পর আজই সেখানে যান। যদি হয়, তো একেবারেই এই মাসে দিন স্থির করে আসবেন। পণাপণ সম্বন্ধের কথা, আপনাকে আর কি বলবো? আপনি তো আমাদেরই লোক; যাতে দশ টাকা বেশী হয়, তারই চেষ্টা কর্‌বেন; আমি কর্ত্তাকে লুকিয়েও আপনাকে বেশ্ দশ টাকা দিয়ে দেব।"

ঘটক।—"টাকা তো তুমি দেবেই; আর টাকা না পেলেই যে আমি এ কাজ কর্‌বো না, তারই বা কথা কি? এ তো আমাদের চিরকেলে ঘর; বিশেষ ভটচায্যি মশায়ের সঙ্গে অনেক দিনের সম্প্রীত। তবে যদিই ঘটাতে পারি, তা কি তারা ভাদ্র মাসে দেবে? আমাদের তো মন আজই হোক; তবে এ তো তোমার আমার ঘরের কথা নয়, বড় লোকের ঘরের কথা কত জাঁকজমক হবে। এ অভদ্রা বর্ষা কাল, এতে কি তারা স্বীকার হবে? তাতে আবার ভট্‌চায্যি বাড়ীতে নেই।"

গিন্নি।—"তাতে আর কিছু যাবে আসবে না। আপনি দিনস্থির তো করে আসুন, তার পর তাঁকে না হয় খবর দিয়ে আনান যাবে। যাই হোক বেলা হলো, এখন খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করা যাক। আপনি স্নান আহ্নিক সেরে আসুন। কুশি! তেল গামছা দেতো।" এই বলিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঘটক মহাশয় স্নান আহ্নিক সারিয়া আসিলেন। আহারাদি হইল; পান তামাক খাইয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পরই, গিন্নির বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া ঘটক আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। "তবে এখন যাই।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ; চেষ্টার তো ত্রুটি হবে না। যা হয়, বুধবারের দিন তোমাকে খবর দেবো।" এই বলিয়া ঘটক মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

বরের বাড়ী।

কথাটি শুনিতে মিষ্টি ; কিন্তু এখানে সে মিষ্টতার আস্বাদন লইলে, তাহা তিক্ত। যে বাড়ীটি আজ বরের বাড়ী, সেটি প্রকৃত বরের বাড়ী নয়। বরের আসল বাড়ী—মফস্বল। কলিকাতায় তাঁর পিতাঠাকুর পাটের কলের সরকারী করেন। সেই উপলক্ষে বরের টাউনে বাস। বরের পিতা এক খোলার ঘরে ভাড়া দিয়া দুঃখে কষ্টে দিন কাটান। বরটির নাম নিধিরাম ; তিনি কিন্তু আজ কাল আলোক পেয়ে দলে মিশেছেন। বাগবাজারের আড্ডার দল সকলেরই জানা শুনা আছে ; নিধিরাম সে দলের আশ্রয় পাইয়া এখন বাপের খোলার ঘর ত্যাগ করেছেন। তবে মাস-কাবারের সময় এক আধ বার গিয়ে বাপের ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারেন, এই টুকুই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ।

আজ যে বাড়ী বরের বাড়ী, সে বাড়ী সুতরাং আড্ডার অধিকারীর বাড়ী। অধিকারী-মহাশয়ের বেশ দু'দশ টাকা ছিল ; কিন্তু ঐরকম অনেক নিধিরামের কৃপায় এখন তা জায় জায় হইয়াছে। সকল আশা মিটাইয়া এখন আশা তাঁর—নিধিরামের বিয়ে। সুতরাং তিনিই আজ বরকর্ত্তা ; সেই বাড়ীই আজ বরের বাড়ী। ঘটক যে এত সেয়ানা, তিনিও এ রহস্য টের পান নাই ; তা অন্যে তো পরের কথা!

যাই হৌক, এ হেন বরের বাড়ীতে ঘটক মহাশয় ক্রমে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কাল, বৈঠক গুলজার, কে যে বর, কারই যে বিয়ে, ঘটক মহাশয়ও তার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝুন, ঘটক কিন্তু অভ্যর্থিত হইয়া কর্ত্তাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর কি, সবই ত ঠিক ; এখন দেখে শুনে পণা পণ ঠিক কল্লেই হয়। আমি তো বুধবারের দি দেখ্‌তে যাবার দিন স্থির করেছি। ছেলে তাঁ তত দেখ্‌তে চান না, এক আমার কথাতে তাঁদের তা দেখা হয়েছে। এখন চলুন, দে শুনে আসা যাক্।"

অধিকারী।—"তা আমাদেরও তত দেখা দরকার নেই ; আপনি যখন দেখে এয়েছে তখন আমার নিজের চোকেই দেখা হয়েছে যাক্, এখন টাকা কড়ির কোন কথা বা হয়েছে কি ? তা যদি হয়ে থাকে, আমাদে সবই স্থির ; কেবল দিন স্থির হলেই হয়। আপনি আছেন, আপনি যা কর্‌বেন, তার উ আমাদের আর কথা নেই। এখন যাতে হৌ শুভ কর্ম্মটা শিগগীর হয়ে গেলেই ভাল।"

ঘটক।—"টাকা কড়ি সম্বন্ধে কথা—তাঁরা হাজার টাকা পণ, পাঁচ শ টাকার গহন আর তাবৎ খরচ পত্তর—এর কম আর কিছুতে দিতে চান না ; তাঁরা কেবল মেয়েটি দিয়ে খালাস। আমার যত দূর ক্ষমতা, তাতে পর্য্যন্ত হয়েছে ; এখন আপনার যা অভিরুচি

অধিকারী।—"টাকার কথায় কি যায় আসে দু' দশ টাকা বেশী লাগলেও তাতে তত কাতর হব না। ফল কথা, মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল হলেই হল। তা যখন আপনি ভাল বল্‌ছেন, তখন আমার আর তাতে আপত্তি নেই। এখন দিনস্থির—লগ্ন ঠিক হলেই হয়

ঘটক।—"তা মশায়, আস্‌চে শনিবার দিনটিই আমার মতে অতি উত্তম দিন। গোধূলি লগ্নে ; আর শনিবারের বাজার, আপনাদের যাবার পক্ষেও সুবিধে ; দু চার জ বন্ধু বান্ধবকেও নিয়ে যেতে পার্‌বেন। ফ কথা, এর চেয়ে দিন তো আর এ মাসের মধ্যে মিল্‌বে না। সম্মুখে আশ্বিন মাস, সে মাসে বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম তো নেইই ;—তার প আবার কিছু কাল অ—কা ল।"

অধিকারী।—"তবে আপনার মতেই আমা

মত ; তাইই স্থির। আপনি এখন গিয়ে ওদিকের বন্দোবস্ত করুন, আমরাও এদিকের যোগাড় দেখি। তবে একটা কথা, ওখানে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বা অপর কোন ভাবনা আপনাদের ভাব্‌তে হবে না। এখান থেকে অবশ্য দু' চার জন বড় লোকের ছেলে পিলে যাবেন ; তাঁদের আদর অভ্যর্থনা বা খাওয়া দাওয়ার যোগাড় যন্ত্র আমি সব এখান থেকেই ক'রে পাঠাব। আর, আপনার ঘটকালি ও দান পণাদি বিবাহ-মজ্‌লিসেই সব নগদ নগদ!"

ঘটক।—"তা টাকা কড়ি দেওয়া নেওয়ার জন্য কোন ভাবনা নেই। এখন আমার উপর একটু নজর রাখ্‌লেই হলো।"—এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর ঘটক মহাশয় তথা হইতে বিদায় লইলেন, এবং ইহাঁরাও কাজের যোগাড়যন্ত্রের চেষ্টায় চলিলেন। তবে শেষ বিদায়ের সময় ঘটক মহাশয় "তবে এই স্থির থাক্‌লো, যেন কথার নড় চড় না হয় ; শনিবারের দিন সকাল থেকেই যেন আপনাদের লোকজনের দেখা পাই।"—এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করেন।

পরদিন আড্ডাঘরে।

আড্ডাঘরের আর নূতন পরিচয় দিব কি ?—সে সেই 'আটচালা'। তবে আজ তার শ্রী কিছু নূতন ধরণের। সেখানকার সকলেই আজ যেন একটু চিন্তিত। ক্ষণেক পরে অধিকারী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তা পঞ্চাশ টাকা না হয় আমি দেবো ; আর পঞ্চাশ, আপনাদের কেউ আট আনা, কেউ এক টাকা ক'রে যুটিয়ে দেন। এখন আমার কি আর সে সময় আছে যে, আমিই সব দেবো ?"

অতঃপর কেহ আট আনা, কেহ চার আনা, অধিকাংশই দু আনা, অতি কমের ভাগই এক টাকা, এইরূপ চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ফল কথা, মোটের উপর অধিকারী মহাশয়ের পঞ্চাশ লইয়া পঁচাত্তর টাকার সংস্থান হইল।

"যাই হৌক, এতেই যেমন ক'রে হয় কাজ নিকেশ করা যাবে ; দু এক টাকা যদি ধার ধোর থাকে, তো তার জন্যে কি আটকাবে ?"—অতঃপর এই বলিয়া সকলে নানারূপ পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন।

মোট পঁচাত্তর টাকার সংগ্রহ দেখিয়া নিধিরাম কিন্তু বেশ একটু 'বাঁশ-জলে' পড়িলেন ; মাথায় হাত দিয়া অধিকারী মহাশয়কে বলি-বলিলেন,—"তাই তো, অধিকারী মশায়! তিন চার হাজার টাকার ফুরোন, তার তো মোটে পঁচাত্তর টাকার স্থিত দেখ্‌ছি! কাণ্ডটা যে কি হবে তা তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে ; শেষে কি শিশুপালের মত কেঁদে ফিরে আস্‌তে হবে ?"

"আরে বোকা, তোর সে কথায় কাজ কি ? আমরাই যখন এত গুলো চাঁই চাঁই রয়েছি, তখন তোর সে কথায় দরকার কি ? তুই বর ;—বরের মত থাক্। যা যা কত্তে হয় সে ভাবনা আমাদের।" এ বলিয়া অতঃপর অধিকারী মহাশয় ও দলের চাঁই চাঁই মহাত্মাগণ নিধিরামকে ভৎর্সনা করিলেন ও তাহার কথায় বাধা দিলেন।

অতঃপর কয় দিন ধরিয়া আড্ডাঘরে কত কি যেপরামর্শ হইতে লাগিল, তাহার আর শেষ নাই। সময় সময় আমরা তাঁহাদের পরামর্শ শুনিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও শেষ পরামর্শ যে কি স্থির হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে পাঠক মহাশয়গণ, এই ক'দিন অপেক্ষা করুন ; বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রণে গেলেই কিছু অপ্রকাশ থাকিবে না।

বিবিধ বিষয়।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা লইলে চলে, কিন্তু এল্. এ র বেলায় তা' হ'বার যো নাই। সুতরাং বর্ষে বর্ষে যে চারি

পাঁচ শত ছাত্র বাঙ্গালা লইয়া প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এল. এ-র সময় তাহাদের বড়ই সঙ্কট! তাহাদের পক্ষে একেবারেই রঘুবংশ প্রভৃতি পড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনাভোগমাত্র। আমরা জানি, এই হেতু অনেক ভাল ভাল ছাত্রও, বাঙ্গালা লইয়া প্রবেশিকায় উচ্চ সম্মান পাইয়াও, এল. এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ রহিয়া যায়। তা' ছাড়া, যাহারা সংস্কৃত লইয়াও প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের অনেককেও সংস্কৃত পাঠ্যের বিষম কাঠিন্য বোধ করিতে হয়। এই হেতু ছাত্রগণের আন্তরিক ইচ্ছা, প্রবেশিকার ন্যায় এল. এ.-বি. এ-তেও বাঙ্গালার প্রচলন হয়। আর শুনিতে পাই, এই জন্যই আজ কাল অনেক ছাত্র সমবেত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণকে এই নিয়ম-প্রচলন জন্য আবেদন করিতেছেন। আমরাও বহু ছাত্রের স্বাক্ষরিত ঐরূপ নানা পত্র পাইতেছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ প্রকৃত উপকারী প্রস্তাব শুনিবেন কি? বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব নাই। তা' ছাড়া এরূপ ব্যবস্থায় বহুল ছাত্রের ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষারও উন্নতিকল্পে সহায়তা করা হয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় যেন সত্বরই এরূপ প্রস্তাবের উপকারিতা বোধ করেন।

গবর্ণমেণ্টের সকল কাজেই গড়িমাশি। এই রূপনারায়ণ নদের বন্যায় প্রতি বৎসর কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ হইতেছে, তা'র ইয়ত্তা নাই। তা' ছাড়া জাঁকুলির বাঁধটি কোনরূপে বাঁধাইয়া দিলে, দামোদরের উপদ্রব হইতে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অনেক অধিবাসী উপকৃত হন। কিন্তু সে দিকেই বা তাঁহাদের দৃষ্টি কই? গত ১৮৮৩ সাল হইতে হুগলী ও বর্দ্ধমানের কালেক্টরীতে এ সম্বন্ধে কতই আবেদন হইল, কিন্তু কিছুরই ফল নাই। অন্যের কথা তত ধরি না, কিন্তু জনৈক জমীদার মাননীয় চথমলাল এই বাঁধ বাঁধাইবার কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তা'র উত্তর পর্য্যন্তও নাই। এ[...] কম দুঃখের কথা! সম্প্রতি ব্যাপার দেখিয়া চথমলাল গবর্ণমেণ্টে যে শেষ আবেদন করিয়া[...]ছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মভেদী; এমন কি, এক্ষ[...] তিনি বন্যার উপদ্রব ও প্রজার কষ্ট দেখিয়া জমীদারী ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত। ফলতঃ গব[...]মেণ্ট সে প্রদেশ হইতে কর-শোষণ করিতে [...] মজবুত, অথচ কাজের কিছুই দেখি না, [...] ক্ষোভ। যাই হৌক, প্রজার ধন মান যাহাতে রক্ষা হয়, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এখনও সে দি[...] দৃষ্টিপাত করুন, এই বাসনা।

ভারত-সীমান্তে প্রকৃতই বুঝি শনির [...] পড়িয়াছে। যেরূপ ভাব গতিক দেখা যা[...]তেছে, তাহাতে স্বতঃই সঙ্কটের কথা ম[...] হয়। সম্প্রতি আফ্গান সম্বন্ধে স্থূলতঃ এই[...] সম্বাদ পাওয়া যায় যে:—

'রুশ-সঙ্কট তো দূরের কথা, এখন তত্র[...] ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেই বিষম বিপ্লব উ[...]স্থিত। সে উপদ্রব নিবারণের জন্য আমী[...] সেনাগণও অনেক চেষ্টা পাইতেছে, কি[...] কিছুতেই কিছু হইতেছে না। কোন স্থ[...] তাহারা জয় পাইতেছে বটে, কিন্তু অ[...] স্থলে তাহাদিগকে লণ্ডভণ্ড হইতেও হ[...]তেছে। বরং কোন স্থলে বিপ্লব নিবারণে[...] বিশেষ চেষ্টা পাইলেও, আবার হিতে বিপ[...] ফল ফলিতেছে। প্রকৃত বিদ্রোহীর পরি[...] স্থলবিশেষে সাধুর শাস্তি হওয়ায়, অ[...] স্ত্রীপুরুষ গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে[...]। তা' ছাড়া, শুনিতে পাই, আমীর না কি এ[...] সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, আর সে সম্বাদ রুশ পর্য্য[...] গমন করিয়াছে। রুশের যোগাড় যন্ত্রেরও [...] ধাম কমে নাই।'

ফলতঃ এ সম্বাদ বড়ই চিন্তার বিষয় [...] না কার মনে কি আছে; কিন্তু আমাদের [...]

মনে লয়, হয় তো বা রুশগণই তলে তলে উৎকোচ দিয়া এইরূপ আফ্গানিস্থানের বল হরণ করিতে বসিয়াছে। যাই হৌক এখন ইংরাজ আপন বল দৃঢ় রাখুন, এই ইচ্ছা।

অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারী নূতন নিয়ম মঞ্জুর করিয়াছেন। পূর্ব্বতন নিয়মগুলি অনেকাংশে অসঙ্গত ও ন্যায়বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এই বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং পরিশেষে ইহার পুনরালোচনা ও পরিবর্ত্তন করাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করেন। তাঁহাদের এই আবেদন-পত্র ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক আলোচিত হইয়া যায় এবং তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত আংশিক পরিবর্ত্তন করত ষ্টেট সেক্রেটারী তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রতার সময়ে এরূপ গুরুতর বিষয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত হইতে পারিল না। বর্ত্তমান বিধান পূর্ব্বতন বিধান হইতে কতক অংশে ভাল হইলেও কতক অংশে মন্দ হইয়াছে এবং সাধারণতঃ যেরূপ সন্তোষকর হইবার আশা ছিল, ঠিক সেরূপ হয় নাই। আবেদনকারীরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—(১) পেন্সন প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় ২২ বৎসর হইতে চাকরী গণ্য না হইয়া অন্ততঃ ২১ বৎসর হইতে গণ্য হয়। (২) [...] (ফর্লো) বিদায় চাকরীর কাল মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, তাহা চাকরীর কাল-মধ্যে গণ্য [...]। (৩) এক্ষণে যে অনুগ্রহ-বিদায় অর্থাৎ যে বিদায় পেন্সন সার্ব্বিস মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, [...] কেবল ১০০ টাকা বেতনের বা তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীকে না দিয়া গবর্ণমেণ্টের [...] কর্ম্মচারীকেই দেওয়া হয়। (৪) প্রাপ্য অনুগ্রহ-বিদায় গৃহীত না হইলেও এক জন কর্ম্মচারীর পেন্সন-প্রাপ্তির হিসাব সময় যেন তাহা তাহার প্রকৃত সার্ব্বিস হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। (৫) যাঁহারা বাৎসরিক ১২০০০ হাজারের কম বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এক্ষণে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪০০০ হাজার পর্য্যন্ত পেন্সন দেওয়া না হইয়া ৫০০০ হাজার পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। (৬) এক্ষণে কর্ম্ম করিবার অক্ষমতাসূচক ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিলে যেরূপ ১২ বৎসর চাকরীর পরে বেতনের ২০ ভাগের ৬০ ভাগ এবং ১৫ বৎসর পরে ৩০ ভাগের ৬০ ভাগ পেন্সন হয়, ইহা না করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমবর্দ্ধনশীল হারে যেন পেন্সন নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা;—১৫ বৎসরে বেতনের ২০ ভাগের ৬০ ভাগ এবং তাহার পর প্রতি বৎসর ১ ভাগের ৬০ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত না ২৫ বৎসরের চাকরীর পর অর্দ্ধেক বেতনের পেন্সন হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ২০ ভাগের ৬০ ভাগের উপর ১ ভাগের ৬০ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পায়। ইহার পরে আর মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিবার যেন প্রয়োজন না হয়।

এই সকল আবেদনে ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মঞ্জুর করাইবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারীকে অনুরোধ করেন। যথা,—দশ বৎসর চাকরীর পর গড় মাসিক বেতনের ১ ভাগের ৬০ ভাগ হইতে পেন্সন আরম্ভ হইয়া ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে ১ ভাগের ৬০ ভাগ করিয়া বর্দ্ধিত হারে প্রাপ্য হইবে। কিন্তু যে কেহ ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট না দিয়াও চাকরী হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপসৃত হইতে পারিবেন। এবং তাঁহাকে ২৫ ভাগের ৬০ ভাগ না দিয়া ৩০ ভাগের ৬০ ভাগ (অর্থাৎ অর্দ্ধেকই) পেন্সন দেওয়া হইবে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারী এই সংশোধিত হারের বিধানে সাধারণতঃ মঞ্জুর

করিয়াছেন, কেবল ২৫ বৎসর পূর্ণ চাকরীর পরে ইচ্ছানুসারে অপসৃত হইতে দিবেন না; তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে হইবে। কিন্তু ৩০ বৎসর চাকরীর পরে এই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে হইবে না। আর আবেদনের ৩য় এবং ৫ম দফার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম দফার প্রার্থনা আদৌ মঞ্জুর করেন নাই। এক্ষণে যাঁহারা ১৫ বৎসর চাকরীর পর $\frac{1}{3}$ অংশ পাইতেছে, নূতন বিধি অনুসারে তাঁহাদের ভাগ্যে $\frac{1}{2}$ অংশ ঘটিল এবং $\frac{1}{3}$ অংশ পাইতে হইলে অন্ততঃ ২০ বৎসর চাকরী করার আবশ্যক, নূতন বিধি তাহাই প্রবর্ত্তন করিল। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই বিধান অধিকাংশ কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে শুভকর না হইয়া অনিষ্ট-করই হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে আমরা ক্রমবর্দ্ধন হারের ন্যায়সঙ্গত ভাবের পক্ষপাতী। আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় যে ভাবে লিখিত ছিল, তাহাতে অনেককে এরূপ মর্ম্মব্যথিত হইতে হইত না।

অনুসন্ধান-সমিতির উদ্দেশ্য-সাধনের সুবিধার জন্যই ইহার মেম্বর, প্রেট্রন প্রভৃতি সকলের পরিচয়ই গোপন আছে। সময়বিশেষে আবশ্যক-হেতু মাননীয় রাজকৃষ্ণ বাবুই কেবল প্রকাশ ছিলেন; কিন্তু সংপ্রতি তিনিও আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"মহাভারত ও নিজের প্রেসের কাজ লইয়াই আমার অবসর ছিল না। তাহাতে সম্প্রতি আবার আমার নিজের থিয়েটারটীও প্রস্তুতপ্রায়। সুতরাং এ সকল কাজ ও থিয়েটারের সম্যক্ তত্ত্বাবধানের পর আমার আর আদৌ অন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার অবসর নাই। আর সেই জন্য গত কএক মাস পূর্ব্ব হইতেই অনুসন্ধান-সমিতির প্রায় কোন কাজই করিতে পারি নাই। দিন দিন থিয়েটারের কার্য্যে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে যে সমিতির কোন সাহায্য করিতে পারিব, এ আশাও নাই। তজ্জন্য এখন হইতে আমি সমিতির সহিত আমার যাবতীয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি যে সমিতির মধ্যে ছিলাম এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন; তজ্জন্য অনুগ্রহ করিয়া সাধারণকে জানাইয়া দিবেন [যে] এখন হইতে উহার কার্য্যের সহিত আমার কোন সং[স্রব] রহিল না এবং অনুসন্ধান-সমিতি ও অনুসন্ধান সং[বাদ]-পত্রের কোনরূপ কার্য্যের জন্য আর আমি দায়ী হইব না।

—বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

সংবাদ।

—সংপ্রতি বাঙ্গালা দেশ আর একটি রত্ন হারাই[লেন]। গত ৩রা ভাদ্র ডাক্তার রামদাস সেন ইহ[লোক] ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় এক জন প্রবীণ প্র[ত্ন]তত্ত্ববিৎ ও সাহিত্য-সেবকের মৃত্যু-সংবাদ বড়ই শো[কা]বহ!

—ইংরাজের যত রোক্ দুর্ব্বলের কাছে। এ[…] যেমন ইংরাজেরা নেটিবদিগকে 'কালা আদমি' ব[…] উপহাস করেন, মান্দ্রাজ অঞ্চলের কোন কোন দে[শের] লোক ইংরাজকে আবার তা'র চেয়েও হেয়-জ্ঞান ক[…] এমন কি, সে অঞ্চলের লোক উহাঁদের ছায়াস্প[র্শ] অশুচি মনে করেন এবং যে পল্লীতে ইংরাজের ব[াস] সে পল্লীও মাড়ান না। সংপ্রতি ট্রীভাঙ্কোরের ম্যা[জি]ষ্ট্রেটও না কি এই সম্প্রদায়কে সহানুভূতি দেখাইতে[…] তাঁহার মতে ইংরাজদের কোন জাতিই ন[াই]। ফলতঃ এ ব্যাপারে খৃষ্টানমহলে বড়ই আন্দোলন উ[পস্থিত হই]য়াছে; এমন কি, মহারাণীর নিকট পর্য্যন্তও এ স[ম্বন্ধে] আবেদন চলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ভয়, জানি [না] পাছে মান্দ্রাজী জাতিরাও এ কোপে নির্যাতন পায়!

—খুবিলি উপলক্ষে বিলাতে অনেক রাজা রাজ[…] নিমন্ত্রিত হইয়া যান। শুনিতে পাই, তাঁহাদের ন[…] সম্মানাদি রক্ষিত হয় নাই। কাহাকেও আবার স্থলবি[…] রেসিডেন্টের নিকট অপদস্থের কথাও শুনা যায়; মহা[…] হোলকার সম্বন্ধে আজকাল সেরূপ আন্দোলন দেখিতে[…] সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন; কিন্তু যদি সত্য তবে ব্রিটিস-শাসনে এ একটি কলঙ্কের রেখা ব[…] বলিতে হইবে ?

—ব্যবহার জানিলে, সকলের দ্বারাই কাজ পাওয়া [যায়]। বলিতে কি, শিক্ষার কৌশলে ব্রেজিল দেশের এক [ব্যক্তি] বাঁদরের দ্বারা চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; [তিনি] ২০টী বাঁদর পুষিয়া তদ্দারা গাঁজার চাষ ও তাহা বিক্র[য়]-যোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। সেরূপ উ[…] তাদের দ্বারা তিনি কাজও মানুষের চেয়ে ঢের [বেশী] পান; আর তাদের খাই-খরচও অনেক কম পড়ে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩১এ ভাদ্র, ১২৯৪ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

"আবাহনং ন জানামি, ন জানামি বিসর্জ্জনম্।
পূজাবিধি ন জানামি, ত্বং গতি পরমেশ্বরি॥"

কাঙালের পূজা।

মা! তুই আর আসিস্‌নে—ফিরে যা!

আর যে কাঁদিতে পারিনে!—দেখে কি তোর একটুও দয়া হয় না? জানিতাম, তুই মা কেবল পাষাণের মেয়ে; কিন্তু নিজেও কি শেষে পাষাণী হলি! এত মানা করি, যোড় করে বলি, তুই মা আসিস্‌নে—ফিরে যা! তবুও তুই বার বার আস্‌তে ছাড়িস্‌নে কেন? আমাকে কাঁদানই তোর কি বাসনা মা!

ঐ দেখ মা, তুই আস্‌ছিস্ বলে সকলেরই নূতন বেশ; আমার শিশু—এখনও অজ্ঞান—বোঝেনা ব'লে, সেও তাই চায়; কিন্তু কি করিব, পোড়া অদৃষ্ট, দিতে পারিনে; তাই সে, ঐ দ্যাখ্, কাঁদিয়া ধূলায় লুটায়। অভাগিনী গৃহিণী; নিজে কখনও কিছু চায় না, আমার সম্ভ্রম রাখিয়া বরং অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়; চিরদিনই ছিন্ন বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকে। আজ তুই আসায় দেখ মা! তারই বা কি দুর্দ্দশা! কয়দিন আমি পীড়িত ছিলেম্—খাটিতে পারি নাই; তাই দিন বুঝিয়া আজ গৃহ লক্ষ্মীশূন্য; নিজে খাওয়া তো দূরের কথা, সে আমায় কি পথ্য দিবে—শিশু সন্তানটিকেই বা কি করে বাঁচাইবে, সেই ভাবনাতেই ম্লানমুখী! ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ মা! তার বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া যায়!

তুই এলেই মা তোর সঙ্গে সঙ্গে কাল পবন আসে। আমার ক্ষুদ্র একখানি ঘর; বর্ষায় অনেক কষ্টে 'খুঁচি খাঁচি' দিয়াও খাড়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মা, ঐ দ্যাখ, তুই আসায় তোরই সঙ্গী পবনদেব তাহাও ভাঙ্গিয়া দিল; স্ত্রী পুত্র লয়ে, এই দ্যাখ, তাই আমি আজ বৃক্ষতলে। মাগো! তোর মনে কি এতই ছিল? যাই হ'ক মা, আমি তোকে এখনও দয়াময়ী বল্‌বো, তুই এবার আর আসিস্‌নে—ফিরে যা!

তবু শুন্‌লিনে! তবু আস্‌ছিস্! আচ্ছা তবে আয়,—আমি তোর পূজা কর্‌ছি। তুই কি আমাকে এতই নিস্ব পেয়েছিস্, যে আর তোর আসায় আমি ভয় পাবো!—কখনই না। মাগো, জগৎসংসার তোকে যা দিয়ে পূজা করে, যদিও সে সব জিনিসে তুষ্ট করিবার ক্ষমতা আমার নেই, তথাপি আমার কাছে প্রকৃত পূজার সামগ্রীর অভাব দেখি না। পূজার আমার নেই কি? পূজার উপকরণ নৈবেদ্য!—ঐ দেখ মা, আমার অনাহারী অর্দ্ধবস্ত্র স্ত্রীপুত্র; কেন তারাই পূজার নৈবেদ্য হবে!

আর, রাক্ষসী মা, তুই যে বলিদান খাস্! আমার গৃহে তারই বা ভাবনা কি? এবারও, ঐ দ্যাখ, আমার একটি ছেলে আছে। কখনও 'মা বড় খিদে, কখনও কাপড় নেবো' বলে সে সদাই কাঁদে। তাকেই না হয়, স্বামী-স্ত্রীতে ধরে তোর কাছে বলি দেবো। তা'

হলেও তোর তো আশা মিট্‌বে! তবে মা, বলির সঙ্গে জগতের পূজায় ঢাক ঢোল বাজে, শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু আমার পূজায় তা'হবে না। তার বদলে আমার পূজায় স্বামী-স্ত্রীর মর্ম্মভেদী রোদনের রোল ঢাক ঢোল হবে; বলির সময় শিশুর শেষ-স্বর শঙ্খ-ঘণ্টায় যোগ দিবে।

মা, তোর পূজার মন্ত্র 'ওঙ্কার'। কিন্তু এই-টুকু মাপ করিস্ যে, আমার মন্ত্রে সেটি হবে না। অভাগা আমি, আমার মুখে সদাই হাহাকার—হাহাকার ভিন্ন আমি আর কিছুই জানিনে। বিশেষ পয়সা নাই, পূজায় পুরোহিত পাইব না। তাই বলি, আমার পূজায় ওঙ্কারের বদলে 'হাহাকারই' মন্ত্র থাকিল। মা, লোকে 'ওঙ্কার' আদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোকে সন্তুষ্ট করে; কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, আমার 'হাহাকারেই' তুই সন্তুষ্ট হ'।

মাগো! পূর্ব্বে ছিল উৎসবের অঙ্গ, অন্ন দান—ব্রাহ্মণ-ভোজন। কিন্তু তার স্থলে তোরই বরে আজ কাল হয়েছে, বেশ্যা আর মদের ঢলাঢলি। কিন্তু আমি আবার চাই, আরও একটু নূতন প্রথা! গরিব বলিয়া আমার পূজায়, নিমন্ত্রণ করিলেও, কেহই আসে না। মানুষ তো পরের কথা, ক্ষুদ্র পিপীড়াও আমার গৃহে আসিতে ঘৃণা বোধ করে; দুষ্ট কাকও দূরে থাকিয়া টিট্‌কারি দেয়। তাই বলি, আমার পূজায় মা! নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছি। স্বামী-স্ত্রী দুই জনে আমরা ভোজ্য হই; তোর মা! বাহনগণ আমাদিগে নিমন্ত্রণ খাক্।

আর, মাগো! পূজা ক'রে সকলেই কিছু না কিছু কামনা করে। আমারও সে কামনা আছে; কিন্তু অন্য সকলের চেয়ে আমার কামনা কিছু স্বতন্ত্র। সকলের কামনা, সুখ-শান্তি; কিন্তু মা আমাদের কাম্য—'মরণ'। সেই জন্যই আমি সস্ত্রীক মাগিতেছি,—মা! তোর বজ্র আমাদের মস্তকে পড়ুক; তোর ফণী আমাদের দংশন করুক। কেন অসুরে তুই বধিবার জন্য এত অস্ত্র ধরেছিস্? সে তো আমার চেয়ে আর পাপী নয়! তুই কেন মা দয়া করে সেই অস্ত্রের একটি অস্ত্র দিয়ে আমাদের মেরে ফেল্‌না? মাগো, তোর কাছে আমরা এখন কেবল এই বর চাই।'

আর কিছু চাই না। এই বর যদি দিতে চাস্, তবে আয় মা!—তুই এবারও আয়; নৈলে মা! তুই আর আসিস্‌নে—ফিরে যা।

দুর্গোৎসব কি পৌত্তলিকতা?

আজ কাল দুর্গোৎসবের নিমিত্ত বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশেই বা বলি কেন, ভারতবর্ষ উৎসাহে পরিপূর্ণ। যাহার যেরূপ সঙ্গতি সে এই উৎসবের নিমিত্ত তদ্রূপ আয়োজন করিতেছে। কোন দেশে কোন উৎসবে এরূপ উৎসাহ বা আনন্দ হইয়া থাকে কিনা, আমরা তাহা জানি না। কি ধর্ম্মনৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক যে বিষয়েই বিবেচনা করা যাউক, সে বিষয়েই এই উৎসবের উপকারিতা লক্ষিত হয়। যাঁহাদিগের আত্মা ধর্ম্মে বিগলিত, তাঁহারা উপযুক্ত উপকরণে ভক্তিপূর্ণভাবে কিরূপে ভগবতীর উপাসনা করিবেন এবং তদ্বারা আপনাদিগের ও পরিবারবর্গের আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবেন, তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত। যাঁহারা ধর্ম্মে নিমিত্ত ততদূর ব্যাকুল নহেন, তাঁহারাও এই উপলক্ষে হয় তো বহুদিনান্তে আপনার আত্মীয় স্বজন দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে অবকাশানুরূপ প্রীতিলাভ করিবেন এবং কিসে পরিবার ও আত্মীয়-বর্গের অভিলষিত দান করিয়া সুখ বর্দ্ধন করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। প্রেম-ভিত্তি যে ইহাতে দৃঢ়তর হইয়া সমাজকে অধিকতর রমনীয় করে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এই উৎসবে প্রতি বৎসর যেরূপ বাণিজ্য-বিস্তার হয় এবং সেই উপলক্ষে কত কোটী কোটী লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে এই সময়ে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে রাজ-নৈতিক উপকারিতার আর পরিচয় দিতে হইবে না।

দুর্গোৎসব-তত্ত্বের যাঁহারা সার বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা ইহার প্রতি নানারূপ কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কেহ পৌত্তলিকতার প্রসারণ দেখিয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন, কেহ বা এই উপলক্ষে এত পরিশ্রম, এত উৎসাহিতা, এত অর্থ ব্যয় কেবল অধর্ম্মের কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বোধের নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবে এই পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা, উন্নত ভাব এবং উদারতা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।*

---

* মধ্যে আধুনিক শিক্ষিতদলের মধ্যে এই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনাস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় হিন্দুধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতপ্রবর কর্ত্তৃক অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি! কিন্তু এই ধর্ম্মান্দোলন যথেষ্টরূপ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে এবং তন্নিমিত্তই সময়ে সময়ে এই বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে আমাদিগেরও মানস আছে। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইয়া এই হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদনে চেষ্টা পাইয়াছেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কেবল শাস্ত্রীয় যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েন না। এ উনবিংশ শতাব্দি যুক্তিরই কাল; কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় উক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারে না। আমরা শাস্ত্রীয় উক্তি ছাড়িয়া কেবল যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পাইব।

উপাসনা দুই প্রকার;—সাকার ও নিরাকার। সাকার উপাসনাকেই পৌত্তলিকতা বলিয়া বিধর্ম্মিরা ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহারা একটু প্রণিধান পূর্ব্বক এই বিষয় ভাবিয়া দেখিতেন, তাহাহইলে ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা দূরে থাকুক, ইহার উচ্চতা ও উদারতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। নিরাকার বলিলে 'আকার নাই' ইহা বুঝায় না; এই-মাত্র বুঝায় যে, সে আকার কি তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। সকল দেশীয় ভাষাতেই 'না'-বোধক উপসর্গযোগে অনেক যৌগিক শব্দে আধিক্য বা প্রাচুর্য্য বুঝাইয়া থাকে; যথা,—'অমূল্য' বলিলে 'মূল্যহীন' বুঝায় না; 'অধিক মূল্যবান' বলিয়াই বুঝাইয়া থাকে। নিরাকার শব্দও ঠিক সেইরূপ; অর্থাৎ আমরা যত প্রকার আকার জানি বা ভাবিতে পারি, সে আকারের নহে, ইহাই ঐ শব্দে ব্যক্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় হিন্দু পণ্ডিতেরা নিরাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তবে যখন আকারবর্জ্জিত কোন বিষয়েরই জ্ঞান সাধারণ লোকের হওয়া দুষ্কর, তখন কাজে কাজেই অগত্যা পণ্ডিতেরা সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত সাকার-রূপে ঈশ্বরকে চিত্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

একটি জাতীয়-সমাজে পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ই আছে এবং তন্মধ্যে অজ্ঞ লোকেরই সংখ্যাই অধিক। সুতরাং কোন ভাব সাকার-রূপে চিত্রিত না হইলে এই দ্বিতীয় দলের যে বোধগম্য হয়, ইহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। যদি কোন একটি বিষয় কাহারও নিকট বর্ণন করি, সকলেই জানেন, প্রথমতঃ ভাষা তাহা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করে। সে চিত্রেও যতদূর পরিষ্কার জ্ঞান না হয়, তুলি দ্বারা অঙ্কিত চিত্র ভাষা অপেক্ষা আরও পরিষ্কার-রূপে বুঝাইয়া দিতে পারে এবং এই তুলি অঙ্কিত চিত্রও যাহা না করিতে পারে, গঠিত প্রতি-

মূর্ত্তি তদপেক্ষা অধিকতর বিশদ করিয়া দেয়। আর, প্রাচীন হিন্দু ভাবুকের মনে নিরাকার পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে যে কোন ভাবের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাই চিত্রিত করিতে গিয়া সাকাররূপী উপাসনার সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা বা শক্তিপূজা ভাবুকের সেইরূপ উপলব্ধ ভাবের প্রতিরূপ মাত্র। রচিত বাক্য-বিন্যাস দেখিলে যেমন লোকের ভাব বুঝিতে পারা যায়, চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও সেইরূপ চিত্রকরের অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দুর্গা বা শক্তিপূজারও প্রতিমা দেখিয়া সহজেই সেই প্রতিমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়, তখন শাস্ত্রীয় উক্তিরও অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র শক্তিই ইহার মূলাধার। আমরা যাহার উপর দাঁড়াইয়া অবস্থান করিতেছি, আমরা যাহার বলে জীবিত আছি, শক্তি অভাবে যে ইহা কি ভাবে থাকিত, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ভাবুকের মনে সহজেই ইহা উদয় হইয়া থাকে যে, এই শক্তিই পরব্রহ্মের। সুতরাং সহজেই তাঁহার পূজায় মন আপনা-আপনি ধাবিত হইয়া থাকে।

সংসারে আমরা দুই প্রকার শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া থাকি; একটি ধর্ম্মের দিকে, আর একটি অধর্ম্মের দিকে। যেন এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কিন্তু ইহাও ঐ সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, যে এই দ্বন্দ্বের পরিণাম ফল ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পতন। খৃষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের এই দ্বন্দ্বকে ঈশ্বরের ও শয়তানের যুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত আছে। পার্শিদিগের 'জেণ্ডাভিষ্টা' নামক ধর্ম্মপুস্তকে ইহা 'অর্ম্মজ' (মঙ্গল) ও 'আরিমনের' (অমঙ্গল) দ্বন্দ্ব বলিয়া উল্লিখিত আছে। ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে ইহার উদয় হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রাচীন হিন্দু-মহাকবিগণ শক্তি প্রতিমায় দেবাসুরের যুদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বন্দ্বই চিত্রিত করিয়াছেন। অদম্য অসুর দমন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবতী দশভূজা হইয়া সশস্ত্র অতুলশক্তিবিশিষ্ট কেশরীর উপর আসীন হইয়া তাহাকে আক্রমণ ও পরাভব করিতেছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং কার্ত্তিক ও গণেশ, তাঁহার সঙ্গী; দশ হস্ত দশদিকব্যাপী অর্থাৎ শক্তি যে অনন্ত জগৎব্যাপী তাহার পরিচায়ক। কোন হস্তে তিনি দুষ্টকে দমন করিতেছেন এবং কোন হস্তে শিষ্টকে অভয় প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই বীরত্ব (কার্ত্তিক), সেইখানেই সিদ্ধি (গণেশ), সেইখানেই ধন (লক্ষ্মী); সেইখানেই বিদ্যা (সরস্বতী)।

এই চিত্র পাঠ করিলে মনে উপর-উল্লিখিত ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। আদি-ভাবুক তাহারই চিত্র দিয়াছেন মাত্র। ইহার কোন স্থান পৌত্তলিকতা, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব পবিত্র হইলেও এক্ষণে পৌত্তলিকতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, তাহার নিমিত্ত কি হিন্দুধর্ম্ম দায়ী? যদি মূর্খ লোকে তাহার প্রকৃত ভাব না বুঝে, তাহাতে তাহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ হইয়া থাকে; হিন্দুধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য কমে না। যদি মহাকবি মিল্টন্, কি সেক্ষপীর, কি কালিদাসের কাব্য আমরা না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে উক্ত কবিদিগের কাব্য অতি অপদার্থ জিনিস, ইহা মনে করা যতদূর সঙ্গত, হিন্দুধর্ম্মকে অসার, অসঙ্গত বা কুভাবাপন্ন মনে করিলে কি সেইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না? পাঠক! ইহা স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখুন।

প্রতারণা প্রবঞ্চনা।

অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধান।

আজ কাল উপহারের বড়ই ঢেউ! আগে আগে হদ্দ দু'দশ টাকাই উপহারের লোভ দেখান হইত, কিন্তু আজ কাল তাহাতে আবার লাক টাকা, পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভানিও দেখান হইতেছে। হয়তো সন্ধানে এমন সকল বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা একেবারে অত টাকা দান করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা ততটাকা কখনও এক সঙ্গে দেখিয়াছেন কি না, তারও সন্দেহ।

লটারীর বিজ্ঞাপন বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা লুকোচুরি চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরাজ-রাজত্বে সেরূপ প্রকাশ্য লটারী চলে না; তাই কেহ বা ফরাসী-রাজ্যে গিয়া কেহ বা অন্যরূপে চোক্ষে ধূলা দিয়া মতলব হাঁসিল করেন। তবে তাতেও সকল সময় পোষায় না। সেই জন্য, কতকটা তীক্ষ্ণ শিক্ষার প্রভাবেই বলিতে হইবে, কতকগুলি ধুরন্ধর আজকাল এক নূতন খেলা খেলিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের সে খেলা নামে লটারী না হইয়া, নম্বরানুযায়ী উপহার বিতরণ হইলেও, কাজে লটারীর বাবা!

আজ কালকার বিজ্ঞাপনের কতকটা নূতন বোল;—দশ বিশ ত্রিশ হাজার টাকা পর পর সাজান আছে; পর পর যিনি যেমন টাকা পাঠাইবেন, তিনি তেমনই তাহা উপহার পাইবেন। এরূপ বিজ্ঞাপনের চটক যেমন, ভিতরও তেমনি ফাকা। সরল বিশ্বাসীগণ তাহা না বুঝিয়া নিয়তই এইরূপে প্রতারিত হইতেছেন! লাভের লোভই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

আর, এইরূপ ধরণের বিজ্ঞাপন যে কয় জনই দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধেই আমরা নিয়ত অভিযোগ পাই:—

১। বাবু যোগীন্দ্রনাথ দাস, ৩৮ বা ৩৯নং মণ্ডল ষ্ট্রীট ঠিকানায় ঐরূপ উপহার দিবার বিজ্ঞাপন দেন; কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, উপহার বিতরণ হয় নাই। তা'ছাড়া, তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়া অনেকে তাহা ফেরতও পান না, এইরূপও অভিযোগ পাই। মধ্যে এই বিষয় সংবাদপত্রে লেখায় তিনি সে সকল টাকা দিতে চান; কিন্তু সে কেবল সেই মুখে মাত্র। তারপর আর লোক পাঠাইলেও নীরব!

২। বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩নং যোড়াবাগান, কলিকাতা। বই টই কতক কতক দিলেও, ঐরূপ উপহারে ইহাঁরও নিন্দার কথা অনেক শুনা যায়। তা'ছাড়া, ইনি আজ কালও আবার ঐ ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পুলিস হইতে সম্মতি আনাইয়া উপহার বিতরিত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে এ কার্য্যে সম্মতি দিবেন, এ কথা তো আমরা বুঝি না। তবে প্রসাদ বাবু আজ কাল যেরূপ সকল ব্যবসায়ে হাত দিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এখন আর ওরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া ভাল দেখায় না। তিনি আমাদের কথা মত ধীরভাবে কার্য্য করেন, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। তাহাতে তাঁহার সুকার্য্যমাত্রতেই আমার সহানুভূতি দেখাইব।

৩। বাগবাজার, আদরিণী আফিসের অধ্যক্ষগণও কিছু পূর্ব্বে একবার ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। সে হেতু তাঁহাদেরও বাজারে অপযশ আছে। তবে আজকাল উহাঁরা সমিতির পরামর্শ মত কার্য্য করিতে স্বীকার পাইতেছেন, জানিতে পারি। যাই হোক, সে ফল পরে প্রকাশ্য।

৪। আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া,—এখানকার ঠিকানায় সুরেন্দ্রমোহন ও মধুসূদন যা করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও অজানা নাই। তা'ছাড়া, সেখানকার কাশিপুরের "চেংমতি ও ললিত কামিনি" আপিস সম্বন্ধেও এইরূপ সন্ধান পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে

নোয়াখালি, খিলপাড়ার জমীদার বাবু শরচ্চন্দ্র নারায়ণ চোধুরী বলেন,—"চেৎমতী ও ললিতকামিনীর উপহারের বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমিও ১/০ আনা দিয়াছিলাম। এতদিনে পুস্তক দুই খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। দুইখানি পুঁথীই অত্যন্ত অশুদ্ধিপূর্ণ; পড়িতে বড়ই বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। গত ডাকে একখানি গামছা উপহার আসিয়াছে। তাহার মাশুল ।০ চারি আনা; কিন্তু গামছার মূল্য ৵০ আনার অধিক নহে। দেখুন কেমন লাভ!" সরল মফঃস্বলের পক্ষে এ সকল কলঙ্ক বড়ই কষ্টের বিষয়!—পাপ কি শেষে আর সহরে স্থান পাইল না?

৫। বাবু মাখনলাল দত্ত, জশড়া, চাকদহ। ইনিও এরূপ প্রলোভনে অনেককে ঠকাইয়াছেন। মধ্যে সমিতির রিপোর্টে নাম বাহির হওয়ায় ইনি সে সব অভিযোগের মীমাংসা করিতে চাহেন; কিন্তু তার পর আর সংবাদ নাই। যদি প্রকৃতই সদিচ্ছা থাকে, আশা করি, এখনও তিনি সে চেষ্টা করিবেন।

আর কত নাম করিব? ফলতঃ এইরূপ উপহার যাঁহারা দিবার লোভ দেখাইয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বাজারে তাঁহাদের সকলেরই অপযশ আছে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লউন যে, আজ কালকার

"পঞ্চাশ হাজার টাকা বিতরণ"

শীর্ষক এন, বি, চন্দ্রের নামীয় ২৯৩ নং অপার চিৎপুর রোডের বিজ্ঞাপনেই বা কি ফল ফলিবে! কার্য্যের শেষ না হইবার পূর্ব্বে কিছু বলা নীতি সঙ্গত নহে। তবে এইমাত্র সন্ধানে জানা যায়, যে বিজ্ঞাপন-অনুরূপ বিস্তৃত সরঞ্জাম ইহাঁদের নাই; আর এরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন যে হয়, এ ভরসাও আমাদের নাই। আমরা জানিতে পারিয়াছি, এই সকল নানারূপের সন্দেহ-হেতু, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় উহাঁদের ঐ বিজ্ঞাপন লওয়া হয় নাই। তা'ছাড়া, উহাঁরাও গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আনাইয়া উপহার বিতরণ করিবেন, বলেন। কিন্তু আমরা বলি, গ্রাহকদের নিকট টাকার বন্দোবস্তটা আগে না ক'রে, আগে সেইটের যোগাড় করিলে কি ভাল হইত না? ফলতঃ এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলা আপাততঃ ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। পাঠকগণ, বুঝিয়া সুঝিয়া যে বিষয়ে যেমন বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। ফলতঃ এরূপ সকল রকমের বিজ্ঞাপন আমরা ভাল কথা মনে করি না।

পত্রাদি।

১। বালিদেওয়ানগঞ্জ মধ্যশ্রেণী স্কুলের হেড পণ্ডিত বাবু রামদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন,—"বঙ্গবাসী পত্রিকায় আদরিণী ও উপন্যাস লহরীর বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমি ঐ পত্রিকার সম্পাদকের নিকট আদরিণী ও উপন্যাস লহরীর গ্রাহক হইয়া ঠিকানা লিখিয়া ॥০ মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাই। কিছু দিবস পরে আমার নামে 'ভেলিউপেয়েব্‌লে' কতকগুলি 'কারিকর দর্পণ' ও 'বিশ্বকর্ম্মা' পাঠাইলে ৩॥০ টাকা প্রেরণ করি। তাহার ১৫ দিন পরে উপহার স্বরূপ ঘড়ী পাঠাইয়া ঐরূপে 'ভেলিউপেয়েব্‌লে' ৪॥৵০ গ্রহণ করেন। সমুদয়ে ৮॥৵০ আমার নিকট লইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাপ্য প্যাকিং সহিত ৪॥০। এরূপে সম্পাদক মহাশয় বঞ্চনা করতঃ আমার নিকট ৪৵০ অধিক লইয়াছেন।"—কারিকর দর্পণ ও বিশ্বকর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক বি,এল,যোষের বিরুদ্ধে আমরা যেরূপ সকল অভিযোগের কথা শুনিতে পাই, তাহাতে এ কার্য্য তাঁহাদেরই বলিয়া সম্ভবে। এখন তিনি গা ঢাকা দিতেছেন, জানিতে পাই। ফলতঃ এ ভদ্রের কাজ নহে।

২। কলিকাতা, কাশীপুর হইতে বাবু তারিণীচরণ দাস লিখিয়াছেন,—"পাবনা জেলার উল্লাপাড়া নিবাসী কৃষ্ণগোবিন্দ সরকার নামক

এক ব্যক্তি বঙ্গবাসীতে 'ছারপোকা নাশী সলিতার' বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, এই সলিতায় এক রাত্রি মধ্যে সমস্ত ছারপোকা নিশ্চয়ই বিনাশ হইবে; না হইলে মূল্য ফেরত দিব। কিন্তু ইহার সমস্তই মিথ্যা। আমি উক্ত সলিতা আনাইয়া ও তাঁহার আদেশানুযায়ী ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাওয়াতে মূল্য ফেরত-পাইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু কোন জবাবও পাইলাম না।"—মূল্য ফেরত দেওয়ার বিজ্ঞাপনের প্রায়ই এই গতিক! বিশেষ, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আবার 'ডবল ফেরত' দিতে চান কিনা!!

৩। বর্দ্ধমান, পারাজ হইতে বাবু নন্দলাল কাঞ্জীলাল বলেন,—"আমি ১নং গরাণহাটা, কলিকাতার শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষের কাছে একখান প্রভাসখণ্ড তৃতীয় ভাগের জন্য একখান পত্র লিখি; কিন্তু সে প্রভাসখণ্ড তৃতীয় ভাগ না দিয়া একখান ১০ম খণ্ড প্রভাসখণ্ড দিয়া টাকা লইয়াছে।"—বটতলার দোকানদারদের মধ্যে গণেশ বাবুকে আমাদের কোন কোন মেম্বর 'ভাল-মানুষ' বলিয়াই বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁর নামের এরূপ ও আরও দুই একটি অভিযোগে আমরা কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আশা করি, তিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া সুখী করিবেন।

৪। ময়মনসিংহ, বেতাগড়ীর জমীদার বাবু রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় চন্দননগরের লটারী খেলার কএকটি কেলেঙ্কারীর কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

৫। মেট্রপলিটানের কএকটি ছাত্র লিখিয়াছেন;—"আমরা শ্রীযুক্ত নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত সংস্কৃত কোর্সের অর্থ পুস্তকের নিমিত্ত প্রত্যেকে ১॥০ এক টাকা আট আনা জমা দিয়া গতবৎসর এইরূপ সময়ে প্রথম খণ্ড পাই। তাহার পর দুই তিন মাস অন্তর এক এক খণ্ড পাই। কিন্তু প্রায় ছয় মাস হইল, তিনি আর পুস্তক বাহির করিলেন না, তজ্জন্য আমরা আপনাদিগকে সানুনয়ে জানাইতেছি যে, আপনারা আমাদিগের প্রাপ্য অর্থ প্রত্যার্পণ বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিলে বাধিত হইব।"—পূর্ব্বে আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম, পণ্ডিত মহাশয় এক মাসের মধ্যে পুস্তক বাহির করিতেছেন; কিন্তু সেও অনেক দিন হলো। আমাদের আশঙ্কা, এ দোষে পাছে শিক্ষকের প্রতিও ছাত্রের অবিশ্বাস জন্মায়! ফলতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয় কি উত্তর দেন, জানিতে সকলেই সমুৎসুক।

কলমের চারা।

কৃষিবিভাগে কলমের চারার ব্যবসাও বেশ লাভজনক। সদুদ্দেশ্যে থাকিয়া ঐ ব্যবসায় চালাইলে বিলক্ষণ সুবিধাও আছে। কিন্তু প্রতারকগণ সামান্য অর্থ লোভে পড়িয়া,দুঃখের বিষয়, তাহাতেও কৃত্রিমতা চালাইয়া লোক ঠকাইতেছে। শ্রীমন্ত সওদাগর বলেন,—"লোকে অন্যান্য গাছ অপেক্ষা আমের কলমই অধিক পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকে। যে কয় প্রকার কলম বাঁধিবার রীতি আছে, তন্মধ্যে যোড় কলমের দ্বারাই অধিকাংশ আমের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যোড় বাঁধিতে কিছু ব্যয় পড়ে; কারণ প্রত্যেক আঁটির চারা এক একটি পৃথক টবে রাখিয়া ভারার উপর স্থাপন করিয়া মূলগাছের ডালের সহিত কলম বাঁধিতে হয়। কিন্তু প্রতারক চারাবিক্রেতাগণ কোন গাছের ডালের সহিত কলম না বাঁধিয়া আর একটি সহজ উপায়ে কলম বাঁধিয়া থাকে; তাহারা একস্থানে কতকগুলি আমের আঁটি রোপণ করিয়া চারা তৈয়ার করে এবং ঐ সকল চারা বড় হইলে পাশাপাশির দুইটি চারা এক সঙ্গে যোড় বাঁধিয়া দেয়। অনন্তর চারার কাঠ কঠিন হইলে তখন একটি চারার মূল কাটিয়া দিয়া থাকে।

তা'ছাড়া আমের সকল ডালে কলম বাঁধিলে ভালরূপ ফল ধরে না। যে সকল ডাল নিম্ন দিকে মুখ করিয়া থাকে, সে সকল ডালে ফল হয় না। আর, যে সে আমের আঁটির চারার সহিত কলম বাঁধিলে তাহাতে ফলের গুণও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। টক আমের আঁটির চারার সহিত মিষ্ট ফলবিশিষ্ট গাছের ডালে কলম বাঁধিলে ফলের মিষ্টতর গুণের প্রায়ই বিকৃত হইতে দেখা যায়।"

ফলতঃ বিক্রেতার এই সামান্য সুবিধার জন্য ক্রেতাকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এরূপ প্রকারের প্রতারণায় বিক্রেতার পক্ষে সুবিধা যে, চারা ও গাছের ডালে যোড় লাগিতে যেরূপ দীর্ঘকাল লাগে, দুই চারায় যোগ লাগান তদপেক্ষা অল্পকাল সাপেক্ষ। আরও, এই হেতু কলমের জন্য ভাল গাছের ডালও খুঁজিতে হয় না; যে সে গাছ কেন, আদৌ গাছ না থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু উহাতে ক্রেতার লোকসান ভয়ঙ্কর। এক তো গাছে ফল ফলিতেই অনেক বেশী সময় লাগে; তা'ছাড়া অনেক যত্নে যদি ফলও হয়, তো তা' হয় আমড়ার আঁটি! হা ধর্ম্ম! তোমার অভাবে শেষে এতই বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল।

চাকরীর লোভ।

১৫নং কামারপাড়া, ভবানীপুর হইতে বাবু অভয়ানন্দ সেন বলেন,—"দাক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১৮৮৬ সালে কলিকাতা সহরের উপর ১৫৩নং লোয়ার চিৎপুর রোডে ইণ্ডিয়ান পি, কোম্পানী (The Indian P. Co.) নামে একটী কারখানা খুলেন এবং উক্ত সনের ২৮এ আগষ্টের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ঐ কারখানার জন্য এক জন ষ্টক-কিপারের প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে, ঐ কার্য্যে ৩১০৲ টাকা নগদ জামিনস্বরূপ ডিপজিট দিতে হইবে ও মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা করিয়া। তদৃষ্টে আমি দরখাস্ত করায় আমাকে পত্র দিয়া আনাইয়া লন। পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে ॥০ আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে একটা এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া রসিদ দিয়া আমার নিকট হইতে ৩৫৲ টাকার নগদ করেন্সি নোট গ্রহণ করেন ও আমি কর্ম্মে নিযুক্ত হই। তৎপরে গত ৩০এ সেপ্টেম্বর আমাকে নোটিস দেন যে, ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আমায় আর আবশ্যক হইবে না এবং ঐ দিনে আমার ডিপজিটের টাকা ফেরত দিবেন। এই নোটিস দিয়াই উক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় পলায়ন করিয়াছেন ও তাঁহার আর কোন অনুসন্ধান পাইতেছি না এবং আমার ঐ ডিপজিটও ফেরত পাই নাই।"—চাকরীর প্রলোভন বড়ই প্রলোভন—বিশেষ বাঙ্গালী জাতির নিকটে! এইরূপ চাকরীর লোভ দেখাইয়া বহুরূপী তারকনাথ দত্ত অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও শেষে অতিলোভে জেলে পর্য্যন্তও গিয়াছে। তা ছাড়া, চাকরীর জন্য টাকা জমা দিয়া আজ কাল প্রায়ই লোককে ঠকিতে দেখা যায়। ফলতঃ চারিদিকেই বহুরূপী,—লোকে বুঝেই বা কি প্রকারে?

জাল ছেলে।

বাবু ননীলাল মুখোপাধ্যায় বলেন;—"কাঁথি গ্রামের কোন ভদ্রলোকের একটী কন্যা ছিল। নিকটস্থ অপর কোন গ্রামের বিশিষ্ট রাজ-সংসারে সেই কন্যাটির বিবাহ হয়। কন্যার পিতার অবস্থা ততদূর ভাল ছিল না; তবে কন্যার বিবাহ দেওয়ার পর হইতেই তাঁহার মনে আশা হয় যে, জামাতার সংসারেই কোন উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরেই নিঃসন্তান জামাতার মৃত্যু হইল ও উত্তরাধিকারীর অভাব-হেতু তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দিগেরই কেহ কেহ সেই বিষয় অধিকার করিতে আসিলেন। অগত্যা কন্যার পিতার আশায় ছাই পড়িবার উপক্রম হইল।

তবে তিনি কিছু ফন্দীবাজ লোক; সহজে দমিবার নহেন। মনে মনে কি এক পরামর্শ আঁটিয়া সমাজে প্রচার করিলেন যে, তাঁহার কন্যা তিন মাস অন্তঃসত্বা ও তাহার গর্ভের ফলাফল না দেখিয়া কেহই বিষয় অধিকার করিতে পারিবেন না। কন্যা ও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক যখন এই কথা প্রচারিত হইল, তখন সে সম্বন্ধে আর কাহারও কোন কথা খাটিল না; অন্ততঃ দশটি মাস কালও দেখিয়া, তার পর সকল বন্দোবস্ত হইবারই স্থির হইল।

এদিকে মাসের পর যেমন মাস যাইতে লাগিল, তেমনি কন্যার গর্ভ লক্ষণও দেখা দেওয়া আবশ্যক হইল। পিতার পরামর্শে তাহার উদরে দিন দিন স্থূলতররূপে কাপড় জড়ান হইতে লাগিল। সুতরাং প্রতিবেশীগণ সকলেই জানিল যে, কন্যা গর্ভবতী; কাহারও মনে আর কোনরূপ সন্দেহের স্থান পাইল না।

এইরূপে দশমাস পরে প্রয়োজন-অনুরূপ কন্যার এক পুত্র-সন্তানই জন্মিল; যেরূপেই হউক, একটি দুগ্ধ-পোষ্যকে পিতা কন্যার ক্রোড়ে আনিয়া দিলেন। অগত্যা সকলেই জানিলেন, কন্যা পুত্রবতী এবং বিবাদীগণও বিষয়-অধিকারে আর মুখ পাইলেন না। পুত্রের নাবালক অবস্থা পর্য্যন্ত বিষয়াদি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন থাকিল। আর, ওয়ার্ডের অধীনে পিতারই তত্ত্বাবধানে সংসারাদি নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তবে পিতার মনে এখনও সম্পূর্ণ আশা রহিল যে, দৌহিত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনিই ষ্টেটের ম্যানেজারী করিবেন এবং রাজ্যধন সকলই প্রকারান্তরে তাঁহারই হইয়া আসিবে।

আশায় থাকিতে থাকিতে ক্রমে ছেলেটির নাবালকত্ব ঘুচিল; সে স্বয়ং রাজ্য পাইবার অধিকারী হইল। সুতরাং দিন কএকের জন্য কন্যার পিতারও আশা মিটিল; তাঁহারই তত্ত্বাবধানে দৌহিত্র রাজা হইল।

কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের কি অপার মহিমা! এইরূপে দুই চারি বৎসর যাইতে না যাইতেই সত্যের কল বাতাসে নড়িল। কন্যার পিতা পুত্রটিকে যাহার নিকট হইতে লন, উচিত মত সর্ত্ত বজায় না রাখায়, তাহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাদ বাধিল।

সেই বিবাদেরই শেষ ফল, অপ্রকাশ প্রকাশ। ঘটনা প্রকাশ হইবামাত্র সুতরাং বিষয় অধিকারে বিবাদীগণও সুযোগ পাইলেন; কোর্টে মামলা মোকদ্দমায় যাহা হইবার তাহা হইতে চলিল।"

মেয়ের বিয়ে।

বিয়ে বাড়ী।

আজ শনিবার, বিয়ের দিন। কাযেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে বড়ই ধূমধাম। তবে যতটা ধূমধামের আশা আমরা করেছিলাম, কি জানি কি কারণে, ততটা ধূমধাম দেখা যাচ্ছেনা। বিয়ে বাড়ীতে নিতান্ত টানাটানি করিলেও, স্ত্রী-আচারের জন্য অবশ্যই দুই চারিটী মেয়েছেলে এসে থাকে; কিন্তু কুশীর বিয়েতে আজ কৈ কাহাকেও দেখিতে পাই না যে! কেবল সকাল বেলা থেকে বরের বাড়ীর কতকগুলা লোকই বহির্ব্বাটী গুল্‌জার্ কোরে বোসে আছে। তা'র মধ্যে কেউ লুচি ভাজবার উনান্ খুঁড়্‌ছে; কেউ বা উঠানে চাঁদোয়া টাঙ্গাচ্ছে; কেউ বা আমের শাখা, কলার চারা নিয়ে আস্‌ছে; কেউ বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আত্মীয় সেজে কতক টাকা নগদ দিয়ে, কতক টাকা বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে ক্রেডিট রেখে গ্রামের বাজার থেকে ঘি, ময়দা, সন্দেশের

যোগাড় করে আন্‌ছে; কেউ বা চোক্ বুজে বুজে গুড়ুক্ ফুঁক্‌ছে; কেউ বা লম্বা চৌড়া গল্প ফাঁদ্‌ছে। তা'ছাড়া বর পক্ষের জন দুই চালাক চতুর গোছের লোক এই সময় আবার গ্রাম-নিমন্ত্রণেও বাহির হইয়াছে। তবে তা'দের নিমন্ত্রণ-প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরণের; নিজ-পাড়ায় নিমন্ত্রণ না করে তারা কেবল দূর-পাড়ায় নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে। আর, বিশ্বস্ত মুখেই শুনিলাম যে, বরকর্ত্তাদেরই তাহাদের প্রতি এইরূপ টিপ্‌টাপ্ ছিল।

এমন সময়, অন্ধকারে চাঁদের মত, ঘটক মহাশয় আসিয়া আসরে পৌঁছিলেন; 'ঘটক এয়েছেন, ঘটক এয়েছেন' শব্দে একটা মহা-হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাঁহাকে দেখে বরপক্ষের আগত লোক জন তো পরম আপ্যায়িতই হই-লেন, তা ছাড়া সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি গিন্নী ঠাক্‌রুণও বাড়ীর মধ্যে থেকে ডেকে পাঠা-লেন। অগত্যা বাহিরে না বসে একেবারেই ঘটক মহাশয়কে বাড়ীর মধ্যে যেতে হোলো।

আগেই গিন্নী দাওয়ায় আসন পেতে রেখেছিলেন; হাত পা ধোওয়ার পরই ঘটক মহাশয় যথাস্থানে উপবেশন করিয়াই কহি-লেন,—"কৈ, কুশী, তোর বাবা কৈ? তিনি গেলেন কোথা?"

ঘটকের কথা শুনিয়াই কুশী অম্‌নি তাড়া-তাড়ি মার কাছে দৌড়িয়া গেল, ও মায়ের আঁচল ধোরে কি যেন কি বলিবার চেষ্টা পাইল।

অতঃপর গিন্নী ঠাকরুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সেই কপাটের আড়ালে থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"তা তিনি নাইবা এলেন, তা'তে আর কি যায় আসে। আপনারাই আছেন, যাতে যা হয় কোরবেন; ফলকথা, শুভকর্ম্ম শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর হোয়ে যাওয়াই ভাল। আর, এ দু'পয়সা পাবার সময়, তিনি এলেই তো সব জলে যায়। কাজেই তাঁকে খবরটা দেওয়া হয় নাই। তা'ছাড়া না খবর দেওয়ার আরও একটু কারণ আছে; আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আপনার কাছে তা স্পষ্ট বল্‌তেও কিছু হানি দেখি না। এই মিন্সে এ পর্য্যন্ত আমাকে কিছুই দেয়নি; যদি মেয়ের বিয়ের সময়েও থাক্‌তো, তা' হ'লে এরও যে আমি এক কড়া পেতেম, এ আশাও ছিল না। তাই কাজেই এ কাজটা আমায় কত্তে হয়েছে। মেয়ে মানুষের দু' পয়সা হাতে না থাক্‌লে, আর কিসের কি?—জীবনই বৃথা!"

ঘটক।—"তা' দেখবেন, যাই বলুন আর যাই করুন, আপনি মেয়ে মানুষ; শেষে যেন তিনি এসে আবার গোল না বাধান।"

গিন্নী।—"তিনি আবার কি বল্‌বেন! আমি কি আর কেউ নই, আমার কি আর মেয়ে নয়? আমি যা' ক'র্‌বো, তার উপর কি আর তিনি কিছু বল্‌তে পারেন? ফল কথা, সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। তবে টাকাকড়ির কথা,তা'সে সম্বন্ধে যেন কোন গোল না হয়। কারণ, আমি হচ্ছি মেয়ে মানুষ; বিশেষ দু'চার টাকা খরচ পত্তোরও চাইতে। তাই বল্‌ছিলাম, পণের টাকাটা এখনি দেন্ না কেন?"

ঘটক।—(টিকি নাড়িতে নাড়িতে) "তা'র জন্যে আর চিন্তা কি? সে সব কথা হোয়ে গিয়েছে। তাঁরা হোচ্ছেন বড় লোক; টাকার জন্য ভাবনাটা বা কি? আর, এখন টাকাটা চাওয়াও ছোট নজরের মত দেখায়। তা' তাঁরা মেয়ে সম্প্রদান-কালে সমস্তই চুকিয়ে দেবেন: পাই পয়সাও বাকী থাক্‌বে না।"

"তা' যাই হোক, বিয়ের আগে টাকাটা যেন আমি হাতে পাই" অতঃপর এই বলিয়াই গিন্নী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; কারণ, বিধি-ব্যাপারের জন্য এই সময়ে নাপিত বৌ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং "কৈ মা ঠাকরুণ, কতদূর কি কল্লেন" বলিয়া গিন্নীকে সম্বোধণ করিল। অগত্যা গিন্নীকে ঘরের বাহির হইতে হইল

এবং ঘটকও এই অবসরে বহির্ব্বাটীতে বরযাত্রি-মহলে প্রবেশ করিলেন।

বিবাহ মজ্‌লিস্।

ক্রমে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পরই বিয়ে বাড়ী জমকাল হইবার উপক্রম হইয়া আসিল দেখিতে দেখিতে অদূরে ব্যাণ্ড ও ঢোল-সানাইএর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। পাড়ার চারি দিকে 'কাদের বর আস্‌ছে, কাদের বর আস্‌ছে' শব্দে হুলস্থূল পড়ে গেল। ক্রমে বিয়ে বাড়ী থেকেও দেখা গেল, নিকটেই বর আস্‌ছে। সম্মুখে খাস্ গেলাস, তারপরেই ব্যাণ্ড, তার পরেই ঢোল-সানাই, অবশেষে এক সুদৃশ্য ফেটিং। ফেটিংএ প্রায়ই সমবেশে সুসজ্জিত চারিটী যুবকমূর্ত্তি। আগে বরের পরনে চেলীর জোড়—মাথায় টোপর থাকিত; সুতরাং কে বর অনায়াসেই চেনা যাইত। কিন্তু এম্‌নি পোড়া কাল পড়িয়াছে যে, এখন আর সহজে কিছুই চিনিবার যো নাই। এখন বরেরও সাজ-সজ্জা বেশভূষা সবই 'বাবু ফ্যাসানের।' সুতরাং ফেটিংএর চারিটি বাবুর মধ্যে কে যে বর,কে যে অপর লোক তাহা তো আমরা চিনিতে পারিলাম না! পাড়ারও যে সব লোক বর দেখিতে আসিয়াছিল, তাদের মধ্যে যেটী যার মনে ধরিল, সে তাকেই বর ভাবিয়া রূপের ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিয়া গেল। ফলতঃ বিয়ের সাজসজ্জা বড়ই জম্‌কাল। বরের ফেটিংএর পেছনেও ঢং বে ঢংএর থার্ড ক্লাশ, সেকেন্ ক্লাশ, রথ-পুষ্পকরথ, এমন কি তার মধ্যে বাড়ীর গাড়ীও, বিস্তর ছিল।

ক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া বিবাহ-সজ্জা থামিল। মেয়েমহলে যত হোক্ না হোক্, বরযাত্রিগণ হুলুধ্বনি দিয়া পাত্রাদিকে সভাস্থ করিলেন। নরসুন্দর ও অ-ন্যান্য আগত চাকরেরা হাত-পা-ধোওয়ার জল দিল ও ঘন ঘন তামাক যোগাইতে লাগিল।

সভাস্থলে নানারূপ মজলিসি কথাবার্ত্তা ও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে,এমন সময় বরযাত্রি পক্ষের একটি প্রবীণ গোছের বাবু ঘটক মহাশয়কে বলিলেন,—"ঘটক মশায়! আজ আমিও এসেছি, ভাগ্যক্রমে আপনাকেও পে-য়েছি; এরূপ সঙ্ঘটন আর হবে না। আপিস্ কামাই কোরে বা সেজেগুজে আসা আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিল। তবে এক্ষেত্রে আত্ম্য লোকের কথা, বিশেষ অনুরোধ, না এলে নয়, তাই এসেছি। ফলকথা, এমন সুযোগ আর ঘট্‌বে না। তাই বলি, আমাদের সেই কাজটাও আজ এক রকম শেষ কোরে রাখ্‌লে ভাল হয় না?"

ঘটক।—"তা ভালই; আজ বিয়ের পর কিম্বা কাল সকালেই সে কাজ সারা যাবে, তার জন্যে আর চিন্তা কি?"

প্রবীণ।—"ওঃ! কাল সকালে বোল্‌ছেন কি? আজকে বিয়ের পরই আমাকে রওনা হোতে হবে; ভোর ভোর বাড়ী না পৌঁছি-লেই নয়। তবে আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে অল্পক্ষণের জন্যও যেতে পারেন, তবেই হয়। আর সুধু মেয়েটী একবার দেখা নিয়ে কথা; তা, আর কতক্ষণের কাজ? আমি একবার চোকের দেখাটা দেখে নিই; তার পর আপ-নার দ্বারাই সব বন্দোবস্ত হবে। ফলকথা, আজ না গেলে আর হয় না। আর, এ বিয়ে-ব্যাপার শেষ হোতেও এখনও ঢের দেরি; তা, তার মধ্যে এখুনি ঝাঁকোরে ঘুরে আস্‌তে পার্‌বো।"

অগত্যা ঘটক মহাশয় আর কি করেন? মনে অনিচ্ছা থাকিলেও কিছু আর প্রকাশ্যে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না; "তবে চলুন, সেখানে আর বোস্‌বো না, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর মেয়েটীকে দেখেই চোলে আসা যাবে।"—অতঃপর এই বলিয়া ঘটক ও প্রবীণ বাবুটী সভাস্থল হইতে উঠিয়া গেলেন।

ঘটক মহাশয় উঠিয়া গেলেই বরপক্ষের এক জন মুরুব্বি গোছের লোক নিজের পকেট

হইতে ঘড়িটী খুলিয়া দেখিয়া,বলিয়া উঠিলেন—'আর তো সময় নাই ;" লগ্ন যে হোয়ে এলো ! আসল তো কাজটা সময়মত হওয়া চাই। এখন পাত্র উঠান যাউক ; মহাশয়েরা অনুমতি করুন।"

এই বলিয়া নাপিতকে পাত্র লইয়া যাইতে বলিলেন ও পাত্রসহ বরপক্ষের দুই চারিজন লোক অন্দরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে ঘন ঘন হুলুধ্বনি ও বাদ্যোদ্দম চলিতে লাগিল।

ক্রমে ছাঁদলা তলা।

বর ছাঁদলা তলায় আসিবামাত্রই, "কনে নিয়ে এস, পিঁড়ি ধর" ইত্যাকার রব উঠিল। গিন্নী ঠাক্‌রুণ ঘরের ভিতর থেকে 'কনে আন' শুনেই অবাক। "ঘটকই বা কোথায়, পণের টাকা কড়িই বা দেয় কে?—কেবল 'মেয়ে আন মেয়ে আন' রবই শুন্‌তে পাচ্ছি" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গতিক-গাতিক দেখে, কাজেই গিন্নী ঠাক্‌রুণকে সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ্যে বোলে উঠ্‌তে হোলো,—"তা টাকাকড়ি সব আগাম চুকিয়ে না পেলে আমি মেয়ে বার্ কচ্ছিনে।" গিন্নীর কথা শুনিয়াই বরযাত্রিরা এককালে বলিয়া উঠিলেন,—"সে সব ঘটকের সঙ্গে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে, তার জন্যে আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি মেয়েমানুষ ; ঘটক তো আপনাদের নিজেরই লোক। তাঁর সঙ্গে আপনি পরে মিটিয়ে নেবেন।"

বরযাত্রিদের কথা শুনিয়া গিন্নীর তো আর ধড়ে প্রাণ রহিল না ; "তাইতো, ঘটক কল্লে কি!" এই ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এবং বলিয়া উঠিলেন,—"ঘটক ফটক আমি বুঝি না ; নগদ পণের টাকা আমি নিজে হাতে মিটিয়ে না পেলে কিছুতেই মেয়ে বার কচ্চিনে।" এই বলিয়া গিন্নী ঠাক্‌রুণ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন।

ঘরের দরজা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও বরযাত্রিদের হুলুধ্বনি ও বাদ্যোদ্দম বন্ধ হইল না। উপরুক্ত ঘরের দরজা বন্ধ হইল দেখিয়া বরযাত্রিগণ অন্দরের দরজাও বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অন্দর হইতে বিবাহ-সূচক ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ফলতঃ গতিক খারাপ হইলেও ভিতরের কথা বাহির হইল না। অন্দরে যাহাই হউক্ বাহিরের লোক কিন্তু জানিল, বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া গেল; এমন সময় বাহির বাড়ীতে

ভোজন ব্যাপার

নির্ব্বাহ হইবার যোগাড়-যন্ত্র হইতে লাগিল। নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু নিজ পাড়ার এক প্রাণীও নিমন্ত্রণে আসে নাই। শুনিলাম, গিন্নী ঠাকুরাণীই ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে দেন নাই; সম্ভবতঃ পাড়ার লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে না আনিয়া বিবাহ দেওয়ায় মত না দেয় এবং পণাপণের কথাটাও জেনে ফেলে, এই ভাবিয়াই তিনি নিমন্ত্রণ নিষেধ করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া, বরপক্ষের ও পাড়ার লোক নিমন্ত্রণে মত ছিল না ; কারণ, বিবাহ ক্ষেত্রে কি ঘটিতে কি ঘটে,আর সম্ভবতঃ তাহার আত্মতা দেখাইয়া কন্যাপক্ষেরই পক্ষ সমর্থন করিবে ও তাহাতে কার্য্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটারই সম্ভাবনা। যাইহোক, আগত লোক জন সকলেই আহারে বসিলেন এবং খাওয়ান দাওয়ানর পক্ষে কোন অংশে কিছু ত্রুটি হইল না।

ক্রমে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বাদ্যকর প্রভৃতি অন্যান্য জাতি খাওয়ান শেষ হইয়া আসে, এমন সময় ঘটক ও সেই প্রবীণ বাবুটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটক মহাশয় আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,— "খাওয়ান দাওয়ান চলিতেছে ; বিবাহ কি শেষ হ'য়ে গিয়েছে? দান-পণ টাকা কড়ি কি রকমে মিট্‌লো?"

ঘটকের কথা শুনিয়া বরকর্ত্তাপ্রমুখ বরপক্ষের সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"সে সব আগাম ; গিন্নী পাই পয়সা পর্য্যন্ত বুঝে নিয়ে, তবে মেয়ে বার্ ক'রেছিলেন।

ফল কথা, শুভকর্ম্ম ভালরূপেই নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে।"

ঘটক।—"তাঁ'র তিনি তো বুঝে নিয়েছেন ; কিন্তু আমার ঘট্‌কালীর!—তা তিনিই বা কি কোরেছেন, আর আপনারাই বা কি কোচ্চেন?"

বরপক্ষ।—"তাঁ'র তা তিনি কি কোল্লেন জানিনে ; তবে আমাদের কথা, সে জন্য আপনার চিন্তা নেই। (জনান্তিকে) ওহে রাম বাবু!—আমাদের ঘটক মশায়কে আর গোপাল বাবুকে পাত কোরে বসিয়ে দেন।"

বলামাত্রেই অম্‌নি তাড়াতাড়ি ঘটক মহাশয়ের ডাক্ পড়িল। পাতা প্রস্তুতই ছিল, লুচি দিয়াই তাঁহারা ঘটক ও গোপাল বাবুকে বসিতে বলিলেন। তাড়াতাড়ি-ব্যাপারে পড়িয়া দুই একটা বক্তব্য থাকিলেও, ফলারের ডাক ও গোপাল বাবুর বিলম্ব সয়না দেখিয়া, অগত্যা ঘটক মহাশয়কে নিস্তব্ধ হইয়া উঠিয়া যাইতে হইল। মনে করিলেন, খেয়ে এসেই এ সম্বন্ধে দুই চারি কথা কহা যাইবে।

ওদিকে ঘটক গিয়া আহারে বসিলেন, আর এ দিকে বাবুরাও সকলে যে যেমন নিজস্থানে শুইয়া পড়িলেন। ফলকথা, আহারের পর আসিয়া ঘটক মহাশয় কর্ত্তাপক্ষের আর কাহাকেও জাগরিত দেখিলেন না ; অগত্যা কাল্‌নেমীর লঙ্কা ভাগের ন্যায় "কাল সকালেই কথাবার্ত্তা শেষ হইবে" ভাবিয়া, দেখিয়া শুনিয়া এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে।

বিবাহ-রাত্রির সেই সকল গোলযোগের পর, যে যেরূপ মনেই থাকুক না কেন, ক্রমে রাত্রি তো পোহাইল। বর নিধিরাম কিন্তু রাত্রিতে বাসরে কি আসরে কি ভাবে কোথায় ছিলেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই। যাই হোক্ সকাল হইলেই তিনি ও তাঁহার সহচর দুই এক জনও বাড়ীর বাহির হইলেন ; ফলতঃ কেহই কোন কথা ভাঙ্গিলেন না।

সকলেই উঠিলেন বটে এবং বরপক্ষ হইতে বরকন্যা বিদায়েরও আয়োজন হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু তখনও মেয়ের মা গিন্নী ঠাকরুণ ঘর খুলিলেন না। ক্রমে বেলা দেখিয়া বরপক্ষীয়গণ ঘটক মহাশয়কে বলিয়া উঠিলেন, —"কই মশায়, আর দেরী কেন? বেলা যে ঢের হয়ে এলো! এখন বরকন্যা বিদায় দেন।"

পূর্ব্ব হইতেই ঘটক মহাশয় একবার গিন্নীর কাছে যাইয়া টাকাকড়ির কথাটা কহিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এখন, বরপক্ষের কথা শুনিয়া অগত্যা আর বিলম্ব করিলেন না। বরকন্যা পাঠাইয়া দিবারই ভান করিয়া তিনিও অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সুযোগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই চারিজন বরযাত্রিও তথায় গমন করিল।

অন্দরে প্রবেশ করিয়াই 'গিন্নী ঠাক্‌রুণ! গিন্নী ঠাকরুণ!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গিন্নী ঠাক্‌রুণ ঘর হইতে ঘটকের সাড়া পাইয়া একবারেই পিতৃপুরুষ উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যা' হোক, তুমি বড় ভদ্র লোকের ছেলে ভদ্রলোক ; নইলে এমন ব্যবহার হ'বে কেন? এখনও কল্যাণ চাও তো এসব গোলযোগ আমার বাড়ী হোতে দূর করে দাও ; নচেৎ ভাল হ'বে না, বল্‌চি।"

ঘটক।—"আরে মোলো একি উৎপাৎ! মব্‌লগ্ টাকা হাত করে বোসে ঘটকালীর টাকা দিতে হবে ব'লে শেষে তুমি পাগল হোয়ে উঠলে দেখচি যে! বেলা হোয়ে এলো, মেয়েটা তো এখন পাঠিয়ে দাও ; তা'র পর, রাত্রে ছিলেম না বোলে; আমি না হয় বেকুবিই করেছি ; তা নইলে আমাকে কি এমন 'ভাইপো' বানাতে পার্‌তে? যা' হোক, এখন কুটুম্ব ব্যাজার না কোরে মেয়েটা তো পাঠিয়ে দাও। শেষে আমার ঘটকালীর কথা ; তা তোমার ধর্ম্মে যা হয় ক'রো।"

গিন্নী।—(বিশেষ ক্রোধের সহিত)—

"আরে মোলো ড্যাক্‌রা! তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ পেয়েছিস্। জানিস্, সে আজ বাড়ীতে থাক্‌লে কি কাণ্ড হ'তো! জোচ্চোর! নচ্ছার! এখনও বল্‌চি, আমার বাড়ী হ'তে দূর হ'।"

ঘটক গিন্নীর নিকট এইরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়া ও "আর উত্তর দিতে গেলে কি জানি কি ঘটে" ভাবিয়া, অগত্যা বরযাত্রি-পক্ষকে বলিতে লাগিলেন,—"না, মশায়্‌রা, এ মাগী কর্ত্তার অমতে শেষ না ভেবে সত্যিসত্যিই পাগল হোলো দেখ্‌ছি। যা' হোক্, মশায়্‌রা এখন আমায় মাপ ক'রে আপনারা যা' কোর্‌তে হয় করুণ। ফলকথা, আমার কোন দোষ নেই, তা'তো আপনারা দেখ্‌তেই পাচ্চেন্। তবে গরিব ব্রাহ্মণ, আমি অনেক পরিশ্রম করেছি; আমার বিষয়ে, যেন অবিবেচনা না হয়।"

অন্দরে এইরূপ গোলযোগ হইতেছে শুনিয়া পাড়া-প্রতিবাসী দুই চারি জন ও বরযাত্রী প্রভৃতি বাহিরের যাবতীয় লোক জন তথায় প্রবেশ করিলেন। সকলেই গিয়া দেখেন, বিষম বিভ্রাট!—মেয়ের মা তখনও দুয়ার খোলে নাই। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও গিন্নীর কাণ্ড কাখ্‌খানা শুনিয়া, নানা রকমের লোকে নানা ছাঁদে কানাকানি করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ বা বলিয়া উঠিল,—"মাগীর যদি ওরকম স্বভাবই না হবে, তবে একটা মেয়ের বিয়ে!—ধূম্‌ধামও তো মন্দ হয় নাই; তা' মাগী পাড়ার একটা এয়োকেও তেল হালুদ মাখ্‌তে বোল্‌লে না, আর কারু পাতে এক মুঠো ভাতও দিল না। তা',—তাই বা বলি কি?—মাগীটা এম্‌নি যে, টাকাগুলো হাত কর্‌বার জন্য নিজের স্বামীটাকেও খবর দিলে না। তা যাই হোক্ মশায়, টাকা দিয়ে বিয়ে কোরেছেন, আপনারা ছাড়বেন্ কেন? না হয়, অগত্যা পুলিশ নিয়ে আসুন। আমরাও তো দশ জন আছি; এতো আর লুটের মুলুক নয়! টাকা নিয়ে বিয়ে দিয়ে মেয়ে পাঠাবে না, এ কি কথা?"

বরকর্ত্তা।—"তাই তো, কুটুম্ব ব্যাজার করবো না মনে ক'রেছিলাম; শেষে বুঝি তাই ক'র্‌তে হোলো।"

বরকর্ত্তার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইতে না হইতেই বরপক্ষীয় এবং পাড়ার ও জনকতক ষণ্ডা ষণ্ডা লোক তাড়াতাড়ি পুলিশ ডাকিতে উদ্যত হইল। এবং "তবে আমরা যাই, পুলিশ ডেকে নিয়ে আসি" ব'লে বাড়ীর বাহির হইল। অতঃপর অন্যান্য সকলে স্থানান্তরে বসিয়া "তাই তো কি করা যায়" বলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুলিশ ডাকাডাকি ও গোলযোগ হাঙ্গামা শুনিয়া গিন্নীর মনেও ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"তাই তো, এখন করা যায় কি? এ মিন্সেরা কল্‌কাতার লোক; সহজে ছাড়ে এমন বোধ হয় না। শেষে কি হোতে কি হয়! আর, এত জানাজানির পর মেয়েটারও বিয়ে হওয়া কঠিন হোয়ে উঠ্‌বে। তা ছাড়া, ওদের দলও পুরু; তাতে আবার পাড়ার লোকগুলোও যোগ দিয়েছে; জোর ক'রেও অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।"—ক্রমে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে গিন্নীর মন একটু নরম হইয়া আসিল। শেষে তিনি এই স্থির করিলেন,—"যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, তাতে মেয়ে পাঠান ভিন্ন আর উপায় দেখি না।"

এমন সময় বরকর্ত্তার অনুরোধে ঘটক মহাশয় পুনরায় গিন্নীর নিকটে আসিলেন; বলিলেন,—"বরকর্ত্তা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তোমার কাছে আর একবার এলেম। পুলিশ জানাজানি করিয়ে চিরকালের জন্য কুটুম্ব বিচ্ছেদ করা, তাঁ'র অভিপ্রেত নয়। তবে এখনও যদি তুমি মান রাখ, তা'হ'লে যারা পুলিশ ডাক্‌তে গিয়েছে, তা'দিগে না হয় ফিরিয়ে আনা যায়। ফলকথা, এখনও না শুন্‌লে এর পরিণাম যে কি হবে, তা ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। শেষে ভট্‌চায্যি মশায়ের সঙ্গের অনেক দিনের সম্প্রীত তোমার জন্য বুঝি বা যায়! আমি এখনও তোমাকে মিনতি কোরে বোল্‌ছি, আমাকে কিছু দাও বা না দাও, আমার কথা রাখ—মেয়ে পাঠাও। মোট কথা, তুমি তো খালাস পাবেই না; শেষে বুড়ো বয়সে আমাকে নিয়ে টানাটানি হবে!"

ইতিপূর্ব্বেই গিন্নীর মন একটু নরম হইয়া আসিয়াছিল; এক্ষণে আবার ঘটক মহাশয়ের কথা শুনিয়া আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। আন্তরিক দুঃখের সহিত শেষে বলিলেন,—"আমি যেমন সকলকে লুকিয়ে কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস কোরে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছিলেম, তুমি তা'র উচিতমত ফল আমাকে দিলে। যা হোক্, এটা ধর্ম্মের মত নয়। তবে মেয়ে মানুষ আমি, এখন কি করি! না পাঠা'লে কুলে কলঙ্ক!—কাজেই পাঠাতে হোলো। তবে তোমরা একটু সকলে বাহির-দিকে যাও; আমি মেয়ে সাজিয়ে দিই।"

অতঃপর ঘটক সকলকে লইয়া বাহিরে গেলেন। গিন্নীও কাঁদিতে কাঁদিতে মেয়েকে সাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে মেয়ের কাপড় চোপড় পরান হইল, এদিকে বাহিরেও খবর গেল।

অবশেষে বাহির হইতে কন্যা লইবার জন্য পাল্কী বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। বরযাত্রিদের দলেই ঘন ঘন হুলুধ্বনি এবং বাহিরে নানা শব্দে বাদ্যোদ্দম হইতে লাগিল। ক্রমে বরকন্যা আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রওনা করা হইল এবং বরযাত্রিরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে সফলমনোরথ হইয়া গাড়ীতে চড়িতে গেলেন।

কন্যা বিদায়ের পরই, ঘটক মহাশয় গিন্নীর নিকট বিদায় হইতে যাইতেছিলেন; ইতিমধ্যে দেখেন যে, বরযাত্রিরাও একে একে বিদায় হয়। সুতরাং গিন্নীর কাছে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া "এতো ঘরের কথা; ভট্‌চায্যি মশায় বাড়ী এলে দুই চারি দিন পরেই না হয় আসা যাবে,"—এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন; এবং "কর্ত্তা মশায়! কর্ত্তা মশায়!" করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন।

বিবিধ বিষয়।

রুটার বলেন, ১৮৮৭।৮৮ সালের বজেট বড় সন্তোষজনক নহে। প্রায় একষট্টি লক্ষ টাকার অভাব হইতে পারে; একশ্চেঞ্জ ধরিলে আরও বেশী হইবে। এই অভাবের কারণ ব্রহ্মযুদ্ধ। কিন্তু এই অভাব পূরণ হইবে কিসে?—তদুত্তরে বলা হইয়াছে, ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারে। তা' না হইলে হ'বে কেন? ভারত কল্পতরু; যতই চাহিবে, ততই রত্ন মিলিবে। ইনকম, রোডসেস, পবলিক্ ওয়ার্কস্‌সেস প্রভৃতি সেস (cess) বসিয়াছে। এ নূতন সেস কোথায় বসিবে, তাহার এখনও ঠিকানা নাই। ইহাতেও আবার সার জন গাষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভারতবাসীর প্রতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বড়ই ন্যায় বিচার করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া কমন্স-সভায় দু'এক কথা বলে এমন লোক অতি বিরল। বাইবেল-ধর্ম্মাবলম্বী আস্তিক খৃষ্টানের নিকট হইতে আজ কাল আমরা এরূপ আশা করি না; কিন্তু ইংরাজ যে ব্রাডলকেই নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাডলই বরং ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া তাহাদের অনেক দুঃখের কথা বলিয়াছেন; বিশেষ, সিবিল-সার্ব্বিস সম্বন্ধে ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ অবিচার হইয়া থাকে, বাহুল্যরূপে তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। সারজন গাষ্ট তদুত্তরে বলেন যে, পব্‌লিক্ সার্ব্বিস কমিসনের রিপোর্ট

পাইলে সিবিল-সার্ব্বিসে অধিক দেশীয় লোক লওয়া উচিত কি না, বিবেচনা করিবেন। এই এক ঘেয়ে কথা আমরা তো চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি!

দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজা লইয়া এবার বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়; সুতরাং কোন্‌টি যে ঠিক, তাহা জানিবার জন্য হিন্দু-মাত্রেই ব্যগ্র। আর ইহার মীমাংসার জন্য গত ২৯এ ভাদ্র কলিকাতায় জ্যোতির্ব্বিদগণের একটি সভাও হইয়া গিয়াছে। তবে সে সভাতেও ভিন্ন ভিন্ন মত উত্থিত হয় ও শেষে সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে, ৮ই আশ্বিন অষ্টমী ৫৪ দণ্ড ২৩ পলের সময় ক্ষয় হইবে; অতএব তদনুসারেই সন্ধিপূজার সময় অবধারণ' স্থির হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জিকার মধ্যে গুপ্তপ্রেস ৫৪ দণ্ড ৩১ পল, ডাইরেক্টরী ৫৪।২৯, মৈথিলী ৫৪।২১, মাড়োয়ারী ৫১।৪৮, নবদ্বীপ ৫৩।২৭, সিদ্ধান্ত দর্পণ মতে ৫৩।২৯, আলিপুরের মান মন্দিরের (Observatory) পেড্‌লার সাহেবের মতে প্রায় ৪১।৩৬, কাশীর বাপুদেব শাস্ত্রীর মতে ৪১।৪২, ভাস্বতী মতে ৫৬।৪৭ এবং গুরুচরণ জোতির্ব্বিদ্যাভূষণের মতে ৫২।৩০ পল নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং এখন কোন মতেই বা কাজ চলে? তবে পণ্ডিতগণ বিধান দিয়াছেন যে, সন্দেহ স্থলের যে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা না হয়, সে পর্য্যন্ত যাঁহার যে দিকে বিশ্বাস, তাঁহার সেই মতে কার্য্য করা উচিত। তাহাতে কোন দোষ নাই।

সংবাদ।

—লায়ন্সের একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকের চরিত্র পরিবর্ত্তন করাইবারও ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কি, তিনি ৭টি 'কষ্টিকমের' বটিকা দ্বারা ৪৮ঘণ্টার মধ্যে একজন স্ত্রী-বিদ্বেষীকে স্ত্রী-অনুরক্ত করিতে এবং একজন লম্পটের চরিত্রও পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছেন। তা ছাড়া, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বাহির হইতে দিত না; ৭ টী 'নক্স ভমিকার' বড়ি খাইয়া সে এখন স্ত্রী বাহিরে না যাইলে তৃপ্ত হয় না। এইরূপ একজন স্বামী রাত্রিতে স্ত্রীকে কেবল জাগাইত ও বিরক্ত করিত, কিন্তু প্রথমে 'ল্যাকেসিস্,' তারপর 'সাকারম্ লেক্‌টিসে' সে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পাইয়াছে। চরিত্র-পরিবর্ত্তন ভিন্ন ডাক্তার সাহেব আবার অহঙ্কারের সহিত বলিয়া রাখিয়াছেন যে, 'ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বোনিকার' গোটাকতক বড়ি খাইলে নিতান্ত বোকা-ঝোকা ছোকরাও গণিত শাস্ত্রে বুৎপন্ন হয়। যাই হোক্, আমরা বলি, বিমস্ প্রভৃতির ন্যায় মফঃস্বলের হুজুর হাকিম-দিগকে দিন কতক এই ডাক্তারের চীকিৎসায় রাখিলে ভাল হয় না?

—মেডিক্যাল লইব্রেরীর বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর প্রণীত এক সেট পুস্তক উপহার দিয়াছেন। বিশেষ সমালোচনার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুস্তকের লেখা রবীন্দ্রের; একত্রে ওজন আধ পো' কম দু'সের; আকার (৮ পেজি ও ১২ পেজিতে) ১৬৪৪ পৃষ্ঠারও অধিক; ছাপা ও কাগজ ঠাকুর বাড়ীর পছন্দ সই; দাম আবার এখন তা'র মোট তিনটি টাকা!

—এবারও স্থানাভাবে অনেকগুলি প্রাপ্ত পুস্তক-পত্রিকা ও দ্রব্যাদির সমালোচনা, আদায়ের রিপোর্ট, নবাবী জুয়াচুরীর শেষ অংশ, এবং কএকটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইল না।

—ডিম্বের ব্যবসায়ও বড় অল্প লাভের নহে। চট্টগ্রামের অনেকে ডিম্ব প্রস্তুত করাইয়া ব্রহ্ম ও চীন প্রভৃতি দেশে ব্যবসায় করে। এমন কি, চট্টগ্রাম এই এক রেঙ্গুনেতেই প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০০,০০০ ডিম্ব চালান যায়। তা' ছাড়া অন্য স্থানে তো পরের কথা! এই ব্যবসায়ের জন্য করোমণ্ডল উপকূল ও প্রসিদ্ধ; তথাকার অনেক লোকেই এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

—সংপ্রতি নিয়ম হইয়াছে যে, আবশ্যক বুঝিলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন ট্রেণ থামাইয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু পরে তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

—পূজা উপলক্ষে ১৫ই আশ্বিনের সংখ্যা অনুসন্ধান বন্ধ থাকিবে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩০এ আশ্বিন, ১২৯৪ সাল। [৫ম সংখ্যা।

মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা!

বিশ্রামের পর আবার তোমার চরণে শরণ লইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, কার্য্যক্ষেত্র যেন পুনরায় সিদ্ধিময় হয়; বিজয়ার পর আজ যেমন আনন্দে অনুগ্রাহক গ্রাহক সকলকে আলিঙ্গন করিতে আসিলাম, কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়াও, চিরদিনই যেন এইরূপ সকলের সহিত হাসিমুখে দিন কাটাই। আর দয়াময়! তোমারই সিদ্ধিদাতা নামের চিরসফলতা হউক, এই বাসনা।

বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্য।

অনুসন্ধান-সমিতির আলোচনা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মই আজ কাল যেন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, একেবারে সবটুকু ঠিক কথা বলিতেই নাই। অবশ্যই সে দোষ যে কেবল বিজ্ঞাপনদাতার আমরা এমন কথা বলি না; কতকটা কতকগুলি অপরিনামদর্শী গ্রাহকের দোষেই বাজারে এইরূপ বোল্ চাল আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। আজ কালকার গ্রাহকগণ হইয়াছেন, প্রায়ই উপহার-লোভী; উপহার না পাইলে তাঁহাদের আর কোন জিনিসই কিনিতে মন সরে না। কাজেই অন্ততঃ জীবিকার জন্যও বিজ্ঞাপনদাতাদেরও সেইরূপ লোভানি দেখান দরকার হইয়াছে। বুঝিয়া সুঝিয়া জিনিস অতি অল্প লোকেই কিনিয়া থাকেন, কিন্তু বেশীর ভাগ গ্রাহকই অবুঝ; আর তাঁরাই যত লোভানীতে ভোলেন ও যত চাতুরীতে ঠকেন।

সুতরাং তাঁদের জন্য কাজেই বিজ্ঞাপনদাতারাও বোল্ চাল ধরিয়াছেন। অধিক কি, 'সাচ্চা' কথায় আজ কাল মোটেই গ্রাহক যোটে না বলিয়া অনেক সৎব্যবসায়ীও সেরূপ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ফলতঃ এরূপ চাতুরী দোষের হইলেও বিজ্ঞাপনদাতাকে আমরা কোনমতে সম্যক দায়ী করিতে পারি না।

তবে এই দুঃখ যে, চিনিবার যো নাই। উদ্দেশ্য সৎ রাখিয়া এক ব্যক্তি একটী বিজ্ঞাপন দিলে, অমনি দশ দিক হইতে দশটি তা'র নকল বাহির হয়। কাজেই বিক্রেতাও মাটি এবং গ্রাহকও প্রতারিত। এরূপস্থলে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের যদি আলোচনা হয়, তবে ক্রেতা (অবশ্য লোভী ক্রেতা নহে) ও সৎ-বিক্রেতা উভয়েরই শুভ সম্ভাবনা। আর এই জন্যই যার বিজ্ঞাপনে যে টুকু দোষ ও যে টুকু গুণের বিষয় আছে, অনুসন্ধান-সমিতি তাহা সাধারণে প্রচার আবশ্যক বোধ করেন। সেই হেতুই আমাদের প্রাপ্ত কএকটি বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের বিষয় অদ্য আলোচিত হইতে চলিল;—

১। অদ্ভুত রামায়ণ (মূল ও অনুবাদ) পুস্তকের বঙ্গবাসীতে দুইটি বিজ্ঞাপন আছে। তন্মধ্যে বটতলার বাবু নবকুমার দত্ত 'চুড়ান্ত সস্তায়' দিতে চাহিয়া, '২৲ টাকার স্থলে ১৷৷০ টাকা ও বিলাতী বাঁধাই ২৷৷০ টাকা স্থলে ২৲ টাকা' উহার দাম হাঁকিয়াছেন। অপর, ঘাটবন্দর, মুর্শিদাবাদ হইতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মৈত্র মহাশয় 'বিনামূল্যে বিতরিত, ডাক মাশুলস্বরূপ ৷৷০ আট আনা দিলেই পাইবেন'—এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন দুইটির মধ্যে ৷৷০ আনা ডাক মাশুল বলিয়া বিনামূল্যে দিতে চাওয়াও যেরূপ কৌতুককর, চুড়ান্ত সস্তায় ১৷৷০ টাকাও তদ্রূপ। পুস্তক পাঠাইতে মাশুল হদ্দ দু' আনা লাগে এবং আসল দামও ন্যায় মত এক টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে। সুতরাং দেখা যায়, উভয়ের কথাতেই কিছু না কিছু কারচুপি আছে। অতিরিক্ত কএক আনা প্রতাপ বাবু যদি মূল্য বা অপর কোন ব্যয় বলিয়া লইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না; বরং সে হিসাবে নব বাবুর সহিত দামের তুলনা করিতে যাইলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশংসার পাত্র ও তাঁহারই পুস্তকের কাটতি অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ এক ডাকমাশুল ৷৷০আনা কথাই পূর্ণ দুগ্ধ-ভাণ্ডে এক বিন্দু গোমূত্র প্রায় দাঁড়াইতেছে। যাই হোক, আমরা বলি, প্রতাপ বাবু বিজ্ঞাপন এখনও বদলাইয়া দেন; 'বিনামূল্যে' না বলিলেও, লোকে কখনই দাম ও মাশুলে ৷৷০ আনা দিয়া লওয়ার বদলে, চুড়ান্ত সস্তায় ১৷৷০ দেড় টাকায় লইতে চাহিবেই না। আর তাহাহইলে তিনি যে সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহারও সফলতা হইবে। ফলতঃ যেরূপ কথা বলিয়াই লওয়া হউক না কেন, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আট আনায় মূল ও অনুবাদ দুই খণ্ড পুস্তক কখনই ঠকা নহে।

২। বাবু পরেশনাথ বিশ্বাসের প্রকাশিত ১ম খণ্ড 'গার্হস্থ্য-কোষ।' অল্প বিস্তরের মধ্যে এ খানিতে ১২৯৪সালের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা, দৈনিক জমাখরচ ও ডাএরি লেখার অল্পমাত্র যায়গা এবং পঞ্জিকা-ঘটিত অন্যান্যও দুই চারিটি আবশ্যকীয় বিষয়ের সন্নিবেশ আছে। আকার ডিমাই ৮ পেজি ৪৩৯ পৃষ্ঠা; তা' ছাড়া সূচী ও বিজ্ঞাপনাদিতেও কএক পৃষ্ঠা আছে। দাম পূর্ব্বে ছিল ৸০ আনা; এখন উপহারের বাজার বলিয়া উপহার ।৵০ আনা। ফলতঃ ।৵০ আনা দাম যে বিশেষ বেশী দাম হইয়াছে, তাহা বলি না। তবে 'উপহার' কথাটাই মজাদার!

৩। বাবু রামচন্দ্র মল্লিকের 'পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান।' সংক্ষেপে রং করা, গিল্‌টি করা, ম্যাচ, লজেনজুস, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করা,—এইরূপ প্রায় দুই শত আবশ্যকীয় দেশী ও বিলাতী দ্রব্যের প্রস্তুত-করণ-প্রক্রিয়া ইহাতে লিখিত আছে। সুতরাং এরূপ পুস্তক এদেশে দরকারী বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞাপনের ঘনঘটাহেতু ইহার সে দরকারীত্ব টুকু ভুলিয়া ইহার প্রতি ঘৃণারই উদ্রেক হয়। কারণ পুস্তক খুঁজিয়া মোটে দুই শত জিনিসেরও প্রস্তুত-প্রণালী জ্ঞাত হওয়া যায় না; অথচ নানা ছটা ছাড়াও, বিজ্ঞাপনে লেখা,—'আর কত নাম করিব? এইরূপ সহস্র বিষয়ের প্রস্তুত ও ব্যবহার-করণ লিখিত হইয়াছে।' তা'ছাড়া, পুস্তকের আকার ডিমাই ১২ পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা; সুতরাং তাহার ন্যায্য দাম ।০ চারি আনা ও বাঁধাই বলিয়া হদ্দ ৷৷০ আট আনা হইলেই ভাল ছিল। কিন্তু দাম করা হইয়াছে ১৲টাকা করিয়া; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, বিস্তৃত হুঙ্কারপূর্ণ বিজ্ঞাপনের মধ্যে পুস্তকের আকারের কথাটীও বলিবার স্থান হয় নাই। সম্ভবতঃ তাহাতে বিজ্ঞাপন মাটি হয় কি না! যাই হোক, অন্ততঃ এরূপ উপকারী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাতেও আমরা রামবাবুকে পরামর্শ দিই, তিনি এখনও সরলভাবে কার্য্য করুন। তাহাতে তিনি অবশ্যই এ কার্য্যে আমাদের ধন্যবাদ ও সাধারণ্যে উৎসাহ পাইবেন।

৪। সরকার কোম্পানীর 'সংসার-কোষ।' আজ কাল সংসার-কোষ, জ্ঞানভাণ্ডার এবং গৃহস্থ-জীবন প্রভৃতি প্রায় সম-প্রকৃতির কএক খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রের স্তম্ভ প্রায় পূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানভাণ্ডারের বিষয় কিছু কিছু বলা হইয়াছে; অনেকে জানিতে চাওয়ায় অদ্য সংসার-কোষ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত পোড়া লোকে কেবলই সরকার কোম্পানীর কুৎসা গাহিয়া আসিতেছেন, সেই জন্য আমাদের ইচ্ছা হয়, সরকার কোম্পানীর আমরাই একবার প্রশংসা করি। সংসার-কোষের বিজ্ঞাপন দেখিয়াও আমাদের সে আশা হয়; ভাবি, এত নিন্দার পর সরকার কোম্পানী যখন এই বৃহৎ ব্যাপারের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তখন এবার অবশ্যই তাঁহাদের সকল অপযশ ঢাকা পড়িবে। কারণ, সংসার-কোষের বিজ্ঞাপনে লেখা,—'সংসার-কোষের প্রকৃত মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, কিন্তু অমুক অমুক মাসের মধ্যে লইলে ১৷৷৵০আনা। তা'ও আবার আগাম নয়—পুস্তক পাঠাইয়া (অবশ্যই ভ্যালু-পেয়েবেল পোষ্টে) তবে টাকা লওয়া হয়। তা'ছাড়া তা'র সঙ্গে আবার ৫৷৷০ টাকা দামের ১৭ খানা 'বিষম কাজের' বই উপহার!' কাজেই ব্যাপার দেখিয়া সমিতিকে টলিতে হইল; ভাবা গেল, এবার প্রকৃতই পর্ব্বতের গর্ভলক্ষণ—না জানি কি হেন জীবই বা প্রসব হয়! কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, কপালগুণে বিধির যেমন লিখন, প্রসূত জীব তদ্রূপই হইল!! তবে এই টুকু শুভ বলিতে হইবে যে, অন্য বারের মত এবার আর গর্ভস্রাব হইল না; যাই হোক, জীব জন্তু একটা কিছু জন্মাইল। যেরূপ হউক, এবার আমরা সে জীবের প্রশংসা করিতে বসিয়াছি; কাজেই বলি, এবার সরকার কোম্পানীর বাহবা! সুতরাং আশীর্ব্বাদ করি, অনেক উপহার-লোভী পাঠকের নিকট সাজ পরাইয়া ভ্যালুতে পাঠাইলে, বিজ্ঞাপনের চটকে, এ জীব অনেক রোজগার করিবে!

বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্য অদ্য এই পর্য্যন্ত। অপরাপর ক্রমান্বয়ে।

প্রতারণা প্রবঞ্চনা।

পূর্ব্বে প্রতারণা-প্রবঞ্চনার বিষয় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরও এই একএকটি অদ্য প্রকাশিত হইল:—

১। বাবু চারুচন্দ্র দত্ত, বরোদা পোঃ, ২৪ পরগণা।—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া বঙ্গবাসীতে 'প্রতিভা' নামক মাসিকপত্রের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয় এবং তাহার গ্রাহকগণকে ভাল ভাল পুস্তক উপহার দিতে চাওয়া হয়। তদনুসারে আমরা চারি খানি পুস্তক ও পত্রিকার একখানি অনুষ্ঠান-পত্র উপহার পাই। উপহার পুস্তকের মধ্যে কবি নবীন বাবুর এক খানি পুস্তক ও অপরাপর ক'খানিও নিতান্ত নিন্দার না হওয়ায় এবং পত্রিকার লেখকের তালিকায় অনেকগুলি সুলেখকের নাম দেখিয়া প্রথমতঃ আমাদেরও কিছু ধাঁদা লাগে। তদনুসারে আমরা তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু সন্ধানে জানিতে পারা গেল, তিনি আমাদিগকে যেরূপ পুস্তক উপহার দিয়াছেন, অপর সকলকে তাহা দেন নাই। তা'ছাড়া লেখকের তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহাদেরও কাহাকে কাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই নাম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপনের চটক দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এই সকল কথা সমিতি হইতে তাঁহাকে জানানয়, 'না বুঝিতে পারায় দোষ হইয়াছে, মাপ করুন'—ইত্যাকার তিনি এক কৈফিয়ৎ দেন এবং 'সমিতির দ্বারা বেস্ কাজ হইতেছে—বেস্‌কাজ হইতেছে'ভাবপ্রকাশ করিয়া একেবারেই ইহার প্রথম শ্রেণীর মেম্বর

হইতে চাহেন ও চাঁদার আংশিক টাকাও মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া সম্ভবতঃ প্রতিভা-সম্বন্ধে সমিতির মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু কোনরূপে কাহারও প্রতি সন্দেহ হইলে তাঁহাকে সমিতির মেম্বর শ্রেণীতে ভুক্ত করিবার নিয়ম না থাকায় ও ব্যাপার কতদূর গড়ায় দেখিতে সমিতি হইতে ইহাঁর মনিঅর্ডার গ্রহণ না করিয়া ফেরত দেওয়া হয়। তদবধি তাঁহার পত্রিকার আর উচ্চবাচ্য নাই এবং অতঃপর আমাদিগের নিকট যাঁহারা জানিতে চাহিতেছেন, আমারও তাঁহাদিগকে ব্যাপার জানাইয়া আসিতেছি।

২। বাবু হরকুমার দত্ত, ম্যানেজার সর্ব্ববিদ্যারত্নাকর ও তন্ত্র-কল্পতরু কার্য্যালয়, হাজিগঞ্জ পোঃ, ত্রিপুরা।—বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই ঠিকানায় পুস্তকের জন্য টাকা পাঠাইয়া অনেকে প্রতারিত হইতেছেন, জানিতে পাই। সমিতির কাগজপত্র দেখিয়া জানা যায়, এই ব্যক্তি সমিতি সৃষ্টির প্রথমে সমিতিতে এক পত্র লেখেন যে, সমিতির জন্য 'যদি এতদ্দেশীয় জমীদারবর্গের নিকট হইতে সাহায্য লয়েন, তাহাহইলে আমার নিকট পত্র লিখিলে, চেষ্টা পাই। অনেকে এ কার্য্যটিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং সকলেরই মনোরম্য হইয়াছেন।' তদনুসারে 'আচ্ছা তা' পারেন, ভাল'—এই মর্ম্মে সমিতির পূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়া সাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, সমিতির সাহায্য সমিতির আপিসে না পাঠাইয়া কেহ যেন তাঁহার হস্তে কিছু না দেন। ফলতঃ লোক চেনা বড়ই শক্ত কথা!

৩। বাবু হরিপদ রায়, রামচন্দ্রপুর, চাঁদপুর পোঃ, যশোহর।—এই ঠিকানা হইতে 'ঐতিহাসিক ভিখারিণী' প্রভৃতির জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে,—"ঐতিহাসিক ভিখারিণী' উপন্যাস ২০৭ পৃষ্ঠায় এক খণ্ডেই সমাপ্ত; ৵১০ আড়াই আনা ডাকখরচা পাঠাইলেই বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।" তদনুসারে অনেকেই তাহার জন্য এরূপ ডাকমাশুল বলিয়া কিছু কিছু পাঠান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুস্তক না পাওয়ার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। দূর মফঃস্বলের লীলাখেলাও বুঝা ভার দেখি যে!

৪। শালিখা, বাঁধাঘাট, যোগাশ্রম ঠিকানায় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণধন যোগাচার্য্য নাম দিয়া সম্প্রতি বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্রে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের নাম সচিত্র, সটীক ও সানুবাদ 'সন্ন্যাসীর গুপ্তভাণ্ডার' এবং বিজ্ঞাপনও অতি আড়ম্বরময়। কিন্তু আমাদিগের কোন সংবাদদাতা সন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে,—'ঐ নামে ও-ঠিকানায় বিজ্ঞাপনোচিত কোন সরঞ্জাম দেখি না। সুতরাং সাধারণে ব্যাপার কি, অনুমানে বুঝিয়া লউন।'

৫। বাশড়া বনকর আপিস, সোনারপুর পোঃ, ২৪ পরগণা হইতে বাবু কৈলাশচন্দ্র সরকার বঙ্গবাসী-আপিসে লিখিয়াছেন,—"বিগত ১১ই জুলাই তারিখে আমি যোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন ১২ নং ভবনে জেনারেল পব্‌লিসিং কোম্পানীর নামে ১ম খণ্ড জ্ঞানভাণ্ডারের অগ্রিম মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা সোনারপুর পোষ্টাপিস হইতে পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানী পুস্তক পাঠাইলেন না। এমন কি, পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলে তাহার উত্তরও দেন না।"—একে তো জ্ঞানভাণ্ডার বই; টাকা পাঠাইয়া তা'ও না পাওয়া প্রকাশকদিগের পক্ষে গৌরবের কথা নহে! তবে সদিচ্ছা থাকিলে, আশা করি, প্রকাশকগণ ইহার তথ্য জানাইয়া সুখী করিবেন।

৬। দর্জ্জিপাড়া হইতে বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন গুপ্ত কবিরাজ বলেন,—"মহাশয়, কতিপয় দিবস হইল জগৎবাণী এবং হিন্দুধর্ম্ম নামক

পত্রিকায় আমার নামে 'পল্লী চিকিৎসা' প্রকাশক বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ায় গ্রাহক-শ্রেণীর কতকগুলি পত্র আমার এখানে আসিতেছে। বাস্তবিক আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না; অতএব আপনার জ্ঞাতার্থ লিখিতেছি, এই প্রকার ঘটনার অনুসন্ধান আপনাদিগের সমিতির কর্ত্তব্য হইলে বোধ হয় সত্য গোপন থাকিবে না। ফলতঃ এই কাণ্ডে অনেকে প্রতারিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রগুলির ঠিকানা নানা রূপ ছাট ছুট; কিন্তু আমার প্রকৃত ঠিকান না থাকা সত্বেও পত্রগুলি আমার এখানে আসিয়াছে।"—এ সম্বন্ধে সমিতির সন্ধান পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে; এখন নিজ প্রকাশক নামীয় ব্যক্তি কি বলেন, শুনিয়া পাঠকগণ তৃপ্ত হউন।

৭। কোন্নগর হইতে বাবু সত্যপ্রিয় দেব বলেন,—"আমি গত চৈত্র মাসে বরাহনগরবাসী কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী নামক একব্যক্তির নিকট 'ন্যায়দর্শনের' জন্য ২৷৷০ টাকা পাঠাই। তাহার রসিদও আছে; কিন্তু পুস্তক পাই না।"—প্রকাশক বলেন কি?

৮। ময়মনসিংহ জেলা-স্কুল হইতে বাবু রামমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন,—"১৫ই শ্রাবণের বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, মুখার্জি এণ্ড কোম্পানীতে 'পূজায় বিরাট বিতরণ' নাম দিয়া ১৲ টাকায় ১২ খানা পুস্তক দেয়। অতএব আমিও উৎসুক হইয়া একটি টাকা পাঠাইলাম; কিন্তু আজও পুস্তক পাই নাই।"—'বিরাট বিতরণ' এইরূপই বটে!

পুলিশেরও চক্ষুদান।

মুর্শিদাবাদ জেলার কোন গ্রামে একজন পাকা চোরের বাস ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও লোকে তাহাকে চোর বলিয়া জানিত, তথাপি তাহার চালচলনে কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিত না। তাহার সামান্যমাত্র জমী থাকিলেও এবং কৃষিই তাহার একমাত্র জীবিকা হইলেও, সে বেস্ সুখসচ্ছন্দে জীবনযাপন করিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন সে একটি চৌর্য্য-ব্যাপারে ধরা পড়িল এবং কোনরূপে একবার করাইয়া লইবার জন্য পুলিশ তাহাকে থানায় চালান দিলেন। থানায় গিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক নানারূপ ভয় দেখানয় ও মার খাওয়ায় বেগতিক বুঝিয়া সে সহজেই একরার করিল, এবং বলিল,—'চুরি করিয়া মাল আমার ধানের ভুঁয়ের দুই তিন যায়গায় পুঁতিয়া রাখিয়াছি; আপনারা চলুন, সেই সব খুঁড়িলেই মাল পাওয়া যাইবে।'

অতঃপর পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট ধান্য-ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং দুই তিন স্থলে বিস্তৃত ও গভীর গহ্বর খুঁড়িয়াও মাল পাইলেন না। অতঃপর তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধমকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে আবার বলিল,—'ধর্ম্মাবতার! মাল এই খানেই আছে। তবে রাত্রিকাল, ঠিক কোন যায়গায় রাখিয়াছি, তাহা স্মরণ হইতেছে না। সত্য বলিতেছি, মাল এই খানেই আছে; আপনারা চারিধার আর একটু ভাল করিয়া খুঁড়িয়া দেখুন, এখনই সব পাওয়া যাইবে।'

ক্রমে সকল জমী খোঁড়া হইল; অথচ মাল পাওয়া গেল না। তখন পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া দারোগা ক্রোধে তাহাকে বলিলেন,—'কই, ব্যাটা, মাল কই? সব জমীই তো খোঁড়া হইল, তবুতো মাল পাওয়া গেল না!' অতঃপর সে যোড়করে বলিল,—'মহাশয়, আমি নিশ্চয় জানি, আপনারা এ যাত্রা আমাকে জেলে দেবেন। সুতরাং এইরূপে জমীটি না খোঁড়াইয়া লইলে সে সময় আমার স্ত্রী-পুত্র কি খাইত?—কিন্তু এখন আমার আর কোন ভাবনা রহিল না। যেরূপ জমীর আবাদ হইল, তাহাতে আমি যেখানেই থাকিনা কেন

আমার স্ত্রী-পুত্র আর অনাহারী থাকিবে না। অতএব এখন আমায় জেলেই দেন, আর যা'হয় করুন।' দারোগা শুনিয়া তো অবাক! অতঃপর তিনি তা'র প্রতি যতই পীড়ন করুন না কেন, কিন্তু শেষে 'বহুদর্শিতার এই পরিণাম' ভাবিয়াই স্তম্ভিত হইলেন।

চোখের উপর চুরি।

রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নিম্নলিখিত জুয়াচুরীর বিষয়টী দেখিয়া এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—"মেছুয়াবাজারের কিঞ্চিত পূর্ব্বে, রাস্তার দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ হইতে দক্ষিণ মুখো একটি সরু গলি গিয়াছে। খানিক গিয়াই সেই গলির মুখে একটি দ্বিতল বাড়ী; সেখান হইতে গলিটি ক্রমে সরু হইয়া বাড়ীটির পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ী হইতেই সম্ভবতঃ বাহির হইয়া একটি ভদ্রবেশ মুসলমান রাস্তার ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমন সময়ে এক জন কাপড় বিক্রেতা সেখান দিয়া ফিরি করিয়া কাপড় বেচিতে যাইতেছিল। কাপড়বিক্রেতার স্কন্ধে কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র মোট ছিল এবং তাহার পশ্চাতে একটি মুটে কাপড়ের বৃহৎ মোট বহিয়া যাইতেছিল। উক্ত মুসলমানটি কাপড়বিক্রেতাকে দেখিয়া ডাকিলেন ও বড় মোট হইতে তিন চারি জোড়া কাপড় বাছিলেন। পরে কাপড় বাছিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা সেই বাড়ীটি দেখাইয়া কাপড়বিক্রেতাকে সঙ্গে করিয়া টাকা দিতে এবং বাড়ীতে কাপড় পছন্দ করাইতে চলিলেন।

অতঃপর মুটেকে সেই ফুটপাথে দাঁড় করাইয়া কাপড়বিক্রেতা মুসলমানটির সহিত সেই গলিতে চলিল। ক্রমে বাড়ীর নিকটে গিয়া মুসলমানটি মেয়েদের পছন্দ করাইবার জন্য ও দাম আনিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কাপড়বিক্রেতা বাহির বাটীতে বসিয়া রহিল।

কাপড়বিক্রেতাকে এইরূপ বাহিরে ব ইয়া গিয়া মুসলমানটি বাড়ীর পশ্চাৎ দ্ব দিয়া বাহির হইলেন, এবং এক জোড়া ব বক্রী কয় জোড়া কাপড় লইয়া, কাপড়বিক্রে তার অলক্ষে, ফুটপাথে মুটের নিকট আসি লেন। আসিয়াই তাহাকে বলিলেন,—'সে এক জোড়া বাদ এ ক'জোড়া লওয়া হইয়াছে; তা' ছাড়া' রেলির থানটা ও সে দু' জোড়া 'বাবু পাছাও' বাড়ীর ভিত দেখিতে চাহিতেছেন। তোমার বাবু বসিয়া আছেন; তিনি ঐ কাপড় ক'জোড় আমায় দিতে বলিলেন।' মুসলমানটির ক শুনিয়া ক্ষুদ্রজীবি মুটিয়ার আর কোন সন্দেহ হইল না; সে অগ্র পশ্চাৎ কিছুই না ভাবি তাড়াতাড়ি সেই মত কাপড় বাহির করি দিল ও মুসলমানটী কাপড় লইয়া সেই গলি মধ্যেই গা-ঢাকা দিলেন।

ক্রমে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও, তাহা আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কাপড়বিক্রেতা কি ব্যস্ত হইল ও 'বাবু সাহেব' 'বাবু সাহে করিয়া ক্ষণকাল চীৎকার করিল। কিন্তু কিছু তেই বাড়ীর ভিতর হইতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না এবং ক্রমে বিক্রেতার ব্যস্তত সন্দেহে পরিণত হইল; সে তখন বাড়ীর ভিতর উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। কি কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অতঃপর 'কি করিলাম' বলিয়া পরিতাপ করিতে করিতে পুলিস ডাকিবার জন্য ফুটপাথে মুটিয়ার নিকট বাহির হইল এবং বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিল ও যেরূপ মর্ম্মাহত হইল, তাহা আর বলিতে চাহি না।"

মৃত্যুর ভান।

পারিস নগরের নিকটে সীন নদীর ধারে একটি প্রশস্ত বায়ু-সেবনের স্থান আছে। প্রতি দিন প্রাতে ও বৈকালে তথায় অনেক ভদ্র

লোক বায়ু সেবনার্থ বিচরণ করেন। এক দিবস ঐ স্থানে ঐরূপ অনেক লোকের জনতা হওয়ায় কতকগুলি ভিক্ষুক তথায় ভিক্ষা করিতে আসে। তন্মধ্যে এক জন ষণ্ডাকৃতি ভিক্ষুক প্রকৃতই কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাইয়া অথবা কেবল ভিক্ষা যুটিল না এইরূপ ভান করিয়া নদীর জলে প্রাণত্যাগ জন্য ঝাঁপ দিল। তদ্দর্শনে পার্শ্বস্থ অপরাপর লোকেরা কিছু ব্যথিত হইলেন, এবং কেহ বা তাহার উদ্ধারার্থ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে নামিলেন। পরে অনেক কষ্টে সাঁতার দিয়া তাহাকে ডাঙ্গায় উত্তোলন করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—'আমি আজ কয় দিন হইতে অনাহারী; তা'ছাড়া, আমার পরিবারগণও অনাহারে মৃতপ্রায়। আজ আবার তাহাতে কিছুই ভিক্ষা যুটিল না; কাজেই এ প্রাণ আর রাখিতে চাহি না। আপনারা কেন তুলিলেন; ছাড়িয়া দেন; আমি মরিলেই নিস্তার পাই।'

ঐই সময় ব্যাপার দেখিবার জন্য পার্শ্বে বিশেষ জনতা হয় এবং সকলেই ভিক্ষুকের ঐরূপ শোকবাক্যে অনুতপ্ত হইলেন। অধিক কি, ভিক্ষুকের দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া আগন্তুকগণের অনেকেই, যাহার নিকট যাহা ছিল, তাহাকে কিছু না কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন; সকলের সাহায্য পাইয়া এইরূপে সে দিন ভিক্ষুকের অনেক টাকার সংস্থান হইল, এবং সে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে গোয়েন্দা পুলিশের একজন ইন্‌স্পেক্টরও এই সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। কি জানি কি কারণে, ভিক্ষুকের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হইল; ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য তিনি ভিক্ষুকের অলক্ষে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ক্রমে ভিক্ষুক দস্যুদলের এক আড্ডা-ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার অপেক্ষায় তথায় যাহারা বসিয়াছিল, সংবাদ শুনিয়া সকলেই তাহাকে বাহবা দিতে লাগিল; এবং তথায় যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল।

কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহাদের সে আমোদ প্রমোদ বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। ভিক্ষুকের পশ্চাদাগত ইন্‌স্পেক্টরের ইঙ্গিতক্রমে ত্বরায় তাহারা সকলেই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল, এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বা পুরাতন পাপী বলিয়াও পরিচিত হইল।

চোর কুকুর।

কর্ডলাইন রেলে মধুপুর ষ্টেশনে আমাদের পরিচিত একটি ভদ্রলোক কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম উপলক্ষে থাকিয়া সেখানে তিনি অনেক জমীজারাৎ কিনিয়াছেন ও লোক জন রাখিয়া তাহাতে চাস বাসও করাইয়া থাকেন। সেই সুযোগে দুগ্ধের জন্য তিনি কতকগুলি গাই গরুও প্রতিপালন করেন। কিছু দিন হইল তাঁহার একটি গরুর বাছুর হয় ও ভালরূপ দুধ পাইবার আশায় তিনি তাহার আহারাদির বিষয়ে বিশেষ যত্ন লন। এইরূপে কএকদিন যাইতে যাইতে দুধ দোহাইবার সময় উপস্থিত হয় ও তিনি এবার ঢের দুধ হইবে আশা করিয়া একদিন প্রাতে দুধ দোহাইতে যান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন তাহার আদৌ দুধ পাওয়া গেল না; অগত্যা 'বাছুরে দুগ্ধ খাইয়াছে' ভাবিয়া তিনি নিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর, পরদিন যথা সময়ে বাছুর বাঁধিতে বলা হইল। ও বাছুর বাঁধা থাকার পরও, সে দিনও পূর্ব্বমত দুধ হইল না। এইরূপ কএক দিন যাইতে যাইতে ক্রমে তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য পড়িতে লাগিল। কএক দিন ক্রমাগত লক্ষ্য রাখায় একদিন প্রত্যূষে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি কুকুরে গরুর বাঁটে মুখ দিয়া চকোর চকোর করিয়া দুধ চুষিতেছে ও বাছুরের ন্যায় তাহার মুখ দিয়া ফেনা ঝরিতেছে।

তাঁহাকে দেখিয়াই কুকুরটি তাড়াতাড়ি গরুর বাঁট ছাড়িয়া দিল ও দৌড়িয়া পলাইল।

কুকুরের দুধ চুরি দেখিয়া তিনি তো অবাক্! যাইহোক, পরদিন প্রাতেও তিনি সেইরূপ অপেক্ষা করিলেন ও সে দিনও আবার দেখিলেন, সেই কুকুরে দুধ খাইতেছে। সে দিনও তাঁহাকে দেখিয়া কুকুর পলাইল। তাহার পর হইতে গরুর গোয়ালে যাহাতে আর কুকুর প্রবেশ না করিতে পারে, তিনি সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার পর হইতেই গরুর আর দুধ হওয়া বন্ধ হইল না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

গৃহীর দরকার।

কাপড়ে স্থায়ী নীল রং করিবার প্রণালী।—নীলবড়ি এক ভাগ, হীরাকস দুইভাগ, কলি চুন তিনভাগ ও জল দুই শত ভাগ একটি পাত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্ষণকাল রাখিতে হইবে। পরে কাপড় ঐ জলে ক্ষণকাল ডুবাইয়া রাখিয়া,নিঙ্‌ড়াইয়া শুকাইতে দিলে কাপড়ে স্থায়ী নীল রং হইবে।

কালীর দাগ তুলিবার উপায়।—লেখা পড়া করিতে যাইলে অনেক সময় কাপড় ও গায়ে কালী পড়িয়া থাকে। কাপড়ের দাগ যদি না তুলিয়া তাহা কাচিতে দিই, তবে কাপড়ের সেই অংশ বিবর্ণ হয় ও পচিয়া যায়। এরূপ স্থলে অক্সালিক এ্যাসিড (Oxalic Acid) জলে গুলিয়া ঐ স্থান ধৌত করিলে শীঘ্রই উঠিয়া যায়। অক্সালিক এ্যাসিড ভাল বেণিয়া দোকানে পাওয়া যায়; দামেও অতি সস্তা। তবে জিনিসটি সামান্য বিষাক্তহেতু সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

গাত্র হইতে চুল উঠাইবার উপায়।—অনেকে ব্যবসায়ের খাতিরে, কেহ বা ইচ্ছা করিয়াও গোঁপ, দাড়ি ও বগলের চুল উঠাইতে চাহেন। এমন কি, এই জন্য অনেকে ঔষধাদির জন্যও পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। আর এই সুযোগে অনেক ব্যবসাদারেরাও বিজ্ঞাপনের চটকে ইহা হইতে দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছেন। কিন্তু ৮ ভাগ চুনের সহিত ১ ভাগ সেঁকোর (Arsenic) মিশ্রণে গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া, সপ্তাহ কাল দিন দুইবার করিয়া অভিলষিত স্থানে মর্দ্দন করিলে তথাকার চুল সমস্তই উঠিয়া যায়। তবে একটি কথা, সেঁকোর বিষাক্ততা-হেতু ঘা' টা' থাকিলে সে স্থানে ইহা ব্যবহার করা নিষেধ: ফলতঃ মোটের উপর এইটুকু জানা থাকিলে অনেক সৌখিনের পয়সা বাঁচিবার সম্ভাবনা।

কৃত্রিম উপায়ে যেখানে সেখানে বসিয়া বরফ প্রস্তুত।—জরজ্বালা হইলে দূর মফঃস্বলেও অনেক সময় বরফের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল সময় তাহা সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর। সুতরাং নিম্নরূপ বরফ-প্রস্তুত-প্রকরণটি জানা থাকিলে অনেক সময় উপকারে আসিতে পারে; যথা, স্পিরিট ইথারের (Spirit of Ether) সহিত কার্ব্বনিক এ্যাসিড (Carbonic Acid) মিশ্রিত করিয়া একটি গরম ধাতুপাত্রে রাখিয়া তাহাতে খানিক জল দিলে সেই জল জমিয়া বরফ হয়। কার্ব্বনিকএ্যাসিড ও স্পিরিট ইথার অপাপ্য নহে; তাহা সকল ডিস্পেন্সারীতেই পাওয়া যায় এবং দামও তত বেশী নহে।

ইচ্ছাক্রমে চুল সাদা ও কাল করিবার উপায়।—অবস্থা বিশেষে অনেকের সাদা চুল কাল করার এবং কাহারও বা কাল চুল সাদা করার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিবাহাদি উপলক্ষে দায়ে পড়িয়া ও কেহ বা সৌখিনতা-হেতু পাকা চুলে কলপ দিয়া চুল কাল করেন; অপর পক্ষে কেহ বা ছদ্মবেশ ধরিতেও কাল চুলে সাদা রং করিয়া লয়েন। ইহাতে অনেকেরই অনেক পয়সা ব্যয় হয়। চুল সাদা

করিতে হইলে ক্লোরিণ জল * (Chlorine Water) দিয়া মস্তক ভিজাইতে হয়। তবে বেশ ভাল করিয়া সাদা করিতে হইলে অন্ততঃ ১২।১৪ ঘণ্টা কাল ভিজান দরকার।

অপর, চুল কাল করিতে হইলে এ্যাসিটেট্ অব্ লেড (Acetate of Lead) কিম্বা নাইট্রেট অব্ সিলভার (Nitrate of Silver) জলে গুলিয়া তাহাতে মস্তক ধৌত করিলেই চলিবে। তবে প্রথমটি দিয়া চুল কাল করিতে হইলে প্রথমতঃ সল্‌ফাইড অব্ পোটাসিয়মের (Sulphide of Potassium) জল দিয়া মস্তক ধৌত করিয়া পরে উহা ব্যবহার আবশ্যক; নাইট্রেট অব্ সিলভারের বেলায় আর কিছুরই আবশ্যক করে না। বলা বাহুল্য, চুল সাদা বা কাল করিবার ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে পরিষ্কৃত জলে মস্তক ভালরূপে ধৌত করিতে হইবে; যেন তাহাতে কোন প্রকার ময়লা মাটি না থাকে।

ক্রীড়া-কৌতুক।

বাজীর সাপ।—বাজারে এক প্রকার বাজী বিক্রয় হয়; তাহাতে আগুন দিলে তাহা হইতে সাপের মত বাহির হইতে থাকে। কিন্তু তাহার প্রস্তুতপ্রণালী অতি সহজ;—সায়ানাইড অব্ মার্কারিতে (Cyanide of Mercury) আগুন দিলে ঐরূপ সর্পাকার বাহির হয়। ঐ জিনিসেরও দাম বেশী নহে।

জলের উপরে ও ভিতরে আগুণ জ্বালা।—সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন, খানিক কর্পূরে আগুন দিয়া জলে ফেলিলে তাহা জলের উপর ভাসিয়াও জ্বলিতে থাকে। কিন্তু জলের ভিতর আগুন জ্বালিতে হইলে নিম্নপ্রকারে জ্বালা যায়;—একটি সাদা বোতলের এক বোতল জলে খানিক ক্লোরেট অব্ পটাশ (Cholorate of Potash) দিলে উহা জলের নীচে পড়িবে ও গলিয়া যাইবে না। অতপর বোতলের অপেক্ষাও কিঞ্চিত লম্বা আকারের নল লইয়া বোতলের জলের মধ্যে রাখ। অবশেষে ঐ নলের মধ্য দিয়া গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) তাহাতে ঢালিতে থাকিলে নীচে আগুন জ্বলিতে থাকিবে।

মুখ-আঁটা খালি বোতলও জল-পূর্ণ হওয়া।—একটি খালি বোতল, ভালরূপে কর্ক মুড়িয়া ও সিল করিয়া, প্রায় পঞ্চাশ গজ আন্দাজ গভীর জলের মধ্যে রাখিলে, খানিক পরে তুলিবার সময় মুখ-আঁটা সত্বেও জলপূর্ণ হইয়া উদ্ধৃত হইবে। এরূপ হওয়ায় সাধারণতঃ মনে লয় যে, কাচ সচ্ছিদ্রহেতু এরূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ৪০ গজ জলের নীচে বায়-চাপ কিছু বেশী; সেই চাপে তথায় কর্ক ও সিল আলগা হইয়া আসে এবং তাহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বোতলে জল প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, কর্ক ব্যতীত একেবারে সিসা বা অন্য কিছু দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিলে এরূপ হয় না; কারণ, তাহাতে চাপের শক্তি আরও অধিক আবশ্যক।

আবির-প্রস্তুত-প্রণালী।—দোল ইত্যাদির সময় আবির কেনায় অনেক পয়সা যায়। কিন্তু আবিরের প্রস্তুত-প্রণালী এই,—এক ভাগ এরারুট ও তাহার প্রায় ৫০।৬০ ভাগের এক ভাগ পরিমিত মেজেণ্টার রং জলে গুলিয়া শুকাইলেই আবির হয়। বলা বাহুল্য, ইহারই উপর ব্যবসাদারের লাভ।

কালী পূজা।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য না বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই যে ইহাকে পৌত্তলিকতা মনে

---

* ক্লোরিন গ্যাস জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহাকে ক্লোরিণ জল বলে। বিশুদ্ধ লবণ ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডে (Mangnise Di-oxide) গন্ধক দ্রাবক দিলে ঐ গ্যাস উৎপন্ন হয়। তবে উহা প্রস্তুত করিতে কষ্টবোধ হইলে যে কোন রাসায়নিক দোকানে কিনিতে পাওয়া যায় এবং দামও অল্প।

করিয়া থাকেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' কেবলমাত্র যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। ঈশ্বরতত্ত্বের উন্নত মহান ভাব হিন্দু-দেব-দেবীতে যে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে কষ্ট করিতে হয় না। দুর্গা-প্রতিমা দেখিলে চিত্রকরের অভিপ্রায় যেমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে ধর্ম্মের জয়, চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, মনোযোগপূর্ব্বক কালী-প্রতিমা পাঠ করিলেও, সেইরূপ একটি নিগূঢ় তত্ত্ব যে তাহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। জগদীশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন, সেই প্রহেলিকার ব্যাখ্যাই এই প্রতিমায় চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

এই জগৎসংসারে সমুদয় পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল। অনন্তকাল মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা রূপান্তরিত না হয়। আজ যাহা পরম সুন্দর, কাল কালপ্রভাবে তাহা বিবর্ণ বা বিধ্বস্ত হইতেছে। এ প্রহেলিকা কি, চিন্তাশীল ভাবুকের মনে তাহা সহজেই উদিত হইয়া থাকে। অনন্তকাল মধ্যে আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই,—কেবল এই দুইটি অর্থাৎ জন্ম ও মরণ ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। যাহ জন্মিয়াছে, তাহা অবশ্য কালগ্রাসে পতিত হইবে, ইহা স্থির নিশ্চিত। আজ যাহা রমণীয়, তাহা কাল বিধ্বস্ত হইল; যাহা পরম প্রেমাস্পদ, তাহা বিলুপ্ত হইল, ইহা কি আপাততঃ কম ক্লেশকর? যে নির্দ্দয় হৃদয়বিদারক কাল আমাদিগের মধ্য হইতে প্রাণাধিক প্রিয়তম সামগ্রী সাক্ষাতে অপহরণ করে, তাহার মূর্ত্তি কি তমসাচ্ছন্ন!—কি ভীষণ! তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির রূপ-বর্ণন করিতে হইলে ইহাই মনে হইয়া থাকে, যেন সেই কাল জীব-শোণিত পানার্থ মুখব্যাদনপূর্ব্বক নিয়তই রসনা বিস্তা করিয়া রহিয়াছে এবং জীব-মুণ্ডই যেন তাহা সমস্ত অঙ্গের ভূষণ। মৃত্যুর এই মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু এই ভয়ঙ্করত্ব ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলময় ভাব কি ইহার অন্তর্ভূত নাই? মৃত্যু কি আমাদের কেবলই অমঙ্গলের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে? কখনই নহে। ভূতের অনাদি কাল হইতে যত জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা যদি সমুদয় এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিত, তাহা হইলে সংসার যে কি ভয়ঙ্কর হইত, তাহা বোধ হয় বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মনুষ্যের বাসোপযোগী স্থান হওয়া দূরে থাকুক, এই অনন্ত জগৎ অতি সামান্য কীটপতঙ্গকেও স্থান দিতে পারিত কি না, সন্দেহ। অতএব এই মৃত্যুর এই বাহ্যভাব * যেরূপ ভীষণ ও তমসাচ্ছন্ন, অন্তরস্থ ভাব † যে তদ্বিপরীত, তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে।

কাল অথবা কালী যে এক, কেবল লিঙ্গভেদে পৃথকরূপে বর্ণিতমাত্র, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কালী মৃত্যুর সেই ভীষণমূর্ত্তি এবং তাঁহার পদতলস্থ শিব ‡ সেই অভ্যন্তরস্থ মঙ্গলময় ভাবের প্রতিরূপ। মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে যে ভাবের ব্যঞ্জক, তাহা বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপতঃ এই কালীমূর্ত্তি হইতে আমরা কেবল এইমাত্র উপদেশ পাইতেছি যে, মৃত্যুর বাহ্যমূর্ত্তি যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন, জীবের বাহ্যমূর্ত্তি যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন, জীবের মঙ্গলহেতুই ইহা বিহিত হইয়াছে।

নীতি-কথা।

নীতি-কথায় সকলেরই আবশ্যক। এক নীতি-শিক্ষার অভাবেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ

* অর্থাৎ যাহা প্রথমেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ যাহা তন্নিম্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

‡ শিব অর্থে মঙ্গল। যাহা তমসাচ্ছন্ন, তাহা কৃষ্ণবর্ণে এবং যাহা মঙ্গলময়, তাহা তদ্বিপরীত শুভ্রবর্ণে রচিত্রিত হইয়াছে।

পায়, মানুষ পশুর ন্যায় কার্য্য করে। আজ কাল দেশে যে নানাবিধ প্রতারণা-প্রবঞ্চনার প্রকোপ দেখা যায়, এক সন্নীতির অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ, বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে, যতটুকু সম্ভব, মধ্যে মধ্যে নীতিজ্ঞান প্রচার অনাবশ্যক নয়; সম্ভবতঃ অনুসন্ধানের জুয়াচুরী-নিবারণ উদ্দেশ্যেরও তাহা অসহায় হইবে না।

নীতিসার।

সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ।
নাসদ্ভিরিহলোকায় পরলোকায় বা হিতং॥

কার্য্য-সিদ্ধির অভিলাষী হইলে সাধুসঙ্গ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাধুদিগের সহিত সহবাস করিলে ইহলোক ও পরলোকে কোন অমঙ্গল হয় না।*

বর্জ্জয়েৎ ক্ষুদ্রসম্বাদম্ দুষ্টস্য তু দর্শনং।
বিরোধং সহ মিত্রেণ সংপ্রীতিং শত্রুসেবিনা।

অভদ্র লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে না এবং অত্যন্ত মন্দলোকের মুখও দেখিবে না। কখনও শত্রুপক্ষের অনুগত লোকের সঙ্গে বন্ধুতা এবং বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ করিবে না।

মূর্খশিষ্যোপদেশেন দুষ্টস্ত্রীভরণেন চ।
দুষ্টানাং সংপ্রয়োগেণ পণ্ডিতোঽপ্যবসীদতি॥

মূর্খ শিষ্যকে শিক্ষা দিলে, দুষ্টা স্ত্রীকে প্রতিপালন করিলে এবং মন্দ লোকের কোন কার্য্যে সহায়তা করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিকেও অধোগামী হইতে হয়।

ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ং।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যদ্যপি ব্রাহ্মণ মূর্খ হয়, ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হয়, বৈশ্য জড় হয়, আর শূদ্র বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহাহইলে দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

* গরুড়পুরাণ হইতে সংগৃহীত ও লেখক কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ।
কার্য্যকারণমাশ্রিত্য কালং ক্ষিপতি পণ্ডিতঃ॥

সময় বুঝিয়া শত্রুর সঙ্গে মিলন এবং বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ উচিত। জ্ঞানী লোক কার্য্যকারণ অবলম্বন করিয়াই কাল কাটাইয়া থাকেন।

কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজা।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

কাল সমস্ত লোককেই পরিণত, বর্দ্ধিত ও নিধন করিতেছে। সকলে ঘুমাইলেও কাল জাগিয়া থাকে। অতএব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

কালেষু চরতে বীর্য্যং কালে গর্ভে চ বর্দ্ধতে।
কালোজনয়তে সৃষ্টিং পুনঃ কালোঽপি সংহরেৎ॥

কাল হইতেই গর্ভস্থ বালক বর্দ্ধিত হয়, কালই সকলের বল-বীর্য্য-বুদ্ধি প্রদান করে এবং কাল সকলকেই সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে।

কালঃ সূক্ষ্মগতির্নিত্যং দ্বিবিধশ্চেহ ভাব্যতে।
স্থূল-সংগ্রহচারেণ সূক্ষ্মাচারান্তরেণ চ॥

কালের গতি কোন মতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কাল দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তাহা কোথাও স্থূলরূপে, কোথাও বা সূক্ষ্মরূপে সঞ্চরণ করিতেছে।

উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাং।
অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণোনাবসীদতি॥

উত্তমের সহিত সহবাস, পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও অলুব্ধ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না।

পরদারং পরার্থঞ্চ পরিহাস্যং পরস্ত্রিয়া।
পরবেশ্মনি বাসঞ্চ ন কুর্ব্বীত কদাচন॥

পরস্ত্রী-গমন, পরের দ্রব্য গ্রহণ, পরের স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস এবং পরগৃহে বাস কদাচ করিবে না।

পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্ব্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধং॥

মঙ্গলকারী শত্রুকেও বন্ধু বলা যায়, এবং বন্ধু যদ্যপি অহিত আচরণ করে, সেও শত্রু। শরীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধিই মনুষ্যের শত্রু এবং অরণ্যজাত ঔষধই মানুষের হিতকারী।

স বন্ধুর্যো হিতে যুক্তঃ স পিতা যস্ত পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে॥

যিনি মঙ্গল-চেষ্টা করেন, তিনিই বন্ধু; যিনি প্রতিপালন করেন, তিনিই পিতা। যিনি বিশ্বাসী, তিনিই মিত্র; যেখানে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিজদেশ।

স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য সজীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলন্তস্য জীবনং॥

যিনি গুণবান ও পুণ্যবান তাঁহারই জীবন সার্থক; যে ব্যক্তির গুণ নাই—অথচ পাপী, তাহার জীবনই বৃথা।

স ভৃত্যো যো বিধেয়স্তু তদ্বীজং যৎ প্ররোহতি।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যস্ত জীবতি।

বশীভূত হইলে, তাহাকে যথার্থ ভৃত্য বলা যায়; যাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই যথার্থ বীজ যিনি প্রিয় বাক্য বলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা; দীর্ঘজীবি পুত্রই প্রকৃত পুত্র।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ম্বদা।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

যিনি গৃহ কার্য্যে দক্ষা, যিনি প্রিয়বাদিনী, যিনি পতিগতপ্রাণা ও পতিব্রতা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা।

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পান্নেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥

যে স্ত্রী গুণগ্রাহিণী, পতির অনুগামিনী এবং অল্পেই সন্তুষ্টা, তাহাকেই প্রিয় বলা যায়; ইহা ব্যতীত অন্য রমণীকে প্রিয়া বলা যায় না।

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদাস্যা সা জরা নজরা জরা॥

যে ভার্য্যা কুনেত্রা, কদাচারী, কলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরদায়িণী, সেই নারীই পুরুষের জরা; বার্দ্ধক্য জরা নহে॥

যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা নজরা জরা।

যে ভার্য্যা অন্যের আশ্রয় ও পরের গৃহ অভিলাষ করে, কুক্রিয়ায় রতা ও লজ্জাহীনা, তাহাকেই জরা বলা যায়; বার্দ্ধক্য জরা নহে।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

দুষ্টা স্ত্রী, খল বন্ধু, ও ভৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয়, তাহা হইলে সসর্প গৃহ-বাসের ন্যায় মৃত্যুই নিশ্চয়; তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥

দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে রত হও এবং সর্ব্বদা এই জগতের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া দিবারাত্রি ধর্ম্মসঞ্চয় কর।

নবাবী জুয়াচুরী।

শেষ অংশ।

কালী-বাবুর যখন সেইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ই একখানি 'ছ্যাকড়া গাড়ি' আসিয়া বাটির সম্মুখেই থামিল। বাগান-বাড়ীর বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদেরও চক্ষু স্থির! যাইহোক, তাঁহাদের মধ্যের একটি বাবু বাগান-বাড়ীতে একদিন কালী বাবুকে দেখিয়াছিলেন ও চোকোচোকি হওয়ায় গাড়ি হইতে নামিয়া কালী বাবুর নিকটে আসিলেন।

অতঃপর ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় পরিচয় হওয়ায় তিনি বলিলেন,—"তাইতো মশায়, আপনার যে আবার আমাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা! আমরা তো হাজার দুই টাকায় জল দিলাম দেখ্‌চি; কিন্তু আপনার এ শুনি কি?"

কালী বাবু। (সবিস্ময়ে)—"আপনারা

আবার হাজার দুই টাকায় জল দিলেন কি ক'রে? এ খেলায় পড়ে আপনারাও ঠকেছেন নাকি?"

আগন্তুক।—"আর ঠকার কথাই বা বল্‌বো কি মশায়! আপনার কথা শুনে আমাদের পেটের পিলে পর্য্যন্তও চম্‌কে উঠ্‌লো। আপনার হিসাবে আমরা তো এখনও পদে আছি; তবে আরও দিন কতক ঘুরলে না-জানি কতই বা কি হ'ত। আমাদের আর ঠকা কি মশায়,—এই অল্প সল্প হাজার দু'এক টাকা!"

কালী বাবু।—"তাই তো মশায়, আপনাদের হাজার দুই টাকা আবার কি করে ঠকাল? আপনারাও কি আমার মত কিছু বেচ্‌তে কিন্‌তে গিয়েছিলেন নাকি?"

আগন্তুক।—"হাঁ মশায়, প্রায় তাইই। আমাদের ইঁটের কারবার আছে; বড় বড় কাজ পড়িলে আমরা সেই সব ইমারতের ইঁটের কণ্ট্রাক্ট লই। ইতিপূর্ব্বে আমরা জানিতে পারি, নবাব সাহেব এ অঞ্চলে একটি জমকাল গোছের বাগান-বাটী প্রস্তুত করাইবেন ও তাহার জন্য কএক লাক ইঁটের প্রয়োজন। আর, এইরূপ জানাইয়া তাঁহারা টেণ্ডারের বিজ্ঞাপনও দেন। তদনুসারে, কতকটা লোভে পড়িয়াও, আবেদন করায় আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয় ও দুই হাজার টাকা টেণ্ডার জমা * দিয়া আমরা কাজ কণ্ট্রাক্ট লই। কণ্ট্রাক্টের সর্ত্তমত আংশিক কাজ শেষ করায়, গত পরশ্য আমাদিগকে কতক টাকা দিবার কথা ছিল। সেই সে দিন যে আপনার সহিত নবাব-বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়, সে সময় আমি সেখানে টাকা আনিতে গিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা আজ সকালে টাকা দিবার করার করেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়া তো ম'শায় আর কথা সরে না।"

কালী বাবু।—"এখন তো আর কোন উপায় দেখি না। তবে এটা একবার পুলিসে জানান উচিত মনে করি। চলুন দেখি, বেয়ে ছেয়ে দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়। ফলতঃ ভরসা আর নেইই।"

অতঃপর কালী বাবুর পরামর্শেই বাবুটি স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে সেই এক গাড়িতেই চড়াইয়া পুলিসের দিকে চলিলেন।

পুলিশ-কাহিনী।

বাগান-বাটী হইতে পুলিশ-ষ্টেসন অধিক দূর নহে। সুতরাং অবিলম্বেই তাঁহারা সেখানে পৌঁছিলেন। পুলিশ-ষ্টেসনের গেটেই একজন পাহারওয়ালা পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল; গাড়ি হইতে নামিয়াই কালী বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইন্‌স্পেক্টার সাহেব এখন আছেন? এখন কি তাঁহার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?"

পাহারওয়ালা শুনিয়াও যেন কিছু শুনিতে পাইল না; নবাবী-মেজাজে পূর্ব্বমত ভাবেই পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লগিল। পাহারওয়ালা শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া, কালী বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা একটু চীৎকারস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাতেও তাহার গ্রাহ্য হইল না। অতঃপর কালী বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীগণ ইহাতে কিছু বিরক্ত হইলেন ও তাহার সহিত আর কোন কথাই না কহিয়া একেবারে পুলিশের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে গিয়া অনেকের মুখ-বেঁকানী ও বাক্য-বাণ সহ্য করিয়া, অতঃপর ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের সাক্ষাৎ পাইলেন ও তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল শুনাইলেন। আমাদের দেশের

---

* কোন বড় কাজ কণ্ট্রাক্ট লইতে হইলে কণ্ট্রাক্টদারের এইরূপ টেণ্ডার দিবার নিয়ম আছে। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে কাজ দিতে চাহিবেন, তাহা না দিতে পারিলে কর্ম্মকর্ত্তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সেই জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ দিলে সকল টাকা বন্দোবস্ত মত পরে পাওয়া যায়।

পুলিশ সাধারণতঃ গোলযোগ দেখিলে বড় একটা সহজে ঘেঁসিতে চাহেন না; যাই হোক, একটা ওজর আপত্তি করিয়া কোনরূপে বিদায় করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন। তবে কালী বাবুদের এ ব্যাপারে সেরূপ কোন ভাবভঙ্গি প্রকাশ হইয়াছিল কি না, তাহা তাঁহারা কোন মতেই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, পুলিসের সহিত তাঁহাদের যে কি কি কথা হইয়াছিল, ইহাঁরা সেটুকুও স্পষ্টতঃ বলেন নাই। তবে এইমাত্র জানা গেল যে, পুলিশ তদন্তে নিযুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দাও নিযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, এই অবধি পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে কালী বাবুও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন; যে কোন উপায়ে প্রতারককে ধরাই তাঁহার কর্ম্ম হইল।

জুয়াচোর ধরা।

কলিকাতার অনেক পল্লীতে ঐরূপ নবাব-প্রকৃতির লোকের অনেক আড্ডা আছে। সেখানেই উহাদের হেড-আপিস; অন্য স্থান হইতে জাল গুটাইয়া প্রায়স্থলে তাহারা সেইখানে আসিয়া গা-ঢাকা দেয়। পুলিশের অনেক মহাপ্রভুরও, বলা বাহুল্য, ইহা অছাপি নাই; আর সেই হেতুই দু'একটা যা' মধ্যে মধ্যে ধরা পড়ে। শুনিলাম, ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসায় এ ব্যাপারে তাঁহারা চোর ধরিবার জন্য সেইরূপ সকল গোয়েন্দাই নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কালী বাবুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা নিয়তই ঐ সকল আড্ডার সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রমে সে সন্ধানের কতক ফল ফলিল। এক দিন প্রাতঃকালে মেছুয়াবাজারের নিকটস্থ চিৎপুর রোডের একটি বাড়ী হইতে উহাঁরা সেই দালাল বাঙ্গালী বাবুকে বাহিরে আসিতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কালী বাবু প্রথমে চিনিতে পারিলেন না; কারণ, আজ আর তাঁহার পূর্ব্ব-বেশ নাই;—সেদিনকার সে নবাবী-বেশের পরিবর্ত্তে আজ তাঁহার 'ভেতো বাঙ্গালীর' বেশ; চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, হাত পা তখনও টলিতেছে। কাজেই তাঁহাকে চিনিতে কালী বাবুর একটু কষ্ট হইল। তবে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া আর চিনিতে বাকী থাকিল না। অতঃপর কালী বাবুর সহিত চোকোচোকী হওয়ায় তিনিও যেন পাশ কাটাইবার যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। সুতরাং কালী বাবু তাড়াতাড়ি সঙ্গের ছদ্মবেশী পুলিসকে ইসারা করিলেন। ত্বরায় তাঁহার ইসারায় পুলিসের লোক-জন বাবুটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে বাবুটি—"এ কি, কর কি" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং "যা' বলিবার পরে বলা যাইবে, এখন চল"—বলিয়াই পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চলিলেন।

শেষে বিচার।

এতদিন ধরিয়া পুলিশের তাগাদা-তল্লাসের পর আজ মকর্দ্দমার দিন। মকর্দ্দমা আলীপুরের আদালতে। আদালত আজ লোকে লোকারণ্য; সহরে এ কাণ্ড কারখানার বিষয় প্রচার হওয়ায় অনেকেই আজ বিচার দেখিতে আসিয়াছেন। বিচারস্থলে নবাব, মন্ত্রী, নবাবী-দালাল এবং দু'চার জন আমলা সরকারও হাজির। শুনা যায়, পুলিশের নিকট উত্তম মধ্যম গোছের কিছু কিছু পুরস্কারের খাতিরেই, দালাল বাঙ্গালী বাবুর দ্বারাই, ক্রমে ক্রমে নবাবী-দলের আগমন হয়; আর, কোন নষ্টলোককেও এরূপ কানাকানি করিতে দেখিয়াছি যে, সে যেন বাবুর গায়ে ঐরূপ পুরস্কারের আভাসও পাইয়াছিল। যাই-হোক, সে কথা জানায় আমাদের আর কোন ফল নাই। তবে আমরা এইটুকু দেখিয়াই অবাক যে, পুলিশের মহিমায় নবাবী-দলও হাজির!

ক্রমে বিচার। কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত বিচার চলে; সুতরাং বিচারের সকল কথা বলিবার অবশ্যই আমাদের স্থান নাই। আদালতের ভিতরকার কারখানা, ভুক্তভোগী যিনি তিনিই জানেন;—বলিয়া সে সব বুঝান সহজ নহে। তবে এইটুকু বলিলেই কেহ কেহ ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন যে, আমার কোন বন্ধু এক এক করিয়া ক্রমশঃ প্রায় চল্লিশটি টাকা সেলামী গুঁজিয়া তবে একটি ত্রিশ টাকার মকর্দ্দমায় ডিগ্রি পান। যাই হোক, নবাবী মকর্দ্দমাতেও টাকা কড়িরও বড় কম শ্রাদ্ধ হইল না। নবাব পক্ষ হইতে জুয়াচুরীর প্রায় টাকাগুলিই ক্রমশঃ লম্বোদর উকীল-ব্যারিষ্টার মহাশয়দেরই পেট পুরাইতে ব্যয় হইল।

সকল রকমেই নবাবপক্ষের উকীল-ব্যারিষ্টারগণও হইয়াছিলেন,—প্রায়ই নবাবী-কছমের। তাঁহারা মতলব হাঁসিল করিবার জন্য, বরাবরই আসামীগণকে চিলুতে গুয়াইয়াও ভয় নাই গোছের অভয় দিতেছিলেন। কিন্তু শেষে যাহা গড়াইবার, তাহা গড়াইল; দুধ দিয়া কাল সাপ পোষার ন্যায় তাঁহাদের উকীল-ব্যারিষ্টারের উদর পূরণ করাই সার হইল।

নবাবী-দল জবানবন্দীতে নবাবী কায়দা খেলিবার চেষ্টা পাইলেও, কিন্তু কতকটা পোড়া উকীল-ব্যারিষ্টারের বোকামোতেই মকর্দ্দমা মাটী। উকীল-ব্যারিষ্টারগণ কেবল হাত-পাতাই বোঝেন; কিন্তু যে জন্য নিযুক্ত সে কানপাতা না বুঝাতেই সব ফাঁস হইয়া গেল। কাজেই নবাবী-বুদ্ধিরও বিপরীত ফল ফলিল। ক্রমে মকর্দ্দমায় আসামীগণ দোষী সাবস্থ হইলেন। তাহাতে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে অনেক সাপও বাহির হইয়া পড়িল। কালী বাবু বা কণ্ট্রাক্টদারকে ঠকান তো সামান্য কথা; ক্রমে জানা গেল, নবাবী-কাণ্ডের আগাগোড়া সবই নবাবী-কথা। নবাব, মন্ত্রী ও দালাল বাবু অতি পাকা। অনেক স্থলে ইহাঁরা অনেক কাণ্ড করিয়াছিলেন। তবে কোন স্থলে বা কায়দার গুণে. কোথাও বা ঘুঁষ-ঘাসের জোরে কাটাইয়া আসেন; আর দু'এক যায়গায় কারে পড়িয়া কিছু দিন কিছু দিন শ্রীঘরেও অবস্থিতি করেন। কিন্তু সে সব নাম-ধাম ও কাহিনী-কলাপ নরলোকে ততটা প্রচার ছিল না। যাইহোক, এখানে কিন্তু সে সব গৌরব-বিভব একটু আধটু প্রকাশও পাইল। তাহাতে এটুকুও জানা গেল যে, নবাবী-মহলের অনেক আমলা-সরকারও ইহার ভিতরকার রহস্য অবগত নয়। দুঃখের কথা বলিব কি, তাহাদের মধ্যে অনেকে টাকা জমা দিয়া নবাব-মহলে চাকরী পায়। কিন্তু মাহিনা তো দূরের কথা, এ পর্য্যন্ত জমার টাকাই পায় নাই। এইরূপ আরো অনেক রহস্য আছে; কিন্তু সে সব আর বলিব না।

এখন বিচার-ফল।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। বলা বাহুল্য, বিচারে কাহারও ছয় বৎসর, কাহারও চারি বৎসর এবং চাঁই মহাশয়দের সাত বৎসর—এই রূপ করিয়া শ্রীঘর-বাসের আদেশ হইল। তবে আমরা, তাহাতে ব্যথিত হইলেও, তাঁহারা তাহাতে কিছুই কষ্টপ্রকাশ করিলেন না; বরং আদেশ মাত্রেই "এই ক'বছরই তো!" বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এখন পাঠক! আপনারা কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, কালী বাবুর সে টাকার কি হইল? যদি করেন, তাহা হইলে আমরা বলি, তা' জিজ্ঞাসায় আর কাজ নাই। তবে এখন আপনারা কেবল ভাবিতে থাকুন, তা'র সঙ্গে সঙ্গে কালী বাবুর আর গেল কত?

সংবাদ।

—গত লোকগণনায় একা পারিশ নগরে ৬৭১ জন স্ত্রী-চিত্রকরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইটালির ২৩০ জন, ফরাসীর ১২০, জার্ম্মানীর ৮০, সুইজারলাণ্ডের ৬০

স্পেনের ৫০, বেলজিয়মের ৪৯, ইংলণ্ডের ৪৫, আমেরিকার ৩০, অষ্ট্রেয়া-হঙ্গেরীর ৪, পর্টুগিজের ২ এবং আয়ার্লণ্ডের একজন মাত্র। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও যুবতী; কেবল ১৩০ জনের বয়সই ২০ বৎসরের উপর হইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ স্ত্রী-চিত্রকরের প্রাদুর্ভাবেই আজকাল চিত্রের দাম পূর্ব্বের অপেক্ষা ঢের কম দাঁড়াইয়াছে।

—'নমঃশূদ্র-জাতি' বলিতে চণ্ডাল বলিয়াই ধারণা হয়। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় 'নমঃশূদ্র-হিতৈষিণী সভা' নামে একটি সভা হইয়াছে; কিন্তু সে সভা এখন প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল উভয়েই পরস্পর ভিন্ন জাতি। তাঁহারা উভয় জাতির আচার ব্যবহার দেখাইয়া ও কতক কতক শাস্ত্রের বচনাদির দ্বারাও এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছেন জানিতে পাই। তা' ছাড়া, সভাটি নমঃশূদ্র সন্তানের শিক্ষা ও দীনহীনের প্রতিপালন বিষয়েও অনেক উদ্যোগী আছেন, শুনা যায়। ফলতঃ এ সকল উপকারী অনুষ্ঠান সভার গৌরবের কথাই বলিতে হইবে!

—মধ্য-বঙ্গ-রেলের এক জন যাত্রী এক টিন তারপিন তৈল লইয়া যাইতেছিল। তেল গড়াইয়া অপর এক ব্যক্তির গায়ে লাগায় সে রাগিয়া উঠে। কিন্তু যাহার তেল সে তেল গড়াইতেছে স্বীকার না করায়, অপর এক জন বুদ্ধিমান যাত্রী পরীক্ষার্থ তাহাতে দেশালাই জ্বালিয়া দেয়। তেলে আগুন লাগায় কাজেই গাড়ি সুদ্ধ জ্বলিয়া উঠে এবং গাড়ী বেগে চলিলেও, পুড়িয়া মরার ভয়ে, যাত্রীরা তাহা হইতে লাফাইয়া পড়ে। তাহাতে অনেকে আহত হইয়াছে এবং কেহ কেহবা একেবারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—৭৮ নং সার্কুলার রোডের বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁহার একশিরার মাদুলিতে রোগ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিতে চান; কিন্তু কেহ কেহ উপকার বা মূল্য ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ করায়, সমিতির রিপোর্টে সে কথা প্রচার হয়। তাহাতে প্রায় বিক্রয় বন্ধ হওয়ায়, তিনি সমিতিতে আসা যাওয়া করেন এবং পূর্ব্বের অপরাধ স্বীকার করিয়া সমিতির কথামত পরীক্ষার জন্য দুই চারি জনকে মাদুলী দেন। সকল স্থলে সমান ফল না পাইলেও তাহা ব্যবহারে সমিতির পরিচিত বাবু ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আজ প্রায় দুই তিন মাস হইতে আর ব্যায়ারাম হয় নাই। তা'ছাড়া, বিজ্ঞাপন দাতা এখনও আবার ছয় মাসের মধ্যে রোগ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিবার অঙ্গীকার-পত্র আমাদিগকে লিখিয়া দিয়াছেন।

চুরি, ডাকাতি, জাল, খুন ইত্যাদি।

—সম্প্রতি কর্ড লাইনের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ হইতে এক জন টেলিগ্রাফ-সিগ্‌ন্যালার পাশ জাল করিয়া রেল গাড়িতে বাড়ী যাইতেছিল; কিন্তু আসানসোল ষ্টেশনে তাহার জাল ধরা পড়ায় তাহাকে পুলিসে দেওয়া হইয়াছে। তাহার জাল করার ফন্দি এই;—একখানি ছাপা টেলিগ্রাফ-ফারমে সে লিখিয়া লইয়াছিল যে, যেন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহাকে টেলিগ্রাফ করিতেছেন,—'তুমি শীঘ্র কোন্নগরে অমুককে রিলিভ করিবে; এই টেলিগ্রাফই তোমার পাশ হইবে।' এইরূপ টেলিগ্রাফ ফারম দেখিয়া, ষ্টেসন-মাষ্টারের সন্দেহ হইল এবং তিনি উক্ত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিয়া সংবাদ আনিলেন যে, তাহা সকলই মিথ্যা। সুতরাং অগত্যা সে পুলিসে সোপরদ্দ হইল।

—গত ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কানাডায় পরমেশ্বরী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের একটি পুত্র সন্তান জন্মে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রটির চারিটি চক্ষু, দুটি দাঁত, বানরের মত মুখ, বেঁকান হাত-পা এবং শূকর বা ইন্দুরের মত নাসিকা হয়। পুত্রের এইরূপ গঠন দেখিয়া পুত্রের মাতা, ধাত্রী ও বাড়ীর অপরাপর সকলে চমকিত হয় এবং রাক্ষস-বোধে তাহার বিনাশ জন্য চেষ্টা পায়। অতঃপর মাতা, ধাত্রী এবং বাটীর অপর তিন জন পুরুষে যোগ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। এইহেতু, প্রাণী-হত্যা-অপরাধে তাহারা সেসন সোপরদ্দ হয় ও সেসনের বিচারে প্রথমতঃ খালাস পায়। কিন্তু তথাপি গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে উহাদিগের সাজা পাইবার পক্ষে বহুল আইন-কানুন দেখাইয়া মাদ্রাজের চিফ-জষ্টিসের নিকট আবেদন করা হয়। তাহাতে বিচারে মাতা, ধাত্রী এবং অপর এক জন আসামীর যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর আদেশ হইয়াছে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৪ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পুলিসের সহায়তা।

অনুসন্ধান-সমিতির উদ্দেশ্য, সংক্ষেপতঃ জুয়াচোর-দমন, নানারূপের প্রতারণা-প্রবঞ্চনা হইতে সাধারণকে সতর্ক করা এবং সৎব্যবসায়ীর উন্নতিকল্পে সহায়তা। সুতরাং অনেকাংশে অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যের সহিত পুলিসের কার্য্য-বিশেষেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। পুলিশ যেরূপ চুরি, ডাকাতি, জাল, খুন প্রভৃতির প্রতিকার বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত আছেন, সমিতিও সেইরূপেরই কতক সভ্যতর প্রতারণা-প্রবঞ্চনার নিবারণ বিষয়ে চেষ্টা পাইতেছেন।

সমিতি যেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আপাততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার উপর কোন ক্ষমতা চালাইবার ভার পুলিসের উপর নাই। চুরি ডাকাতি প্রভৃতিতে যেমন পুলিস সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বাদী থাকিয়া আসামীর দণ্ড-বিধান পক্ষে যোগ দিতে পারেন; জানা যায়, এ সকল রকমের জুয়াচুরী ব্যাপার তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে সেরূপ পরিগণিত নহে। আর, তাহা না থাকারও কারণ স্বতঃই এই মনে লয় যে, এ সকল রকমের জুয়াচুরী নূতন আমদানী। দিন দিন দেশে যেমন লোক-শিক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নূতন নূতন মতলব বাহির হইতেছে। কাজেই আইনের পূর্ব্বতন বিধিতে উহার কোন সাক্ষাৎ-প্রতিকার উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। আর, এতদিন লোকে তো এত বিলাতি-আমদানী মতলবও জানিত না! কাজেই সেরূপ বিধানেরও ততটা আবশ্যক হয় নাই।

কিন্তু এখন সেরূপ বিধানের আবশ্যক দেখিতেছি। দিন দিন যেরূপ সকল নূতন নূতন জুয়াচুরীর সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে প্রত্যক্ষ পুলিসের দ্বারা তাহার প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য বোধ করি। অনুসন্ধান-সমিতি জুয়াচোরের জুয়াচুরী প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সতর্ক করিতে পারেন এবং সাধারণে সে সম্বন্ধে সতর্ক হইলে জুয়াচোরের হদ্দ ব্যবসায় বন্ধ হইয়া আসে। কিন্তু তাহাদের পক্ষে সে শাস্তিই কি প্রচুর শাস্তি?—কখনই না। এখন, বাস্তবিক তাহাদের যদি প্রকৃত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহাহইলে বর্ত্তমান আইনমত এক জনকে ফরিয়াদি খাড়া করিয়া আদালতে দস্তুর মত মামলা-মকর্দ্দমা চালাইলে তবে তাহার প্রতিকার সম্ভাবনা। কিন্তু সেরূপ প্রণালীর কি কোন কার্য্যকারিতা আছে? আমাদের তো তাহা বোধ হয় না। প্রলোভনে পড়িয়া শিলেট-চট্টগ্রাম বা ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর হইতে কেহ কলিকাতার এক জন প্রবঞ্চকের নিকট

ঠকিলেন, তাঁহার পক্ষে কি সেই সামান্যের জন্য চাল-চিড়া বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া মকর্দ্দমা চালান সম্ভব? আর, তাহাদের আনিয়া সমিতির পক্ষেও সর্ব্বদা আয়ত্ত নয় যে, সে বৃহৎ শ্রাদ্ধ-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন।

এরূপ স্থলে, এরূপ সকল বিষয়, যদি পুলিসের চক্ষে ধরিয়া দেওয়া যায় ও তাহা হইতে প্রমাণ্য বুঝিয়া পুলিস সে বিষয়ে স্বয়ং তদারক-তল্লাসের ভার লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এরূপ হইলে, আমাদিগের নিকট যে সকল প্রতারণার প্রমাণাদি থাকে, আমরা তাহা পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি এবং পুলিসের সহায়তায় তাহার সন্ধান বাহির হওয়াও দুষ্কর হয় না। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের প্রতি এই টুকু কৃপা করেন যে, আমাদের আবেদন মত প্রমাণাদি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে পুলিসের দ্বারা তদন্তে এই সকল ব্যাপারের বিহিত হয়, তবেই দেশের সমূহ উপকার সম্ভাবনা। নতুবা এ সব জুয়াচুরী দেশের বড়ই অনিষ্ট করিবে। আমরা আশা করি, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের এ প্রস্তাব শুনিবেন এবং এরূপ হইলে আমরাই অনেক প্রত্যক্ষ জুয়াচুরী পুলিসের হাতে হাতে দেখাইয়া দিতে পারিব।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। বাবু বেচুলাল বেণিয়া, ১১ নম্বর শিব-ঠাকুর্শ লেন, কলিকাতা। ইহাঁর সম্বন্ধে আমরা নানা বিষয়ের নানা অভিযোগ পাই। প্রথমতঃ ইনি "রণরঙ্গিণী" নামক পুস্তকের এক জমকাল বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া অনেকের নিকট টাকা লন। পুস্তকের কয়েক সংখ্যা-মাত্র প্রকাশ করিয়াই এখন নীরব। লোকে টাকার তাগাদা বা পুস্তক চাহিয়া পত্র লিখিলে

...মান ফল না পাইলেও তাহ...

উত্তরই নাই। এভিন্ন, ইনি মধ্যে একবার "নব-বঙ্গবাসী" নামে বঙ্গবাসীর আকারে এক কাগজ বাহির করিতে যান; তাহাতেও কেহ কেহ প্রতারিত, জানিতে পাই। তা'ছাড়া ইনি কখনও 'ভুতপঞ্চানন্দ' সম্পাদক হইয়া, কখন বা 'হনুমানের বস্ত্র হরণ', কমলিনীর মধুচাক্‌ ও ছোট বৌয়ের বম্বাচাক্‌ প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা জানাইয়াও দেখা দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অভিযোগ জানাইয়া লোকজন পাঠাইলে ইহাঁরও সাক্ষাৎ মেলা ভার। বেচুলাল বাবু এখনও এ সকল অভিযোগের মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক কি?

২। ইতিপূর্ব্বে জীবনকৃষ্ণ সেন এই নামে 'সমর্থ-কোষ' নামক এক অভিধানের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। অনুষ্ঠান-পত্রে নানা রূপের ছটাসহ লেখা থাকে, পুস্তক ফরমায় ফরমায় বাহির হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে। কিন্তু এতাবৎ তাহা বাহির না হওয়ায় অনেকে অভিযোগ করেন এবং এমন কি, তন্মধ্যের মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নামে নালিস করিতেও প্রস্তুত হন। কিন্তু দেখিতেছি, সম্প্রতি ভবানীপুর হইতে বাবু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"আমি বিগত সোমবার ২৪এ অক্টোবর মহামান্য ছোট আদালতে রিভাইজিং রেজিষ্টরের বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, জীবনকৃষ্ণ সেন নামক একজন লোক 'সমর্থ-কোষ' নামক একখানি অভিধান দুই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিবার অঙ্গীকার-পত্র মুদ্রিত করিয়া ভদ্রলোকদিগকে গ্রাহকশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া বিস্তর পয়সা লইয়াছেন। মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী নামক গ্রাহকশ্রেণীতে ভুক্ত একজন ভদ্রলোক তাঁহার নামে উক্ত আদালতে অঙ্গীকার-পত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়ও বহুদিন হইল এখনও তিনি(সি) সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না, সেইজন্য তাঁহার মূল্যের দাবিতে অভিযোগ করিয়াছিলেন

বিচারপতি মন্মথ বাবুর এজাহার শুনিয়া সম্পূর্ণ ডিক্রী দিলেন।"—ফরমায় ফরমায় পুস্তক লইয়া লোককে সাধারণতই ঠকিতে দেখা যায়; কিন্তু লোকে তবুও বোঝে না, এই দুঃখ।

৩। মিত্র এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইহাঁদের নাম ও ঠিকানা দিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে নানারূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইত। তন্মধ্যে সকল সম্বন্ধে সমান অভিযোগ না পাইলেও, কিন্তু; ইহাঁদের বিজ্ঞাপিত 'প্রেমানন্দ দাসের কবিতা-সংগ্রহ' সম্বন্ধে নানা অভিযোগ পাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল অভিযোগ সহ উহাঁদের ঠিকানায় লোক পাঠাইলে সাক্ষাৎ নাই। আপাততঃ সেখানে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা এ বিষয় শুনিয়াই অবাক! পূর্ব্বে আমরা শুনিয়া ছিলাম যে, মিত্র কোম্পানির উদ্দেশ্য সৎ ছিল? কিন্তু এখন অভিযোক্তাগণকে তুষ্ট করিয়া তাঁহারা সে সততার পরিচয় দেবেন কি?

৪। পত্রিকার দেয় মূল্য চাহিয়া পাঠানয়, নারায়ণচন্দ্র মোহান্ত নামক সঞ্জীবনী পত্রিকার জনৈক গ্রাহক পুরী হইতে তাঁহাদিগকে লিখিয়াছেন,—"আপনাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া গরাণহাটার সরকারকোং'র অধর সরকারের নিকট তাহার বিজ্ঞাপিত 'মৎস্য পুরাণের' জন্য তিন টাকা ছয় আনা পাঠাই; কিন্তু অদ্যাবধি পুস্তকও পাইলাম না। সে যখন আপনার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আমাকে ঠকাইয়াছে, তখন সে জন্য আপনারাই দায়ী। সুতরাং সেই তিন টাকা ছয় আনা আদায় করিয়া তাহা হইতে আপনাদের দাম কাটিয়া লইবেন।" বিশেষ না জানিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ অবশ্যই প্রশংসার কথা নহে; তবে গ্রহকের দোষে, অনেক স্থলে বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের জীবিকা হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনের জন্য দায়ী নহেন, এ কথা সাধারণকে জানাইয়া দেওয়ায় সে দোষ তাঁহাদের পক্ষে সম্যক বর্ত্তিতে পারে না। তবে গ্রাহক মহাশয়েরা লোভে পড়িয়া ভুলিবেন, সে দোষ কি তাঁহাদের নিজের নয়? টাকা পাঠাইবার সময় তাহার সত্যাসত্য জানিতেও যে দেরী সয় না?

বিলাতী জুয়াচুরী।

একদিন প্রতঃকালে, একটী মেম সাহেব কোন বিলাতী ডাক্তারখানায় আসিয়া উপস্থিত; আসিয়া ডাক্তার সাহেবকে তাঁহার অবসরমত-নির্জ্জনে ডাকিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"মহাশয়, আমার স্বামী আজ বৎসরাবধি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত। ধনের শোকই সেই রোগের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একটী জহুরীর দোকান ছিল; কোন প্রতারকের কুহকে পড়িয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সেই অবধি তাঁহার মুখে কেবল এই বুলি হইয়াছে যে, 'হয় টাকা দেও, নয় জিনিস ফেরত দেও।' তাঁহার মুখে আর অন্য কথা নাই; কেবল ঐ বুলি। অন্য কথা বলিতে গেলে তিনি রাগিয়া উঠেন ও কেবল কর্ক্কশ ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথাই বলেন। তজ্জন্য সংসারে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে; সুখশান্তি লোপপ্রায়! এখন, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার কোন প্রতিকার করেন, তাহাহইলেই আমাদের নিস্তার। যদি বলেন, তবে আজ দুপুর বেলাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি। আর, তাহাহইলে আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সন্তুষ্টও করিব।" মেম সাহেবের কথায় ডাক্তার সাহেব অতঃপর সম্মত হইলেন ও তখনকারমত মেম সাহেব বিদায় লইলেন।

ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর। সকাল সকাল করিয়া মেম সাহেব আহারাদি সারিয়া সাজ-গোজ পরিলেন। অতঃপর —কোম্পানির আড়গোড়ায় গিয়া একখানি ফিটন গাড়ী দস্তরমত ভাড়া করিয়া বাজারে বহির্গত হইলেন। বাজারে গিয়া

ক্রমে—কোম্পানির জহুরীর দোকানে উপস্থিত। গাড়ি হইতে নামিবামাত্র উক্ত কোম্পানির দরোয়ান প্রবেশ-দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিবিকে দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে দোকানদার সাহেবেরাও তাঁহাকে নানারূপ জিনিশপত্র দেখাইতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া ও বাছিয়া গুছিয়া বিবি কতকগুলি জিনিশ খরিদ করিলেন এবং দোকানদারদিগকে বলিলেন, "—ডাক্তার সাহেব আমার স্বামী;—ষ্ট্রীটের ঔষধালয়টি আমাদেরই ডাক্তারখানা। আপনারা আমার সঙ্গে আপনাদের একজন বিশ্বস্ত লোক দেন; আমি ডাক্তারখানায় গিয়া সমস্ত টাকা এখনই চুকাইয়া দিতেছি।" অগত্যা, অনেক টাকার জিনিস বিক্রয় হয় দেখিয়া ও কতকটা দাঁও বুঝিয়াও, দোকানদার সাহেবদেরই এক জন বিবির সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়ি ক্রমশঃ পূর্ব্বকথিত ডাক্তারখানায় আসিয়া পঁহুছিল এবং মেম ও সাহেব উভয়েই গাড়ি হইতে নামিলেন। অতঃপর মেম সাহেব দোকানদার সাহেবকে ডাক্তারখানার হলের ভিতরের একখানি চেয়ারে বসাইয়া, নিজে টাকা আনিবার জন্যই যেন অপর একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে গিয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"প্রাতের কথামত আমার স্বামীকে আনিয়াছি। তিনি হলের মধ্যে দক্ষিণদিকস্থ চেয়ারে বসিয়া আছেন। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেখুন। তবে লোকজনের সাক্ষাতে তাঁহার সে পাগলামি আমি দেখিতে অনিচ্ছুক। সেইহেতু আমি ঐ পশ্চিম দিকের ঘরে বসিয়া থাকিব ও আপনাদের দেখা-শুনা শেষ হইলে, পরে সাক্ষাৎ সকল শুনিব।" অতঃপর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি লইয়া ডাক্তার সাহেব ও তাঁহার দুইচারি জন সহকারী হলের মধ্যে উপবিষ্ট সেই পূর্ব্বকথিত দোকানদার সাহেবটীর নিকট গমন করিলেন। এবং মেম সাহেবও অবসর বুঝিয়া পশ্চিমমুখো হইলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া ক্রমে সেই দোকানদার সাহেবের নিকটস্থ চেয়ারে বসিলেন এবং তাঁহার সহকারীদিগকে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করিতে বলিলেন। এতক্ষণ দোকানদার সাহেব 'ডাক্তার সাহেব টাকা দিতেছেন' ভাবিয়া নীরব ছিলেন। কিন্তু ক্রমে বিলম্ব দেখিয়া ও ডাক্তার সাহেবকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত জানিয়া এবং নিজের অন্য কএকটী কাজের কথাও স্মরণ করিয়া, তিনি ডাক্তার সাহেবকে বলিলেন,—"তবে আপনারা জিনিস ফেরত দেবেন, কি টাকা দেবেন?" ইহাতে বিবির কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তার সাহেব ঈষৎ হাসিয়া উঠিলেন ও কোন কথা কহিলেন না। তাহাতে দোকানদার সাহেব আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া একটু ক্রোধভাব প্রকাশ সহ বলিলেন,—"এখন টাকা না দেন তো জিনিস ফেরত দেন।" কাজেই পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"আচ্ছা তবে দিচ্চি।" —এই বলিয়া সহকারীদিগকে যেন কি ইঙ্গিত করিলেন।

ইঙ্গিতক্রমে তাঁহারা তিন চারি জনে মিলিয়া দোকানদার সাহেবকে পরীক্ষার জন্য ধরিবার কায়দা করিতে লাগিলেন। কাজেই তাহাতে ঠাট্টা বিদ্রূপ ভাবিয়া দোকানদার সাহেবেরও ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন;—"এখন টাকা বা জিনিস ফেরত দেবেন কি না?" বলা বাহুল্য, বারবার এই রূপ টাকার তাগাদা করায় তাঁহারা ক্রমশঃই বদ্ধপাগল জ্ঞানে দোকানদার সাহেবকে কায়দা করিয়া ধরিলেন ও তাঁহার চিৎকারে পুলিস পর্য্যন্ত আসিয়া জমায়েত হইল। কিন্তু সকলেই পাগল জানিয়া পরীক্ষার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিল।

ক্রমে বিপদের উপর বিষম বিপদ দেখিয়া অগত্যা দোকানদার সাহেব কাতরকণ্ঠে চেঁচাইতে লাগিলেন এবং অনুনয় বিনয় সহকারে সমস্ত প্রকৃত কথা বলিতে লাগিলেন। তখন কাজেই ক্রমশঃ ডাক্তার সাহেবের মনেও বিষম সন্দেহের উদয় হইল। সুতরাং দোকানদার সাহেবকে ছাড়িয়া তিনি মেম সাহেবকে ডাকিতে গেলেন।

কিন্তু গিয়া যা দেখিলন, পাঠকগণ তা মনে মনেই বুঝিয়া লউন। মোট কথা, কে যে গাড়ি ভাড়া দেয়, কেই বা ডাক্তারের ফি দেয়, কে যে জহুরীর দাম দেয়, আর কেই বা মেম সাহেবের উদ্দেশ পায়, তাহার আর কোন কূল-কিনারা পাওয়া গেল না।

যোগীর যোগ।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতসর সহরে গণেশ সিংহ নামে এক জন উদাসী ফকির আগমন করে ও তুণ্ডাতলাব ষ্ট্রীটের একটি শীতলা দেবীর মন্দিরসমীপে সে বাস করিতে থাকে। এই সময়ে গ্রামে বসন্ত রোগের কিছু প্রাদুর্ভাব হয় ও লোকের মঙ্গল-কারণ সে দেবীর নিকট যথাবিধি হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন সে শাণিত ছুরিকা দ্বারা আপনার জিহ্বা কাটিয়া ফেলে ও তাহা হোমাগ্নিতে আহুতি দেয় এবং যোড়করে দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার ও দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

ক্রমে তাহার জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ ও তাহাতে বস্ত্রাদি সিক্ত হইতে দেখিয়া তৎপ্রতি স্থানীয় পুলিশের দৃষ্টি পড়িল এবং ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহারা উহাকে হাঁসপাতালে চালান দিবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সে তাহাতে কিছুতেই স্বীকার পাইল না; ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করিল যে, শীতলা দেবীর আদেশ মতই সে ঐরূপ অমানুষিক কার্য্য করিয়াছে ও তাঁহার দ্বারাই সে ব্যাধির শান্তি-আশা করে। কাজেই পুলিসকে নিরস্ত হইতে হইল এবং সে দেবীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে (এটি ২৪এ সেপ্টেম্বরের ঘটনা, সুতরাং ২৬এ সেপ্টেম্বর) ঐ সহরের এক রাণার দশম বর্ষ বয়স্কা কন্যা সেই শীতলামণ্ডপে উপস্থিত হইল এবং প্রকাশ করিল যে, 'জ্বলামুখী ধর্ম্মশালার দেবী তাহার দ্বারাই কতকগুলি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে চাহেন।' তাহাতে গণেশ সিংহ তাহার নিকট আপনার ব্যাধির প্রতিকার-প্রার্থনা জানাইল। অনন্তর বালিকা তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ও তাহার প্রতি দেবীর শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বলিল,— "আগামী কল্যই জিহ্বা পূর্ব্বের আকার ও গুণ প্রাপ্ত হইবে।"

ক্রমে বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল; তাহার কথিত ২৭এ সেপ্টেম্বরই উদাসী গণেশ সিংহের জিহ্বা পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইল। কাজেই সমবেত লোকজন সকলেই বালিকার অদ্ভুত ক্রীয়া দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল এবং তাহার নিকট নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইয়া যোড়করে বালিকাকে ও উদাসী ফকিরকে নানারূপের উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল। ইহাতে দুই তিন দিনের মধ্যে বালিকা প্রায় আট শত টাকা ও গণেশ সিংহ প্রায় দুই শত টাকা প্রাপ্ত হইল এবং দেবীমণ্ডপের পুরোহিতও সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সেলামী পাইলেন।

এই সময় দেবীমণ্ডপে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল; বালিকাকে চর্ব্ব্যচোষ্য গোছের ভোগ প্রদান করিয়া পুরোহিত দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে দেবীর জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন; সহরের সহস্র সহস্র নরনারী বালকবালিকা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য তথায় সমবেত হইল।

এইরূপে ক্রমাগত তিন দিবস ধরিয়া মহা

ধূমধামের পর তাঁহারা সকলে গ্রামের শান্তি-স্থাপন কামনায় গ্রাম-পরিভ্রমণে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গ্রাম নানাবিধ লতামণ্ডপে আচ্ছাদিত হইল; রাস্তাঘাট নানারূপ ফুল ফল ও মূল্যবান বস্ত্রাদিতে শোভা পাইল। সহরের বালক বৃদ্ধ সকলেরই আনন্দ! এমন কি, এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য অমৃতসরে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ!

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, লোকের এত আনন্দে এখন ছাই পড়িতেছে! সিবিল মিলিটারী গেজেট এখন সন্ধান পাইতেছেন যে, ইহার সকলই 'যোগীর যোগ।' ঐ ফকির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অমৃতসরে ব্যবসায়াদি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিপূর্ব্বে সে দেউলিয়া হইয়া পড়ে ও শেষে আজ কয়েক বৎসর হইতে সাধুবেশ ধরিয়া জীবিকা উপায় করিতেছে। কয়েক বৎসরের বহুদর্শিতার পর ও তাহার দলবলের সহিত বহুল পরামর্শ আঁটিয়া সে শেষে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক অর্থকরী উপায় অবলম্বন করে। কোনরূপ ঔষধ ব্যবহারে অথবা কৃত্রিম জিহ্বা কাটিয়া সে এইরূপে লোক ভুলাইয়াছে। সচরাচর বাজীকরগণ ইহার অপেক্ষাও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলেও, এক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সে এইরূপ কারচুপী খেলিয়াছে। যাইহোক, এখন সে দিকে পুলিসেরও নজর পড়িতেছে এবং লোকজনেরও কতকটা চক্ষু ফুটিতেছে।

'আঁক্‌মে বেমারী হুয়া।'

কলিকাতার কোন কোন পল্লীবিশেষে এক রকমের উদাসী ফকিরগোছের কতকগুলি জুয়াচোর আছে। তাহাদের জুয়াচুরীর মন্ত্রের প্রধান অংশ, 'আঁক্‌মে বেমারী হুয়া।' ঐরূপ মন্ত্রাদি উচ্চারণ এবং তাহার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপাদি করিয়া তাহারা সরল লোককে ভুলাইয়া শেষে সর্ব্বস্বান্ত করে। ইহাদের সেই মন্ত্রাদি ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইঃ—

রামশরণ বাবুর বাড়ী বাঙ্গাল-দেশে। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'ভুলো' পরগণায় ডেপুটিগিরি করিতেন। তাঁহার তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ছেলেটির নাম রাধারমণ, বয়স এই কুড়ি একুশ। অপরগুলির নাম আমরা জানিতে পারি নাই; তবে দেখিয়াছি, প্রায় বয়সে সকলেই নাবালক। পড়া-শুনায় রাধারমণের বড় আঁট। এমন কি, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার সেই মহামারীর বৎসরেই অতি খাটিয়া খুটিয়া, মফঃস্বল স্কুল হইতেই তিনি পাশ হন।

এতদিন রাধারমণ সপরিবার পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াই পড়া-শুনা করিতেন। কিন্তু এখন তাহার পিতাঠাকুর 'ভুলো' পরগণায় বদলী হওয়ায় ও সেখানে তাঁহার পড়াশুনার উপযোগী ভালরূপ কোন স্কুল-কলেজ না থাকায়, কাজেই তাঁহার পড়ার উপযোগী কোন ভালরূপ বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হইল। কর্ম্মস্থানের জল হাওয়ার বিষয় ও প্রধানতঃ শীঘ্র বদলি হইয়া আসিবার আশায় অনেক বিবেচনার পর শেষে সপরিবার কলিকাতায় রাখিয়া পুত্রকে পড়ানই রামশরণ বাবু স্থির করিলেন।

অতঃপর কলিকাতায় শোভাবাজার পল্লীতে একটি বাড়ী স্থির হইল এবং তথায় রাধারমণের উপরই সংসার-ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহার পিতা কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

রাধারমণ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন, এই তাঁহার সবে 'ফাষ্ট ইয়ার।' একদিন কলেজ হইতে তিনি বাড়ী আসিতেছেন, এমন সময় মেছুয়াবাজার ও চিৎপুর রোডের মোড়ে তাঁহার সহিত একজন মুসলমান ফকিরের সাক্ষাৎ হইল। ফকির সাহেব ক্রমে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার চোখের প্রতি তাকাইতে

লাগিল এবং ক্ষণকাল তাকাইতে তাকাইতে রাধারমণকে ডাকিল,—"বাবু সাহেব, শুনুন, শুনুন।" ডাকিয়াই আবার বলিল,—"আপ্‌কা আঁক্‌মে তো বেমারী হুয়া।"

সহরে নবাগত সরল রাধারমণ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সেই ফকিরের নিকট গেলেন। ফকির তখন ভাল করিয়া আবার তাঁহার চক্ষু দুটি দেখিয়া কানে কানে বলিল,—"আপনার কি কোন ব্যারাম আছে? আপনার চক্ষু দেখিয়া তো আমার বোধ হইতেছে, আপনার শরীরে এক শঙ্কট ক্ষয়-পীড়া জন্মিয়াছে। আপনি পীড়ার বিষয় অবশ্য মনে মনে বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাহার প্রতিকার-বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা পাইতেছেন কি? আমার বোধ হয়, না। এ ক্ষয়কারী পীড়ার লক্ষণাদি প্রথমে সাধারণে বুঝিতে পারেন না। দুই চারি দিনের মধ্যে শরীর যখন একেবারে মাটী হইয়া আসে, তখনই ইহার জন্য ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিয়া টাকার শ্রাদ্ধ হয়; অথচ কোন ফল পাওয়া যায় না। কলিকাতায় আসিয়া অবধি নানারূপ অনিয়মে আপনার এ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনি হদ্দ দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ কাল যে আপনার চক্ষু জ্বলে, গা মাটিমাটি করে, যা'খান তাই জীর্ণ হয় না, পড়িতে গেলে শুইতে ইচ্ছা করে, কাহারও সহিত দেখা শুনা বা কথাবার্ত্তায় মন যায় না,—এসকল সেই রোগের নিদান অবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ। আর দিন চারের মধ্যে দেখিবেন, ঐ সকল উপসর্গ আরও বাড়িয়াছে এবং আপনি শয্যাগত আছেন। তখন বিষম জ্বর এবং তৎসহ ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ, পেটের পীড়া রক্তামাশায়, হস্ত পদ স্ফীত ও চক্ষু রক্তশূন্য হইয়া আসিবে এবং আপনাকে রক্ষা করা দায় হইবে।

"আমি ফকির মানুষ বলিয়া আমার কথায় যদি অবিশ্বাস হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে আপনারই শুভ-কামনা করিয়া এইটুকু বলিয়া রাখি যে, আপনি আর কিছু করুন না করুন, অন্ততঃ আমার কথা মতও আজই একবার ডাক্তারের বাড়ী যাবেন। তারপর, তিনি কিছু বলেন, ভালই; না বলেন, আমায় মিথ্যাবাদী স্থির করিবেন। ফলতঃ ইহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আপনার শুভ কামনাতেই বলিতেছি, আজই একবার ডাক্তারের বাড়ী যাবেন।"

ফকিরের কথা শুনিয়া রাধারমণ স্তম্ভিত হইলেন। বিশেষ, তাঁহার কএকটি শারীরিক ক্রিয়ার সহিত ফকিরের শঙ্কার মিল হওয়াতেই তাঁহাকে আরও ভীত হইতে হইল। হতভম্ব হইয়া ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়াই কিছু চিন্তার পর ফকিরকে যেন কি বলিতে গেলেন।

এমন সময় একটি ভদ্রবেশ বাঙ্গালী বাবু সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি ফকির সাহেবকে দেখিয়াই তটস্থ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং পরে কুশল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন —"এই আপনার নিস্বার্থ দয়াতেই বাঁচিয়াছি; নতুবা এ যাত্রা যে কি হইত, তাহা ঈশ্বরই জানেন। ডাক্তার বৈদ্য দেখাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলে নাই। কেবলমাত্র আপনার একবিন্দু ঔষধ-গুঁড়া সেবনেই সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছি ও এখন বেস সবল সুস্থ শরীরে কাজ কর্ম্ম চালাইতে পারিতেছি।"

আগন্তুকের মুখে এইরূপ শুনিয়াই রাধারমণ আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এক রকম তাঁহাদের কথাতে বাধা দিয়াই বলিলেন,—"মহাশয়, আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে। ব্যাধির যেরূপ লক্ষণ বলিলেন, সত্য সত্যই আমার আজ কাল সেইরূপ ঘটিয়াছে। এখন, আপনি দয়া করিয়া রক্ষা করুন।"

ফকির।—"আপনারা ইয়ং বেঙ্গল; আমার সামান্য গুঁড়ায় আপনাদের বিশ্বাস হইবে কেন? আপনি আজ তো বাড়ী গিয়া একবার

ডাক্তার দেখানগে; তা'রপর তাঁরা যা বলেন, কর্‌লেই চল্‌বে।"

ইহাতে সেই আগন্তুক বাঙ্গালী বাবুটি রাধারমণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনার কি হয়েছে মশায়!" উত্তরে রাধারমণ কিছু কহিতে না কহিতেই ফকির পূর্ব্বমত তাঁহার চক্ষুতে হাত দিয়া বলিল,—"এই দেখুন; আপনার যেরূপ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, এও প্রায় তাইই। তাহা আমি জানিতে পারি ও ঔষধ দিই; কিন্তু এ এখনও প্রথমাবস্থা; সামান্যেই ভাল হওয়ার সম্ভাবনা।"

আগন্তুক।—(চক্ষু পানে তাকাইয়া) "তাই তো! এতো ঠিক্ আমার মত রোগই দেখ্‌চি বটে। যাইহোক, বাবুটি আপনাকে যখন ধরিয়াছেন, তখন আপনাকেই উহার কিনারা করিতে হইবে। আমারও অনুরোধ, আপনি উহাঁকে কিছু ঔষধ দেন; তা'র পর উহাঁর বিশ্বাস হয়, উনি খাইবেন, না হয় ফেলিয়া দিবেন।"—এই বলিয়া সেই ভদ্রবেশ বাবুটি রাধারমণকে নির্জ্জনে ডাকিলেন এবং তাঁহার কানে কানে যেন কিছু বলিয়া অতঃপর ফকির সাহেবকে সেলাম ঠুকিয়া নিজের গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন।

আগন্তুক বাবুটি চলিয়া গেলে রাধারমণ সন্ন্যাসীকে আরও ঝটেপটে ধরিলেন; বলিলেন, —"আপনাকে ইহার উপায় করিতেই হ'বে।" এবং এই বলিয়া তিনি ফকির সাহেবকে কিছু লোভও দেখাইতে গেলেন।

কিন্তু তদুত্তরে ফকির সাহেব কিছু রোষভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—"আমি ফকির মানুষ; পয়সার প্রত্যাশা রাখি না। আর, কোন রোগ আরোগ্য করিয়া পয়সাগ্রহণ করাতেও আমার গুরুজির নিষেধ-আদেশ আছে। তবে আমার কথায় যদি আপনার ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে (অঙ্গুলি দ্বারা নিকটস্থ একটি বাটী দেখাইয়া) আসুন। ঐখানে আমার বাসা; ওখান হইতে আপনাকে এখনই ঔষধ প্রদান করিতে পারিব। নতুবা ঔষধ তো আর সঙ্গে আনি নাই।"

রাধারমণ সন্ন্যাসীর কথায় যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনে আর কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া একেবারেই বলিলেন,—"তবে চলুন, তাই দেবেন, চলুন।"—এই বলিয়া রাধারমণ ফকিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কটন ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন।

ক্রমে তাঁহারা কটন ষ্ট্রীট দিয়া পশ্চিমমুখে খানিকদূর গিয়া একটী দক্ষিণমুখো গলিতে প্রবেশ করিলেন। সেই গলিতে প্রবেশমাত্রই রাধারমণ পার্শ্বস্থ একটী বাড়ীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই বাড়ীটিই নয়?"

তদুত্তরে ফকির সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এই বাড়ীই বটে; তবে এ দরজা নয়। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে ইহার প্রবেশ দ্বার আছে; আমি সেইখানেই থাকি—সেও এই কাছেই।"

অগত্যা রাধারমণ সেইখানেই চলিলেন। ক্রমে অবিলম্বে সন্ন্যাসী নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই রাধারমণকে বলিলেন,—"আসুন, উপরে আসুন। ঔষধটি উপরের ঘরেই আছে। আপনাকে বাহির দিব চলুন।" ইহার পর একটী অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া রাধারমণের হাত ধরিয়া ফকির সাহেব একেবারে তেতালায় উঠিলেন।

তেতলার একটী ঘরে বিছানা পাতা ছিল ও একটী খানসামা গোছের মুসলমান বসিয়া তামাক ফুকিতেছিল। ফকির সাহেবকে দেখিয়া সে হাতের হুকা রাখিল ও শশব্যস্তে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। অতঃপর "আপনি এইখানে বসুন, আমি ঐ দক্ষিণের ঘর হইতে ঔষধ আনিয়া দিতেছি।"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন এবং রাধারমণ একাকী বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেই বাড়ীর চারিদিকের দরজা বন্ধের শব্দ হইতে লাগিল ও যেন দুই চারিজন লোকজনও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার শব্দ পাওয়া গেল। তাহাতে এবং সন্ন্যাসীর ফিরিতে কিছু বিলম্ব দেখিয়া রাধারমণ কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন এবং "তাইত এ আবার কোথায় এলাম"—এইরূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় সেই ঘরের দুয়ারে কোথা হইতে চারিটী কাফ্রিমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের হস্তে শাণিত তরবারী, তাহারা দেখিতে যেন যমদূতের ন্যায়। হঠাৎ এই বেশে তাহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাধারমণের শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মুখে বাক্যসরিল না। ক্রমে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই যমমূর্ত্তির এক জন বলিয়া উঠিল,—"আজ সকালে তোর বাপের নিকট হ'তে তাঁহারই নিকটে কতকগুলি জিনিস পাঠাবার জন্য দেড় শত টাকার মণি-অর্ডার আসিয়াছে। সে টাকার প্রায় সবই এখনও তোর হাতে আছে। সেই টাকা আমরা যাহাতে এখনই পাইতে পারি, সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, তবে তুই বাঁচিতে পাইবি। নতুবা আমাদের হস্তে এখনই তোর মরণ নিশ্চয়।"

দস্যুদলের মুখে এইরূপ শুনিয়া রাধারমণের বাক্য সরিল না; তিনি অজ্ঞানপ্রায় হইয়া গেলেন। তখন তাহারা আবার বলিল, —"আর দেরি করিতে পারি না। কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। তুই টাকা দিবি কি না বল? না দিলে তোর মুণ্ড নিশ্চয়ই এখনই আমাদের হাতে।"

রাধারমণ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) "আপনারা ইহা বলিতেছেন বটে; কিন্তু আমি এখানে থাকিয়া তা আপনাদিগকে দিব কি করিয়া?"

দস্যুদল।—"দেবার ইচ্ছা থাকিলে এইখানে বসিয়াই দেওয়া যায়। ঐ কালী, কলম, কাগজ রহিয়াছে; তুমি তোমার মাকে এক চিঠি লিখিয়া দাও যে, আমি বাজারে আসিয়া আমার পিতাঠাকুরেরই বরাতী অনেকগুলি জিনিস সুবিধাদরে কিনিয়াছি। আমার অমুক বাক্সের অমুক স্থানে যে একশত টাকা আছে, তাহা এই লোকের মারফৎ সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। আমি উহা পাইলেই দোকানদারের দেনা চুকাইয়া দিয়া জিনিসপত্র লইয়া বাড়ী যাইতেছি।' এইরূপ লিখিয়া লোকের সঙ্গে বাক্সের চাবিও দেও।"

রাধারমণ আর কি করিবেন? অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে তাহাদেরই কথামত এক পত্র লেখা হইল এবং রাধারমণ বাক্সের চাবি দিলেন। পরে দস্যুগণ পত্র ও চাবি লইয়া তাঁহাকে সেই ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া তথা হইতে অদৃশ্য হইল।

ক্রমে একটী সরকার গোছের বাঙ্গালী লোক সেই চিঠি লইয়া রাধারমণদের বাসায় উপস্থিত হইল। স্কুল হইতে রাধারমণের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই বাসার সকলে ভাবিতেছিলেন। এখন অভ্যাগত সরকারকে দেখিয়া ঝি বাড়ীর ভিতরে সেই পত্র লইয়া গেল। পত্র ও বাক্সের চাবি পাইয়া সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। রাধারমণের জননী সেই চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া, তাড়াতাড়ি এক শত টাকা বাহির করিয়া সেই সরকারের মারফত দিলেন। সরকার টাকা লইয়া যথাস্থানে প্রত্যাগত হইল।

তার পর কি হইল, তা আর আজ নহে! কি যে হইল, আপনারা তাহা পনের দিন ধরিয়া এখন ভাবিতে থাকুন; যদি বলিবার উপযুক্ত বোধ হয়, তবে তাহা পরে বলিব।"

রাসলীলা।

হিন্দু-পৌত্তলিকতা এক্ষণে যে অর্থে সাধারণতঃ পৌত্তলিকতা বুঝায়, তাহা নহে। ইহা যে অতি গভীরভাবাপন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীত ইহার গূঢ়তম তত্ত্ব-বিষয়ে সামান্য

বুদ্ধির প্রবেশাধিকার নাই, তাহা যাঁহারা আমাদের শক্তিপূজা এবং কালীপূজা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে। হিন্দু-দেব-প্রতিমা কোন গূঢ়তত্ত্ব প্রহেলিকার বিবৃতিমাত্র। রাসলীলা প্রহেলিকায় কোন অর্থের ব্যক্তি হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক শিক্ষিতদলের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা এবং অন্যান্য গোপিনী সহ বিহার সম্বন্ধীয় ভাবের বর্ণনা শুনিলেই অশ্লীল ও কুৎসিত আমোদ মনে করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অশ্লীল এবং কুৎসিত আচরণ যে ঘৃণার্হ, তাহা স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্যচরিতও যতই নীচ ভাবাপন্ন হউক না কেন, ব্যভিচার সন্দর্শন করিলে যে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা না করিয়া তাহার পূজা করে, এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাসলীলা যদি ব্যভিচার-ব্যঞ্জক হইত, তাহাহইলে সেখানে কি কাহারও মস্তক অবনত হইত? নব্যদলের মধ্যে যাঁহারা রাসলীলা শুনিলেই মুখ বিকৃত করিয়া নয়ন নিমীলিত এবং কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহাও অন্ততঃ একবার ভাবা উচিত যে, আমাদিগের শ্রদ্ধেয় হিন্দু ভ্রাতৃবর্গ, যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত কতই কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন—যেরূপ কষ্ট-স্বীকারের অথবা ত্যাগ-স্বীকারের সদৃশ দৃষ্টান্ত ভূমণ্ডলে অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ—তাঁহারা যে কুৎসিত এবং ঘৃণিত ব্যভিচারের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া অস্বাভাবিকত্বার পরিচয় দিবেন, তাহা কতদূর সঙ্গত। যাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, বাস্তবিকই তাঁহারা ব্যভিচারের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কতদূর বুদ্ধিমান বা উদারস্বভাবাপন্ন মনে করিতে পারা যায়, তাহা সহৃদয় পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন। তবে ধর্ম্মশীল হিন্দু কোন্ মহান ভাবের তত্ত্বানুসরণ করিয়া থাকেন, কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র পাঠ করিয়া তাহারই গূঢ় মর্ম্মভেদ করিবার চেষ্টা করা যায়।

সমাজতত্ত্ব অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কালে সামাজিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন ক্রমানুরূপ ধর্ম্ম-বিকাশ হইয়া থাকে। সমাজের বাল্যাবস্থায় ধর্ম্মভাব যেরূপে বিকশিত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধি অনুসারে বিবিধতত্ত্বের আলোচনা হইয়া ধর্ম্মভাবের গতি কতই বিবিধ পথাবলম্বী হইয়াছে! সমাজের বাল্যাবস্থায় যে যে রুদ্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, বয়োবৃদ্ধি অনুসারে তাহাই ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া শান্তি ও প্রেমে পরিণত হয়। অতএব রুদ্রভাব যেরূপ বাল্যাবস্থার পরিচায়ক, সেইরূপ শান্তি ও প্রেম উন্নত অবস্থার ব্যঞ্জক। রাসলীলা উন্নত সমাজের সেই শান্তি, প্রেম ও ভক্তির ব্যঞ্জনামাত্র। মনুষ্য যতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করে, ততই দেখিতে পায় যে, প্রেমরজ্জুই সমাজ-বন্ধনের প্রধান উপায়। যে সংসারে প্রেম নাই, তথায় ভক্তি এবং শান্তি স্থান পায় না। ইহার অভাবে সংসার যেরূপ নীরস ও ভয়ঙ্কর মরুতুল্য হইয়া উঠে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিলে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। রাসলীলা ঈশ্বরের সহিত সেই প্রেমবন্ধনের প্রতিকৃতি মাত্র। ঈশ্বর আমাদিগের পিতা, মাতা এবং বন্ধু ইহা ভাবিতে গেলেই প্রেম-বন্ধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যতক্ষণ সেই পরম বন্ধুর প্রতি আমরা প্রেম স্থাপন করিতে না পারি, ততক্ষণই আমরা তাঁহা হইতে বহুদূরে আছি। নরনারীকে সেই প্রেমে উন্মত্ত করাই যে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই ধর্ম্ম কি রমণীয়! —কি সুন্দর ভাবাপন্ন! পবিত্রতাপূর্ণ পরম-ধার্ম্মিক ভক্ত উপাসক ঈশ্বরের সহিত ঘনতর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে নায়িকা এবং সেই পরম পুরুষকে নায়কস্বরূপ ভাবিয়া থাকেন [illegible] সহিত ভক্তের যেরূপ সম্বন্ধ হিন্দু-রাসতত্ত্বে চিত্রিত হইয়াছে, উপরে যেরূপ বিবৃত হইল, তাহা কি মধুর! এক্ষণে রাস শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, গোপিনী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের বুৎপত্তি অনুসারে অর্থ দেখিলে রাসলীলার গুঢ়-তত্ত্বের আরও পরিস্কার ব্যাখ্যা হইয়া যাইবে। রাস রস ধাতু হইতে উৎপন্ন; রস নয় প্রকার, —বীর, করুণ, অদ্ভুদ, রৌদ্র, ভয়ানক, আদি, হাস্য, বীভৎস, শান্তি বা প্রেম; কিন্তু রাস বলাতে শান্তি বা প্রেম রসমাত্র বুঝাইয়া থাকে। কৃষ্ণ কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন; কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ বুঝাইয়া থাকে; অর্থাৎ যিনি আপন প্রেমে সমস্ত জগৎ আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনিই কৃষ্ণ, হরি বা জগদীশ্বর। রাধিকা রাধ ধাতু হইতে উৎপন্ন; পুংলিঙ্গে রাধক বা আরাধক; স্ত্রীলিঙ্গে রাধিকা অর্থাৎ উপাসক। গোপিনী, গো-শব্দে পৃথিবী অর্থাৎ যাহারা পৃথিবী হইতে পালিত হয়; পুংলিঙ্গে গো-প, স্ত্রীলিঙ্গে গোপিনী; সমস্ত নর-নারীকেই বুঝাইয়া থাকে। এই কএকটি হইতে সুন্দররূপে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ নর-নারীর প্রেমে মুগ্ধ এবং সেই সমস্ত নরনারীর মধ্যে ভক্ত উপাসকের প্রতি তাঁহার প্রেম সম্বন্ধ অধিকতর দৃঢ়রূপে স্থাপিত। এই রহস্যের বিবৃতিই রাসলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে আমরা রাসতত্ত্বের বীজের ব্যাখ্যা করিলাম। আধুনিক সম্প্রদায়, যাঁহারা ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা কিরূপ পবিত্রতাপূর্ণ মধুর সামগ্রী। এই মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া কত কবি ইহার কতরূপ বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই সেই কবির রুচি অনুসারে হয়তো কোন স্থলে কোন অশ্লীল ভাবের বর্ণন হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের কুরুচির নিমিত্ত যে হিন্দুধর্ম্ম দায়ী নহেন, তাহা বোধ হয়, সকলেরই অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

গ্রাহকগণের সুসংবাদ।

ব্যবসায় করিতে যাইলে সকল সময়ই যে জয়ী হওয়া যায়, এমন নহে। অবস্থা বিশেষে পড়িয়া অনেক সময় সদ্ব্যবসায়ীরও পদস্খলন হওয়া অসম্ভব নহে। অর্থাৎ সদুদ্দেশ্যে চালিত হইয়া কোন সদ্ব্যবসায়ী একটী জিনিসের বিজ্ঞাপন দিলেন; কিন্তু উপযুক্ত গ্রাহক না যুটায় বা অন্য কোন বিশৃঙ্খলা ঘটায় তাহা প্রকাশ হইল না। এরূপ স্থলে, সদ্ব্যবসায়ী যিনি, ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, তিনি যে কোনরূপে গ্রাহকগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা পান। আর, সমিতির দ্বারা এরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে অনেক গ্রাহককেও তুষ্ট করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে সমিতির দ্বারা গ্রাহকগণের এইরূপ পরিতুষ্টির অনেক কথা সংবাদ-পত্রেও প্রকাশ হইয়াছে। সংপ্রতি তন্মধ্যের আরও কএকটি নিম্নে প্রকটিত হইল;—

১। বাবু অঘোর নাথ বরাট, ৯২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইনি 'রাস-মালা' পুস্তক প্রকাশ করিবার বিজ্ঞাপন বাহির করেন ও কোনরূপের বিশৃঙ্খলা ঘটায় তাহা প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। সেইহেতু টাকা আদায় জন্য পয়দা-মালঞ্চীর জমীদার বাবু কৃষ্ণ-চন্দ্র রায় আমাদিগকে পত্র লেখায় অঘোর বাবু তাঁহার প্রাপ্য ৫৲ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং জানা যায়, আরও অনেক অভিযোগকারী গ্রাহককেও তুষ্ট করিতেছেন।

২। বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ, ১২ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে 'সংহিতা' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির করেন ও সে সৎকার্য্যেও উপযুক্ত গ্রাহক না যুটায় কাজেই তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হয়। সেই উপলক্ষে তিনি যে সকল গ্রাহকের টাকা লন, তন্মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে পত্র লেখায় তাহাদের টাকা আমাদের দ্বারাই ফেরত দিতেছেন এবং ক্রমান্বয়ে অপর সকলে [illegible] ঠাইতেছেন, বলেন।

৩। বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল, ৪৬নং পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা। পূর্ব্বে প্রকাশিত রিপোর্টের পরও বেতগড়ীর জমীদার বাবু রাজেন্দ্র কুমার মজুমদারের বরাতি ৫৲পাঁচটাকা এবং ভারতমিহির বন্ধ হওয়ায় তাহার মূল্য বাবদ প্রাপ্য বাবু দারিকানাথ দত্তের বরাতি ৷৵০ বার আনা প্রদান করিয়াছেন। তা'ছাড়া, অন্যান্য অনেক গ্রাহককেও ইনি তুষ্ট করিয়াছেন, এরূপও শুনিতে পাই।

৪। বাবু ইসুফ-আলি হিপতুল্লা, ১০নং রাধাবাজার কলিকাতা। মাদারীপুরের বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ ইহাঁদের নিকট একটি ওয়াচ ঘড়ি সারাইতে পাঠান, ঘড়ি ফেরত পাইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমাদিগকে পত্রলেখেন। তদনুযায়ী লোক পাঠানয় তাঁহারা বিনোদ বাবুকে সেই ঘড়ি পাঠাইয়া দেন এবং কর্ম্মচারিদের দোষে বিলম্বহেতু লজ্জিত হন।

৫। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রাজকৃষ্ণ বাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন; সেইহেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং বীণার পঞ্চম বর্ষের জন্য যে কয় জন গ্রাহক অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াছিলেন, এখন তিনি টাকা ফেরত বা তাহাদের অভিলষিত পুস্তকাদি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেছেন। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যাঁহারা আমাদিগকে পত্র লেখেন, তাঁহাদিগকেও এই মর্ম্মে পত্র দেওয়া হইয়াছে।

৬। ফ্রেড্রিক ডবলিউ মেঃ ডেকর্স লেন, কলিকাতা। গৌহাটী, কামরূপ হইতে ইহাঁদের নিকট এক ব্যক্তি একটি টাইমপিস ও ওয়াচের জন্য টাকা পাঠান। কিন্তু টাইমপিস্‌টি ডাকে ভগ্নাবস্থায় পাওয়ায় ও তাহা সত্বর ফেরত না পা[illegible]দিগকে পত্র লিখিলে উক্ত সাহেব কেরেরাভেদ করিয়া আমাদের লোক পাঠান [illegible]। তাহাতে তাঁহারা লজ্জিত হন এবং সন্তোষসহকারে রসিদাদি চাহিয়া টাইমপিস পাঠান।

এ সম্বন্ধে অদ্য এই পর্য্যন্ত। সকল আদায়-পত্রের কথা কহিবার স্থান বা সময় নাই। তবে সমিতির সংক্ষিপ্ত কার্য্য-প্রণালীর আভাষমাত্র দেওয়া গেল। এখন, চিরদিনই সংব্যবসায়ী ও ক্রেতার সহিত এইরূপ কার্য্য করিতে পারি, এই প্রার্থনা।

গুরুশিষ্যে।

হাবড়ার নিকটস্থ কোন গ্রামে প্রেমদাস গুরুজীর বাস। দেশে বিদেশে গুরুজী মহাশয়ের বেস্ নাম ডাক আছে। তা'ছাড়া, কএকটি উপযুক্ত ভক্ত শিষ্যের নিকটেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। গুরুজী মহাশয়ের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হরকিঙ্কর, শক্তিদাস, হরিচরণ এবং নদীয়ার চাঁদই বিশেষ প্রধান। তদ্ভিন্ন অপর সকলেও তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত প্রণামী দিতে কেহই কোনরূপ কারচুপী খেলে না।

গুরুজীর গুণ সকলই; অন্ততঃ শিষ্যগণেরও এরূপ বিশ্বাস। তবে, আর কিছু না পাইয়া, তাঁহার দোষের মধ্যে দুষ্টলোকে এই টুকু কানাকানি করিত যে, শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি তাঁহার ভক্তচূড় নদীয়ার চাঁদকেই অস্বাভাবিক ভাল বাসিতেন এবং সোদরতুল্য হরিচরণের কথাতেই তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। দুষ্ট লোকে নষ্টামি করিয়া তাহার আবার কারণও দেখাইত; তাহারা বলিত—"বুজরুকরাজ নদীয়ার চাঁদ একদিন তাঁহাকে সাপের মাথার একটি 'প্রত্যক্ষ মাণিক' দিয়াছিল; আর, হরিচরণ সম্পর্কে তাঁ'র 'ভাই' হয়। কাজেই লোভানি যেখানে, ভালবাসা সেইখানে; আর, কনিষ্ঠ কি আর জ্যেষ্ঠের সহিত মিথ্যা কহিতে পারে, এই বিশ্বাসেই গুরুজী মহাশয়ের উহাদের প্রতি ঐরূপ ভাব ছিল।" তা'ছাড়া, পাড়ায় এও রাষ্ট্র ছিল যে, গুরুজী সে 'মাণিকটি' ঐ দুই শিষ্য ভিন্ন তাঁহার অপর দুই প্রধান শিষ্যকেও দেখান নাই।

এই সকল কারণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, আজকাল গুরুজী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অপর প্রধান শিষ্যদ্বয়ের মন কিছু বিগড়াইয়া আসে; কয়দিন ধরিয়া তাহারা নির্জ্জনে বসিয়া কি যেন কি পরামর্শ আঁটিতে থাকে।

এক দিন গুরুজী মহাশয় আহারাদির পর তামাকু ফুঁকিতে ফুঁকিতে মঠ-মন্দিরে শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরিচরণ যেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তথায় আগমন করিল। অন্য দিন গুরুসমীপে আসিয়াই হরিচরণ তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হয় ও কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা পরে বলে; কিন্তু আজ আগেই সে যেন কিছু বলিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহাকে অস্বাভাবিক ব্যগ্র দেখিয়া গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, হরিচরণ, কোন নূতন খবর আছে নাকি?"

হরিচরণের আর দেরী সহিল না; সে তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল,—"সেইজন্যই আজ এখনও খাওয়া-দাওয়াও হয় নাই। আপনাকে কথাটি বলিয়া, পদসেবার পর, আপনার নিদ্রা আসিলে তখন আহারাদি করিয়া আসিব।"

গুরুজী।—"এমন দরকারী কথা কি, বল দেখি, শুনি।"

হরিচরণ।—"কথাটি কি,—এই সেই অমাবস্যার দিন গোধূলি-সময় আপনি যে বাঁশতলার শ্মশানে, হরিদ্বারের গণেশজিউ সন্ন্যাসীর সহিত শক্তিদাসের মত একজনকে বেড়াতে দেখেছিলেন, সে সেইই বটে। আমি আজ স্নানাহ্নিকের পর একটিপ নস্যি নেবার জন্য হরকিঙ্করের কাছে গিয়েছিলেম; কিন্তু গিয়ে দেখি, তা'দের আড্ডাঘরের দুয়ার বন্ধ—ভিতরদিক থেকে একবারে খিল আঁটা। আর, ঘরের মধ্যে যেন দু'জনে কি ফুস্‌ফুস্ কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, শুনা গেল। কাজেই আমি আর না ডাকিয়া সেই দুয়ারে কান (গুরুজীর চতুর শিষ্য কি না!) পাতিলাম। আর একটুখানি এক মনে কান পাতিয়া থাকায় ভিতর হইতে শুনা গেল, হরকিঙ্কর ও শক্তিদাসে যেন সেই সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই কোন কথাবার্ত্তা চলিতেছে। হরকিঙ্কর বলিল,—'শক্তিদাস, তুমি তো বড় চালাক ভাই! এতকাল ধ'রে এত সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেও গুরুজী ম'শায় কিছুই কর্‌তে পারে নি; কিন্তু তুমি এই দিন চারেকের মধ্যেই এমন 'বস্তু' হস্তগত কর্‌লে। তা' যাইহোক, আমাকে এর একটু দিতেই হবে।' উত্তরে—'তা' ভাই, তোমাকে একটু দেব বৈকি!' বলিতেই হরকিঙ্কর আবার বলিল,—'কিন্তু দেখ, যেন এ কথা অঙ্কুশেও গুরুজী টের না পায়। কারণ, সে জানিলে কিছুতেই না নিয়ে ছাড়বে না। আর, তুমি তা'কে যেরূপ ভক্তি কর, সে চাহিলে তুমি তা'কে নিশ্চয়ই দেবে।' অতঃপর—'না তা' হবে না; কালই আমি কল্‌কাতায় চলে যাব। তখন আর কে টের পাবে?'—এই বলিয়া উভয়ে নীরব হইল এবং কি জানি কি বুঝিয়া সেইটিকে লুকাইবার জন্যই যেন চেষ্টা পাইতে লাগিল।"

হরিচরণের কথা শুনিয়াই গুরুজী কিছু চিন্তান্বিত হইলেন এবং ক্ষণকাল মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর, "সকলই অদৃষ্ট! তা'র আর ভাবিলে কি হইবে?" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"হরিচরণ, তা'র পর—"

হরিচরণ।—"তা'রপরই আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিয়াছি। তবে আমার বোধ

হইল যে, আমার এত সন্তর্পণসত্ত্বেও তাহারা শেষে আমায় দেখিতে পাইয়াছে। কারণ, আপনার ঘরের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেই যেন 'হরিচরণ! হরিচরণ!' এইরূপ ভাবের ডাকও—"

এমন সময় গুরুজী তাড়াতাড়ি হরিচরণের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তা'রপর তুমি তো বরাবরই এইখানে আস্‌চো; আর তো কোথাও দাঁড়াও নি?"

"না, আমি" হরিচরণ এইরূপ কি বলিতে যাইতেছে, এমন সময় যেন গুরুজী মহাশয়ের বাড়ীর সদর দরজা ঠেলার শব্দ হইল ও গুরুজীর আদেশে হরিচরণ দরজা খুলিয়া দিতে গেল।

দরজা খুলিতে গিয়া হরিচরণ দেখিতে পাইল, দুয়ারে হরকিঙ্কর ও শক্তিদাস। হরিচরণকে দেখিয়াই তাঁহারা উভয়েই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল,—"হরিচরণ! তোমায় ডাকলেম, তুমি ফিরে এলে যে! যাইহোক, তুমি গুরুজীকে তো কোন কথা বলনি? আমরা কখন কি বকামী করি, রাজা-উজীর মারি, সে সব কি গুরুজীকে বল্‌তে আছে? গুরুজী মান্যমান লোক; বিদ্রূপ-ঠাট্টার কথা তিনি যেন না শুনেন।"

"না, তাঁকে বলবো কেন!"—এইরূপ উত্তর দিতেই—"যদি না বলিয়া থাক, তবে এখন যদি আর বল, তাহাহইলে তোমার বড় দিব্বি—গুরুরই দিব্বি"—এই বলিয়া উভয়ে ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল এবং তদপর কি মনে ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুজী এখন কি করিতেছেন?"

"গুরুজী শয়নে—" হরিচরণ এই কথা বলিতে না বলিতেই "তবে তুমি আমাদের সঙ্গে একবার এস; তোমার সহিত অনেক 'গাঢ়' কথা আছে" বলিয়া শক্তিদাস ও হরকিঙ্কর তাহাকে নিজেদের আড্ডাঘরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

হরিচরণকে পাঠাইয়া দিয়া গুরুজী মনে কালও স্থির থাকিতে পারিলেন না; এতক্ষণ তিনি সকলের অলক্ষে জানালার পাশে বসিয়া একমনে সমুদয় শুনিতেছিলেন ও জানালার ফাঁক দিয়া উকি মারিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, সব কার্য্যই পণ্ড হয়—উহারা হরিচরণকে লইয়া পলাইতেছে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন এককালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং "শক্তিদাস! শক্তিদাস!!" বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাকিতে লাগিলেন।

সংবাদ।

চোরচোর খেলা!

বালকদিগের যেমন লেখা-পড়ায়, সেইরূপ ক্রীড়াকৌতুক সকল বিষয়েই পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ দৃষ্টি না রাখায় যে ফল ফলিতে পারে, তাহার একটি চিত্র এই;—সময় বলেন,—"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাশতে সম্প্রতি একটী অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। কয়েকটী অল্পবয়স্ক বালক (১০ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের পর্য্যন্ত) মিলিত হইয়া, কেহ জজ, কেহ মাজিষ্ট্রেট, কেহ ইনস্পেক্টর, কেহ দারোগা, কেহ চৌকীদার, কেহ চোর সাজিয়া খেলা করিত। পূর্ব্বের ন্যায়, ঘটনার দিবসেও যে চোর হইয়াছিল, চৌকীদারবেশী বালক আসিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। চৌকীদার চোরকে যেখানে কৃত্রিম ফাঁড়ি ঘর করিয়াছিল, তথায় লইয়া গেল। অমনি দারোগা সাজিয়া আর একটী বালক তথায় আগমন করতঃ, তদন্ত সমাপনান্তে তাহাকে ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিল। ইনস্পেক্টর আবার যে বালক মাজিষ্ট্রেট সাজিয়াছিল, তাহার নিকট চোরকে ধরিয়া লইয়া গেল। বিচার আরম্ভ হইল। দুইটী বালক উকীল সাজিয়া দুই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট নিজে বিচার করিতে পারিল না। যে বালক হাইকোর্টের জজ সাজিয়াছিল, তাহার নিকট মাজিষ্ট্রেট মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। জজের সূক্ষ্ম বিচারে হুকুম হইল যে, চোরের ফাঁসি হইবে। জজের আদেশ মাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে, মাজিষ্ট্রেট তাহা আসামীকে শুনাইল! অমনি এক পিয়ারা গাছে চাদর বাঁধিয়া চোরের গলায় ফাঁসি দিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। একজন বালক স্কন্ধে করিয়া অপরাধীকে তুলিয়া ধরিল। আর একজন বালক সেই চোরের গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দিল। যে কাঁদে করিয়া চোরকে ধরিয়াছিল, সে চোরকে ছাড়িয়া দিল। অমনি সেই হতভাগ্য চোর-বেশধারী বালক ঝুলিতে লাগিল। যখন প্রথমে তাহার গলায় ফাঁসি লাগে তখন হস্ত পদাদি সঞ্চালনে সে অন্য বালকদিগকে তাহা খুলিয়া দিতে সঙ্কেত করে। কিন্তু অন্যান্য বালকেরা সে ইঙ্গিতের গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া, দূরে থাকিয়া হাঁসিতে থাকে। ক্রমে বালকের বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল; সেই ফাঁসিতে লম্বিত বালকের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য বালকেরা অপরাধীর যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ফাঁস খুলিয়া দিল। কিন্তু সে বালকের দেহ অসার নিষ্পন্দ হইয়াছে; শব দেহ পড়িয়া গেল ও সকলে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে পুলিসের জনৈক চৌকীদার সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, তাহার দৃষ্টিপথে সেই মৃত বালকের দেহ পতিত হয়। চৌকীদার তখন সেই মৃত বালককে ফাঁড়ীতে লইয়া যায়। সেই মৃত বালকের ক্রীড়াসঙ্গীরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

দৃষ্টি-বিভ্রাট।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে সময়ে সময়ে একের সহিত অন্যের এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের এক জনকে স্বতঃই আর একজন বলিয়া মনে লয়। এমন কি, এইহেতু সময়ে সময়ে অনেক বিভ্রাটও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে একজন অতি অপরিচিত বিদেশীকেও আপনার অতি নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় বলিয়া বোধ হয় এবং একজনের দোষগুণে অপরে শাস্তি-শান্তি ভোগ করে। সম্প্রতি পারিশ নগরের একটি স্ত্রীলোক, আপিস হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও তাহার স্বামী বাড়ী না আসায়, বড়ই শঙ্কিত হয় এবং পুলিসে গিয়া সেইরূপ সংবাদ জানায়। এমন সময় পুলিসে একটি মৃত দেহ হাজির হয় এবং ঐ স্ত্রীলোকটি তাহাকেই আপনার স্বামী বলিয়া চিনিয়া মর্ম্মভেদী রোদন করে। অতঃপর, পুলিস হইতে পরীক্ষা দ্বারা কে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ জানা যায় এবং আসামীর তল্লাস না হওয়ায় বিচারের পর সে স্বামীর সৎকার করে বলা বাহুল্য, মকর্দ্দমার সময় অনেক সাক্ষী এবং যে আপিসে উহার স্বামী কাজ করিত, সেখানকার মনিবও ঐ মৃত দেহই উহার স্বামী এইরূপ সনাক্ত করে। কিন্তু এই ঘটনার একদিন পরে রাত্রিকালে তাহার স্বামী আসিয়া গৃহে উপস্থিত! হতভাগিনী প্রথমে তাহাকে দেখিয়া 'এ আবার কি?' ভাবিয়া স্তম্ভিত হইল পরে অনেক কথাবার্ত্তা ও পরিচয়াদির পর আর তাহাকে চিনিতে বাকী থাকিল না। এমন কি, যাহারা পূর্ব্বে সেই মৃত দেহকে উহার স্বামী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিল, এখন তাহারা সকলেই একবাক্যে উহাকে স্বামী বলিয়া চিনিল। পরে সন্ধানে জানা গেল, উহার স্বামী বিশেষ কোন কার্য্যে পড়িয়া বাড়িতে না বলিয়াই তাহার কোন বন্ধুর সহিত স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয় এবং সেখান হইতে ঐ দিন ফিরিয়া আসিয়াছে। আর, মৃত ব্যক্তির বাড়ী নিজ পারিশে নহে; অপর

এক পল্লী হইতে ভুলাইয়া আনিয়া দস্যুদল তাহাকে মারিয়া পথে ফেলিয়া দিয়াছে।

ইহা অপেক্ষা আরও একটি ভয়াবহ ঘটনা গত ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সেই সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর লায়ন্স বন্দরে ডাক লইয়া যাইবার সময় জনৈক বাহক হত হয় এবং তাহাকে মারিয়া তাহার নিকট হইতে ৭০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক (অর্থাৎ প্রায় ২৪০০৲ টাকা) কাড়িয়া লয়। এই হত্যাকাণ্ডের সময় দুইটি স্ত্রীলোক এই ঘটনা দেখিতে পায় এবং বুরার মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারকালে তাহারা লেসার্কিস্ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করে। এই সময়েই আদালতে আরও একটি চুরী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় এবং তাহার ফরিয়াদীও সাক্ষীগণের চাক্ষুষ প্রমাণাদির দ্বারা লেসার্কিস্‌কে আসামী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। হত্যা ও এইরূপ নানা অপরাধে বিচারে সুতরাং লেসার্কিসের ফাঁসির হুকুম হইল এবং সে আইনমত তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল।

কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ডুবস্ক নামক প্রকৃত অপরাধী অপর একটি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ধরা পড়িল। তখন, পূর্ব্বতন সকল সাক্ষীই তাহাকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধে লিপ্ত ছিল বলিয়া সনাক্ত করিতে লাগিল এবং তাহাদের ভ্রান্তিতে একজনের প্রাণনাশ জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল।

গঠনের সৌসাদৃশ্য হেতু সচরাচর অনেক স্থলেই এইরূপ বিভ্রাট ঘটিতে দেখা যায়। পথে যাইতে যাইতে অনেক সময় একজন অপরিচিত লোককে যেন আপনার অতি নিকট সম্পর্কীয় বন্ধু বলিয়া মনে হয়। আর, এইরূপ ঘটনা হেতু বিলাতেও অনেক সময় অনেক বিভ্রাট ঘটিয়াছে এবং ইতিহাসেও উহার প্রমাণাদি পাওয়া যায়।

বিবিধ।

—পরীক্ষার প্রশ্নচুরীর সংবাদ নূতন নহে। মাঝে মাঝে প্রায়ই সংবাদ পাওয়া যায় যে, এবার অমুক বিভাগে অমুক বিষয়ের প্রশ্নপত্র চুরী গিয়াছে। কিন্তু এবার আবার একি শুনি? শুনা যায়, সম্প্রতি অযোধ্যা অঞ্চলে জুনিয়ার কর্ম্মচারীদিগের পরীক্ষার দিনে বাজারে প্রশ্নপত্র ও তাহার উত্তর ছাপাইয়া বিক্রয় হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে এই খেলা খেলিতেছিল, সে ধরা পড়িয়াছে এবং পরীক্ষার নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—কোন কোন উৎসব উপলক্ষে সময়ে সময়ে বালকেরা নানারূপ বাজী পোড়াইয়া থাকে। কিন্তু ইহা হইতে যে নানারূপ অনিষ্ট হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গত কালীপূজার রাত্রে ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ বাবু নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক পৌত্র এইরূপ বাজীর বারুদ তাতাইতে গিয়া বারুদ জলিয়া, পুড়িয়া যায় এবং গত জগদ্ধাত্রী পূজার দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এ সকল দেখিয়াও লোকে সাবধান কৈ?

—বিলাতের সকলই বিট্‌কেল! সম্প্রতি শুনা যায়, রস নামক এক ব্যক্তি খাঁদা নাক সুশ্রী করিবার এক কল বাহির করিয়াছেন এবং তিনি না কি আবার কদাকার কৃষ্ণচর্ম্মও গোলাপী রঙে পরিণত করিতে পারেন। তা' ছাড়া বড় কান ছোট ও সুদৃশ্য করিতে এবং বৃদ্ধ বয়সেও শরীরে যৌবনের সৌন্দর্য্য রাখিতেও তিনি নাকি মজবুত আছেন। ঔষধের দামও শুনিতে পাই নাকি কমজম। এখন বিলাসীগণ এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবেন কি?

—০—

অনুসন্ধান।

—:—০:(০):০—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩০এ কার্ত্তিক, ১২৯৪ সাল। [৭ম সংখ্যা।

ঔষধেই অধিক প্রতারণা।

আজকাল সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনেই প্রায় পূর্ণ [illegible] খিতে পাওয়া যায়। শ্যামবাজার হইতে [illegible] কতই চটক—[illegible] সেই দোকানে [illegible] মনে হয়, রো[illegible] বা[illegible] বাহা দশে [illegible] নীচ [illegible] হইবে না,—রোগে বুঝি বা মানুষ আর মরিবে না! সকল রোগেরই সমান ঔষধ; সকল ঔষধই আবার অব্যর্থ! অধিক কি, বিজ্ঞাপনের এমনই চালচটক যে, যিনি যতই চালাকচতুর হউন না কেন, 'অন্ততঃ একবার পরীক্ষার জন্যও', তাঁহাকে তাহা কিনিতে হইবে।

কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, অনেক স্থলেই এই সকল বিজ্ঞাপনের উপরে যেমন চটক, ভিতর তেমনই ফাঁকা। অবশ্যই ইহাতে আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, যাঁহারা ঔষধের বিজ্ঞাপন দেন, তাঁহাদের সকলের বিজ্ঞাপনই ঐরূপ অন্তঃসারশূন্য। সকল জিনিসেরই যেমন ভালমন্দ দু'দিক আছে, আমরা জানি, ঔষধসম্বন্ধেও প্রায়ই সেইরূপ। তবে সময়-বিশেষে কিছু বেশী আর কম। কিন্তু আজ কাল দেখা যায়, ঔষধের বিজ্ঞাপনেই অধিক কারচুপী। দুষ্ট প্রতারকের ভাগই অধিক; তাহার মধ্যে পড়িয়া দু'একজন সৎ লোকও ডুবুডুবু প্রায়। আগে আগে কোন একটি ঔষধের বিষয় প্রচার করিতে হইলে প্রচারক অনেক ভাবিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, পরীক্ষা করিয়া তবে তাহা সাধারণে প্রচার [illegible] দেখিলাম, সাহসী হইতেন। [illegible] তাহাতে কতক[illegible] এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible]রও বেস দু' পয়সা উপার্জ্জনও হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন যে সে একটা যা'তা' জিনিস ঔষধ বলিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা পাইতেছে; আর, তাহাতে ফলও 'তথৈবচ' ফলিতেছে। লোকের পয়সা নষ্ট এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সৎব্যবসায়ীগণেরও অবিশ্বাস-প্রাপ্তি সার হইতেছে।

আজকাল কাজকর্ম্ম না যুটিলেই যেন প্যাটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় বা পুস্তকের ব্যবসায় অনেকের জীবিকা হইয়াছে। প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধেই অভিযোগ পাওয়া যায়, প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা হয় নিরেটের দল, না হয় তো হাতুড়ে ডাক্তার। ইহারা ভাল করিতে না চাক, এমন রোগই নাই এবং তাহার মধ্যে ভালও তো প্রায়ই হইতে শুনা যায় না।

এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতাদের কেহ কেহ আবার অনেক গুপ্তব্যাধিও আরাম করিবার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহারা আরও দোষী। রোগ আরাম করিতে পারুক

TORN PAGES

পারি। ক্রমশঃ সেইদিকে অগ্রসর হয়। আচ্ছাদন-পার্শ্বের ন্যায় ভিতরদিকেও ঐ প্রকার কেশর থাকে। পতঙ্গগণ ইচ্ছা করিলে প্রবেশ-দ্বার হইতে, পলায়ন করিতে পারে; কিন্তু মধু-পানে মত্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃই কেশরের উৎপত্তিস্থানে গিয়া পড়ে। তথা হইতে তাহারা আর পলায়ন করিতে পারে না; কারণ, উর্দ্ধমুখে উঠিতে হইলে বিপরীতগামী কেশরে আবদ্ধ হয়। তখন তাহারা উড়িবার চেষ্টা করে ও সঞ্চিত মধুতে নিমজ্জিত হইয়া আসন্ন-মৃত্যু ডাকিয়া আনে।

'মশকভোজী আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে। ইহারা প্রায় উর্দ্ধে একফুট। ইহার পাতা কতক পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিয়া উজ্জ্বল নির্য্যাসময় কেশরাচ্ছাদিত ভাগে বিভক্ত ... কিরণে উহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। হয়। ...ধ্য-কি... ...ভোজী উদ্ভিদ্ মশকময় কোন গৃহে এইরূপ এব... রাখিলে মশকের দৌরাত্ম্য অল্প সময়ের ম... নিবারিত হয়। ইহা যে প্রকারে মশক ধরে, তাহা দেখিতে বড়ই চমৎকার! মশক উহাতে নামিবামাত্র উহার ৬টী পদের মধ্যে কোন একটী উহাতে স্পর্শ করিলেই কেশরাগ্রস্থিত মধুময় পদার্থ জড়িত হয় এবং পলাইবার জন্য উহা যত চেষ্টা করিতে থাকে, ততই মধুতে আরও জড়িয়া যায়। ইত্যবসরে কেশরগুলি পতিত মশকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লয়। ও তাহাকে নিষ্পেশিত করিয়া তাহার জীবন-শোণিত পান করে।

সংবাদ।

—ব্রহ্মরাজ্যে মগগণের দৌরাত্ম্য এখনও কমে নাই। সংবাদ পাওয়া যায়, মান্দালয় জেলাতে ডাকাতির আরো খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সেদিন মিঙ্গণু থানায় ছয় জনকে করিয়াছিল। হো—নামক যে ম... ইংরাজের সহায়তা করিত, সেও নাকি গো... হত হইয়াছে। সেই কি ভিনা নামক স্থা... অসংখ্য লোক হত হইয়াছে এবং এইরূ... স্থানে স্থানে অত্যন্ত ডাকাতি চলিতেছে। সম্প্রতি, অংডুঙ্গি নামক স্থানে কতকগুলি পুলিশের লোক গমন করিতেছিল; উক্ত ডাকাতগণ কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া তাহা... দিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। ইহারা একজনকে মারিয়া ফেলিয়া সব অস্ত্রশস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছে ও রোহার্স নামক জনৈক পুলিস পরিদর্শককে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজের অধিকারে ব্রহ্মে না... শান্তি স্থাপনের কথা!

—ডেনিস্ জাতি এরূপ বন্দুক প্রস্তু... করিতেছেন যে, তাহাতে এক সেকেণ্ডে ৬বার আওয়াজ হয়। জগতে মানুষের অসাধ্য ...ই নাই। ...তাহা... ...কাতর।

—ভারতে ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ২২ হাজার ২৯০ টাকার গবর্ণমেণ্ট নোট চলিত আছে। গবর্ণমেণ্টের হাতে ৯ কোটী ৬৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৩ টাকার পয়সা ও মোহরও ১ কোটী ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬০৬ টাকা মূল্যের সোণা রূপা মজুদ আছে।

—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সেহাখালা একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। শুনিতে পাওয়া যায়, অত্রত্য অধিবাসীগণ উক্ত গ্রামস্থ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টিকে প্রবেশিকায় পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

—আফ্রিকার দক্ষিণসীমাস্থ জুলুদেশ আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছে। থিটোওয়ের পুত্র দিনজুলু এখন ইংরাজের আদেশ প্রতি-পালন করিতে কিছুতেই ইচ্ছুক নহেন। শুনা যায়, ইংরাজ নাকি তাঁহাকে দমন জন্য কামান পাতিবেন!

অনুসন্ধান।

—:—০:(০):০—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সাল। [৮ম সংখ্যা।

দু'চার কথা।

অনুসন্ধান-সমিতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি।—অনুসন্ধান-সমিতির সৃষ্টি অবধিই, কর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বুঝিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু না কিছু সহায়তা পাইবার জন্য নানারূপের চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সমিতি গবর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে কোন সহায়তাই পান নাই। এমন কি, ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট যদি কোন জুয়াচোরের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, তবে তাঁহারা প্রায়ই তাহা গায়ে মাখিতে চান নাই। তাহা না চাহিলেও, সমিতি কিন্তু সাধ্যমত কর্ত্তব্য-পালনে চির-দিনই সমান যত্নবান আছেন; কখনও কাহারও ভ্রূকুটীতে টলেন নাই। সম্ভবতঃ সমিতির জুয়াচোর-দমনের সেই একাগ্রতা-হেতুই হউক বা সমিতির সন্ধানে জুয়াচুরীর অত্য-ধিক প্রাদুর্ভাব দেখিয়াই হউক, আজকাল গবর্ণমেণ্টেরও সেদিকে একটু দৃষ্টি পড়িতেছে, দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে সমিতি যে সকল জুয়াচুরির সন্ধান চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়াও, তাহাতে পুলিসের হস্তক্ষেপ করাইতে সক্ষম হন নাই, আজকাল পুলিসকে খুঁজিয়া পাতিয়া সেই সকল ধরিতেও যেন একটু যত্নবান দেখি-তেছি। বড়ই ভরসার কথা বলিতে হইবে যে, আজকাল সমিতির সদনুষ্ঠানে পুলি-সেরও একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রথমে সমিতি স্বয়ং জুয়াচুরীর বিষয় জানাইয়াও যে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সজাগ করিতে পারেন নাই, আজকাল দেখিতে পাই, সেই সকলের তন্ন তন্ন সন্ধান পাইবার জন্য তাঁহা-রাই সমিতির কতক কতক সহায়তা লইতে প্রস্তুত। আর, সেইহেতুই ইতিমধ্যে গবর্ণ-মেণ্টের কোন বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্ম-চারী স্বয়ং সমিতির আপিসে আগমন করেন; এবং সমিতির নিকট কতকগুলি পাকা পাকা জুয়াচোরের সন্ধান লন। তা ছাড়া, সমিতির হস্তে তিনি আরও কতকগুলি জুয়াচোরের সন্ধানের ভার দিয়া গিয়াছেন এবং সমিতির রিপোর্টে প্রকাশিত কতকগুলি বাছাই বাছাই গোছের প্রবঞ্চকের উপরও দৃষ্টি রাখিবেন, আশা দিয়াছেন। আরও, ঐ সকল জুয়া-চুরী নিবারণের ভার প্রত্যক্ষরূপে যাহাতে পুলিস পাইতে পারেন, সে বিষয়েরও আন্দোলন হওয়া উচিত, বলিয়াছেন। যাহাহোক, সমিতির প্রতি এরূপ সামান্য সহানুভূতিতেও আমরা তুষ্ট আছি; কারণ, ইহাতে বরং আশা হইতে পারে যে, এই-রূপে একটু একটু করিয়া ক্রমে এদিকে গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ দৃষ্টিই পড়িতে পারে।

ফলতঃ জুয়াচোরগণের পক্ষে এ সংবাদটুকুও বড় সুসংবাদ নহে।

ডাক-বিভাগই অনেকাংশে জুয়াচুরীর প্রশ্রয়-দাতা।—এদেশে ডাক-বিভাগের স্থষ্টিতে সকলেই বিশেষ সুখী বলিতে হইবে। আর, যে কোন রকমেই হউক, সেই সুখ বৃদ্ধির জন্যও, ডাক-বিভাগ সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এরূপ সদিচ্ছা সত্ত্বেও, সামান্য সামান্য কএকটি বিষয়ে লক্ষ্য না রাখায়, তাঁহাদের সে সৎকার্য্যেও অনেক কুফল ফলিতেছে। এই এক ভ্যালুপেয়েব্‌ল ডাকে জুয়াচোরগণ এক জিনিস বলিয়া তা'র স্থলে আর এক খেলো জিনিস পাঠাইয়া লোক ঠকায়। এরূপ স্থলে, জিনিস পাঠাইবার সময় কি পাঠান হইতেছে, পোষ্টাপিস্ একবার যদি তাহা দেখিয়া পাঠান, তাহাহইলে বহুল অনিষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাহাহইলে জুয়াচোর আর ঠকাইতে পারে না এবং ডাকবিভাগও দেখিয়া-শুনিয়া পাঠাই-য়াছেন বিশ্বাসে, সৎব্যবসায়ীরও পার্শেল আর অবিশ্বাস-হেতু ফিরিয়া আসে না। সুতরাং জুয়াচোরের নির্য্যাতন এবং সৎ-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সহায়তা ইহাতে দ্বিবিধ উপকারই সাধিত হয়। তা ছাড়া, জুয়াচোরগণ এক ঠিকানায় বসিয়া অন্য ঠিকানা ও অন্য নামের যে টাকাকড়ি গ্রহণ করে, সে বিষয়েও যদি সেই লোকের প্রতি ডাক-বিভাগ লক্ষ্য রাখেন, তবে আর ঠকিতে হয় না; এবং বহু-রূপী জুয়াচোরও সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু এপক্ষে ডাকবিভাগকে বড়ই দোষী বলিতে হইবে; কারণ, কোন্ নামের টাকাপত্র, কাহাকে দেওয়া হইল, প্রেরক বা কোন ভদ্রলোকও তাহা জানিতে চাহিলে জানান হয় না। অধিক কি, সমিতিই কএকটি জুয়াচোরকে সাধারণ্য প্রকাশের জন্য অনেক যত্ন করিয়া ডাকবিভাগ হইতে তাহা-দের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাহেন; কিন্তু কিছু-তেই ডাক-বিভাগ তাহা জানান নাই। পরে অনেক কষ্টে, 'ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট' গোছের সন্ধান পাইয়া, তবে সমিতি হইতে তাহাদের কথা সাধারণে প্রচারিত হয়। ফলতঃ ডাক-বিভাগের এরূপ লুকাচুরী (বিশেষ ব্যবসায়ী সম্বন্ধে) থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এখন হইতেও ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ-সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনে যত্নপর হন, এই আমাদের একান্ত বাসনা। এ সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যা অনুসন্ধানেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু আবারও এসব বলিতে হইতেছে, এই ক্ষোভ!

দেশের সংবাদপত্র সকলই জুয়াচুরীর বিশেষ প্রশ্রয়দাতা।—প্রধানতঃ দেশের পত্রিকা-সমূহেই নানারূপের প্রাণভুলান—মনমজান বিজ্ঞাপন বাহির হয় এবং তাহারই মোহ-মন্ত্রে লোক নিয়ত ঠকিয়া থাকে। আজকাল-কার অধিকাংশ সংবাদপত্রের গ্রাহক প্রায়ই 'গ্রাসক' হইয়া দাঁড়ানয় এবং তথাপি মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া নিয়মিত কাগজ বাহির করিতে হওয়ায়, সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণকে কাজেই 'ইঁটপাটখিলে কামড়' দিতে হয়; দু'পয়সা পাইয়া খরচ যোগাইবার জন্য কাজেই তাঁহারা, কতকটা লোভে পড়িয়াও, ঐ সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে যান। কিন্তু তাহাতে ফল হয় এই যে, কতকগুলা ভদ্রলোক অকারণ ঠকিয়া মরে এবং জুয়াচোর দুপয়সা পাইয়া যায়। অধিক কি, সময়ে সময়ে তাহারা বিজ্ঞাপনের দাম দিতেও কারচুপি খেলে। আজকাল সমিতির উপর অনেক সম্পাদকও তাঁহাদের বরাতী অনেক টাকা আদায়ের ভার দিতেছেন। বলিতে কি, তার মধ্যেও ঐরূপ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া টাকা না দেওয়ার দল অনেক

দেখিতে পাওয়া যায়। আর, সে সব অনাদায়ী টাকা, দু' একজন সৎলোকের কাছেই যা আদায় হয়; নহিলে অপর সকল স্থলে প্রায়ই তাগাদাসার! এরূপ স্থলে, সংবাদ-পত্রের অধিকারীগণ যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বিজ্ঞাপন লন, তবে তাঁহাদের নিজের এবং তাঁহাদের গ্রাহকগণের সকলেরই মঙ্গল। আমরা জানি, পয়সার লোভে ঐরূপ নাম-জাদা জুয়াচোরের বিজ্ঞাপন-সকল প্রকাশ-হেতু অনেক সংবাদপত্র অনেক সমাজে অতি হেয় বলিয়া গণিত হয়। আর, এরূপ কারণে সংবাদপত্রের দ্বারা সৎ-ব্যব-সায়েরও বড় অল্প ক্ষতি হইতেছে না। যাইহোক, আমাদের এখনও বাসনা, সংবাদ-পত্রের অধিকারীগণ দেখিয়া-শুনিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে থাকুন; দু'দিন পরে হইলেও, তাহাতে সৎ-ব্যবসায়ীর সহানুভূতি পাইয়া বরং তাঁহাদের উন্নতির সম্ভাবনা।

গ্রাহকের দোষও বড় উপেক্ষার নহে।—অবুঝ গ্রাহকগণ প্রধানতঃ দুই প্রকারে দোষী; এক পক্ষ টাকা দিয়া, অপর পক্ষ টাকা না দিয়া। অনেক গ্রাহকই প্রায় এইরূপ যে, লোভানি দেখিলে পয়সা বাহির করিতে তাঁহাদের আর বিলম্ব সয় না। বিজ্ঞাপনদাতা সৎ কি অসৎ, তাহাদের জিনিস ভাল কি মন্দ, টাকা পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এটুক একবার ভাবিবারও সময় পান না। না বুঝিয়া কাজ করায় সুতরাং ইহাঁদের নিকট প্রকৃত উপকারী বিষয়ও সহানুভূতি পায় না; অথচ ইহাঁরা লোভে পড়িয়া ঠকিয়া মরেন! অপর পক্ষের মতলব প্রায়ই ফাকি দেওয়া; তাঁহারা মিষ্ট কথায় ভালমন্দ যে সে জিনিসেরই গ্রাহক হন ও জিনিস লইয়া পরে আর উপুড় হস্ত করিতে চাহেন না। আর, এইরূপ গ্রাহকের জ্বালাতেই আজকাল দেশের সংবাদপত্র সকলও সসেমিরে। এই দুই দলের গ্রাহকের দোষে সুতরাং এই অপকার হই-তেছে যে, জুয়াচোর মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া দু'পয়সা হাত করিয়া লইতেছে; অথচ ভদ্র ব্যবসায়ী সত্য কহিয়াও মারা যান! ফলতঃ হতভাগ্য দেশের কত দিনে যে চক্ষু ফুটিবে, তাহাই ভাবনার বিষয়!

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। বাবু হরিদাস সেন, ১৮ নং জগন্নাথ দত্তের গলি, কলিকাতা। এই নামে 'রসিক-রাজ' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ১৷৵০ এক টাকা ছ'আনা করিয়া তাহার অগ্রিম মূল্য জমা দিয়া অনেকে পত্রিকা পাইতেছেন না, অভিযোগ পাই। যে সে জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখিয়া হঠাৎ টাকা পাঠানই দোষের কথা; তা'র আর কা'কে কি বলিব?

২। বাবু গুরুদাস সেন, অত্রি-সংহিতা-বিতরণ-কার্য্যালয়, কাশীপুর, কলিকাতা। এই ঠিকানা হইতে বিনামূল্যে 'অত্রি-সংহিতা' ধর্ম্মপুস্তক-বিতরণের জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহাতে লোভে পড়িয়া যাঁহারা গ্রাহক হইতে চাহেন, তাঁহাদের সকলকেই ।১০ সাড়ে চারি আনা করিয়া পুস্তক পাঠাইবার 'মাশুলাদি' পাঠাইতে বলা হয়। আর সকল লোকে তাহাই পাঠান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজি পর্য্যন্ত পুস্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। তাইত! এরূপ নহিলে আর 'বিতরণ' কি?

৩। বাবু নীলমণি ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান্ এম্পা-য়ায়' পত্রিকার ম্যানেজার; পূর্ব্ব ঠিকানা, বহুবাজার ষ্ট্রীট, পরের ঠিকানা নেবুতলা গলি। ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সাপ্তাহিক যখন বাহির হইত, তখন বেশ নিয়ম ছিল। কিন্তু তা'রপর তাহা দৈনিক হওয়াতেই যত গোল বাধিল।

অনেকে ১০৲ দশ টাকা করিয়া দাম দেন; কিন্তু কাগজ পান না। আর পূর্ব্ব ঠিকানায় লোক-জন পাঠাইলেও সাক্ষাৎ নাই। যাইহোক, যদি নীলমণি বাবু প্রভৃতির প্রকৃতই ভাল উদ্দেশ্য থাকে, তবে যেখানেই থাকুন, লোকের টাকাকড়ি যা পাওনা আছে, ফেরত দিলেই তো ভাল হয়! ব্যাচারারা জমা দিয়াই কি অপরাধী?

৪। ৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে 'চাণক্য-শ্লোক' পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহাতেও দাম পাঠাইয়া পুস্তক না-পাওয়ার অভিযোগ পাই। সামান্য দু'এক আনাও যে প্রতারকদিগের নিকট পড়িতে পায় না!

৫। নাজুলি হইতে বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বলেন,—"মহাশয়, বঙ্গবাসী-পত্রিকার বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নামীয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন যে, অগ্রিম ২॥০ টাকা লইয়া পাঁচ হাজার গ্রাহককে পাঁচ হাজার টাকার উপহার ও তৎসঙ্গে এক খানা 'সচিত্র ভিষক-রাজ বিতরণ' করিবেন। এখন উপহার পাওয়া দূরে যাউক, টাকা দিয়া পুস্তকখানা পর্য্যন্তও এতাবত পাইতেছি না। রিপ্লাই কার্ডে কতই পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি কোন উত্তর লিখিলেন না। সুতরাং তিনি একজন জুয়াচোর বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সন্ধান করত জানাইলে বাধিত হইব।"—কখনও বা ৫নং মহেন্দ্র বসুর গলি হইতে, কখনও বা ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে উক্ত ডাক্তার অভিধেয় মহাত্মা, কখনও বা নিজের নামে কখনও বা 'শর্ম্মা ব্রাদার্স' সাজিয়া প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন দিতেন। ইহাঁর কুহকে অনেকেই ঠকিয়াছেন, কিন্তু এখন আর ইহাঁর সাক্ষাৎ নাই। ইনি বুঝি বা একেবারেই ডুব দিয়াছেন!

৬। দেরাদুন, সার্ভে-আফিস হইতে বাবু শশীভূষণ সোম বলেন,—"মহাশয়, ৪র্থ সংখ্যক অনুসন্ধানে দেখিলাম, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক লোক কলিকাতায় প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। সেখান হইতে অল্প টাকাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় এক মাস হইল, প্রায় ১৩০০৲ টাকা লইয়া মসুরি পাহাড় হইতে পলায়ন করিয়াছে। সে ইন্‌কম্-টেক্স কেরাণী ছিল। জানি না, উভয় কিশোরীই এক ব্যক্তি কি না। ইনি ত দেখিতে অতি সুপুরুষ, বর্ণ গৌর, একটু স্থূলকায়। বয়স ২৭।২৮ বৎসর। কলিকাতার প্রতারক কিশোরীর চেহারা কেমন, জানি না। মহাশয়, যদি সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তবে অনেকের উপকার হয়।"—আমরাও সন্ধান পাইলাম, কিশোরীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ফলতঃ পাপ ক'দিন ঢাকা থাকিবে; কর্ম্মের ভোগ অবশ্যই আছে!

৭। সিরাজগঞ্জ, বাগবাটী পোঃ, গাড়ুদহ হইতে বাবু রামগোবিন্দ দে সরকার লিখিয়াছেন,—"গত এপ্রিল মাসে 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রে, 'সুনীতি ও সংবাদ' সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বারাণসীতে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ সুনীতি ও সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষের বরাবর কাগজের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১॥০ দেড় টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠান হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাগজ পাওয়া যাইতেছে না,—তাঁহাকে পত্র লিখিলেও উত্তর দেন না। সীতানাথ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মনিঅর্ডারের রসিদ দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমার নিকট আছে। আপনার সমিতি দ্বারা অনেকেই অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমিও সেই আশাতেই ইহার যে সৎ-পরামর্শ হয়, জানিতে ইচ্ছুক।"—'সুনীতি ও সংবাদ' পত্রিকা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ আরও অভিযোগ পাইতেছি। কিন্তু কাশীর কা[...]

[...]্যক সংবাদ পাওয়া সুবিধার নহে। তবে-[...]ীতি' প্রকাশকের এই কি সুনীতি-শিক্ষা!

[...]৮। ধানাটা, ময়মনসিংহ হইতে বাবু [...]কানাথ রায় লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, ন্যাস-[...]াল ফটোগ্রাফার ও জুয়েলার, ৪৮—১৮,৬৭ নং [...]াপুর ষ্ট্রীট হইতে ডি. মিত্র এণ্ড কোম্পানী [...]াম দিয়া ঢাকার গরিব পত্রিকাতে এই মর্ম্মে [...]ক বিজ্ঞাপন দেয় যে, 'সস্তায় সোণা, টার্কি গোল্ড অর্থাৎ মিত্র কোম্পানীর কেমিকেল সোণা; ইহা কোনরূপ গিল্‌টি বা অন্য কোন-[...]প অস্থায়ী নহে। ইহা ব্যবহারে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়; ইহা অবিকল গিনী সোণার ন্যায়। [...]ূল্য কম; এই সোণার বহুবিধ গহনা, আংটি [...]স্তুত হইয়াছে।' এইরূপ বিজ্ঞাপনে মোহিত [...]ইয়া অত্রস্থানের অনেক লোকে ঐ সোণার [...]হনা আনাইতে বাসনা করে। আমি পরী-[...]ার্থ আমার নামাঙ্কিত ১টী শীল আংটী ([...]াহার মূল্য বিজ্ঞাপনে ৩৲ তিন টাকা লিখি-[...]াছেন।) ৩৲ তিন টাকা মূল্যের ভ্যালুপেয়েবল পার্শেলে পাঠানর জন্য লিখি। সেই আংটী ডি. মিত্র এণ্ড কোম্পানী পাঠাইয়াছেন; প্যাকিং খরচ ডাকমাশুল ইত্যাদিতে ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা দিয়া পার্শেল রাখি। পরে আংটী বাহির করিয়া দেখাতে, আমার সন্দেহ বিবেচনা হওয়ায়, কর্ম্মকার দ্বারা পোড়ানয় ঠিক তামা বাহির হইয়াছে। এখন ইহার কর্ত্তব্য কি, তাহার যুক্তি মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করি।" —সোণার জিনিসেরও যিনি সস্তা খোঁজেন, সে সকল ক্রেতার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি [...]ূতন লাভ হইতে পারে? যদি কেহ বিজ্ঞাপন [...]েয় যে, এক টাকা জমা দিলে দুই বা চার টাকা [...]গদ দিব, বোধ করি, এই সকল সরলচিত্ত লোক তাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারেন!

এতও আছে?

মান্দারা, মাকালপুর পোঃ, হুগলী হইতে [...]াবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় লিখিয়াছেন,—"মহাশয়ানুষ্ঠিত দেশের মঙ্গলকর কার্য্য সকল লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া আমি অদ্য একটী সংবাদ মহাশয়-সমীপে প্রেরণ করিতেছি; তদ্দ্বারায় মহাশয় দেশের একটী মঙ্গলজনক কার্য্য করিবার সূত্র প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালি, পোষ্টাফিস মাকালপুরের এলাকাধীন মান্দারা গ্রাম তারকেশ্বর রেলওয়ে লাইনের হরিপাল ষ্টেসনের ঠিক উত্তর ৫ পাঁচ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ঐ মান্দারা গ্রামবাসী পঞ্চানন সিংহ রায় নামধেয় এক ব্যক্তি ১৯এ কার্ত্তিক তারিখের এডুকেশন গেজেটে ও ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকায় এই মর্ম্মে ঘোষণা দিয়াছে যে, সংহিতাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ২১ একবিংশ খণ্ডে এক প্রস্ত, এরূপ দশ হাজার প্রস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন। পঞ্চানন আপনাকে 'ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিতরণ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ' বলিয়া পরিচয়ও দিয়াছে।

আমি মান্দারা গ্রামবাসী এবং পঞ্চাননের নিকট প্রতিবেশী; আমি পঞ্চাননের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থবল বিশেষরূপ অবগত আছি। তাহার দ্বারায় ঐরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা স্বপ্নেও করা যাইতে পারে না। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রার্থী হইয়া পঞ্চাননকে পত্র লিখিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যুত্তরে ২৲ দুই টাকা ডাকমাশুল পাঠাইবার অনুরোধপত্র পাইতেছেন। কেহ কেহ টাকাও পাঠাইতেছেন।

এখানে ত পঞ্চাননকে কোন সভা বা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতে দেখি না বা শুনি না। অপর কথা দূরে থাক, তাহাকে একটী নিষ্কর্ম্মা লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রস্তাবিত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিতরণের কোন উদ্যোগ-আয়োজনও ত কিছুই নাই! আমরা গ্রামের লোক; ধর্ম্মশাস্ত্র-বিতরণের কথা কিছুই জানি না। তবে গেজেটের হুজুগে গ্রামে প্রবেশ

করায় জানিলাম যে, আমাদের পঞ্চানন 'পঞ্চানন অবতার' হইয়াছেন।"—এরূপ বিতরণের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সমিতির মনেও সন্দেহ হইয়াছিল এবং সমিতি হইতে উক্ত স্থানে লোক পাঠাইবারও বন্দোবস্ত হইতেছিল। কিন্তু যখন বিতরণকর্ত্তার প্রতিবেশীই স্বয়ং এ কথা বলেন, তখন আর তার উত্তর কি?

একখানি নোট দু'খানি করা!

দেশের জুয়াচুরী ধরাই যাঁহাদের কার্য্য, সেই বিভাগীয় কোন প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই:—

"একজন মিষ্টভাষী বিচক্ষণ জুয়াচোর, মধুমাখা মোহিনীবাক্যে নবাগত ধনীগণকে ভুলাইয়া আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ ও তাঁহার স্বদলস্থ ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইনি দলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্য সকলে ইহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইনি উহাদিগকে যখন যে প্রকার আদেশ করিয়া থাকেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা আপত্তিতে সম্পাদিত হয়; যখন স্বদলে পরিবেষ্টিত হইয়া কোন গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত হন, তখন ইহাঁর ভাব-ভঙ্গি, বেশভূষা ও অবস্থা দৃষ্টে অপরিচিত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ইনি কোন স্থানের একজন ধনশালী জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজা। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইনি নিয়তই স্বীয় রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাঁর অনুচরবর্গ এই সহরের ভিতর সর্ব্বস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নবাগত ধনী ব্যক্তিগণের সন্ধান করিয়া থাকেন; ও কেহ আসিলে, তাঁহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া ইহাঁর নিকট অনতিবিলম্বে সমাচার প্রদান করেন। ইনি কোন না কোন ছল-অবলম্বনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে ভুলাইতে আরম্ভ করেন; ও তিনি যে অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত নিজ ভাব দেখাইয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে থাকেন। ইনি রাজার নিকট রাজা, জমীদারের নিকট বড় জমীদার, ব্যবসায়ীর নিকট ধনী মহাজন, ভক্তের নিকট পরম ধার্ম্মিক যোগী পুরুষ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে অবস্থার পক্ষপাতী, ইনি তাহার নিকট সেই অবস্থায় বিরাজ করেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে যখন বুঝিতে পারেন যে, নবাগত ব্যক্তি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছে, তখন আপনার মনোভিষ্ট পূর্ণ করিবার পথ পরিসর করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে আপনার দলস্থিত অপর দুইএক জনকে আনিয়া বড় লোক পরিচয়ে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দেন; ও ক্রমে ক্রমে উহাদের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মনে ঐরূপ এক প্রকার দৃঢ় সংস্কার জন্মাইয়া দেন।

এইরূপে যখন দেখিলেন, তাঁহাদের সকলের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তখন এক দিন তাঁহাকে অন্য সকলের অসাক্ষাতে বলেন,—"মহাশয়, আমি জগদীশ্বরের কৃপায় একটী অভূতপূর্ব্ব রত্ন লাভ করিয়াছি; কিন্তু আপনার মতপরম বন্ধুকে না বলিয়া আমি কোন ক্রমেই থাকিতে পারিলাম না। যে দুই জন বড় লোক মহাশয়ের এখানে আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহাঁর অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্য দেখিতে দেখিতে সম্পন্ন করিয়া দিতে পারেন। মহাশয়, গত কল্য তাঁহারা যখন আমার বৈটকখানায় বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ আমার দুই সহস্র মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজন হইল। কিন্তু তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে সহস্র মুদ্রার একখানি নোট ভিন্ন অন্য কিছু না পাওয়ায় অতিশয় ভাবিত হইলাম। তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিয়া আমার হস্ত হইতে ঐ নোটখানি

করিলেন ও তৎক্ষণাৎ কয়েকটী দ্রব্য ইয়া দেখিতে দেখিতে আর একখানি র টাকার নোট প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অবস্থা দৃষ্টে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনারা খানি নোট প্রস্তুত করিয়া দিলেন সত্য; এই জাল নোট আমি কি প্রকারে অন্য কে দিতে পারি? কারণ, যে ব্যক্তি এই নোট বাজারে বাহির করিবে, সে জাল অপরাধে ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে। খানি নোট যদিচ দেখিতে এক প্রকার ও র মধ্যে কোন্ খানি আসল, কোন্ খানি ল, তাহা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন বটে; ইহাতে যে নম্বর আছে, সেই নম্বরের একখানি প্রকৃত নোট যে নিশ্চয়ই আছে, র আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং রেসি আফিসে এই নোট যাওয়া-মাত্র যে ধরা পড়িবে, তাহা নিশ্চয়।' আমার ঐ কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা কহিলেন,—'মহাশয় আমরা জাল নোট প্রস্তুত করি না। এই নোট জাল নহে যে, যে ব্যক্তি ইহা লইয়া বাজারে বাহির হইবে, সে ধৃত হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে দ্রব্যগুণে না হইতে পারে, এমন কার্য্যই নাই; তবে মনুষ্যগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় কেহই তাহা অবগত নহে। আমরা বহুকষ্টে ও পরিশ্রমে একজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কেবল একটী মাত্র দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ও সেই দ্রব্যের গুণেই আমরা একখানি নোট দুইখানি করিতে পারি। ইহাতে যে নম্বর হয়, তাহা আর কোন নোটে পাওয়া যায় না। সুতরাং ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। আপনি নিশ্চিন্তমনে ঐ নোট করেন্সি-আফিসে পাঠাইয়া দিয়া দেখুন, আমাদিগের কথা সত্য কি মিথ্যা। বিশেষ, আমাদিগের ইহাতে কোন উপকার নাই; কারণ, আমাদের গুরুর আদেশমত ঐ টাকা হইতে একটী মাত্র পয়সা পর্য্যন্তও আমাদিগের নিজ ব্যয়ের অধিকার নাই।' আমি এই সকল শ্রবণ করিয়া ও উহাদিগের উপর অবিশ্বাসের কোন কারণ না দেখিয়া, আমার সরকার দ্বারা ঐ নোটদ্বয় করেন্সি আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেই স্থানের কর্ম্মচারীগণ বিনা আপত্তিতে ঐ নোটদ্বয়ের বিনিময়ে দুই সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ টাকার দ্বারা আমার সেই দিবসের আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপন করিয়া উহাঁদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহারা তৎশ্রবণে বলিয়াছিলেন,—'মহাশয়! আপনি কেবল সহস্র মুদ্রা পাইয়াছেন মাত্র। এই সামান্য উপকারের জন্য আমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে। তবে আপনি যখন আমাদের একজন পরম বন্ধু, তখন আপনার কিছু উপকার করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনি যতগুলি নোট সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখিবেন; কল্য আমরা সেই সমস্ত নোট দ্বিগুণ করিয়া দিব।' তাঁহাদিগের এই কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার নোট যোগাড় করিলাম। অদ্য প্রাতে তাঁহারা পূর্ব্বমত উহা দ্বিগুণ করিয়া দিলে আমি করেন্সি আফিস হইতে উহার বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাশয়ের সহিতও উহাঁদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে; আপনি বলিলেও বোধ হয় উহাঁদিগের সাধ্যমত আপনার উপকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না।"

মনুষ্যগণ অর্থ-উপার্জ্জনের নিমিত্ত সতত রত। যাহার যতই কেন ঐশ্বর্য্য থাকুক না, বিনা কষ্টে অর্থ-উপার্জ্জনের সুযোগ পাইলে সংসারীমাত্রেই যে তাহা হইতে বিরত হয়, জগতে এরূপ লোক অতি বিরল। সুতরাং এই সকল শুনিয়া ঐ নবাগত ধনী ব্যক্তির মনও কিছু বিকৃত হইয়া পড়িল; তাঁহারও

মনোমধ্যে এইরূপে বিনা কষ্টে অর্থ-উপার্জ্জনের লালসা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সময় মত এক দিবস উহাঁদিগকে আগ্রহের সহিত আপন মনবাঞ্ছা জানাইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভাবভঙ্গিতে কতকটা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলেন যে,—"নূতন নোট ভিন্ন এ কার্য্য হইতে পারে না। প্রথমে আপনাকে একখানি দশ টাকার বা কুড়ি টাকার নোট দুইখানি করিয়া দেখাইব। ইহাতে যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহাহইলে যন্ত্রের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি যত টাকার নোট দ্বিগুণ করিয়া দিতে বলিবেন, তাহা করিয়া দিব। কল্য আপনি একখানি দশ বা কুড়ি টাকার নূতন নোট আনাইয়া রাখিবেন; আমরা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়া উহা দ্বিগুণ করিয়া দিব।" নবাগত ধনী ব্যক্তি ক্রমে তাহাই করিলেন; একখানি দশ টাকার নূতন নোট আনাইয়া রাখিলেন; পরদিন যথাসময়ে উক্ত ব্যক্তিত্রয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দিবস কতকগুলি নোটের আকৃতির পার্চমেণ্ট কাগজ, দুইখান পুরু কাচ ও একই প্রকারের দুইটী শিশি (একটী জলে ও অপরটী এ্যাসিডে পূর্ণ) এবং অন্যের অলক্ষিত ভাবে একখানি দশ টাকার ও অপর একখানি কুড়ি টাকার নোট সঙ্গে করিয়া আনিলেন। পরে ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বকথিত মত তাঁহার আনীত সেই নূতন দশ টাকার নোটখানি চাহিয়া লইলেন। উহা তাঁহাদের আনীত একখানি কাচের উপর রাখিলেন ও একখানি পার্চমেণ্ট কাগজ ঐ নোটের উপর রাখিয়া অপর কাচখানি চাপা দিলেন। কিন্তু নোট ও কাগজ ঠিক সমভাবে স্থাপিত করি-

বার ভান করিয়া বার বার ঐ কাচ উঠাই...
বসাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে সু...
মত যে দশ টাকার নোট নিজে সঙ্গে করি...
আনিয়াছিলেন; তাহা ঐ ধনী ব্যক্তির অ...
ক্ষিতে বাহির করিয়া, হস্ত-কৌশলের গুণে
পার্চমেণ্ট কাগজের সহিত পরিবর্ত্ত করি...
ধনী ব্যক্তির প্রদত্ত নোটের উপর উলটাই...
রাখিয়া দিয়া, সেই কাচ দ্বারা চাপা দিলে...
নোট দুইখানির ছাপান পৃষ্ঠা একত্রে রহি...
অর্থাৎ নোট দুইখানি এইরূপ ভাবে স্থাপি...
হইল যে, দুই পার্শ্বের কাচের ভিতর দি...
ছাপান পৃষ্ঠা দেখিতে না পাওয়া যায়। প...
যে শিশিতে জল ছিল, তাহা হইতে কি...
জল ঐ কাচের ভিতরস্থিত নোটের উপর দি...
একখানি বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপ জড়াইয়া বাঁধি...
ঐ ধনী ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিলেন; বলি...
দিলেন যে,—"দুই তিন ঘণ্টা পরে ইহা খুলি...
দেখিতে পাইবেন, একখানি নোট দুইখা...
হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি উহা লইয়া যত্নে...
সহিত আপন বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া, সে...
স্থানে সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলে...
তিন ঘণ্টা অতীত হইলে ধনী ব্যক্তি উ...
নিজে খুলিয়া দেখিলেন যে, প্রকৃতই একখা...
নোট দুইখানি হইয়াছে। সুতরাং ইহা...
তাঁহার মনে আর কোন প্রকার সন্দেহই রহি...
না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—
"আপনারা প্রকৃতই অসাধারণ ব্যক্তি। আ...
নারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার উপর কিঞ্চি...
দয়া প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।' উহাঁর...
বলিলেন,—'এ অতি সামান্য কথা; ইহার জ...
আমাদিগকে আপনার অধিক আর কিছু বলি...
বার প্রয়োজন নাই। আপনি যত টাক...
পারেন, সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এ...
খানি নূতন নোট আনিয়া রাখিবেন। ...
নোটখানি যত টাকারই হউক না কেন, দ্বি...
করিয়া দিব। কিন্তু আপাততঃ ইহাতে ...

...ী টাকার কাজ হইবে, এরূপ বোধ হয়
...; কারণ, যে দ্রব্যগুণে ইহা সম্পাদিত হইবে,
...হা আপাততঃ অল্পমাত্রই আমাদিগের সঙ্গে
...ছে।" এই বলিয়া সেই দিবস তাঁহারা
...ায় হইলেন। পরে ধনী ব্যক্তি লুব্ধ-আশ্বাসে
... হইয়া, উপস্থিত মত যথাসর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া
...হার পরিবর্ত্তে একখানি অধিক মূল্যের
...ন নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। পর
...স দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা আসিয়া
...স্থিত হইলে ঐ নোটখানি তাঁহাদিগকে
...ণ করিলেন। তাঁহারা হস্ত কৌশলের গুণে
...অধিক মূল্যের নোটের পরিবর্ত্তে তাঁহা-
...ার আনীত অল্প মূল্যের একখানি নোট
...বর্ণিত প্রকরণে কাচের উপর রাখিয়া
...খানি পার্চমেণ্ট কাগজ দ্বারা উহা আবৃত
...লেন; ও এ্যাসিডের শিশি হইতে কিছু
...ক পরিমাণে এ্যাসিড উহাতে ঢালিয়া
... বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাঁহাকে
...বার নিমিত্ত দিলেন। তিনি উহা
...ের ভিতর বন্ধ করিয়া তিন ঘণ্টা অপেক্ষা
...িয়া সকলের সহিত সেই স্থলে বসিয়া
...লেন। যাঁহার নিকট সেই অধিক মূল্যের
...টখানি ছিল, তিনি কোন প্রকার ছল
...লম্বনে বাটীর বাহিরে আসিয়া তাহাদিগের
...স্থিত অন্য আর এক ব্যক্তিকে, (যিনি
...ায় একখানি গাড়ীর ভিতর অপেক্ষা করি-
...েছিলেন) ঐ নোটখানি প্রদান করিয়া
...রায় বাটীর ভিতর প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সকলের
... উপবেশন করিলেন। অপর ব্যক্তি
...াতি করেন্সি-আফিসে যাইয়া, ঐ ধনী
...র নাম ও ঠিকানা লিখাইয়া, ঐ নোটের
...র্ত্তে নগদ মুদ্রা লইয়া আপনাদিগের
...ষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এদিকে তিন
...অতীত হইলে ধনী ব্যক্তি অতিশয় আগ্র-
... সহিত উহা খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার
...া পুড়িয়াছে; নোট ও কাগজ পুড়িয়া

গিয়াছে। কিন্তু নোটের স্থানে স্থানে অল্প দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন; কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। উহাঁরা সকলেও ইহা দৃষ্টে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—"যে দ্রব্য-গুণে নোট প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই দ্রব্য বোধ হয় ইহাতে অধিক মাত্রায় পড়িয়াছিল বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। যাহাইউক আপনার দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিব।"

সকলের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে উহাদের দলস্থিত অপর দুইজন ব্যক্তি পুলিশের পোষাক সদৃশ কৃত্রিম পোষাকে সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইল। উহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা সকলে শশব্যস্তে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন; কেবল ধনী ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে কৃত্রিম পুলিশ কর্ম্মচারী-দ্বয় ধনী ব্যক্তিকে বলিলেন,—"আমরা শুনিয়া-ছিলাম যে, আপনি জাল নোট প্রস্তুত করিতেছেন; কিন্তু তাহার উপযোগী কোন দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলাম না বলিয়া আপনি এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন। যাইহোক, আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত আপনি সাবধান হইবেন।" এই বলিয়া কৃত্রিম পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

নবাগত ধনী ব্যক্তি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেন সত্য, তথাপি প্রথম প্রথম দুই এক দিবস তাঁহাদিগের আশায় রহিলেন। কিন্তু সেই দিবস হইতে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ কোন বন্ধুকে ইহার আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শমত তাঁহার সেই নোটের বিষয় করেন্সি আফিসে জানাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি

নিজেই সেই নোটের পরিবর্ত্তে টাকা লইয়া গিয়াছেন। তিনি জাল নোট্ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার এরূপ দশা ঘটিয়াছে, এই কথা প্রকাশ হইবে এই ভাবিয়া, সুতরাং পুলিশে সংবাদ দিতে না পাইয়া মনের কষ্ট মনে রাখিয়া কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখন কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, ঐ টাকা-সকল জুয়াচোরগণ আপনাদিগের মধ্যে যথা নিয়মে বণ্টন করিয়া লইল।

কলিকাতার মধ্যে প্রথমে ঐ একজনই এই কার্য্যের ওস্তাদ ছিলেন ; এখন তাঁহার কতকগুলি শাকরেদ স্বস্ব-প্রধান হইয়া একটী একটী দলের সৃষ্টি করিয়া এই কলিকাতার ভিতর স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে।"

মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতি ?

"মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতি ?"—এই মহা-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে সম্ভবতঃ দুইটী মতের সমালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহাদের বিশ্বাস, মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, তাঁহারা বলেন যে, আমাদের পূর্ব্বাবস্থা পশু হইতে নিকৃষ্ট ছিল ; ক্রমে ক্রমে সভ্যতার আলোক পাইয়া মনুষ্য নামের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিয়াছি। হিন্দু ভিন্ন জগতের প্রায় সমস্ত জাতিরই বিশ্বাস এইরূপ ; কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস স্বতন্ত্র। হিন্দুর মতে মনুষ্যজাতির উত্তরোত্তর অবনতি হইতেছে। মনুষ্যের আদি-জীবনে দেবত্ব লক্ষিত হইত ; কিন্তু এক্ষণে পশুত্ব বিচরণ করিতেছে। সেই উত্তরোত্তর অবস্থার অপকর্ষের সহিত সত্য হইতে ত্রেতা, ত্রেতা হইতে দ্বাপর এবং দ্বাপর হইতে কলি যুগের উৎপত্তি হইয়াছে।

"মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতি" —এই প্রশ্নে হিন্দুর মত এত বিভিন্ন হইল কেন? তবে কি অপরে যাহাকে উন্নতি বলেন, হিন্দু তাহাকে অবনতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন? না অন্যান্য জাতি উন্নতি-অবনতি শব্দে যে অর্থ বুঝেন; হিন্দু তাহা বুঝেন না ? ইহা সম্ভব,—হিন্দুর অর্থ ও শিক্ষা স্বতন্ত্র !

পার্থিব সুখ-ভোগের উৎকর্ষাপকর্ষকে হিন্দু জাতি মনুষ্যের উন্নতি-অবনতি বলিয়া স্বীকার করেন না। আহার-বিহার বাবুগিরির ... বাড়িয়াছে বলিয়া মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে, এ কথা হিন্দুর হৃদয় বুঝে না। এ সকল উন্নতিতে মনুষ্যের পশুত্ব বিমোচন হইয়াছে, এ বিশ্বাস হিন্দুর নাই।

হিন্দু বলেন,—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ
পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেণ
হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

এই শ্লোকের দ্বারা হিন্দুর হৃদয়ভাব ব্যক্ত হইল। সভ্যতা আলোকের উন্নতিকে হিন্দু উন্নতি বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা, ধর্ম্মের শৈথিল্যেই মনুষ্যত্ব লোপ পাইতেছে। ধর্ম্মানুরাগ যতই কমিতেছে, ততই আমাদের পাশবপ্রবৃত্তির প্রাবল্য বা প্রকৃত প্রস্তাবে অবনতি হইতেছে। আত্মসুখের উৎকর্ষকে হিন্দু উন্নতি বলেন না। তাঁহার কাছে ই... য়াদির সেবা অপেক্ষা নিগ্রহে মহত্ব। দয়াশীল ক্ষমাবান, জিতেন্দ্রীয় পুরুষই হিন্দুর চক্ষে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। প্রকৃতি-যুদ্ধে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখাই হিন্দুর প্রধান লক্ষ্য। এই ... আন্তরিক বীরত্বের প্রয়োজন। আন্তরিক বীরত্ব সকলের একরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মনের শক্তি ও সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে হিন্দুর শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ সকলের প্রতি একরূপ নয়। যাঁহার মন ইন্দ্রিয়-সংযমে যতদূর সক্ষম, সমাজে তিনি ততদূর উন্নত হইয়াছেন। এইজন্যই হিন্দুর মধ্যে জাতি-ভেদ, আশ্রম-ভেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ স্থূলদর্শী যাহা বলিতে হয় বলুন, তত্ত্বদর্শী হিন্দুর মতে মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে।

চোরের উচিত শাস্তি।

রুশিয়ার কোন সুদূর পল্লীপ্রান্তে একটী যুবতী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ; ভিতর দিক হইতে দুয়ারের খিল আঁটা। তাহার পিতামাতা নিকটস্থ কোন হাটে গমন করিয়াছেন ; সে একাকী তাই দুয়ার বন্ধ রাখিয়া গৃহের কার্য্য সারিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ বাহির হইতে দুয়ার ঠেলার শব্দ শুনা গেল ; সে ভাবিল, তাহার পিতামাতা বুঝি হাট হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া আসিলেন। তাই সে শশব্যস্তে দুয়ার খুলিয়া দিল।

দুয়ার খুলিবামাত্রই একটি বিকটাকার মনুষ্যকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া যুবতী যুগপৎ লজ্জা ও ভয়ে শয়ন-গৃহ অভিমুখে তাড়াতাড়ি পলাইতে লাগিল। আগত ব্যক্তিই অতঃপর পূর্ব্বরূপ দরজার খিল বন্ধ করিল এবং সেই শয়ন-গৃহে যুবতীর নিকট প্রবেশ করিল। প্রবেশমাত্রেই একখানি শাণিত ছুরিকা দেখাইয়া যুবতীকে বলিল,—"অবাধ্য হইলে বা চীৎকার করিলে এখনই খণ্ড খণ্ড করিব। তোর পিতার টাকা-কড়ি জিনিসপত্র, কি কোথায় আছে, আস্তে আস্তে দেখাইয়া দে ; নহিলে আজ আর তোর নিস্তার নাই।" দস্যুর তাড়নায় যুবতী স্তম্ভিত হইল ; নির্ব্বাক পুত্তলিকার প্রায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে দস্যু তাহার নিকট হইতে যাবতীয় বাক্স-সিন্দুকের চাবি প্রভৃতি কাড়িয়া লইল এবং গৃহে আহারীয় দ্রব্য যা কিছু ছিল ভোজন করিয়া, লুণ্ঠন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

অতঃপর টাকাকড়ি ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া দস্যু কি যেন কি ভাবিল। পরক্ষণে বলিল,—"না, তোকে জীবিত রাখিলে চলিবে না। তুই আমায় চিনিতে পারিয়াছিস্ ; তোকে জীবিত রাখিয়া গেলে আমার অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। তবে তুই আমার কথায় অবহেলা করিস্‌নি ; সেইজন্য তোর প্রতি আমি একটু দয়া করিতে পারি। তোকে যন্ত্রণা না দিয়া বা দগ্ধে দগ্ধে না মারিয়া, সহসা বিনা-কষ্টে তোর যাহাতে মৃত্যু হয় তাই করিব। ছুরি দিয়া না খুঁচাইয়া বা অন্য কোনরূপে না মারিয়া, তোর জন্য দয়া করিয়া, ফাঁসির ব্যবস্থা করিলাম।"

দস্যুর কথায় যুবতীর চক্ষে জল আসিল ; কিন্তু কাঁদিতে না পারিয়াই যেন মূর্চ্ছায় হত-জ্ঞান হইল। দস্যু ক্রমে একগাছি শোণের দড়ি গ্রহণ করিল এবং তাহা বেশ শক্ত করিয়া পাক দিয়া, গৃহস্থিত একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর উঠিয়া, আড়ার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিল। পরে যুবতীর ভারে দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল ; এবং সে পুনরায় সেই চৌকির উপর উঠিয়া দড়ির ফাঁসে হাত দিয়া, সহজে ছিঁড়িয়া যায় কি না টানিয়া দেখিতে গেল।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য ! এমন সময় চৌকিখানি তাহার পদভরে একটু হেলিয়া গেল এবং সে তাহা সোজা করিয়া লইতে যাইবার চেষ্টা পাইলে একেবারে কাত হইয়া পড়িল ; সুতরাং তাহার হাত ফাঁসের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় সে ঝুলিতে লাগিল। ঝুলিবার সময় অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং শেষে ভয়

দেখাইয়াও, যুবতীকে সেই চৌকি সরাইয়া দিতে বলিল। কিন্তু যুবতী তখন জ্ঞানশূন্য; কিছুই শুনিতে বা করিতে পারিল না। দস্যু আপনা-আপনি অনেক ধস্তাধস্তি করিল এবং তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া, সে ফাঁস আরও দৃঢ়রূপে আঁটিয়া গেল।

ক্রমে যুবতীর পিতামাতা হাট হইতে গৃহে ফিরিলেন। দুয়ারে আসিয়া কন্যাকে বারবার ডাকায় কোনও উত্তর পাইলেন না; সুতরাং দুয়ার ভাঙ্গিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং কন্যা ও দস্যুর অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি পুলিশে সংবাদ দিলেন। পরে পুলিশ আসিয়া দেখিল, সে দুষ্ট একজন 'পূরাতন পাপী।' সুতরাং তাহার শাস্তিরও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল। ফলতঃ ইহাকেই বলে, 'যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল।' *

আমার জীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একজন লেখক † বলিয়াছিলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ-জীবনের কার্য্য প্রতিদিন লিখিয়া রাখা উচিত।' নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত, নিজ চরিত্র-গঠনের পক্ষে যত উপকারী, সহস্র পণ্ডিতের সহস্র সহস্র উপদেশ তত উপকারী নয়। লোকে কথায় বলে, 'দেখে শেখার চেয়ে ঠেকে শেখায়' উপদেশ অনেক দিন মনে থাকে। নিজে যা' করি, তা যদি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহাহইলে ঐ লিপিই নিজের অন্তরের যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। আজ আমার মনের যেরূপ অবস্থা, দু'দিন পরে সেরূপ না থাকাই খুব সম্ভব। এমন অবস্থায় যদি নিজের পুরাতন ভাবের কথা লেখা থাকে, তাহাহইলে যখন মন স্থির থাকিবে সে সময় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, বর্ত্তমান ভাবের সহিত তুলনা করিয়া আমার উন্নতি কি অবনতি হইতেছে জানিতে পারিয়া, সাবধান হইতে পারি। দৈনন্দিন-লিপি মানুষের দৈনিক-মূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মূর্ত্তি (Photo) দেখিলে যেমন আমার শরীরের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাই; আবার, শরীরের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে জানিতে পারিলে যেমন শরীরের উন্নতি করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করি; তেমনিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্তরের ছবি, দৈনন্দিন লিপিতে দেখিলে, কত সময় মনের কতরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারি। 'কত সামান্য কারণে অন্তরের কতরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, মনে হইলে মনের কত শিক্ষা হয়।' নিজে না বুঝিয়া কত অপকর্ম্ম করিয়াছি—অতি সামান্য কারণে আমার দ্বারা অপরের কত কষ্ট হইয়াছে—হয়ত সামান্য লজ্জার ভয়ে নিজের মান রক্ষা করিতে গিয়া অপরের মনে কত ব্যাথা দিয়াছি;—মন যখন স্থির থাকে, সে সময় সে সকল স্মরণ

* "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত "দুষ্ট চোরের শাস্তি" প্রবন্ধের মর্ম্ম-অবলম্বনে লিখিত।

† হেন্‌রি জক্কি (Henry Zschokke)র দৈনন্দিন-লিপি প্রদর্শনে লিখিত "Journal of a poor vicar' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে 'দৈনন্দিন লিপি' রক্ষণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লিখিত আছে—"Every body should keep one; because one may learn more from himself than from the wisest books. When by daily setting down our thoughts and feelings, we in a manner pourtray ourselves, we can see at the end of the year how many different faces we have. MAN IS NOT ALWAYS LIKE HIMSELF. *He who says he know himself, can answer for the truth of what he says only at the moment. Few know what they were yesterday, still fewer what they will be to-morrow.* A day-book is useful also, because it helps us to grow in faith in God and Providence. The whole history of the world does not teach us so much about these things as the thoughts, judgments and feelings of a single individual for a twelve-month."

রিতে পারিলে অনেক উপকার হয়; চরিত্র নেক উন্নত হইতে পারে। একজন ইংলীয় লেখক লিখিয়াছেন,—"Man is not ways like himself. মানুষ কখন দবতা, কখন মানুষ, কখনও বা পশু, রাক্ষস, শাচেরও অধম! মানুষ যখন মানুষ থাকে, খন যদি নিজের পিশাচ-মূর্ত্তির ছবি দেখিতে য়, তাহাহইলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন শ্চয়ই, আর যাহাতে তাহাকে সে মূর্ত্তি ধারণ রিতে না হয়, সে জন্য চেষ্টিত হয়। কিন্তু স চিত্র নিজে চিত্রিত না করিলে হইবার ম্ভাবনা নাই। এই জন্যই দৈনন্দিন-লিপি Diary) ব্যবহার খুব ভাল।" বিদ্যালয়ে ই উপদেশ * পাইবার পর হইতেই আমি মার জীবনের কার্য্য লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ রিলাম।

এখন 'আমি কে?'—এ প্রশ্ন দার্শনিক য়; আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ইহার উদ্দেশ্য নয়। থা এই,—

"যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

যদি কেহ কখন, এই কবিবাক্য স্মরণ করিয়া রত্নলোভে আমার এই 'ছাই গাদা' ঘাঁটিতে আসিয়া বলেন,—"আমি আমি করচেন, এ আমি কে?" তাঁহাদিগকে আমি বিনীত ভাবে বলি, সে কথা না তোলাই ভাল। তবু তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য এইখানে আমার কিঞ্চিৎ আত্ম-পরিচয় লিখিয়া রাখিলাম। যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র কাজে লাগে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিক্রমাদিত্য-প্রবর্ত্তিত সম্বতের ১৯১৪ অব্দের ২রা কার্ত্তিক অপরাহ্ণ সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় আমি কলিকাতার অনুমান ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গণ্ডগ্রামে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিলাম, এরূপ শ্রুত আছি। তৎকালে পৃথিবীর অবস্থা বা আমার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। এখন আমি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণকায়। আমার নাম সকলেই জানে, এরূপ একটা ধারণা আমার মনে থাকায়, তাহা আর এস্থলে লিখিয়া রাখা প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি না। যদি কেহ না জানেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

বাল্যকালে আমি লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, এরূপ একটা ধারণা আমার মনে থাকায় নিজের বিদ্যাব্রহ্মণ্য লোককে দেখাইবার জন্যও আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি। আমি যে লেখাপড়া জানি, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, আমি দরিদ্র। কারণ শাস্ত্রে লেখে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরবিবাদ; তাঁহারা একস্থানে থাকিতে পারেন না।

আরও এক কথা, আমি শিল্পি; কারণ, বাল্যকালে আমি পুতুল গড়িতাম ও ছেঁড়া কাগজ পাইলেই তাহাতে ছবি আঁকিতাম; আজিও সে বাতিক ঘোচে নাই। শেষ কথা, পিতৃ পিতামহাদির নামও এস্থলে লেখা আবশ্যক বোধ করিতেছি না। কারণ 'স্বনামো পুরুষো-ধন্যঃ' আমি নিজের নামেই জাহির হইতে চাই।

এই পর্য্যন্ত আমার বাল্য-পরিচয় দিয়া এখন হইতে দৈনন্দিন কার্য্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম।

* আমাদের পূজ্যপাদ শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপদেশ দিয়াছিলেন।—(লেখক)

গুরুশিষ্যে।

"আজ্ঞে, আমায় ডাকুচেন, যাই;"—এই বলিয়াই শক্তিদাস গুরুজি মহাশয়ের কাছে ফিরিল এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল্‌চেন?" গুরুজি শক্তিদাসের হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার কুটীর অভিমুখে লইয়া

যাইবার জন্য যেন ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিলেন; বলিলেন,—"তোমার সহিত আমার একটী বিশেষ কথা আছে। কথাটি নির্জ্জনে বলাই উচিত; সেইজন্যই তুমি একবার আমাদের ও-খানেই এস।" এই বলিয়া গুরুজি কেবলমাত্র শক্তিদাসকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় অবস্থান-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহে প্রবেশমাত্রেই গুরুজী মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া ভিতর দিক্ হইতে প্রবেশ-দ্বারে খিল আঁটিলেন এবং শক্তিদাসকে গৃহস্থিত একখানি চৌকির উপর যত্নসহ বসিতে বলিলেন। পরে শক্তিদাস বসিলেই গুরুজী মহাশয় বলিলেন,—"শক্তিদাস, তোমায় আজ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি আমার কাছে তা' ঠিক ঠিক বলবে কি না, বল।"

শক্তিদাস।—"আজ্ঞে বল্‌বো বই কি! আপনি গুরুদেব; আপনি যা' জিজ্ঞাসা করবেন, তা' আবার বল্‌বো না! যা'যা' জিজ্ঞাসা কত্তে হয়, করুন্; আমি বল্‌চি।"

গুরুজী।—"দেখ, আমার কাছে যেন কিছু ঢেকো না। গুরুর কাছে ঢাক্‌লে মহাপাপ! আচ্ছা, তুমি নয় হরিদ্বারের সেই গণেশজীউ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কি এক অপূর্ব্ব 'বস্তু' পেয়েচ্?"

গুরুজী এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই শক্তিদাস তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"সে সব কথা শোনেন কেন? সে সব ছেলেমানুষি! গণেশজীউ একজন বড় সন্ন্যাসী; তাঁর মন যুগিয়ে তাঁর কাছ থেকে কি আর আদত বস্তু নেওয়া সহজ কথা! তবে আমাদের মন-ভোলানো গোছ যা' কিছু একটু দিয়েচেন, তা কি আর আপনাদের কাছে বলা যায়! তবে আমি নিতান্ত নাছোড়বান্দা; তাই আমাকে ভুলাবার জন্য যা' হয় একটা দিয়েচেন। এ সব আমাদের ছেলেমানুষি; এতে আপনার আর কথা কইবার দরকার নেই। হরিচরণের সঙ্গে আমরা উই বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করি; সে সব আর কি আপনার শুন্‌লে চলে? শোনা ভালও দেখায় না।"

গুরুজী।—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) "না, তা' হ'তে পারে না। গণেশজীউ সন্ন্যাসী পরম ধার্ম্মিক; তিনি যে এক জিনিস ব'লে আর এক জিনিস দেবেন, তা' তো কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। যাইহোক, আমি তোমার স্তোকবাক্য শুন্‌চিনে। আমি তোমার গুরুজী, সেই গুরুজ্ঞানে তুমি আমার সাক্ষাতে সত্য করে বল, সন্ন্যাসীর নিকট তুমি কি পেয়েছ?"

শক্তিদাস।—"আপনি যখন বার বার বল্‌চেন, তখন আপনার নিকট কিছু লুকান উচিত নয়। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একটী 'বস্তু' তিনি আমাকে দিয়েচেন বটে; তবে তা' আর কারও নিকট বলতেও বিশেষ মানা। আর, সেইজন্যই আপনার সঙ্গে আমার এত—।"—এ পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই গুরুজী শক্তিদাসের কথায় বাধা দিলেন এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"যাইহোক আমায় একবার সেটী দেখাতে হবে।"

"আপনাকে দেখাব কি! সে যে কাকেও দেখাতেই মানা।"—অতঃপর শক্তিদাস এইরূপ উত্তর করিতেই, গুরুজী বলিলেন,—"না শক্তিদাস, তা' হবে না; আমাকে একবার সেটী দেখাতেই হবে।"

শক্তিদাস।—"আপনার অনুরোধ এড়ান বড়ই মুস্কিল; যাইহোক আপনি যখন এত করে ধরেচেন, তখন তাঁর বারণ-সত্ত্বেও আপনাকে আমি একবার দেখাচ্ছি। কিন্তু আপনি এই টুকু মাপ করুন যে, কিছুতেই আমি সেটুকু হাত ছাড়া কত্তে পার্‌বো না।"

গুরুজী।—"যাইহোক আমায় দেখাও তো, তারপর আমায় না হয় নাই দেবে। সেটী কি তোমার কাছেই আছে, না আর কোন খান থেকে আন্‌তে হবে?"

শক্তিদাস।—"কাছেই আছে বটে; কিন্তু আপনি বলুন, সেটী চাবেন না; তা'হলে সেটী দেখাতে পারি।"

"আচ্ছা আমি তা চাব না; তুমি দেখাও।"—অতঃপর এই বলিয়া গুরুজী চুপ করিলেন। গুরুজীর কথায় শক্তিদাসও বস্তুটী তাঁহাকে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। আস্তে আস্তে আপনার কাছায় হাত দিল এবং অতি সন্তর্পণে তাহার গিঁট খুলিতে লাগিল। গুরুজীও একদৃষ্টে তাহার কাছার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে শক্তিদাস একটী দু'টী করিয়া নয়টী গিঁট খুলিয়া এক টুকরা কাগজের মোড়ক বাহির করিলেন। মোড়ক খোলার পরে দেখা গেল, তাহাতে তুলায় জড়ান সিন্দুর-মাখান একখানি 'অপূর্ব্ব বস্তু'। তাহা দেখিয়াই গুরুজীর মাথা ঘুরিয়া গেল এবং উহা সন্ন্যাসীপ্রদত্ত 'দিব্য বস্তু' বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তিনি দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা শক্তিদাস, সন্ন্যাসীজী এতে কি কি হয়, বলেচেন্?"

শক্তিদাস।—"গুরুজী মহাশয় তা আর বল্‌বো কি, এ সর্ব্বকামপ্রদ। সন্ন্যাসীজী বলেচেন, এর এক কুচি সঙ্গে রাখতে পারলে যা মনে করবে, তাই হবে।"

গুরুজী।—"সত্যি সত্যি সন্ন্যাসীজী এই বলেচেন? তা যে জিনিস দেখাচ্ছ, এর সে গুণই আছে বটে! তা যাই বল, আর যাই কর, আমায় কিন্তু এর এক কুচি দিতেই হচ্চে। তুমি কত টাকা চাও বা কি নেবে বল; আমি তাই দিতে স্বীকৃত। ফল কথা, আমায় একটু দেওয়াই চাই। আমি আজ একটু না নিয়ে তোমায় কিছুতেই ছাড়চিনে।"

"গুরুজী মশায়, মাপ করুন; আমি তা পার্‌বো না, সন্ন্যাসীজীরও তা মানা আছে। আপনার পায়ে পড়ি, চেয়ে আর লজ্জা দেবেন না।"—এই বলিয়াই শক্তিদাস কিছু চঞ্চল ভাব প্রকাশ করিল, গুরুজীর নিকট হইতে পাশ কাটাইয়া স্থানান্তর যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

গুরুজীও নাছোড়বান্দা; সুতরাং শক্তিদাসকে ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে আরও ঝটেপটে ধরিয়া বলিলেন,—"যাও কোথা; আমার কথা শুন্‌তেই হবে। তুমি বস্তুর এককুচি আমাকে দাও; তার বদলে তুমি যা কিছু চাবে, আমি তাই দিতে রাজি আছি।"

বাহিরে গুরুশিষ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় হরিচরণ অন্দরে গিয়া নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে শক্তিদাসের 'বস্তু' পাওয়ার সংবাদ প্রচার করিল। সেখানে মেয়ে ছেলের মন; শক্তিদাসের বস্তু পাওয়ার সংবাদে সে মন কাজেই টলিল। অন্দরের সকলেই সেই দিব্যবস্তু পাইবার জন্য গুরুজীর অপেক্ষাও যেন ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা বাহির হইতে গুরুজীকে অন্দরে ডাকাইয়া, অপূর্ব্ব বস্তু হস্তগত জন্য উত্তেজিত করিতেও ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু গুরুজী শক্তিদাসকে ছাড়িয়া সহসা অন্দরে আসিতে পারেন না; কাজেই তাঁহাদের ডাকা-ডাকিতেও যাইতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা কি জন্য ডাকিয়াছেন, কতকটা তাহা বুঝিতে পারিলেন; এবং এককুচি সেই জিনিস পাইবার জন্য শক্তিদাসকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বিশেষ পীড়াপীড়ি দেখিয়া শক্তিদাস বলিল,—"আপনি যখন এত ক'রে ধরেচেন, তখন তা' না হয় একটু দিতে পারি। কিন্তু সন্ন্যাসীজী এ ধারণ করার যেরূপ প্রক্রিয়া বলেচেন, আপনি কি তা'তে সম্মত হতে পারবেন্?"

গুরুজী।—"কি প্রক্রিয়া বল; আমি তা'তেই রাজি আছি। এ অপূর্ব্ব জিনিসের জন্য আমার যা' কিছু আছে, আমি সবই ত্যাগ কর্‌তে পারি। তুমি বল, কি প্রক্রিয়া কর্‌তে হবে!"

শক্তিদাস।—(গম্ভীরভাবে) প্রক্রিয়া তেমন শক্ত নয়; তবে সন্ন্যাসীজী বলেচেন, এ যদি আর কাকেও দিতে হয়, তবে উভয়েরই এক সময়ে ধারণ করা উচিত। বস্তুটী সোণার মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া মস্তকের চুলে বাঁধিয়া বা গলায় ঝুলাইয়া রাখাই নিয়ম। তবে মাদুলী অন্ততঃ এক ভরি সোণারও হওয়া উচিত। তা' আমি এখন সে মাদুলী পাই কোথা? তা দু'একদিন যাক্, আমি মাদুলী সংগ্রহ করি; তার পর মাদুলী ধারণ করবার সময় না হয় একটু দেওয়া যাবে।"

গুরুজী।—"সামান্য মাদুলী নিয়ে কথা! তা' আমি না হয়, তোমায় একটা দিয়ে দিচ্চি। কিন্তু আজই মাদুলী ধারণ করা চাই। নইলে কাল তুমি কল্‌কাতায় চলে গেলে আর কি তোমায় পাওয়া যাবে? তা' তুমি বল, আমি এখনই মাদুলী ত'য়ের ক'রে আনাচ্চি। আর মাদুলী এলেই তোমায়-আমায় দু'জনে ধারণ করা যাবে। ফল কথা, মাদুলী ধারণ করে, তবে তোমায় যেতে দেবো। তা ছাড়া, তুমি যে আমায় অপূর্ব্ব জিনিস দিচ্চ, এর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েও তোমায় তুষ্ট করব।"

গুরুজীর কথা শুনিয়া শক্তিদাস কতকটা নাহুঁ নাহুঁ ভাব প্রকাশ করিল। পরে গুরুজী শক্তিদাসকে অনেক অনুরোধ করিয়া একটু বসিতে বলিলেন এবং মাদুলীর বন্দোবস্ত জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে শক্তিদাসের সন্তোষার্থ কিছু পুরস্কারের বস্তু আনিবার জন্যও ইচ্ছুক থাকিলেন।

সংবাদ।

—গত ১৫ই নবেম্বর সাহারাণপুর ষ্টেশন হইতে ডাক্‌গাড়ি ছাড়িতেছে, এমন সময় জন কয়েক লোক বেলিফ ও ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল; এবং তাড়াতাড়ি ডাক্‌গাড়ির এঞ্জিনের উপর ক্রোক-পরোয়ানা লট্‌কাইয়া দিল। কাজেই ডাক্‌গাড়িকে থামাইতে হইল; এবং জানা গেল, টাকা-পাওনা-সূত্রে উহারা রেলওয়ে কোম্পানির নামে ডিক্রি বাহির করিয়া এইরূপ করিয়াছে। গাড়ী ছাড়িতে বিলম্বহেতু অগত্যা যাত্রীমহলে গোলযোগ উঠিল। পরে এক ঘণ্টারও অধিক কাল গাড়ী আটক থাকিয়া শেষে আইনের মীমাংসায় অন্য এঞ্জিনে চালান স্থির হইল। এঞ্জিন-ক্রোক নূতন বটে; সভ্যতার খাতিরে এর পর বুঝিবা মেঘ-ক্রোক বিদ্যুৎ-ক্রোকও ঘটিতে পারে!!

—রুসিয়ার একটী সুন্দরী রমণীর বিবাহই ব্যবসা ছিল। দু'দশদিন অন্তর সে এক এক জনের মন মজাইয়া তাহাদের যা কিছু থাকিত, লইয়া ডুব দিত। এইরূপে সে ষোলবার ষোল জনকে বিবাহ করে ও তাহাদের চক্ষে ধূলি দেয়। অবশেষে সম্প্রতি ধরা পড়িয়া বিচারে চিরজীবনের জন্য সে দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। শুনা যায়, এ রমণী নাকি পকেট মারিতেও বিশেষ মজবুত ছিল। এমন কি, তাহার পক্ষের উকিল একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় সে তাঁহাকে মকর্দ্দমার পারিশ্রমিক হিসাবে একটী ঘড়ি ও চেন উপহার দেয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে চেন ও ঘড়ি তখনই তাঁহারই পকেট হইতে লইয়া তাঁহাকেই উপহার দিয়াছিল; অথচ উকিল কিছুই টের পান নাই। মেয়ে বটে!

—টাঙ্গাইল, ভাদ্রা পোঃ, আরারা-কুমুদ ত্রিপুরাসুন্দরী-স্কুল হইতে নমশূদ্র-হিতৈষিণী সভার সম্পাদক বাবু রামনাথ বিশ্বাস প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদির ন্যায় নমঃশূদ্র জাতির দশ রাত্রি মৃতাশোচ বিহিত কেন?—এই প্রশ্নের কেহ যুক্তিমত উত্তর দিলে সভা তাঁহাকে তুষ্ট করিতেও স্বীকৃত আছেন।

—জর্ম্মানিতে নাকি আইন জারি হইয়াছে যে, মাতালেরা বিবাহ করিতে পাইবে না। তবে যদি তাহারা মদ-ছাড়ার প্রমাণ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহ করিতে পারিবে। আমাদের দেশেও যদি এই নিয়ম চালিত হয়, তাহাহইলে মাতাল ভায়ারা, বলুন দেখি, আপনারা কোন্‌টি চান?

—অনুসন্ধানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাগুলি ফুরাইয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য এখন যাঁহারা গ্রাহক হইতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রথম হইতে পত্রিকা দিতে পারিতেছি না। বারবার তাঁহারা পত্র লিখিলেও, তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে এই উত্তর দেওয়া গেল।

—সমিতিতে নানা বিষয় জানিতে চাহিয়া দিন দিন রাশি রাশি পত্র আসিতেছে। কিন্তু কার্য্যাধিক্যহেতু আমরা সে সকলের সময়মত প্রাপ্তি-স্বীকার বা উত্তর দিতে পারিতেছি না; বিলম্ব-হেতু প্রেরকগণ মাপ করিবেন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ২৯এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সাল। [৯ম সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বটতলার পুস্তকেরও মূল্য-হ্রাসের প্রলোভন।—অনেকেই বোধ হয় জানেন, বটতলার অধিকাংশ পুস্তকেরই ছাপা কদর্য্য, কাগজ খেলো এবং লেখাও তথৈবচ। আর, সেই-হেতুই মলাটে অধিক দাম লেখা থাকিলেও, সে সকল পুস্তক অতি কম মূল্যেই বিক্রিত হইয়া থাকে; এমন কি, যে দাম লেখা থাকে, তাহার সিকি বা আরও ঢের কম দামে সে সব পুস্তক সচরাচর কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, আজকাল তাহাতেও স্বতঃই চাতুরী ঘটিতেছে! বটতলায় আদৌ সৎ-বিক্রেতা নাই, এমন নহে; তবে তাহাদের অধিকাংশই চাতুরী-ব্যবসায় ধরায় বড়ই গোল বাধিতেছে। বটতলার যে সকল পুস্তক, সকল সময়েই লিখিত মূল্যের চতুর্থ বা অষ্টমাংশের কমেও বিক্রিত হয়, আজকাল কতকগুলি বিক্রেতা সেই সকল পুস্তকই অর্দ্ধ বা সিকি মূল্যে বিক্রয় করিতেছে,—অথচ 'সুলভে ও নিস্তায় বেচিতেছি' বলিয়া লোকের চ'খে ধূলি দিতেছে। সমিতির কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া সুতরাং সেই সকল প্রকৃতির বিক্রেতাগণের কতকগুলির নামমাত্র আপাততঃ নিম্নে প্রদত্ত হইল; আবশ্যক হইলে, বিশেষ বিবরণও পরে প্রকাশ হইবে।

১। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ, ১নং গরাণহাটা, দাক্ষায়ণী-পুস্তকালয় কলিকাতা।

২। বাবু নবকুমার দত্ত, ১৮নং অপার চিৎপুর রোড, বাল্মিকী-পুস্তকালয়।

৩। বাবু রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, ৯৮নং গরাণহাটা, ভারত-পুস্তকালয়।

৪। বাবু বৈষ্ণবচরণ বসাক, ১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড, আর্য্য-পুস্তকালয়।

৫। বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৬৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বাবু অঘোরচন্দ্র দাস ও বাবু বাণেশ্বর ঘোষ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। অপরাপর ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। উপসংহারে বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা প্রকৃত কথা সরল ভাবে বলিতে কি লজ্জা বোধ করেন? তাহাহইলে আমরাই যে সে কার্য্যে উৎসাহ দিতে পারি। যাইহোক, সদিচ্ছায় বলি, এখনও সকলে বোল-চাল কতক কতক পরিবর্ত্তন করুন; তাহাতে উপকার বই অপকার হইবে না।

পত্রাদি।

১। সদর পোঃ, নওগাঁও হইতে শ্রীযুক্ত দিগিং সত্রাধিকার বিনন্দচন্দ্র গোদামী লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়, একটী দুঃখের বার্ত্তা আপনাকে জানাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্ম সাপ্তাহিক পত্রে 'হিন্দু-শাস্ত্রপ্রকাশ', নাম দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, আমি বাৎসরিক ৫৲ টাকা (ঐ শাস্ত্রের জন্য) মনি-অর্ডার দ্বারা পাঠাই; পাঠাইবার চারি মাস হইল, উত্তরও নাই; শাস্ত্রও নাই। এখন নিরুপায় ভাবিয়া আপনাকে লিখিলাম; উচিত বিধান করিবেন। আমি টাকার জন্য কাতর নহি; কেবল বিশ্বাস ও ধর্ম্মে কার্য্য চলে না, ইহাই মনোদুঃখ।"---সত্য সত্যই বিশ্বাস ও ধর্ম্মে কার্য্য চলে না, এরূপ নহে। তবে সকল বিষয়েই পাত্রাপাত্র জ্ঞান চাই। অনুসন্ধান-সমিতি হইতে বার বার* যখন প্রবঞ্চক হরিদাস মান্নার কথা সাধারণে প্রকাশিত হইল, তথাপি যাঁহারা সেই স্বল্পে লোভে পড়িয়া টাকা দিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা ঠকিবেন না তো আর ঠকিবে কে?

২। মান্দারা, মাকালপুর পোঃ, হুগলী হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে 'পঞ্চানন' সম্বন্ধে আবার লিখিয়াছেন,---"মহাশয়, যাহারা জুয়াচুরী ব্যবসায়-ব্রত করিয়াছে বা করিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহাদিগের বুদ্ধিকৌশল ও চাতুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়! মান্দারা-গ্রামবাসী আমার প্রতিবেশী 'ধর্ম্মশাস্ত্র-বিতরণ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ' উপাধিধারী পঞ্চানন সিংহ রায় হিন্দুরঞ্জিকা ও এডুকেশন গেজেট সংবাদপত্রদ্বয়ে যে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিতরণের ঘোষণা দিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার যেরূপ ক্ষমতা ধরে, তাহা মহাশয়কে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি এবং মহাশয়ের দেশহিতৈষী পাক্ষিক পত্রিকায়ও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরে লোকপরম্পরায় বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে এ পর্য্যন্ত 'শাস্ত্র-বিতরণকর্ত্তা' পঞ্চানন সিংহ রায় দুইটী মনিঅর্ডারে প্রত্যেক ২৲ দুই টাকার হিসাবে ৪৲ চারি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুইটী মনিঅর্ডার চারি পাঁচ দিবস ব্যবধানে দুই তারিখে আসিয়াছিল। প্রথম তারিখের মনিঅর্ডারের ২৲ দুই টাকা পাইবামাত্রই কলিকাতাস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি গ্রন্থবিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়কে পত্র লেখা হয়; মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত সামবেদী কোন উপনিষদ্ কএক খণ্ড ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে মোট ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা মূল্যে পাঠাইয়াছেন। যে দিবস ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র কয় খণ্ড পৌঁছিল, সেই দিবসই দ্বিতীয় মনিঅর্ডারের ২৲ দুইটী টাকাও তাহার হস্তগত হয়; সুতরাং উহার মূল্য দিবার বড় কষ্ট ঘটে নাই। এই সময় মধ্যে পঞ্চানন কাহার কাহার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিল,---'আপনারা দেখিবেন, আমার বিতরিত ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া এক পক্ষ মধ্যে সংবাদপত্র সমূহে সমালোচন হইবেক।' অদ্য পঞ্চানন আপনার সেই ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভ্যালুপেয়েবল-পোষ্টে-প্রাপ্ত উক্ত চারি বা পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ হইতে এক এক খণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র হিন্দুরঞ্জিকা ও এডুকেশন গেজেট সংবাদপত্রদ্বয়ের সম্পাদককে ডাকযোগে পাঠাইল। বোধ হয়, যে দুই ব্যক্তি মনিঅর্ডার করিয়া টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের এবং সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য ঐ দুই ব্যক্তিকেও দুই খণ্ড না পাঠাইয়া থামিবে না। বোধ করি, হিন্দু-রঞ্জিকা ও এডুকেশন গেজেট প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনপূর্ব্বক বিতরণকর্ত্তাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিবেন এবং সংবাদপত্রদ্বয়ের সেই স্বরে মুগ্ধ হইয়া বহু সংখ্যক লোক মৃগবৎ প্রসারিত জালে পতিত হইবে। ফলতঃ এ সকল ঘরের খবর পাইয়াও যাঁহারা ঠকিবেন, তাঁহাদের নিতান্ত দুর্বুদ্ধি বলিতে হইবে।

*প্রথম সংখ্যা অনুসন্ধানের 'দিনে ডাকাতি আর কাকে বলে' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয় সংখ্যার 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা' প্রবন্ধ দেখুন।

৩। পাহাড়পুর, দিনাজপুর হইতে বাবু বিশ্বম্ভর দাস বড়াল বলেন,---"মহাশয়, আমার পিতা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ বড়াল, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পদ্মপুরাণের জন্য শ্রীনিতাইচরণ চন্দ্রের নিকট পত্র লেখেন এবং তদনুযায়ী তিনি ভ্যালুপেএবল পার্শেলে উক্ত পুস্তক পাঠাইয়া দেন; এখানে আমরা মায় ডাকমাশুলাদি সহিত ৮৷৶০ টাকা দিয়া পুস্তক লই। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহাতে কেবল বঙ্গানুবাদ আছে; মূল নাই। এই বিষয়ে উক্ত শ্রীনিতাইচরণ চন্দ্রের নিকট লেখাতে তিনি কোন উত্তর দেন না বা টাকা ফেরত দিয়া পুস্তক ফিরাইয়া লন না।"---৯১নং দেওয়ান-বাড়ী ঠিকানায় 'লা-কোম্পানী' নাম দিয়া এক ব্যক্তি ঠিক এই ভাবেই লোক ঠকাইতেছিলেন। বলি, তিনিই লজ্জার খাতিরে আবার এই খেলা ধরিলেন নাকি?

৪। রামপুর, খুলনা হইতে বাবু মনোমোহন মিত্র লিখিয়াছেন,---"সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি বাবু নারায়ণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ 'আদিমুষ্টিযোগ' আনিয়াছি। পাঠ করিয়া দেখিলাম, উহার নাম 'মুষ্টিযোগ' মাত্র; ফলে ডাক্তারী ও কবিরাজী মতসঙ্গত চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধে পূর্ণ; পুস্তকের এক চতুর্থাংশও মুষ্টিযোগ হইবে কি না সন্দেহ। ডাক্তারী-কবিরাজী পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে ভাল ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।"

ছি! ছি! এই কি উচিত? ✓

ফুলহারী, বরিশাল হইতে বাবু অশ্বিনীকুমার বসু লিখিয়াছেন,---"মহাশয়, গত ৩রা নবেম্বর তারিখের 'জগৎবাসীতে' নিম্নলিখিতরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই:---

"Indian candidates'

Everyday consulter.

রাশি রাশি পুস্তক না কিনিয়া যদি একখানা দ্বারা সে অভাব দূর হয়, তাহাতে আপত্তি কি? সকলেরই আবশ্যক। এই পুস্তকে কি কি আছে দেখুন:---ছাত্রশিক্ষা, শিক্ষকের কর্ত্তব্য, পণ্ডিতের সঙ্গী, ইংরেজ বাহাদুরের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবার উপায়, ইংরেজী বাঙ্গালা নানা প্রকার চিঠিপত্র লিখিবার আদর্শ, অন্বয় করিবার উপায়, অনুবাদ বিষয়ক সহজ উপায়, সংস্কৃত অনুবাদ করিবার প্রথম পথ, অর্থভেদজ্ঞান, পিতামাতার কর্ত্তব্য, প্রত্যহ ইংরেজী ভুল সংশোধন, লাটিন ভাষা শিখিবার সহজ উপায়, শিক্ষাপ্রণালী, দৈনিক চৈতন্যোদয়, ইংরেজীর ভুল ত্যাগ করিবার নিয়ম। এই পুস্তক কাছে থাকিলে শিক্ষা-বিষয়ে অন্য পুস্তক অনাবশ্যক। মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল ৵০ এক আনা। দি পবলিসিং এজেন্সী, পুরাতন থানার গলী, বহুবাজার পোঃ, কলিকাতা।"---এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া উক্ত এজেন্সীর নিকট একখানা পুস্তক ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে পাঠাইতে চিঠি লিখি। তৎপরে গত ১২ই অগ্রহায়ণ আমার নামে ২৫ খানা 'হায় কি মজার দুর্গাপূজা' ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে আসে এবং তাহার মধ্যে একটু পত্র আসে যে, 'এইগুলি আপনাকে উপহার দেওয়া গেল। এক মাস মধ্যে আপনার পুস্তক পাইবেন, কোন চিন্তা করিবেন না। পুস্তক প্রকাণ্ড, পুস্তক দিতে দায়ী রহিলাম।---ম্যানেজার।' এবং সেই সঙ্গে আমার নিকট ভ্যালুতে ১৶০ আনা পোষ্টম্যান কর্তৃক আদায় করা হয়। এখন, আপনার নিকট নিবেদন এই যে, যখন বিজ্ঞাপনে উপহারের কোন কথাই নাই তখন আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উহার ঠগ এবং সকলেই বলিতেছেন যে, 'পুস্তক আর দিবে না।"---যে ব্যক্তি এই খেল খেলিতেছে, আমরা

কতক কতক তাহার সন্ধান পাইতেছি এবং বিশেষ প্রমাণাদি সংগ্রহেও চেষ্টিত আছি। সুতরাং এখন তাহার নাম প্রকাশ করা গেল না, শীঘ্রই সুবিধা পাইলে অনুরূপ প্রতিকারের চেষ্টা হইবে।

জুয়াচুরীর চোরামাল।

কলিকাতার ভিতর কতকগুলি 'পুরাতন পাপী' আছে, তাহারা তাহাদিগের পুরাতন উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জনের এই এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছে ও সুবিধামত মধ্যে মধ্যে অর্থলোভী মনুষ্যগণকে ঠকাইয়া আপনাদিগের উদরান্নের সংস্থান ও সুরাপান প্রভৃতির দ্বারা দুষ্কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। তাহাদিগের একটী মহৎ গুণ আছে যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগের মোহমন্ত্রে ভুলিবে এরূপ লোক তাহারা অনায়াসেই চিনিয়া বাহির করিতে পারে। আজিকালি এরূপ অনেক লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহজে অর্থ উপার্জ্জনের উপায় পাইলে তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানের মস্তকেও পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। দুষ্টগণ যখন এইরূপে কোন একটী অর্থলোভী ব্যক্তির দেখা পায়, তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া অন্যের অসাক্ষাতে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে; বলে,—"আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, আমরা পুরাতন চোর, চুরিই আমাদিগের ব্যবসা; এখন আমাদিগের নিকট কতকগুলি সোণা রূপার গহনা আছে। আমরা উহা নিজে বিক্রয় করিবার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না; কারণ, আমরা কোন দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্যোগ করিলেই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হই ও নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু মহাশয় ভদ্রলোক ও আপনার নিজেরও যথেষ্ট অলঙ্কারাদি আছে; এমতে আপনি যদি কোন গহনা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আপনাকে কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারিবে না। ইহাতে আমাদিগেরও কিছু লাভ হয়, মহাশয়ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। ইহা বোধ হয় আমাদিগের বলা অনাবশ্যক যে, ইহা আমাদের নিজের দ্রব্য নহে, চোরা দ্রব্য; আমরা যাহাই পাইব, তাহাই আমাদিগের লাভ; এমন কি, অর্দ্ধেক বা সিকি মূল্যেও আপনার নিকট বিক্রয় করিলে আমাদিগের লোকসান নাই।"

এইরূপ প্রলোভনে লোভী ব্যক্তি প্রলোভিত হইলে ক্রমে তাহারা একখানি ছোট সোণার গহনা (যাহা প্রকৃত চোরা নহে) আপন বাড়ী হইতে লুকাইয়া আনিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে অর্দ্ধমূল্যে বা সিকি মূল্যে প্রদান করিয়া থাকে ও তাঁহাকে বলিয়া দেয়,—"আমাদিগের নিকট যে সকল চোরা মাল আছে, ইহা তাহারই অংশ; পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই নিমিত্ত এই ছোট অলঙ্কারখানি আনিয়াছি; যদি অধিক লইতে চাহেন, তবে আপনি টাকা সহিত একখানি গাড়ি করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদিগের সহিত যাইলেই সেই স্থানে আমরা সমস্ত আনিয়া আপনাকে দিতে পারিব!"

লোভী ব্যক্তি উক্ত আনীত দ্রব্যের অর্দ্ধ বা সিকি মূল্য তাহাদিগকে প্রদান করিলে তাহারা পর দিবস আসিবে বলিয়া প্রস্থান করে। তিনি ঐ অলঙ্কারখানি লইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া দেখেন যে, ইহা প্রকৃতই সোণার গহনা। সুতরাং তিনি ইহাতে চোরগণের কথিতমত লাভ পাইয়া সমস্ত গহনা লইতে ইচ্ছুক হন ও পর দিবস তাহারা আসিলে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের সহিত গাড়ি করিয়া সস্তা দরে চোরা মাল খরিদ করিতে গমন করেন। রাস্তার গাড়ির ভিতর বা সময় সময় কোন বাগান বা ময়দানে লইয়া গিয়া জোর-স্বত্বে তাঁহার নিকট হইতে টাকাগুলি কাড়িয়া লইয়া দুষ্টগণ প্রস্থান করে। তিনি আস্তে আস্তে বাটী ফিরিয়া আসেন।

যে লোভী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কিছু চালাক, তিনি এই প্রকার বলেন,—"পূর্ব্বে আমি গহনাগুলি না দেখিলে কি প্রকারে জানিব যে, উহা প্রকৃত সোণা কি না!" দুষ্টগণ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, প্রথমে তিনি বা অন্য যে ব্যক্তি সোণা চিনিতে পারেন, তাঁহাকে লইয়া আমাদিগের সঙ্গে আসুন; তিনি কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া প্রথম কষিয়া দেখুন যে, ইহা সোণা কি না। ইহাতে যদি আপনাদিগের বিশ্বাস হয়, তবে কল্য টাকা দিয়া উহা লইয়া আসিবেন। এইরূপ স্থির হইলে লোভী ব্যক্তি সোদার বা অন্য যে ব্যক্তি সোণা উত্তমরূপ চিনিতে পারে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া উহাদিগের সহিত গমন করিলে, কোন স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া দুষ্টগণ আপনাদিগের পরিবারবর্গের ব্যবহার্য্য প্রকৃত সোণা রূপার কতকগুলি গহনা আনিয়া দেখায় ও তাঁহারা কষিয়া মাজিয়া ভাল করিয়া দেখেন যে, উহা প্রকৃতই সোণা-রূপার গহনা। তখন তাঁহারা দরদস্তুর ঠিক করিয়া সে দিবস চলিয়া আসেন। পর দিবস টাকাকড়ি লইয়া সেই সকল গহনা আনিবার নিমিত্ত উহাদিগের সহিত যদি একাকী গমন করেন, তাহাহইলে পূর্ব্ব উপায়ে টাকাগুলি কাড়িয়া লয়। আর যদি অন্য কাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান অর্থাৎ যদি দুষ্টগণ বুঝিতে পারে যে, বল-প্রয়োগে তাঁহাদিগের সহিত পারিব না, তখন তাহারা সেই প্রকারের কতকগুলি পিতল কাঁসার গহনা আনিয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করে। চোরা মাল, সুতরাং তাঁহারাও ভাল করিয়া না দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসেন। পরে বাটী আসিয়া যখন উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন, তখন জানিতে পারেন যে, সমস্তই জুয়াচুরি।

তাঁহারা এই প্রকারে ঠকিয়া আর তাহার কোন প্রকার উপায় করিতেও সাহস করেন না; কারণ, তাঁহারা চোরামাল খরিদ করিতে গিয়াছিলেন, এই কথা পুলিসের নিকট প্রকাশ হইলে কি জানি যদি আর কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়!—এই ভাবিয়া মনের কষ্ট মনেই নিবৃত্তি করেন।

যদি কেহ দুষ্টগণকে ধরাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে পুলিশের নিকট চোরামাল বিক্রয় হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে গুপ্তবেশে দূরে রাখিয়া গহনা পরীক্ষার নিমিত্ত উহাদিগের সহিত গমন করেন ও উহারা অলঙ্কারাদি আনিলে পরীক্ষার সময় গহনাদির সহিত উহাদিগকে পুলিশ দ্বারা ধৃত করান। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারেন যে, উহা চুরির দ্রব্য নহে; দুষ্টগণের স্ত্রী-পরিবারের (সদুপায়ে উপার্জ্জিত) গহনা। সুতরাং পুলিশ তাহাদিগকে আর কিছুই করিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দেন। এই প্রকারে কতকগুলি ব্যক্তি সহরের ভিতর থাকিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

দস্যুর ধর্ম্মজ্ঞান।

মেদিনীপুর হইতে বাবু চন্দ্রনাথ শর্ম্মা লিখিয়াছেন,—"২৪ পরগণার অন্তর্গত ইছামতী নদীতীরে পল্‌তা নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। এই স্থানে কতকগুলি নিরীহ কৃষিজীবী কপালী জাতীয় লোকের বাস। এই জাতির মধ্যে কালাচাঁদ সর্দ্দার নামক একজন বিখ্যাত ডাকাত জন্মগ্রহণ করে। ইহার পিতা কৃষিব্যবসায়ী; বাল্যকাল হইতে পুত্রকে গো-রক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই সময়ে আমাদের দেশে তীর-পরিচালন-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। কালাচাঁদও বাল্যাবস্থা হইতে উক্ত কার্য্যে অভ্যস্থ হয়। ক্রমশঃ তীর-চালনে সে এতদূর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল যে,

তাহার লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হইত না। কালাচাঁদ সন্তরণেও বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধিসহকারে কালাচাঁদের দেহে অপরিমিত বল বৃদ্ধি হয়। এমন কি, এ ব্যক্তি নিজের মুখে এইরূপ বলিয়াছিল—'যৌবনাবস্থায় আমার শরীরে কতদূর বল ছিল, নিজেই অনুমান করিতে পারিতাম না। বিংশতি হস্ত উচ্চ নারিকেল গাছের উপরিভাগ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, দশ হস্ত অন্তর ছাদের উপর লাফ মারিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম। একখানি যষ্টি সহায় করিয়া ৮।১০ হাত উচ্চ প্রাচীর অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিতাম।'

এই সময়ে কালাচাঁদ দস্যু-দলভুক্ত হয়, অতি অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ও দক্ষতা লাভ করায়, দলস্থ সকলের ইচ্ছায় নিজেই দলপতি হইয়াছিল। এ ব্যক্তি নিজের মুখে এইরূপ বলিয়াছিল—'আমি যে সময়ে ডাকাত-সর্দ্দার হইলাম, তৎকালে আমার একটা চীৎকারে বিংশতি জন লোক স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্য হইত।'

কালাচাঁদ দলপতি হইলেও ব্রাহ্মণের বাটীতে কখন ডাকাতি করিত না। কোন দেব সম্পত্তি কখনই অপহরণ করিত না। স্বজাতির কখন কোন অনিষ্ট করে নাই। স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ অথবা শরণাগত জনকে কখনই বিনষ্ট করিত না। কালাচাঁদ আরও বলিত,—'যে বনে বাস করা যায়, সে বন ভাঙ্গিতে নাই।' দলস্থ দস্যুদিগকেও এ সম্বন্ধে সে বিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিত। কালাচাঁদ নিজের মুখে বলিয়াছিল,—'আমার জীবনে দুইটী নরহত্যা করিয়াছিলাম। একটী অত্যন্ত রাগে ও অন্যটী অত্যন্ত লোভে পড়িয়া করিতে হইয়াছিল। একবার একজন গোয়েন্দা বৎসরাবধি আমার নিকটে যাওয়া আসা করিতেছিল। এ ব্যক্তি বলে,—'যশোহর জেলার কোন পল্লী গ্রামে একজন বিখ্যাত ধনী জমীদার আছে, সে স্থানে গেলে বিপুল অর্থ পাইবার সম্ভাবনা। আমার মত ছিল, 'মারিতো হাতি লুটিতো ভাণ্ডার;' ফলতঃ আমি মশা মারিয়া হাত কালা করিতাম না। আমার ৫।৭ জন শিষ্য ছিল, উহারা আমার ন্যায় পরাক্রমশালী ও সুশিক্ষিত হইয়াছিল। এক বৎসর কালীপূজার পূর্ব্ব দিন যশোহর জেলা হইতে পূর্ব্বোক্ত সেই গোয়েন্দা আসিল। সেবার বড় জিদ করিয়া ধরিল। যাহাহউক, নিয়মিত কালের মধ্যে কালীপূজা আদি সম্পন্ন হইল। গোয়েন্দার কথায় আমার যাইতে বড় মন সরিল না। কিন্তু দলস্থ অধিকাংশ লোকের মত দেখিয়া পরিশেষে অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইলাম। গোয়েন্দা বলিল,—'যাহার বাড়ী ডাকাতি করিব উহারা জাতিতে কায়স্থ।' আমরা রাত্রিকালে রাহা চলিতাম; দিনের বেলা প্রায় নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতাম এবং আমরা প্রায় ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতাম। কখন ফকির, কখন বৈষ্ণব, কখন কখন সন্ন্যাসী এই রূপ ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিদেশ পর্য্যটন করিতাম। যে বাড়ীতে কখন ডাকাতি করিব, এমন আশা ছিল, তথায় আমরা কদাচ আতিথ্য-গ্রহণ করিতাম না; উহাদের কোনরূপ ভক্ষ্য বস্তু লইতাম না।

'আমরা যশোহর জেলার কপোতাক্ষী নদীর তীরে এক নিভৃত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গোয়েন্দা বলিল,—'আমার বাড়ী এই গ্রামে উহার নিকটেই গৃহস্থ-ভবন।' এই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড় ঘৃণা উপস্থিত হইল; লোকটা প্রতিবেশীর অনিষ্টের জন্য কেন এত যত্ন করিতেছে? ডাকাতির দিন একজন শিষ্য ভিক্ষুক-বেশে গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহস্থের বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিল।

'রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে আমরা নিয়মিত

স্থানে উপস্থিত হইয়া যথোপযুক্ত আড়ম্বর সহ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। বৃহৎ পরিবার মধ্যে চারিদিক কান্নাহাটী পড়িয়া গেল; কপাট-সিন্ধুক প্রভৃতি কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। আমার আদেশ ছিল,—'সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইলে, কাহার প্রতি অত্যাচার করা না হয়।' এইটী আমার চিরব্রত। অর্দ্ধ দণ্ড মধ্যে একটী বৃদ্ধ কয়েকটী কুলবধূ ও বালকসহকারে আমার নিকটে উপস্থিত হইল। হস্তে শালগ্রাম শিলা, কয়েকটী ধাতু ও প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাত্রে নামাবলী, আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—'বাবা! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; আমার এই কয়েকটী বিগ্রহ, বালকবালিকা এবং বধূগুলিকে তুমি দয়া করিয়া পরিত্যাগ কর।' আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম,—'এ বাড়ী কি আপনার?' বৃদ্ধ বলিল,—'এ আমার বাড়ী, বাবা! তুমি অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ কর।' আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলাম, আমার চির-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমি সাঙ্কেতিক চীৎকার করিলাম; দলস্থ লোকে সুতরাং লুটপাঠ বন্ধ করিয়া একত্রিত হইল, আলোক নির্ব্বাণ হইল। আমি ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়! আমি অজ্ঞানে অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার এক বিন্দু দ্রব্য গ্রহণ করিব না। আপনি নির্ভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।' মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া পরে সেই বিপ্রদ্রোহি দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া প্রস্থান করিলাম। বড় দুঃখে আমি এই হত্যা কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম।"

কোনটি চাই?

একজন ধনবান বিলাসী যুবা পথে যাইতে যাইতে পাদুকাশূন্য দরিদ্র-বেশধারী কোন একটি সন্ন্যাসী পুরুষকে দেখিয়া কি জানি কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ঠাকুর! যদি পরলোক না থাকে, তবে তোমার কি দুর্দ্দশা!' সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—'সে কথা সত্য, কিন্তু যদি থাকে, তবে তোমার দশা কি?' মনুষ্যের দুইটি জীবন; ইহজীবন ও পরজীবন। ইহজীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী; পরজীবন অক্ষয় ও চিরস্থায়ী। ইহার মধ্যে কোন্ জীবনে আমাদিগের সুখশান্তি সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য? অথবা ভিন্ন কথায় বলিতে গেলে, এই নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য, কি অক্ষয় পরলোকের চিরস্থায়ী সুখের জন্য প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা যে কেহ শুনিবে, বিনা চিন্তায় সহজেই উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, জ্ঞাতসারেও লোকে সচরাচর ভ্রমে পতিত হয়। আমরা যখন সুখের জন্য ব্যস্ত হই, তখন মনে করি যেন পার্থিব জীবনের শেষ নাই ও পরজীবনের কখন সূত্রপাত হইবে না।

যদি মানব-জীবনের ইতিহাসে অজ্ঞ, কোন স্বর্গীয় আত্মা পরিদর্শন-ছলে কখন এই নশ্বর পৃথিবীমণ্ডলে পদার্পণ করেন, তবে মানব-চরিত্রকে তিনি কি মনে করিবেন? তিনি কি মনে করিবেন না যে, এই নশ্বর পৃথিবী মধ্যে একমাত্র অক্ষয় নির্ব্বাণ ভিন্ন মানব-জীবনের অন্য কোন লক্ষ আছে?—অন্য কোন অভিলাষে মানব-জীবন গঠিত হইয়াছে? তাঁহার কি মনে হইবে না যে, মনুষ্য এই পৃথিবী মধ্যে ধন-মান প্রত্যাশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে? ধন, উচ্চপদ ও উপাধির সাধ্যমত অন্বেষণ করা কি মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়? তিনি কি মনে করিবেন না যে, আমরা অন্তিমে অনন্ত সুখের পরিবর্ত্তে, সামান্য পার্থিব দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচনের জন্য অনন্তকাল দুঃখ ভোগ স্বীকার করিয়া, সামান্য সুখের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি? আমাদিগের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে

তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহাই কর্ত্তব্য। তাঁহার সেই সরল চক্ষে দেখিবেন,' মানব কর্ত্তব্য কার্য্যে সদাই রত ; ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ভূতলে পাঠাইয়াছেন, তাহারা সেই অভিপ্রায় সাধনে দৃঢ় রত ও তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের অনুগত কর্ত্তব্যশীল প্রাণী।

কিন্তু, "মানব সত্তর বৎসরের অধিক এই পৃথিবীতে বাস করিতে আসে নাই, ও তাহাও সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আর, জীবন নামের অযোগ্য এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য তাহারা কতই ব্যস্ত, ভ্রান্ত মানব অনন্ত জীবনের জন্য কিছুমাত্র সুখের আয়োজন করে না ;"—এ কথা শুনিলে কে তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইবে? দুইটী জীবন; একটী সত্তর বৎসরেরও ন্যূন, অন্যটী অনন্ত কাল; একটীর সুখ অপরিতৃপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী, অন্যটীর সুখ পরিতৃপ্ত ও চিরস্থায়ী। মানব এই দু'য়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অপরিতৃপ্ত সুখের জন্য লালায়িত ও চিরস্থায়ী অনন্ত সুখের জন্য একবারও দৃক্‌পাত করে না। ইহাতে কি তাহারা আপনাদিগের জ্ঞান ও বিবেক-শক্তির মস্তকে পদাঘাত করিতেছে না?

একটী প্রশ্ন ;—মনে কর, এই পৃথিবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণায় গঠিত একটি অসীম মণ্ডলাকার পদার্থ; প্রতি সহস্র বৎসরে এই বালুকা-সমূহের একটী একটী করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে ক্ষয় পাইয়া যে সময়ে পৃথিবীতে একটীমাত্র বালুকাকণা থাকিবে না, সেই অনন্ত সময় সুখসচ্ছন্দে ভোগ করিয়া পরকালে দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, কি পরকালে সুখ ভোগ করিবার জন্য এই অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়?

এস্থলে বুঝিতে হইবে, বালুকা-পরিমিত সহস্র বৎসর অনন্তকালের তুলনায় ক্ষুদ্রতম হইলেও—পৃথিবীর নিকট বালুকাকণা অথবা সমুদ্রবক্ষে জলকণা কিম্বা আকাশ-পটে একটী মাত্র তারকা বা গণিতাবিষ্কৃত গণনার মধ্যে সংখ্যায় এককমাত্র হইলেও—আমাদিগের সামান্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এক প্রকার অনন্তকাল বলিয়াই বোধ হয়।

সুতরাং এস্থলে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বিবেক-শক্তির কিঞ্চিৎমাত্রও আয়াস আবশ্যক হইবে না। আমাদিগের প্রশ্নে কথিত সময়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে শত শত চিন্তাশীল মস্তিষ্কও বিঘূর্ণিত হইতে পারে ও তাহার হস্তগতপ্রায় সুখসম্পদে অনেক ধার্ম্মিক আত্মাও প্রলোভিত হইতে পারে; চিন্তার মোহন শক্তিতে বিবেক পরাভূত হইতে পারে, ও ইহলোকের অন্ত বা পরলোকের প্রারম্ভ, চিন্তার অগম্য এবং দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকথিত সত্তর বৎসর অথবা তাহাই বা কেন, কাহারও ভাগ্যে দশ পনের বৎসর—অনন্তকালের তুলনায় যাহা ক্ষণ বা পল বা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, তাহার জন্য সুখ সঞ্চয় করিয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করা শ্রেয় কি না? একথা জিজ্ঞাসিত হইলে পৃথিবীর ভিতরে কোন্ মূর্খ ভ্রমে পতিত হইবে?

আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয় পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে, ধার্ম্মিক লোক ইহজীবনে দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু তাহা কয় জনের ভাগ্যে? সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, সৎব্যক্তিরা প্রায়ই কোন ক্লেশে পতিত হয় না; আর, যদিও বা কখন কাহারও অর্থ-ক্লেশ হয়, তাহার মনের সুখ কে দূর করিতে পারে? ধার্ম্মিকের আত্মা ইহলোকে ও পরলোকে চিরকালই সমান সুখ ভোগ করে। কিন্তু পাপীর আত্মা ইহজীবনে ও পরজীবনে সকল কালেই সমান ভাবে অনুতাপরূপ জ্বলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ হইতে থাকে। ধার্ম্মিকের আত্মা, এই কারণ বশতই, পার্থিব ক্লেশ হইলেও তাহা সহ্য করিয়া,

ক্ষয় অপার্থিব সুখের জন্য ঊর্দ্ধ চক্ষে অপেক্ষা করেন।

ইংরাজ-সভ্যতা ও আমাদের বিলাস-প্রিয়তা।

ইংরাজি সভ্যতার প্রসাদে আমাদের আর কিছু বাড়ুক না বাড়ুক, অর্থের অনাটনটা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। বিলাস-সুখ-লালসার আতিশয্যই আমাদের এই অনাটনের প্রধান কারণ। দিনদিন আমাদের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-ব্যবহার ইংরাজের মত হইতেছে। ইংরাজি জুতা, ইংরাজি কোটপেণ্টুলেন না পরিলে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারি না। কোচ্, কেদারা, টেবিল, ঘড়ি, ছড়ি, পিক্‌চার এখন আমাদের গৃহসজ্জা; চা, কাফি, চুরুট, সাবান, এসেন্স, হার্ম্মোনিয়ম আমাদের আয়াসের সামগ্রী; কাঁটা, চামচ, কাচের বাসন আমাদের তৈজসপাত্র! ইংরাজ আধুনিক জাতি, অল্পকালমাত্র সুসভ্য সমাজে পরিচিত। ক্ষুদ্র অনুর্ব্বর দ্বীপে থাকিয়া আহারাভাবে তাঁহাকে মধুমক্ষিকার ন্যায় দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। যত অন্তঃসারশূন্য মাথামুণ্ড ছাই-ভস্ম বেচিয়া উদরান্নের সংস্থান করা তাঁহার প্রয়োজন। সার্দ্ধপঞ্চাশত বর্ষ একাদিক্রমে যবন-চরণে পেষিত হইয়া আর্য্য-শিক্ষা-ঔদার্য্য আমাদের হৃদয় হইতে একেবারে অন্তরিত হইয়াছিল; ইংরাজের বাহ্য-সৌন্দর্য্যময় শিল্প সহজেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিল; পতঙ্গপালের ন্যায় স্বেচ্ছায় প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিলাম। আমরা বল্কলপরিহিত কন্দমূল-ফলাশী ঋষি-পুত্র; মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার দোষে আজ যদি আমরা বিলাসপ্রিয় না হইতাম, কমলার লীলা-কানন স্বর্ণভূমি ভারতভূমে জন্মিয়া কেন আমাদের উদরান্নের জন্য পরের গোলামী করিতে হইবে? যে দেশে বীজ পুঁটলি বাঁধিয়া রাখিলে আপনি অঙ্কুরিত হয়, যে দেশে একটা লাউশাক হইলে সম্বৎসর খাইয়া ফুরান যায় না, সে দেশে দাসত্ব কেন? কেবল চাল বাড়াইয়া আমরা অভাগা গুটিপোকার ন্যায় আপনার বন্ধনে আপনারা মরিতেছি। বিদেশোৎপন্ন পণ্য-সামগ্রী না হইলে আমাদের সংসার চলে না। আমাদের সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যই পরের দেশ হইতে আনীত হয়। ক্রমেই আমাদের পরাধীনতা বাড়িতেছে। নিত্য অর্থের প্রয়োজন, অথচ ঘরে অর্থ নাই; কাজেকাজেই দাসত্ব বই গতি নাই!

ভারতের ধনে মরুভূমি সমৃদ্ধিশালিনী হইল। হা'ঘরে আসিয়া লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীছাড়া করিল। পাঁজাড়ীর কাণে সোণা ঝুলিল; জেলের টেনা ঘুচিল না। ভারতে পূর্ব্বে অর্থের তত আদর ছিল না। অর্থ দ্বারা ভারতে সামাজিক উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একজন কৌপিনধারী ব্রাহ্মণকে দেখিলে রাজাধিরাজ রাজার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত।

ভারতবাসী জাল জুয়াচুরী জানিত না। মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার দেনা-পাওনা চলিত। ইংরাজি সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জাল জুয়াচুরী বাড়িতে লাগিল। নতুবা দণ্ডবিধি-আইনের অবতারণা ইংরাজকে এ দেশে আসিয়াই করিতে হইত। ধর্ম্মপরায়ণ ভারতরাজ্যে জুয়াচুরী কারে বলে কেহই জানিত না। ইংরাজ-কুলকলঙ্ক কতিপয় দুর্বৃত্তের চক্রে পড়িয়া নির্দ্দোষী নন্দকুমারের জাল করা অপরাধে ফাঁসি হয়। নন্দকুমার যে জাল করেন নাই, সে কথা এখন সপ্রমাণ হইতেছে। ইংরাজ-রাজত্ব আজিও দেড় শত বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, ইহার মধ্যে ভারতবাসী যে কত রকম জুয়াচুরী শিখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই!! অনুসন্ধানের পাঠকগণকে আমরা সময়ে সময়ে অনেক জুয়াচুরীর কথা জানাইয়াছি। ইংরাজ-

সভ্যতা ও আমাদের বিলাস-প্রিয়তার বিষময় ফলই এই!

কপির চাষ।

বীজ-সংগ্রহ ও বীজ-পরীক্ষা।—কপি নানা জাতীয়; তন্মধ্যে ফুল, বাঁধা, ওল, নল, কাফ্রি প্রভৃতিই প্রধান। সকল জাতীয় কপির বীজ এদেশে উৎপন্ন হয় না। কেবল ফুলকপির বীজ এদেশে জন্মে। বাঁধাকপির বীজ শীতপ্রধান দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নর্শরী প্রভৃতিতে ঐ বীজ কিনিতে পাওয়া যায়। বীজের দোষে যে চাষের বিস্তর ব্যাঘাত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য; অতএব যে কোন চাষে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্রে বীজ পরীক্ষা করা আবশ্যক। কপির বীজ নূতন কি পুরাতন তাহা জানিবার সহজ উপায় এই যে, বীজ ভাঙ্গিলে, তাহার মধ্যে যদি প্রথমে পীত ও পরে সোণার ন্যায় রং হয়, তবে উহা উৎকৃষ্ট। উহার অন্যথা হইলে সে বীজে ভাল গাছ হয় না; প্রত্যুত সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়।

কপির চাষোপযোগী ক্ষেত্র।—সকল জাতীয় কপিই একরূপ মৃত্তিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। দোয়াঁস মৃত্তিকায় কপি ভাল হয়। কপি রোপণের পূর্ব্বে মাটি তৈয়ার করিতে হয় অর্থাৎ ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে বিঘা প্রতি বুড়ি মন খৈল দিতে হয়। খৈল ভূমিতে ছড়াইয়া না দিয়া দেড় হাত অন্তর এক একটি খুপি কাটিয়া তাহাতে দেওয়া উচিত। অগ্রে খৈল দিয়া রাখিলে তাহা পচিয়া মৃত্তিকার সহিত উত্তম মিশ্রিত হইতে পারে; আর, যে কোন সার না পচিলে উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয় না। অনন্তর আশ্বিন মাসের প্রথমে উক্ত খুপি সকলের দুই পাশে দাঁড়া ও মধ্যে জোল করিয়া প্রত্যেক খুপিতে এক একটি চারা পুঁতিতে হয়। ক্ষেত্রে চারা কিছু বড় হইলে পুনরায় অন্ততঃ পাঁচ মন খৈলের গুঁড়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু দেওয়া উচিত। উক্ত পরিমাণ সার বাঁধাকপির পক্ষে প্রশস্ত, ফুলকপির বিঘা প্রতি প্রথমে ষোল মন, পরে চারি মন; ওল কপিতে বিঘা প্রতি মোট দশ মোন খৈলের সার দিলেই যথেষ্ট হয়। তবে অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, কপি ক্ষেত্রে অন্য প্রকার সার না দিয়া মাঘ মাসে পলিমাটি দিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চন ও গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাইট করে না।

চারা-প্রস্তুত ও রোপণ-প্রণালী।—ভাদ্র মাসে কপির বীজ ক্ষেত্রে না ফেলিয়া প্রথমে গামলায় বপন করা ভাল। দোয়াঁস মাটিতে গামলা ভর্ত্তি করিতে হয় এবং উপরিস্থ দুই ইঞ্চ পরিমিত মাটি চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম চালুনির দ্বারা চালিয়া দিতে হয়। চালুনির অভাব হইলে হাতে করিয়া ভালরূপ গুঁড়া করিলেও চলিতে পারে। বীজ বপনের পর ঐ ধূলিবৎ মৃত্তিকা তাহার উপরে ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ বুনিয়া দুই দিন জল না দিয়া তৃতীয় দিন হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঝারা ধার বোমা করিয়া অল্প পরিমাণে গামলায় জল দিতে হইবে। জলের ধারায় যদি বীজ কিম্বা চারার গোড়া বাহির হইয়া পড়ে, তবে উক্ত প্রকার গুঁড়ি মাটি আস্তে আস্তে ছড়াইয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে বীজ বপন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে বীজসকল অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। নাল ওল কপি প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত গামলার চারা বাহির না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যে স্থানে অধিক রৌদ্র কিম্বা ছায়া না পায় এরূপ আবৃত স্থানে রাখা উচিত। যখন দেখিবে গামলার চারা সকল ৩।৪টি পাতা

বাহির হইয়াছে এবং সতেজভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তখন অন্য গামলায় উহা তুলিয়া পাতলা করিয়া রোপণ করিতে হইবে। এই গামলার মৃত্তিকাও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ প্রস্তুত করিতে হয়। অধিক গামলার অভাবে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া মৃত্তিকার সার দিয়া চৌকা করিতে হইবে; পরে পাতলা করিয়া অর্থাৎ চারি অঙ্গুলি অন্তর উক্ত চারাসমূহ তাহাতে রোপণ করিলে চলিতে পারে। বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য চৌকা ৩।৪ ইঞ্চ উচ্চ করা আবশ্যক। চৌকায় সর্ব্বদা সরুধার বোমা করিয়া জল দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে উহা খুসিয়া দিতে হয়। আর, যে দিন মাটি খুসিয়া দিতে হয়, সে দিন জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। এইরূপ নিয়মে চারা সকল কিছু দিন চৌকায় থাকিলে, যখন পরিপুষ্ট হইবে, তখন তাহাদিগকে অতি সাবধানতার সহিত তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত খৈলের সারযুক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। চারা রোপণের পূর্ব্বে উক্ত খুপি সকল খুঁড়িয়া অল্প পরিমাণে জল দিয়া তাহাতে এক হাত অন্তর চারা পুঁতিতে হইবে। যতদিন চারার ৮।১০টী করিয়া পাতা বাহির না হয়, ততদিন এই নিয়মে রাখিতে হইবে। অনন্তর দাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া ৭।৮ দিন অন্তর জল দেওয়া আবশ্যক। এই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, তৃণাদি জঙ্গল পরিষ্কার রাখা এবং মাঝে মাঝে জল দেওয়ার প্রয়োজন। ভালরূপ পাইট করিলে ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই কপি খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে বীজ গামলায় না ফেলিয়া একেবারেই চৌকা বা হাপোরে ফেলিয়া চারা তৈয়ার করিয়া থাকে। চৌকায় বীজ ফেলিলে, তাহা দিবসে কোন রকম আবরণে ঢাকিয়া রাখা এবং রাত্রিকালে তাহা খুলিয়া দেওয়া উচিত। রাত্রিকালে আচ্ছাদন খুলিয়া দিলে, শিশিরপাতে চারার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বাঁধা, ওল, ফুল প্রভৃতি যাবতীয় কপির রোপণ ও পাইট প্রণালী প্রায় একরূপ। তবে এই সকল কপির মধ্যে ফুল কপি শীঘ্র উৎপন্ন হয়।

কপির অনিষ্টাশঙ্কা ও তাহা নিবারণ।—কীটাদিতে কপির বিস্তর অনিষ্ট-সাধন করিয়া থাকে। উহার অনিষ্ট নিবারণ জন্য অঙ্গার-চূর্ণ চারার উপর ছড়াইয়া দিলে নিবারণ হইতে পারে। ভাদ্র হইতে অশ্বিন মাসের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ করিয়া রোপণ করিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কপি ব্যবহারযোগ্য থাকে। ফুলকপির ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ পটাশ জলে গুলিয়া সিঞ্চন করিলে ফুল বড় হয়। কপি মাত্রেরই চারা রোপণ করিয়া কিছু চারা চৌকায় মজুত রাখা উচিত; কারণ, ক্ষেত্রস্থ কোন চারা যদি নিস্তেজ ও মরিয়া যায়, তবে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে সতেজ নূতন চারা বসান কর্ত্তব্য।

শিল্পশিক্ষা।

গত জুবিলি উপলক্ষে দেশীয়দিগকে শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দিবার যে আন্দোলন হইয়াছিল, আজকাল তাহার কিছুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক আমাদিগের দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভব ভিন্ন উপজীবিকা নির্ভর করা দুর্ঘট। ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য জনপদে সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনার ন্যায় শিল্প প্রভৃতি বিষয়েরও অধ্যাপনা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের এখানে তাহার কিছুই হয় না। অথচ আমাদিগের নিজের অভিমান যে, আমরা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সমকক্ষে সভ্যতাপদে আরোহণ করিয়াছি। যতদিন এই ভ্রম আমাদিগের মন হইতে দূর না হইবে, ততদিন আমরা প্রকৃত উন্নতি করিতে সমর্থ

হইব না। আমাদিগের দেশে যে প্রকারে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সত্য সত্যই উহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। যদি মনের বিকাশ, জ্ঞানের লাভ ও প্রকৃত চরিত্রের উন্নতি সাধন শিক্ষার অভিসন্ধি হয়, বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বারা ইহার একটিও সাধিত হয় না। রাম ও শ্যামের গল্প শুনিয়া বা 'ভাল হও—ভাল হও' এই মাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিছুমাত্র জ্ঞান-লাভ হয় না। আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ও যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ না জানিলে কাহাকেও প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। তাই বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, শুষ্ক বিজ্ঞান শিক্ষাই করিতে হইবে, আর কিছু শিক্ষা করিতে হইবে না। আমাদিগের বিশ্বাস যে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শুদ্ধমাত্র দুই চারি খানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিলেই হয়, তাহা নহে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিশেষরূপে না পড়িলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। ইতিহাস পাঠে আমাদিগের দেশের লোকের এককালে বিরতি এবং বিজ্ঞান-শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও চেষ্টা নাই; লোকেরও তাদৃশ আগ্রহ নাই। বর্ত্তমান কালের ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের যে কোন ব্যবসায় হউক না কেন, সকল বিষয়েরই বিজ্ঞান-শিক্ষায় বিশেষ প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান বলেই উহাদিগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এমন কি, অতি সামান্য বিষয়, যথা ভূমি কর্ষণ, তাহাতেও বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। আমাদিগের দেশের লোকের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা লাভের পূর্ব্বে যাহাতে বিজ্ঞান শিক্ষা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। বিজ্ঞান বলিতে যে শুষ্ক রসায়ন বা প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলিতেছি, এরূপ নহে; প্রকৃত শিক্ষার জন্য উদ্ভিদবিদ্যা, পশুবিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও রসায়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগে এ বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টা হইতেছে না।

সভ্য জনপদ মাত্রেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অতি নিম্ন-শ্রেণী হইতেই শিক্ষকগণ এই সকল বিষয়ের বাচনিক বা পাঠনিক শিক্ষা দেন। আমাদিগের এখানে তাহার কিছুই হয় না। যে সকল স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা পরীক্ষোপযোগী বিদ্যালয় আছে, তথায় সর্ব্বত্রই এ বিষয় শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে ছাত্রবৃত্তি শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় সমূহ অধিক উন্নত, বলিতে হইবে। প্রতি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতেই বিজ্ঞান বিষয়ের কিছু না কিছু থাকে। আমাদিগের মতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে অবহেলা দৃষ্ট হইলেও শিক্ষা-বিভাগ হইতে ইহার চেষ্টা হওয়া উচিত। যে সকল বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, এখন হইতে যাহাতে তাহাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না করিলে সাহায্য না পায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। যদি বলেন যে, তাহাদিগের শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে? তাহার উত্তর আমরা এই দিতে পারি যে, আজকাল ঐ সকল স্থান-মাত্রেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক আছেন; তাঁহাদিগের দ্বারা কতক পরিমাণে এই সকল বিষয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করা না হয় কেন? এ সম্বন্ধে আরও বলা উচিত যে, অঙ্কন (Drawing) শিক্ষা দান করিবার জন্য কোন বিশেষ দক্ষতা বা শিক্ষার প্রয়োজন করে না। অথচ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অতি নিম্ন-শ্রেণী হইতে ইহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইহারই বা চেষ্টা না হয় কেন? সর্ব্বশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যতদিন আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন না হইবে, যতদিন অধিক পরিমাণে বিজ্ঞান শিক্ষা বা ঐ প্রকার জ্ঞানশিক্ষা না দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা লাভ হইবে না। শ্রীবিঃ।

মতামত।

অনুসন্ধান-সমিতির মতামত জানিবার জন্য, ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যে প্রায় স্থলেই, গ্রাহকগণও যেরূপ ব্যস্ত, বিক্রেতাও ততোধিক চিন্তিত। এই জন্যই আমরা নিত্য নিত্য যেমন পুস্তক, পত্রিকা ও নানাবিধ দ্রব্যাদি উপহার পাই, তেমনই সে সকল সম্বন্ধে সত্বর মতামত প্রকাশের জন্যও, আমাদিগকে গ্রাহক ও বিক্রেতা উভয়পক্ষ হইতেই, বহুল তাগাদা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এরূপ তাগাদা-প্রভৃতি সত্বেও আমরা নিয়মমত মতামত প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না; কারণ, কঠোর দায়িত্বহেতু একটু ভালরূপ না দেখাইয়া-শুনিয়া হটাৎ মতামত-প্রকাশে আমাদের বড়ই বাধ বাধ বোধ হয়। যাইহোক, এখন হইতে আমরাও সমিতির সমালোচকগণকে তৎসঙ্গে সঙ্গে কতক কতক তাগাদা করিব মনস্থ করিয়াছি এবং সম্ভবতঃ যাহাতে সত্বর মতামত প্রকাশ হয়, সে বিষয়েও চেষ্টিত থাকিব।

পুস্তক সম্বন্ধে।

কমলাদেবী।—বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকের কভারে দাম লেখা আছে, ৸৹ বার আনা; গুরুদাস বাবু কখনও কখনও সুলভ মূল্যে তার কমেও বিক্রয় করেন। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি, কলিকাতা, বেলেঘাটা, বংশী সাহার বাগান হইতে হৃষিকেশ দত্ত নামীয় এক মহাত্মা সেই পুস্তকের ১৸৹ এক টাকা বার আনা দাম হাঁকিয়া 'সুলভে' ১৷৷৹ টাকায় দিতে বসিয়াছেন। আর, সে বিজ্ঞাপনেরই বা কি ঘনঘটা! কাজেই ইচ্ছা করিয়া সুখ্যাতি করিতে বসিলেও, মনে স্বতই ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হইল! একে দেশে বাজে নভেল-নাটকের গড়াগড়ি, তায় আবার এরূপ প্রতারণার চেষ্টা!!

কৃষিসংগ্রহ।—বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তকখানিতে নানাবিধ ফুল, ফল, শাকসবজি ও বৃক্ষ প্রভৃতির কৃষিপদ্ধতি লিখিত আছে। সুতরাং এরূপ পুস্তক অনেকের উপকারী বটে। এই পুস্তক হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'কপির চাষ' নামক প্রবন্ধ অনুসন্ধানেও গৃহীত হইল; পাঠক তাহা হইতে কতক কতক পুস্তকের আভাসও পাইবেন। তবে একটী কথা, দাম একটু কম হইলে ভাল হইত। যদিও নভেল-নাটকপাঠী বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে পুস্তকের অধিক বিক্রয় অসম্ভব, তথাপি পুস্তকের অনেক কথার পুনরুল্লেখ দোষ কমাইয়া প্রকাশক মহাশয় অবশ্যই উহার আকার ও দাম কমাইতে পারিতেন। যাইহোক, প্রকাশক অন্ততঃ এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ হেতুও প্রশংসার পাত্র।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান।—বাবু রামচন্দ্র মল্লিক প্রণীত। ইহাতে এ্যালোপ্যাথিক মতে কএকটী রোগের চিকিৎসা ও কয়েকটীমাত্র মুষ্টিযোগ আছে। যাইহোক, অব্যবসায়ীর হস্তের লেখা—বিশেষ জীবন-মরণ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে এ হেন ডাক্তারি বিষয়, আমরা তো কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। আর, ক্ষুদ্র পুস্তকের দামও তো বড় কম নয়!

ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ।—বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রিয়নাথ বাবু ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সব ইন্‌স্পেক্টর; তিনি আপন কার্য্যকালে এক হতভাগ্য 'ডাক্তার বাবুর' পাপ-জীবনের যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চিত্র দেখিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিখিত আছে। 'ডাক্তার বাবুর' জীবন বড়ই বিভীষিকাময়; 'ডাক্তার বাবুর' পাশ করা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সকল ভাগই জাল-জুয়াচুরীতে পূর্ণ,—ইহার মধ্যে তিনি আবার চার-চরিটী নরহত্যাও করিয়াছেন। অধিক কি, ডাক্তার বাবু পরিতাপ-কালে নিজেই বলিয়াছেন,—"যে যে মহা-পাপের সংঘটন করিয়াছি, তাহা অন্যের করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে না।" ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশে গোয়েন্দা পুলিশের সন্ধানাদি সর্ব্বদাই প্রকাশ হয়; এই জন্যই সকলে সে সকল বিষয় জানিতে পারে। এ দেশে গবর্ণমেণ্ট হইতে সে প্রথা না থাকিলেও, তাহা প্রকাশে প্রিয়নাথ বাবু অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ পাইবেন।

অভিনয় সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে সমিতির কোন কর্ম্মচারী 'প্রহ্লাদ-চরিত্রের' অভিনয় দেখিতে যান। তাঁহার মতে প্রহ্লাদের অভিনয় বাস্তবিকই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির 'বিজয়-নিশান।' ফলতঃ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' আজি পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, ইহা কি রঙ্গ-ভূমির অল্প গৌরবের কথা?

বীণা-রঙ্গ-ভূমি।—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গ-ভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,—পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-অংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব। সংপ্রতি 'চন্দ্রহাস' নামক একখানি হরিভক্তিময় নাটক ইহাতে অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দোষশূন্য না হইলেও, সমিতির অনেক মেম্বর অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন। এখন, দেশের সদাশয় ব্যক্তিগণ রাজকৃষ্ণ বাবুকে উৎসাহ দেন ও তাঁহার আশা পূর্ণ হয়, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

টোট্‌কাটুট্‌কি।

রোগাক্রান্ত হইয়া আজকাল অনেকে অনেক পয়সাই ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর আমাদের দেশের প্রাচীনগণ অনেক স্থলেই টোট্‌কা টুট্‌কি মুষ্টিযোগেই কাজ সারিতেন। আর, এখনও এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ভাল নামজাদা ডাক্তারেও যে সব রোগ ভাল করিতে না পারেন, টোট্‌কা টুট্‌কিতে তাও ভাল হয়। সুতরাং গৃহী-মাত্রেরই সামান্য দু'একটা টোট্‌কা টুট্‌কি জানিয়া রাখা মন্দ নয়! আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে অনেক সময় অনেক পয়সাও বাঁচিতে পারে। আর, সেইহেতু নিম্নে কতকগুলি টোট্‌কা টুট্‌কি মুষ্টিযোগ সংগৃহীত হইল ঃ—

"অজীর্ণ—অধিক মাংস খাইয়া অজীর্ণ বা পেট গরম হইলে ২ তোলা পরিমাণে শুক্‌না কাশীর চিনি মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। মাছি খাইলে কাশীর চিনি মুখে রাখিলে কোন প্রকারে বমি হয় না।

অর্শ—মটর কড়াইয়ের মত ছোট ছোট বুনো ওল ময়দার থুঁসির ভিতর পুরিয়া প্রাতে একবার করিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ রোগ আরাম হয়। এক তোলা আতপ চাউল, আধ তোলা অতি চারা নিমের শিকড় একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ আরোগ্য হয়। উচ্ছে পাতার রসও ইহার পক্ষে বড় উপকারী।

কাটা ঘা—যদ্যপি কোন প্রকার ঔষধি নিকটে না থাকে তবে নিম্নলিখিত কড়ারটি অতি চমৎকার। একোগুড় ও খয়ের সম-ভাগে সর্ষের তৈলে মিলাইয়া ক্ষতস্থানে লাগা-ইয়া কাপড় জড়াইয়া দিবে। সাবধান থাকিবে জল না লাগে; যত বড় আঘাত হউক না কেন অবশ্য তিন দিনে আরোগ্য হইবেক। প্রথম দিবস ভিন্ন আর ঔষধ লাগাইতে হইবেক না। কিন্তু জল লাগিলে অতি বিপরীত হইবে। কাটার স্থানে দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

কানপাকা—পাগীসাড়ার গাছ কাটিলে যে জলবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা ২।১ বার কানের ভিতর দিলে কানপাকা আরোগ্য হয়।

ক্রিমি—ভাঁট-পাতার রস বা আনারস পাতা চুণের জলে ছেঁচিয়া সেই রস বা জাম খাইলে আরোগ্য হয়।

গরল—শিরিষের শিকড় মনসার আটার সহিত বাটিয়া লাগাইলে সকল প্রকার গরল আরোগ্য হয়।

ঘা—কয়েৎবেলের কাষ্ঠ হুকার জলে চন্দ-নের ন্যায় ঘসিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া, তাহার উপর হুকার জলে নেকড়া ভিজাইয়া পট্‌ বাঁধিয়া ১ দিন অথবা ২ দিন রাখিলে, পারা সংযুক্ত অথবা যতদিনের যে প্রকারের ঘা হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ব্রণ হইলে পাকা গাব খাইবে।

ছুলি—হলুদের ফুলের ভিতর যে এক প্রকার জল থাকে, ঐ জলে চন্দন ঘসিয়া গাত্রে লেপন করিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

টাক—পুরাতন সজিনা গাছের ছালের রস টাকের উপর ঘসিয়া দিলে ২।৪ দিনের মধ্যে টাকের উপর চুল উঠে। সজিনার বিচির তৈল মাথায় ব্যবহার করিলে অথবা একটী পেঁয়াজ দুইখানা করিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ছড়াইয়া টাকের উপর প্রত্যহ ঘসিলে চুল উঠিবে।

দাদ—শোঁদালের কচি পাতা লেবুর রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ এক দিনেই সারে।

দাঁত—চিকি সুপারির ভস্ম ১ তোলা, বাঁশের কয়লা ১ তোলা, দগ্ধ করা তুঁতে সিকি তোলা একত্রে মাড়িয়া মাজন প্রস্তুত করিলে ঐ মাজনে দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি আরাম হয়।

নালী ঘা—গাওয়া ঘি ১ পোয়া, ভাল মোম ১ তোলা, তেপাতি গাছের রস ১ ছটাক। প্রথমতঃ ঘি আগুণে চড়াইয়া খুব গরম হইলে মোম দিয়া আবার জ্বাল দিবে, তাহার পর নামাইয়া ঐ তেপাতি পাতার রস দিয়া পুনরায় আগুণে চড়াইয়া জ্বাল দিবে যে পর্য্যন্ত না সেই রস উত্তমরূপে মিলিয়া যায়; পরে নামাইয়া উহাতে ১ সের শীতল জল ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে শীতল হইলে ঐ ঘৃত কাচের বা পাথরের পাত্রে রাখিবে। ঘা নীম জলে ধুইয়া ঐ ঘি পুরাতন তুলার উপর দিয়া পটি করিয়া বাঁধিবে। ইহাতে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন ঘা অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবেক। হাফরমালির আঠা নালিঘার পক্ষে বড় উপকারক।

পাঁচড়া—পুরাতন বেগুণ গাছের পাতার এক তোলা ভস্ম, আধ ছটাক সর্ষপ তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। হলকসা ফুলের পাতা হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক দিনে আরোগ্য হয়।

পালাজ্বর—এক দিন অন্তর হইলে জ্বরের দিবস প্রাতঃকালে নিমুকালতা হাতে তাগা বাঁধিলে এক দিনেই জ্বর আরোগ্য হয়। সাদা বকফুলের পাতার রস নেকড়ার পুঁটলি করিয়া ঘ্রাণ লইলে এক দিন অন্তর কিম্বা ২দিন অন্তর জ্বর এক দিনেই আরোগ্য হয়। উক্ত টোট্‌কা বাসী হাতে বাসী মুখে করিবে।

বিছা ইত্যাদি কামড়ানর ঔষধ—আঁবের কশী এক পোয়া, এক পোয়া জলে ১০।১২ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সেই জল বোতলে পুরিয়া রাখিবে; বিছা, বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতি কামড়াইলে ঐ জল দষ্ট স্থানে ২।৪ ফোটা দিলে অচিরাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। বোলতা বা মৌমাছি কামড়াইলে সরিষা বা কেরসিন তৈল লাগাইবে। মাকড়সা কাম-ড়াইলে ঘি আর লবণ মিশাইয়া লাগাইবে। সুঁয়াপোকার কাঁটা লাগিলে চুণ লাগাইবে। হাতে চষিপোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইবে।

রক্তপাত—গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া আঘাত কিম্বা কাটার জন্য রক্তপাত হইলে ঐ স্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হয় ও বেদনা নিবারণ করে। ফট্‌কিরি ও বাবলার আটার গুঁড়া দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। দুর্ব্বা, আয়াপান, কুকসিম বা ডুমুরের রস বা শীতল জল বা বরফ দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

রাতকানা—দেশি পানের রস এক ফোটা করিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে দিলে রাতকানা দশ মিনিটের মধ্যে আরোগ্য হয়।"

জেনে রাখা মন্দ নয়!

"মাছি নষ্ট করিবার সহজ উপায়।—সবুজ রংএর চা অনেকক্ষণ জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত চিনি মিশাইয়া ঘরের স্থানে স্থানে থালায় করিয়া রাখিয়া দিলে উহাতে আসিয়া মাছি পড়িবে, আর মরিয়া যাইবে। কোয়াসিয়ার কাথ (Quasia), গুড় এবং গোলমরিচের গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া, এক পাত্রে করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিলেও মাছি সে ঘরে থাকিতে পারে না।

ছারপোকা নষ্ট করিবার সহজ উপায়।—স্পিরিট অব্‌ ন্যপথা (Spirit of Naptha) নামক এক প্রকার আরক ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। দুই তিন আনার এই আরক কিনিয়া আনিয়া খাট বা চৌকির গায়ে বিশেষতঃ জোড়া এবং ফাটা স্থানগুলিতে তুলি দিয়া একটু একটু লাগাইয়া দিলে ছারপোকা আর থাকিতে পারিবে না। খাটের বিছানার নিচে একটা নেকড়ায় এক তোলা কর্পূর বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলেও ছারপোকা সেখানে থাকিতে পারে না।

কাগজকাটা পোকার উপদ্রব নিবারণের উপায়।—পুস্তক বা কাগজ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতে না পারে, এজন্য পুস্তকের মধ্যে নিমের পাতা, খণ্ড খণ্ড তামাক পাতা অথবা কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কস্তুরি গাছের বীজ চূর্ণ করিয়া কাগড়ে ছড়াইয়া দিয়া রাখিলেও কাপড়ে পোকা লাগিতে পারে না।

পীপড়া নষ্ট করিবার উপায়।—পীপড়ার গর্ত্তের মুখে হুকার জল, চূণের জল অথবা কর্পূর মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলে পীপড়া মরিয়া যায়। গাছে পীপড়া উঠিতে না পারে, এ জন্য গাছের গুঁড়িতে আলকাতরা মাখাইয়া এক গাছা দড়ি জড়াইয়া রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপায়। খাটের পায়ায় এইরূপ করিয়া আল-

কাতরা মাখান দড়ি একটী বেষ্টন দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বিছানায় পীপড়া উঠিতে পারে না।

উইয়ের উপদ্রব নিবারণের উপায়।—কেরসিন তৈল উইয়ের পক্ষে মহাবির্ষ। এক পাত্রে দুধ এবং আর এক পাত্রে কেরসিন তেল লইয়া বাববার ঢালিতে ঢালিতে উভয়ে মিশিয়া যাইবে। তখন তাহার মধ্যে জল ঢালিয়া দিয়া সেই জল উইয়ের উপদ্রব যেখানে হয় সেখানে ছড়াইয়া দিলে উই মরিয়া যায়।

আরস্থলার উপদ্রব নিবারণের উপায়।—সোহাগা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই চিনি ঘরের স্থানে স্থানে রাখিয়া দিলে সে ঘরে আর আরস্থলার উপদ্রব থাকিবে না।”

সংবাদ।

—হুগলীর অন্তর্গত আমরাগড়ের কোন গৃহস্থ একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হন ও তাঁহার স্ত্রী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করে। ইহার কিছু পরে এক ব্যক্তি আসিয়া ঘরের দুয়ার ঠেলে এবং স্বামী-বোধে অভাগিনী দুয়ার খুলিয়াই ঘুমঘোরে পুনরায় শুইয়া পড়ে। অতঃপর দুর্বৃত্ত নিজেই দুয়ার বন্ধ করিয়া স্বীয় অভিষ্ট-সিদ্ধির উৎযোগ করে। এমন সময় হঠাৎ গৃহস্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দুয়ার ঠেলিয়া স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে তখন অভাগিনীর সংজ্ঞা হইল এবং ‘ঘরে তবে কে’ বলিয়া সে চীৎকারসহ দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল। অতঃপর গৃহস্থ দুর্বৃত্তের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহারে উদ্যত হইলে, সে স্বীয় হস্তস্থিত কাটারীর আঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া পলায়ন করে। শুনা যায়, দুর্বৃত্ত পরে ধরা পড়িয়াছে।

—ম্যানুয়েল নামক এক বিলাতী বিবি কলিকাতার পুলিসকোর্টে এক মজাদার মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন; টমাশ নামক অপর কোন মেম সাহেব তাঁহার স্বামীর মন চুরি করিয়াছে, এই তাঁহার অভিযোগ। যাইহোক, হাকিম কিন্তু দণ্ডবিধি-আইনে এরূপ কোন চুরীর দণ্ড দেখিলেন না; কাজেই বিবির মকর্দ্দমা ডিসমিস হইল। হিন্দু-স্ত্রী হইলে এ মকর্দ্দমা স্বামীর নিজের কাছেই করিতেন; কিন্তু বিলাতী সভ্যতার সবই নূতনত্ব কি না!

—ঢাকা জেলার এক ব্যক্তি স্বীয় জামাতার বাড়ী হইতে আপন কন্যাকে আনিতে যান ও জামাতা সহজে পাঠাইতে চাহেন না। শেষে শ্বশুরের অনেক কাকুতি-মিনতিতে পাঠাইতে স্বীকৃত হন বটে; কিন্তু শ্বশুরকে এই মর্ম্মে একখানি খত লিখিয়া দিতে হয় যে, তিনি দশ দিনের মধ্যে কন্যাকে স্বামীগৃহে ফেরত না পাঠাইলে দুই শত টাকা খেসারত দিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্য্যগতিকে পড়িয়া, দশ দিনের অধিক কাল কন্যাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়। কাজেই সেই ধূরন্ধর জামাতা সেই দস্তখতি খত দাখিল করিয়া সংপ্রতি শ্বশুরের নামে আদালতে ড্যামেজের নালিশ করিয়াছেন।

—সম্প্রতি পারিসের এক দোকানদারের দোকানে এক ব্যক্তি কতকগুলি জিনিস কিনিতে আসেন; এমন সময় যেন একটি পালিত কুকুর প্রায় মনুষ্যের স্বরে দোকানদারের নিকট হইতে “এক টুকরা মাংস” চাহিয়া লয়। আগত ক্রেতা ‘কুকুরের কথা’ শুনিয়া তো অবাক্ হইলেন। যাইহোক, পরে অপর এক ব্যক্তির পরামর্শে, সম্ভবতঃ ব্যবসায়ের জন্যই, কুকুরটিকে ক্রয় করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল এবং তিনি ৪০০ শত ফ্রাঙ্ক দাম দিয়া কুকুরটিকে ক্রয় করিলেন। ক্রয় করিবামাত্রই কুকুর সেই দোকানদারকে যেন অতি দুঃখভাব প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বমত বলিল,—“আপনি আমাকে বিক্রয় করিলেন? আচ্ছা, আমি আর কথা কহিব না।” অতঃপর ক্রেতা কুকুরকে গৃহে লইয়া গেলে সে আর কথা কহিল না; ক্রেতার সকল টাকা লোকসান যাইতে লাগিল। কাজেই তিনি পুলিশকোর্টে ঐ টাকা ফেরতের জন্য নালিশ করেন। আসামী তদুত্তরে বলে,—‘আমি কৌশলে কথা কহিয়াছি সত্য, কিন্তু কুকুরকে তো ওরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বিক্রয় করিতে চাহি নাই। উনি নিজের ইচ্ছাতেই টাকা দিয়া কুকুর কিনিয়াছেন। সুতরাং আমার দোষ কি?’ এরূপ উত্তরে কাজেই আদালতও তাহাকে দায়ী করিতে পারিলেন না ও মকর্দ্দমা ডিস্মিস্ হইল। ধন্য কৌশল!

—আজি পর্য্যন্ত অনেক পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রেরকগণ মাপ করিবেন; শীঘ্রই উত্তর দেওয়া যাইবে।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

ম খণ্ড।] ১৫ই পৌষ, ১২৯৪ সাল। [১০ম সংখ্যা।

পাঁচ রকম।

দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদ।—দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে যে সকল মতামত বাহির হয়, তাহারই অনুবাদ গবর্ণমেণ্টে জানাইবার নিয়ম। আর, সেইহেতু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনুবাদ জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় লোকও নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কোন্ বিষয়ের কিরূপ অনুবাদ হইল, তাহা সাধারণের জানিবার যো নাই। বহুকাল এবং দেশীয় পত্রসম্পাদকগণ সেই সকল অনুবাদের এক এক খণ্ড পাইবার জন্য কত আবেদন-প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু সেদিকেও গবর্ণমেণ্টের তত সুদৃষ্টি নাই। আর, সেই সকল নানা কারণেই আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয়, অনুবাদ-সময় হয় তো বা কত আবশ্যকীয় প্রস্তাব উপেক্ষিত হইতেছে এবং তাহার স্থলে রাশি রাশি আবর্জ্জনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট অতৃপ্ত হইতেছেন। যাইহোক, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট-সমীপে আমারা বরাবর প্রার্থনা করিতেছি, যেন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এখনও কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়।

ভেজাল ঘৃত ও তৈল।—ইতিপূর্ব্বে মাসকয়েক ধরিয়া ক্রমাগত ভেজাল ঘৃত সম্বন্ধে আন্দোলন হয় এবং সে আন্দোলনের ফলস্বরূপ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ঘৃত-পরিদর্শকও নিযুক্ত হয়েন। ফলতঃ তাহাতে কতকাংশে কৃত্রিমতা কমিলেও, তাহার সম্যক নিবৃত্তি এখনও হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তা’ছাড়া, কলিকাতায় ভাল তৈল তো আজিকাল মিলেই না। তৈলে নানাবিধ ভেজাল মিশ্রিত করায় অনেক সময় তাহা ব্যবহার বড়ই কষ্টকর হয়। ঘৃত সম্বন্ধে এখনও যেরূপ বাঁধাবাঁধি চলিতেছে, তৈল সম্বন্ধেও সেইরূপ চলিলে ভাল হয়। অধিকন্তু অনেক মুদীর দোকান সন্ধান করিলে এখনও ভেজাল ঘৃত মিলিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এখন কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এদিকে দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনা।

খোলাভাঁটি-প্রচলনে চুরি-জুয়াচুরীর বৃদ্ধি।—খোলাভাঁটিতে কম মূল্যে মদ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়া যেমন সামাজিক, নৈতিক সকল বিষয়েরই অবনতি হইতে চলিয়াছে, তেমনিই সেই সঙ্গে সঙ্গে চুরি-জুয়াচুরীরও প্রকোপ চলিতেছে। এমন কি, এইহেতু স্থানে স্থানে দিন দিন যেরূপ অনাচার-অত্যাচারের সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয়ে ভারতবাসীর উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই কুপ্রথার প্রশ্রয়ে নানা অনিষ্টের সূত্র দেখিয়া আমরা

বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। ফলতঃ গভর্ণমেণ্ট, অন্ততঃ কোন কোন বিভাগ হইতে, এ কদাচার কতকাংশ নিবারণেও সুদৃষ্টি করেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ভ্যালুপেএবল্ ডাকের আরও একটি অসুবিধা।—ইতিপূর্ব্বে ডাক-বিভাগের কয়েকটি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহা কার্য্যে যে কতদূর কি হইবে, ভগবানই জানেন। যাইহোক, ভ্যালু-পেএবল্-ডাক দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের যে আর একটি অনিষ্টের সংবাদ পাইতেছি, তাহাই অদ্যকার আলোচ্য। ভ্যালুপেএবল্ ডাকে কোন জিনিস পাঠাইলে ক্রেতা যদি তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না করেন, তাহাহইলে সেই জিনিস তখনই প্রেরকসমীপে ফেরত পাঠান কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক সময় সেই জিনিস ফিরিয়া আসিতে এক মাস বা দুই মাসের অধিক কালও বিলম্ব হয়। এ বিলম্বে সকল রকমের প্রেরকেরই অনেক সময় বহুল অনিষ্টের সম্ভাবনা। বিশেষ, নর্সরি প্রভৃতি হইতে সাময়িক বীজাদি ভ্যালুডাকে পাঠাইয়া, অনেক সময় অসময়ে ফেরত পাওয়ায়, তাঁহাদের সে বীজের আর কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না এবং অনেক ডাক্তারী ঔষধও বিলম্বে ফেরত-হেতু সাময়িক গুণ লোপ পায়। সুতরাং জিনিস বিক্রয় করিয়া লাভ করার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিশেষ লোকসানেরই ভাগী হইতে হয়। এই সকল অনিষ্টহেতু ডাকবিভাগ যদি, গ্রাহক গ্রহণ না করিলে, প্রেরিত দ্রব্যাদি একটু শীঘ্র ফেরত পাঠাইবারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহাহইলে ব্যবসায়ীর বড়ই উপকার করা হয়। আমরা আশা করি, আমাদের হিতৈষী ডাকবিভাগ এই প্রার্থনার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

✓ গ্রাহকগণের সুসংবাদ।

অনুসন্ধান-সমিতির সৌভাগ্য বলিতে হই[illegible] যে, আজকাল অনেকেই সমিতির উপ[illegible] কলিকাতায় তাঁহাদের প্রাপ্য-আদায়ের ভ[illegible] দিতেছেন এবং সমিতিও কতকাংশে তাহা[illegible] কৃতকার্য্য হইতেছেন। তবে নিতান্ত জুয়াচু[illegible] যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের নিকট কি অ[illegible] সহজে টাকাকড়ি জিনিসপত্র আদায় হয়[illegible] সে সকল স্থলে, ক্রেতার পক্ষে টাকাক[illegible] পাঠাইবার সময়ই বিবেচনা করা উচিত[illegible] সমিতি ক্রেতার হইয়া কোন বিষয়ে, [illegible] তাঁহার নিজেরই ন্যায়, চেষ্টা পাইতে পারে[illegible] তা' ছাড়া সমিতির নিকট আর কি আশা ক[illegible] যায়? সুতরাং যে সকল ব্যবসায়ী, অথ[illegible] জুয়াচুরী যাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, কোন[illegible] দায়ে পড়িয়া গ্রাহকগণকে তুষ্ট রাখিতে অপা[illegible]রক হন, সমিতি তাঁহাদের নিকট হইতে[illegible] চেষ্টা করিয়া গ্রাহকগণের তুষ্টি-সম্পাদন[illegible] করেন। আর, গ্রাহকগণের সুসংবাদ আদা[illegible]য়ের রিপোর্টে সেই সকলেরই কতক কত[illegible] আভাস দেওয়া হয়। ফলতঃ এইরূপ আদা[illegible] পত্র আজকাল সমিতির দ্বারা অনেকই হই[illegible]তেছে; তবে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রকাশিত রিপো[illegible]র্টের পর স্থানাভাবে দুই একটি মাত্র নি[illegible] প্রকাশিত হইল:—

১। শ্রীযুক্ত প্রাণরতন নাথ এণ্ড কো[illegible] চাঁপাতলা, কলিকাতা। ইহাঁরা ইতিপূ[illegible] একখানি 'ইংরাজী অভিধান' প্রকাশের বিজ্ঞা[illegible] বাহির করেন; কিন্তু কোনরূপ বিঘ্নবশ[illegible] তাহা প্রকাশ হয় না। যাইহোক, সে সম্ব[illegible] অভিযোগ করিয়া পত্র লেখায় ইহাঁরা সমিতি[illegible] দ্বারায় কামরূপ, মাছখাওয়া গ্রামের শ্রীযু[illegible] সেখ আফাজুদ্দীনের ঐ বাবদ প্রাপ্য ৫৲ পাঁ[illegible] টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং অপর সকলকে[illegible] তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক আছেন।

২। বাবু রামলাল দত্ত, রাধাবাজার। [illegible]বাজারে ইহাঁদের ঘড়ির দোকানটীও বেশ [illegible]ল। ভোটমারী, রংপুর হইতে শ্রীযুক্ত [illegible]লেম্ করিম মিঞা ইহাঁদের নিকট একটী [illegible]চ ঘড়ি ক্রয় করেন ও দু'চার দিন মধ্যেই [illegible] খারাপ হওয়ায় ফেরত দিয়া অপর রকম [illegible]টি চাহেন। কিন্তু সেইরূপ বদল পাঠাইতে [illegible]ম্ব-হেতু তিনি সমিতিতে পত্র লেখায় [illegible]মিতির লোক যাইমাত্র উহাঁরা ঘড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং সেরূপ ঘড়ি আমদানী হইতে বিলম্ব-হেতু পাঠাইতে বিলম্বের কারণ জানাইয়া দুঃখিত হয়েন।

৩। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, বঙ্গবাসী [illegible], কলুটোলা। মোরেলগঞ্জ, খুলনা [illegible]তে বাবু রোহিণীমোহন রায়, ইহাঁদিগের নিকট ৫৲ পাঁচ টাকায় একটি কোর্ট ক্রয় [illegible]রেন ও পছন্দ না হওয়ায় তাহা ফেরত দেন। [illegible] মূল্য ফেরত পাইতে বিলম্ব-হেতু অভিযোগ করায় ইহাঁরা সমিতিতে, অন্য বাবদ দেয় [illegible]বাদ, বক্রী ফেরত দেন এবং রোহিণী বাবুও তাহা পাইয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

৪। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় সাহিত্য-[illegible]ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। রামায়ণের অনুবাদ শেষ করিয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি সমগ্র মহাভারতের পদ্য-অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। অনেকে মূল্য জমা দিয়া তাহার গ্রাহক হইয়া [illegible]ক্তকের শেষ অংশ-সকল পাইতেছেন না, [illegible]মিতিতে এইরূপ অভিযোগ আসে। তদনু-[illegible]য়ী রাজকৃষ্ণ বাবুকে সে বিষয় জানানয় তিনি [illegible] উত্তর দিয়াছেন, তাহা এই স্থলে প্রদত্ত [illegible]ইল;—

"মহাশয়,—মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ [illegible]রিয়া গ্রাহকগণের নিকট যে সামান্য টাকা পাইয়াছি, [illegible] সম্পূর্ণ করিতে তাহা অপেক্ষা আরও বিস্তর টাকা [illegible]মাকে লোকসান দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া [illegible] মহাভারত-প্রকাশে আমি পশ্চাৎপদ হইতেছি, তাহা নহে; আমি জীবিত থাকিতে মহাভারত কখনই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। তবে লোকমানের মধ্যে তাহা প্রকাশ করিতে কিছু বিলম্বের জন্য অবশ্যই লজ্জিত আছি। আর, সে বিলম্বের প্রধান কারণ, সংপ্রতি আমার নিজের 'বীণা-থিয়েটারটী' প্রস্তুত হওয়ায় তাহার জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি। সেই জন্যই মহাভারত-প্রকাশে যা কিছু বিলম্ব। যাইহোক, নবম সংখ্যার অনেকাংশ ছাপা আছে; বক্রীর কাপিও প্রস্তুত, শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। ফলতঃ গ্রাহকগণ এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন, এই প্রার্থনা।—বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্দেশ্য সৎ বলিয়া আমাদেরও বিশ্বাস। সেরূপ উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে যা' কিছু ত্রুটি হইয়াছে, আশা করি, গ্রাহকগণ অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিবেন না।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। বাবু রামচন্দ্র মল্লিক, ৪৬ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইনি প্রথমে কলুটোলা ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর কবিরাজ মহাশয়ের ঠিকানা দিয়া এবং পরে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের ঠিকানায় "রাজচিকিৎসক" নামক মাসিকপত্র প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির করেন। তাহাতে অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলে উপহার পাইবারও লোভানি থাকে। কিন্তু এখন উপহার পাওয়া দূরে থাক, টাকা দিয়া অনেকে পত্রিকাই পাইতেছেন না, এরূপ অভিযোগ পাই। ইতিপূর্ব্বে ইনি সমিতির আফিসে আসিয়া গ্রাহকগণের ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার পরামর্শ লন; কিন্তু সেও সেই পর্য্যন্ত। যাইহোক, অনেক গ্রাহক ইহাঁর ব্যবহারে বড়ই চটিয়াছেন; এখনও ইনি সুপরামর্শ মত কার্য্য করেন, এই বাসনা।

২। বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৬৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—সংপ্রতি এই ঠিকানা হইতে 'সস্তার উপর উপহার' শীর্ষক এক লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। সেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে 'স্বর্ণলতা,' ও 'দ্বাদশ নারী' প্রভৃতি ॥০ আট আনা ও।০ চারি আনায়

বিক্রয়ের লোভ আছে ; কিন্তু উনি যে পুস্তকগুলি দিতেছেন, তাহা ঐ নামীয় বটতলার পুস্তক। অনেকে শ্রীযুক্ত 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'স্বর্ণলতা' এবং বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'দ্বাদশ নারী' প্রভৃতি সুলভে পাইতেছেন, মনে করিয়া ঠকিতে পারেন। সুতরাং সাধারণে সে সম্বন্ধে দেখিয়া-শুনিয়া এখনও কাজ করেন, এই অনুরোধ।

৩। রাহুতা, শ্যামনগর হইতে প্রথমে বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে এবং পরে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে 'বিশ্বকোষ' নামক অভিধান প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিশ্বকোষ উপাদেয় জিনিস হইতেছিল। কিন্তু বিশ্বকোষের জন্য টাকা জমা দিয়া আজকাল গ্রাহকগণ তাহা পাইতেছেন না, এইরূপ নানা অভিযোগ আসিতেছে। এরূপ কার্য্যের এরূপ দুঃসংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। আশা করি, প্রকাশকগণ ইহার কারণ দর্শাইয়া কলঙ্কের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবেন।

৪। শ্রীনীরদাচরণ শর্ম্মণঃ এণ্ড কোং, হাতিবাগান, ৺ ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোল, কলিকাতা। সংপ্রতি এই ঠিকানা দিয়া বঙ্গবাসীতে "সুলভ তন্ত্র-প্রকাশ" শীর্ষক এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে সেই সর্ব্বজানিত হরিদাস মান্না কতকগুলি তন্ত্রের বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক ঠকাইতেছিল। এখন সমিতির কোন কোন মেম্বর সন্ধানে জানিতেছেন, নিজের নামের অভাবনীয় কলঙ্কহেতু ঐ নামে হরিদাস এখন আবার এই খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। যাইহোক, এতেও লোকে কি আর না দেখিয়া-শুনিয়া জিনিস কিনিবেন ?

শুনিলে হৃৎকম্প হয় !

"ছি! এই কি উচিত ? আমিই না হয় দোষী ; কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলোর প্রতিও কি একটু দয়ামায়া নেই ? কা'র উপর ঘরকন্না ফেলে এত দিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখানে ব'সে আছ ? যা'ক্, যা' হ'বার হ'য়েছে, এখন বাড়ী চল।"—এই বলিয়া একটী রীতিমত ভদ্রবেশী বাবু একটী স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া গঙ্গার ধারে টানাটানি করিতেছেন।

দশহারার দিন ; গঙ্গার ঘাটে, বিশেষতঃ এই জগন্নাথ-ঘাটটীতে, লোকে লোকারণ্য ; যে যে মনেই ঘাটে আসুক্ না কেন, অনেকেই কিন্তু ঐরূপ গোলযোগ শুনিয়া "কি হইয়াছে কি হইয়াছে" বলিতে বলিতে উহাঁদের নিকট আসিল। সুতরাং ঐ স্থানটী বিশেষ জনতায় পরিপূর্ণ হইল ; এমন কি, ক্রমে দেখিতে দেখিতে পুলিশ পাহারা পর্য্যন্ত আসিয়া দেখা দিল।

লোক-সমাগম দেখিয়া বাবুটী স্ত্রীলোকটীকে আরও কায়দায় পাইলেন ; বলিলেন,—"তুমি কি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ ছি ছি! এত লোকের সাক্ষাতে আর কেলেঙ্কারিতে কাজ নেই ; ভাল বল্‌চি, এখন এস।" বাবুটীর এইরূপ কথা শুনিয়া সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইল ; এবং 'ব্যাপার কি' জানিবার জন্য বাবুটীকে সকলেই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তখন বাবুটী অতিশয় ম্লানমুখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"ছাইভস্ম, মাথামুণ্ডু কি বোই বা কি ? আর, ঘরে ঘরে ঝগড়া, কে শুন্‌বেনই বা কি ? এমন কোন্ ঘরেই বা হ'য়ে থাকে ? তবে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ অনেকে ক'রে থাকে, কিন্তু আমার মত এ লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌তে তো কাকেও দেখি নি।"—এই বলিয়া বাবুটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরি-

ত্যাগ করিয়া বিশেষ ম্রিয়মাণ হইলেন। বাবুটীর এইরূপ ভাব দেখিয়া আগন্তুকগণ যদিও ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, তথাপি আরও বিস্তারিত রহস্য জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অগত্যা বাবুটী, 'বলি কি না!' ক্ষণকাল যেন এইরূপ চিন্তা করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"ব'ল্‌বো কি ম'শায়! একদিন আমি বাড়ী ছিলেম না। সেই সময়ে উহাদের সতিনে সতিনে কি গণ্ডগোল হ'য়েছে, তা' উহারাই জানে। আমি এসে দেখ্‌লেম্, ইনি বাড়ীতে নেই ; তিনি বেঁকে বসে আছেন। ছেলেগুলো বল্‌লে,—'মা ঝগড়া ক'রে কোথা চলে গেছে।' কি জানি ম'শায়, 'রাগে না হয় কি!'—এই সাত পাঁচ ভেবে, আমার অদৃষ্টের ভোগ, তাই তখনই বেরিয়েছি। ভাব্‌লেম, সম্মুখে দশহারা ; তাই বুঝি বোনের বাড়ী গঙ্গা-স্নান-উপলক্ষে গিয়েছে। তা'ও সেখানে এলে তা'রা বোল্‌লে,—'সে এখানে আসেনি।' তবে প্রতিবেশীরা কেউ কেউ আমাকে সন্ধান দিল যে, 'এইখানেই আছে।' আর,সেই সন্ধানে সন্ধানেই আমি এই ধরেছি। এখন, বাড়ী না নিয়ে গেলে ছেলেগুলো যে মারা যায়; আর, সেই জন্যই এত টানাটানি ; নইলে ও-মলেও ক্ষতি ছিল না।"

বাবুটী এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে স্ত্রীলোকটী লজ্জায় নতমুখ থাকিলেও, অগত্যা কিছু না বলিলে চলে না দেখিয়া যেন কিছু বলিতে গেলেন। কিন্তু বাবুটী তাঁহার কথায় প্রকারান্তরে বাধা দেওয়ায় সে কথা সাধারণে অস্ফুট রহিয়া গেল। তবে এইটুকুমাত্র শুনিতে পাওয়া গেল যে, তিনি যেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে গেলেন,—'আরে মোলো মিন্সে বলে কি!' যা'ইহোক, লোকে কিন্তু সেদিকে কান্ না দিয়া বাবুটীর কথাই শুনিতে লাগিল।

কেহ কেহ বা বলিয়া উঠিল,—"আরে, তুমি কেমন মেয়ে মানুষ! ঘরে ঘরে এমন ঝগড়া কা'দের না হয় ? তাই ব'লে কি ভদ্রলোকের মেয়েমানুষ একেবারে পা'তুলে বাড়ীর বার হ'য়ে আস্‌তে আছে ? যাও, যা' হয়েছে, তা' হয়েছে ; এখন উহাঁর সঙ্গে বাড়ী যাও।"

বাবুটী।—"তাই আপনারাই বলুন। যা' হ'বার হ'য়েছে ; আমি মানে মানে বল্‌ছি, বাড়ী চল ; এখনও গ্রামের লোকে বোনের বাড়ী আসা বলেই জানে ; আমার সঙ্গে গেলেও মান বজায় থাকে। আর যখন সেই ঘর কত্তেই হবে, তখন আর বেশী বাড়াবাড়ি করা কি ভাল ?"

বাবুটী এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটীর হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া আছেন ; তিনি বারবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেও তাহা নিষ্ফল হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী শেষে বিপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদসহকারে—"আরে মোলো, ড্যাকরা" ইত্যাদি রূপের গালাগালি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে আগন্তুকগণ সকলেই "ছি ছি! ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রীলোকের এই কি ব্যবহার!" —এই বলিয়া চটিয়া উঠিল। কাজেই বাবুটী আরও সুযোগ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; শেষে বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তবে যাবিনে! আচ্ছা না যাস্, তোর আমি বিহিত কচ্ছি। আর, এ পর্য্যন্ত আমি যা' তোকে দিয়েছি, বা তুই যা' আমার কাছ থেকে নিয়েছিস্, সে সব আশা আমি আর করিনে। সে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক এই পর্য্যন্তই। তবে সেদিন বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় দাসেদের বাড়ী থেকে যে হার ছড়াটী চেয়ে এনে দিয়েছিলেম, তা'ও ওই সঙ্গে সঙ্গে যাবে না কি ? হার ছড়াটা তো দেও, তা'দিগে দিয়ে মান বাঁচাই ; তা'র পর, তোমার মনে যা' হয় তাই ক'রো।"

বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোকটীর গলায় এক-গাছি সোণার হার ছিল। এই কথা শুনিয়াই তিনি কাপড়-চোপড়ে হাঁর ছড়াটী ঢাকিবার বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। বাবুও "এই তো হার!" বলিয়া তাড়াতাড়ি হারে হাত দিলেন। তাহাতে হার-রক্ষার্থ স্ত্রীলোকটী আরও একটু গোলযোগ করিতে যাওয়ায়, বাবুটী তাড়াতাড়ি তাহা গলা হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া তাঁহাকে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন; এবং "যা আর তোকে চাইনে"—এই বলিয়াই সটান সোজা পথ দেখিলেন। স্ত্রীলোকটী রাস্তার ধারে পড়িয়া হাহাকার ও বুকে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুলিশ-পাহারা নীরব; পার্শ্বস্থ লোকজনও হতভম্ব; কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। কেবল স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"এত লোক ও পাহারা কাছে থাকিতেও চোরে সর্ব্বনাশ করিল! হায়! হায়। কেহ একবার ফিরেও দেখিল না!"

জাল বঙ্কু।

শান্তিপুরের কিশোরীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র বঙ্কুবিহারী দশ এগার বৎসর বয়সের সময়, কিজানি কি কারণে, বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগী হয়। তিন চারি বৎসর যাবৎ তাহার পিতা-মাতা অনেক সন্ধানাদি লন্ ও তাহাকে প্রত্যাগত না দেখিয়া শেষে হা-হুতাশে দিন কাটান।

এমন সময় শান্তিপুরে একটি যুবক-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। তাহার আকার-প্রকার গঠনাদি অবিকল বঙ্কুর মত; বিশেষ, তিন চারি বৎসর বঙ্কুকে না দেখায়, অনেকের তাহাকেই বঙ্কু বলিয়া ধারণা হয়। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা আসিয়া পাড়ায় রাষ্ট্র করে,—"বঙ্কু সন্ন্যাসী হইয়া আসিয়াছে; বড়-বাজারে আমরা তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।"

ক্রমে এ সংবাদ বঙ্কুর পিতামাতারও কর্ণগোচর হয়; সংবাদ পাইয়াই তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া বঙ্কুকে গৃহে ফিরাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পরে বঙ্কুর পিতা দুই একজন আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন; এবং দেখিয়া, সে যে বঙ্কু নয়, ইহা কোন মতেই বলিতে পারিলেন না। আর, তাঁহার সঙ্গী সকলেও "এই নিশ্চয়ই বঙ্কু" বলিয়া তাঁহার কথার পোষকতা করিল।

তাহাতে বঙ্কুর পিতা সেই যুবক সন্ন্যাসীকে "এস, বাবা, বাড়ী এস," বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে প্রথমে "আমি আপনার বঙ্কু নই" বলিয়া গৃহে যাইতে অস্বীকৃত হইল। তাহাতে বঙ্কুর পিতা বলিলেন,—"ছি বাবা! বৃদ্ধ পিতামাতা; এখনও কি তাদিগে কষ্ট দেওয়া উচিত? যা হ'বার হয়েছে; এখন বাড়ী এস।" এই বলিয়া বঙ্কুর পিতা হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। যুবক সন্ন্যাসী 'না হুঁ-না হুঁ' ভাব প্রকাশ করিলেও তিনি কোনও মতেই ছাড়িলেন না।

অগত্যা যুবক সন্ন্যাসীকে বঙ্কুর পিতৃগৃহে আসিতে হইল। গৃহের সকলেই যুবক সন্ন্যাসীকে বঙ্কু বলিয়াই স্থির করিল এবং বঙ্কুর মাতা অনেক দিন পরে বিবাগী পুত্রকে পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন যাইতে যাইতে বঙ্কুর পিতামাতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; পুত্র যাহাতে আর বিবাগী না হয়, এইই তাঁহাদের উদ্দেশ্য রহিল। ক্রমে 'উলা' নামক স্থানে তাহার বিবাহ কার্য্যও সমাধা হইল। বিবাহিত হইয়া যুবক সেই সংসারে পুত্রের ন্যায় পালিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ঐ যুবক জ্বরাক্রান্ত হইল; পুত্রভাবে পিতামাতাও তাহার সেইরূপ সেবা-সুশ্রূষা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! এমন সময় একদিন প্রকৃত বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত। সে আর কোন বাধা-বিপত্তি না মানিয়া একেবারেই অন্দরে প্রবেশ করিল; সেখানে গিয়া একেবারেই মাকে 'মা' বলিয়া ও পিতাকে 'পিতা' বলিয়া প্রণাম করিল। দেখিয়াই সকলে অবাক্; ক্ষণকাল কাহারও মুখে রা সরিল না। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে বঙ্কু বলিয়া চিনিতে পিতামাতার ও অপর কাহারও বাকী রহিল না। তখন তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া বহুল অনুশোচনা করিতে লাগিলেন।

চোরের ব্রাহ্মণভোজন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামশরণ ও রামপ্রকাশ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রাতঃকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিপাশায় ক্লান্ত হইয়া রাস্তার এক পার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে আসিয়া উবেশন করিল।

'রামশরণ বলিল,—"আজ প্রাতঃকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম যে, কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারে জুয়াচুরি করিয়া একটী পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না। বেলাও দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিয়া গেল; ক্ষুধাও অতিশয় হইয়াছে। সুখুহাতে গেলেও 'তাঁহার' নিকট ডালরুটির পরিবর্ত্তে ঝাঁটা-নাথি খাইতে হইবেক। কি করি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

রামপ্রকাশ।—"তোমার তো ভাই যা হউক; কিন্তু আমি যে কি করিব, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজ 'আমার তিনি' আমাকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছেন। এক বোতল মদ ও তাহার উপযুক্ত অভাব পক্ষে এক টাকার খাদ্যদ্রব্য ও নগদ কিছু না লইয়া আমার সেই স্থানে যাইবারই অধিকার নাই। তবে ভরসার মধ্যে এখনও অনেক বেলা আছে; ঈশ্বর আমাদিগের দিকে অবশ্যই একবার না একবার তাকাইবেন; কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগের মায়ামন্ত্রে ভুলিবেই ভুলিবে। ভাবিয়া কোন ফল নাই। আমার আট্‌টিমাত্র পয়সা আছে; চল, তাহার দ্বারা কিছু খরিদ করিয়া আহার করি। আমারও অতিশয় ক্ষুধা বোধ হইয়াছে।"

এই প্রকার কথোপকথনের পর উহারা সেই স্থান হইতে উঠিবার উৎযোগ করিতেছে, এমন সময় দুইজন পশ্চিম দেশীয় লোক আসিয়া উহাদিগের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের স্কন্ধেই কম্বলে বাঁধা এক একটী বড় গোছের মোট; এক এক গাছি বাঁশের বড় লাঠির সহিত বাঁধা আছে ও ঐ লাঠি বামহস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত আছে; দক্ষিণহস্তে রজ্জু সহিত একটী একটী 'লোটা'।

তাঁহাদিগের একজন জুয়াচোরদ্বয়কে সম্ভাষণ করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিলেন,—"দেখ ভাই, আমরা বিদেশী; তোমরা আমাদিগের দেশের লোক। আমরা চা-র-মুলুকে কর্ম্ম করিতাম। বহুদিবস পরে এখন দেশে যাইতেছি। হাবড়া ষ্টেসনে গাড়ি পাইব। কিন্তু আমরা কলিকাতার রাস্তা চিনিতে না পারিয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে হাবড়ার ষ্টেসনে যাইবার রাস্তা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগের যে কতদূর উপকার করা হয়, তাহা বলিতে পারি না।"

রামশরণ বলিল,—"তাহার জন্য আর ভাবনা কি? আপনারা আমাদের স্বদেশী; এই বিদেশে স্বদেশবাসীর এই সামান্য উপকারও যদি আমরা না করিতে পারিব, তবে আর কি করিব? আপনারা দেখিতেছি ব্রাহ্মণ; আপনাদিগের স্নান আহার হইয়াছে ত?"

তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—"স্নান হইয়াছে; কিন্তু আহারাদি হয় নাই। এখানে

কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় নাই ; কোথায় যাইয়া রন্ধনাদি করিব ?"

রামশরণ।—"হাঁ, এই স্থান অতিশয় খারাপ ; জুয়াচোরে পূর্ণ। আলাপ না থাকিলে কোন স্থানে যাইতে নাই ; কোন দোকানে গিয়া আহারাদিও করিতে নাই। আমি প্রথম যখন কলিকাতায় আসি, তখন না জানিয়া একটী মেঠাইয়ের দোকানে কিছু আহার করিবার প্রত্যাশায় যাওয়ায় সেই স্থানে আমার সমস্ত দ্রব্য চুরি যায়। যাহাহউক, যখন আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আর আপনাদিগের ভাবনা নাই।"

রামশরণের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাড়াতাড়ি রামপ্রকাশ বলিল,—"এখান হইতে হাবড়া নিকট বটে ; কিন্তু এখন তো আর গাড়ি পাইবেক না। সন্ধ্যা ৬টার সময় আমাদিগের দেশের গাড়ি ছাড়ে ; সেই সময় গমন করিবেন। আমাদিগের বাটীতে কল্য 'কথা' হইয়া গিয়াছে ; অদ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছে। কয়েকজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায় আমরা এখানে বসিয়া আছি। এখান হইতে আমাদিগের বাটীও অধিক দূর নহে ; চলুন, সেই স্থানে জলপানাদি করিয়া গমন করিবেন। আর, আপনাদিগের সহিত একটী লোকও দিব ; সে আপনাদিগকে একেবারে টিকিট করিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া আসিবে।"

ব্রাহ্মণদ্বয় একে রাস্তা হারাইয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাতে ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে। বিশেষ ব্রাহ্মণের পক্ষে ফলারের লোভ সম্বরণ করা সহজ নহে। কাজেই সরল ব্রাহ্মণদ্বয় উহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সকলে বড় রাস্তা হইতে একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির ভিতর খানিকদূর গিয়াই রামপ্রকাশ রামশরণকে বলিল,—"তুমি শীঘ্র যাও ; বাটীতে গিয়া এই ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিমিত্ত আহারাদির উৎযোগ কর। আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি।" রামশরণ দ্রুতপদে চলিয়া যাওয়ার ভাণ করিয়া সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে লুকাইয়া রহিল। তখন রামপ্রকাশ ব্রাহ্মণদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দেখুন, আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ; যদি তিনি জানিতে পারেন যে, এখন পর্য্যন্ত একটীমাত্র জলও আপনাদিগের উদরস্থ হয় নাই, তাহাহইলে আমাদিগের লাঞ্ছনার একশেষ হইবে। কারণ, আমাদিগের উপর তাঁহার এইরূপ অনুমতি আছে যে, কোন ব্রাহ্মণের আহারাদি না হইলে তখনই তাঁহাকে কিছু না কিছু আহার করাইয়া পরিশেষে বাটীতে আনিয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। এই নিমিত্ত আমার নিবেদন এই যে, আমার নিকট মোট আটটি মাত্র পয়সা আছে ; উহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী মিঠাইয়ের দোকান হইতে কিছু মেঠাই প্রথমে আনিয়া আহার করুন ও পরে আমাদিগের বাটীতে গমন করিবেন।"—এই বলিয়া সে ঐ পয়সা দুই আনা তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণদ্বয় প্রথমে দুই একবার অসম্মতি প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু কোন প্রকারে তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই স্থানে কম্বলের মোট রাখিয়া, তাঁহাদের এক জন বড় রাস্তার মেটাইয়ের দোকান হইতে মেঠাই খরিদ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

রামপ্রকাশ তখন অপরকে বলিল,—'তিনি মেঠাই লইয়া এখনই আসিবেন ; ততক্ষণ আপনি ঐ নিকটবর্ত্তী কল হইতে এক লোটা জল আনুন। বিনা জলে তো আর মেঠাই খাইতে পারিবেন না। বেলা গিয়াছে ; আর দেরি করিবেন না। শীঘ্র জল লইয়া আসুন। আমি আপনাদিগের দ্রব্যাদি লইয়া এই

খানেই রহিলাম।"—এই বলিয়া সে তাঁহাকে অন্য আর একদিক দেখাইয়া দিলে তিনি সরল অন্তঃকরণে সেই দ্রব্যাদি সেই স্থানে রাখিয়া লোটা লইয়া জল আনিতে প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে রামশরণ আসিয়া উপস্থিত হইল ; তখন রামশরণ ও রামপ্রকাশ ব্রাহ্মণদ্বয়ের দ্রব্যাদি লইয়া দ্রুতগতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণদ্বয় মেঠাই ও জল লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখেন, কোথাই বা তাহারা, আর কোথাই বা তাঁহাদিগের দ্রব্যসামগ্রী! তখন তাঁহারা সেই স্থানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। পরে সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে তাঁহারা তাঁহাদিগের সমস্ত দ্রব্যাদি হারাইলেন, এই নিমিত্ত দুঃখ করিয়া, কলিকাতায় আর জলস্পর্শ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মেঠাই ও জল সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া হাবড়া অভিমুখে গমন করিলেন ; এবং "কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা বুঝি এইরূপই হইবেক!—ভাবিয়া সেই দিবসই রেল-যোগে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের সৌভাগ্য বলিয়াই হউক বা পশ্চিম দেশীয় লোকের স্বভাব বশতঃই হউক, তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত সমস্ত টাকা তাঁহাদিগের কোমরে বাঁধা ছিল ; সুতরাং তাহা ব্রাহ্মণদিগের নিকটই রহিল। তবে রেলভাড়া প্রভৃতি আবশ্যকানুযায়ী ১০।১৫ টাকা ও তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য ঐ জুয়াচোরদ্বয় এইরূপে জুয়াচুরি করিয়া লইয়া তাহাদিগের সে দিবসের মদ্য-মাংস প্রভৃতি আবশ্যকীয় খরচের সংস্থান করিল।

দস্যুর ধর্ম্মজ্ঞান।

দস্যু-সর্দ্দার কালাচাঁদ * নিজের মুখে বলিয়াছিল,—"একদিন গ্রীষ্মকালে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে আমি একাকী ইছামতী নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বৃদ্ধ লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তিনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত ; কন্যার বিবাহ জন্য ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলেন। বহুতর স্থান পরিভ্রমণ করণান্তর, তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। সন্ধ্যা প্রায় নিকটবর্ত্তী। সুতরাং আমি বলিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়! রাত্রি তো হইল, আপনি অদ্য কোথায় থাকিবেন ?'

"তিনি বলিলেন,—'বাছা! রাত্রি তো হইল। আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া নানাস্থানে ভিক্ষা করণান্তর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। কন্যাটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিবাহ না দিলে আমার জাতি যাইবার সম্ভাবনা। আমরা কুলীন ; বিবাহে অনেক টাকা লাগিবে। অর্থের সংগতি নাই ; সুতরাং ভিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছিলাম।' ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন,—'আমি শুনিয়াছি, এই স্থানের নিকটেই 'কালা গুখেগোর' বেটার বাড়ী ; বেটা বড় দুর্ব্বৃত্ত। যদি আমার অদৃষ্ট মন্দ হয়, তাহাহইলে জীবন যাবে ; জীবনাধিক অর্থগুলিও কাড়িয়া লইবে।' ফলতঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন! যাইহোক, তাহাতে আমি বলিলাম,—'আপনি অদ্য আমার বাড়ীতে চলুন। নির্ব্বিঘ্নে থাকিবেন ; দস্যুর কোন আশঙ্কা নাই।' আমার এইরূপ কথাবার্ত্তায় ও ভঙ্গিতে বৃদ্ধ আর সন্দেহ করিতে পারিলেন না ; বলিলেন,—'চল বাবা, তোমার ওখানেই

* পূর্ব্ব সংখ্যায় কালাচাঁদ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে ; অদ্য অপর কিছুও প্রকাশিত হইল।

থাকিব।' এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ব্রাহ্মণ আমার সহিত বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। আমি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে বলিলাম, কেহ যেন আমার পরিচয় প্রদান না করে। ব্রাহ্মণ আমার গৃহে আসিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ তিন শত টাকা বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে রাত্রিতে রাখিবার নিমিত্ত প্রদান করিলেন। আমি ব্রাহ্মণের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম; গোয়াল ঘরে রন্ধন করিয়া তিনি পরিতৃপ্তরূপে আহার করিলেন। পরে স্বহস্তে উত্তমরূপে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ পরিতোষরূপে আহার করিয়া নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বিদায় হইবার সময় তাঁহার সমস্ত টাকাগুলি তো প্রদান করিলামই, অধিকন্তু অতিরিক্ত এক শত টাকা প্রদান করিয়া, বিপ্রচরণে প্রণাম করণান্তর বলিলাম, —'ঠাকুর মহাশয়! কল্য আপনি কালাচাঁদ সর্দ্দারের ভয়ে নিতান্তই ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনার এই হতভাগ্য ভৃত্যেরই নাম কালাচাঁদ।' ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি, অবাক্ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সমস্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি ভয়ে থরথর কাঁপিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম,— 'আপনার ভয় কি?' পরে আমি পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তৎপরে ব্রাহ্মণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

"আর একবার একটী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দুইটী পুত্রের উপনয়ন জন্য আমার নিকট বারংবার ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন। সে সময়ে অর্থের বড়ই অনাটন; কিছুতেই কোন উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু ব্রাহ্মণী বলিল,—'বাছা! ৭ই মাঘ উপনয়ণের দিনস্থির করিয়াছি; এই একটী দিন ভিন্ন আর দিন নাই; আগামী বর্ষে অ... অকাল।' ১০।১৫ দিন পুর্ব্বে এইরূপ কথা... হইল; আমি বলিলাম,—'আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যতদূর পারি সংগ্রহ করিয়া দিব।' ৪।৫ দিন পরে কয়েক জন সর্দ্দার আসি... আমার প্রাপ্য অংশ প্রদান করিল। ... পাঁচ শতাধিক টাকা পাইলাম; নিজের সংসারের কিছু না রাখিয়াও, সমস্ত টাকাগুলি দিয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—'মা! এই যা' কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রদান করিলাম।' ব্রাহ্মণী দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।"

অবলার আত্মদান।

'প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারিনা।'
গুরুবাক্য।

১.

একটি অবলা দস্যু-হস্তে। হস্তপদ দৃঢ়... বদ্ধ রাখিয়া দুরন্তগণ সততই তাহার প্রতি পীড়ন করিতেছে; কখনও বেত্রাঘাত করিয়া কখনও বজ্রমুষ্টি তুলিয়া বলিতেছে,—"বল্, এখনও বল্,—গদাধর কোথায়? না বলিলে তোরে চামুণ্ডার নিকট এখনই খণ্ড খণ্ড করিয়া খণ্ড-অংশ কুক্কুর-দষ্ট করাইব।" রমণী তখনও নীরব। কতক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল,—"আর বাঁচি না, বড় ... একটু জল দেও।"

কি জানি, কি ভাবিয়া, দস্যু-হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল; দস্যুগণ তাহাকে একটু জল দিল। কিন্তু জল খাওয়াইবার সময় দস্যুগণ বলিল,—"আচ্ছা, আজও তোকে মারিব না; তুই আজও চিন্তা করিয়া দেখ্। যদি আপনার জীবনের প্রতি মায়া হয়, তবে কাল গদাধর কোথায় বলিস্; তোকে বাঁচাইব; না বলিলে, কাল তোর নিশ্চয় মৃত্যু!"

এই বলিয়া দস্যুগণ আপনাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; আর, সুকঠিন লৌহশৃঙ্খলে ...পদ বদ্ধ সেই রমণীদেহ বনদেশে ধরণী-...তে রহিল।

২

ছদ্মবেশী, বনবাসী গদাধর বনান্তরালে থাকিয়া এ ব্যাপার দেখিতেছিলেন। দস্যুগণ অন্যমনস্ক হইতেই, তিনি সেই রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন; সাশ্রুনয়নে বলিলেন,— "জয়মতি! আমি আর তোমার দুর্দ্দশা দেখিতে পারিতেছি না। আমি বলিতেছি, তোমার কোন পাপ হইবে না; তুমি অভাগা গদাধরকে দস্যুগণকে দেখাইয়া দেও। গদাধর মরিলে, যদি তোমার প্রাণ বাঁচে, তাই যথেষ্ট লাভ। নতুবা দস্যুগণ তোমাকে তো মারিবেই; তা ছাড়া, অনুসন্ধান করিয়া আমাকেও বধ করিবে। সুতরাং আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি আমায় দেখাইয়া দেও।"

"না—না, প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না। অভাগীকে ক্ষমা করুন; এখান হইতে শীঘ্র স্থানান্তরে যাউন,—নতুবা দস্যুহস্তে উভয়েই মরিব।"—এই বলিয়া রমণী কাঁদিতে লাগিল।

ক্রন্দন-ধ্বনি ক্রমে দস্যু-দলপতির কর্ণে প্রবেশ করিল; "রমণী কাঁদিতেছে কেন, দেখিয়া আইস"—জনৈক বৃদ্ধ সর্দ্দারের প্রতি তিনি এই আদেশ করিলেন।

আদেশ-প্রাপ্ত বৃদ্ধ সর্দ্দার মন্থর-গমনে রমণীর নিকট আসিতেছে, দূর হইতে গদাধর তাহা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া তিনি জয়মতীকে বলিলেন,—"দস্যুগণ আবার আসিতেছে। আমি এক্ষণে চলিলাম। এই বনমধ্যস্থ ভগ্ন-মন্দির-সংলগ্ন লতামণ্ডপে লুকাইয়া থাকিব। দস্যুগণ তোমায় আবার পীড়ন করিলে তুমি আমায় দেখাইয়া দিও; তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না।"

"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! পালান, পালান!" —এই বলিয়া রমণী কাঁদিতে লাগিল এবং গদাধরও অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে বৃদ্ধ নিকটে আসিল। রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কর্কশ বাক্যে বলিল,—"তার আর কান্না কেন? গদাধর সিংহ কোথায়, দেখাইয়া দিলেই তো আর কষ্ট পেতে হয় না! যাইহোক, এখন চুপ কর্। ফের কাঁদিবি তো আমার হাতেই মর্‌তে হবে।"

রমণী কিন্তু কিছুতেই ভীতা হইল না। নির্ভয়ে বলিল,—"তোদের যত দূর ক্ষমতা পীড়ন কর্; আমি কখনই তোদের আজ্ঞা পালন করিব না।'

কি জানি, কি মনে করিয়া, বৃদ্ধও আর কিছু বলিল না। প্রভুর আদেশ মত রমণীকে আগুলিয়া সেই বনে বসিয়া রহিল।

৩.

ক্রমে সে দিন সে রাত গেল; দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তন হইল। আবার দস্যুদল সকলে মিলিয়া রমণীর প্রতি পীড়ন আরম্ভ করিল। কিন্তু রমণী কিছুতেই কথার উত্তর দিল না। সারাদিন তাহার শরীরে কত বজ্রমুষ্টি পড়িল, কত বেত্রাঘাত হইল; দস্যু-পদাঘাতে তাহার দেহ-অস্থি চূর্ণপ্রায় হইয়া আসিল, জলন্ত মশালে সে দগ্ধাবশেষ কঙ্কাল পাইল; কিন্তু কিছুতেই উত্তর দিল না।

নিরুত্তর দেখিয়া ক্রমে দস্যুগণ প্রত্যাবৃত্ত হইল; বলিল,—"আজও থাক্, বার বার তিন বার দেখিব। গদাধর কোথায়, যদি কালও দেখাইয়া না দিস্, তবে জীয়ন্তে কুক্কুর-দষ্ট করাইব, দষ্টস্থানে লবণ প্রক্ষেপ করিব।"

রমণীর কর্ণ সকলই শুনিল; কিন্তু কিছুরই উত্তর দিল না। কিছুতেই উত্তর না পাইয়া দস্যুগণ পূর্ব্বের ন্যায় আবার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; আর, সেই সর্দ্দার রমণীর নিকট প্রহরী-কার্য্যে পুনর্নিযুক্ত থাকিল।

৪

এ-দিনও গদাধর নিশ্চিন্ত রহিলেন না। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর, রাত্রিতে বৃদ্ধ নিদ্রিত হইল; গদাধরও আবার জয়মতীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু কিছুতেই জয়মতীর মতি ফিরিল না; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"নাথ! আর বিড়ম্বনা কেন? অন্তিম সময়—প্রাণ যায়! আপনি আর আমায় পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন করিবেন না। পতি সতীর আরাধ্য, পতি সতীর দেবতা! আপনি আর ও-কথা বলিবেন না। আমার জীবন যাউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনার অমঙ্গল শুনিতে বড়ই কষ্ট পাই।—এই বলিতে বলিতে জয়মতী মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া তৎসহ গদাধরও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

তৎশ্রবণে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল; "কেও, কেও" বলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই গদাধর অদৃশ্য হইলেন; এবং দূর হইতে বলিলেন,—"বৃদ্ধ, আমিই গদাধর সিংহ। জয়মতীকে বলিস, আমি কাল যেখানে ছিলাম, আজও সেইখানেই রহিলাম। সে যেন আমাকে দেখাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচায়।"

বৃদ্ধ আর কি করিবে? খানিক হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইল এবং চীৎকার শুনিয়া দস্যুদল কাছে আসিল; কিন্তু গদাধরের উদ্দেশ পাইল না।

৫

ক্রমে সে রজনী প্রভাত হইল। দস্যুদল আবার জয়মতীকে বেষ্টন করিয়া বসিল; বলিল,—"আজ তোর শেষ দিন। যদি প্রাণে মমতা থাকে, তবে এখনও বল্, গদাধর কোথায়? না বলিলে, এখনই তোকে কুক্কুর দ্বারা খাওয়াইব; ক্ষতস্থানে লবণ দিয়া যন্ত্রণা দিব।"

জয়মতী এতক্ষণ নীরব ছিলেন; কিন্তু আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"দস্যুরাজ, আমাকে কিসের ভয় দেখাও? পতির অমঙ্গলের কথা শুনিয়াও যখন আমার পাপ প্রাণ জীবিত আছে, তখন কি আর সামান্য কুক্কুর-দষ্টে এ প্রাণ বিনষ্ট হইবে? তুচ্ছ প্রাণ! তুচ্ছ জীবন!—যে প্রাণ তোমাদের পাপ মুখে পাপ কথা শুনিয়াও তাহার প্রতীকার করিতে পারিল না! সে অসার প্রাণ কি আর কুক্কুর-দষ্টে ভীত হয়? শাণিত তরবারির আঘাতে কি প্রস্তর খণ্ডের কষ্ট হয়?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই দুরাত্মগণ কুক্কুরদলকে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিতমাত্রেই কুক্কুরগণ রমণীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল ও দস্যুগণ সেই ক্ষতস্থলে লবণ প্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে ক্রমে রমণীর প্রাণশেষ হইল। "নাথ! মৃত্যুকালে তোমার চরণ দেখিতে পাইলাম না;—এই দুঃখ রহিল"—এই শেষ কথা উচ্চারণ করিতে করিতেই জয়মতী অনন্তশায়িনী হইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু দস্যুহস্তে মিশিয়া গেল।

৬

পাঠক পাঠিকে! এ হৃদয়স্তম্ভনকারী দৃশ্য উপন্যাস নহে,—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। পূর্ব্ববঙ্গে, আসাম-প্রদেশে, বর্ত্তমান শিবসাগরের প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে, 'রঙ্গপুর' নামে একটী প্রাচীন নগর পরিলক্ষিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে রঙ্গপুর বহুকাল ব্যাপিয়া গদাধর সিংহের রাজধানী ছিল; জয়মতী কুরী এই গদাধর সিংহের পত্নী।

এই গদাধর সিংহের রাজত্বকালে মোমারিয়া বা মঠক * আখ্যাত আসামী দস্যু-সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে; তাহারা ধ্বংসব্যাপী ক্রমিক যুদ্ধে ও অশান্তিকর লুণ্ঠন-ব্যাপারে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলে। অধিক কি, অবশেষে, এই দস্যু-সম্প্রদায় আপনাদের একজন অধিনায়ক স্থির করিয়া তাহার সাহায্যে গদাধর সিংহকে পরাজিত করে ও তাহাদের নির্ব্বাচিত 'লোরা রাজার' অধীনে আসাম-রাজ্য শাসিত হইতে আরম্ভ হয়।

রাজ্যের এই বিপর্য্যয় সময়ে গদাধর প্রচ্ছন্নে বনে পলায়ন করেন এবং তাঁহার পত্নী জয়মতী দস্যুহস্তে বন্দিনী হন। বন্দিনী অবস্থাতে গদাধরের সন্ধান জানিয়াও না-বলা অপরাধে তাঁহাকে দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। এই ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা,—এই ইহার সংক্ষিপ্ত-পরিচয়।

* এই দস্যু-সম্প্রদায় প্রথমে আসামের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে বাস করিত। ইহারা মেমোরিয়া ও মোরাণ নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মেমোরিয়াগণ আচার-ব্যবহারে আসামী হইতে একটু অসভ্য বটে, কিন্তু মোরাণেরা সম্পূর্ণ বন্য জাতি। এই দস্যু-দল বহুদিন ধরিয়া আসামে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল; কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সেনার সাহায্যে ইহাদের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়।

নীতিসার।

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

বিপদ সময়ের জন্য ধন, ধন ব্যয় দ্বারা স্ত্রীকে, আর ধনের দ্বারাই হউক বা স্ত্রীর দ্বারাই হউক আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে।

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুল-রক্ষার জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রামকে এবং আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত পৃথিবীকেও ত্যাগ করিবে।

বরংহি নরকে বাসো নতু দুশ্চরিতে গৃহে।
নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে॥

বরং নরকও শ্রেয়ঃ; তথাপি দুশ্চরিত্র ব্যক্তির গৃহে বাস অনুচিত। কারণ, নরকবাসে পাপক্ষয় হইয়া পরিত্রাণ হয়; কিন্তু গৃহবাসে মুক্তির আর উপায় নাই।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান।
ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়াতনং ত্যজেৎ॥

গমনকালে জ্ঞানী ব্যক্তি এক পদে আশ্রয় করিয়া অন্য পদ তুলিয়া থাকেন; অতএব, পরবর্ত্তী স্থানকে বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিবে না।

ত্যজেদেশম্ সদুস্তং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ।
ত্যজেৎ কৃপণ রাজানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ॥

যে দেশ অসচ্চরিত্র লোকে পূর্ণ, সে দেশ; যে স্থানে উপদ্রব আছে, সে স্থান; এবং কৃপণ রাজাকে ও মায়াবী মিত্রকে পরিত্যাগ করা উচিত।

অর্থেন কিং কৃপ হতেন
পুংসাং জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন।
রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জ্জিতেন
মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন॥

কৃপণ-হস্তে ধন থাকিলে কি ফল? শঠতাপূর্ণ বুদ্ধিতেই বা কি কাজ? গুণ ও পরাক্রমশূন্য রূপেই বা কি ফল? আর, বিপদকালে পরাঙ্মুখ, এমন বন্ধুতেই বা কি প্রয়োজন?

অদৃষ্টপূর্ব্বা বহবঃ সহায়াঃ
সর্ব্বে পদস্থস্য ভবন্তি মিত্রাঃ!
অর্থৈর্ব্বিহীনস্য পদচ্যুতস্য
ভবত্যকালে স্বজনোঽপি শত্রুঃ॥

পদস্থ হইলে ভাগ্যবলে সহায় ও মিত্রের অভাব থাকে না। কিন্তু আবার যদি তিনিই পদচ্যুত হইয়া নির্ধন হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার আপন পরিবারেরাও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

আপৎসু মিত্র জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃ শুচিং।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষেচ প্রিয়াতিথিং॥

বন্ধুর পরীক্ষা বিপদকালে, বীরের বীরত্ব যুদ্ধকালে, নির্জ্জন স্থানে সাধুর চরিত্র ভার্য্যার স্বভাব দুঃসময়ে এবং দুর্ভিক্ষ সময়ে অতিথি-সৎকার গুণ প্রকাশ পায়।

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ
শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি বনিতা
ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ ॥
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ
দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ
সর্ব্বাকার্য্যবশা জ্জনোহি রমতে
কস্যাপি কো বল্লভঃ ॥

পক্ষীসকল ফলহীন বৃক্ষকে, সারস পক্ষীরা শুষ্ক সরোবরকে, স্ত্রী-সকল নির্ধন স্বামীকে, মন্ত্রীগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে, ভ্রমরসকল বাসি পুষ্পকে এবং মৃগসকল দগ্ধ বনকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ফলতঃ সকলেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত; কেহ কাহারই প্রিয় নহে।

লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ যথাতথ্যেন পণ্ডিতং ॥

লোভী ব্যক্তিকে অর্থ, অহঙ্কারীর নিকট কৃতাঞ্জলি, মূর্খকে তাহার মনোমত কার্য্য এবং ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা পণ্ডিতকে বশীভূত করা যায়।

সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষদ্বিজাঃ।
ইতরো খাদ্যপানেন বাক্প্রদানেন পণ্ডিতাঃ ॥

দেবতা, সৎপুরুষ ও ব্রাহ্মণ ইহাঁরা সদ্ভাব-প্রকাশে সন্তোষ লাভ করেন; সাধারণ ব্যক্তিরা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সদ্বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন।

উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ ॥

উত্তমকে প্রণিপাত এবং শঠকে শঠতায় বাধ্য করা যায়। নীচাশয়কে অল্প ধন দিলে এবং সমতুল্য ব্যক্তিকে তুল্য পরাক্রম দেখাইলেই বাধ্য হয়।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহে কুচরিত্রা এবং বঞ্চনা ও অপমান বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও প্রকাশ করিবেন না।

হীনজ্জনসংসর্গমত্যন্তবিরহাদরঃ।
স্নেহোন্যগেহবাসশ্চনারী সচ্ছীলনাশনং ॥

নীচ ও দুষ্ট লোকের সংসর্গ, বিরহ, অত্যন্ত স্নেহ এবং পরগৃহে বাস এই সকল স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র-নাশের হেতু।

কস্য দোষঃ কুলে নাস্তি ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ।
কেন ন ব্যসনং প্রাপ্তং শ্রিয়ঃ কস্য নিরন্তরাঃ ॥

কাহার কুলে দোষ নাই? কেই বা নিরোগী? কেই বা দুঃখে পতিত না হইয়াছে? কাহারই বা চিরকাল সম্পদ থাকে?

যস্মিন দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্নচবান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তদ্দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই, বন্ধু নাই এবং কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই, সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে।

নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ
স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ।
তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি
নদ্যোহি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ ॥

নদী ও নারী ইহাদিগের স্বভাব তুল্য, কিন্তু গমনাদি স্বতন্ত্র। নদী কূল নিপাতিত করে এবং নারীও কুল নিপাতিত করিয়া থাকে।

নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলং।
নারীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ ॥

নদী কূল পাতিত করে এবং নারীও কুল পাতিত করে; অথচ এই উভয়েরই গতি অতি ললিত ও স্বচ্ছন্দ।

যদর্জ্জিতং প্রাণহরৈঃ পরিশ্রমৈর্মৃতস্য
তৎবৈ বিভজন্তি রিক্থিনঃ।
কৃতঞ্চ যদ্দুষ্কৃতমর্থলিপ্সয়া
তদেব দোষাপহতস্য যৌতুকং ॥

প্রাণান্তক পরিশ্রম করিয়া যে ধন লাভ করা যায়, মরিলে পর উত্তরাধিকারীরা তাহা ভাগ করিয়া লয়; অতএব, ধনলোভে যে কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত দূষিত হয়, এইমাত্র তাহার পুরস্কার। দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করা কেবল উপার্জ্জকের পাপ-লাভমাত্র ফল।

ধনস্য যস্য রাজভ্যো ভয়ং নাস্তি ন চৌরতঃ।
মৃতঞ্চ যন্ন মুচ্যেত সমর্জ্জয়স্ব তদ্ধনং ॥

যে ধন রাজা এবং তস্করে অপহরণ করিতে পারে না, যে ধন মৃত ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না, সেই ধন উপার্জ্জন কর।

তর্কঃ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

ধর্ম্ম-বিষয়ে তর্ক চিরকালই চলিতেছে এবং সে বিষয়ে অনেক প্রকার শাস্ত্রাদিও আছে তথাপি ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাস্থিত নিধির ন্যায় অতি গুপ্ত রহিয়াছে; তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বতন মহাজনগণ যেরূপ পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণই শ্রেয়ঃ।

সংবাদ।

—"মহীশূরে গোয়ালাকে গল্লারু কহে। তদ্দেশবাসী হিন্দুরা কৃষ্ণ ও গরু উভয়ই পূজা করে। সে দেশের প্রসূতিদিগের বড়ই দুর্দ্দশা। যখন কোন গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসবকাল সন্নিকট হয়, তখন লোকে তাহাকে গ্রামের বহির্ভাগে রাখিয়া আইসে। 'হার্ভেষ্ট ফিল্ড' পত্রিকায় কোন ব্যক্তি এই কু-প্রথা বর্ণন করিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, অল্প নয়, তিন সপ্তাহ ধরিয়া হতভাগিনীকে গ্রামের বাহিরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এরূপ স্ত্রীলোক তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য; সুতরাং কেহই তাহার সেবা করিতে পারে না। স্ত্রীলোকে তাহার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়, কিন্তু ঘরে রাখিয়া চলিয়া আইসে। হতভাগিনী ধীরে ধীরে আসিয়া তাহা লইয়া গিয়া আহার করে। বৃষ্টি হইলে প্রসূতিকে দিবারাত্রি ভিজিতে হয়। প্রসবোন্মুখী গাভিটী ঘরে থাকে এবং তাহার নিমিত্ত বাড়ী সুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়। ফলতঃ স্ত্রী মাঠে এবং গোরু ঘরে প্রসব হয়। কি ভয়ানক কু-প্রথা!"

—বাজারে কতকগুলি পাঁচ টাকার এবং কতকগুলি দশ টাকার নোট জাল হইয়াছে, বলিয়া প্রকাশ। এজন্য অনেক সময় নোট ভাঙ্গাইবার পক্ষে বড়ই গোলযোগ দেখা যায়।

—সংপ্রতি ষ্টেটস্‌ম্যানে এক মজার সংবাদ বাহির হইয়াছে। সে সংবাদ এই:—চীনদেশের দুইটী স্ত্রীলোক একটী শিশুর জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হয়। তাহারা উভয়েই বলে,—"ছেলেটি আমার; ও-মাগী মিথ্যা করিয়া লইতেছে।" ফলতঃ অভিযোগ শুনিয়া প্রকৃতই যে ছেলেটি কাহার, তাহা স্থির করা কঠিন হয়। এমন কি, বিচারে বিচারকেরও মাথা ঘুরিয়া যায়। তবে শেষে তাঁহার এক উপায় উদ্ভাবন করেন; "ছেলে যখন কাহার স্থির হইতেছে না, তখন চিরদিন বিবাদ বিসম্বাদ অপেক্ষা উহাকে মারিয়া ফেলাই ভাল এবং ছেলে মরিলে তখন আর বিবাদের প্রয়োজন হইবে না,"—এইরূপ প্রচার করিয়া তিনি ছেলেটিকে জলে ডুবাইয়া মারিবার কথা জারি করেন। আর, তদনুযায়ী স্ত্রীলোক দ্বয়ের অলক্ষে ছেলেটীকে লুকাইয়া রাখিয়া একটি জীবন্ত বৃহৎ মৎস্যকে কাপড়চোপড় জড়াইয়া জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মৎস্য জলমগ্ন হইয়া ধড়ফড় করিবার সময় তাহা তাহাদের দেখাইয়া দেন। তদ্দৃষ্টে একটি স্ত্রীলোক একেবারে জ্ঞানহারা হয় এবং পুত্রশোকে প্রাণত্যাগের জন্য জলে ঝাঁপ দিতে যায়। তখন বিচারকপতীও সত্য-মিথ্যা গূঢ় রহস্য জানিতে পারেন।

—মিসরে আবার একি শুনি? সংপ্রতি তারে সংবাদ পাওয়ায় যায়, সুদানে ওস্‌মান দিগ্‌মা আবার মাথানাড়া দিতেছেন। তিনি নাকি প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হাল্‌ফুর নামক স্থানে প্রস্তুত হইতেছেন। আর, যেইজন্য ইংরাজকেও সেদিকে সৈন্য বৃদ্ধি করিতে হইতেছে।

—পুস্তকবোধে 'সরল চিকিৎসার' জন্য দু'আনা করিয়া পাঠাইয়া কেহ কেহ সরল-চিকিৎসা ক্যাটালগ্‌মাত্র প্রাপ্ত হন, এইরূপ অভিযোগ পাইলে, সমিতি হইতে সেই অভি-

যোগ প্রকাশ হয়। কিন্তু তদুত্তরে সুবার্ব্বণ ডিস্পেন্সারীর অধিকারী বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"দু আনা নয়, পূর্ব্বে এক আনা করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং এখন অমনই বিতরণ করিতেছি। আর, সরল-চিকিৎসা-বিতরণে ক্যাটালগের সামান্য স্বার্থ থাকিলেও উহাতে জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক আছে।" যাইহোক, সেরূপ পুস্তক বিতরণ উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত ; আর, যদি তাই হইয়া থাকে, ভালই কথা !

—সংপ্রতি লাহোরের এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারের এজলাসে একটী বদ্‌মাইস্ বিচারার্থ আনীত হয়। বিচারের পূর্ব্বে দুষ্ট লুক্কাইতভাবে এক টুকরা পাথর সঙ্গে করিয়া আনে। বিচারে দুষ্টের যেই দণ্ড-আদেশ হইল, সে তৎক্ষণাৎ সেই পাথর দ্বারা সজোরে বিচারকের মস্তকে আঘাত করিল। শুনা যায়, বিচারককে এজন্য শয্যা-শায়ী হইতে হইয়াছে। কি ভয়ানক বদ্‌মাইস্ !

—কলিকাতায় আজকাল ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহাইবার বড়ই প্রাদুর্ভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে গাভীর যেরূপ কষ্ট হয়, তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। সংপ্রতি কলিকাতায় ঐরূপ ফুকা-দেওয়া অপরাধে জনৈক ব্যক্তি আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। একার্য্য যেরূপ গর্হিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে বিচার ফল জানিতে অনেকেই সোৎসুক বলিয়া বোধ হয়।

—অনুসন্ধানের প্রথমকার সংখ্যাগুলি গ্রাহক-বৃদ্ধির সহিত দিন দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। সুতরাং বিলম্বে গ্রাহক-হওয়া-হেতু যাঁহারা প্রথম হইতে পত্রিকা না পাইবেন, তাঁহাদিগের জন্য আমরা দায়ী নহি। আর, প্রথমকার সংখ্যা না পাইয়া সুতরাং কাহারও পত্র লেখা অনর্থক ; কারণ, ছাপা না থাকিলে তো আমরা আর যোগাইতে পারিব না ?

—স্থানাভাববশতঃ এবার অনেকগুনি পুস্তক-পত্রিকার সমালোচনা এবং জুয়াচুরী সম্বন্ধীয় পত্রাদি ছাপা হইল না।

অনুসন্ধান-সমিতি।

সমিতির মেম্বর প্রভৃতি হইবার নিয়মঃ—যে কোন সংলোক সমিতির মেম্বর বা পেট্রণ হইতে পারেন। মেম্বরগণ চারি শ্রেণিতে বিভক্ত; অগ্রিম বার্ষিক ১২৲ টাকা চাঁদা দিলে প্রথম শ্রেণির, ৬৲ টাকা চাঁদা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির, ৩৲ টাকা চাঁদা দিলে তৃতীয় শ্রেণির এবং ১৲ টাকা চাঁদা দিলে চতুর্থ শ্রেণির মেম্বর হওয়া যায়। তা ছাড়া, কেহ সমিতির সাহার্য্যার্থ এককালীন কিছু দান করিলে পেট্রণ বলিয়া গণ্য হন।

মেম্বরগণের সুবিধা ঃ—কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেইরূপ চেষ্টা পাওয়া হয়। সমিতি হইতে মেম্বরকে কোন্ দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর, কে সং ও কে অসং ইত্যাদি জ্ঞাপন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় ও আনাবিধ কার্য্যাদি করা হয়। তা' ছাড়া, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মেম্বরগণকে বিনামূল্যে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা এবং নানাবিধ সন্ধানাদি দেওয়া হয়। তবে একটী কথা, শ্রেণীক্রমে এ সকল সুবিধাপ্রাপ্তি ভিন্ন সাধারণ মেম্বরগণ অপর কোন লাভালাভের বিষয় দায়ী নহেন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

(প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়।)

মূল্যাদি ঃ—অনুসন্ধানের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রেই ১॥০ দেড় টাকা ; খুজরায় প্রতি সংখ্যা দু' আনা করিয়া। মূল্য অগ্রিম দেয় ; তবে বিতরিত এক সংখ্যা পাইয়া বা বিজ্ঞাপন দেখিয়া পত্র লিখিলে, অপর সংখ্যাগুলি ভ্যালুপেএবেল্ ডাকে পাঠাইয়াও মূল্য লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—প্রতি ছত্র, একবারের জন্য ।০ চারি আনা ; এক মাসের জন্য প্রত্যেকবার ঃ—৵০ তিন আনা, তিন মাসের জন্য ৵০ দুইআনা, ছয় মাসের জন্য ৴১০ আনা, এবং এক বৎসরের জন্য ৴০ এক আনা। তবে ক্রোড় দিলে অনুসন্ধানের আকার-সমান পর্য্যন্ত প্রতি পেজ ৫৲ টাকা।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধান-সমিতির সেক্রেটারী।
১৫নং ফকিরচাঁদ দের গলি, বৌবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

'অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩০এ পৌষ, ১২৯৪ সাল। [১১শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। ৩৭ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বাবু প্রমথনাথ দত্ত, বিএ, নিউবুক এজেন্সির ম্যানেজার, এই নাম দিয়া ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন বাহির হইত। সে স্থলে টাকা পাঠাইয়া অনেকে পুস্তকাদি পান না, এরূপ অভিযোগ আমরা মধ্যে মধ্যেই পাইয়া থাকি। প্রথমে সমিতির রিপোর্টে এ নাম প্রকাশ হইয়াছিল ; তথাপি এখনও লোকে অভিযোগ করিতেছেন। ফলতঃ ও-নামে ও-ঠিকানায় কোন লোক আপাততঃ তো দেখিতে পাই না এবং বিজ্ঞাপনদাতারও কেহ সন্ধান জানিতে পারেন না।

২। পূর্ব্বে ৮৯ নং এবং পরে ৭৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ঠিকানা দিয়া বাবু বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তীর নামে 'প্রবাহিনীর' বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সে বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা দেখিয়া অনেকেরই ধাঁদা লাগে এবং অনেকেই দশকুড়ি টাকা পর্য্যন্তও পাঠাইয়া তাহার গ্রাহক হন। কিন্তু কয়েক সংখ্যামাত্র প্রকাশ করিয়াই প্রকাশকের এখন আর উচ্চবাচ্য নাই। যাইহোক, গ্রাহকগণ তাহাতে তুষ্ট হইবেন কেন ? এখন অনেকে তাঁহার নামে আদালতে উপস্থিত হইতেও প্রস্তুত হইতেছেন। ফলতঃ এখনও বিপিন বাবুর চৈতন্য হয়, এই ভরসা।

৩। সিংটী শিবপুরের ফকির সরকারের নাম বোধ হয় অনেকেই বিদিত। মানিকতলা ষ্ট্রীটের ঠিকানায় তাঁহার সেই 'ইন্দ্রজাল কল্পতরু'-খেলা বা ঘড়ি বিতরণের লোভানি সহ 'ধর্ম্ম-প্রচার বিতরণের' কাণ্ড-কারখানা ভুলিবার নহে। কিন্তু এখনও অনেকের নিকট হইতে তাঁহার সেই সকল কেলেঙ্কারির পরিচয় পাইতেছি। ফলতঃ সে সব পাপ কথা আর না কহাই ভাল !

৪। পাবনা, স্থলবসন্তপুর স্কুল হইতে বাবু মাধবচন্দ্র অধিকারী লিখিয়াছেন,—"মহাশয় ! আপনারা অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। মহাশয়, আমি গত ডিসেম্বর মাসে বঙ্গবাসীতে একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্টে নিউ ইণ্ডিয়া (New India) নামক একখানা পত্রিকা লইবার জন্য ঐ মাসে একটী টাকা পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য এক বৎসর গত হইতে চলিল, তবুও ঐ পত্রিকাখানি হস্তগত হইল না ; ম্যানেজারদিগকে লিখিলে তাঁহারা 'দিচ্ছি দিব' বলিয়া উত্তর দেন ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দিতেছেন না। ঐ পত্রিকার ঠিকানা,—১৪ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, কলিকাতা। ম্যানেজারের নাম, ব্রজেন্দ্র-

লাল পাল। আমি যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম, তাহার প্রাপ্তিস্বীকারস্বাক্ষরে (Acknowledgement) ক্ষীরোদবিহারী পাল সহি করিয়া টাকা লইয়াছেন; সেখানা আমার কাছে আছে এবং তাহারা যে পত্রাদি দিয়াছে, তাহার একখানা আপনার নিকট প্রেরিত হইল। যদি ইহার কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন, তবে বড় উপকৃত হই। কেবল আমি, নহি, অনেকেই ঐরূপ প্রতারিত হইয়াছে।"—ব্রজেন্দ্রের এখনও সাক্ষাৎ নাই। ফলতঃ এ সকল গৌরবের কথা কি তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে না?

৫। ৺কালীঘাট হইতে বাবু রত্নেশ্বর দাস গুপ্ত বলেন,—"মহাশয়! অদ্য আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম; ক্ষমা করিবেন। কতিপয় মহারাজের সাহায্যে মণিকর্ণিকাস্থ দণ্ডীসভা হইতে শ্রীযুক্ত শাক্তানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র' ৬৫নং গ্রে-ষ্ট্রীট ধর্ম্মযন্ত্রে শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে,—'কতিপয় মহারাজ আমাদের এই কার্য্যের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছেন। অতএব, আমরা নিশ্চয়ই পুস্তক সমাপ্ত করিব। যদি কাহারও বিশ্বাস না হয়, তাহাহইলে তিনি যদি নিজে কোনরূপ প্রবোধ বা বিশ্বাস দেখাইতে পারেন, আমরা বরাবর ধারে তাঁহাকে পুস্তক দিব। পুস্তক সমাপ্ত হইবামাত্র তিনি পূর্ণ মূল্য শোধ করিবেন।' এই সকল ব্যতীত বিজ্ঞাপনে দম্ভের সহিত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া অন্য কয়েকজন গ্রাহকের আগ্রহে উক্ত তন্ত্র লইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অগ্রিম এক টাকা তাঁহাদের নিযুক্ত সরকারের নিকট দিয়া তাহার খাতায় জমা ও দস্তখত করিয়া দিয়াছি। ক্রমে ৮ খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছি; কিন্তু কোন রসিদ লওয়া হয় নাই। এই প্রকার অধিকাংশের নাম খাতায় দেখিলাম। অদ্য তিন মাস গত হইল, সেই পুস্তক আর পাইতেছি না। শুনিলাম, এক্ষণ আর ছাপা হয় না। এতদিন অপেক্ষা করিয়া অদ্য আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, এই প্রকার পুস্তক না পাইলে যেমন নিজের অর্থদণ্ড, তদ্রূপ পুস্তকের অঙ্গহীন হয়।"—এ সকল বিজ্ঞাপনে এখনও লোকে মুগ্ধ হয়, এই আমাদের ক্ষোভ!

মানুষ এমনও হয়!

ডাক্তার বাবু* বলেন,—"এখন পুনরায় অর্থের ... টাকার প্রয়োজন হইল, আবার চেষ্টা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। সেই সময় আমার ছোট ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া অতিশয় যত্নের সহিত রাখিলাম। আমার ভ্রাতা আমার ব্যবহারে কতদূর সন্তুষ্ট হইল বলিতে পারি না। সেই সময় আমার এক বৎসর পূর্ব্বের আশাকে ক্রমে ফলবতী করিতে ইচ্ছা করিলাম। এক দিবস আমার ভ্রাতাকে বলিলাম—'ভাই আমি ইচ্ছা করিয়াছি, ৩০,০০০ হাজার টাকায় আমার জীবনকে বীমা করিব। কিন্তু আমার শরীর সুস্থ নহে; কারণ আমার জীবন বীমা হইতে পারে না। তুমি বোধ হয় ইহার অবস্থা বিশেষরূপ অবগত নহ। কলিকাতায় এই জন্য কয়েকটী আফিস প্রতিষ্ঠিত আছে; যদি কেহ তাহার জীবনকে কোন নির্দ্দিষ্ট টাকার নিমিত্ত বীমা করিতে চাহে, তাহাহইলে প্রথমে ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করে। যদি তাহার কোন প্রকার রোগ না থাকে, তাহাহইলে তাহার যে পরিমাণ বয়স হইয়াছে ও যত টাকার জন্য তাহার জীবনকে বীমা করিতে চাহে তাহা ধরিয়া হিসাব করিয়া তিন মাস অন্তর একটী নির্দ্দিষ্ট টাকা ঐ আফিসে জমা দিতে হয়। পরে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ বা তাহার মৃত্যু হইলে যত টাকার জন্য তাঁহার জীবন বীমা থাকে সেই টাকাটী তিনি বা তাহার সত্বাধিকারী একেবারে ঐ আফিস হইতে প্রাপ্ত হন। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, তুমি আমার নিমিত্ত তোমার জীবনকে বীমা কর। ইহাতে যে টাকা প্রতি তিন মাসে দিতে হইবে তাহা আমি দিব। তোমার নিকট হইতে আমি উহা খরিদ করিয়া লইব; কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বিশেষতঃ সকলেরেই একটী মোটা টাকার সংস্থান থাকিবে।'

আমার হতভাগ্য ভ্রাতা আমার চাতুরি বুঝিল না; সে সরল অন্তঃকরণে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার জীবনকে ত্রিশ হাজার টাকার বীমা করিয়া একবার যে টাকা জমা দিবার আবশ্যক, তাহা জমা করিয়া দিলাম এবং উহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে দশ হাজার টাকায় খরিদ করিয়া লইলাম। উহার আবশ্যক-অনুযায়ী লেখাপড়া হইল; কিন্তু ঐ দশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হইল না, উহা কেবল কাগজ-কলমে রহিল। টাকা জমা দেওয়ার পর হইতে দুই মাস গত হইল; আর এক মাস অতীত হইলেই আবার নিয়মিত টাকা জমা দিতে হইবে, এই ভাবনা একবার মনে মনে ভাবিলাম। ইতিমধ্যে ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম, তাহার স্ত্রী সেই স্থানেই রহিল। কলিকাতায় আসিয়া ভ্রাতা আমাকে বলিল,—'দাদা, আমার একটু মাথা ধরিয়াছে।' আমি তাহাকে একটী ঔষধ দিয়া বলিয়া দিলাম,—'ইহাতে তোমার মাথা ধরা ভাল হইবে।' ঔষধ খাইতে খাইতেই তাহার ভেদবমি আরম্ভ হইল। সকলেই বলিল, ইহার কলেরা হইয়াছে। আমিও তাহাই বলিলাম। একজন প্রধান ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম, তাঁহাকেও কলেরা বলিয়া বুঝাইলাম; তিনিও ভাল করিয়া দেখিলেন না। ডাক্তারগণ প্রায়ই কলেরা রোগীর নিকট না যাইয়া দূর হইতেই অবস্থা শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান; ইনিও তাহাই করিলেন। আমি সেই ঔষধ একটী প্রধান ঔষধালয় হইতে আনিলাম। বলা বাহুল্য, আমি নিজেই ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম। কিন্তু যে ঔষধ আনিয়াছিলাম, তাহার এক এক দাগ ফেলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমার নিজের ঔষধ এক এক বার খাওয়াইতে লাগিলাম। ব্যারাম ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ডাক্তার সাহেবকে আবার আনাইলাম; আবার সেইরূপ বুঝাইলাম, আবার সেইরূপ ঔষধ আনাইলাম এবং সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আমার নিজের ঔষধ সেবন করাইলাম। পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যখন আমার অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে, তখন ভাল ডাক্তার ও ঔষধ আনাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর বোধ হয় আমার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কারণ, সকলেই জানেন যে, এরূপ অবস্থায় কোন প্রকার গোলমাল হইলে ভবিষ্যতে পুলিসের চক্ষে ধূলি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে বলিয়াই এই পথ অবলম্বন করিলাম। রাত্রি দুইটার সময় আমার সেই হতভাগ্য ভ্রাতা ইহজীবন পরিত্যাগ করিল; বাটীর সকলেই রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু যাহাতে শীঘ্র তাহার সৎকার্য্য সমাপন হয় আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। শীঘ্র শীঘ্র তাহার মৃতদেহ বাটী হইতে বহির্গত করিয়া গঙ্গাতীরে যে স্থানে মৃতের সৎকার্য্য সমাধা হয়, সেই স্থানে লইয়া আসিলাম এবং সৎকারের আবশ্যকীয় উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। মফঃস্বলের পাঠকগণ বোধ হয় অবগত নহেন যে, কলিকাতার যে যে স্থানে শবদাহ হয়, সেই সেই স্থানে একজন কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত থাকেন; তিনি মৃত-

*'ডিটেক্টিভ পুলিশ' পুস্তকের আলোচনা ... সন্ধানে কিছু হইয়াছে। সেই পুস্তকের নায়ক ... বাবু যে সকল নৃশংস কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে ... নিজের কথায় তাহারই একটি গৃহিত হইল।

দেহ পরীক্ষা করিয়া, যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ না থাকে, তবে দাহ করিতে আজ্ঞা দেন এবং যাহার উপর কোন প্রকার সন্দেহ হয়, পুলিশে তাহার সংবাদ দিয়া থাকেন; পরে পুলিশ ঐ মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দেয় এবং একজন ডাক্তার ঐ মৃতদেহ কাটিয়া উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তবে তাহা দাহ হয়। উক্ত কর্ম্মচারী এই মৃতদেহটী উত্তমরূপ দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে কি প্রকার সন্দেহ জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র একজন পুলিশ কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিলে উক্ত কর্ম্মচারী তাহাকে বলিলেন—'মৃত দেহের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, বিষপানে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।' আমি শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম, যদি মৃত দেহ কাটিয়া পরীক্ষা করা হয়, তবে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না; বিশেষ, নরহত্যা অপরাধে আমি দণ্ডিত হইব। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপন মনকে দৃঢ় করিলাম; পুলিশ কর্ম্মচারিকে বলিলাম,—'আপনার ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। এ অন্য কেহ নহে, আমার সহোদর ভ্রাতা; আমি নিশ্চয় জানি, এ কোন প্রকার বিষপান করে নাই; কলেরা রোগে ইহার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই সহরের সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ ডাক্তার ইহার চিকিৎসা করিয়াছেন। আপনি মৃত দেহ স্থানান্তরিত না করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই সেই ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে নিদর্শন-পত্র (Certificate) লইয়া আসিব; তাহাহইলে আপনার সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।' পুলিশ কর্ম্মচারী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি সেই মুহূর্ত্তেই একখানি গাড়ি করিয়া ডাক্তার সাহেবের বাটীতে গমন করতঃ তাঁহাকে দ্বিগুণ দর্শনির টাকা দিয়া বলিলাম,—'মহাশয়, রাত্রি দুইটার সময় আমার ছোট ভ্রাতাটীর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু ঘাটের যে কর্ম্মচারী মৃত দেহ পরীক্ষা করেন, তিনি পুলিশের সাহায্যে আমার এই বিপদের সময় আমার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা চাহিয়া বসিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, যদি আমি ঐ টাকা না দিই তাহাহইলে ঐ মৃত দেহ পরীক্ষার নিমিত্ত মেডিকেল কলেজে প্রেরিত হইবে। মৃত দেহের এরূপ ব্যবহার আমাদিগের হিন্দুর পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। এই নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি; যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে প্রকৃত রোগ ও ইহার মৃত্যুর কারণ সম্বলিত একখানি নিদর্শন-পত্র প্রদান করেন, তাহাহইলে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। নতুবা যে কোন ক্রমেই হউক, পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।' ডাক্তার সাহেব এই কথা শুনিয়া পুলিশের উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই লিখিয়া দিলেন যে, 'কলেরা রোগে উহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি নিজে চিকিৎসা করিয়াছি, ইহাতে পুলিশের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।' আমি উহা লইয়া চলিয়া আসিলাম। পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেখাইবামাত্র তিনি আর কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া মৃত দেহ জ্বালাইতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিতে দেখিতে জ্বলিয়া গেল, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন, তাহার স্ত্রীও এই সংবাদ পাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাষাণ হৃদয়কে আরও দৃঢ় করিলাম, এবং যাহাতে ঐ ত্রিশ হাজার টাকা পাইতে পারি, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলাম। ৫।৭ দিবস গত হইলেই সেই আফিসে ঐ টাকার জন্য এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলাম,—"আপনাদিগের আফিসে ত্রিশ হাজার টাকার জন্য আমার ভ্রাতার জীবন বীমা আছে; তিনি অদ্য ৬।৭ দিবস হইল কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উহা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, সুতরাং এখন আমি ঐ টাকার ন্যায্য অধিকারী। অতএব মহাশয়দিগকে লিখিতেছি, আপনারা কোন্ তারিখে ঐ টাকাগুলি প্রদান করিবেন," তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।"

জুয়াচোরের জমিদারি বন্ধক।

(সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হাবড়া ষ্টেসনে।

"শশি বাবু, বড় বিপদ উপস্থিত। বোধ হইতেছে, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না। শুনিলাম, আমাদিগের সমস্ত জুয়াচুরি এত দিবস পরে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে; পুলিশ আমাদিগের সকলের নাম পাইয়াছে, ও আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছে। আমরা যে কে কোথায় আছি, যদিচ এখন পর্য্যন্ত তাহা ঠিক করিতে পারে নাই, তথাপি আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা আর কোন ক্রমেই উচিত নহে; যাহাতে পুলিশ আমাদিগকে ধরিতে না পারে, এখন তাহারই চেষ্টা দেখা উচিত। তোমাকে যদি কোন প্রকারে ধরিতে না পারে, তাহাহইলে কেহই কিছু করিতে পারিবে না; কারণ, এই কর্ম্মের তুমিই মূল; মূল না পাইলে পুলিশ কি করিবে। তুমি এক কর্ম্ম কর, আমার কথা শোন, নগদ আড়াই শত টাকা ও সঙ্গে আমার এই বিশ্বাসী চাকরকে দিতেছি, লইয়া এখনই পশ্চিম যাত্রা কর। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে কিছু দিবস থাকিলে কেহই তোমার সন্ধান পাইবে না; গোলযোগ মিটিয়া গেলে পুনরায় এই স্থানে আসিও। এতদ্ভিন্ন আর কোন সদুপায় দেখিতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া শশী বাবু অতিশয় ভীত হইয়া বলিলেন,—"ছন্নামল্ বাবু, দেখুন, এখন আমি কি করি; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আমি এ সকল কার্য্য বুঝি না, বিশেষ, হরগোপাল বাবু আমাদিগের নিতান্ত আত্মীয়, আমার দ্বারা এ কার্য্য কখনই হইবে না। কিন্তু সেই সময় আপনি আমাকে কত মিষ্ট বাক্যে সাহস দিয়া ও প্রলোভনের বশবর্ত্তী করিয়া, আমার মত লওয়াইয়াছিলেন। এখন বলুন দেখি, আমি কি করি? কোথায় যাই? কাহার আশ্রয় লইয়া, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই? আপনার কথা শুনিয়া আমার এই বিপদ ঘটিল; আর আমি আপনার কথা শুনিব না। এখনই যাইয়া হয় হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়ের পদ-প্রান্তে পড়িয়া সকল দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিব; না হয় পুলিশকে সাহায্য করিয়া যাহাতে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার যোগাড় করিব। ইহাতে আমার উপর তাহাদিগের অবশ্যই কিছু না কিছু দয়া হইবে।"

একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির ভিতর এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় উহা হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছন্নামল্, তাহার বিশ্বাসী ভৃত্য ও শশী বাবু গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। তখন শশী বাবু ছন্নামলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"আপনি আমাকে এখানে কেন আনিলেন? আমি পশ্চিম যাইব না; ফিরিয়া চলুন, না হয় আমাকে ছাড়িয়া দিউন, আমি যেখানে ইচ্ছা গমন করি।" ছন্নামল্ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি বালক, এখন পর্য্যন্ত তোমার বিবেচনা-শক্তি সম্পূর্ণরূপ হয় নাই বলিয়াই এইরূপ বলিতেছ। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমি তোমার ভালর নিমিত্ত এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি কি না? ইহাতে আমার কি হইবে! যাহা হইবার সমস্তই তোমারই হইবে।

আমি অনায়াসেই পরিত্রাণ পাইব। তুমি তো ভালরূপই জান যে, রেজেষ্টরি আফিসে কে হরগোপালের নাম জালসহি করিয়াছে? কাহার হস্তে সমস্ত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে? সে স্থানে মূলই তুমি, তুমিই সমস্ত করিয়াছ। আমি তাহার নিকটেও যাই নাই। ইহাতে আমার অনিষ্ট হইবে না, তোমারই সর্ব্বনাশ হইবে; তুমিই জাল করা অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিবে। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা করি না। কারণ, যখন প্রথমে তুমি আমার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমার মহৎ উপকার করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি যে প্রকারে পারি বাঁচাইব। তুমি আর কোন প্রকার উত্তর না করিয়া, এখনই আমার এই লোকের সহিত পশ্চিম যাত্রা কর। তোমার সেখানে যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহা আমি করিব; এই আড়াই শত টাকা আমি এখন দিতেছি লও, ইহার দ্বারা এখন আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ কর। ৫।৭ দিবসের মধ্যে আমি তোমাকে আর সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া একখানি রুমালে বাঁধা কতকগুলি টাকা তাহাকে প্রদান করিলেন ও দুইখানি টিকিট খরিদ করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন; দেখিতে দেখিতে গাড়িশ্রেণী হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল। ছন্নামলও তাহার নিজের বাটীতে গমন না করিয়া অন্য স্থানে লুক্কাইতভাবে প্রস্থান করিলেন।

শশী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া রুমাল খুলিয়া দেখেন, ছন্নামল ইহাতেও তাঁহার সহিত জুয়াচুরি করিয়াছে; আড়াই শত টাকা দিলাম বলিয়া কেবল একশত ত্রিশ টাকামাত্র দিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈঠকখানায়।

ছন্নামল্ আগর-ওয়ালা একজন পশ্চিম দেশীয় বণিক, বহুদিবস হইতে কলিকাতায় বাস করিয়া বড় লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। ধনশালী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক নব্য বালকদিগকে নষ্ট করাই ইহার প্রধান ধর্ম্ম; ইনি তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মের পথ প্রথমে দেখাইয়া দেন, ও সেই পথে ক্রমে অগ্রসর হইবার যে যে বিষয়ের আবশ্যক হয়, তাহার সমস্তই সংস্থান করিয়া দেন। যত টাকা-কড়ি প্রভৃতির আবশ্যক হয়, তাহাও তখনই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কেবল অধিক মূল্যের হ্যাণ্ড-নোট লিখাইয়া লন; এমন কি ১০৲ টাকা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সহস্র মুদ্রার হ্যাণ্ডনোট লইতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। নব্য 'হঠাৎ-বাবু' পিতামাতাকে লুকাইয়া, অজ্ঞান-বদনে তাহাই লিখিয়া দিয়া, যাহা কিছু পান তাহাই লইয়া নীচ প্রবৃত্তির অনুযায়ী ক্ষণস্থায়ী আমোদে নিযুক্ত হন। এইরূপ আমোদ-প্রমোদে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিষয়াদির অধিকারী হয়েন, তখন ছন্নামল্ তাহার প্রদত্ত সেই সকল হ্যাণ্ডনোটের দাবিতে নালিশ উপস্থিত করতঃ তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করেন; ও ঐ সকল টাকা দ্বারা দুষ্কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকেন।

ইনি একাকী নহেন, ইহার দলে ৮।১০ জন লোক আছেন; কিন্তু ইনিই সকলের প্রধান। গোবিন্দ ঘোষ দ্বিতীয়। ইঁহারা অদ্য ছন্নামলের বৈঠকখানায় বসিয়া একটি নূতন উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত। বহুক্ষণ গুপ্ত পরামর্শের পর একটি জুয়াচুরির নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইল; পাঠকগণ একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, ক্রমে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন সমস্তই জানিতে পারিবেন।

গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন,—"যে উপায় বহির্গত হইল, তাহা উত্তম ও ইহাতে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক; কিন্তু তাহার উপযুক্ত একটি লোক কোথায় পাইব?"

ছন্নামল্ বলিলেন,—"সে ভাবনা তোমাদের ভাবিতে হইবে না; সেই মৌড়ি গ্রাম হইতেই আমি ইহার উপযুক্ত একটি লোককে আনাইব। সেই স্থানে শশীভূষণ কুণ্ডু নামক একটি লোক বাস করেন, সে আবার হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরীর আত্মীয়। আমি তাহাকে পূর্ব্ব হইতে জানি, তাহার দ্বারা আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইব। এ ভার আমার রহিল; কিন্তু টালার জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার বন্দোবস্ত আপনাকে করিতে হইবে।"

গোবিন্দ ঘোষ তদুত্তরে বলিলেন,—"সে ভার আমার; কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা তাহা আমি করাইয়া লইব।"

সে দিবস এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সকলে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৌড়িগ্রামে।

হাবড়া জেলার মধ্যে মৌড়ি একটী প্রসিদ্ধ পল্লিগ্রাম। এখানে কতকগুলি ধনশালী 'কুণ্ডু' জমীদার বাস করেন। ইহাঁরা বঙ্গদেশীয় প্রায় সমস্ত লোকের নিকটই 'মৌড়ির কুণ্ডু' বলিয়া পরিচিত। বাবু হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি ঐ জমিদারদিগের মধ্যে এক জন অতি প্রধান ও ধনশালী জমিদার; তাঁহার অতুল জমিদারি স্বত্বেও অসংখ্য কোম্পানীর কাগজ ও কলিকাতার ভিতর শতাধিক বাটী আছে। ইহাঁর আরও ৪।৫ জন অংশীদার আছেন; তাঁহারাও হরগোপাল বাবুর অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন। বহুদিবস হইতে একটী সরিকি মোকর্দ্দমা হুগলি কোর্টে উপস্থিত থাকায় ইহাঁদিগের বিষয়ের যাবতীয় দলিল-পত্র উক্ত আদালতে দাখিল আছে। হরগোপাল বাবুর পরিচয় আমাদিগের এই প্রবন্ধের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া অতি অল্পমাত্র এই স্থানে বিবৃত হইল।

শশীভূষণ কুণ্ডুও এই গ্রামের একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তি ও হরগোপাল বাবুর দূরকুটুম্ব, কিন্তু উভয়ের বয়ঃক্রম প্রায় একই ও দেখিতেও প্রায় অনেক অংশে সমতুল। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে কোন কার্য্য উপলক্ষে শশী একবার কলিকাতায় আসিয়া ঘটনাক্রমে কোন নিন্দনীয় স্থানে ছন্নামলের সহিত পরিচিত হন, ও বহুদিবস ছন্নামলের নিকট থাকায় ক্রমে তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত ও চরিত্র কলুষিত হয়; এবং ছন্নামলের ইচ্ছামত দুই একটী নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াও কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া আপন স্থানে গমন করেন। সেই সময় হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে ছন্নামলের নিকট আগমন করেন ও ছন্নামলও তাহার বাটীতে গিয়া থাকেন। এবার প্রায় একমাস শশী কলিকাতায় আইসে নাই ও রাত্রদিন বাটীতেই থাকিয়া গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত।

দিবা মধ্যাহ্ন। একখানি ২য় শ্রেণী গাড়ী আসিয়া শশীর দরজায় উপস্থিত হইল। গাড়ির শব্দ পাইয়া শশী দরজার বাহিরে আসিয়া দেখে, গাড়ির ভিতর দুইটী লোক,—ছন্নামল ও গোবিন্দ। উহাদিগকে দেখিয়া শশী অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া গাড়ি হইতে নামিতে বলিলেন। ছন্নামল বলিলেন,—"শশী বাবু, এখন গাড়ি হইতে নামিলে বিলম্ব হইবে; তাহা হইলে কলিকাতায় অদ্য কোন ক্রমেই ফিরিয়া যাইতে পারিব না। আমার বাড়ী ও তোমার বাড়ী একই, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। আপাততঃ একটী অতিশয় লাভজনক ব্যবসা উপস্থিত; এইহেতু তোমাকে লইবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের উহা করা অকর্ত্তব্য, এই বিবেচনায়

তোমাকে লইতে আসিয়াছি; দেরি করিলে কার্য্যের ক্ষতি হওয়া সম্ভব। কাপড় লইয়া আইস ও এখনি আমাদিগের সহিত চল। বিলম্ব করিও না, রাস্তায় সমস্ত খুলিয়া বলিব।" এই কথা শুনিয়া শশী অনায়াসে কিছু উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া তাহাদিগের সহিত সেই গাড়িতেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাস্তায় গাড়ির ভিতর ছন্নামল্ শশীকে বলিলেন,—"দেখ শশীবাবু, আমরা একটী মোটা টাকার সংস্থান করিয়াছি। টাকাও প্রস্তুত, লেখা পড়াও মজুত, কেবল একটীমাত্র তোমার স্বাক্ষরের আবশ্যক; তুমি সহি করিলেই টাকাগুলি হস্তগত হয়।"

শশী।—"আমি সহি করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি সহি করিয়া দিলে আমাকে ত পরে ঐ টাকার দায়ী হইতে হইবে না।"

গোবিন্দ।—"দায়ী আবার কি? তোমার কি নিজের নাম সহি করিতে হইবে যে তোমায় দায়ী হইতে হইবে?"

শশী।—"সে কি মহাশয়? তবে কাহার নাম সহি করিতে হইবে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে সমস্ত অবস্থা স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

এই কথা শুনিয়া ছন্নামল্ ও গোবিন্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে অন্যের অশ্রাব্য স্বরে তাঁহাকে ইহার সমস্ত কথা বলিলেন; পাঠকগণ এখন শুনিতে পাইলেন না সত্য, কিন্তু ক্রমে দেখিতে পাইবেন।

শশী এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া বলিলেন—"ছন্নামল্ বাবু, ইহা আমার দ্বারা হইবে না। হরগোপাল বাবু আমাদিগের নিতান্ত আত্মীয়, তাঁহাদিগের অন্নে আমরা প্রতিপালিত। তাঁহার এরূপ অনিষ্ট আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্পন্ন হইবে না বা আমি ওরূপ টাকার প্রত্যাশাও করি না।"

ছন্নামল্।—"ইহাতে হরগোপাল বাবুর কোন ক্ষতি নাই, তবে যদি কিছু লোকসান হয়, তবে টালার সেই জমীদার মহাশয়ের। তিনি ত আর তোমার আত্মীয় নহেন যে ইহাতে তোমার কষ্ট হইবে। বিশেষ, শশী বাবু, অনেক দিবস হইতে এই ষড়যন্ত্রে আমরা অনেক পয়সা খরচ ও শারীরিক কঠোর পরিশ্রম করিয়া তোমার ভরসাতেই সমস্ত ঠিক করিয়াছি। এখন, যদি তুমি এরূপ বল, তবে আমাদিগের যে কতদূর ক্ষতি হইবে তাহা বলিতে পারি না। কেবল আমাদিগের ক্ষতি কেন, তুমিও বিনা ক্লেশে একেবারে ৪।৫ সহস্র টাকা পাইলে চিরদিবসের মত তোমার ক্লেশও দূর হইবে; এমন সুযোগ আর পাইবে না, হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিও না, বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ।"

শশী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ছন্নামল্ বাবু, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এই কার্য্য করিলে আমার পক্ষে মঙ্গল নহে। বিশেষ, যাহা নিজের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না, তাহা না করাই কর্ত্তব্য। আপনারা অন্য কোন উপায় দেখুন, ইহা আমা হইতে যে কোন প্রকারে হইবে, তাহা আমি বিবেচনা করি না।"

এই কথা শুনিয়া ছন্নামল্ শশীর হাত দুই খানি ধরিয়া বলিলেন,—"এ কার্য্য আপনাকে করিতেই হইবে। আপনি আমার আজ্‌কালকার অবস্থা জানেন না। আমার নিকট একটি পয়সামাত্র নাই। আমার কন্যাটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে বিবাহ না দিয়া আর এক দিবসও রাখা যায় না; সম্বন্ধও স্থির হইয়াছে কিন্তু এখন পয়সার অভাব। আপনি যদি আমার জাতি রাখেন, তবেই জাতি থাকে; নচেৎ কাহারও নিকট আমার মুখ দেখাইবার যো

থাকিবে না। আপনি যদি আমায় এই উপকার করেন, তবে ইহজন্মের মত আমি আপনাকে ভুলিতে পারিব না। নচেৎ আপনার পদপ্রান্তে আমার এই জীবন অর্পণ করিয়া সমস্ত জ্বালা নিবারণ করিব। আমার এই টুপি আপনার পদযুগে অর্পণ করিলাম, যাহা আপনার ভাল হয় করুন।"—এই বলিয়া আপন মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া শশীর পায়ের উপর রাখিয়া দিলেন।

শশী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ও উহাদিগের বার বার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এবং আর কোন উপায় না দেখিয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অথচ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই নৃশংস প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হিন্দুসমাজ ও বাল্য-বিবাহ।

অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতি সভ্যতার রসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া বাল্য-বিবাহের প্রতিকূলে অন্ততঃ দুই একটী কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। বাল্য-বিবাহ উচিত কি না, আমরা এ প্রবন্ধে সে কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব না। তবে উচিত হউক বা অনুচিত হউক, ইহা যে হিন্দু-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ইহা উঠিয়া যাইলে যে হিন্দু-সমাজকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা হিন্দু-সমাজের উচ্ছেদাভিলাষী পরম শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুর বিবাহ অন্যান্য জাতির ন্যায় মুগ্ধ বরকন্যার বিবাহ নহে। একটী অপরিচিত পরিবারের সহিত অপর একটী অপরিচিত পরিবারের সম্পূর্ণ মিলনই হিন্দুর বিবাহ। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির পরিজনপরিবৃত একটী অনভ্যস্ত নূতন সংসারে নববধূর নবাগমন হইল। সকলের মন যোগাইয়া থাকাই তাহার বধূজীবনের প্রধান লক্ষ্য। নবনীত কোমল বালিকা-জীবন নূতন সংসারের নূতন তরঙ্গে সহজে মিশিয়া গেল। পরকে আপনার করিবার অধিক কাল আর নাই। বালিকা শৈশবসুলভ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু বুঝা যায় বুঝিল,—বুঝিল, 'আজ অবধি আমি ইহাদের হইলাম।' ভাবিতে ভাবিতে বালিকা আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। সরল মনে সরল বিশ্বাসে পতিচরণে সংসারের সুখ সমর্পণ করিল। বুঝিল,—'পতি রাজা হইলে আমি রাণী, ভিখারী হইলে আমি ভিখারিণী।' প্রণয় বাড়িতে লাগিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইল না। শেষে জীবনের সহিনী পতির মরণের অনুগামিনী হইল। স্বেচ্ছায় সুখের সংসার ছাড়িয়া কুসুমকলিকা জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিল *। যাঁহারা বলেন, বাল্য-বিবাহে ভালবাসা জন্মে না, তাঁহারা একবার হিন্দু রমণীর পতিপরায়ণতা দেখুন; আর, যাঁহারা যৌবন-বিবাহের পোষকতা করেন, তাঁহারা ইউরোপীয় আদালতের দাম্পত্য-বিচ্ছেদ মকর্দ্দমাগুলি মনোযোগ দিয়া পড়ুন।

যদি বিলাতি-স্বয়ম্বর (Courtship) হিন্দু-সমাজে চলিতে দেওয়া হয়, তাহাহইলে জগতে সতীত্বের আদর্শ পবিত্র হিন্দুসমাজের কি অবস্থা হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন। কুমারী অষস্থায় সেই চঞ্চল অপরিণত বুদ্ধিতে শত শত পুরুষ পরীক্ষা করিয়া পতি মনোনীত করিতে গিয়া তাহার সতীত্বের দশা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন। যদি সেই অঙ্কুর-যৌবনা, যৌবনের লালসায় না ভুলিয়া এবং সতীত্ব বজায় রাখিয়া মনের মত পতি-গ্রহণে সক্ষম হয়েন, তিনি কি কখনও সেই একান্নভুক্ত শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারিবেন? কখনই নয়। একটি অজ্ঞান বিহঙ্গকে বহুযত্নে ধাড়ীবেলা পোষ মানান যায় না। ইংরা-

* ইংরাজ আইন করিয়া অনেক কষ্টে এই সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা সহমরণ অনুমোদন করি না; কিন্তু ইহা যে সতীত্ব ও পতিভক্তির চরম সীমা সে কথা কে অস্বীকার করিবে?

জাদির সমাজ স্বতন্ত্র প্রকার। সতীত্বনাশে তাহাদের জাতিপাত হয় না। তাহাদের একান্নভুক্ত পরিবারেরমধ্যে থাকিতে হয় না। তাহাদের কোর্টসিপ বা স্বয়ম্বরে ক্ষতি নাই। তাহাদের স্ত্রীকে বিবাহের পর একবারে গৃহিণীপনা করিতে হইবে; বাল্য-বিবাহে চলিবে কেন? ইংরাজাদি সুসভ্যজাতি এবং ইংরাজি-প্রথাভক্ত ঘরের ঢেঁকীরা যাহাই বলুন, ওরূপ দম্পতী নির্ব্বাচনে বিবাহের সুখ বাল্য-বিবাহ হইতে অধিক হয় না। ইংরাজাদিকে ঐ স্বয়ম্বরের কুফল স্বরূপ যাবজ্জীবন স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর মন যোগাইয়া চলিতে হয়। অমিল হইলেও সহজে ছাড়িবার উপায় নাই; অনেক কাটখড়ের প্রয়োজন। তাহারা নব বিবাহিত স্ত্রীর কাছে দাসবৎ (Groom) এবং আমরা বর। হিন্দু-সমাজ সাধারণতঃ নির্ধন। এ সমাজে অধুনা এরূপ স্বয়ম্বরে মেয়ের স্থান হয় না।

গৃহীর জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, বোধ হয় সকলেই জানেন, ঘর্ম্মাদ্র কাপড়ে এক প্রকার কাল ফুট্‌কানী দাগ হয়; উহাকে চিতি বা মসে ধরা কহে। ঐ দাগ উঠাইবার উপায় এই:—যে স্থানে চিতি লাগে, সেই স্থান সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করতঃ চাখড়ির গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিবে। তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া পুনরায় জলে ভিজাইয়া ঐরূপ ঘর্ষণ করিবে। এই প্রকার দুই তিনবার করিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

২। অদৃশ্য কালি।—ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক এ্যাসিডে নূতন কলমের দ্বারা পত্র লিখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হইবে।

৩। জুতার কালি।—আইভরিব্লাক্ দেড় ছটাক, কোতরা গুড় এক ছটাক, অর্দ্ধ আউন্স ভিনিগার, অর্দ্ধ ছটাক সুইট অয়েল ও অর্দ্ধ ছটাক তুঁতে এই সমস্ত দ্রব্য পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবে। পরে সুইট অয়েল, কোতরা গুড় ও আইভরিব্লাক্ এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিবে। কাইয়ের মত হইলে তুলিয়া ভিনিগার এবং তাহাতে ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে।

৪। দন্ত-মঞ্জন।—চাখড়ি, কর্পূর, চিনি ও ফট্‌কিরি এই চারিটী গুঁড়া করিয়া একত্রে মিশাইলে চলিত দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত হইবে।

৫। দুগ্ধ অধিক দিন রাখিবার উপায়।—সাড়ে তিন সের পরিমিত দুগ্ধে এক চামচা মিশ্র সালফেট্ অফ্ সোডা মিশ্রিত করিয়া রাখিলে উহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে। ইহার আস্বাদনের বা রঙের কোনই তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৬। বস্ত্রাদি সুগন্ধিকরণ ও কীট-দষ্ট হইতে রক্ষা-করণের উপায়। উনানে রাখিয়া শুষ্ক করা লবঙ্গ, সিডার (বিলাতি বৃক্ষ) এবং রেড্-চিনির কাষ্ঠ প্রত্যেকে এক আউন্স পরিমাণ লইয়া একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিবে। পরে যে সিন্দুকে বস্ত্র থাকে, তাহাতে ছড়াইয়া দিলে অতিশয় সুগন্ধযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ এরূপ করিলে বস্ত্রাদি কীট দ্বারা নষ্ট হইবে না। তা' ছাড়া যে সিন্দুকে, টাঙ্কে বা আলমারিতে পশমের বস্ত্রাদি থাকে, তাহাতে স্পিরিট অব্ টার্পেটাইন ছিটাইয়া দিলে কিম্বা ঐ আরকে খণ্ড খণ্ড কাগজ ভিজাইয়া বস্ত্রাদির প্যাকেটের মধ্যে রাখিলে কীট দ্বারা নষ্ট হইবে না।

৭। ফুল তাজা রাখিবার উপায়।—লবণাক্ত বা কোয়াসা মিশ্রিত জল কোন পাত্রে রাখিয়া ফুলের বোঁটাটী তাহাতে ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা তাজা থাকে।

৮। রেসমী কাপড়ে তৈল পড়িলে তাহা ধৌত করিবার উপায়।—দুই পাউণ্ড পরিমাণ জলে একটা আকরোট ফলের পরিমাণ পোটাদ্ এবং নেবু ছোট ছোট ফালি করিয়া কাটিয়া তাহার রস দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করণান্তর ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিবে। তৎপরে কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। সুতা বা রেশমের কাপড়ে তৈল বা আলকাত্‌রা লাগিলে আরোক কিয়ৎ পরিমাণে দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিলে দাগ্ উঠিয়া যাইবে।

৯। কাচের উপর ছবি বা অক্ষরাদি অঙ্কিত করিবার উপায়।—কোন কাচপাত্রে ছবি বা অক্ষর খোদিত করিতে হইলে প্রথমে মোম এবং আলকাতরা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া দ্রব করিবে। তৎপরে খোদাই করিবার পাত্রের এক পার্শ্বে উক্ত দ্রবিত পদার্থ মাখাইয়া শুষ্ক হইলে বুলি বা নরুণ দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা লতা, পাতা, মনুষ্য, পক্ষী বা যে কোন মূর্ত্তি খোদিত করিয়া হাইড্রোফ্লোরিক্ এ্যাসিড্ ঢালিয়া দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে টার্পিন তৈল দ্বারা উক্ত মোম-আলকাতরা উঠাইয়া ফেলিবে। কাচের উপর অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইবে।

১০। একবার লিখিয়া তিন চারিখানি কপি প্রস্তুত করিবার উপায়।—ব্লাকলেড নামক ঔষধ, কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা একখানি সাদা কাগজে মাখাইবে। পরে উহা শুষ্ক হইলে, ঐ কাগজ অন্য কোন সাদা কাগজের নিচে থাক থাক সাজাইয়া রাখিয়া তাহার উপরের কাগজখানিতে লিখিলে এককালে তিন চারিখানি কাগজে লেখা হইবে।"—পা-শি-বি।

আমার জীবন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্বৎ ১৯৩১। ১৬ই পৌষ।

জগজ্জননীর ইচ্ছার জয় হউক। প্রাতঃসূর্য্যের সুন্দর কিরণের সঙ্গে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া জগতের যে সুন্দর শোভা দেখিলাম, তাহা কখন ভুলিবার নয়। কিন্তু কত দিন যে তদ্দর্শনে মনের কত ভাব হইয়াছে, তাহা ত মনে নাই। আজ মন প্রশ্ন করিতেছে,—"ঐ যে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে, কালিও ত ঐরূপ উঠিয়াছিল; তবে কালিকার দিন, আজিকার দিন নয় কেন? কাল প্রাতে যাহা দেখিয়াছিলাম, আজি প্রাতেও তাহাই দেখিতেছি; তবে যে দিন যায়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না কে বলিল? এই ত তাহা ফিরিয়া পাইলাম*।" * * * * অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে, ভ্রমণ করিতে বহির্গত হই। আমি চিরদিন বয়স্থ লোকদিগের পার্শ্বে থাকিতে ভাল বাসি। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি কয়েকজন একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, তাহারি এক পার্শ্বে বসিলাম। তাঁহাদের একজন এই গল্পটী বলিলেন:—

"আমার এক বন্ধু বিলাতে গিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন,—"যখন আমি বিলাতে ছিলাম, একবার অবকাশ সময়ে আমার একজন সহপাঠীর সঙ্গে তাঁহাদের গ্রাম্যনিবাসে গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের সময় সহরের লোকেরা পল্লীগ্রামে যায়। আমি যাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, সেই গ্রামের নিকটেই তাঁহাদের একটী বাগানবাটী ছিল। তাঁহারা ঐ বাটীটি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ভাড়া দিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর কাল ঐ বাটীটি শূন্য থাকায় তাঁহাদের বড়ই ক্ষতি হইতেছিল। এজন্য গৃহস্বামী এবার বাটীভাড়া বিজ্ঞাপন সম্বাদপত্রে বাহির করিলেন। এক দুই করিয়া অনেকেই অনুসন্ধান লইল। কিন্তু বাটীর ভাড়া অনেক; সুতরাং কেহই গ্রহণ করিল না। একদা আমরা মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছি,

* যখন এ প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তখন ইহার উত্তর করিতে পারি নাই; কারণ, তখন আমার বয়স অল্প, বিশেষ আমি চিরকালই অল্প বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত, যদিও আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।—লেখক।

এমন সময় একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এতদিনে বুঝি বাড়ীর ভাড়াটিয়া জুটিল। বিখ্যাত ফণ্টেনো বংশের একমাত্র বংশধর তাঁহার বাসের জন্য আমার বাটীটি লইবেন, বলিতেছেন।' পরদিন অপরাহ্নে ফণ্টেনোর একজন লোক আসিয়া বাড়ী দেখিয়া গেল, 'লওয়াই স্থির; কেবল ভাড়ার বিষয়, যাণ্মাসিক লইতে হইবে। গৃহস্বামী তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ক্রমে চতুর্থ দিনে সতীক কুমার ফণ্টেনো তাঁহার লোক জন সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বড় কাঠের বাক্স করা কত কি জিনিস আসিল। তাহা যে কি কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা এই দিনেই পাঠস্থানে চলিয়া গেলাম।

ক্রমে দিন যায়। বাজারের দোকানদারদের খুব জিনিস বিক্রী হইতে লাগিল। কিন্তু সকলের সঙ্গেই ঐ এক বন্দোবস্ত; ছয় মাস অন্তর টাকা পরিশোধ হইবে। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। ফণ্টেনো বংশের সম্ভ্রম যথেষ্ট।

ক্রমে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। আমরা খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। শুনিলাম, এই পাঁচ মাসের মধ্যে বিবি ফণ্টেনো বা তাঁহার স্বামী প্রায়ই বাহির হইতেন না। কিম্বা বাটীতে গেলেও সকল সময় তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার।

এইরূপে দিন যায়। খ্রীষ্টমাসও কাটিয়া গেল। একদিন গৃহস্বামী প্রাতঃকালে টাইমস্ পত্রে দেখিলেন,—'ফণ্টেনো বংশের একমাত্র বংশধর কুমার উইলিয়ম ফণ্টেনো স্কটলণ্ডে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।' শুনিয়া ত আমরা সকলে স্তম্ভিত! ফণ্টেনো বংশের একমাত্র বংশধর যদি প্রাণত্যাগ করিল, তবে এ ব্যক্তি কে? গৃহস্বামী আর কালবিলম্ব করিলেন না; ডিটেক্‌টিভ-পুলিশষ্টেসনে সংবাদ দিয়া তখনি জাল ফণ্টেনোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টার পর গৃহস্বামী আবার প্রত্যাগত হইয়া শীরে করাঘাত করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমরা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছে?' গৃহস্বামী বলিলেন,—'সর্ব্বনাশ করিয়াছি! আমাদের সন্দেহ মিথ্যা! স্কটলণ্ডে যাঁহার কাল হইয়াছে, তিনি ইহাঁর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র। কিন্তু আমি যে তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছি, এই জন্য তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া আমাকে বলিলেন,—"দেখুন আমি ভদ্রলোক, আমার প্রতি আপনার এরূপ সন্দেহে আমি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছি। অতএব, আমি আর আপনার বাটীতে থাকিব না। এই দণ্ডে আমি আপনাকে হুণ্ডি দিয়া উঠিয়া যাইতাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে জুয়াচোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তখন আমার হুণ্ডিতে আপনার বিশ্বাস হইবে না। অতএব হুণ্ডির নোট এ সকল না দিয়া কাল প্রাতে স্বর্ণ মুদ্রায় আপনার প্রাপ্য দিয়া আমি চলিয়া যাইব।' এই বলিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিকে তখনি ডাকিয়া বলিলেন যে,—'যাও তুমি বাজারের দোকানদারদিগকে কাল আসিয়া তাহাদের প্রাপ্য লইয়া যাইতে বলিয়া আইস।' অনন্তর প্রধান কর্ম্মচারির সহিত আমার কথা হইল সে বলিল,—'আমার সহিত কথা কহিলেই আপনার সকল সন্দেহ মিটিত। আপনি উহাঁকে এরূপ বলিয়া ভাল করেন নাই। কিন্তু এখন আর চারা নাই; উনি যখন কুপিত হইয়াছেন, তখন এখানে কখনই থাকিবেন না।' এখন উপায় কি? অনেক ভাগ্যে এমন ভাড়াটিয়া জুটিয়াছিল; এখন দেখিতেছি, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।'

কিন্তু উপায় কি? সে দিন কাটিয়া গেল। পর দিন প্রাতে আমি, গৃহস্বামীর পুত্র ও গৃহ

স্বামী, তিন জনেই গেলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম, সেরূপ দৃশ্য যে কখনও আমার নয়নে পতিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেখিলাম, একটি টেবিলের উপর অসংখ্য স্বর্ণ মুদ্রা সজ্জিত রহিয়াছে। (আমাদের দেশে স্বর্ণ মুদ্রার চলন নাই; কিন্তু বিলাতে স্বর্ণেরই চলন বেশি)। সমস্ত পাওনাদারেরা উপস্থিত; ফণ্টেনোর প্রধান কর্ম্মচারী সকলকে হিসাব মত গণিয়া দিতেছেন। সকলকে দেওয়া হইলে ফণ্টেনো গৃহস্বামীকে বলিলেন,—'দেখুন মহাশয়, আমি বিনা নোটিশে গৃহত্যাগ করিতেছি। এজন্য ছয় মাস পূর্ণ না হইলেও ছয় মাসের ভাড়া আপনাকে দিলাম।' এই বলিয়া নিজ হস্তে সমস্ত টাকা গণিয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—'এক্ষণে আপনার যাহা কিছু সমস্ত ঠিক আছে কি না, দেখিয়া লউন। আমার সমস্ত দ্রব্য ষ্টেশনে পাঠাইয়াছি; আমি এখনই এস্থান হইতে যাইব; গাড়ী প্রস্তুত।' গৃহস্বামী বলিলেন,—'দেখিবার প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বাহিরে আসিলেন। সকল দোকানদারেরা তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

ব্যবসায়-বুদ্ধি।

আজকাল চাকরী করা অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অনেককেই ইচ্ছুক দেখিতেছি এবং অনেকেই চাকরীরূপ দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবসা-কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন। ইহা অবশ্যই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত থাকায় লোকে তদ্বারা কত সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রযাত্রা একবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিল; এমন কি, যদি কেহ ব্যবসা-কার্য্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহাহইলে তাঁহাকে হিন্দু-সমাজ সমাজচ্যুত করিতেন। সুতরাং লোকের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও সমাজচ্যুতির ভয়ে কেহ বাণিজ্যের নামমাত্রও মুখে আনিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোকের ব্যবসা-প্রবৃত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" আবার ভারতে সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে। তবে যে ব্যবসা করিতে গিয়া কেহ কেহ অল্প দিনের মধ্যেই লোকসান দিয়া পশ্চাৎপদ হন, সে কেবল তাঁহাদের ব্যবসাবুদ্ধি কম বা না থাকা হেতু। নতুবা ব্যবসাবুদ্ধি দ্বারা আজকাল যাঁহারা সঙ্গতিসম্পন্ন ও খ্যাতনামা হইয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপে তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জনের বিবরণ প্রদর্শিত হইল।

এদেশে মিউটিনির সময়ে কোম্পানীর কাগজের দর অতিশয় কম হইয়া আসে। এমন কি, কোম্পানীর রাজত্ব গেলে প্রতারিত হইতে হইবে ভাবিয়া অনেকেই কোম্পানীর কাগজ কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হয়েন। ঐ সময়ে জানবাজার নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী রাণী রাসমনি মহোদয়া কোনরূপে বিশ্বস্তসূত্রে গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়া কোম্পানীর বিস্তর কাগজ ক্রয় করিয়া রাখেন। পরে, মিউটিনী ক্ষান্ত হইলে সেই সকল কাগজ বিক্রয়দ্বারা বহুল অর্থ সংগ্রহ করেন।

রামদুলাল সরকার পাঁচ টাকা বেতনের সরকারগিরী কাজ করিতেন। একদা তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে গঙ্গার তীরে যাইয়া দেখেন, একখানি ডুবা জাহাজ নীলাম হইতেছে। অধিক ক্রেতা উপস্থিত না থাকায় তিনিও এক ডাক ডাকিলেন ও তাঁহারই ডাক মঞ্জুর হইয়া গেল। তার পরই গ্রাহক সংখ্যা বেশী হওয়াতে তিনি ঐ জাহাজ যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার অনেক গুণ বেশী মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থলাভ করিলেন। কিন্তু

রাম দুলাল বড় বিশ্বাসীলোক ছিলেন; তিনি ঐ অর্থের কিছুমাত্র নিজে না লইয়া লাভ সমেত প্রভুর টাকা প্রভুকে, যাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রভু ঐ সমস্ত রামদুলালের ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া তাঁহাকেই সমর্পণ করিতে গেলেন। কিন্তু রামদুলাল ঐ টাকা গ্রহণে কিছুতেই স্বীকার না হওয়ায় ইহা হইতেই তাঁহার প্রতি প্রভুর বিশেষ বিশ্বাস ও দয়া জন্মে। আর, এই সুযোগে রামদুলাল বড়লোক হইয়া গেলেন।

মিউটিনিসূত্রে মধ্যে একবার কলিকাতাময় গুজব উঠে যে, কলিকাতা উঠিয়া মাতলায় যাইবে। এজন্য মাতলায় জমী ক্রয় করিতে সকলেই ইচ্ছুক হইলেন। ক্রেতার সংখ্যা বেশী হওয়া প্রযুক্ত মাতলার জমীর দরও মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল; এই সুযোগ দেখিয়া রাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয় ঐ স্থানের পূর্ব্বে সুলভ মূল্যে ক্রীত অনেক জমী বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন।

এক জন বড় কাপড়-বিক্রেতার (এস্থলে তাঁহার নাম দেওয়া গেল না) দোকানে একদিন কয়েকটী ভদ্রলোক কতকগুলি কাপড় ক্রয় করিতে যান। বড় দোকান দেখিয়াই হউক বা দাম নাজা-না প্রযুক্তই হউক, তাঁহারা কয়েক খানি কাপড়ের দাম কিছু কিছু বেশীতে চুক্তি করায় দোকানদার বলিলেন, মহাশয়! আপনাদিগকে দর করিতে হইবে না; আমি ঠিক্ দর বলিতেছি। এই বলিয়া তিনি উক্ত কাপড় সকলের প্রকৃত দাম (যাহা তাঁহারা বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম) বলিয়া দেওয়াতে গ্রাহকগণও যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কাপড় ক্রয় করিলেন। আর, সেই অবধি তাঁহারা আর কাপড়ের দর দস্তুর করিতেন না। ক্রমশঃ এই কথা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার দোকানে সকল দোকান অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইতে লাগিল।

কাবেলী, ইহুদী, খোট্টা প্রভৃতিরা বড় বড় মহাজনের নিকট হইতে ধারে বস্ত্রাদি লইয়া গিয়া মফঃস্বলবাসীদের নিকট সিকি বা তদধিক টাকা লাভে বিক্রয় করিয়া আসিয়া মিয়াদ মত টাকা আদায় করতঃ বিস্তর লাভ করিতেছে। আবার, যে সকল বস্ত্র বিক্রয় না হয়, তাহা মহাজনের গদিতে আসিয়া ফেরত দেয়। বিদেশী লোকে বিশ্বাসের বলে বিনা মূলধনে ব্যবসা করিয়া বড় লোক হইতেছে, অথচ আমরা নিজের মূলধন লইয়াও কিছু করিতে পারিতেছি না; দেশের অর্থ বিদেশে যাইতেছে। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়!

সংবাদ।

—চিকাগো নগরে একটী বলিষ্ঠ রমণী ছিল। সময়ে সময়ে তাহার পেটে ভয়নক বেদনা ধরিত। সে যাহা খাইত, তাহা পেটের মধ্যে তলাইত না; বমি হইয়া যাইত। কিছুদিনের পর তাহার বমির সহিত একটা কচ্ছপের ছানা বাহির হইয়া পড়িয়া গেল এবং রমণীরও সেই সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ডাক্তারগণ জানিয়াছেন যে, মিচিনান হ্রদের জলের সহিত কচ্ছপ-ডিম্ব পান করাতেই পেটের ভিতর এই কচ্ছপ জন্মিয়াছে।

—কাশীস্থ ৺ ত্রৈলঙ্গস্বামীর মৃত্যুতে দেশস্থ সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। সকলেই বলেন, স্বামীজীর দেহত্যাগে ৺ কাশীধাম একজন শরীরী কাশীনাথ হারাইলেন।

—আমেরিকা হইতে পঞ্চাশ হাজার কেরসিন তেলের বাক্স লইয়া বার খানা বড় জাহাজ কলিকাতায় আসিয়াছে। কেরসিন তৈল কিছু সস্তা হওয়ার সম্ভব।

—গত ২৮শে ডিসেম্বর বুধবার সাড়ে বারটার সময় মান্দ্রাজ নগরে জাতীয় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম দিন নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল:—(১) মহাসমিতির কার্য্যাদি সম্পাদনের নিয়ম-প্রণয়ন। (২) ব্যবস্থাপক-সভার পুনর্গঠন। দ্বিতীয় দিন, ২৯শে ডিসেম্বর এই কয়েকটী স্থির হয়—

(১) শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগ পৃথক্ করণ। (২) ভারবাসীদিগকে সৈনিক কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য সমর-বিদ্যালয় সংস্থাপন। (৩) ভারতবাসীদিগকে সখের সৈনিক (ভলণ্টিয়ার) হইবার অধিকার প্রদান। (৪) যাহাদের হাজার টাকারও কম আয়, তাহাদিগকে ইন্‌কম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি-প্রদান। তৃতীয় দিন, ৩০শে ডিসেম্বর এই কয়টী,—

(১) ভারতবাসীর দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত। (২) দেশীয় শিল্প দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার। (৩) ভারতবাসীকে অধিক পরিমাণে রাজ-কার্য্যে নিয়োজন। (৪) অস্ত্র-আইনের কঠোরতা দূর করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের অস্ত্র রাখিবার সুপায় করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধকরণ। (৫) সংগঠিত প্রথম কমিটী দ্বারা সভার নিয়মাবলী-নির্দ্ধারণ।

—আসামের কোন এক স্থানে জনেক মুসলমান, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া টাকার লোভে পুনরায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে গিয়াছিল। যখন দীক্ষিত হইবার সমস্তই ঠিক, তখন সে যে প্রকৃত মুসলমান, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। নালিশ রুজু করায় বিচারে তাহার কারাবাসের আজ্ঞা বাহির হইয়াছে। একেই না বলে ধর্ম্ম-চোর!

—মস্কাউ গেজেট বলেন, রুষ এবং ইংলণ্ড এই দুই সম্রাজ্যের মধ্যে এখন কোন বৈর-ভাব নাই। ইংলণ্ডের রুষ-ভীতি অমূলক মাত্র। উভয় রাজ্যের মধ্যে সখ্যতার সংবাদও মঙ্গলের কথা। ইংলণ্ডের প্রতি জর্ম্মানির যোরতর বিদ্বেষ ভাব অদ্যাপিও পরিলক্ষিত হইতেছে।

—ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের রেলওয়ের যাত্রিগণের মালের ভাড়ার হার-সম্বন্ধে যে নতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা এই:—প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল ১৮ পাইয়ের বেশী ও বার পাইয়ের কম নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯ পাইয়ের বেশী ও ৬ পাইয়ের কম নয়। মধ্যম শ্রেণীর ৪৷৷০ পাইয়ের বেশী এবং তিন পাইয়ের কম নয়। তৃতীয় শ্রেণী ৩ পাইয়ের বেশী ও ১৷৷০ পাইয়ের কম নয়। লগেজের ভাড়া প্রতি মাইল মণ করা ২ পাইয়ের অধিক ও ১ পাইয়ের কম নয়।

—নেপাল রাজ্য এখন টল্‌টল্ করিতেছে, রণবীর সিংহ রাজধানী আক্রমণার্থে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। প্রধান সেনানায়ক বীর সমসের ঐ আক্রমণে, বাধা দিবার জন্য বহুল আয়োজন করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সেনানায়ক মহাশয় নাকি যুদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা সমসেরের নিকট কলিকাতায় ১২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন।

—ভারতীয় সৈন্যসমূহ রুষ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বড়ই মনযোগী হইয়াছে। ইতি-মধ্যে ১৪ জন সৈনিক উক্ত ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১১ জন সফল হইয়াছে।

—লাহোরের রাহিমেন নাম্নী জনৈক স্ত্রী-লোক স্বামীর নাসিকা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া দেয়। বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও ৩০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—"যাহার নামে বেয়ারিং চিঠি যায় সে যদি সেই চিঠি না লয়, তাহা হইলে ডাক বিভাগ সেই বেয়ারিং-পত্রপ্রেরকের নিকট হইতে পত্রের মাশুল চারি পয়সা আদায় করিয়া লইয়া থাকেন। আইন মতে একার্য্য হয়, ইহাই ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা। এই বিষয়ে আদালতের একটা নজীর করিবার জন্য বাঙ্গালায়

পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল বিবি ফিলিপসের নামে চারি পয়সা আদায়ের নিমিত্ত কলিকাতার প্রধান পুলিশ মাজিষ্ট্র মিষ্টর রাঁইলির নিকট ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করেন। মাজিষ্টর বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, ডাকবিভাগ আইন মতে এ পয়সা আদায় করিতে পারেন না; ইহা প্রাপ্যও নহে। নজীর করিতে যাইয়া ডাক বিভাগকে একটু ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।"

সংপ্রতি বর্দ্ধমানের দায়রায় এক মজাদার মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। আসানসোল ষ্টেশনের এক সাহেবের দুইটি কন্যা অপর এক ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল; তাহাদের একটির বয়স ১৫ বৎসর, অপরটি ১৭ বৎসরের। রাত্রিকালে তাহাদিগের মাতা কোন কার্য্যবশতঃ তাহাদিগকে জাগাইলে দেখা যায় যে, বিছানায় তাহাদের মধ্যস্থলে গোপাল চামার নামক এক জন ষণ্ডাকৃতি পুরুষ শুইয়া রহিয়াছে এবং এক কাপড়ই তিন জনের গায়ে রহিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া গৃহে কোলাহল উঠিল। সাহেবের কন্যাদ্বয় বলে, ও-ব্যক্তি কখন শুইয়াছে, তাহারা তাহা জানে না এবং সে উহাদিগের কোন ক্ষতি করে নাই। গোপালের উত্তর, সে মাতাল অবস্থায় অজ্ঞানে আসিয়া শুইয়াছে। রাণীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট কিন্তু তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের দায়রার বিচারে সে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে; কারণ, সে যুবতীদ্বয়ের কোন অনিষ্ট করে নাই কি না!!

—"ডাক্তার লেপ্রে বলেন, আফ্রিকা মহাদেশে শৃঙ্গবিশিষ্ট মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কার্য্যোপলক্ষে তিনি যখন ঐ মহাদেশের স্বর্ণোপকূলে অবস্থান করেন, তখন এই অদ্ভুত মনুষ্য দেখিয়াছেন ও তিন জনের প্রতিকৃতি আনিয়াছেন। তিনি যাহাদের প্রতিকৃতি আনিয়াছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় বলে যে, ঐ শৃঙ্গ উহাদের আজন্মসম্ভূত, যত দিন স্মরণ আছে তত কালের; কোন প্রকার কৃত্রিম নহে। গণ্ডারের ন্যায় ইহাদের নাসিকার উপর একটী শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট পরাস্ত হইয়াছে; কারণ, তাঁহার নাকি হরিণের ন্যায় কপাল প্রদেশে দুইটী শৃঙ্গ ছিল।"—সুরভি।

অনুসন্ধান-সমিতি
ও
অনুসন্ধান
পত্রের নিয়মাবলী।

১। সমিতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে কোন সংলোক অগ্রিম বার্ষিক ১২ টাকা চাঁদা দিলে প্রথম শ্রেণির, ৬ টাকা চাঁদা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির, ৩ টাকা চাঁদা দিলে তৃতীয় শ্রেণির এবং ১ টাকা চাঁদা দিলে চতুর্থ শ্রেণির মেম্বর বলিয়া গণ্য হন।

২। মেম্বরগণের সুবিধা:—কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেইরূপ চেষ্টা পাওয়া হয়। সমিতি হইতে মেম্বরকে কোন্ দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর, কে সৎ ও কে অসৎ ইত্যাদি জ্ঞাপন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় ও নানাবিধ কার্য্যাদি করা হয়। তা' ছাড়া, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মেম্বরগণকে বিনামূল্যে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা এবং নানাবিধ সন্ধানাদি দেওয়া যায়।

৩। অনুসন্ধানের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই ১৷৷০ দেড় টাকা; খুজরায় প্রতি সংখ্যা দু' আনা করিয়া।

৪। অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়মাবলী পত্র লিখিলে বা পূর্ব্ব সংখ্যা দেখিলে জানা যায়।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধান-সমিতির সেক্রেটারী।
১৫নং ফকিরচাঁদ দের গলি, বৌবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই মাঘ, ১২৯৪ সাল। [১২শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

গ্রাহকগণের সুসংবাদ।

অনুসন্ধান-সমিতির অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, প্রতি মাসেই সমিতির দ্বারা অনেক বরাতি টাকা আদায় হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে সে সকলের কতক কতক রিপোর্ট প্রদত্ত হইয়াছে; অদ্যও তন্মধ্যে গুটিকতক মাত্র প্রকাশিত হইল;—

১। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সুর এণ্ড কোম্পানী, ২ নং গোয়াবাগান, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সুর একজন ধনী ব্যবসায়ী; ইহাঁদের যত্নে ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতবাসী' পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। সম্প্রতি গ্রাহকগণের দোষে বাধ্য হইয়া অনেক টাকা লোকসান দিয়া শেষে ইহাঁদিগকে ভারতবাসী বন্ধ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পত্রিকা বন্ধ-হেতু যে সকল গ্রাহকাদির নিকট ইহাঁদের পাওনা ছিল, তাহা তো আদায়ই হইল না; তা'ছাড়া, যে সকল গ্রাহক অগ্রিম মূল্য হিসাবে ইহাঁদের নিকট যাহা কিছু পাইবেন, তাহারই জন্য ইহাঁদিগকে ও সমিতিতে অভিযোগ করিয়া পত্র দিতেছেন। সেইহেতু একখানি পত্রসহ ইহাঁদের আফিসে লোক পাঠানয় ইহাঁরা নবদ্বীপের বাবু নৃসিংহগোপাল গোস্বামীর বরাতি ১৸৵০ এক টাকা তের আনা, ভিলসার বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাতি ১৷৷৵০ এবং দীনহাটা, গোসানীপাড়ার বাবু নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর বরাতি ১৸০ আনা প্রদান করিয়াছেন। তা' ছাড়া, আরও কেহ সমিতিতে পত্র লিখিলে ইহাঁরা তাহা আহ্লাদ সহকারে ফেরত দিতে স্বীকৃত আছেন। ফলতঃ এত লোকসানের পরও এরূপ ভাবে গ্রাহকগণের টাকা ফেরত দেওয়ায় সকলে অবশ্যই সুখী হইবেন।

২। শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ, পুস্তকের দোকান, পুরাতন চিনেবাজার। ইহাঁদের দোকানটীও বেশ নামজাদা। ইতিপূর্ব্বে শ্যামবুড়, নদীয়া হইতে শ্রীযুক্ত গোলাম মহম্মদ মির্দ্দা ইহাঁদের নিকট চারি খানি পুস্তকের মূল্য পাঠান ও পুস্তক পাইতে বিলম্ব-হেতু সমিতিতে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ সহ ইহাঁদের দোকানে লোক পাঠানয় ইহাঁরা সেই পুস্তক কয়খানি তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন; এবং প্রমাণসহ বলেন,—'পুস্তক ডাকে পাঠাইয়া ঠিকানার গোল-হেতু ফেরত আসে।' ফলতঃ শেষে পুস্তক পাইয়া অভিযোক্তা তুষ্ট হইয়াছেন।

৩। বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। হরিদাস বাবু কল্পনা, পত্রিকার সম্পাদক। ইতিপূর্ব্বে ইনি সমগ্র

রাজস্থান ২্ দুই টাকায় দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করেন। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতায় তাহা প্রকাশ বন্ধ হয়। তজ্জন্য অগ্রিম দেয়-হিসাবে প্রাপ্যের অভিযোগ করিয়া নোয়াখালি জজ আদালতের বাবু হরিচরণ দাস সমিতিতে পত্র লেখেন। আর সেইমত হরিদাস বাবুও তাঁহার বক্রী বরাতি ১৶০ আনা প্রদান করিয়াছেন।

৪। বাবু অনুকূলচন্দ্র রায়, শ্যামাচরণ দের গলি, কলিকাতা। হাতুড়া, কলাঘাট পোষ্ট হইতে বাবু রামকৃষ্ণ গোস্বামী ইহাঁর নিকট 'হেমপ্রভা' পুস্তকের মূল্য ১৶০ প্রেরণ করেন ও বহুদিন যাবত পুস্তক না পাওয়ায় সমিতিতে অভিযোগ করেন। বলা বাহুল্য, সমিতির লোক যাইলে অনুকূল বাবু পুস্তক দেন ও রামকৃষ্ণ বাবু পুস্তক পাইয়াছেন।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এ ফন্দি বুঝিবে কে ?

সম্প্রতি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রায় দুই স্তম্ভব্যাপী এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ;—বিজ্ঞাপনটি "রত্নঝারি" পুস্তকের। পুস্তকের যেরূপ গুণগান-বর্ণনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ...তার যেরূপ সততা-প্রকাশের বোল্-চাল্ আছে, তাহাতে স্বতঃই সকলেরই (বিশেষতঃ সরল মফঃস্বলবাসীর) সেই বই কিনিবার অভিলাষ হয় ; মনে হয়, এই বই খানি কিনিলেই বোধ হয় আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মন-ভুলানো—প্রাণ-কাঁদান বাহ্যিক চটক সত্ত্বেও ইহার ভিতরের আবার একি গলদ্ শুনি ? 'রত্নঝারি' পুস্তকের বিজ্ঞাপনদাতার নাম, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ; ঠিকানা, ১নং কারফর্ম্মার লেন। কিন্তু সমিতির লোক সন্ধানে গিয়া উক্ত ঠিকানায় ও-নামে কোন লোকের সন্ধান পান না ; উপরন্তু ঐ ১নং কারফর্ম্মার লেনের অধিবাসী বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির আপিসে আসিয়া এ সম্বন্ধে এক মজাদার পত্র লিখিয়া দিয়া গেলেন ; সে পত্র অবিকল এই :—

"নিবেদন, আমার কারফর্ম্মার লেন ১নং বাটীর ঠিকানায় অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম দিয়া সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'রত্নঝারি' নামক এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নম্বরে ঐ-নামে কোনও লোক নাই এবং ঐরূপ পুস্তক প্রকাশকেরও কোনও আয়োজন দেখি না। আমার বাটীর নম্বরে পত্র দুইএকখান আসিতেছে ও অদ্য একখানা ১৶০ মাশিকার মনিঅর্ডার আসায় তাহা ফেরত দিয়া আপনাদের নিকট জানাইতেছি, এ সম্বন্ধে মহাশয়দের যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন। তারিখ ৩০এ পৌষ, ১২৯৪।—স্বাক্ষর শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বলা বাহুল্য, ইহার পরও আর একদিন সমিতির দুই চারিজন কর্ম্মচারী এই বিষয়ের সন্ধানে বাহির হন। তাহাতে সে পাড়ার কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন,—'বোধ হয় কোন প্রবঞ্চক এই খেলা খেলিতেছে !'

যাইহোক, তার পর সমিতির কর্ম্মচারীগণ বিডন ষ্ট্রীটের ডাকঘরে গিয়া সন্ধান লন। সেখানে গিয়া যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, সেখানকার ৭৮নং পিওন ঈষৎ হাস্য সহ বলে,—"১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীটের বাবু প্রসাদ কুমার মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারের মূল ! অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধী। এ বই প্রসাদ বাবুই বিক্রয় করেন এবং টাকা কড়িও সহি করিয়া লন।"

এই তো ব্যাপার ! তার পর, পুস্তকখানি যে কিরূপ, সে কথা আমারা এখন কিছুই বলিতে চাহি না। তবে আপাততঃ এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি যে, ভ্যালু-ডাকে ঢাকা পুস্তক পাইয়া গ্রাহকগণ যে তুষ্ট নহেন, এরূপ পত্রও আমরা অনেক পাইতেছি। ফলতঃ প্রসাদ বাবুকে তো আমরা এতদূর জানিতাম না !

'সংস্কৃত-শিক্ষা' না জুয়াচুরী শিক্ষা ?

নৈহাটী-নিবাসী বাবু প্রতাপচন্দ্র শিরোরত্ন নামীয় জনৈক পণ্ডিত 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন না। ইতিপূর্ব্বে ঐ পুস্তকের অনেকগুলি কাপি প্রসিদ্ধ 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয়। তখন পুস্তকের কিরূপ কাটতি হইতেছিল, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু আজ প্রায় মাসাবধি হইতে চলিল, বাজারে ঐ পুস্তকের বড়ই কাটতির লক্ষণ দেখা দেয়। প্রায় প্রতি ব্যবসায়ীর নিকটই প্রতিদিন দুই, তিন বা ততোধিক খান পত্রে ঐ পুস্তকের অর্ডার আসিতে থাকে। আর, সকল পত্রেরই প্রায় এক ভাব,—ঐ পুস্তকের পঁচিশ ত্রিশ হইতে শতাধিক কাপি পর্য্যন্ত ভ্যালুপেএবলে পাঠাইতে বলা। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রথম এইরূপ অর্ডার পাইয়া ব্যবসায়ীগণ 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' হইতে ঐ পুস্তক কিনিয়া আনিয়া অর্ডারদাতাদের ঠিকানায় পাঠাইতে থাকেন। কিন্তু কি বিড়ম্বনা ! সকলের পুস্তকই কিছু দিনের মধ্যে ফেরত আসিতে লাগিল ! কাজেই দোকানদারগণের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে নানারূপ কানাকানি চলিতে লাগিল এবং অতঃপর সকলেই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা পরস্পরেই ঐরূপে প্রতারিত হইয়াছেন। তখন সন্দেহ-হেতু সকলের পত্রগুলি একত্রিত হইল। তাহাতে প্রধানতঃ দেখা গেল, তাহার অনেকগুলি পত্রই প্রায় এক হাতে লেখা,—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ঠিকানায় পুস্তক পাঠাইতে বলা ; আর, আঁকা বাঁকা অক্ষরে লালনীল কালীর বাহারে লেখারও যা কিছু পার্থক্য ! তা'ছাড়া মোহর দেখিয়া চিঠিগুলি প্রায়ই এক ডাকঘর হইতে পোষ্ট হইয়াছে দেখা গেল। আর, তাহাতেও একটু মজার কথা আছে ; অধিকাংশ পত্রেরই মোহর, প্রায় স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তার নৈহাটী ডাকঘরের ঠিকানা হইতেই আমদানি হইয়াছে। ইহাতে এবং অন্যান্য নানা কারণে পুস্তকবিক্রেতাগণ স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তারই এই খেলা বলিয়া স্থির করিতেছেন ; এবং এজন্য তাঁহাকে রাজদ্বারেও দণ্ডিত করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। ফলতঃ ব্যাপার বড় সহজ নহে ; এখন অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও সাবধান হয়েন, এই বাসনা। আর, ব্যাপার যদি সত্য হয়, তবে এ ফন্দিটিও বড় উপেক্ষার নহে ; প্রশ্রয় দিলে ইহাতে 'সংস্কৃত শিক্ষা' না হইয়া বরং 'জুয়াচুরি শিক্ষারই' প্রাদুর্ভাব হইবে !

সাহেবী জুয়াচুরি।

সকলেই অবগত আছেন যে, শীতকালে কলিকাতায় ঘোড়দৌড় হইয়া থাকে ও ঐ ঘোড়দৌড় দেখিবার নিমিত্ত সহরস্থিত প্রায় বড় বড় সাহেব, মেম ও বাঙ্গালি বাবু প্রভৃতি সকলেই গড়ের মাঠে গমন করিয়া কেহ বা দশ টাকা সংস্থান করিয়া আসেন ; কেহ বা সঞ্চিত ধন বিনষ্ট করেন। আর, কেহ বা কোন্ ঘোড়া জিতিল ও কে হটিল, ইহাই দেখিয়া ঘোড়দৌড় শেষ হইলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেন। ঘোড়দৌড়ের সহিত অর্থ-উপার্জ্জনের বা অর্থ-নাশের যে কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় পল্লিগ্রামের অনেক পাঠকই অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত উহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল। ঘোড়দৌড়ের প্রত্যেক বাজিতে যে কয়েকটী ঘোড়া দৌড়াইবে, সেই কয়েকটী ঘোড়ার প্রত্যেকের নামানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের টিকিট কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নিয়মানুযায়ী শিল মোহর করিয়া সেই স্থানে বিক্রয় হয়। সেই বার ঘোড়দৌড়ে যে ঘোড়া সর্ব্ব প্রথম হয়, সেই ঘোড়ার নামীয় টিকিট যে যে ব্যক্তি খরিদ করেন, তাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এক বাজিতে ক, খ, গ, এই তিনটী ঘোড়া যদি

একত্রে দৌড়ায়, তাহাহইলেউহাদিগের দৌড়াইবার পূর্ব্বে শিল-মোহর-সংযুক্ত লাল, কাল ও সাদা এই তিন বর্ণের মুদ্রিত টিকিট একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এইরূপে বিক্রয় হয় যে,ক-এর লাল, খ-এর কাল, গ-এর সাদা। ঐ তিনটী ঘোড়ার মধ্যে 'ক' যদি দৌড়ে প্রথম হয়, তাহাহইলে লাল রঙ্গের টিকিট যে যে ব্যক্তি সেই স্থানে খরিদ করিয়াছেন, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বাজির সমস্ত টাকাই সমান অংশে প্রাপ্ত হন। আর, যাঁহারা কাল ও সাদা রঙ্গের টিকিট যে মূল্যে খরিদ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই লোকসান যায়।

আজ ঘোড়দৌড়ের দ্বিতীয় দিবস। ময়দান ঘোড়া, গাড়ি ও লোকে পরিপূর্ণ। টিকিট বিক্রয়ের স্থানে সহজে প্রবেশ করিতে পারে, কাহার সাধ্য! দেখিতে দেখিতে এক বাজি, দুই বাজি, তিন বাজি ঘোড়দৌড় হইয়া গেল; ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র মুদ্রা হারজিত হইল। সেই জনাকীর্ণ স্থানের মধ্যে মা—নামীয় একটী সাহেব প্রথম বাজি জিতিয়া কিছু টাকা সংস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় বাজিও জিতিল এবং তাহার তৃতীয় বাজির ঘোড়াও প্রথম হইল। এই ভিড়ের মধ্যে এক জন লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইনি একজন ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ কর্ম্মচারি। এই অবস্থা দৃষ্টেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, উহাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ হওয়ায় মা—কে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহাতে শত শত সাহেব মেম আসিয়া ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারির উপর অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'বিনা দোষে ইংরাজ-রাজত্বে ইংরাজকে এরূপ স্থানে অবমাননা করা নিতান্ত অন্যায়।' কর্ম্মচারি ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আপনারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করি নাই; আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। ইনি ইংরাজ সত্য, কিন্তু ভদ্রলোক নহেন; ইনি চোর। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন; তাহাহইলে ইহার নিগুঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিবেন যে, ইনি কিরূপ অসদ্ উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করিতেছেন।'

এই বলিয়া তিনি মা—র হস্ত ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; বহু সংখ্যক ইংরাজগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি মা—কে মা—র গাড়ির নিকট লইয়া গেলেন এবং সেই গাড়ির ভিতর হইতে কতকগুলি জিনিস বাহির করিয়া সকলকে দেখাইলেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; ইহা লাল, কাল ও সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণের মুদ্রিত জাল টিকিট, কালি ও কতকগুলি জাল শিলমোহর। প্রকৃত টিকিট ও শিলমোহর প্রভৃতি যাহা সেই স্থানে ব্যবহার হইতেছিল, উহা তাহার সদৃশ; তবে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অতি সামান্যমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মা— এই সকল দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সুকৌশলের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপন গাড়িতে রাখিয়া দিয়াছিল ও ঘোড়দৌড়ে যে ঘোড়া প্রথম হইতেছিল, সেই ঘোড়ার প্রকৃত টিকিটের অনুরূপ রঙ্গের টিকিট বাহির করিয়া উহাতে আবশ্যকীয় জাল শিলমোহরের ছাপ দিয়া ঐ জাল টিকিট প্রদর্শনে সকলকে ঠকাইয়া এই রূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল। মা— সে দিবস হাজতে প্রেরিত হইল। তাহার গভর্ণমেণ্ট আপিষে যে কার্য্যটুকু ছিল, তাহাও গেল। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আপন দোষ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র দেড় মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসে প্রেরণ করিলেন। এ দেশে এই প্রকার জুয়াচুরির অবস্থা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই; ইহা বিলাতের আমদানি নূতন ধরণের জুয়াচুরি।

জুয়াচোরের জমীদারি বন্ধক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টালায়।

ছন্নামল্ ও গোবিন্দ ঘোষ টাকার যোগাড় করিবার নিমিত্ত কলিকাতার ভিতর অনেক বড়লোকের নিকট গমন করিল; কিন্তু কোন স্থানেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যাঁহারা উহাদিগের অবস্থা ভালরূপ জানিতেন, তাঁহারা কোন কথায় বিশ্বাস করিলেন না, বা টাকা ধার দিতে সাহসী হইলেন না। গোবিন্দ ঘোষ তখন টাকা পাওয়ার আর কোনরূপ যোগাড় করিতে না পারিয়া ছন্নামল্‌কে বলিল,—"এখন একটী বাবুর কথা হঠাৎ আমার মনে হইল; তাঁহার নিকট হইতে অনায়াসেই আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিব। আমাদিগের স্বদেশী একটী অতিশয় ধনশালী জমীদার টালায় আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি উপযুক্তরূপ বিষয় বন্ধক পাইলে যত ইচ্ছা তত টাকা অনায়াসেই ধার দিবেন। কিন্তু তাঁহার জানিত কোন ব্যক্তির বিনা অনুরোধে দিবেন না।"

ছন্নামল।—"উপযুক্ত হইতেও অধিক পরিমাণ বিষয় যে তাঁহার নিকট বন্ধক দিতে পারিব, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু, তাঁহার জানিত ব্যক্তি কোথায় পাইব? এরূপ ব্যক্তি আমাদিগের দলে ত কেহই নাই!"

গোবিন্দ।—"তাহারও এক উপায় আছে। একটু চালাকির সহিত কার্য্য করিতে পারিলে তাহাতেও আটক থাকিবে না। জমীদার মহাশয়ের বাটীর কবিরাজ গরাণহাটায় বাস করেন; তাঁহার উপর জমীদার মহাশয়ের অটল বিশ্বাস আছে। যদি কোন প্রকারে তাঁহাকে হাত করিতে পারি, তাহাহইলে আর কোন ভাবনা নাই। যাহাহউক, আমি ইহার যোগাড় দেখিতেছি।"

এই বলিয়া সে দিবস উহারা আপন-আপন স্থানে প্রস্থান করিল। পরদিবস গোবিন্দ ঘোষ ছন্নামলের বৈঠকখানায় আসিয়া আর আর যে সকল ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন, তাহার উপায় বাহির করিল। ইহার আভাস পাঠকগণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কতক পাইয়াছেন।

ইহার এক দিবস পরেই গোবিন্দ ঘোষ গরাণহাটায় আসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"আপনি অবগত আছেন যে, মৌড়ির কুণ্ডু জমীদারগণ কি প্রকার ধনী ব্যক্তি। সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে বাবু হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়ের হঠাৎ পনর হাজার মুদ্রার বিশেষ আবশ্যক হওয়ায়, তিনি প্রায় ১০।১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বিষয় বন্ধক রাখিয়া ঐ সামান্য টাকা লইতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু কলিকাতার সকলেই তাঁহাকে ভালরূপ জানেন, এই নিমিত্ত ঐ সামান্য টাকা তাঁহাদিগের নিকট হইতে লইতে তিনি নিতান্ত লজ্জাবোধ করেন। সেইহেতু আমাকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, মহাশয় যদি একটু পরিশ্রম করিয়া টালার জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই কার্য্য শীঘ্র সমাপন করিয়া দিতে পারেন, তাহাহইলে তিনি আপনাকে ৫০০৲ শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।"

কবিরাজ মহাশয় এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরী একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন এবং তাঁহার নাম কলিকাতায় না জানে এমন লোক ও অতি অল্প। একখানি পত্র লিখিলে যিনি পনর হাজার টাকা অনায়াসেই পাইয়া থাকেন, তিনি বিষয় বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিবেন, ইহা আর কে না দিবে? বিশেষ, টালার জমীদার মহাশয়ের প্রধান-ব্যবসাই এই। তাঁহাকে একবারমাত্র বলিলেই তিনি হরগোপাল বাবুর নামে তৎক্ষণাৎই যে টাকা দিবেন, তাহার আর

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অথচ আমার অনায়াসে পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন হইবে। এ সময়ে আমার যে প্রকার টাকার প্রয়োজন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা আমার পক্ষে এখন পাঁচ শত মোহর।" ক্ষণপরেই প্রকাশ্যে গোবিন্দকে বলিলেন,—"তাহার আর ভাবনা কি? আমার দ্বারা হরগোপাল বাবুর যদি এই সামান্য উপকারটুকুও না হইবে, তবে আমার জীবনই বৃথা!"

কবিরাজ মহাশয় এইরূপে গোবিন্দের কুহকজালে পতিত হইয়া সরল অন্তঃকরণে তাহাকে বিশ্বাস করিলেন ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া টালার জমীদার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। জমীদার মহাশয়ও হরগোপাল বাবুর নাম জানিতেন; তিনি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন ও তাঁহার মোক্তারকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন,—"হরগোপাল বাবু তাঁহার বিষয় বন্ধক দিয়া কিছু টাকার প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতে যে যে প্রকার লেখাপড়া ও রেজেষ্টরির আবশ্যক, তাহা সমস্ত আইনমত উকিলের দ্বারা করাইয়া লইয়া পনর হাজার টাকা প্রদান কর।" ইহা শুনিয়া মোক্তার মহাশয় উকিল বাড়ীতে আবশ্যকীয় লেখাপড়া করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আসিতে বলিয়া দিলেন। গেবিন্দ ঘোষ সন্তুষ্ট-মনে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হুগলি কোর্ট।

পরদিবস গোবিন্দ ঘোষ ছন্নামলের বাটীতে আসিয়া তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বলিল ও ছন্নামল্ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ষড়যন্ত্রের প্রশংসা করিল। নিয়মিত সময়ে তাহারা নির্দ্দিষ্ট উকিল বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে পূর্ব্ববর্ণিত জমিদার মহাশয়ের মোক্তারও আসিয়া পৌঁছিলেন। দেনা-পাওনার কথা শেষ হইল, সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইল। গোবিন্দ তাহার নিকট হইতে একটী কাগজ বাহির করিয়া দিল; উহাতে কুণ্ডু বাবুদিগের সমস্ত বিষয়ের চৌহদ্দি ও মূল্য লিখিত ছিল। তদৃষ্টে দস্তুরমত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া আরম্ভ হইল; তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, 'মৌড়িগ্রামের হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি টালার জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার কলিকাতার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ লইতেছেন।' লেখাপড়া শেষ হইলে উকিল মহাশয় মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন,—"লেখাপড়া ত হইয়া গেল! হরগোপাল বাবু যে একজন প্রধান লোক ও অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, তাহা আমরা জানি। তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে এই সমস্ত বিষয়ের মূল দলিলগুলি একবার দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। আপনারা দলিলগুলি একবার লইয়া আসিবেন; তাহাহইলে টাকা পাওয়ার পক্ষে আর বিলম্ব হইবে না। যে দিবস দলিলগুলি লইয়া আসিবেন, সেই দিবসই রেজেষ্টরি আফিসের কার্য্য শেষ হইবে ও টাকাগুলি তৎক্ষণাৎ প্রদান করা যাইবে।"

এই কথা শুনিয়া ছন্নামল্ ও গোবিন্দ অতিশয় চিন্তিত হইল। গোবিন্দ বলিল,—"মহাশয়, হরগোপাল বাবুকে টাকা ধার দিবেন, তাহার আবার দলিল? আমাদিগের কথার উপর যদি অবিশ্বাস করেন, তবে বলুন, হরগোপাল বাবু না হয় নিজেই আসিবেন! তাহাহইলে ত আর কোন সন্দেহ থাকিবে না! তাঁহাদিগের সমস্ত বিষয়ের দলিল এখন যে শীঘ্র আনা যাইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, বোধ হয় আপনারাও শুনিয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদিগের সমস্ত বিষয় সকল সরিকে ভাগ করিয়া লওয়ার প্রার্থী হওয়ায়, প্রায় দুই বৎসর

হইতে হুগলি কোর্টে জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট বিষয়ের যাবতীয় দলিলপত্র দাখিল আছে। সুতরাং সে স্থান হইতে এখন হঠাৎ দলিলাদি আনা যাইতে পারে না।"

উকিল।—"সে যাহাই হউক, দলিলগুলি একবার দেখার নিতান্ত আবশ্যক।"

ছন্নামল।—"দলিলগুলি দেখার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে তাহার উপায় করিতেই হইবে। কিন্তু হরগোপাল বাবুর আর কিছু অধিকন্তু খরচ করাইলেন; কারণ, মূল দলিলগুলি এখন কোন প্রকারে হুগলি কোর্ট হইতে যে আনা যাইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। তবে আপনারা একান্তই উহা দেখিতে চাহিলে আপনাদিগের সন্তোষার্থ হুগলি কোর্ট হইতে ঐ দলিলগুলির নকল আনাইতে হইবে; আপনারা তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হরগোপাল বাবুর বাস্তবিক বিষয়াদি আছে কি না! ইহাতে বোধ হয় আপনাদিগের আর কোন আপত্তি থাকিবে না।"

মোক্তার।—"হাঁ, দলিলের নকল দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে; কিন্তু আদালতের 'সহি-মোহরের নকল' হওয়া চাই; কারণ, আদালতের 'সহি-মোহরের নকল' ও মূল দলিল উভয়ই প্রায় সমান মান্য।"

তখন হুগলি আদালত হইতে দলিলের নকল [illegible] স্থির করিয়া ছন্নামল ও গোবিন্দ সেই [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক দলিলের যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই দিবসই হুগলি গমন করিল; ও সেই স্থানের একটী মোক্তারকে (যাহার দিনান্তে আট আনাও যোটে না) এককালে ৫৲ টাকা দিল এবং ষ্ট্যাম্পের দাম ও নকল লইবার আবশ্যকীয় খরচ দিয়া বলিল,—"আমরা মৌড়ি গ্রামের কুণ্ডু জমিদারদিগের একজন সরিকের কর্ম্মচারি; আমাদিগের মনিবের একটী মোকর্দ্দমায় তাঁহার সমস্ত দলিলগুলি এই আদালতে দাখিল আছে; তাহা একজন হাইকোর্টের কাউনসিল্‌কে দেখাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু মূল দলিলগুলি এখন পাওয়া যাইতে পারে না, এমতে ঐ সমস্ত দলিলগুলির 'সহিমোহরের নকল' যত শীঘ্র লইয়া দিতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করুন। আমাদিগের মনিবের নিজ অংশের মোক্তার এই আদালতে কেহই নাই। আপনি যদি এই কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারেন, তাহাহইলে আপনি যাহাতে এখানকার মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন, আমরা তাহার চেষ্টা ত করিবই; বিশেষ আপনি উপযুক্তরূপ পুরস্কারও পাইবেন।"

পশারহীন মোক্তার ইহা শুনিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; এবং একটী বড় জমিদারের মোক্তার হইতে পারিবেন ভাবিয়া বলিলেন,—"মহাশয় আপনাদিগের কার্য্য আমি অতি শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া দিব। আপনারা জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে একটী 'ডেমী' কাগজ সহি করাইয়া আনিবেন। উহাতে আমার নামে মোক্তারনামা লিখিয়া লইব, ও সেই মোক্তারনামার বলে দরখাস্ত করিয়া দলিলের নকল বাহির করিয়া লইব।" ছন্নামল্ ও গোবিন্দ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল ও পরদিন জমিদারের দস্তখতি একখানি 'ডেমি' কাগজ আনিয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ দস্তখত জমিদার মহাশয়ের নহে; তবে তাঁহার নামের জাল স্বাক্ষর। ঐ দস্তখতের বলে মোক্তার 'সহি-মোহরের নকল' পাইবার প্রত্যাশায় একখানি দরখাস্ত করিয়া দুই তিন দিবসের মধ্যেই সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ উহা ছন্নামলের হস্তে প্রদান করিলেন। ছন্নামল্ ও গোবিন্দ সেই দিবসই ঐ সমস্ত নকলের সহিত কলিতায় উকিলের আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গর্ভিণীর পথ্য ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

গর্ভাবস্থায় কিরূপ পথ্য দেওয়া উচিত এবং গর্ভিণীর স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা করা উচিত এ বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির আদেশমতে কার্য্য করাই সঙ্গত এবং প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করাতে কেবল অনিষ্টের সম্ভাবনা। প্রসব-ক্রিয়া যাহাতে সহজে সম্পাদিত হয় এবং গর্ভিণীর কোন কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। ১৮৪১ সালে বিলাতের একজন রসায়ণবিৎ পণ্ডিত অনেক পরীক্ষার পর নির্দ্ধারিত করেন যে, গর্ভিণীর খাদ্য এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে মৃত্তিকার (Earthy) ও অস্থিউৎপাদক (Bony) অংশ না থাকে অথবা কম পরিমাণে থাকে; যথা—সুপক্ক ফলাদি, বিশেষতঃ অম্লাক্ত ফলাদি, উদ্ভিজ্য ইত্যাদি। গমের আটার অথবা ময়দার রুটি, পিষ্টক, মাংস, মৎস্য এবং দুগ্ধ খাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, উক্ত খাদ্যে মৃত্তিকা এবং অস্থিউৎপাদক অংশ অধিকতর আছে।

খাদ্যে মৃত্তিকার ও অস্থিউৎপাদক পদার্থের আধিক্য হইলে গর্ভস্থ শিশুর দেহের কোমলাস্থি সমূহ কঠিন হয় এবং গর্ভিণীর বস্তিকোটরের সংযোগস্থলগুলি ও নমনীয় অংশ সকল (যাহা প্রসব-ক্রিয়াকালে শিথিল হওয়া আবশ্যক) শক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই কারণ নিবন্ধন প্রসব-ক্রিয়া কষ্টকর হয়।

ডাক্তার রোবথ্যাম্ গর্ভিণীর খাদ্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে মৃত্তিকা ও অস্থিউৎপাদক অংশ কম পরিমাণে আছে অথবা আদৌ নাই। ঐ তালিকা দৃষ্টে আমাদের দেশোপযোগী একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

অল্প পরিমাণে যব, চাউল, ডাল, অন্যান্য শস্যাদি, সাগু, ট্যাপিওকা, করণ ফ্লাউয়র, এরারুট; সকল রকম উদ্ভিজ্য, যথা—আলু, পটল, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা, উচ্ছে, ডুমুর, ঘোড়া, সালগম, বিটপালঙ্গ, পলাণ্ডু, লশুন, কলাইশুঁটি, সিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, বেগুন, এচোড়, কুমড়া (বিলাতী ও দেশী), মোচা, সকল রকম শাক ইত্যাদি; সর্ব্বপ্রকার ফল, বিশেষতঃ অম্লাক্ত ফল, চিনি, মধু, মাখন, সর্ষপতৈল, গুড়, মিছিরি; লবণ যত অল্প হয় ততই ভাল, কারণ ইহাতে মৃত্তিকার ভাগ অধিক পরিমাণে আছে; মশলাদি, বিশেষতঃ গরমমশলা নিষেধ, গোলমরিচ, হরিদ্রা, ধনে ও সর্ষপ অল্প-পরিমাণে ব্যবহার করায় হানি নাই; সকল প্রকার অম্ল, লেবু ইত্যাদি; গমের আটার অথবা ময়দার রুটি, মৎস্য, মাংস এবং দুগ্ধ নিষেধ।

মৎস্য এবং দুগ্ধ অল্প-পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ গর্ভিণীর মৎস্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায় এবং মৎস্যে এক প্রকার দুর্গন্ধ বোধ হয়। সুতরাং প্রকৃতির আদেশের বিরুদ্ধে গর্ভিণীকে মৎস্য দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ গর্ভিণী অম্লবিশিষ্ট দ্রব্য খাইতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে এবং প্রকৃতির সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অম্লাক্ত দ্রব্য খাইতে নিষেধ করায় সুফল উৎপাদিত হয় না। অরুচি নিবারণের পক্ষে ইহা একটী মহৌষধ। কলের জলে মৃত্তিকার অংশ অধিক পরিমাণে থাকা প্রযুক্ত উহা ডাক্তার চোয়ান (Distilled) জল পান করিবার জন্য বিধি দেন। ফলাহারে কাহার কাহার উদরের পীড়া জন্মায়, কিন্তু তাহা শীঘ্র বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, গর্ভিণীকে প্রচুর পরিমাণে আহার না দিলে তাহার নিজ দেহের ও গর্ভস্থ শিশু-দেহের রীতিমত পুষ্টি সাধন হয় না। এই কথাটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ডাক্তার বুল বলেন যে, প্রকৃতি অল্প আহারে ব্যবস্থা দেন, কেন না গর্ভ-সঞ্চারের প্রারম্ভকালেই বমন ও বমনেচ্ছা উপস্থিত হইয়া গর্ভিণীর আহারের ব্যাঘাত ঘটায়। যদি ইহা সত্ত্বেও গুরুতর আহার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উদরাময় ও আমাশয়ে গর্ভিণী অতিশয় কষ্ট পায় ও গর্ভস্থ ভ্রূণ নিয়মিতরূপে বর্দ্ধিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া গর্ভিণীর আহার একবারে বন্ধ করা অথবা গর্ভিণীকে ক্ষুধা সম্বরণ করিতে আদেশ করা কোন মতে সঙ্গত নহে।

সাধের সময় যেরূপ যথেচ্ছ আহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত অপকারী। যে বিশ্বাসে ঐরূপ আহার দেওয়া হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টি সাধন না হইয়া বিপরীত ফল উৎপাদিত হয়। প্রসবক্রিয়া কালে কষ্ট এবং সূতিকাবস্থায় যে কোন পীড়া সমুদ্ভূত হয়, তাহা এই অত্যাচারের ফলমাত্র। গর্ভ-ধারণ স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য, সুতরাং গর্ভিণীকে প্রকৃতির নিয়মে রাখাই শ্রেয়ঃ। যে সকল আহারে গর্ভাবস্থার বিকৃতি না ঘটায়, সেইরূপ আহার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যে সকল কষ্ট এবং পীড়াদি ধনীদিগের গৃহে লক্ষিত হয়, তাহার এক আনা পরিমাণে কষ্ট ও পীড়াদি পর্ণকুটীরে লক্ষিত হয় না। যে ভয়-নিবন্ধন ধনবান লোকেরা প্রসূতিকে প্রচুর এবং পুষ্টিকারক আহার দিয়া থাকেন, তাহাতে সে ভয় দূরীকৃত না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং যখন প্রসবক্রিয়াকাল আগতপ্রায়, তখন গর্ভিণীর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া পড়ে এবং প্রসবক্রিয়া অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়। এরূপ দৃশ্য পর্ণকুটীরে অতি বিরল। সেখানে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইবার কিছু পরে সন্তান প্রসূত হয় এবং প্রসব ক্রিয়া-কালে লেশমাত্র কষ্ট হয় না। উদ্ভিজ্য ভোজনে যে প্রসবক্রিয়া অতি সহজে সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের প্রসবক্রিয়া সাধারণতঃ কষ্টকর হয়।

প্রসব-ক্রিয়া-কালে গর্ভিণীকে গুরুতর আহারের ব্যবস্থা দেওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে, কারণ তৎকালে বমন, বুকজ্বালা ও কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং তৎপরে কষ্টকর প্রসবক্রিয়া উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

নির্দ্ধারিত সময়ে আহার না দিলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এবং শয়ন করিবার তিন চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন আহার দেওয়া উচিত নহে। আহার করিবার সময় গর্ভিণীকে উত্তমরূপে খাদ্য চর্ব্বণ করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি খাইবার কোন প্রয়োজন নাই এবং খাইবার সময় চিত্ত প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। সকল প্রকার দুর্ভাবনা ও উদ্বেগ গর্ভিণীকে ত্যাগ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, গর্ভিণীকে মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধ না খাওয়াইলে গর্ভিণী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং প্রসব করিতে পারিবে না। এ কথা অতি অমূলক। কারণ যদি প্রসবক্রিয়া সহজে সম্পাদিত হয়, তাহাহইলে কাল্পনিক বলাধানের প্রয়োজন কি? যে খাদ্য কাল্পনিক বলাধানের জন্য দেওয়া হয়, তাহা পরিপাক না হইয়া কেবল মল হইয়া নির্গত হইয়া যায় এবং যদি উহা পরিপাক হয় তাহাহইলে গর্ভিণীর স্থূলতা বৃদ্ধি পাওয়াতে গর্ভস্রাব সংঘটিত হয়, অথবা প্রসবক্রিয়া এত কষ্টকর হইয়া উঠে যে, গর্ভিণীর জীবননাশের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে।

প্রসব-ক্রিয়াকালে প্রসববেদনা অপরিহার্য্য এবং ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মপুস্তকে এরূপ লিখিত আছে, এডাম্ ও ঈভ্ সুখের উদ্যানে (Garden of Paradise) ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার পর এরূপ অভিশাপ পায় যে, "এডাম্ বিনা কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না" এবং "ঈভ্ বিনা যন্ত্রণায় প্রসব করিতে পারিবে না" এবং এই অভিশাপের ফল অদ্যাবধি মনুষ্য-জাতি ভোগ করিয়া আসিতেছে। সে যাহ

হউক,প্রসব-ক্রিয়াকালে প্রসববেদনা যে স্বভাব-সিদ্ধ ও প্রকৃতির কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসববেদনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসব-ক্রিয়া যাহাতে কষ্টকর ও দুঃসাধ্য না হয়, তৎপক্ষে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

ডাক্তার ভার্ডি বলেন যে, অনেক স্ত্রীলোক গর্ভাধানকালে শ্লেট-পেন্সিল, খড়ি, পাৎখোলা, পোড়ামাটি ইত্যাদি খাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু এই সকল দ্রব্যে কেবল স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং প্রসব-ক্রিয়া কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। অধিকন্তু ঐ সকল দ্রব্য খাওয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, এরূপ অভ্যাস কেবল আদুরে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই লক্ষিত হয়। শুদ্ধ সকল দ্রব্যে অরুচি দেখাইবার জন্যই এবং স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের অধিকতর স্নেহলাভের আশায় তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে। এই অভ্যাসটী সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না।

স্নান করা আবশ্যক। শীতল জল স্বভাবতঃ বলকারক (Tonic) এবং উহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে মলদ্বারের সম্মুখস্থ সূক্ষ্ম চর্ম্ম (যাহা পেরিনিয়ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে) শক্ত হয় না, প্রসবকালে স্তনে সময়ে সময়ে যে বেদনা উপস্থিত হয় সে বেদনা একবারে লয় প্রাপ্ত হয় এবং চুচুকে সূতিকাবস্থায় ক্ষত আদৌ সংঘঠিত হয় না।

কলিকাতায় কলের জলকুণ্ডে এবং পল্লিগ্রামে পুষ্করিণী বা নদী অথবা সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করা উচিত। অবগাহন করিয়া স্নান করিলে শরীরের সর্ব্বস্থানে জলের উত্তমরূপে সংস্পর্শ হওয়া নিবন্ধন শরীরের মালিন্য এবং আংশিক কাঠিন্য একবারে দূর হইয়া যায়। রুগ্নশরীর-বিশিষ্টা স্ত্রীলোকের ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা ভাল।

প্রফুল্লচিত্ত থাকা ও শোকাবেগের এবং ক্রোধের পরবশ না হওয়া, ঈর্ষাবিহীনতা, ঘৃণা শূন্য এবং শান্ত স্বভাব; এই সকল গর্ভিণীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইহা যদি সত্য হয় যে, গর্ভিণীর মনের ভাব গর্ভস্থ শিশুতে বর্ত্তে এবং তৎসঙ্গে উহার দেহে মাতৃচিহ্ন অঙ্কিত হয়, অথবা উহার দেহের বিকৃতাবস্থা ঘটে, তাহাহইলে গর্ভিণীর ক্রোধ, উত্তেজনা, দুঃখ প্রকাশ ও মানসিক উদ্বেগনিবন্ধন গর্ভস্থ শিশুর কি পরিমাণে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বলা সুকঠিন। ডারউইন সাহেবের জন্মজ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নিয়মে (Law of heredity) যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহাহইলে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর। গর্ভস্থ শিশু গর্ভিণীর মনের অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া শিশু দুর্ব্বল, তরল প্রকৃতিবিশিষ্ট, রাগী এবং খিট্‌খিটে হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র হইতে কার্ব্বনিক-এসিড বাষ্প অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া নিবন্ধন শরীর রক্ষার্থ প্রচুর অম্লজান বাষ্প প্রয়োজন। সুতরাং গর্ভিণীকে এরূপ স্থানে রাখা আবশ্যক যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যাহাতে সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়, তাহারও উপায় করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যাঁহাদিগকে বিজাতীয় পরিচ্ছদ অনুকরণ করিতে অতিশয় যত্নবতী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক যে এসময়ে কসা পরিচ্ছদ ব্যবহার করাতে কেবল শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটান হয় মাত্র। আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ এ অবস্থায় যে কত সুফলদায়ক ও স্বাস্থকর তাহা বলা বাহুল্য। কসিয়া কাপড় পরিধান করা অথবা বিজাতীয় আঁটা পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কোন মতে সঙ্গত নহে। ইউরোপীয় জাতিরাও গর্ভাবস্থায় আলগা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমার জীবন।

(১৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

"বাটীতে আসিয়া আমরা সকলে দুঃখ করিতেছি, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটি ভদ্রলোক গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। গৃহস্বামী অনুমতি করিলে, ভৃত্য একটি খর্ব্বকায় মধ্যবয়সী অপরিচিত পুরুষকে সেখানে আনয়ন করিল। আমরা সকলে উঠিয়া অভ্যাগতকে বসিবার আসন দিলাম। তিনি উপবেশন করিলে গৃহস্বামী তাঁহাকে আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আগন্তুক বলিলেন,—"আপনি কি জাল ফণ্টেনোর বিষয়ে আমাদের ডিটেক্‌টিভ পুলিস ষ্টেসনে খবর দিয়াছিলেন?"

গৃহস্বামী।—"আজ্ঞে হাঁ; সন্দেহ হওয়াতেই ঐরূপ সম্বাদ দিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছি, আমার সন্দেহ অমূলক।"

আগন্তুক।—"কেমন করিয়া জানিলেন যে, আপনাদের সন্দেহ অমূলক।"

গৃহস্বামী।—"আমার সন্দেহের কথা তাঁহাকে বলিয়া সন্দেহ-ভঞ্জনের ইচ্ছা করায় তিনি আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

আগন্তুক শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন; বলিলেন,—"চলিয়া গিয়াছে?—এত কষ্ট সমস্ত নিস্ফল হইল?"

গৃহস্বামী।—"আজ্ঞে হাঁ; তিনি প্রাতের ট্রেণে চলিয়া গিয়াছেন।"

আগন্তুক।—"ভাল সে কি আপনাদের প্রাপ্য সুবর্ণ মুদ্রায় পরিশোধ করিয়াছে?"

গৃহস্বামী।—"আজ্ঞে হাঁ!"

আগন্তুক।—"সে মুদ্রা দেখিতে পাই?"

গৃহস্বামী।—"অনায়াসে।"

এই বলিয়া তিনি অপর গৃহ হইতে ক্যাস-বাক্স আনিয়া আগন্তুককে দেখাইলেন।

আগন্তুক বলিলেন,—"এ সমস্তই মেকি।" "এই দেখুন" বলিয়া পাথরের মেজের উপর ফেলিলেন; ঠক করিয়া শব্দ হইল। তা'র পর, পকেট হইতে একটি অস্ত্র বাহির করিয়া একটি মুদ্রা কাটিয়া ফেলিলেন; সর্ব্বনাশ তাম্র যে! একটি করিয়া সকলগুলিই ঐরূপে পরীক্ষিত হইল, সকল গুলিই তাই। অনন্তর পুলিস কর্ম্মচারী বাজারের সকল দোকানদারের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার তিন মাস পরে সম্বাদপত্রে দেখা গেল,—"একজন মেকি মুদ্রা প্রস্তুতকারী ফণ্টেনো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্ভ্রান্ত নামে আপনাকে প্রচার করিয়া ইতস্ততঃ স্বীয় ব্যবসা চালাইয়া বেড়াইত; সে ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে।"

অনন্তর শিক্ষক মহাশয় উঠিয়া গেলেন; আমরাও সকলে পড়িতে লাগিলাম। রাত্রি ১০॥টার পর পাঠ সাঙ্গ হয়।

১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার।—তপনদেবের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলাম; দেখিলাম, সেই সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছে। গঙ্গাতীর সন্নিধিতে উপস্থিত হইয়া, দেখি একটি চিতায় শব প্রজ্জ্বালিত হইতেছে। মনে ভাবিলাম,—যে দিন যায়, সে দিন আসে কৈ?—এই যে লোক দগ্ধ হইতেছে, আমারও ত দিন ফুরাইতেছে! ইহারও ত দিন ফুরাইয়াছে; তবে এই বেলা ত আমার কর্ত্তব্য করা উচিত। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কি?—কি জন্য আমি মানব দেহ ধারণ করিয়াছি? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? পিতা মাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, ভ্রাতাভগ্নীগণের প্রতি স্নেহ-মমতা, নিজের জ্ঞানোন্নতি এই সকল হইলেই কি আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল? না, আরও কিছু আছে?—দেশের উপকার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করাও আমার একটী কর্ত্তব্য।

এ কর্ত্তব্য সাধনেও আমার বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক অতিক্রম করিলাম। ক্রমে সূর্য্য প্রখর কিরণে ধরাক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এ কিরণ বড় মধুর; কষ্ট বোধ হইল না। সুতরাং বেলা যে অধিক হইয়াছে* তাহা সহসা অনুভব করিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই জগন্নাথ দেবের মন্দির † নয়ন গোচর হইল। ফিরিলাম, অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিলাম; বাটীতে আসিয়াই স্নান আহার করিয়া বিদ্যালয়ে চলিলাম। আজ ক্লাস-ওঠা হইয়া ছুটি হইবে।

দেড়টার সময় ছুটি হইল। বাটীতে আসিয়া মধ্যম ভ্রাতার সহিত মাতুলালয় অভিমুখে চলিলাম। মাতুলালয়ে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর হইল।

দু'এক কথা।

অনুসন্ধান-সমিতির প্রতি দেশের লোকের সহানুভূতি।—সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত দিন দিন জুয়াচুরীও নানারূপ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইতেছে। আর, তাহাতে পড়িয়া প্রতি নিয়তই সরল লোক প্রতারিত হইতেছেন, কেহ কেহ বা যথাসর্ব্বস্বও হারাইতেছেন। চারিদিক হইতে সেই সকল প্রতারিত লোকের রোদন-ধ্বনি শুনিয়া ভদ্রলোক মাত্রেরই প্রাণ ব্যথিত হয়। আর, সেই ব্যথাই অনুসন্ধান-সমিতি সৃষ্টির সূচনা। সেই বিভীষণ জুয়াচুরীর কুহক হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতে, সদ্ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীর দমন জন্য চেষ্টা পাইতে অনুসন্ধান-সমিতির জন্ম। এই উদ্দেশ্য মত কার্য্য-করিতে হইলে একপক্ষে যেমন সৎলোকের সহায়তা পাইবার আশা করা যায়, অন্য পক্ষেও তেমনি জুয়াচোরগণের কুটীল ভ্রূকুটী সহ্য করিতে হয়। যে দিন হইতে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আমাদিগকে সে সহ্যগুণ ধরিতে হইয়াছে; সদনুষ্ঠানের সাধনা করিতে গিয়া যতই কেন বিপদ আপদ ঘটুক্ না, আমরা সহাস্যমুখে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। ইতিপূর্ব্বে কত জুয়াচোরে আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য কত চক্রান্ত করিতেছিল, কিন্তু সদুদ্দেশ্য মূলীভূত থাকাতেই ঈশ্বরানুগ্রহে সকলই বুদ্বুদপ্রায় বিলীন হইয়াছে। আর, এখনও আমাদের ভরসা আছে, বরাবরই আমাদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না। আর, ঈশ্বর না করুন, যদি কোন বিপদই ঘটে, তবে সৎকার্য্য করিতে গিয়া আমরা বিপদগ্রস্ত এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিব এবং মনের বলে, ভরসা করি, কার্য্যক্ষেত্রে জয়ী হইব। সৎকার্য্যের সহায় ঈশ্বর, ঈশ্বর যেখানে সেইখানেই সৎলোকের সহানুভূতি। সেই জন্যই আমরা কখনও সহায়হীন মনে করি না। আর, আমাদের সেই অনুভাবনার দৃষ্টান্তও আজ সম্মুখীন্। যে কার্য্যে পদে পদে কঠোর বিপদের সম্ভাবনা, সেই কার্য্যে আজ একটু সামান্য বিপদের সূচনা দেখিয়া সৎলোক মাত্রেরই প্রাণ ব্যস্ত দেখিতেছি। আমাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী সহযোগীবর্গ, অনুগ্রাহক গ্রাহক ও মেম্বরগণ, তাছাড়া দেশের অধিকাংশ ধনী ও জমীদারগণ কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া, কেহ অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ। এই সামান্য বিপদেই যখন এতদূর আশ্বস্ত হইতেছি, তখন ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদেও যে সৎলোকমাত্রেই আমাদের সহায় হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? যাইহোক, সম্প্রতি আমাদের নামে যে মানহানির মকর্দ্দমা উপস্থিত, অনেক অনুগ্রাহক হিতৈষী ব্যক্তিগণ তদ্বিবরণ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাশি রাশি পত্র লিখিতেছেন; তজ্জন্যই নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের নামে মানহানির মকর্দ্দমা।—গত ১৫ই পৌষের অনুসন্ধানে সুলভ তন্ত্রপ্রকাশের বিজ্ঞাপনদাতা বাবু নীরদাচরণ বন্দোপাধ্যায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মকর্দ্দমা কলিকাতা পুলিশ কোর্টে উপস্থিত করিয়াছেন। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবারেই সমিতির সম্পাদকের নামে সমন জারির আদেশ না দিয়া, সমিতির ও-সম্বন্ধে কি বক্তব্য তাহাই জানিবার নিমিত্ত বাদীর উকিলকে আদেশ করেন। উকিল সেই মর্ম্মে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তদুত্তরে আমরা লিখি* যে,—"বিরোধীয় অংশটুকু বাবু নীরদা-

*সাধারণের অবগতির জন্য আমাদের প্রদত্ত ইংরাজী উত্তর খানিও এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইলঃ—

"Babu Raj Coomar Bhattacharji.
Pleader, Calcutta Police Court.

Dear Sir,—In reply to yours of the 4th. Instant, received on the 5th., I beg to inform you that I did not at all by publishing the para in dispute mean or intend to harm the reputation of your client Babu Neeroda Churn Banerjee. I wrote the para under the honest belief that Hari Das Manna was the publisher of the *Sulov Tantra Prokash* and I fail to see how the paragraph can harm your clients' reputation at all. I shall be glad, however, to learn that my belief is wrong and that your client and not Hari Dass Manna, is the publisher of the *Tantra Prokash*. I must conclude by reiterating my statement that nothing was further from my intention than to defame or injure your client.—Hoping this will satisfy your client.

Yours faithfully,
Durgadas Lahiri."

চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানহানি করিবার উদ্দেশ্যে আমরা অনুসন্ধানে প্রকাশ করি নাই। সুলভ তন্ত্র-প্রকাশ হরিদাস মান্না কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে, এই সরল বিশ্বাসেই উহা লিখিত হয়। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, বিরোধীয় পরিচ্ছেদে উকিল বাবুর মক্কেলের কিরূপ মানহানি করা হইল? হরিদাস মান্না ইহার প্রকাশক নহে, ইহা জানিলেই আমরা সুখী হইব।"

অনুসন্ধান-সমিতি এজেন্সি নহে।—অনুসন্ধান-সমিতির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়ীত্ব বিষয়ে দৃঢ়তা দেখিয়া দুষ্ট লোকে ইহার নানারূপ অযথা কলঙ্ক রটনা করিয়া বেড়ায়। সমিতি স্থায়ী হইলে, পাছে তাহাদের জুয়াচুরি-উপার্জ্জিত অন্নে ধূলা পড়ে, ইহাই তাহাদের আশঙ্কার বিষয়। আর, সেই কারণেই তাহাদের কেহ কেহ এরূপও রাষ্ট্র করিয়া বেড়ায়, শুনিতে পাওয়া যায় যে, অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত করিয়া আমরা এজেন্সির সূত্রপাত করিয়াছি। বলা বাহুল্য, তাহাদের সেই অলীক রটনায় দুই একজন সরলবিশ্বাসী ভদ্রলোকও মাঝে মাঝে সংশয়চিত্ত হইয়া থাকেন। অধিক কি, এই অনুযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারি খানি পত্রও আমাদের নিকট আসে। তা'ছাড়া, কেহ আবার এজেন্সির অর্ডার দিতেও ছাড়েন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা কোন অর্ডারের কাজ করি না এবং কখনও করিবারও আশা রাখি না। তবে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, এই জন্য কোন সৎব্যবসায়ী বাছিয়া তাঁহাদের ক্রয়-বিক্রয়-বন্দোবস্তের পরামর্শ দিই। ফলতঃ নষ্ট লোকের কথায় আমরা কর্ণপাতও করিতাম না; তবে দুই একজন ভদ্র লোকেরও এই ভ্রম দেখিয়া ব্যথিত হই। যাইহোক্, এখনও সকলেরই স্পষ্টতঃ জানা উচিত যে, আমরা এজেন্সি স্থাপনের জন্য অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করি নাই ও স্বয়ং কাহারও

* আমার গতি অতি মন্থর। শরীরের স্থূলতা-হেতু আমি দ্রুতগমনে নিতান্ত নারাজ।—(লেখক)

† এই পর্য্যন্তই আমার প্রাত-ভ্রমণের সীমা ছিল।

প্রেরিত অর্ডারাদি সরবরাহ করি না; যাহাতে জুয়াচোরগণের কুহকে পড়িয়া সরল ব্যক্তিগণ প্রতারিত না হন, তাহার চেষ্টাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন আমাদের অপর কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই। ফলতঃ নষ্ট লোকের অমূলক রটনা শুনিয়া সাধারণে এ সম্বন্ধে কোন ভ্রমে পতিত না হন, এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

ধাত্রীশিক্ষা।—শ্রীযুক্ত হরনাথ রায় এল্, এম্, এস্, প্রণীত। বহু অবর্জ্জনার মধ্য হইতে আমরা এই একখানি পুস্তকের মত পুস্তক পাইলাম। হরনাথ বাবু একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক; প্রায় ২৫ বৎসর যাবত তিনি চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী আছেন। তাঁহার মত একজন বিজ্ঞ লোক প্রায়শঃ হোমিওপাথিক মতে এই একখানি পুস্তক লিখিয়া ভাষার অঙ্গপুষ্টি ও দেশের উপকার করিলেন, ইহাতেই আমরা সুখী হইয়াছি। পুস্তকখানিতে বস্তিকোটর হইতে আরম্ভ করিয়া গর্ভাধান, সূতিকাগৃহ, প্রসব-ক্রিয়া প্রভৃতি জ্ঞাতব্য সকল কথারই (অনেকস্থলে চিত্র দ্বারা বুঝাইয়াও) বিশদ আলোচনা আছে। ইহা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে; কম্পাউণ্ডার, ডাক্তারদিগের তো ইহা উপকারেই আসিবে, তাছাড়া দম্পতীগণের পক্ষেও এ পুস্তক পড়িলে অনেক উপকার আছে। স্থানান্তরে এই পুস্তক হইতে "গর্ভিণীর পথ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা গেল। পাঠকগণ তাহা হইতে বিস্তৃত পুস্তকের ভাষা ভাবের একটু আধটু আভাষ পাইতে পারেন।

কৃষিতত্ত্ব।—পাইকপাড়া নর্সরির বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এই নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিতেন; দৈববিড়ম্বনায় সে পত্র এখন উঠিয়া গিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি সেই পত্রেরই ৪র্থ বৎসরের সমগ্র খণ্ডগুলি একত্রে পুস্তকাকারে বাঁধা। ইহাতে দেশী বিলাতী নানাবিধ গাছগাছড়া ফুল ফল প্রভৃতির কৃষি-প্রণালী বিবৃত আছে। ফলতঃ এরূপ সকল আবশ্যকীয় প্রস্তাবের আমরা উৎসাহদাতা বটে; তজ্জন্যই ভরসা করি, নৃত্যগোপাল বাবু যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতে তাঁহার আশার সফলতা হইবে। তবে মাঝে মাঝে দু একটা কবিতা আবার কেন?

ভারতবিষাদ।—শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত। গ্রন্থকার এখনও তরুণমস্তিষ্ক যুবক; তিনি ভারতমাতার দুঃখের বিষয় স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, শেষে তরুণ শোণিতের উত্তেজনায় 'জয় স্বাধীনতার জয়' বলিয়া ভারত আবার মাথা নড়া দিয়া উঠিবে আশা করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা তাঁহার এ প্রথম উদ্যমে নিরাশ করিতে চাহিনা।

আদরিণী।—বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে একটি পাশব-প্রকৃতি জমীদার কর্ত্তৃক তাহার আশ্রিতা একটি বালিকার চরিত্র-নাশের চেষ্টা এবং কৌশল-বলে কোনরূপে বালিকার তাহা হইতে পরিত্রাণের বিষয় লিখিত আছে। প্রিয়নাথ বাবু জনৈক ডিটেক্‌টিভ পুলিশের কর্ম্মচারী; নিজের কার্য্যকালে তিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ ঘটনা সংগ্রহে উপকার আছে বটে।

শ্রীমদ্ভাবত।—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত এক অপূর্ব্ব জিনিস; হিন্দু মাত্রেরই আরাধনার বস্তু। প্রতাপ বাবু সেই জিনিসের বঙ্গানুবাদ করিয়া কেবল কিছু কিছু ডাকমাশুল মাত্র লইয়া সাধারণে বিতরণ করেন; আমরাও তাঁহার বিতরণের এক সেট পুস্তক উপহার পাইয়াছি। অনুবাদের ভাষাও সম্ভবপর বেশ বিশদ হইয়াছে। ফলতঃ এ সকল কার্য্যের জন্য আমরা প্রতাপ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ শরীরে আরও এইরূপ অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে থাকুন।

অভিনয় সম্বন্ধে।

মরকত রঙ্গভূমি।—স্বর্গীয় মহাত্মা মতিলাল শীল মহোদয়ের বংশধর বাবু গোপাললাল শীল মহোদয় এই রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী। শীল বংশের ঐশ্বর্য্য অতুল; সুতরাং অর্থব্যয় দ্বারা রঙ্গভূমির যত দূর অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতে পারে, এখানে সে বিষয়ের ত্রুটি হইতেছে না। অর্থে সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কার্য্যের পারিপাট্য অবশ্যই লক্ষিত হইতেছে। এমন কি, ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া পূর্ব্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা গোপাল বাবু ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু এখন আর আমরা সে শঙ্কার কারণ দেখিতেছি না। এক দিকে যেরূপ ব্যয়ভূষণ, অন্য দিকে তেমনি অর্থাগম দেখিয়া আমরা ভরসান্বিত হইতেছি। অধিকন্তু নীলদর্পণ, নবীন-তপস্বিনী প্রভৃতি স্বর্গীয় রায় দিনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের পুস্তকের ও নটবর শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের পুস্তকাদির অভিনয়-শৃঙ্খলা দেখিয়াও আমরা সুখী হইয়াছি।

বীণা-রঙ্গভূমি।—কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর নব রঙ্গভূমিরও দিন দিন বিশেষ উন্নতি দেখিতেছি। এ পর্য্যন্ত এ রঙ্গভূমিতে চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদ-চরিত্র, হরধনু-র্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কএকখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে। এ সকল গুলিরই অভিনয় দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। বিশেষ রঙ্গভূমি বেশ্যাশূন্য থাকায় ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহাতে সহানুভূতি দেখা যায়। ফলতঃ রাজকৃষ্ণ বাবুর আশা পূর্ণ হয়, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

সংবাদ।

—একজন ফরাসী আলজিয়ার্সে অবস্থিতি-কালে একটী উষ্ট্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা আরব পল্লিতে প্রকাশ হইবামাত্র প্রায় ২০।২৫টী উষ্ট্র-বিক্রেতা আপন আপন অতি সুদৃশ্য উষ্ট্র আনিয়া তাঁহাকে দেখায়। বস্তুতঃ তিনি উষ্ট্রগুলিতে অধিক মোটা ভিন্ন অপর কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। যাইহোক, তিনি বাছিয়া বাছিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী অপেক্ষাকৃত কৃশ দেখিয়া উষ্ট্র ক্রয় করেন ও তাহাকে মূল্য দিয়া বিদায় দেন। পরে পরদিন প্রাতঃকালে দেখেন, তাঁহার সেই সুদৃশ্য মোটা উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে একটী কদাকার রুগ্ন উষ্ট্র দাঁড়াইয়া আছে। তখন তিনি জানিতে পারেন, আরবীরা বিক্রয়ার্থ উষ্ট্রগণের কর্ণের নিম্নদেশে ইঞ্চ পরিমাণ ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রমুখে এক গজ পরিমিত দুইটী নল লাগাইয়া তাহার মধ্যে বাতাস প্রবেশিত করিয়া ছিদ্রস্থানে কর্ক আঁটিয়া দেয়। তাহাতে উষ্ট্রের কলেবর বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখায় ও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। তৎপরে ক্রেতারই যা' কিছু বিড়ম্বনা! জুয়াচুরি তো বড় কম নয়!!

—পটিয়া থানার গজবাড়ীর মোক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী বিধুমুখী। সম্প্রতি তাঁর পিতা নিকটস্থ কোন গ্রামে ৫০৲ টাকা পণ লইয়া কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। কিন্তু বিধুমুখী আজকালকার মেয়ে; কাজেই বাপেরও উপর গেলেন। তিনি নাকি সে বরে বিবাহ করিতে রাজি না হইয়া পিতার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন; তাঁহার মতলব, তিনি তাঁর মনোমত বর বাছিয়া লইবেন। কালে কতই না হবে?

—ডবলিন্ সহরের কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া কোর্টসিপ চলিতেছিল। এই সূত্রে একদিন যুবক যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আসিয়া শুনেন, যুবতী পাঠগৃহে পড়াশুনা করিতেছে। কাজেই তিনিও সেই দিকে যাইতে চান। যাবার সময়, একটি পোষা পাখী—"এস, এস সুরে এস" বলিয়া মানুষের স্বরে সম্ভাষণ করে, এবং যুবক তাহা যুবতীর স্বর ভাবিয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশে সাহসী হন। কিন্তু গৃহে গিয়াই চক্ষুস্থির!—যুবতী অন্য এক যুবকের সহিত প্রেম-আলাপনে ব্যস্ত। আর, সেই পাখীও সেই সময় ঠিক মানুষের স্বরে বিদ্রূপ সূচক চুম্বন ও হাস্য করিতে লাগিল। কাজেই যুবক হতভম্ব!!

—বেহার অঞ্চলে ধরিস্ নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা এক হাজারের কম নহে, এবং ইহারা কতক পরিমাণে শিখদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায় ও যুদ্ধকুশল। সময়ে সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চুরি করিতে বহির্গত হয় এবং যেখানে প্রবেশ করে, তথাকার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। পুলিশ লাইনে ভর্ত্তি হওয়ায় ইহাদের অনেকটা দৌরাত্ম্য কমিয়া গিয়াছে।

—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের রায় চৌধুরী কোম্পানী এক শিশি নেত্রকমল পরীক্ষার্থ প্রদান করেন ও দুই তিন জনকে তাহা ব্যবহারার্থ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে কিন্তু সমিতির পরিচিত এক ব্যক্তি তাহাতে কিছু ফল পাইয়া এক প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

—ব্রহ্মদেশে ট্যাভয় নামক স্থানে জনৈক সঙ্গতিপন্ন চাইনিজ বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে একদা একজন ব্রহ্মবাসী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে। সে মদ্য কিনিয়া দিবার জন্য তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সেই রাত্রেই মদ্য কিনিতে হইবে, এইরূপ অভিলাষ দেয়। চীনবাসী তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। দুই প্রহর রাত্রের সময় তাঁহার বাটীর কপাটের উপর ধাক্কা পড়িতে লাগিল; তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিবার সময় উত্তর পাইলেন যে, 'মদ্য ক্রয় করা হইয়াছে।' দরজা খুলিবার সময় কতকগুলি ব্রহ্মবাসী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুঠিতে লাগিল ও তাঁহাকে খুঁচাইয়া মারিবার উপক্রম করিল। তবুও তিনি ছাড়িলেন না; রাস্তায় গিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় তাঁহার দুইজন আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারাও দস্যুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

—গ্লাসগো নগরের এক যুবক-যুবতীর মধ্যে বড়ই আসক্তি জন্মে; এমন কি, উভয়ের

পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধও স্থির হয়। এমন সময় কিছু দিনের জন্য উহাদের দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, এবং বিধির বিপাকে পড়িয়া নানারূপ শোকতাপে যুবতীর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। এমতে সে নিরাশ হইয়া যুবককে এক পত্র লেখে, 'আমি অন্ধ হইয়াছি; সুতরাং আপনি আর আমাকে লইয়া কি করিবেন?' যুবক কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎপদ হইল না; সে সেই অন্ধকেই বিবাহ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! বিবাহের শুভ দৃষ্টি হইতেই ক্রমে যুবতীরও অন্ধত্ব ঘুচিল; সে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি পাইয়া সংসারী হইয়াছে।

—বোম্বাই হইতে কোন মহাজনের এজেণ্ট কলিকাতায় আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এলাহাবাদে একটি ভদ্রবেশ বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া নানা কথাবার্ত্তা হয়। পরে বাবুটি কানপুর যাইব বলিয়া কাশীতে গাড়ী হইতে নামেন এবং কানপুরের অপর কোন সওদাগরের দোকানে গিয়া বলেন,—'আমি বোম্বাই-এর অমুক কোম্পানীর এজেণ্ট; কলিকাতায় যাইতেছিলাম। পথে আমার সমস্ত টাকাকড়ি জুয়াচোরে লইয়াছে। সুতরাং আপনারা একটু আশ্রয় দেন; আমি খরচের টাকার জন্য সেখানে টেলিগ্রাম করি।' ইহাতে তাঁহারা সরল বিশ্বাসে বাবুটিকে আশ্রয় দেন। পরে বাবুটি ঐ বিষয় জানাইয়া উক্ত সওদাগরের কেয়ারে টাকার জন্য টেলিগ্রাম করেন। উক্ত কোম্পানীও প্রকৃতই তাঁহাদের প্রেরিত এজেণ্ট বিপদগ্রস্ত ভাবিয়া সুতরাং তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠান এবং টেলিগ্রামে প্রাপ্ত টাকা লইয়া বাবুটি চম্পট দেন। এখন, প্রকৃত এজেণ্টের নিকট সংবাদ পাইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও দিন দিন উন্নতি বটে!

অনুসন্ধান-সমিতি ও অনুসন্ধান

পত্রের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

অনুসন্ধান-সমিতির উদ্দেশ্য।—কলিকাতা ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রেই আজকাল জুয়াচুরীর বড়ই বৃদ্ধি। দুষ্টগণ নানারূপ নাম ও ঠিকানা ভাঁড়াইয়া—কখন সাহেব, কখনও রাজা, কখনও নবাব বা জমীদার সাজিয়া—সরল লোকদিগকে নিয়তই ঠকাইতেছে। সংক্ষেপতঃ সেই সকল প্রতারণা হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতে, জুয়াচোরগণের দমন জন্য চেষ্টা পাইতে এবং সদ্ব্যবসায়ীর উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতেই অনুসন্ধান সমিতির জন্ম।

সমিতির মেম্বর প্রভৃতি হইবার নিয়ম।—যে কোন সৎলোক সমিতির মেম্বর হইতে পারেন। সমিতির সাহায্যার্থ অগ্রিম বার্ষিক ১২, টাকা চাঁদা দিলে প্রথম শ্রেণির, ৬, টাকা চাঁদা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির, ৩, টাকা চাঁদা দিলে তৃতীয় শ্রেণির এবং ১, টাকা চাঁদা দিলে চতুর্থ শ্রেণির মেম্বর হওয়া যায়।

মেম্বরগণের সুবিধা।—কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেইরূপ চেষ্টা পাওয়া হয়। সমিতি হইতে মেম্বরকে দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর, কে সৎ ও কে অসৎ ইত্যাদি জ্ঞাপন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকাদি আদায় ও নানাবিধ কার্য্যাদি করা হয়। তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির মেম্বরগণকে বিনামূল্যে "অনুসন্ধান" পত্রিকা এবং নানাবিধ সন্ধানাদি দেওয়া যায়। তবে একটি কথা, শ্রেণিগত তারতম্যানুসারে মেম্বরগণের সুবিধারও তারতম্য হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র। বিগত শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। নানারূপের জুয়াচুরী হইতে সাধারণকে সতর্ক করা প্রভৃতিই ইহার উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে নীতি, সমাজ, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েরও সার তত্ত্ব ইহাতে আলোচিত হয়।

মূল্যাদি—অনুসন্ধানের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রেই ১।৷০ দেড় টাকা; খুচরায় প্রতি সংখ্যা দু' আনা করিয়া। বিতরিত এক সংখ্যা পাইয়া বা বিজ্ঞাপন দেখিয়া কেহ পত্র লিখিলে, অপর সংখ্যাগুলি ভ্যালুপেএবল ডাকে পাঠাইয়াও মূল্য লওয়া হয়।

অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দিবার বিষয়।—অসৎ লোক মাত্রেরই বিজ্ঞাপন অনুসন্ধানে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, ইহাতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, যদি আবশ্যক হয় তবে, সদ্ব্যবসায়ীগণকেও ষ্ট্যাম্পকাগজে লেখাপড়া করিয়া দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য।—ক্রমাগত এক বৎসর কোন কোন একটি বিজ্ঞাপন দিবার বন্দোবস্ত করিয়া, অন্ততঃ চারিবারের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে, প্রতি ছত্র প্রত্যেকবার /০ এক আনা করিয়া লওয়া হয়। ছয় মাসের জন্য /১০, তিন মাসের জন্য ৵০, এক মাসের জন্য ১০ এবং এক বারের জন্য ।০ আনা হিসাবে ছত্র দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম; তবে বিজ্ঞাপন বড় হইলে বা অন্য কোন রকমে একেবারে সমস্ত টাকা দিতে অপারক হইলে অন্ততঃ দুই এক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখিয়া পর মাস মাস টাকা অগ্রিম দিলেও চলিতে পারে।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধান-সমিতির সেক্রেটারী।
১৫নং ফকিরচাঁদ দের গলি, বৌবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ২৯শে মাঘ, ১২৯৪ সাল। [১৩শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

ঔষধেই অধিক প্রতারণা।—জুয়াচুরির জ্বালায় আজকাল লোক অস্থির; কোন বিষয়েই নিষ্কৃতি পাইবার যো নাই। বিশেষ ঔষধ সম্বন্ধের বিজ্ঞাপন আবার আরও ভয়ঙ্কর। পুস্তক-পত্রিকা বা অন্যান্য দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনে বরং টাকা কয়েকটিমাত্রই সেলামী দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; কিন্তু প্যাটেণ্ট ঔষধে শুধু তাই নয়; এক রোগের শান্তি করিতে গিয়া শেষে আর দু'একটা রোগও আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল কতকগুলি হাতুড়ে ও অশিক্ষিত লোক এই কাজে হাত দিয়াই এরূপ অনর্থ ঘটাইতে বসিয়াছে। ইহাতে দেশের লোক তো ঠকিতেছেই, তা ছাড়া সেই সঙ্গে পড়িয়া, চোরা-গাভীর সঙ্গে কপিলা গাভীর ন্যায়, ভদ্র দোকানদারেরাও লোকের অবিশ্বাস-ভাজন হইতেছেন। অনুসন্ধান-সমিতি ইতিপূর্ব্বে এই সকল প্রবঞ্চকগণকে ও সাধারণে পরিচিত করিবার প্রস্তাব করেন ও চেষ্টা পান। সেই ও সমিতি হইতে অনেক প্রতারকের সন্ধানও গৃহীত হইতেছে। যাইহোক, সদ্ব্যবসায়ীগণও এখন ঐরূপ কৃত্রিমতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং সাধারণে যে যতদূর জানেন, ঐরূপ কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতার বিষয় আমাদের গোচর করুন। এরূপ হইলে, আমরা ক্রমে যেরূপ সুবিধা বুঝিব, সেই মত কে কিরূপ, সাধারণে জানাইতে পারিব। মোট কথা, কোন্ ঔষধে কে ফল পাইলেন এবং কোন্ ঔষধে কে না পাইলেন, সকলের নিকট হইতে এইরূপ একটি আভাস পাইলেও কতক কাজ হইতে পারে। আশা করি, দেশের লোক এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না।

লবণকর-বৃদ্ধির সহিত প্রতারণা-বৃদ্ধি।—সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট লবণের উপর একটি কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই হিসাবে বাজারে লবণের দরও একটু বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যে বর্দ্ধিত হার মন করা আট আনা করিয়া; ইহাতে হদ্দ সের প্রতি লবণের দাম এক পয়সাই চড়িতে পারে। ইহাতে দেশবাসীর অসুবিধা যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে, কিন্তু এই হুজুগ পাইয়া অনেক প্রতারক দোকানদার মফঃস্বলে বড়ই অনর্থ ঘটাইতে বসিয়াছে। প্রকৃত দরের উপর যদেচ্ছা গ্রহণ করিয়া লোক ঠকাইতেছে। যাইহোক, এখন গবর্ণমেণ্ট এরূপ সকল প্রতারণার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মফঃস্বলে যাহাতে ন্যায্য হারের অধিক দাম না লওয়া হয়, তাহার উপায় করুন, এই আমাদের আশা। নতুবা এ হুজুগে পল্লীগ্রামে আরও বিশেষ জঞ্জাল ঘটিবার সম্ভাবনা।

গোজাতির প্রতি অত্যাচার দমনের চেষ্টা।—আজ কাল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রেই গোজাতির প্রতি অত্যাচার-নিবারিণী সভা হইতেছে ও তদ্বারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক এতাদৃশ উপকারী প্রাণীর প্রতি অত্যাচার একবারেই যে নিষিদ্ধ, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালের লোকেরা গোজাতির প্রতি যে কত ভক্তি করিতেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আধুনিক অকৃতজ্ঞ লোক-সকল সেই প্রাণীকে বিষ-প্রয়োগ পর্য্যন্ত করিয়াও নিধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এই ক্ষোভ। যাইহোক, আপাততঃ এদিকে দেশের লোকের যে কতক দৃষ্টি পড়িয়াছে, এই সুখের কথা। এখন, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চেষ্টায় সহায় হন, এই সাধারণের বাসনা।

অনুসন্ধান-সমিতি হইতে লোকের প্রাপ্য টাকা-কড়ি আদায়।—সমিতির সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত সমিতির চেষ্টায় দেশের অনেক লোকের প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় হইয়াছে; এমন কি, যে সকল স্থলে আদায়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সেরূপ অনেক স্থলেও সমিতি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর, সুধু গ্রাহকগণের কেন, কএকটি সম্পাদক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিরও তাঁহাদের কলিকাতার প্রাপ্য বরাতী আদায় হইতেছে। ইহা অবশ্যই সমিতির গৌরবের কথা বলিতে হইবে। সে সকলের সম্যক বিবরণী প্রকাশ স্থানাভাব ও স্থল-বিশেষে মতেরও বিরুদ্ধ। কিন্তু তন্মধ্যে দুএক জন সজ্জনের সততার বিষয় মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করা আবশ্যক জ্ঞানে কখনও কখনও প্রকাশ করা যায়। সম্প্রতি 'ভারতবাসী' পত্রিকার সত্বাধিকারীগণ উক্ত পত্রিকা বন্ধ হওয়ায়, গ্রাহকগণের বক্রী প্রাপ্য টাকা সমিতির দ্বারা প্রত্যর্পণ করিতেছেন। পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহার কএকটির বিবরণীও প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর গত পক্ষে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর ১৷৵০, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৸৵০, বাবু শ্রীশচন্দ্র সরকারের ১৲, বাবু রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ।৵০ এবং বাবু চন্দ্রভূষণ মদকের ৸০ আনা প্রদান করিয়াছেন। তা'ছাড়া, এখনও যে কেহ সমিতিতে প্রাপ্য বিষয় জানাইয়া পত্র লিখিলে, তাঁহারা তাহাও দিতে প্রস্তুত আছেন।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। হারিসন এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৫৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া মাদ্রাজের পিপলস্ ফ্রেণ্ড ও অন্যান্য পত্রিকায় 'সস্তায় হীরকাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি বিক্রয়ের জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সেই সকল বিজ্ঞাপন-মত সন্ধানার্থ উক্ত ঠিকানায় সমিতির লোক পাঠাইলে জানা যাইতেছে যে, ঐ নামে উক্ত ঠিকানায় কোন দোকান নাই। ঐ ঠিকানার বাড়ীটির উপর তালার মেসে কতকগুলি ছাত্রের বাসা এবং তাহার নীচে হুকা ও জুতা প্রভৃতির দোকান আছে। তাহারা সকলেই ঐ কোম্পানীর নাম শুনিয়া চমকিত হয়। সম্ভবতঃ কোন প্রতারক এইরূপ নাম ও ঠিকানা ভাঁড়াইয়া লোক ঠকাইতে বসিয়াছে; এখন, সাধারণে যে সম্বন্ধে সাবধান হইয়া কাজ করেন, এই বাসনা।

২। ৯৮ নং গরাণহাটা, কলিকাতা-ঠিকানায় 'জগৎবাসী' নামক পত্রিকার জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপনে লেখা, ১৸০ এক টাকা বার আনা দিয়া গ্রাহক হইলে পত্রিকা তো গ্রাহকগণ পাইতেই থাকিবেন, তা'ছাড়া ৩৸০ আনা মূল্যের উপহার পুস্তকও সেই সঙ্গে সঙ্গে উপহার পাইবেন। উপহারের পুস্তকগুলি ভাল কি মন্দ, সে বি

এখন আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না; তবে ইটীই বড় দুঃখের কথা যে, উপহার-পুস্তক না-ওয়ার অভিযোগ করিয়া অনেককেই আবার নুসন্ধান-সমিতিতে ও বঙ্গবাসী-আপিসে ত্র লিখিতে হইতেছে। ইহাঁরা 'ডাকে স্তক পাঠান হইয়াছে' বলিয়াই নিশ্চিন্ত ন; কিন্তু পুস্তক না পাইলে ব্যাচারা াহকগণ তুষ্ট হয় কি করিয়া?—যাইহোক, একটী আধটী নয়, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগেই আমরা কিছু ব্যথিত হইয়াছি। শেষ, প্রকাশককে সরলভাবে কোন পরামর্শ তে যাইলে, তিনি আবার 'আইনের ভয়' খাইতে চান, এই ক্ষোভ!

৩। নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর হইতে বাবু নবদ্বীপ দ্র রায় বলেন,—"সঞ্জীবনীতে 'রত্নঝারির' জ্ঞাপন দেখিয়া ঐ রত্নঝারি আনয়ন করি। জ্ঞাপনে যাহা আছে রত্নঝারি পুস্তকে তাহার াংশের একাংশ নাই দেখিয়া, যে দিবস বই ই ঐ দিবসই রেজেষ্টারী করিয়া, প্রকাশক তলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ১নং কার-র্ম্মার লেনে পাঠাইয়া মূল্যের ১৸০ আনা হিয়া পাঠাই। ৬ই জানুয়ারি পুস্তক পাঠা-য়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মূল্য ফেরত পাই-াম না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অমৃত বুকে জানিয়া লিখিলে পরম উপকৃত হই যে, মৃত বাবু পুস্তক যখন ফেরত পাইয়াছেন, খন আমার ১৸০ ফেরত দিবেন কি না? াপনার পত্র পাইলেই আমি একবার হার উচিত শাস্তি দিবার উপায় করিতে রি।" একখানি নয়,—এইরূপ মর্ম্মের পত্র মরা আরও পাইয়াছি; তবে এইটুকুই মাদের ক্ষোভ যে, টাকা পাঠাইবার পূর্ব্বে কবার সমিতিতে ঐ বিষয় জানিয়া বিজ্ঞাপন-তাকে পত্র লিখিলেই তো সব চুকিত? গত খ্যক অনুসন্ধানেও রত্নঝারির সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাইহোক এ সব কেলেঙ্কারির কথায় আমরা আর কিছু বলিতেও লজ্জাবোধ করি।

এ সব বিলাতী আমদানী!

১

"আমি জান্‌লেম, কালই মাল রওনা হ'বে। এখন, তুমি স্বীকৃত কি না?"

"স্বীকৃত বই কি! তবে কি না, সিন্দুকের ভিতর থাক্‌বো কি করে, তাই একটু ভাবচি।"

"এখন আর ভাবনার সময় নেই। তুমি পারবে কি না, বল। নৈলে আমায় আবার তা'র অন্য যোগাড় দেখ্‌তে হয়। এত সহজ কাজ, তাও যদি না পারবে, তবে খাবে কি করে?"

"না, আর কিছুতেই আট্‌কাবে না বটে; তবে সিন্দুকের মধ্যে হাঁপ টাপ্ লাগবে না তো!"

"আরে গেল; আমার কি আর সে ভাবনা নেই? আমি সে সব বন্দোবস্ত করেছি। প্রকাণ্ড সিন্দুক; তার মধ্যে শুয়ে-বসে যেমন করে ইচ্ছে থাকতে পার্‌বে; কোন কষ্টই হ'বে না। নিশ্বেস বেরোবারও পথ বেশ আছে। সঙ্গে ক'দিনের মত ভাল ভাল খাবারও দেব। কোন কষ্ট তো পাবেই না; বরং খাটাখাট্‌নি না ক'রে দু'একদিন সুখেই থাক্‌তে পাবে। ফল কথা, যদি মত হয়, তবে আর দেরী করলেও চলবে না; এই দু'পরের ট্রেণেই যেতে হবে। কারণ, তাদের মালও ঐ ট্রেণে যাবে।"

"আচ্ছা তাই; আমি তবে প্রস্তুত হইগে। আপনিও এদিকের সব যোগাড়-যন্ত্র করুনগে।"

একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। এখন একটি বাবু "আমি তবে প্রস্তুত হইগে" বলিয়া উঠিয়া গেলেন এবং অপর বাবুটি 'অন্য সব যোগাড়-যন্ত্রে' প্রবৃত্ত রহিলেন।

২

জহরলাল মাড়ওয়ারী একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি শাল, জামিয়ার, আলোয়ান প্রভৃতি শীত-

ব্রজের চালানী-কাজ করিয়া থাকেন। এই সময় আসাম অঞ্চল হইতে তাঁহার নিকট হাজার দশেক টাকার ঐরূপ শীত-বস্ত্রের একটি অর্ডার আসে। অদ্য তাঁর সেই অর্ডারমত মাল রেলওয়ে রওনা হওয়ার দিন। তিনি গাঁটবন্দী করিয়া দুই প্রহরের ট্রেণে মাল চালান দিবেন, এখন তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছেন। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত মাল রেলে যাইয়া, তা'রপর তথা হইতে ষ্টীমারে রওনা হইবে, এই তাঁহার বন্দোবস্ত। ইতিপূর্ব্বে যে দুই ব্যক্তি বৈঠকখানার বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহারা এই মাল রওনার বিষয়ই লক্ষ্য করিয়া পরামর্শ আঁটিতেছিলেন।

৩

ক্রমে পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক উপস্থিত হইলে ক্ষণেক সেই বাবু দুইটিতে কত কি পরামর্শ হইল। তা'র পর, একটি বাবু সেই সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর, অপর বাবুটি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিনের উপযোগী নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া ভিতর দিক হইতে তাঁহাকে সিন্দুকের চাবি আঁটিয়া বসিয়া থাকিতে বলিলেন। এইস্থলে একটু বলা আবশ্যক যে, প্রকাণ্ড সিন্দুকটির ভিতর-বাহির দুই দিকেই চাবিকল আছে। তবে ভিতরকার চাবির কলটিই কার্য্যকরী এবং বাহিরের চাবির কলটি দর্শনধারী মাত্র। অর্থাৎ সিন্দুকের ভিতর দিক হইতেই কেবল তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়; বাহির দিক হইতে কোন কাজই হয় না। এইরূপ সিন্দুকটির মধ্যে বাবুটি প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করিলে অতঃপর একখানি গরুর গাড়ি ডাকা হইল; এবং সেই সিন্দুকটি তাহাতে চাপাইয়া দিয়া অপর বাবুটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেয়ালদহের ষ্টেসন-অভিমুখে চলিলেন।

৪

এই সময় সেয়ালদহে জহরলালের কা... ড়ের গাঁটও লগেজের জন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাবুটির সিন্দুকও লগেজ... হইল। বাবুটি এই সময় আর একটু ... করিয়া রাখিলেন; দু'চারটে পয়সা মুটেদে... বেশী করিয়া দিয়া যাহাতে জহরলালের কা... ড়ের গাঁটের সঙ্গে এক গাড়িতে ঐ সিন্দুকটি রওনা হয়, কৌশল করিয়া ঐরূপ বন্দোব... করিয়া দিলেন। তা'র পর, নিজেও গোয়ালন্দ যাইবার জন্য একখানি টিকিট কিনিলেন এবং লগেজের রসিদ লইয়া সেই ট্রেণেই গোয়ালন্দ রওনা হইলেন।

৫

এই পর্য্যন্ত সোমবারের ঘটনা। বুধবার প্রাতে গোয়ালন্দের ষ্টীমার আসানে যা... সুতরাং ঐ মাল গোয়ালন্দে পৌঁছিলে অগ... ততঃ তাহা গোয়ালন্দেই গুদামজাত থাকিবে। তার পর, জহরলালের মাল বুধবার প্রাতে ষ্টীমার রওনা হইবে; আর, ২৪ ঘটার মধ্যে বাবুর সিন্দুক গোয়ালন্দের গৃহীতা লইয়া যাইবে। অন্ততঃ রেলওয়ে কোম্পানীরও এই নিয়ম। যাইহোক, রাত্রে মালগাড়ি পৌঁছিলে কাজেই তদবধি উভয় লগেজই এক গুদামে নিরমম... রক্ষিত হইল।

৬

রাত্রের কাণ্ড, বিশেষ অন্ধকার মাল-গুদামের মধ্যে, নরচক্ষে দেখিবার যো নাই। সুতরাং সেখানে যে কি কি হইল, তাহা দেখা গেল না। শেষে পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে লগেজের রসিদ দেখাইয়া পূর্ব্বকথিত বাবুটি একখানি গরুর গাড়ি করিয়া সিন্দুক লইয়া গেলেন। তবে সিন্দুকটি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী ভারি বলিয়া বো... হইল। যাইহোক, বকসিস্ প্রভৃতির লোভে ভুলিয়া সেদিকে কাহারও কোন নজর পড়িল না। আগে হইতে সেখানে বাসার ঠিক্ ঠাক ছি... ...রে গাড়ি পৌঁছিবামাত্রই সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। অবশেষে সিন্দুক হইতে মনুষ্য বাহির হইল বটে, কিন্তু শাল ও দোশালা ইত্যাদিতে সিন্দুক পূর্ণ রহিল।

চোর টেলিগ্রাফ বাবু।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় কোন সওদাগরি রেলওয়ে লাইনের এক জন এদেশীয় ষ্টেসন মাষ্টার তাঁহার বন্ধুর সহিত বসিয়া নানা প্রকার খোসগল্প করিতে করিতে বলিলেন—"ভাই, আমি প্রসন্নকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। তাহার জন্য আমার যে কখন কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে যে কাজে দিতেছি, সে তাহাতেই চুরি করিতেছে। আমি তাহাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে এত দিবস তাহার 'শ্রীমন্দিরে' বাস হইত। উহার যেরূপ চরিত্র, তাহাতে সে যে চিরদিনই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু আমি কেবল তাহার বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু বলিতেছি না।"

বন্ধু।—"প্রসন্ন তোমার নিকট ষ্টেসনে থাকিয়া আফিসের কাজ করে; ইহার ভিতর আবার চুরি করে কি প্রকারে?।"

ষ্টেসন-মাষ্টার।—"আমি উহাকে প্রথমে বুকিং আফিসে কাজ করিতে দিই ও তাহার কর্ম্মকাজ দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হই। পরে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, সে তাহার নিচের পুলিশম্যান, খালাসি প্রভৃতির সহিত মিলিয়া যাত্রিদিগকে পীড়ন করিয়া পয়সা লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ কোন দ্রব্যাদি ওজন (Book) করিয়া কিছু না দিলে তাহার রসিদ পাওয়া সহজ হয় না। কেহ নিয়মঅনুযায়ী দ্রব্যাদি বিনা ওজনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইলেও তাহাকে কিছু না দিলে পরিত্রাণ নাই। আফিসের কাগজ, কলম জ্বালাইবার তৈল প্রভৃতি সরকারি দ্রব্যাদি ক্রমে বাহিরে যাইতে লাগিল ও পরিশেষে অতিরিক্ত মাসুলও (Excess fare) চুরি হইতে লাগিল।"

বন্ধু।—"অতিরিক্ত মাসুল (Excess fare) চুরির কথাটা কি বুঝিতে পারিলাম না যে!"

ষ্টেসন-মাষ্টার।—"তোমার মত মূর্খ ত আমি দেখি নাই। এই সামান্য কথাটা আর বুঝিয়া উঠিতে পারিলে না। অতিরিক্ত মাসুল চুরি এই প্রকার;—যদি কেহ হাবড়া ষ্টেসন হইতে শ্রীরামপুর যাইবার নিমিত্ত টিকিট খরিদ করিয়া রেলপথে যাত্রা করে ও গাড়ির ভিতর যদি তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্দ্ধমানে যাইয়া উপস্থিত হয়, তাহাহইলে বর্দ্ধমানে তাহাকে সেই টিকিট ও শ্রীরামপুর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাড়া, যে ব্যক্তি টিকিট সংগ্রহ করে তাহাকে, দিতে হয়। ঐ ভাড়াকে অতিরিক্ত মাসুল (Excess fare) কহে। প্রসন্ন ঐ প্রকার টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঐ অতিরিক্ত মাসুল চুরি করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে আমি এই সকল বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে সেই কাজ হইতে মালগুদামের কাজে নিযুক্ত করিলাম। এখন সে তাহাই করিতেছে; কিন্তু শুনিতে পাইতেছি যে, সে ইহাতেও চুরি করিতে ছাড়িতেছে না। যে সকল মাল এই স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছে, তাহার ওজন প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অনেক কম দেখাইয়া মহাজনদিগের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে, ও যে সকল দ্রব্যাদি অন্য স্থান হইতে এখানে আসিতেছে, তাহার ভিতর হইতেও সুবিধামত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইতে ছাড়িতেছে না।"

বন্ধু।—"এই প্রকারে প্রসন্ন অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে বলিয়া তুমি উহাকে চোর বলিতেছ? ইহা ত চুরি নহে! ইহা তোমাদিগের উপরিলাভ! রেলওয়ের ভিতর আমি এ

পর্য্যন্ত এরূপ কর্ম্মচারী দেখি নাই, যিনি এই সকল উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন না করেন।"

ষ্টেসন-মাষ্টার।—"তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু সকল কর্ম্মচারী সেরূপ নহেন। এখনও অনেক কর্ম্মচারী দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ওরূপ অর্থকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।"

বন্ধু।—"অদ্য তোমার কথা শুনিয়া আমার একটী ভ্রম দূর হইল। জানিতে পারিলাম যে, রেলওয়ের ভিতর তোমার মত দুই একটী ধার্ম্মিক লোকও আছেন। যাইহোক, তুমি এক কাজ কর; আমার একটী পরামর্শ গ্রহণ কর। প্রসন্নকে এরূপ কোন একটী কর্ম্মে দেও, যাহাতে চুরি হইতে পারে না। যাহাতে চুরির উপায় নাই, তাহাতে আর চুরি করিবে কি প্রকারে?"

ষ্টেসন-মাষ্টার।—"এরূপ কাজ তো দেখিতেছি না, যাহাতে কিছু না কিছু চুরি না হইতে পারে?"

বন্ধু।—"কেন, উহাকে কেবল টেলিগ্রাফের কাজ করিতে দেও না? উহাতে আর কি চুরি করিবে?"

ষ্টেসন-মাষ্টার।—"আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন; টেলিগ্রাফের কাজই উহার পক্ষে উত্তম। উহাতে আর কোন প্রকারে পয়সা লইতে পারিবে না।"

এই বলিয়া ষ্টেসন-মাষ্টার তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারির মত লইয়া তাহাকে টেলিগ্রাফের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, ও টেলিগ্রাফ আফিস হইতে অন্য আর এক ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রসন্ন এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিল ও মনে মনে বলিল,—"তুমি আমাকে যে প্রকার কাজই করিতে দাও না কেন, আমি তাহা হইতে কিছু না কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিবই করিব। জগতে এরূপ কোন কাজই নাই যে, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে চুরি করিতে পারিব না।" —এইরূপ ভাবিয়া প্রসন্ন টেলিগ্রাফের কর্ম্মের ভিতর এক প্রকার চুরির উপায় বাহির করিল। সে উপায় এদেশে এই প্রথম; পূর্ব্বে এরূপ উপায়ে যে আর কেহ চুরি করিয়াছে, এরূপ এদেশে শোনা যায় নাই। তবে ইউরোপ খণ্ডে বা অন্য কোন সভ্যপ্রদেশে যদি এ প্রকার চুরির উপায় থাকে, তাহা লেখকও অবগত নহেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপ নূতন উপায়ে প্রসন্ন চুরি করিয়া পরিশেষে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপন দোষ স্পষ্ট স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় কেবল মাত্র তিন মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসে প্রেরিত হইল। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এই চুরির উপায় অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল সত্য; কিন্তু টেলিগ্রাফ-কর্ম্মচারিগণের উপর লেখকের এই নিবেদন, তাঁহারা যেন এই উপায় শিক্ষা না করেন।

বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তার-যোগে কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে প্রেরকের নিকট হইতে তিন প্রকার নিয়মে মাসুল গৃহীত হয়। যথাঃ—যে সংবাদ শীঘ্র প্রেরিত হয়, তাহাকে দ্রুত-সংবাদ (Urgent message) কহে; ইহার মাসুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সংবাদ পর্য্যায়ক্রমে প্রেরিত হয়, তাহাকে সাধারণ সংবাদ (Ordinary message) কহে; ইহার মাসুল প্রথমটীর অর্দ্ধেক। আর, যাহা বিলম্বে প্রেরিত হয়, তাহাকে গৌণ সংবাদ (Defered message) কহে; ইহার মাসুল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অর্থাৎ প্রথমটীর একচতুর্থাংশ। যে ব্যক্তি দ্রুত সংবাদ প্রেরণের নিমিত্ত তাহার নিকট আসিয়া নিয়মিতরূপ মূল্য প্রদান করেন, প্রসন্ন তাঁহাকে সেই টাকার রসিদ দিয়া বলিয়া দেয়,—"আপনার সংবাদ শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।

বাস্তবিক প্রসন্ন তাহা শীঘ্র প্রেরণ না করিয়া সাধারণরূপে প্রেরণ করে ও সংগৃহীত টাকার কেবল অর্দ্ধেকমাত্র কাগজে জমা দিয়া বাকী অর্দ্ধেক চুরি করিতে থাকে। এইরূপে যে যে ব্যক্তি দ্রুত ও সাধারণ সংবাদ পাঠাইবার নিমিত্ত টাকা জমা দেন, তাহার অর্দ্ধেক চুরি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সাধারণ ও গৌণ সংবাদ প্রেরণ করে। ইহা যে সহজে ধরা পড়িবে, এ ভাবনা তার অতি অল্পই ছিল; কারণ, সে বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল যে, তার-যোগে কোন সংবাদ পাইয়া কোন্ নিয়মে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, ইহা প্রেরকের নিকট জিজ্ঞাসা করা এক প্রকার মানবের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যাহাহউক, পাপ চিরদিন ঢাকা থাকে না; কোন কারণ বশতঃ সে ধরা পড়িল।

মহাদেব।

সম্প্রতি শিবচতুর্দ্দশী ব্রতে ভক্তগণ উপবাস-পূর্ব্বক মহা ভক্তিপূর্ণভাবে ভগবান ভূতভাবন দেবের দেব মহাদেবের পূজার্চ্চনায় দিনযাপন করিয়াছেন। এক্ষণে নব্য ভারত-চক্ষে মহাদেব-পূজা পৌত্তলিকতামাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্তিসহকারে পূজা দূরে থাকুক, কেহ মহাদেব-নাম স্মরণ করিয়া থাকেন কিনা, সন্দেহ। হিন্দু-তত্ত্ব-শাস্ত্রের কিরূপ মহান্ ভাব মহাদেব-মূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, যাঁহারা চিন্তাশীল নহেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা প্রতিভাত হইতে পারে না। আমরা সেই মূর্ত্তি অদ্য কথঞ্চিৎ রূপে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুদিগের মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মহাদেব সম্বন্ধে শ্রুতিপরম্পরায় সাধারণ ধারণা এইরূপ আছে যে, তিনি ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিতেন; অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন করিতেন; শ্মশানে নরকপাল লইয়া সর্ব্বদা ভোর হইয়া থাকিতেন; সিদ্ধি খাইয়া কখনও বীণা বাজাইয়া গান করিতেন; কখনও বা যোগানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন; সদা আনন্দে কাল কাটাইতেন এবং তাঁহার কোপানলে কাম একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ফলে মহাদেব তত্ত্বজ্ঞানে, চিকিৎসা ও সঙ্গীতে এবং বিবিধ বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন; কাম ও ক্রোধ তাঁহার নিকট এককালে পরাভূত হইয়াছিল। এইরূপ পুরুষের চরিত কিরূপ মহৎ ও উন্নত, একবার মনে ভাবনা করিলেই, সকলেই বুঝিতে পারেন।

মনুষ্য ও পশু অনেক বিষয়ে একই ধর্ম্মাক্রান্ত; কেবল বুদ্ধি ও ক্ষমতায় উহাদের উভয়ের যে পার্থক্য! মনুষ্য কেবল জ্ঞানবলে এই সংসারে পশুদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে। এই জ্ঞানবলের তারতম্য না থাকিলে ইহাদিগের উভয়ের মধ্যে আর প্রভেদ কি? মনুষ্যদিগের মধ্যেও তাহাদের পরস্পরের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা কেবল পশুভাবাপন্ন নহে, পশুভাবাপন্নদিগের সহিত তুলনায় তাহারা দেবতুল্য। যাহারা যে পরিমাণে জ্ঞানবলে উন্নত হইতে পারিয়াছে, তাহারা সেই পরিমাণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্য যেরূপ পশুপতি, দেবতা সেইরূপ মনুষ্যপশুপতি। কোন অজ্ঞ পুরুষ অনেক কাল ব্যাপিয়া যে কার্য্য সম্পাদন করিবে, বিজ্ঞে তাহা নিমেষ কাল মধ্যে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিমেষ কাল মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন; যোজনান্ত পথ বিচরণ করিতেছেন; সহস্র সহস্র হয়হস্তী-সাধ্য দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অজ্ঞ পুরুষ আজীবন কাটাইলেও, হয় তো তাহার অনুমাত্রও সাধন করিতে সক্ষম হয় না। এ উভয়ে কি ভয়ানক প্রভেদ!

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে বলে বলীয়ান, বিদ্যাই সেই বল। এই বিদ্যাবলেই তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এমন কি, কালের উপরও ইহাঁর যে অধিকার, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহার যে পরিমাণে বিদ্যার অধিকার, তিনি সেই পরিমাণে যে দেবতা, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা গেল। দেবের দেব মহাদেব যে ভূতনাথ ও পশুপতি আখ্যায় আখ্যায়িত, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব নব্য পাঠকবর্গকে বোধ হয় আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই। / (ক্রমশঃ)

সুখ ও দুঃখ।

সংসারে সুখের ভাগ অধিক, না দুঃখের ভাগ অধিক? আমরা এ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে সুখের সহিত দুঃখের কিরূপ অবিচ্ছেদ্য নিত্য-সম্বন্ধ এবং সুখ কি, আর দুঃখই বা কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই যে, মনুষ্য যে অবস্থায় ইচ্ছা সেই অবস্থায় থাকুক না কেন, কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী নহে। নতুবা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত কেন? রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলকেই দেখি দুঃখের জন্য বিব্রত! কেহই বলেন না যে, 'আমি সম্পূর্ণ সুখী!' তবে সুখী কে? সুখী কেহই নয়। সুখ ও দুঃখ তুলনা-পরিজ্ঞেয় সামগ্রী। একের অব্যবহিত সংস্রব ব্যতীত অপরটি সম্যক বুঝা যায় না। সেইজন্য কাহাকে 'সুখী' বলিলে অন্যের তুলনায় তাহার দুঃখের অংশ অল্প এবং 'দুঃখী' বলিলে অন্যের তুলনায় তাহার দুঃখের পরিমাণ অধিক, এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি। এই কথা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত যে, বিশুদ্ধ সুখ পৃথিবীতে নাই। যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া থাকি তাহা সুখ নহে; তাহা দুঃখের মৃদুলতর অবস্থা। সুখ-দুঃখের মৃদুলতর অবস্থা এক্ষণে একটু বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়োজন। আমরা বরফকে শীতল বস্তুর আদর্শস্বরূপ বলিয়া জানি। বরফে যে উষ্ণতার লেশমাত্র আছে, একথা কখনও ভাবি নাই। অথচ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বরফে ৩২° ডিগ্রি উষ্ণতা আছে। অনলে উষ্ণতা আছে; অনলের উষ্ণতা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। কিন্তু বরফের উষ্ণতা বুঝি না কেন? আমাদের শরীরে যে উত্তাপ আছে, তাহার উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক; সেইজন্য বরফ আমাদের নিকটে শীতল এবং শরীরের উষ্ণতা অনলের উষ্ণতা অপেক্ষা অল্প। সেইজন্য অনল আমাদের কাছে উত্তপ্ত। শরীরের উত্তাপ যদি বরফের ন্যায় শীতল অথবা অনলের ন্যায় উষ্ণ হইত, তাহাহইলে আমরা বরফকে বরফ বা অনলকে অনল বলিয়া জানিতাম না। সুখদুঃখ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ জানিবে। আমরা যখন যে অবস্থায় থাকি, তাহা অপেক্ষা দুঃখের লাঘব হইলে, ভাবি সুখী হইলাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেও দুঃখের অবস্থা; তবে পূর্ব্বের অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ কথঞ্চিৎ কমিল মাত্র। বিমল বিশুদ্ধ পার্থিব সুখ এ পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর জগতে হইতে পারে না। আমরা সংসারে যে সমস্ত বস্তু উপভোগ করিবার অভিলাষ করি, তাহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বাদি পঞ্চইন্দ্রিয়প্রমুখ মনের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখের প্রধান দোষ এই যে, ইহা একদিনমাত্র ভোগেই তৃপ্তির লাঘব হইয়া আইসে। শেষে অভ্যস্ত হইলে অহিফেন-সেবীর অহিফেনের মাত্রার ন্যায় পরিমাণ না বাড়াইলে মাদকতা অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞেয় সুখের ভোগ অপেক্ষা ভোগের ইচ্ছা অধিকতর সুখকর।

আমরা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিক্ষা করিলে সংসারে সুখদুঃখ কিছুই নাই। রূপরসগন্ধাদি পঞ্চবিধ ভোগের প্রলোভন দ্বারা সংসারীর চিত্ত বিচলিত হইতে পারে;—যোগীর নহে। যোগীর চিত্ত সংযত চিত্ত; সেখানে পার্থিব ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখের আদর নাই। ইহা দ্বারা প্রতীত হইল যে, সুখ দুঃখ কল্পিত সামগ্রী। চিত্ত স্থির করিতে পারিলে ইহারা কিছুই নয়। তোমাকে যদি একটি কমলা লেবু দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি, ইহার নাম কি? তুমি অবশ্য উহাকে কমলা লেবু বলিবে। কিন্তু সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সেরূপ হয় না কেন? যাহাকে আমি সুখ বলি, তুমি তাহাকে সুখ বলনা কেন? ইহার মর্ম্ম আর কিছুই নয়; যে যত ইন্দ্রিয় দমনে সক্ষম, সে তত সুখ দুঃখে অল্প অভিভূত হয়। তা বলিয়া কি সংসারে সুখ নাই? যদি সুখ নাই, তবে লোকের বাঁচিবার এত সাধ কেন? বস্তুতঃ বুঝিতে পারিলে সুখদুঃখ প্রকৃত কোন সামগ্রী নহে। মনে করিলে তুমি অভ্যাস দ্বারা সুখদুঃখ কমাইতে ও বাড়াইতে পার। সংসারের সুখ নিত্য সুখ নয়। /

নীতিসার। ✓

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবচ॥

যে ব্যক্তি নিশ্চিত উপায় পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহার অনিশ্চিত উপায়ের তো কথাই নাই, স্থিরতর উপায়ও নষ্ট হইয়া যায়।

অর্থেনাপি হি কিং তেন যস্যানর্থে তু সঙ্গতিঃ।
কোহি নাম শিখাজাতং পন্নগস্য মণিং হরেৎ॥

যাহার অর্থ গ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন হয়, তাহার অর্থে লোভ করিবে না। সর্পের মস্তক হইতে মণি আনয়ন করিতে কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছা করে?

কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তেঃ
ন শক্যতে সর্ব্বগুণপ্রমাথঃ।
অধঃ খলেনাপি কৃতস্য বহ্নেঃ
নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব॥

ধৈর্য্যশীল সাধু অবমানিত হইলেও তাঁহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না। অগ্নিকে অধঃমুখ রাখিলেও তাহার ঊর্দ্ধ-জ্বলন-শক্তির অন্যথা হয় না; অগ্নির শিখা ঊর্দ্ধ মুখই হইয়া থাকে।

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ যন্মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্ণীয়াৎ গর্ভমশ্বতরী যথা॥

যে মিত্রের সহিত একবার শত্রুতা হইবে, তাহাকে আর কখনও গ্রহণ করিবে না; সে মিত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য। যেমন অশ্বতরী গর্ভ ধারণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ দুষ্ট মিত্রকে গ্রহণ করিলেও মৃত্যু অপরিহার্য্য।

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং॥

উপকার দ্বারা শত্রুকে বশ করিয়া তাহা দ্বারা অন্য শত্রুর উচ্ছেদ করিবে। পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অন্য কণ্টক দ্বারাই সেই কণ্টক উত্তোলন করিতে হয়।

অপকারেষু মাসাদ্য চিন্তয়েন্ন কদাচন।
স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কূলজাতাইবদ্রুমাঃ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হয় না। কূলজাত বৃক্ষের ন্যায় সে আপনিই পতিত হইয়া থাকে।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে, পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করে এবং সকল প্রাণীকেই আপনার মত দর্শন করে, তাহাকেই যথার্থ দর্শী বলা যায়।

ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্য ন ভবন্তি বিষাদিনঃ।
প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী॥

কষ্টে পড়িলেও পণ্ডিতগণ বিষন্ন হয়েন না; শশী রাহুগ্রস্ত হইলেও কি পুনরায় আর উদিত হন না?

উদ্যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়বিধে যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোপি শঙ্কতে ॥

উদ্যোগ, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ছয়প্রকার কার্য্যে উৎসাহ থাকিলে দেবগণও তাহার নিকট শঙ্কিত হন।

দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্তদারুণং।
খলস্যাহেশ্চ বদনমপকারায় কেবলং ॥

খল এবং সর্প উভয়েরই বদন দ্বিজিহ্ব, উদ্বেগকারী, ক্রূর ও পরম দারুণ। ইহাদের উভয়ের বদনই সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো যদি।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

দুষ্ট ব্যক্তি পণ্ডিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কারণ, যে সর্পের মস্তকে মণি আছে, সে আবার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিং।
সদ্ভির্ব্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥

সর্ব্বদা সজ্জনের সহিত বাস করিবে; অসতের সহিত আলাপও করিবে না। মিত্রতা এবং বিবাদ উভয়ই সজ্জনের সহিত শ্রেয়ঃ।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য তু সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নকর্ম্মসু ॥

কালীর ক্ষয় ও বাল্মীকের বৃদ্ধি দেখিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু দান ও অধ্যয়ন করিবে। যেমন অল্প মাত্রায় ব্যয় করিলে অল্প কালীতেই অনেক দিন চলিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিদিন অল্প পরিমাণ দান করিলেই অল্প ধনে বহুদিন দান করা যাইতে পারে।

সত্যেন রক্ষতে ধর্ম্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে।
মৃজয়া রক্ষতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে ॥

সত্যপালন দ্বারা ধর্ম্ম, সর্ব্বদা অভ্যাস দ্বারা বিদ্যা, মার্জ্জনা দ্বারা পাত্র এবং সৎস্বভাব দ্বারা কুল রক্ষা হইয়া থাকে।

বরং বিন্ধ্যাটব্যাং নিবসনমশুষ্কস্য মরণং
বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনং।
বরং ভ্রান্তাবর্ত্তে সভয় জলমধ্যেপ্রবিশনং
ন তু স্বীয়ে পক্ষেস্থ ধনমনুদেহীতি কথনং ॥

বিন্ধ্যারণ্যে বাস, আহারভাবে মৃত্যু, সর্পাকীর্ণ গৃহে শয়ন, কূপমধ্যে পতন, বনে বনে ভ্রমণ, জলমধ্যে প্রবেশ এসকলও বরং শ্রেয়স্কর; তথাপি আত্মীয়ের নিকট ধন প্রার্থনা করা বিধেয় নহে।

বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ।
নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্ব্বস্য ভূষণং ॥

ব্রাহ্মণের বিদ্যা, পৃথিবীর রাজা, আকাশের শশী; কিন্তু সুশীলতা সকলেরই ভূষণ।

সর্পঃ কূপে গজঃ স্কন্ধে আখুর্ব্বিলঞ্চ ধাবতি।
নরঃ শীঘ্রতরাদেব কর্ম্মণঃ কঃ পলায়তি ॥

সর্প কূপে, হস্তি আপন কটকে এবং মূষিক গর্ত্তে পলায়ন করে; কিন্তু নর শীঘ্রগামী হইয়াও কর্ম্মের নিকট পলায়ন করিতে পারে না।

যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃ শ্রিয়ঃ
ধর্ম্মার্থী মহতো লোকে তৎস্মৃত্বা তদর্থকারণং।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সেই অর্থই যথার্থ এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া যে সম্পদ লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত সম্পদ। অতএব, ধর্ম্মকে স্মরণ রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।

অন্নার্থী যানি দুঃখানি করোতি কৃপণোজনঃ।
তান্যেব যদি ধর্ম্মার্থী ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনং ॥

কৃপণ ব্যক্তি অন্নের প্রার্থী হইয়া যে কষ্ট ভোগ করে, ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত যদি সেই রূপ দুঃখ সহ্য করিত, তাহাহইলে তাহাদিগকে আর কখনও দুঃখ ভোগ করিতে হইত না।

ন প্রহৃষ্যতি সম্মানেনাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণং।

যে ব্যক্তি সম্মানে আনন্দিত বা অপমানে রাগান্বিত হয় না এবং কোন কারণে ক্রোধিত হইলেও কর্কশ বাক্য বলে না, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সাধু।

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং ॥

যেমন সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে থাকিলেও দুগ্ধ পানকালে বৎস আপন মাতার নিকটেই গমন করিয়া থাকে; সেইরূপ পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্ম, তাহারই অনুসরণ করে।

নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥

নীচাশয় ব্যক্তি পরের সর্ষপ পরিমাণ ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায় কিন্তু আপনার বিল্বপ্রমাণ ছিদ্র দেখিয়াও দেখে না।

যত্র স্নেহো ভয়ন্তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং ॥

অতিশয় স্নেহই ভয়ের কারণ ও দুঃখের ভাজন; সেই স্নেহকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মহৎ সুখ হয়।

জুয়াচোরের জমীদারি বন্ধক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উকিল বাড়ি।

উকিল মহাশয় ঐ সকল কাগজপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, ও মোক্তারকে বলিলেন,—"হরগোপাল বাবুর যেরূপ অগাধ বিষয়, তাহার তুলনায় এ টাকা অতি সামান্য। ইহা অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে। লেখা-পড়া সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন কোন সময়ে টাকা প্রদান করিবেন, তাহা ইহাঁদিগকে বলিয়া দিন। ইহাঁরা সেই সময়ে হরগোপাল বাবুকে লইয়া আসিলেই রেজেষ্টারি আফিসে এই দলিল রেজেষ্টারি করিয়া টাকা দেওয়া যাইবে। হরগোপাল বাবুর বিশেষ আবশ্যক বলিয়াই বোধ হইতেছে, তিনি এই সামান্য টাকা ধার করিতেছেন; যাহাতে আর বিলম্ব না হয়, এখন তাহাই করুন।"

মোক্তার।—"বিলম্ব হইবার আর ত বিশেষ কোন কারণ নাই। এখন যে দিবস হরগোপাল বাবু আসিবেন, সেই দিবসেই কার্য্য শেষ হইবে।" উকীলকে এই বলিয়া ছন্নামল্ ও গোবিন্দকে বলিলেন,—"এখন আপনারা বাবুকে লইয়া আসিয়া এই দলিলটী রেজেষ্টারি করিয়া দিয়া যখন ইচ্ছা তখনই টাকা লইয়া যাইবেন। হরগোপাল বাবুকে যখন আনিবেন, সেই সঙ্গে রেজেষ্টারি আফিসে বাবুকে যিনি সনাক্ত করিবেন, তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। তাহাহইলে কাজ শেষ হইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।"

ছন্নামল।—"সনাক্ত করিবার নিমিত্ত আর কাহাকে আনিব? হয় আপনি, না হয় উকীল মহাশয়, যে হয় এক জন সনাক্ত করিবেন।"

মোক্তার।—"সে কি মহাশয়! যাঁহাকে আমি চিনি না, তাঁহাকে কি প্রকারে সনাক্ত করিব! ইহা কি কখনও হইতে পারে।"

গোবিন্দ।—"হইতে পারে না সত্য, কিন্তু হরগোপাল বাবু ত আর একজন সামান্য লোক নহেন বা জুয়াচোরও নহেন যে, তাঁহাকে সনাক্ত করিতে আপনারা এত ভাবিতেছেন! তাঁহাকে যদিচ না চেনেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নাম ত আর আপনাদিগের নিকট অপরিচিত নহে? তাঁহার কতদূর বিষয়াদি আছে, তাহাও ত উত্তমরূপ জানিতে পারিলেন। বিশেষ, আমরা বলিতেছি; ইহাতে তাঁহাকে সনাক্ত না করার ত কোনও কারণই দেখিতে পাইতেছি না। তিনি বড় লোক; তিনি সন্তুষ্ট হইলে আপনাদিগকে যে সন্তুষ্ট না করিয়া যাইবেন, তাহাও নহে।"

উকিল।—"তিনি বড় লোক সত্য ও তিনি যে আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন, তাহাও সম্ভব; কিন্তু যাঁহাকে নিজে না চিনি, তাঁহাকে আমরা সনাক্ত করিতে পারি না। আপনারা অন্য উপায় দেখিবেন।"

ছন্নামল্।—"আপনারা যদি একান্তই না করেন, তাহাহইলে আমরা বাবুকে ও সনাক্ত করিবার নিমিত্ত অন্য আর একটী উকিলকে লইয়া দুই তিন দিবসের মধ্যে আসিব।"

এই বলিয়া সেই দিবস উহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কলিকাতার ছোট আদালতে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বাছিয়া বাছিয়া সেই স্থান হইতে একটি মূর্খ, পসারবিহীন

সেকেলে উকীলকে বাহির করিল। তাহাকে বলিল,—"মহাশয়, আপনি দুই একটী মকর্দ্দমা পাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে বার বার বলিয়াছিলেন বলিয়া, এখন একটী ভাল কাজ আনিয়াছি। এক জন বড় জমীদার কতকগুলি টাকা ধার করিবেন, তাহার উপযোগী সমস্ত লেখা পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র রেজেষ্টারি বাকি আছে। এখন যদি আপনি ঐ জমীদার মহাশয়কে রেজেষ্টারি আফিসে সনাক্ত করেন, তাহাহইলে এক্কেবারে পাঁচ শত টাকা পাইতে পারেন।"

পসার-বিহীন উকীল মনে মনে ভাবিলেন,—"এক বৎসরেও আমি যে টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি না, তাহা যদি এক দিবসেই পাই, তবে এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। কিন্তু আমি ত সেই জমীদার মহাশয়কে নিজে জানি না, তবে কি প্রকারে রেজেষ্টারি আফিসে তাঁহাকে সনাক্ত করিব? না করিলেও এতগুলি টাকা একেবারে আর যে কখন পাইব, তাহারও সম্ভাবনা কম।" পরে প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি যাহাকে জানি না, কি প্রকারে তাহাকে সনাক্ত করিব?"

ছন্নামল্।—"আপনি এ সুযোগ কখন পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি যদিচ জমীদার মহাশয়কে জানেন না সত্য, কিন্তু তাহার এক উপায় বাহির বলিয়া দিব, যাহাতে আপনি সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনি আমাদিগের সঙ্গে আসুন। হরগোপাল বাবু এখন এখানে আছেন; পূর্ব্বে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন; তাহাহইলে জানিতে পারিবেন যে, তিনি কি দরের লোক। পরিশেষে আমরা তাঁহার গ্রামে গমন করিয়া তাঁহার সমস্ত অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিয়া ভাল করিয়া জানিয়া আসিব। পরে তাঁহাকে সনাক্ত করিতে আর কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।" এই বলিয়া তাহারা সেই উকিলকে লইয়া ছন্নামলের বাটীতে গমন করিল এবং একটী যুবককে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল,—"ইনিই হরগোপাল; বাবু, এবাটীও ইহাঁর, উকিল মহাশয় তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একজন মৌড়ি গ্রামের বড় জমীদার। এখন টাকা ধার করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় তাঁহার বাসা-বাটীতে আসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কথার ভাব, বড় মানুষি কেতা প্রভৃতি দেখিয়া উকিল মহাশয় ভুলিয়া গেলেন। পাঠক মহাশয়কে বোধ করি হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইনিই জাল হরগোপাল বাবু বা আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত ছন্নামল্ কর্ত্তৃক আনীত সেই শশীভূষণ।

সেই দিবসই অপরাহ্নে ছন্নামল ও গোবিন্দ উকিল মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া মৌড়ি-গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। রাস্তায় যাহার সহিত দেখা হয়, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, মৌড়ি গ্রামের হরগোপাল বাবু কি প্রকারের লোক? বলা বাহুল্য, ইহাতে সকলের নিকটই উত্তর পান যে, তিনি একজন অশেষ ধনশালী বড় জমীদার। এই প্রকার সকলের নিকট শুনিতে শুনিতে ক্রমে গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও সেই স্থানে হরগোপাল বাবুর বাড়ি দেখিয়া ও সকলের নিকট হরগোপাল বাবুর বিষয়াদির পরিচয় পাইয়া তাঁহার মনে আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না। তিনি জুয়াচোরগণের চক্রান্তের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া এবং হরগোপাল বাবুকে রেজেষ্টরি আফিসে সনাক্ত করিবার আর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না দেখিয়া স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস নিয়মিত সময়ে রেজেষ্টরি আফিসে যাইয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া সে দিবস মৌড়িগ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও সে দিবসে তাঁহার পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ নগদ ২০ টাকা ছন্নামলের নিকট হইতে পাইয়া হৃষ্ট মনে আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রেজেষ্টরি আফিসে।

ছন্নামল্ ও গোবিন্দ প্রভৃতি দলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। সকলে হাসিতে হাসিতে দুই খানি গাড়ি করিয়া উকিলের আফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার একখানি আড়গড়ার প্রকাণ্ড জুড়ি। অন্যান্য সকলে বাহিরে রহিল; ছন্নামল্ ও গোবিন্দ আফিসের ভিতর প্রবেশ করিল; সঙ্গে হরগোপাল বাবু বা ওরফে শশী। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি একখানি চৌকি আনিয়া দিল; শশী বাবু গম্ভীর ভাবে বড়মানুষী ধরণে তাহার উপর উপবেশন করিলেন। উকিল ও মোক্তারদের তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র ও টাকা কড়ি বাহির করিয়া রেজেষ্টরি আফিসে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছন্নামল্‌কে সম্বোধন করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক করিয়াছেন ত?" ছন্নামল্ কহিলেন, হরগোপাল বাবুর কর্ম্মের জন্য কি আর ভাবিতে হয়, ইহার নিমিত্ত এক জন উকিল আসিয়া রেজেষ্টরি-আফিসে বসিয়া আছেন। আর, বিলম্ব করায় প্রয়োজন নাই; বাবু অধিক বিলম্ব করিতে পারিবেন না। যাহাতে শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয়, এখন চলুন, তাহাই করা যাউক।"

এই কথা শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া রেজেষ্টরি আফিস-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ছন্নামল্ দেখিলেন, পসারহীন উকিল মহাশয় রাস্তার দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

অতঃপর সকলে গাড়ি হইতে নামিয়া আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে যে যে আবশ্যকীয় লেখা পড়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল। দলিল-পত্র রেজিষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রদত্ত হইল।

উকিল। (রেজিষ্টারের প্রতি)—"বাবু হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি মহাশয় তাঁহার কতক পরিমাণ বিষয় আমাদিগের নিকট বন্ধক রাখিয়া পনের হাজার টাকা কর্জ্জ লইতেছেন; এই নিমিত্ত প্রার্থনা, এই দলিলখানি আইন অনুযায়ী রেজেষ্টরি হয়।"

রেজিষ্টার।—"হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি কাহার নাম?"

শশী।—"আমার নাম হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি!"

রেজিষ্টার।—"আপনি আপনার বিষয় বন্ধক রাখিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ করিতেছেন?"

শশী।—"হাঁ, আমি আমার বিষয় বন্ধক রাখিয়া ১৫ হাজার টাকা কর্জ্জ করিতেছি।"

রেজিষ্টার।—"আমি যদিচ আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত আমি পরিচিত নহি। সুতরাং আপনাকে আমার নিকট সনাক্ত করিতে পারে, এমন একটী লোকের প্রয়োজন। সে প্রকার কোন লোক আপনার সঙ্গে আছেন কি?"

শশী।—"হাঁ মহাশয়! (পসারহীন উকিলের প্রতি লক্ষ করিয়া) ইনি আমাকে সনাক্ত করিতে পারিবেন।"

রেজিষ্টার। পসারহীন উকিলের প্রতি—"কেমন মহাশয়, আপনি হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি মহাশয়কে চেনেন কি? ইনিই কি সেই হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি?"

পসারহীন উকিল।—"হাঁ, ইহাঁর নামই হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি। আমি ইহাঁকে বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপ জানি।"

রেজিষ্টার। সুতরাং দলিলখানি পসারহীন উকিলের হস্তে প্রদান করিলেন ও উহার একটী স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"যখন আপনি হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরি মহাশয়কে উত্তমরূপ জানেন, তখন এই স্থানে আপনার নাম সহি করিয়া দিউন!"

পসারহীন উকিল মহাশয় টাকার লোভে অম্লান বদনে তাহাই করিলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা একবারও ভাবিলেন না।

রেজিষ্টার মহাশয় তাঁহার হস্ত হইতে কাগজখানি লইয়া শশীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন,—"এই দুই স্থানে আপনার নাম সহি করুন।" শশী অবলীলাক্রমে সেই দুই স্থানেই হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরির নাম জাল সহি করিলেন।

তখন রেজিষ্টার মহাশয়ও উহার কয়েক স্থানে আপন নাম সহি করিয়া বলিয়া দিলেন,—"এখন আপনারা যাইতে পারেন। আপনাদিগের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।"

তখন সকলে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় উকিল মহাশয়ের আফিসে গমন করিল। সেইস্থানে মোক্তার মহাশয় ১৫ হাজার টাকা শশীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি ছন্নামল্‌কে গুণিয়া লইতে বলিলেন। ছন্নামল এক এক করিয়া গুণিয়া, নোটের নম্বর মিলাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইল এবং সেই আফিসের কর্ম্মচারী ও মোক্তার মহাশয় প্রভৃতিকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়া সকলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পসারহীন উকিলকে কেবলমাত্র ৫০টী টাকা দিয়া বলিয়া দিল,—"এখন আমাদিগের নিকট আর খরচা টাকা নাই; নোট ভাঙ্গাইয়া আপনার বক্রী টাকা দিয়া যাইব। বলা বাহুল্য যে, পসারহীন উকিল মহাশয়ও এইরূপে প্রতারিত হইলেন; বক্রী টাকা আর পাইলেন না। জুয়াচোরগণ ঐ টাকা তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া, আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল। ছন্নামল্‌ তাহার অংশের কতক টাকা নিন্দনীয় কার্য্যে ব্যয় করিল; বক্রী টাকা দ্বারা আপনার কন্যার পরিণয়-কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিল। অনেক যত্ন করিয়া শশীকে আপন বাটীতেই রাখিয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার অংশের টাকা গুলিও নিজে হস্তগত করিয়া লইল।

পৃ. ২১২

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

হৃদয়-রাজ্যের দুইটি বৃত্তি; একটির নাম প্রবৃত্তি ও অপরটী নিবৃত্তি। উভয়ের উৎপত্তি একই মূলে এবং উভয়েই একস্থলে বিলীন হয়। কিন্তু কি পৃথিবীর বিচিত্র গতি!—এখানে আর দুই প্রাণ কিছুতেই এক হইতে দেখিলাম না। জন্মিলেই যেন এখানে চিরস্বতন্ত্রতা। জীবজন্তু প্রাণীর কথা ত বলিবারই নয়; অকিঞ্চিৎ মনের বৃত্তি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এদেরও তাই!—এদেরও এক জন অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী! প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে যায়, নিবৃত্তি বাধা দেয়! মৌলিক একত্ব সম্বন্ধও যখন আছে, তখন সহায় না হইয়া, শত্রুতা কেন?

বৈরীভাবের কারণ আছে। শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা ত ঈশ্বরেরই সৃষ্ট; যদি এরূপই না হইবে তবে তাহাদের স্থান কোথায়? জগতে পাপী না থাকিলে পাপ-পুণ্যের অন্তর কি প্রকারে বুঝা যায়! নরক-যন্ত্রনা না থাকিলে স্বর্গের সুখ কি অকিঞ্চিতকর নয়? অমৃতেও অরুচি আছে। তাই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই বৈরীভাব।

বৈরীভাব কিন্তু কোথাও সুখদ নহে। সেইরূপ ইহাদেরও বিদ্বেষ ভাবের শেষ ফল, হলাহল। আমি মোহে অন্ধ; রিপুমদে মত্ত; প্রবৃত্তি আমায় কুপথে টানিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সেই পথেরই পথিক। নিবৃত্তি একবার বাধা দিতে গেল; আমি ভাবিলাম, সে শত্রু, বুঝি বা কি শত্রুতা খেলে। সেই জন্য আমার প্রমত্ত প্রাণ ফিরিল না—বারণ শুনিল না—বাধা মানিল না। তাই আমি হীরকভ্রমে কাচচূর্ণে গলার শোভা বাড়াইতে গেলাম; মণি আশে ফণীর মুখে হাত দিয়া আত্মহারা হইলাম।

মানুষ এই রূপেই আত্মহারা হয়। যদি আত্মহারা না হইতাম, যদি শত্রুভাবে না দেখিয়া মিত্র জ্ঞানে সে কথা গ্রহণ করিতাম, তবে কি আমায় বিপদসাগরে মগ্ন হইতে হইত? তবে কি আমার চির-জীবনের আশা-ভরসা একবারে নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে বিলীন হইত? নিবৃত্তির বারণ না শুনিয়া জ্ঞানহারা হওয়াতেই যত জঞ্জাল ঘটিল।

যাঁহারা জ্ঞান হারা না হন, তাঁহারাই তো ধন্য! সাধক মুদিত-নেত্র; বিষম অমানিশায় পূত গাঙ্গিনীর তটে গলিত শবোপরে উপবিষ্ট! তথায় কত প্রলোভন; কত বিভিষিকা! কখন বা স্বর্গের অপ্সরী প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! কখনও বা ঘোরা রাক্ষসী-মূর্ত্তি বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সেখানে সে প্রবৃত্তি আর প্রবৃত্তি নয়,—নিবৃত্তি। কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রলোভনে মন মজিল না; বিভিষিকায় চিত্ত টলিল না। তাই তার নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ—মোক্ষ। যিনি সেই প্রবৃত্তি জয় করিয়াছেন, তিনিই সেই মোক্ষের অধিকারী।

সংবাদ।

—পরীক্ষার প্রশ্নচুরি নূতন নহে। কিন্তু দিন দিন সে চুরিতে একটু একটু নূতনত্ব দেখিতেছি। বড় একটুও নয়, এবার মান্দ্রাজ-অঞ্চলে প্রশ্নচুরির এক অভিনব উপায় ধরা পড়িয়াছে। যেদিন মুদ্রাযন্ত্রে প্রশ্ন ছাপা হইবে, সেইদিন একজন কম্পোজিটার বেশ ধোপধাপ ইস্ত্রী করা কাপড় পরিয়া কাজ করিতে আসে। প্রশ্নগুলির যখন প্রুভ লওয়া হয়, সেই সুযোগে সে নিজের পরিধান বস্ত্রেও সেইরূপ প্রুফ লয়। তারপর, কাপড়খানি উল্‌টা করিয়া পরিয়া সাবধান থাকে। প্রেসের নিয়ম, ছুটির সময় কম্পোজিটারদের কাপড় চোপড় ঝাড়া দিয়া বাহির হইতে হয়; বলা বাহুল্য, এও সেই ভাবে প্রেস হইতে বাহির হয় ও সঙ্গে কাগজপত্র না থাকায় কেহই তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ হয় না। ইতিমধ্যে সে বাড়ী আসিয়া কাপড়ের ছাপা দেখিয়া চোরাই অক্ষরের প্রশ্নগুলি কম্পোজ করে এবং ছাপাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে থাকে। যে রূপেই হউক, সম্প্রতি কিন্তু সে ধরা পড়িয়াছে। তাহার গুপ্তকথা প্রকাশ হওয়ায় চারিদিকে মহা গোল বাধিয়াছে।

—দেখিতে দেখিতে সিকিম রাজ্যের সহিত ইংরাজেরও বুঝিবা বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিল! তিব্বতে বাণিজ্য বিস্তার জন্য পথ প্রস্তুত করাই ইহার কারণ। তিব্বতীয়েরা কিন্তু সিকিমের সহিত যোগ দিয়া ইংরাজের সে কল্পনায় বাধা দিতে অগ্রসর। সিকিমবাসীরা লিংচু নামক স্থানে গিরিপথের মুখ আট্‌কাইয়া এক প্রকাণ্ড দেওয়াল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কায়দা করিয়া বসিয়া আছে। ইহাতে ইংরাজকেও একটু বেস বেগ পাইতে হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলতঃ গতিক বড় মন্দ!

—সহসা একি শুনি! বড়লাট লর্ড ডফ্‌রিণ যে পদত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহার স্থানে কানাডার গবর্ণর লর্ড ল্যান্স ডাউন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিতেছেন। অকস্মাৎ এ পদত্যাগের কারণ কি, ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়!

—স্কটলাণ্ডে দণ্ডী নামক স্থানে চটের কারখানা। বাঙ্গালার যত পাট, সব সেইখানেই চালান হয়। মধ্যে সেখান হইতে টেলিগ্রাম আসে যে, আজ কাল কলের কাজ বড় নরম যাইতেছে; সুতরাং মাল আমদানীর আপাততঃ তেমন আবশ্যক নাই। কিন্তু এখন আবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, সে

টেলিগ্রাম জাল। কোন ধূর্ত্ত এখানে পাটের বাজার নরম করিবার অভিপ্রায়েই এইরূপ কারচুপী খেলিয়াছিল। বিলাতী ক্ষাী বুঝা দায়!

—কর দিউন আর না দিউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারীরা কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর কমিসনর নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিতেন। কিন্তু এখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব প্রমুখ সম্প্রদায় তাহার হন্তারক হইতেছেন। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটী হইতে অতঃপর সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কেবল মফঃস্বলেই তাহা প্রচলিত থাকিবার বিধান বজায় আছে। শিক্ষার সম্মান ক্রমে এইরূপই হইতে চলিল বটে!

—আমরা একজন স্কুলের সবইনেস্পেক্টারের মুখে শুনিলাম যে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত গড়িয়া পাঠশালায় একজন প্রতারক "শিশু-ব্যাকরণ" নামে একখানা ব্যাকরণ এই বলিয়া বিক্রয় করিতে যায় যে, তাহা শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুরুমহাশয়ও সেইমত সরল বিশ্বাসে পাঁচখানি পুস্তকের দাম দিয়া সাত খানি পুস্তক ক্রয় করেন ও বক্রী দামের জন্য সে অপর একদিন আসিবে বলিয়া প্রস্থান করে; তদবধি তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। এইরূপ করিয়া যে সে আর কত পাঠশালায় ঠকাইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। ফলতঃ অপরাপর গুরুমহাশয়গণ এখন সাবধান থাকেন, এই বাসনা।

—সম্প্রতি চট্টগ্রামে কতকগুলি সিপাহি ও অন্যান্য লোক জন যাইয়া সারবে করিতেছিলেন। এক দিন প্রাতে হটাৎ কতকগুলি কুকি, আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে অধিনায়ক ষ্টুয়ার্ট এবং কয়েকজন গোরা সৈন্য ও এক জন সিপাহীকে কুকিরা কাটিয়া ফেলিয়াছে। এক জন নন-কমিসন আফিসরের দেখা পাওয়া যাইতেছে না। এক জন সিপাহীও গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। হইয়াছে। যে সময় কুকিরা আক্রমণ করে তখন অধিকাশ সিপাহীরা তাম্বর একটু দূরে স্নান করিতেছিল।

অনুসন্ধান-সমিতি ও অনুসন্ধান

পত্রের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

অনুসন্ধান-সমিতির উদ্দেশ্য।—কলিকাতা ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রেই আজকাল জুয়াচুরীর বড়ই বৃদ্ধি। উহারা নানারূপ নাম ও ঠিকানা ভাঁড়াইয়া—কখনও সাহেব, কখনও রাজা, কখনও নবাব বা জমীদার সাজিয়া—সরল লোকদিগকে নিয়তই ঠকাইতেছে। সংক্ষেপতঃ সেই সকল প্রতারণা হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতে, জুয়াচোরগণের দমন জন্য চেষ্টা পাইতে এবং সত্যের উন্নতিকল্পে অনুসন্ধান-সমিতির জন্ম।

সমিতির মেম্বর প্রভৃতি হইবার নিয়ম।—যে কেহ সৎলোক সমিতির মেম্বর হইতে পারেন। সমিতির সাহায্যার্থ অগ্রিম বার্ষিক ১২, টাকা চাঁদা দিলে প্রথম শ্রেণির, ৬, টাকা চাঁদা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির, ৩, টাকা চাঁদা দিলে তৃতীয় শ্রেণির এবং ১, টাকা চাঁদা দিলে চতুর্থ শ্রেণির মেম্বর হওয়া যায়।

মেম্বরগণের সুবিধা।—কোনরূপ ক্রয় বিক্রয়-কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেইরূপ চেষ্টা পাওয়া হয়। সমিতি হইতে মেম্বরকে কোন দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর, কে সৎ ও কে অসৎ ইত্যাদি জ্ঞাপন এবং চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় ও নানাবিধ কার্য্যাদি করা হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির মেম্বরগণকে বিনা মূল্যে "অনুসন্ধান" পত্রিকা এবং নানাবিধ সন্ধানাদি দেওয়া যায়। তবে একটি কথা, শ্রেণিগত তারতম্যানুসারে মেম্বরগণের সুবিধারও তারতম্য হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র। বিগত শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। নানারূপের জুয়াচুরী হইতে সাধারণকে সতর্ক করা প্রভৃতিই ইহার উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে নীতি, সমাজ, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়েরও সার সার তত্ত্ব ইহাতে আলোচিত হয়।

মূল্যাদি—অনুসন্ধানের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রে ১৷৹ দেড় টাকা; খুচরায় প্রতি সংখ্যা দু'আনা করিয়া।

অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।—ক্রমাগত এক বৎসরের জন্য কোন না কোন একটি বিজ্ঞাপন দিবার বন্দোবস্ত করিয়া অন্ততঃ চারিবারের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে, প্রতি ছত্র প্রত্যেকবার /০ এক আনা করিয়া লওয়া হয়। ছয় মাসের জন্য /১০, তিন মাসের জন্য ৵০ এক মাসের জন্য ⁄২০ এবং এক বারের জন্য ।০ আনা হিসাবে ছত্র দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেওয়ারই নিয়ম; তবে বিজ্ঞাপন বড় হইলে বা অন্য কোন রকমে একেবারে সমস্ত টাকা দিতে অপারগ হইলে অন্ততঃ দুইএক মাসের টাকা অগ্রিম জমা রাখিয়া, তার পর মাস মাস টাকা অগ্রিম দিলেও চলিতে পারে।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধান-সমিতির সেক্রেটারী।
১০নং ফকিরচাঁদ দের গলি, বৌবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

—:—০:(০):০—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৪ সাল। [১৪শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। হরিনাথ রায়, ম্যানেজার জুবিলী লাইব্রেরী, ৭৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।—এই ঠিকানা দিয়া আজকাল সংবাদপত্রে নানা বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধ হরিদাস নামের নানারূপ নাম ও কার্য্য-প্রণালী সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় সে এখন এই নামীয় ব্যক্তির সহিত যোগাযোগে আপনার পুস্তকাদি বিক্রয় করিতেছে।" যাইহোক, হরিদাসের লীলাখেলা আর প্রকাশের স্থান নাই!

২। ধুবড়ি, গৌরীপুর হইতে বাবু হরকান্ত ভট্টাচার্য্য ও নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"প্রায় দেড় বৎসর গত হইল, ২নং টালা-বাগান রোড, কলিকাতাস্থ শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি 'সঞ্জীবনীতে' এই মর্ম্মে একখানি বিজ্ঞাপন দেন যে,—'আমি সর্ব্বযোগ-জ্যোতিষ-তন্ত্রসারসংগ্রহ' নামক ১২ দ্বাদশ খণ্ড বিশিষ্ট একখানি পুস্তক কেবল ৵০ আনা ডাকমাশুল লইয়া বিনামূল্যে প্রদান করিব।' আমরা এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া উক্ত দুইখানি গ্রন্থ (২৪ খণ্ড) আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ইংরাজি ১৮৮৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর রাজেন্দ্র বাবুর নামে দুইখানি গ্রন্থের ডাক মাশুল ৸৵০ আনা ডাকযোগে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাই এবং যথাসময়ে তাহার ফেরত রসিদও পাইয়াছিলাম। পরে এইরূপে অনেক দিন গত হইল কিন্তু পুস্তক পাইলাম না। আর, তাঁহার কোন চিঠি পত্রাদিও না পাওয়াতে অতিশয় ভাবিত এবং বিস্ময়ান্বিত হইয়া ইহার কারণ অবগত হওয়ার জন্য রাজেন্দ্রবাবুকে একখানি রেজেষ্টারি করিয়া পত্র লিখি। তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে উত্তর দিয়াছিলেন যে,—'আমাদের রেজেষ্টারী বই দেখিয়া আমরা অবগত হইলাম যে, আপনাদের গ্রন্থদ্বয় (২৪ খণ্ডই) পৃথক পৃথক ডাকযোগে পাঠান হইয়াছে।' ইহাতে আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনেকানেক ইষ্ট-পোষ্টাফিসে এবং হেড-পোষ্টাফিসে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বাস্তবিকই উনি পুস্তক পাঠান নাই। পাঠাইলে গোলমাল বা হারাইবার কোন কারণ নাই। এইরূপে কিয়দ্দিবস পরে পুনরায় আমরা ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া একখানি পত্র রেজেষ্টারী করিয়া তাঁহার নামে পাঠাইতে তিনি এই মর্ম্মে উত্তর দিয়াছিলেন যে:—'আপনাদের পুস্তক দুই খানা ডাকযোগে পাঠান হইয়াছে। না পাওয়া অসম্ভব। অতএব আপনারা যদি

একান্তই না পাইয়া থাকেন, তবে আমরাই লোকসান করিয়া একখানি পুস্তক (১২ খণ্ড) পাঠাইয়া দিব।' পরে দুই খানা পুস্তকের ডাকমাশুল ৪৸০ আনা দিয়া আমরা একখানা পুস্তক লইতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাই যে, হয় দুই খানা পুস্তকই পাঠাইবেন, না হয় টাকা পাঠাইবেন। কিন্তু তিনি দুই-টীর একটীও করিলেন না এবং এখনও পত্রের উত্তরও দিলেন না। পরন্তু একখানা পত্রও রেজেষ্টারি করিয়া লিখা হইয়াছিল। লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলাম, ৯৮ নং গরাণহাটা কলিকাতাস্থ 'ভারত-লাইব্রেরীর' ম্যানেজার বাবু রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষই অপর ঠিকানা দ্বারা এই কার্য্যটি সাধিত করিয়াছেন; সত্য মিথ্যা বিশেষ অবগত নহি।"—গরাণহাটার ঠিকানা হইতে আজকালও রাজেন্দ্র বাবু ঐ সকল পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির করেন ও তাহার সম্বন্ধেও কোন না কোন অভিযোগ পাওয়া যায়। এখন, রাজেন্দ্র বাবু এসকলের মীমাংসা করিলে আমরা বড়ই সুখী হই।

৩। ওসমানপুর, জানিপুর পোষ্ট হইতে বাবু শ্রীনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, আর একটী পল্লার কাণ্ড অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধানে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। পুস্তকের নাম 'চিকিৎসাসন্দীপিকা।' কাশী-পুরের বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কাশীপুর পল্লি-বিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত; পোঃ আন্দুলবাড়িয়া, কৃষ্ণগঞ্জ, ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে। অগ্রিম মূল্য মায় ডাক মাসুল ২৷৵০। সুবৃহৎ পুস্তক, খণ্ড খণ্ডাকারে প্রতি মাসে ডিমাই ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মায়, ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইবে। অগ্রিম মূল্য ৩০এ চৈত্রমাস পর্য্যন্ত না দিলে সমস্ত গ্রন্থের মূল্য ৭৲ টাকা দিতে হইবে। মহাশয়, আমি যথাসময়ে অগ্রিম মূল্য দিয়া কেবল ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড মাত্র পাইয়াছি। আর পাইলাম না। চিঠি লিখিয়াও উত্তর পাওয়া গেল না। কি দুর্ভাগ্য! পুস্তক না পাইলেও মূল্য অবশ্যই ফেরত পাইতে তো পারি। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনার হিসাবে ৸০ বার আনা বাদ গেলেও ১৷৵০ এক টাকা দশ আনা আমার পাওনা রহিয়াছে। এই হিসাবে আমার ন্যায় লোকের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। ধৃতবিদ্য লোকে যদি এই রূপ করিতে এবং পুস্তকের ভান করিয়া লোককে ঠকাইতে আরম্ভ করেন, তাহাহইলে আর দাঁড়াই কোথা! যাহাহউক, আপনি এ একটা কিছু না করিলে আর উপায় নাই।" —কাশীপুর, আন্দুলবেড়িয়া অঞ্চলে এ হয়ো কি, আমরা তাই ভাবিয়াই দুঃখিত। যাইহোক, এই ক্ষোভ যে, এততেও কি ক্রেতাগণের চৈতন্য নাই!

৪। বনওয়ারিবাদ স্কুল হইতে বাবু সতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন,—"মহাশয়, বোধ হয় জানেন, ১৩ নং জোড়াবাগান, কলিকাতা হইতে 'সংসার-দর্পণ' নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। আমি একজন তাহার গ্রাহক। অপূর্ব্ব উপহার পাইবার আশায় গ্রাহক হই। কিন্তু অপূর্ব্ব উপহার প্রভৃতি পাই নাই। তাঁহাকে লিখিতে রিপ্লাই কার্ড প্রায় ৵০ আনা খরচ হয়। তবুও তিনি উত্তর দেন না। এবার-কার 'সংসার-দর্পণে' তিনি লিখিয়াছেন যে সকলেরই উপহার আমি পাঠাইয়াছি। যাঁহারা না পাইয়াছেন ডাকঘরে সন্ধান লইবেন। মহাশয়, ডাকঘরে বিশেষ করিয়া খুঁজিলাম; কিছুই পাইলাম না। এবার আপনার শরণা-গত হইলাম। মহাশয় আপনি ইহার একটী উচিত বিচার করিয়া আমাদের উপকৃত

রবেন।"—এ সকল বিজ্ঞাপনের লোভে ড়বার আগে তো কই কাহারও জানিতে না হয় না? আর, তা না জানার ফল ই-ই বটে!

সহরের চোর ও পাড়াগেঁয়ে চোর।

কলিকাতা সহরের একটী ছোটগোছের র পুলিশের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, সহর ত্যাগ পূর্ব্বক কিছু দিবসের নিমিত্ত পল্লি-মে থাকিয়া চুরি করিবার জন্য তিনটিমাত্র সা সঙ্গে লইয়া পল্লিগ্রামাভিমুখে যাত্রা রিল। কিছু দিবস চলিয়া অতিশয় ক্লান্ত ইয়া রাস্তার পার্শ্বে একটী বট-বৃক্ষ-মূলে বেশন করিয়া ক্লান্তিদূর করিতেছে, এমন ময় একটী ব্যাগ-হস্তে আর এক ব্যক্তি াসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। ক্রমে ভয়ে কথা-প্রসঙ্গে উভয়ের পরিচয় পাইল। াহার একটু আভাস আমরা পাঠকগণকে এই ানে দিব।

কলিকাতার চোর।—"দেখ ভাই, কলি-াতায় আমাদিগের ব্যবসা একরূপ মারা াল। আজকাল সকলেই দিনে দিনে অতিশয় তর্ক হইতেছে। সুতরাং সেই স্থানে আর আমাদের ভদ্রস্থ নাই বলিয়া আমি পাড়া-ায়ে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে গমন করি-তেছি। পাড়াগাঁয়ের লোকগুলি নিরীহ ভাল-মানুষ ও সেই স্থানে সুযোগও অধিক। সুতরাং সেই স্থানে বোধ হয় আমার ব্যবসা উত্তমরূপ চালাইতে পারিব।"

আগন্তুক।—"আর ভাই, পাড়াগাঁয়ে যাইয়া কি করিবে! সে স্থানে যদিচ সুযোগ অধিক আছে বটে, কিন্তু সকলেই যে কপর্দ্দকশূন্য! যেখানে চুরি করিবার দ্রব্য নাই, সেই স্থানে কি চুরি করিবে? আমি ইহার এক প্রকার ভুক্তভোগী, যখন আমার বয়ক্রম ১০ বৎসর, সেই সময় হইতে চুরি করিতে শিক্ষা করি-য়াছি এবং এমন দিন নাই, যে দিবস চুরি না করি। কিন্তু ঘরের কথা আর কি বলিব, পুরা-তন কাপড় ও বাসন ভিন্ন কখন সোণারূপার মুখ দেখিতে পাইলাম না। অধিক কি, আমি চুরি করিতে কলিকাতায় যাইব বলিয়া প্রায় মাসাবধি পরিশ্রম করিয়া রাহাখরচের নিমিত্ত কেবল ২৫টী মাত্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। কলিকাতায় চুরি করা শক্ত, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু কোন প্রকারে এক দিবস চুরি করিতে পারিলে এক বৎসরের কার্য্য হইতে পারে।"

কলিকাতার চোর।—"তুমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় চুরি করিতে যাইতেছ, এমন ক্ষমতা তোমার বিশেষ কি আছে যে, তুমি সেই স্থানে অনায়াসে চুরি করিতে পারিবে?"

পাড়াগেঁয়ে চোর।—"ক্ষমতা বিশেষ কিছুই নাই; তবে যখন বাল্যকাল হইতে এই কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি, তখন বোধ হয় আমি কোন প্রকারে অপারক হইব না।"

কলিকাতার চোর।—"আমি তোমাকে পরীক্ষা না করিয়া বলিতে পারি না যে, তুমি কলিকাতায় গিয়া চুরি করিতে পারিবে কি না। সেই স্থানে চুরি করা সহজ নহে। যে ব্যক্তি চক্ষুর অলক্ষিতভাবে চোখের ভোমা ছিঁড়িয়া আনিতে পারে, সেই কলিকাতায় চুরি করিতে পারে। আচ্ছা তুমি এক কার্য্য কর দেখি,—এই যে গাছের নিচে আমরা বসিয়া আছি, ইহার উপরকার ডালে ঐ দেখ একটী কাক বসিয়া আছে। যে ডালে কাক বসিয়া আছে, সেই ডালের অগ্রভাগ হইতে কাকের অগোচরে যদি একটী পাতা ছিঁড়িয়া আনিতে পার, তাহা হইলে জানিব যে, তুমি কলিকাতায় গিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে।"

পাড়াগেঁয়ে চোর ইহার ভিতরের অর্থ

কিছুমাত্র না বুঝিয়া সহরের চোরের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই কাকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আস্তে আস্তে কৌশলপূর্ব্বক খানিক দূর উঠিয়া সহরের চোরকে ঠকাইবার প্রত্যাশায় অন্য আর একটী ডাল হইতে একটী পাতা লইয়া নামিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়াই দেখে, কোথায়ই বা সেই সহরে চোর, আর কোথায়ই বা তাহার পঁচিশটী টাকা ও খান কয়েক পুরাতন ধুতিসহিত তাহার সেই ব্যাগ! তখন সে কলিকাতার চোরের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল ও মনে মনে ভাবিল, যে আমার সদৃশ চোরের দ্রব্য চুরি করে, সে সামান্য চোর নহে। তাহারই যখন কলিকাতায় অন্ন জোটে না, তখন আমার সেই স্থানে যাওয়া বৃথা; এই বলিয়া পাড়াগেঁয়ে চোর তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল। কিন্তু তাহার কোন প্রকার সন্ধান করিতে না পারিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু লজ্জায় আর সে কথা তাহার অনুচরবর্গের নিকট বলিতেও সমর্থ হইল না।

জুয়াচোরের জমীদারি বন্ধক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুলিশের কাণ্ড।

এই জুয়াচুরির বিষয় ক্রমে পুলিশের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহারা গুপ্ত অনুসন্ধানে সকলই জানিতে পারিল। ক্রমে প্রকৃত হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরিও সমস্ত অবস্থা শুনিতে পাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রায় সমস্ত বিষয় বন্ধক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনিও পুলিশকে তাহার যথাসাধ্য সাহার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু পাপ করিয়া কে কত দিবস লুকাইয়া থাকিতে পারে? ক্রমে জুয়াচোরগণের সকলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়ি
শশী পশ্চিম যাত্রা করায় মনে করিয়াছিলেন
কেহ আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইবে
কিন্তু তাঁহার সে আশা মিছা হইল; সাহে
জেলাস্থিত একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে তিনি অতি
গুপ্ত ভাবে এক জনের বাটীর ভিতর লুকা
ছিলেন। এই স্থানের এক জন পুলিশ কর্ম্মচা
তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ধরিয়া আনি
ছন্নামল বহু সতর্কতার সহিত একটী বাগা
ভিতর লুকাইয়া থাকা সত্ত্বেও সেই কর্ম্মচা
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। এ
সময়ে গোবিন্দ ঘোষের পিতা পরলোক গ
করেন। সে ঐ টাকা দ্বারা তাঁহার শ্রা
পযোগী দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া যশোহর জে
ভিতর তাহার নিজ গ্রামে পিতার শ্রাদ্ধ কর
বসিয়াছে, গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী শ্রাদ্ধ
সভা করিয়া বসিয়া আছেন, পুরোহিত
উচ্চারণ করিতেছেন ও গোবিন্দ তিলতুল
সহিত আপন হস্তে পিণ্ড লইয়া পিণ্ড
করিতেছে, এমন সময় পিশাচ হইতে ক
হৃদয় পুলিশ কর্ম্মচারি সেই স্থানে আসি
তাহাকে যমদূতের ন্যায় বাঁধিল। পিণ্ড
আর শেষ হইল না; সেই অবস্থাতেই তাহা
লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সক
তাহাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলি
"মহাশয়, আপনি হিন্দু হইয়া হিন্দুর ক
উত্তমরূপ জানেন। শ্রাদ্ধটী সম্পন্ন হই
আপনি ইহাকে লইয়া যাউন, ইহাতে আপন
লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ভাল হইবেক এবং আপনা
কর্ত্তব্য কার্য্যেরও কোন ক্ষতি হইবেক না
কিন্তু এ কথা কে শোনে! পাষাণ অপেক্ষা
যাহাদিগের হৃদয় কঠিন, পিশাচ অপেক্ষা
যাহাদের আচরণ নিন্দনীয় এবং নরঘা
জল্লাদও যাহাদিগের অপেক্ষা দয়াবান, সে
পুলিশ কর্ম্মচারি কাহারও কথার দিকে এ

বারও কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

এই রূপে অন্যান্য সকল জুয়াচোরগণই ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট অর্পিত হইল। তিনি উহাদিগের বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি পাইয়া এবং যে প্রকার ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে, তাহার উচিত মত সাজা হওয়ার ইচ্ছায় সকলকে হাইকোর্টের সেসনে বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেসন আদালতে।

আজ ছন্নামল, গোবিন্দ প্রভৃতির বিচারের শেষ দিন। শশী, ছন্নামল, গোবিন্দ প্রভৃতি সমস্ত জুয়াচোরগণ করযোড়ে কাঠরার ভিতর পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান; সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে ইংরাজ পুলিশ-প্রহরী; সকলেই নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। কাহারও একটিমাত্র কথা কহিবার যো নাই। এই সময়ে উহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন এখন ইহারা আপনাদিগের পাপরাশী স্মরণ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট ভক্তিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে; ভাবিতেছে, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলে, ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের চেষ্টা করিব, তথাপি এরূপ পাপকার্য্যে আর কখনও হস্তক্ষেপ করিব না। বিপদে পড়িলে মানবের যেরূপ ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি হয়, মন যেরূপ পবিত্র হয়, তাহা যদি ক্ষণস্থায়ী-মাত্র না হইয়া মানব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইত, তাহাহইলে মানবের কোন প্রকার দুঃখই থাকিত না।

উহাদিগের সম্মুখে কাঠরার বাহিরে, অনুবাদক দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল কথা পাপীদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন। দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে দর্শকমণ্ডলীর এত ভিড় যে, কাহার সাধ্য আর তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। অনুবাদকের সম্মুখে উকিল-কাউন্সিলের ভিড়, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার উপর ভারতেশ্বরীর রজতনির্ম্মিত মুকুট ও অসি প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহার সম্মুখে পশ্চিমমুখে সারি সারি কর্ম্মচারিগণ কাগজপত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে সর্ব্বোপরি রক্ত বসনে আচ্ছাদিত হইয়া ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি বসিয়া বিচার কার্য্যে রত। দক্ষিণে ও বামে দুইজন দণ্ডধারী দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার দক্ষিণে সাক্ষ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার দক্ষিণে নয় জন বিচারক (জুরি) বসিয়া উকিল কাউন্সিলগণের কূট প্রশ্ন ও সাক্ষ্যদিগের উত্তর-প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে মধ্যে পুলিশের শ্বেত কর্ত্তারাও বিচরণ করিতেছেন। এই অবস্থা দৃষ্টে পাপীর মন কেন, মানবমাত্রেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি।—"শশী! ইহাতে তুমি কি বলিতে চাও?"

শশী।—"ধর্ম্মাবতার, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী। আমি মিথ্যা বলিব না; সকলই সত্য বলিব। ইহাতে ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাকে যে রূপই দণ্ড প্রদান করিবেন আমি তাহা সন্তুষ্টের সহিত গ্রহণ করিব। কিন্তু ধর্ম্মাবতার! আমি নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল ছন্নামল ও গোবিন্দের প্রলোভনে পড়িয়াই আমার এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহা আর আমার এখন বলিবার কোন আবশ্যক নাই; আমাকে উপযুক্ত পরিমাণে দণ্ড প্রদান করুন।"

ছন্নামল ও গোবিন্দ।—"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমরা ইহার কিছুই জানি না। এই শশীই সমস্ত করিয়াছে। আমাদিগের সহিত ইহার কোন কারণ বশতঃ বিবাদ থাকাতে মিছামিছি আমাদিগের নাম করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে।"

ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি।—"দেখ, আজ কয়েক দিবস হইতে তোমাদের বিচার হইতেছে এবং জুরিগণ সকলেই তোমাদিগকে দোষী স্থির করিয়াছেন, এবং আমিও সাক্ষিগণের বাচনিক যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমরা ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী। আর, তোমরা যেরূপ ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিয়া একটী নিরীহ বড় জমীদারের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহা আমি কোন ক্রমেই সামান্য অপরাধ বলিয়া স্থির করিতে পারি না; তথাপি আমি তোমাদিগের উপর অতিশয় দয়া প্রকাশ করিলাম এবং শশী ব্যতিরেকে তোমাদিগের সকলকেই সাত বৎসরের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ করিলাম। ভরসা করি, এই সাত বৎসর পরে তোমরা সাধু জীবন অবলম্বনে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবে। আর শশী! তুমি মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট সমস্ত অবস্থা স্বীকার করিলে, এবং ছন্নামলই যে তোমাকে এই পথ অবলম্বন করাইয়াছে তাহার আর কোন ভুল নাই, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তথাপি তোমার দোষ অতিশয় গুরুতর। যাই হ'ক তুমি বালক বলিয়া আমি কেবলমাত্র তিন বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করিলাম।"

অনাচারই রোগের মূল।

প্রাচীনের যুক্তি।

"স্নান ও আহার না করিতে হয়, এমন লোকই নাই। আমরা স্নান করিয়া তৎপরে অন্ততঃ দুই ঘটা পর্য্যন্ত পূজা ও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করি। আর, এখনকার বাবুরা 'পূজা আবার কি? ঈশ্বরের নাম লইতে হয় তো রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমাজে গিয়া লইব' এইরূপ নানা কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। অন্য প্রস্তুত দেখিয়া স্নানের জন্য তৈলমর্দ্দন আরম্ভ ও সত্বরে স্নান করিয়া আহারে বসিয়া যান। এটা কি ভাল? আমি আমার নাতির একখানা বাঙ্‌লা স্বাস্থ্যরক্ষার বৈতে পড়েছি, স্নানের অন্ততঃ দু'ঘটা পরে আহার করা উচিত। কারণ, স্নান করার পর শরীরস্থ শোণিতবাহী ধমনীর কৈশিকা সকলের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়; সুতরাং সে সময়ে আহারাদি করিলে হঠাৎ কৈশিকাগুলির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগ জন্মাইতে পারে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে এখনকার বাবুরা অন্ন প্রস্তুত দেখিয়া স্নান করিয়া আসিয়া অমনি ঝাঁ করিয়া আহার করিতে বসেন কেন? আহার করাটা তো অপরের ব্যাপার দেওয়া নহে! আর এক কথা, আহারের অন্ততঃ ১ ঘটা পূর্ব্ব হইতে মন স্থিরভাবে থাকা চাই; নচেৎ উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল অন্তঃকরণে আহার করা যায় না। তা সে বিষয়ে কয় জন মনঃসংযোগ করেন? আর, সেই জন্যে অনেকে এখন রোগে কষ্টও পাইয়া থাকেন। পূজা করা পুণ্য কার্য্য, একথা এখনকার লোকে মানেন না। তা মেনে কাজ নাই। পুণ্য কারে বলে?—যে কার্য্য করিলে স্বীয় মঙ্গল হয়, সেই তো পুণ্য কার্য্য? না, পুণ্য কার্য্যের অপর অর্থ আছে? তা পুণ্য কার্য্যই যদি স্বীয় হিত জন্য লোকে করে, তবে স্নানান্তে পূজাদি করায় দোষ কি? আমি যাহা বলি, দেখ দেখি, ইহাতে স্বীয় মঙ্গল হয় কি না? মনে কর, যদি স্নানান্তে অন্ততঃ ২ ঘটা পরে আহার করা উচিত হয়, ও আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মন স্থিরভাবে থাকা আবশ্যক হয়, তবে এমত কি উপায় আছে, যাহাতে এই এক উপায়ে দুই কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে? বিষয়-চিন্তা বল, অথবা অন্য যে কোন কার্য্য বল, যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে, তাহাতেই গভীর চিন্তার আবশ্যক হইবে ও মনকে নিতান্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিবে। একমাত্র ঈশ্বরের নাম গ্রহণে মনঃ স্থির হইতে পারে। আর, এক ঘণ্টার জন্য ঈশ্বর-চিন্তা করার পরে সে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আহার করিবার কালে নিশ্চয়ই মন অন্য চিন্তাশূন্য থাকিবে। কিন্তু বিষয়াদির চিন্তাই বল, বা অন্য চিন্তার বিষয়ই বল, তাহা যত চিন্তা করিবে, ততই চিন্তাস্রোত ভাসিয়া যাইবে ও বহুবিধ যুক্তি ও তর্কবিতর্ক আসিয়া মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। স্নানের পরই আহারটা বড় দোষের। এই নিয়মের ব্যভিচারে অম্ল, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছাদি উৎকট উৎকট রোগ জন্মিতেছে বলিয়া তো আমার বিশ্বাস।

কতই বা বলিব? যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখি, সাবেক রীতিনীতি ছেড়ে দিয়ে এখনকার লোকের মনে যা আসে, তাই করে। খাদ্যসম্বন্ধে আমাদিগের সাবেক পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাদিগের এরূপ গভীর জ্ঞান ছিল যে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শেষ হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কতই যে আয়াস স্বীকারে সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এখন ডাক্তারেরা মটরের ডাইলে কি কি আছে, দুগ্ধে কি আছে ইত্যাদির বিষয় প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইতেছেন; কিন্তু সে সকল বিষয় যে কত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে মীমাংসিত হ'য়েছে, তা হিসাব করিয়া উঠা যায় না। খাদ্য-দ্রব্য-নির্ব্বাচন, কোন্‌টি খাওয়া উচিত, কোন্ ঋতুতে কোন্ খাদ্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত, এগুলি জানা এতই দরকার যে, গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকা মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সেগুলি লিখিত হইতেছে। ডাক্তারদের মুখেও একথা শুনেছি—নিত্য একরূপ খাদ্য ভক্ষণে রোগ হয়। তা হৌক্, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যত দূর উৎকর্ষতা লাভ ক'রেছিল, ততদূর যে আর কোন শাস্ত্রে আছে, এ তো আমার বোধ হয় না। আর, সেই সকল উক্তির অভ্যন্তরে কত দূর গভীর জ্ঞানের পরিচয় নিহিত আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে কর, চন্দ্রসূর্য্যের গতি অনুসারে জোয়ারভাঁটা নিত্য হয়। জোয়ার আর কিছুই নয়, যে পরিমাণে জল থাকে তাহা স্ফীত হয়, এটা তোমরা প্রত্যক্ষ দেখেছ। আর গোদ বা কোরণ্ড ও রসযুক্ত বাত রোগে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যাতনার বৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখেছ; সেটাও চন্দ্রসূর্য্যের গতি অনুসারে হয়। কারণ, তন্মধ্যস্থ জলীয় বা তরল দ্রব্য আয়তনে স্ফীত হইয়া পীড়িত স্থানে টান-বোধ ও যাতনার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তবে কেন ডাব নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ জল চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণ অনুসারে আয়তনে স্ফীত না হইবে? কঠিন আবরণমধ্যে ঐ জল রুদ্ধ থাকায় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে পৃথিবীস্থ সকলকেই বশীভূত হইতে হইয়াছে। গোদ বা কোরণ্ডের তরল পদার্থের বৃদ্ধিবশতঃ যাতনা উপস্থিত হইলে তখন সেটা রোগের একটা উপসর্গমধ্যে গণ্য হয়। ডাব নারিকেলের জলও নির্দ্ধারিত দিবসে আয়তনে স্ফীত হওয়ায় পীড়িত হইল; সুতরাং সে দিবসে ঐ জল পানে নিশ্চয়ই ব্যাধির উৎপত্তি হইবে। তা এ কথা কি এখনকার শিক্ষিতাভিমানী বাবুরা স্বীকার করেন? কিন্তু যুক্তিতে তো সকলকেই বাধ্য হইতে হইবে। ঐ সম্প্রদায়ের লোক সকল যুক্তিকে ধূলাপড়া দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন। একটী ডাবের জলের উপমা দিয়ে বুঝাইলাম; এই মত যে নিত্য একটী একটী দ্রব্য-ভক্ষণ-নিষেধ-বাক্য পঞ্জিকামধ্যে দেখিতে পাও, তাহার প্রত্যেকটীরই অভ্যন্তরে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে; আমাদের তত দূর জ্ঞান নাই, সুতরাং সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে

অক্ষম হইয়া তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া ও সব কথা উড়াইয়া দেই; কিন্তু সেটা বড় অন্যায়।

এখনকার বাবুরা খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে কোন বিচারই করেন না। হাঁস, মেষ, ডাঁশ্ যা সম্মুখে পান, তাই সুখাদ্য ও উপভোগ্য-বোধে আহার করিয়া থাকেন। এটা তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন না যে, ঐ সকল বস্তু আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশস্থ লোক সকলের শরীরোপযোগী নহে; আর, এই জন্যই অখাদ্য আখ্যায় পরিত্যক্ত এবং যাহাতে সাধারণে সে সকল স্পর্শ না করে, সেই জন্য একটী একটী উৎকট পরিনাম-বাক্যের সহিত বর্জ্জিত হইয়াছে। খাদ্য হইলে অবশ্যই তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত করিতেন, সন্দেহ নাই। খাদ্যদ্রব্যের ব্যভিচার-দোষে এখনকার অধিকাংশ রোগ যে জন্মিতেছে, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তার একটী প্রমাণ দেখ;—যাহারা নিষ্ঠাকাষ্ঠা, ঐ সকল নিয়ম পালন করে, তা'দের মধ্যে কয় জন লোক তোমার 'ম্যালেরিয়ায়' ভোগে? মন যদি প্রফুল্ল থাকে, আহার ও স্নানের নিয়মাদি যথারীতি হয়, এমত অবস্থায় শাক অন্ন ভক্ষণ করিলেও শরীর নীরোগ অথচ হৃষ্টপুষ্ট থাকিবে। ম্যালেরিয়া' তা'র ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। তা আমি যা' বলিলাম, এইরূপ প্রতি পদে, প্রত্যেক কার্য্যে দেখাইতে পারি, সাবেক নিয়ম সকলের ব্যভিচার করা দোষেই এখনকার লোকে ম্যলেরিয়া প্রভৃতি রোগে সমূহ কষ্ট ভোগ করিতেছে ও ক্ষীণআয়ু হইয়া অকালে লয় পাইতেছে। আর একটা মোটা কথা মনে রাখিও, পণ্ডিত জয়চাঁদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র মাষ্টার রেভেরাণ্ড হৃষীকেশ হইলে কখনই তাহাতে মঙ্গল হয় না। যেরূপ বীর্য্যে তাহার জন্ম, তাহার শরীরও সেই ধাতুবিশিষ্ট হইবে;—এটী বিজ্ঞানসিদ্ধ কথা। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান সাহেব হইয়া সাহেবী ধরণে চলিলে নিশ্চয়ই তাহাকে বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া যেমন সংক্রামক বিষ, এই ধরণের লোকগুলা ও তা'দের আচার ব্যবহারও তাই। এই লোকগুলার সংস্রবে যা'রা থাকে, বা এদের আচার ব্যবহারাদি যাহারা অনুকরণ করে, তাহারাও নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া-বিষের ন্যায় সংক্রামিত রোগগ্রস্ত হইবে। এখনকার লোকে যে এত অল্প-আয়ু হইতেছে, তা'র কারণ উপরে যাহা বলিলাম, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে*।"

পুনর্ম্মিলন।

আজি আসিয়াছি, তোমাকে দেখিব বলিয়া! অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, অনেক দিন তোমার ও সুধামাখা কথাগুলি শুনি নাই, তবুও তোমার ও মুখখানি, ঐ সুমধুর কথাগুলি যেন এই প্রাণের প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে। এই হৃদয়তন্ত্রী আজিও তোমার নামে বাজিয়া উঠে, প্রেমের সমুদ্র আজিও তোমার নামে উছলিয়া উঠে।

একদিন ভাবিয়াছিলাম—এই সংসার সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে আকুল হইয়া ভাবিয়াছিলাম, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই। যেখান হইতে আসিয়াছিলাম—সান্ধ্য পবন-সঞ্চালনে হেলিয়া দুলিয়া, তরঙ্গের আন্দোলনে ভাসিয়া ভাসিয়া, প্রফুল্ল চন্দ্র-কিরণ চুমিতে চুমিতে—আমি যেখান হইতে আসিয়াছিলাম, একাকী সেখানে চলিয়া যাইব।

তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি, ঐ অমৃতময় কথাগুলি, ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু আমার এ মহাযাত্রার পথে সহায় হইবে, ভুলিয়াও তো কই তখন এ কথা ভাবিতে পারি নাই! তাই তোমার বাধা না মানিয়া, তোমার কথা না

* চিকিৎসা-দর্শণের সংক্ষেপ।

শুনিয়া, তুমি কষ্ট পাইবে জানিয়াও, জীবনের পরপারে আপনার সুখশান্তি খুঁজিতে গিয়া সংসারের মরীচিকায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম। এ দগ্ধ জীবনে সুখের পথ প্রশস্ত করিতে গিয়া দুঃখের পথই প্রশস্ত করিয়াছিলাম। দিনকে দিন, রাত্রিকে রাত্রি না ভাবিয়া, অবিশ্রান্ত সুখের আশায়, শান্তির অন্বেষণে, এ জীবনকে যন্ত্রণার করে সমর্পণ করিয়াছিলাম।

কত নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিলাম, কত দুর্গম মরুভূ পথের বিঘ্ন হইল, কত নদ-নদী-পর্ব্বত চরণে দলিয়া চলিলাম—কত কষ্ট পাইলাম, কত যন্ত্রণা সহ্য করিলাম, তবুও সে কষ্টকে কষ্ট, সে যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলিয়া মনে করিলাম না। তখন ভাবিলাম, আমার স্বাধীনতার সংহারিণী, সুখ শান্তির বিরোধিনী, যে বিঘ্নময়ী যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, ইহাই আমার পরম লাভ। ইহাই পরিণামে আমার সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, হৃদয়ে শান্তির জ্যোৎস্নাময়ী আলোক ঢালিয়া দিবে।

কিন্তু সে আশা বৃথা হইল, সে চিন্তা কল্পনা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। পরিশ্রান্ত প্রাণ লইয়া ছুটিলাম না এমন দেশ নাই, ঘুরিলাম না এমন স্থান নাই, কিন্তু কই, সুখশান্তি মিলিল না ত! যে দাবদগ্ধ হৃদয় শীতল করিতে সংসারের বন্ধন ছিঁড়িয়া, তোমাকে ছাড়িয়া, সকল ছাড়িয়া, প্রাণপণে গভীর সমুদ্রে সুশীতল বারির অন্বেষণে ছুটিতেছিলাম, সে সমুদ্র দেখিলাম কই—সে বারি মিলিল কই! খুঁজিতে খুঁজিতে, ছুটিতে ছুটিতে, অনন্ত পিপাসায় সে প্রাণ যে অবসন্ন হইল, সে বাসনা যে নিবাইয়া আসিল; যন্ত্রণার সংঘর্ষণে, নৈরাশ্যের আহুতি প্রদানে সে দগ্ধ হৃদয় যে আরও পুড়িয়া গেল। অনেক খুঁজিলাম, কিন্তু সংসারে এমন কেহ নাই, যে ইহার প্রতিবিধান করে, পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে দাঁড়াইয়া এই ভস্মীভূত হৃদয়ের সন্তর্পণ করি!

তাই আসিয়াছি—দেবি! তাই আসিয়াছি, তোমার ও চরণতলে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে। ক্ষমা কর,—তোমার করুণার সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া এ দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া দাও। তোমাকে আমার স্বাধীনতার শত্রু ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম, জীবনের বন্ধন ভাবিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম, এই হৃদয় বিধ্বংসের বিষাস্ত্র ভাবিয়া ভীত হইয়াছিলাম। আজ দেখিতেছি, তা নয়—এ প্রাণে সুখের প্রদীপ জ্বালিতে, এ হৃদয়ে শান্তির বারি ঢালিতে, এ বিশ্বসংসারে আমার কেবল তুমিই রহিয়াছ।

এস,—আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু ভুলিতে পারি নাই। তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তি আমার এ শুষ্ক হৃদয় সরস করিয়া রাখিয়াছিল, প্রাণের এ অন্ধকারময় মন্দির উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভাতের মধুর সূর্য্য-কিরণে আমি কেবল তোমারই মুখচ্ছবি দেখিয়াছি, সন্ধ্যার কলকণ্ঠে তোমারই অমৃতময় বাক্য শুনিয়াছি। দিবসের প্রশস্ত আলোকে তোমারই জ্ঞানময়ী, প্রভাময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে ধ্যান করিয়া পুলকে রোমাঞ্চ হইয়াছি—আবার রজনীর অন্ধকারময় নিশীথ নীরবতায় তোমারই প্রশান্ত প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি। এখন বুঝিয়াছি—হেমন্তের হিম-পাত, নিদাঘের রৌদ্র, বর্ষার বারি-ধার সহিয়াছিলাম কেবল কার্য্যসাধনের জন্যই নহে—কার্য্যসাধন-হেতু তোমাকে হৃদয়-রাজ্যের অধিশ্বরী করিব বলিয়া!

এখন শুনিলে ত?—এস, ক্ষুণ্ণ হইও না। তোমাকে শত্রু ভাবিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার অমর্য্যাদা করিয়াছি—তথাপি তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। মনুষ্যের জ্ঞান অতি সামান্য, শক্তি অতি তুচ্ছ, হৃদয় অতি দুর্ব্বল; তোমাকে ছাড়িয়াছি, তাহাতে তোমার অমর্য্যাদা

করা হয় নাই—কেবল আমিই আমার ক্ষুদ্রত্বের, হেয়ত্বের ও দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছি।

আর এক কথা, জগতে জীবনের উদ্দেশ্য—মঙ্গল। আমি এতদিন তোমাকে শত্রু ভাবিয়াছিলাম—ছাড়িয়াছিলাম, তোমার প্রতি ঘৃণা-প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার ফল ফলিয়াছে—তাহাতে আমার সেই প্রত্যক্ষ মঙ্গল লাভ হইয়াছে। এই পুনর্ম্মিলনের ফল যে মঙ্গল, ইহা কি তোমাকে বুঝাইতে হইবে?

তাই বলি, এস—আর কাঁদিও না, ক্ষুণ্ণ হইও না, দুঃখিত হইও না। সুখের সময় দুঃখে গিয়াছে—গিয়াছে, ক্ষতি কি?—পৃথিবী কেবল সুখের স্থান নয়—পরীক্ষার স্থানও বটে। আর সুখের দিনও ত দূরগত নয়—সুখ ত এই সম্মুখেই রহিয়াছে। এস, জীবনের কার্য্য-সাধন করি, ভবিষ্যৎ সুখশান্তির অনন্ত শোভায় চিত্ত স্থির করিয়া বর্ত্তমানের আনন্দে অতীতের নিরানন্দ ডুবাইয়া দি!

প্রাতঃস্মরণীয়া

রাণী ভবানী।

(১)

উত্তর-বঙ্গের রাজসাহী-বিভাগে ছাতিম নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়। উক্ত পল্লী-প্রান্তে আত্মারাম চৌধুরী নামক এক চিরদরিদ্র বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পবিত্রাত্মা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। ১১৩১ বঙ্গাব্দে ছাতিম পল্লীর সেই দরিদ্র গৃহে ভবানী জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশব হইতেই ভবানী সমধিক সৌন্দর্য্য-শালিনী ছিলেন; বিশেষ, দৈহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে অনুপমা রূপ-বিভূষিতা রাখিয়াছিল। শৈশব হইতেই শিষ্টাচার, সুশীলতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণপরম্পরা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই লক্ষিত হইত। পিতৃসংসারে দরিদ্র-চাপ যে সকলের বিস্ময়কারী হইলেও, মধ্যে মধ্যে স্বতঃই তাঁহার সে সকল গুণের বিকাশ দেখা যাইত। অধিক কি, গুণপরম্পরায় তুষ্ট থাকিয়াই প্রতিবেশীগণ 'সুলক্ষণসম্পন্না' বলিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেন। আর, দরিদ্র-নন্দিনীর এই সকল লোকবিমোহন গুণরাশিই তাঁহার রাজরাণীত্বের মূল।

রাজা রামজীবন রায় রাজসাহীর অধিপতি ছিলেন। ১১৩৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত নাটোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি রাজত্ব করেন। রাজা রামজীবনের দ্বিতীয় পুত্রের নাম, রামকান্ত রায়। এই সময়ে বৃদ্ধ রামজীবন পুত্রের শুভ পরিণয়-কামনায় বিশেষ ব্যগ্র হয়েন; বৃদ্ধ বয়সে কিছু দিন পুত্র-পুত্রবধূ-মুখ সন্দর্শন করিয়া সুখী থাকেন, এই সময় এই তাঁহার বাসনা হয়; তিনি নানামতে পাত্রীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ভবানীর অদৃষ্ট ফিরিল; দরিদ্রনন্দিনী হইলেও, রূপগুণ-বিভূষিতা ভবানীর প্রতিই রাজা রামজীবনের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি ভবানীর সহিতই রামকান্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করাইলেন।

পুত্রের বিবাহের পর রামজীবন কিন্তু আর অধিক দিন রাজ্যভোগে সক্ষম হইলেন না; বার্দ্ধক্যে শীঘ্রই তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া আসিল; পুত্রবধূমুখ-সন্দর্শনের প্রায় তিন চারি বৎসর মধ্যেই তিনি মানবী লীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং পিতার পরলোকান্তে পুত্র রামকান্তই এখন পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; আর, দুঃখের ক্রোড়ে পালিতা ভবানী এখন অন্ততঃ নামেও 'রাজরাণী'।

কিন্তু রামকান্ত এখন তরুণ যুবক; যৌবনোচিত রিপু-চাঞ্চল্যে এখন তাঁহার হৃদয়মন অধিকৃত। বিশেষ, তাহাতে আবার এসময় অতুল পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার যৌবন-চাঞ্চল্য অর্থ সহচর পাইয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইল। তিনি কুপ্রবৃত্তিবশে সুজনের পরামর্শে অবহেলা দেখাইয়া কুসঙ্গে রত হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্ব হইতে দয়ারাম নামে রাজসংসারে একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কার্য্যপটুতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়া রাজা রামজীবন তাঁহাকে সামান্য ভাণ্ডারী হইতে কর্ত্তৃপদ প্রদান করেন। দয়ারাম কিন্তু রামকান্তের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার সুমতি সম্পাদনের চেষ্টায় নানা পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যসহায় বন্ধু-বান্ধব পাইয়া এসময় সে পরামর্শ রামকান্তের কর্ণে শেলসম বাজিতে লাগিল। অধিক কি, তিনি দয়ারামকে রাজসংসার হইতে বিতাড়িত করিয়া তৎস্থানে তাঁহার জনৈক সহচরকে কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, বুদ্ধিমতী ভবানী এসময় স্বামীর চরণে ধরিয়া, মিনতি করিয়া কতই বারণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রমত্ত প্রাণ সে বারণ শুনিল না; তিনি দয়ারামকে রাজসংসার হইতে বিদায়ই দিলেন।

দয়ারামের রাজসংসার ত্যাগ হইতেই রাজসংসার দিন দিন লক্ষ্মী-শ্রী হারাইতে লাগিল; সংসারে নানারূপ অমঙ্গল অলক্ষণ দেখা দিল। চিরবন্ধু দয়ারাম নিষ্ক্রান্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজসংসারের অধঃপতন দেখিতে যেন তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। একদিনের জন্যও যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন, পরে পরম শত্রু হইলেও তাঁহার যাহাতে উপকার করা যায়, বিশ্বস্ত দয়ারামের মনে সদাই এই ভাব স্থান পাইয়াছিল। তাই নিষ্ক্রান্ত হইয়াও তিনি রামকান্তের চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টিত রহিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এসময় বঙ্গসিংহাসনে সমাসীন। নাটোর-রাজবংশ তাঁহার আয়ত্তাধীন করদমাত্র। বহুদিবস যাবৎ রাজসংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দয়ারাম আলিবর্দ্দীর নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের চরিত্র বিষয়েও সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন আলিবর্দ্দীর দ্বারাই কৌশলবলে রামকান্তকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত হইল।

ক্রমে তাহার ফলস্বরূপ অদূরদর্শী নবাব আলিবর্দ্দির নিকট হইতে ঘটাং দেবীপ্রসাদ নামে আর এক ব্যক্তি রাজসাহীর রাজা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন; রামকান্তকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনিই রাজ্যাধিকারী হইবেন, এই নবাবের আদেশ। ক্রমে সে আদেশ প্রতিপালিত হইল; সৈন্যবল পর্য্যন্ত আসিয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। আর, সে সময় সে গতি রোধই বা করে সাধ্য কার? অগত্যা রাজা রামকান্তও গৃহত্যাগী হইলেন। কিন্তু এই ক্ষোভের বিষয় যে, সে বিপদে তাঁহার অর্থসহায় কোন বন্ধুই সাথী হইল না; কেবলমাত্র রাণী ভবানীকেই সঙ্গে লইয়া তিনি প্রবাসী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাবের ধনরক্ষক জগৎসেঠের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; বিপন্ন দেখিয়া জগৎসেঠ এখন সস্ত্রীক রামকান্তকে আশ্রয় দিলেন। সুতরাং রাজ্যেশ্বর আজ পরাশ্রয়ী! হায়! চরিত্র-দোষ মানুষকে এতই নীচত্বে পাতিত করে!

গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন কালে বুদ্ধিমতী ভবানী সকলের অলক্ষ্যে আপনার অলঙ্কার গুলি ও কতক গুলি মণিমাণিক্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়াছিলেন। পাছে সঙ্গে সম্পত্তি আছে জানিলে স্বামীর মনও পুনঃ মোহে মগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সে কথা স্বামী রামকান্তের নিকটও সংগোপন রাখিয়াছিলেন; মনে ছিল, ইহা অপেক্ষাও যদি কোন গুরুতর বিপদ আলিঙ্গন করিতে হয়, তখন তাহাতে উপকার পাইবেন। যাইহোক, এই দুর্দ্দশার সময়ও বুদ্ধিমতী ভবানী কিন্তু একটু সুবিধা পাইলেন। সুপরামর্শ

দিয়া প্রবত্ত স্বামীর মন ফিরান, এখন তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল। চরিত্র ও সঙ্গদোষে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তিনি এখন স্বামীকে নিকটে পাইয়া, সদাই সে কথা বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন কয়েক যাইতে যাইতে, দুর্দ্দশার কঠোর পীড়ন সহ্য করিতে করিতে, ক্রমে রামকান্তের মোহ ভাঙ্গিয়া আসিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার নিজ দোষেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। আরও বুঝিলেন যে, যে দয়ারামের কথা তখন শেল সম বাজায় তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, সেইই তাঁহার প্রকৃত মিত্র—তাহার অভাবই যত কিছু অনিষ্টের মূল! সুতরাং ভবানীর পরামর্শক্রমে এখন দয়ারামের সহিত পুনঃসদ্ভাব স্থাপনেই তাঁহার মতি হইল। তিনি সসম্মানে সংবাদ দিয়া দয়ারামকে নিকটে আনাইলেন। দয়ারামও তখন বুঝিলেন; পূর্ব্বাপর সকল বিষয়ই রামকান্তের এখন অনুশোচনার বিষয় হইয়াছে, এই তিনি সুলক্ষণ বলিয়া জানিলেন। অতঃপর বিশেষ শিক্ষা হইয়াছে বুঝিয়া দয়ারাম আবার তাঁহকেই রাজ্য-প্রদানের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন।

এই কার্য্যে দয়ারামের কয়েক সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন হইল। মন বুঝিবার জন্যই হউক বা প্রকৃত অর্থের অনাটনবশতঃই হউক, তিনি রাণী ভবানীর নিকট পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার প্রার্থনা জানাইলেন। রামকান্ত দয়ারামকে চিনিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ভবানী দয়ারামকে চিনিয়াছিলেন। বিশেষ, এ সময় তাঁহার পরামর্শাদি শুনিয়া প্রকৃতই তাঁহার দ্বারা উপকার পাইবেন, এই তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল। সুতরাং ভবানী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। যে কোন উপায়েই হউক, পতি যাহাতে সুখী হন, এই তাঁহারও প্রতিজ্ঞা হইল। তিনি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে রাজসংসার হইতে নিভৃতে আনীত আপনার সেই অলঙ্কারাদি দয়ারামের হস্তে অর্পণ করিলেন; এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা রহিলেন; এখন ঈশ্বর কৃপায় আপনি কৃতকার্য্য হউন, এই প্রার্থনা।"

অতঃপর বিদায় লইয়া দয়ারাম অর্থবলে রাজ্যের প্রজাদিগকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। আর, ক্রমে প্রজাগণের দ্বারাই নবাবসমীপে রাজসাহীর রাজা দেবীপ্রসাদের নিন্দাবাদ ও রামকান্তের নানারূপ প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে ও তলে তলে আরও নানা ষড়যন্ত্র করিয়া দয়ারাম ক্রমে দেবীপ্রসাদকে উত্যক্ত ও তৎপ্রতি নবাবের বিতৃষ্ণা জন্মাইলেন। অধিক কি, তাহার ফলস্বরূপ কিছু দিনের মধ্যেই ক্রমে রামকান্তই পুনরায় রাজসাহীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ও দেবীপ্রসাদকে পদচ্যুত হইতে হইল। তলে তলে যে কি কাণ্ড হইল, ভ্রান্ত আলিবর্দ্দী একবার চকিতের চক্ষেও কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না; কেবল কাষ্ঠের পুত্তলিবৎ তাঁহাকে হাসাইয়া নাচাইয়া দয়ারামই আপনার গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিলেন।

রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে রামকান্তের মোহ ঘুচিয়াছিল; রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখন তাঁহার চরিত্রে আরও নির্ম্মলতর ভাবের বিকাশ পাইতে লাগিল। দয়ারামের নিকট প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া এবং পত্নী ভবানীর সেই অসময়ে অলঙ্কার-দানের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি তদবধি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলেন। আর, তখন হইতে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া আর কোন কাজই করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এইরূপে কিছু দিন সুখে রাজ্যভোগ করিয়া ১১৬৩ বঙ্গাব্দে রাজা রামকান্ত রায় ইহজীবন ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ১৬বর্ষকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে রাম-

কান্তের একমাত্র কন্যা ভিন্ন সন্তানাদি কিছুই ছিল না। সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব হইল। ভবানী এ সময় পতিবিয়োগে অতিশয় ক্লিষ্ট হন; অধিক কি, সহমৃতা হইতেই প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু প্রজাগণের মাতৃবৎ অনুরাগে ও দয়ারাম প্রভৃতি অমাত্যবর্গের পরামর্শে তিনি তাহা পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে স্বামীর ত্যক্ত রাজ্যেরই শাসনভার লইতে হইল। সিংহাসনে স্বামীর চরণ-পাদুকা রক্ষিত রাখিয়া অতঃপর ভবানীই রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ভবানী আজ হইতেই প্রকৃত "রাণী ভবানী।"

টোট্‌কা টুট্‌কি। ✓

ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধানে * কএকটি টোট্‌কা-টুট্‌কি মুষ্টিযোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেক পাঠকের সে সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া অদ্যও নিম্নে কএকটিমাত্র টোট্‌কা টুট্‌কি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল;—

অম্লরোগ—শ্বেত চন্দন আধ তোলা ও টাটকা মাখন আধ তোলা একত্রে মিশাইয়া প্রাতে ৪৫ দিন খাইলে অম্লরোগ আরাম হয়।

আমাশয়—দধি, বেলের সাঁস, মর্ত্তমান কলা, ইছবগুল, এই সকল সমভাগে লইয়া এক তোলা পরিমাণ তিন বার খাওয়াইলে আমাশা একদিনে ভাল হইবে। এক ছটাক আন্দাজ বাতাবি লেবুর রস লইয়া আদছটাক আন্দাজ চিনি মিলাইয়া এক বারে বা দুই বারে খাইলেও সদ্য আরোগ্য হইবে। অজীর্ণ দোষে আমাশা হইলে তবে নটিয়াশাকের সিকড় বাটিয়া খাইলে ভাল হইবে। বেল ও শুঁট জলে সিদ্ধ করিয়া পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে রক্ত-অতিসার ভাল হয়। সজিনার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল অল্প গরম থাকিতে আধ পোয়া আন্দাজ প্রত্যহ ২ বার খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়। কাঁচা আঁব ভাতে ও গেঁড়ির ঝোলও উপকারক।

কাশী—শুকনা বেল পাতার গুঁড়া মধু দিয়া মাড়িয়া এক আনা পরিমাণ বড়ি তৈয়ার করিয়া ঐ বড়ি প্রাতে ও বৈকালে একটা মুখে রাখিলে কাশী আরোগ্য হয়। তুলসী পাতার, আদার বা পানের রস এবং শুঁটের ক্বাথ উপকারক।

চক্ষু রোগ—খাঁটী সরিষার তৈল চক্ষুতে ফুট দিলে সকল প্রকার চক্ষু উঠা, পিঁচুটি পড়া ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়। লাউ গাছের কচি আঁকড়ার রস চক্ষুতে ফুট দিলে চক্ষু উঠা সারে। চোখ বড় কর কর করিলে গরম দুধের ভাব বড় উপকারক!

ছানি—এ রোগের অতি সহজ চমৎকার ঔষধ এই যে, ভাল দেশী নিষেদল অতি পরিষ্কার পাত্রে খুব পিষিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া উহা কিঞ্চিত মাত্রায় প্রত্যহ ছানির উপর ছড়াইয়া দিলে, ২০।২৫ দিনের মধ্যে ছানি কাটিয়া চক্ষু পরিষ্কার হইবেক। যে সময়ে উক্ত ঔষধি লাগাইবে, সেই সময়ে এক তোলা ঘি গরম করিয়া এক তোলা চিনি আর কিঞ্চিৎ গোল মরিচের গুঁড়া বেশ মিশাইয়া লাড়ু পাকাইয়া সকালে খাইবে।

সহজ জ্বর—শিউলি ফুলের পাতায় অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ দিয়া রগড়াইয়া রস বাহির করিয়া ঐ রস আধ ছটাক আন্দাজ মধু দিয়া প্রাতে দুই দিন খাইলেই সহজ জ্বর আরোগ্য হয়। আর, বেল পাতা ও কালমেঘের রস এবং চিরতা ও নিমছালের ক্বাথ দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তের জ্বরে আনারস উপকারক।

ধবল—বীচে কলার খোসার ভস্ম, তালের জটার ভস্ম, গোদন্তী হরিতালের সহিত সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া এক সপ্তাহ প্রলেপ

* অনুসন্ধান ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দিলে গাত্রে সাদা সাদা দাগ হইলে তাহা কাল হইয়া যায় এবং ক্রমে কাল দাগ উঠিয়া গিয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয়।

পেটফাঁপা—গোটা আষ্টেক গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া মিছরী কিম্বা চিনির সরবতের সহিত খাইলে পেটফাঁপা শীঘ্র আরাম হয়।

পেটের পীড়া—আপাঙের শিকড়ের রস আধ তোলা পরিমাণে ২।৩ দিন খাইলে উদরাময় আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দিবে না। মুথার রস ও বেলশুঁঠার ক্বাথ উপকারক। পথ্য—গরম ভাত জলে ধুইয়া ও কই মাছের ঝোল দিয়া খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি—চিতার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হয়। আর মুরগির ডিমের কুসুম সমভাগ কলি চুনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও সারে।

প্রমেহ—বটের আটা ১০ ফোটা ঈষৎ কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া গিলিয়া খাইবে। পাকা গাব ও ঢেড়সের তরকারি উপকারক।

বহুমূত্র—যজ্ঞ ডুমুরের বীচির গুঁড়া এক আনা পরিমাণে কাশীর চিনির সহিত খাইলে বহুমূত্র আরোগ্য হয়। কেবল মাখন-তোলা দুগ্ধ খাইয়া ২০।২৫ দিন থাকিতে পারিলে এ রোগ আরাম হয়। মোচার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, ঝিঙ্গা, পোয়ান রস বা কিস্‌মিস্ উপকারক।

বাধক—ওলটকম্বলের শিকড় সিকি ভরি ও মরিচ ৮টা, জলে বাটিয়া ২।৩ দিন খাইলে স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা আরাম হয়। (ঋতুকালীন খাইতে হয়)।

বিষ ঘা—বিষাক্ত হইয়া কোন স্থান স্ফীত হইয়া বেদনাযুক্ত হইলে ছাগলনাদি, পোড়া ছাই ও তেলাকুচার পাতার রস একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ১২ঘণ্টার মধ্যে স্ফীত স্থান পাকিয়া পূজ নির্গত হইয়া আরোগ্য হয়।

মাথা ধরা—লবঙ্গ বাটিয়া কিম্বা সর্ষপ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ধরা অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মূত্র কৃচ্ছ্র—সোরার জল, স্থলপদ্ম পাতার রস বা তেলাকুচা পাতার রস খাইলে প্রস্রাব হয়।

মেহ ঘটিত জ্বর—চাঁপফুলের পাতার রস এক কাঁচ্চা মধু দিয়া ২।৩ দিবস খাইলে আরোগ্য হয়। কাঁচা ফলসার ছাল দুই তোলা পরিমাণে থেঁত করিয়া দুই তোলা মিছরির সহিত ভিজাইয়া রাখিয়া এক সপ্তাহ প্রাতে খাইলে মেহ ও মেহঘটিত জ্বর আরোগ্য হয়; আর, উহাতে ধাতু পুষ্ট করে।

রক্তপিত্ত বা বাতরক্ত—একটা বেলপাতা ৪।৫ গাছা দুর্ব্বাঘাসের সহিত প্রত্যহ প্রাতে বাটিয়া খাইলে এক মাসের মধ্যে রক্তদোষ বা বাতরক্ত বন্ধ হয়।

রগবেদনা—কর্পূর ও চন্দনে মিলাইয়া রগে দিলে বেদনা আরাম হয়। কুলের পাতার উল্‌টাপিঠে কলিচূণ মাখাইয়া তাহা রগে বসাইলেও বেদনা ভাল হয়।

শূল ব্যথা—হটাৎ নূতন শূলব্যথা উপস্থিত হইলে কাল চা (চিনি ও দুধ না দিয়া) এক গেলাস গরম গরম খাইলে দাস্ত খোলসা হইয়া উপকার হইবে। যে সময়ে ব্যথা অতিশয় প্রবল হইয়া রোগী অতিশয় কষ্ট পায়, সে সময় তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া নাই এর চারিদিকে সোরার গুঁড়া ছড়াইয়া সরু নেকড়া দিয়া ঢাকিয়া উহার উপর শীতল জলের ঝাপ্‌টা মারিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা কমিয়া যাইবে। বরফের টুকরা, শীতল জলের পটি বা নীল নাইএর চারিদিকে লাগাইলেও অনেক উপকার হয়।

স্ত্রীলোকের রজঃবন্ধ—জবাফুল, দুর্ব্বা, নকটকিরার গাছ এই তিন দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া কাঁজির সহিত খাইলে স্ত্রীলোক রজঃস্বলা হয়।

রক্তভেদ বা মলের সহিত রক্ত পড়া—বেটচিনি দেড় তোলা ও মৌরি আদ তোলা একত্রে দেড়পোয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, আদপোয়া শেষ নামাইয়া, কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া, অল্প অল্প করিয়া ৫।৭ বার রোগীকে খাওয়াইবে।

বিছা কামড়ান ও আসাপা ইত্যাদির বিষ—রাঙ্গাশাকের পাতা মুখে চিবাইয়া ঘা-মুখে দিলে তখনি ভাল হইবেক। ছাগলের নাদি জল দিয়া গুলিয়া যদি কাঁচা থাকে, তবে ঘা-মুখে ঘসিয়া দিলে তখনি ঘা ভাল হইবে। সোলাভস্ম হুকার জল দিয়া ঘসিয়া, অথবা কর্ক (যাহাতে বোতলের ছিপি হয়) ভস্ম করিয়া তাহাতে চুন মিশাইয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে আশু জ্বালা নিবারণ হয়। টারপিন তৈল, আকন্দের আঠা, কাঁটানটের শিকড়ের রস, ইহার মধ্যে যে কোনটি হউক, দিলেও ভাল হয়।

আমার সদ্গতি।

জন্ম-প্রহেলিকা কি বিচিত্র! ইহার মূলে যে কি মায়াচক্র ঘূর্ণ্যমান, তাহার মর্ম্মভেদ বড়ই কঠিন। অজ্ঞান শিশু গর্ভকোষ হইতে সদ্য-প্রসূত; তাহারও মনে যে চিন্তা, আমি অশীতিপর পক্ককেশ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ, আমারও সেই অনুশোচনা! কেবল প্রভেদ এইটুকু যে, তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে ক্ষুদ্রতম ধারণা; আর, আমার প্রশস্তপ্রাণে বৃহত্তম ভাবনা! কি ভয়ানক নিকট-সামঞ্জস্য! সে জন্মিয়াই 'মা' বলিয়া কাঁদে, ক্রমে 'মা আমার' এইরূপে কথা কহিতে শেখে; কিন্তু প্রাচীন আমি, তাই আমি—ক্রমে ক্রমে 'মা আমার', 'পত্নী আমার' 'পুত্র আমার', 'ভাই ভগ্নী আমার'—'সকলই আমার' বলিয়া দিশাহারা! আর, এই জন্যই

"অহমিতাঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্।"

'এই বস্তু আমার' ইত্যাকার জ্ঞানই আমাকে মহান্ স্কন্দবান্ বৃক্ষের প্রায় নিশ্চল রাখিয়াছে।

"গৃহক্ষেত্রাদ্যশাখাশ্চ যত্র দারাদিপল্লবঃ।"

গৃহক্ষেত্রাদি সে বৃক্ষের শাখা ও দারা পুত্রাদি পল্লব। সুতরাং সেই শাখা-পল্লবে পরিবৃত হইয়া আমাকে ক্রমে জড়ীভূত হইতে হইল! তাই আজি আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নাই। 'দারা পুত্র সকলই আমার' এই ভাবনাতেই সদাই আমি ব্যতিব্যস্ত।—এই চিন্তাই আমাকে জ্ঞান-হারা করিয়াছে!

চিন্তায় জ্ঞানহারা বটে, কিন্তু কই সুখী তো নই? জ্ঞানহারা যখন, তখন তো আমি পাগল-প্রাণ! কিন্তু পাগল আবার সংসার-চিন্তায় অসুখী কেন? অবশ্যই কারণ আছে। পাগল বলিতে প্রকৃত যে অর্থ বুঝায়, সে পাগলে ও আমার মত পাগলে কিছু পার্থক্য আছে। সে পাগলের চিন্তা বিশৃঙ্খলা; কিন্তু আমার চিন্তা—"সব আমার—আমার!" আর সেই

"মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি নিবর্ত্ততে।"

আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের কারণ; আর, কিছুতেই সংসারের জীব উক্ত জ্ঞান হইতে নিবৃত্তি পায় না। (ক্রমশঃ)।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

অগ্নিপুরাণ।—শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত অগ্নিপুরাণও এক অপূর্ব্ব জিনিষ। এসকল প্রাচীন গ্রন্থের যতই প্রচার হয়, আমরা ততই সুখী হই। চন্দ্রনাথ বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই অগ্নিপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তজ্জন্য তিনি যে, ধন্যবাদ ও উৎসাহ পাইবার পাত্র, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। বিশেষ অনুবাদিত গ্রন্থখানিও প্রকাণ্ড; ডিমাই চার পেজী আকারের ৬০৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ; তা'ছাড়া সূচী প্রভৃতিতেও কয়েক পৃষ্ঠা আছে। ফলতঃ এরূপ সকল পুরাণ-গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার আশা করি।

গোধন রক্ষা।—তাহিরপুর কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। গোজাতির উপকারিতা দেখাইয়া, অকাল-বিনাশ হইতে তাহাকে রক্ষার জন্য সাধারণকে উৎসাহ দেওয়াই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে; তবে ফল কতদূর হয়, এই ভাবনার বিষয়!

পকেট ডায়েরী ও ১২৯৫ সালের পঞ্জিকা।—শ্রীযুক্ত জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। ইহা ডিমাই ১২ পেজী আকারের প্রায় ২৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি পুস্তিকা,—তাহার অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় পঞ্জিকার বিষয় এবং অপরার্দ্ধে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী লিখিবার স্থান। তা'ছাড়া, অন্যান্য অনেক কথাও স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত আছে। গত বর্ষেও শর্ম্মা কোম্পানী এই রূপ একখানি ডায়েরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশক বলেন,—"গত বৎসর বড় বড় অক্ষরে ছাপা হওয়ায় পঞ্জিকার বিষয় অনেক সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এ বৎসর ছোট অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছি।" যাইহোক, এখন শর্ম্মা কোম্পানী উৎসাহ পাইয়া ক্রমেই একটি জিনিসের উন্নতি করেন, আমাদেরও এই বাসনা।

মোহিনী-প্রতিমা বা সরলা।—'মহাপ্রস্থান' রচয়িতা প্রণীত। এখানি একখানি নূতন উপন্যাস। এই পুস্তকের মলাটের উপর লিখিত আছে;—

"গৃহ্নাতি সাধুরপরসা গুণং ন দোষং
দোষান্বিতো গুণিঃ গুণং পরিহার দোষং।"

কাজেই আমরাও 'দোষান্বিতো' না হইয়া কেবল গুণের ভাগ গ্রহণ করিয়াই বলি, পুস্তকের স্থান-বিশেষে ভাল কথাও আছে। নবীন গ্রন্থকার উৎসাহিত হন, এও আমাদের আশা।

সংবাদ।

সম্প্রতি চিনদেশে এক মজার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারালয়ে টেবিল-চুরী অপরাধে এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া নিজের সাফাই দেখাইবার জন্য এইরূপ বলে যে, "আমি দুর্ব্বল ও রুগ্ন; আমার দ্বারা টেবিল-চুরী অসম্ভব।" তাহাতে বিচারকও সেই রায়ে রা দিয়া যান এবং তাহাকে দশ হাজার টাকার একটী তোড়া প্রদান করিয়া বলেন,—"তুমি রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেখিয়া আমি তোমার চিকিৎসার জন্য এই টাকা দান করিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে লইয়া যাও।" কিন্তু অভাগা বিচারকের অভিপ্রায় বুঝিল না; তিনি দয়া করিয়া তাহাকে দান করিলেন ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি টাকা গ্রহণ করিল এবং বিচারককে সেলাম ঠুকিয়া স্বচ্ছন্দে প্রস্থানোদ্যত হইল। তখন "রুগ্ন বলিয়া টেবিল বহিতে পার নাই; কিন্তু এ টাকার মোট বহিতে পারিলে কি করিয়া?'—এই বলিয়া বিচারক তাহাকে [illegible] করাইলেন এবং বিচারে তাহার দণ্ডাজ্ঞা হইল।

—আমেরিকার কোন রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ একটী বানর পুষিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বানরটী একটী কেরোসিন ল্যাম্পের নিকট গমন করে এবং ঘটনাক্রমে ল্যাম্প ভাঙ্গিয়া যায় ও তৈল মাখামাখি হইয়া তাহার গা আগুনে ধরিয়া যায়। এ অবস্থায় সে লাফালাফি করিতে করিতে রঙ্গভূমে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহার গায়ের আগুনে রঙ্গভূমি ধরিয়া যায়। শুনা যায়, তাহাতে অনেক প্রাণীহত্যাও হইয়াছে। বানরের লঙ্কাদহ এইরূপই বটে!

—কলিকাতার ডাকপিওনগণের বড়ই খাটুনি। প্রাতে ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ক্রমাগত হাড়-গোড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। তাহারা অনেক সময় রাঁধিবার-খাইবারও তেমন অবসর পায় না। তা' ছাড়া, আরও কত দিকে যে কত অসুবিধা, তাহা বলিবার নহে। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ জন কয়েক অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত রাখিয়া সকলকেই ন্যায়মত অবসর দেন, এই সকলের ইচ্ছা। আমরাও আশা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়ের এ দিকে সুনজর পড়িবে।

—হাবড়ার অন্তর্গত বাগনানের একজন কর্ম্মকারকে একজন কাবুলিওয়ালা ধারে কতকগুলি কাপড় বিক্রয় করে। পরে কয়েক দিন টাকার তাগাদার পর এক দিন বাড়ী-চড়াও হয় ও ক্রেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে বাধা দিতে যায়। দুষ্ট কিন্তু তাহাতে আরও রুষ্ট হইয়া তাহাকে এক ছোরার আঘাত করে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি খড়্গ হস্তে করিয়া কর্ম্মকারও বাহিরে আসে এবং এক কোপে কাবুলীকে কাটিয়া ভ্রাতৃ-হত্যার শোধ দেয়। কাবুলীরা সচরাচরই ধারে জিনিস গছাইয়া এইরূপ নানা অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকে; এখন, এদিকে পুলিসের দৃষ্টি পড়া কর্ত্তব্য!

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩০শে ফাল্গুণ, ১২৯৪ সাল। [১৫শ সংখ্যা।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

১। বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ১৮নং যুগলকিশোর [illegible]গের লেন, কলিকাতা।—এই ঠিকানা দিয়া [illegible]রের চাঁদ' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন বাহির হয়। [illegible]কে টাকা পাঠাইয়া সে পত্রিকা আর পান [illegible]। এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। [illegible] সে বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া টাকা পাঠানর ফলই [illegible]রূপ বটে!

২। ঘড়িয়ালডাঙ্গা হইতে বাবু রাধিকাপ্রসাদ [illegible]য় বলেন,—"মহাশয়, বিশ্বাস কোম্পানী নামে হেমচন্দ্র করের গলি ১নং বাটীতে (শ্যামবাজার [illegible]ট) এক সম্প্রদায় ব্যবসায়ী লোক আছেন। আমি বর্ষাধিক হইল তাঁহাদিগের সহিত কারবার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এক বৎসরেরও অধিক হইল আর কারবার নাই। তাঁহাদিগের সহিত কারবারী সময়ে আমার ৮০।৯০ টাকা [illegible]না আছে। পত্রাদি লিখিলে প্রায়ই উত্তর পাওয়া যায় না; দুই চারি মাস অন্তর [illegible] আধ খানা যদিও পোষ্টকার্ড আইসে, [illegible]তে কেবল স্তোক-বাক্য; যথা,—"আপনার [illegible]নার ও টাকা শীঘ্রই পাঠাইতেছি" ইত্যাদি। [illegible]কেবারে অস্বীকার নাই; অথচ এই প্রকার [illegible] বৎসরাবধি ঘুরাইয়া বেড়াইতেছেন। [illegible] নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান লইয়া আমার পাওনাটী আদায় করিয়া দিলে পরম উপকৃত হইব।" অনেক অনেক এজেন্সি সম্বন্ধেই প্রায় এইরূপ অভিযোগ পাইয়া থাকি। এখন, শ্রীযুক্ত বিশ্বাস-কোম্পানী এ সম্বন্ধে কি উত্তর দেন, তাহাই আমাদের জানিবার বিষয়। ন্যায় মত উত্তর পাইলে অবশ্যই আমরা সুখী হইব।

৩। কলুটোলা, ভবানীচরণ দত্তের লেন হইতে বাবু কৃষ্ণলাল দত্ত উকিল মহাশয় বলেন,—"মহাশয়, আমি আমার কার্য্যস্থানে থাকিবার কালে গত ভাদ্র মাসে ৭২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট-স্থিত এ, সি, বসুর বৈদ্যুতিক স্বর্ণাঙ্গুরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভ্যালু-পে-এবল্ ডাকে ৬৲ টাকা মূল্যের এক যোড়া স্বর্ণাঙ্গুরী লইয়াছিলাম! বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞাপনে "ব্যবহারে গিনির মত উজ্জ্বল হইবে" ইত্যাদি লিখিত ছিল। কিন্তু একটা চারি দিনের ব্যবহারেই পিতল বলিয়া ধরা পড়িল একণে ইহার উপায় কি? মায় ডাকখরচা ৬।০ টাকা লোকসান তো হইলই, তার উপর ঠকিবার কষ্ট। ফৌজদারি আইনে যে ইহার প্রতিকার নাই, এমন নহে। কিন্তু ভদ্রের সে কষ্ট অসহ্য। অতএব কি উপায়ে ইহার প্রতীকার হইতে পারে।" আজ কাল অঙ্গুরি প্রভৃ-

তির বিজ্ঞাপনদাতাদের নামে প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ পাইয়া থাকি। এ সকল বড়ই ক্ষোভের কথা! যাই-হোক, এখন শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ইহার কোন উত্তর দেন, এই আমাদের ইচ্ছা। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও কোন সদুত্তর পাইলে আমরা অবশ্যই সুখী হইব।

জুয়াচোরের জুয়াচুরি-আফিস্।

১

আমি বহুদিবস হইতে কলিকাতায় আছি ও কলিকাতার অবস্থা ভালরূপ অবগত আছি। ইহাও সর্ব্বদা বন্ধুবর্গের নিকট বলিয়া থাকি, অনেক সওদাগরি আফিসে কর্ম্মকাজ করিয়াছি; অনেক সাহেবসুবোর সহিত চেনা শুনাও আছে, এবং অনেকে আমাকে অতিশয় চালাকচতুর লোক বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন জুয়াচোরের চাতুরিতে পতিত হই নাই; তবে একবারমাত্র আমার পকেট হইতে ২৫টী টাকা চুরি যায় ও আর একবার দশ টাকা দিয়া পঞ্চাশ টাকা মূল্যের সোনা খরিদ করিয়া দেখি, সমস্তই পিতল। কলিকাতায় আসা অবধি এই দুইবার মাত্র ঠকিয়াছি। কিন্তু লজ্জায় ইহা কাহাকেও অদ্যাবধি বলি নাই। তবে এবার যেরূপ ঠকিয়াছি, তাহা সকলের নিকট বলিতেই হইল; কারণ, আমার অবস্থা দৃষ্টে অনেকেই হাসিবেন সত্য, কিন্তু আবার তাঁহারাই সতর্ক হইবেন; এই প্রকারে জুয়াচোরগণ আর তাঁহাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না। আমি এ পর্য্যন্ত আমার পরিচয় দেই নাই, পরিচয় দেবারও কোন আবশ্যক দেখি না; কারণ, আমার উপর লোকের যেরূপ বিশ্বাস আছে, আমার পরিচয় পাইলে আর সেটুকু থাকিবে না। সুতরাং আমার বর্ত্তমান উপার্জ্জনের রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

মধ্যে আমার কোন প্রকার চাকরি না থাকায় কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমার দুই একটি বন্ধুকে বলি। এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি আমার বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটী লোক আমার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। তাহাকে আমার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু ভাল চিনিতে পারিলাম না। সে আমাকে বলিল —"মহাশয় আপনি কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিবেন শুনিয়াছিলাম, এই জন্য মহাশয়ের নিকট আসিলাম। একটী অতি উৎকৃষ্ট কণ্ট্রাক্টের কর্ম্ম আমি যোগাড় করিয়াছি; ইহাতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন আছে। তবে আমার নিজের টাকা নাই বলিয়া এই কার্য্য একাকী লইতে পারিলাম না। কারণ, প্রথম সাত দিবসে যে পরিমাণ কার্য্য হইবে, তাহার কুলি প্রভৃতির দাম নিজ হইতে দিতে হইবে। এক সপ্তাহ পূর্ণ হইলে বিল করিলে সমস্ত টাকা একেবারে পাইতে পারিবেন। বিশেষ, এ কার্য্যে কোন প্রকার গোলযোগ নাই; কারণ, একে সরকারি কার্য্য; তাহাতে একজন সাহেবের নিকট হইতে সমস্ত টাকাকড়ি পাওয়া যাইবে।"

আগন্তুকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে এই কার্য্যের সমস্ত অবস্থা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,— "কলিকাতার যত রাস্তা ঘাট প্রভৃতি মেরামত হয়, যত জলের কল ড্রেন প্রভৃতি নির্ম্মাণ হয়, এই সমস্ত কর্ম্মের কণ্ট্রাক্ট একজন সাহেব মিউনিসিপাল আফিস হইতে লইয়াছেন। কিন্তু অনেক কার্য্য বশতঃ তিনি নিজে উহা সমস্ত সরবরাহ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন লোককে অতি সামান্য লাভ রাখিয়া সব্ কণ্ট্রাক্ট দিতেছেন। এই কার্য্য করিতে পারিলে যে প্রচুর লাভ হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রথমে কিছু টাকার আবশ্যক হইবে; কারণ, এক সপ্তাহ অতীত না হইলে সাহেব টাকা দেবেন না।

আমি একজন সামান্য ধনীর সহিত একত্রে এই কার্য্য করিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাদ্ধাদিতে তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই খরচ করিয়াছেন; আর এখন টাকা দিতে পারেন না। যদি আপনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাহইলে প্রথম দিবসেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা কি প্রকার লাভজনক কার্য্য।" এই সকল শুনিয়া আমার মন একটু কেমন কেমন হইল; আমি স্বীকৃত হইলাম; এবং আমি নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকল কার্য্য করিব বলিয়া তাহাকে পরদিবস আসিতে বলিলাম। সে সে দিবস প্রস্থান করিল।

পরদিবস বেলা ১০টার সময় এই ব্যক্তি পুনরায় আমাদিগের বাটীতে আসিল। আমি তাহার সহিত আফিস্ দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। সে আমাকে সারকিউলার রোডের একটী দ্বিতল বাটীতে লইয়া গেল। দরজায় দেখি, দুই জন পশ্চিম দেশীয় দ্বারবান লালপাকড়ি ধরিয়া বসিয়া আছে। আমাদিগকে দেখিবামাত্র উঠিয়া সেলাম করিল ও আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটী ঘরে ২।৩টী বাঙ্গালী বাবু খাতা-পত্র লইয়া মনোযোগের সহিত কার্য্যে ব্যস্ত। আমার সঙ্গী আমাকে বাবুদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দিল এবং আমাদিগের সেস্থানে যাওয়ার কারণ বলিল। তাহারাও আমাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল ও কর্ম্মকাজের সমস্ত অবস্থা তাহাদিগের নিকট শুনিলাম; বুঝিলাম যে, এ কার্য্য করিতে পারিলে বেস্ দশ টাকা সংস্থান করিতে পারিব। দেখিতে দেখিতে দপ্ দপ্ করিয়া উপর হইতে একটী সাহেব নামিয়া আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল। আমি বুঝিলাম যে, এই সাহেবেরই আফিস্। সাহেব সেই ঘরের একটী পরদা ঠেলিয়া অন্য আর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ বাবুগণ আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন আমাকে সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিল। প্রায় একঘণ্টাকাল ঐ কণ্ট্রাক্টের কথাবার্ত্তায় অতীত হইয়া গেল। সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম ও তাঁহাকে বিশ্বাস করিলাম। ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত মনে মনে ইচ্ছুক হইলাম। সর্ব্বশেষে সাহেব বলিলেন,—"আপনি অদ্য আপনার বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখুন যে, এই কার্য্যে আপনার বিশেষ উপকার হইতে পারে কি না। যদি হয়, তবে হয় কল্য না হয় পরশ্য আপনি আসিয়া একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিলে তবে আমিও আপনাকে সব্ কণ্ট্রাক্ট লেখাপড়া করিয়া দিব। তবে আপনাকে আর একটী কথা বলিয়া দিই যে, মিউনিসিপাল আফিস্ হইতে আমার কণ্ট্রাক্ট হাজার কিট ১০ টাকা দর আছে। আমি কেবলমাত্র একটাকা লাভ রাখিয়া নয় টাকা হিসাবে আপনাকে দর দিতে পারিব; তাহার অধিক পারিব না। এক সপ্তাহের যত কার্য্য হইবেক, অষ্টম দিবসে তাহার বিল করিলেই সমস্ত টাকা পাইবে।" এই সমস্ত শুনিয়া সে দিবস আমার সঙ্গীকে লইয়া চলিয়া আসিলাম ও দুই এক জন বন্ধুকেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কেহই বারণ করিল না। তখন আমি আমার সঙ্গীকে বলিলাম, এখন আমাদিগের কুলির যোগাড় করিতে হইবে। কারণ কুলি না হইলে একার্য্য চলিতে পারে না। প্রথমে কুলির সমস্ত ঠিক করিয়া তবে সাহেবের নিকট হইতে কার্য্য লওয়া উচিত; কারণ, সাহেবসুবোর কাছে কথা ঠিক না থাকিলে কিছুই হয় না। আমার সঙ্গী

এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"সে জন্য আপনার কোন ভাবনা নাই। আমার হস্তে ৪ চারি জন সর্দ্দার আছে; আমি তাহাদিগকে লইয়া আসিব। তাহাদিগের নিকট আপনি যত কুলি চাহিবেন, তাহারা তখনই তাহাই আনিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা প্রত্যহ যে কার্য্য করিবে, তাহার দাম নগদ দিতে হইবে।" আমি উহাতে সম্মত হইলাম। সে সে দিবস কুলীর সর্দ্দারের অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল।

একতা অভাবে ভারতবাসী।

আমরা মুখে যতই বক্তৃতা করি, যতই কথায় কথায় ভারত-উদ্ধার করিতে যাই, ইংরাজী চাল-চলনের দম্ভে যতই মেদিনী কাঁপাইয়া তুলি, স্বায়ত্তশাসন বা জাতীয় সম্মিলনীর মোহ-নিদ্রায় যতই আশার স্বপ্ন দেখিতে থাকি, প্রকৃত পক্ষে আমরা যাহা ছিলাম, ঠিক তাহাই আছি; কিছুই উন্নত হইতে পারি নাই। কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি পাইলে, টাউন হলে বক্তৃতা ছাড়িলে, সম্বাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলে, আর আহার, বিহার, পরিচ্ছদে ইংরাজের অনুকরণ করিলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। জাতীয় উন্নতির ভিত্তি একতা; সেই একতা আমাদের একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা একতাভাবে পঞ্চবিংশ কোটী ভ্রাতা পঞ্চবিংশ কোটী পৃথক জাতি হইয়া রহিয়াছি! পরস্পরের সহিত পরস্পরের সদ্ভাব নাই। পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন। পরস্পর পরস্পরে ঐক্য বাক্য নাই। আমাদের বুদ্ধির দোষে গভীর মহাসমুদ্র পঞ্চবিংশ কোটী বারিবিন্দুমাত্রে পরিবর্ত্তিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছে!

পরস্পরে মিলিতে শিখিলাম না। স্বদেশের মঙ্গল বুঝিলাম না। দ্বেষ ও পরগ্লানির তীক্ষ্ণাস্ত্রাঘাতে অবিচ্ছিন্ন একতাকে অসংখ্য খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। ভারত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বহিঃশত্রু আসিয়া [illegible] প্রবেশাধিকার লাভ করিল। অনেকে হয় ত ভাবিবেন, জাতিভেদই ভারতের এই একতা ধ্বংশের কারণ। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জাতিভেদ দ্বারা ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই। ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস থাকিলেও সমাজ এক ছিল। সমাজের বিভিন্ন কর্ম্ম সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা সম্পাদিত হইত। কর্ম্মভেদই সেই জাতিভেদের প্রধান কারণ; কর্ম্মই শেষে জাতির জাতিত্ব পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মাভ্যাস দ্বারা কর্ম্মে পারগতা জন্মে। যে জাতি যে কর্ম্ম করিল, তাহার বংশাবলী দ্বারা সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে কর্ম্মের দ্বারা জাতি এবং জাতি দ্বারা কর্ম্ম নির্ণীত হইল। একবিধ কর্ম্ম একবিধ জাতির দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে সেই জাতির গৌরব এবং কর্ম্মের মাহাত্ম্য চিরকাল অবিকৃত রহিল। জাতিভেদ দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি হইল না। বিভিন্ন জাতিপূর্ণ হিন্দুসমাজ বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমন্বিত একটী বৃহৎ শরীরের ন্যায় জগৎ আলো করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজ-শরীরের শীর্ষ স্থানীয় হইলেও শূদ্রাদি তাঁহার নিকটে ঘৃণার্হ ছিলেন না। তাঁহারা সকলকে ভাল বাসিতেন; সকলের মঙ্গল চিন্তা করিতেন এবং জানিতেন যে, শরীরের সকল অঙ্গই সমান। কোন অঙ্গের অভাব ঘটিলে অঙ্গহীন হইয়া সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে জাতিগত বৈষম্য থাকিলেও সামাজিক ঘনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। মস্তক ও চরণ এক শোণিতদ্বারা রক্ষিত; আহত হইলে উভয়ের জন্যেই যাতনা ভোগ করিতে হয়। এইরূপে জাতিভেদে আমাদের একতার কিছুই অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মুসলমানেরা ভারতাধিকার করিলে তাঁহারা জোরজবরদস্তী নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। উৎপীড়িত ভারত-বাসী সমবেত হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে অনেক যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন। কালে হিন্দুরা মুসলমানদের সুনয়নে পড়িয়া উচ্চ হইতে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থানে আন্তর্জাতীয় বিবাহাদি পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। মুসলমানেরা স্বদেশীয় রাজা। তাঁহাদের দ্বারা ভারত-ধন স্থানান্তরিত হইতে পাইল না। তাঁহারা যে হিন্দুগণকে ঘৃণা করিতেন না, অনুসন্ধান দ্বারা সে বিষয়ের অনেক তথ্য প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা তখনও একতা ভুলি নাই। সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে আমাদের সেই চিররক্ষিত একতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। ইংরাজ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া প্রথমে এই সর্ব্বনাশের বীজ বপনে কৃতসংকল্প হইলেন। ইংরাজি শিক্ষার উদারতা পাইয়া হাড়িমুচি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইবার বাসনা করিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের জাতিভেদ কার্য্যভেদ-পরিচায়ক। সুতরাং জাতির বন্ধনের শিথিলতার সহিত সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। যেরূপ সুশৃঙ্খলতা ও সামঞ্জস্যের সহিত হিন্দুসমাজ এতাবৎকাল পরিচালিত হইতেছিল, ইংরাজি শিক্ষার স্রোতে সমস্ত ভাসিয়া গেল। এক জাতি আর এক জাতির ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। নীচ কর্ম্মে লোক পাওয়া যায় না, অথচ উচ্চ কর্ম্মে ছত্রিশ বর্ণ গিয়া যুটিল। সকলেই বড় হইবার আশা করিল; সকলেরই বিলাস-সুখ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ইংরাজি পণ্যদ্রব্য রাশি রাশি ভারতবাজারে বিক্রীত হইতে লাগিল। সকলেই বাবু—সকলই সমান। অর্থের অনাটন ক্রমেই বাড়িল। ক্রমে সদ্গুণগুলি জলাঞ্জলি দিয়া নানাবিধ নীচোপায়ে অর্থার্জ্জন করিতে লাগিলাম। শেষে বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী সমস্ত গলগ্রহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বার্থপরতা পূর্ণমাত্রায় হৃদয় অধিকার করিল। ক্রমে একে একে পর্য্যায়ক্রমে হিংসা, দ্বেষ, পরগ্লানি প্রভৃতি একতার শত্রুপক্ষগণ মনকে কলুষিত করিতে লাগিল।

ইংরাজ বণিকগণ আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহকারী হইয়াছেন। আমরা সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সামগ্রী ক্রয় করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছি। স্বদেশোৎপন্ন শিল্প দ্রব্যাদি গ্রাহকাভাবে ধ্বংশ হইতে আরম্ভ হইল। তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া ময়রার দোকান খুলিল। জাতীয় ব্যবসায়ে কাহারও সংকুলান হয় না। ইংরাজি সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি দ্রব্যে ভারত ভরিয়া গেল। সস্তা দরে রাশি মাল বিলাতি শিল্প-চাতুর্য্যে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসীর মন ভুলাইতে লাগিল। বিলাত হইতে যাহা আইসে, তাহাই ভারতে বিক্রিত হয়। ভারত বাবু না হইলে বিলাতি ছাইভস্ম বিক্রিত হয় না। সুতরাং বণিক ইংরাজ জাতি প্রথম উদ্যমে ভারতকে বাবু করিয়া ফেলিলেন।

রাজা বণিক বেশে এ দেশে প্রবেশ করিয়াছেন। বণিক জাতির উদর পোষণ করিতে গিয়া সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রজাকে রৌপ্য রূপ কালকূটের আস্বাদ উপভোগ করাইলেন। আমরা বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া বিষকে সুধা বলিয়া ভাবিলাম।

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক জাতিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় সংরক্ষণে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিতে হইত। বিলাত হইতে একেবারে তৈয়ারি সামগ্রী পাইয়া ক্রমে আমরা পরিশ্রমে অনভ্যস্ত হইতে লাগিলাম। শ্রমবিরহে শরীর ও মন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। সৌর্ব্বল্যের ধর্ম্ম

হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, পরগ্লানি, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সমূহ দুর্ব্বল মনে স্থান লাভ করিল। ইংরাজের সভ্যতা শিখিলাম, পোষাক পরিলাম, খানা খাইলাম, আস্তিন গুটাইয়া দম্ভ দেখাইলাম, দাড়ি রাখিলাম, ঘাড়ের চুল ছাটিলাম, চুরুট টানিলাম, ব্রাণ্ডি ধরিলাম, এসেন্স মাখিলাম, সবই করিলাম, কেবল তাঁহাদের গুণগুলি শিখিলাম না। তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদের স্বজাতিপ্রিয়তা, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ও ভক্তি আমাদের কই? আজ যদি আমরা একতা বজায় রাখিতে পারিতাম, আমরা মিলিয়া বড় বড় সওদাগরি করিতে পারিতাম না? জয়পুর, যোধপুর, হোলকার, নিজাম, কাশ্মীর, বরদা মিলিলে আমরা রেলগাড়ি চালাইতে পারিতাম না? আমাদের দেশে উপাদান আছে; আমরা তাহাদিগকে আবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিণত করিতে পারিতাম না?

ভারতে ইন্‌কম ট্যাক্স বসাইয়া, লবণের কর বাড়াইয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ হইল; তথাপি ম্যাঞ্চেষ্টরের তাঁতিদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে গবর্ণমেণ্টের সাহস হইল না। ইংরাজ রাজ স্বদেশীয় বণিকগণকে ভয় করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের উহাদিগকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা এস, সকলে মিলিত হই! এস, পঞ্চবিংশ কোটী ভ্রাতা ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড় পরিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এস, দেশে আবার বস্ত্রাদি প্রস্তুতের উদ্যোগ করি। দেখিব, স্বায়ত্বশাসনে যাহা হয় নাই, কন্‌গ্রেসে যাহা হয় নাই, লাটদরবারে সদস্য থাকিয়া যাহা হয় নাই, পার্লেমেণ্টের সভ্য হইলে যাহা হইবে না, সমস্ত এই উপায়ে সিদ্ধ হইবে; ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা উদ্যোগী হইয়া তোমাদের ট্যাক্স কমাইবার জন্যে প্রাণপণ করিবে। তোমাদের বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে তোমাদের সুহৃদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইবে। ইংরাজ অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া তোমাদের এত লাঞ্ছনা করিতেছেন। তোমরা যে মহৎ জাতি, সে মহত্ব না দেখাইলে কে জানিবে?

সন্তানপালন।

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যে সকল ইংরাজি কুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আজকাল নব্য মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ তাহার কুফল প্রদর্শন করাইয়া এবং আমাদিগের পূর্ব্বকালীন হিন্দুরীতি নীতি সকলের সারবত্তা অনুভব করিয়া ঐ সকল পাশ্চাত্য কুরীতি যাহাতে হিন্দুসমাজ হইতে উন্মূলিত হয়, তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই রমণীগণের আলস্য বশতঃ সন্তান-পালনের যে সকল দুর্দ্দশা লক্ষিত হয়, তাহা নিরাকরণের চেষ্টা করেন না। সন্তানপালনের কুপ্রথা বশতঃই সন্তানগণের ভবিষ্যৎ দশায় যে সকল অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। রমণীগণকে, নয় মাস গর্ভে সন্তান ধারণ করিয়া দশ মাসে প্রসব করিয়া, নবজাত আনন্দ পুতলির মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া কোনও অজ্ঞাত কুলশীল পরিচারিকার হস্তে তাহার পালন-ভার সমর্পন করিতে দেখিলে আমরা উর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে মরুভূমির ন্যায় কোমল রমণী-হৃদয়ের কাঠিন্য দেখিয়া চমৎকৃত হই। সম্ভবতঃ ঐ সকল পরিচারিকাগণ নীচকুলে উদ্ভূত হইয়া নীচকুলসম্ভব দোষাদি যুক্ত থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কাহারও স্বাস্থ্য নাই, কেহ বা রুগ্ন, কেহ বা শিরঃপীড়ায় ব্যথিত, কাহারও বা অন্তঃকরণ ক্রূর এবং প্রায় সকলেই মায়া-দয়া-বর্জ্জিত। কেবল ধন প্রত্যাশাতেই সন্তানের প্রতি বাহ্যিক মমতা প্রকাশ করে। যেমন এক দেশের উদ্ভিদ ভিন্ন দেশে রোপিত হইলে শুকাইয়া যায় অথবা যদি বর্দ্ধিত হয় তবে তাহার পূর্ব্ব স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া জলবায়ুর গুণে নূতন স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার এক স্বভাবের কোন একটী রমণীর সন্তান ভিন্ন স্বভাবের অন্য একটী রমণীকে প্রতিপালন করিতে দিলে সন্তানের স্বভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি! মেষশাবক ছাগীর দুগ্ধ পান করিলে তাহার স্বভাব ছাগীর মতই হয়; এমন কি, তাহার চর্ম্মও পষমময় ও কতকাংশে ছাগীর মত হয়। ধাত্রীর দুগ্ধপানে সন্তানের যে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা আমরা সংসারের দৈনিক ঘটনায় প্রত্যহই দেখিতে পাই। এই কারণেই কেহ কেহ দুষ্ট বালককে ভর্ৎসনা করিবার সময় বলিয়া থাকেন, মাতৃদুগ্ধের সহিত এই সকল দুষ্ট দোষ ইহাদের অন্তরে রোপিত হইয়াছে। কথিত আছে, রোমিউলস্ এবং রিমস্ ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক, বিখ্যাত হারকিউলিস্-পুত্র টেলিফস্ একটী হরিণী কর্ত্তৃক, নেপচুন-পুত্র পেলিয়াস্ ঘোটকী কর্ত্তৃক এবং এজিস্থস্ ছাগী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে শকুন্তলা প্রভৃতিরও পালন বিষয়ে ঐরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ গুলিকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল অমূলক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করা অপেক্ষা ঐ সকল সন্তানগণের মাতা উক্ত পশুগণের প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, এইরূপ বিশ্বাস করা অপেক্ষাকৃত যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির মাতাকে আমরা বীরাঙ্গনা বলিয়াই জানি; স্যর ওয়ালটার স্কটের মাতাও শুনা যায় বেশ গল্প করিতে পারিতেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এখানে তাহা উদ্ধৃত করা কেবল বাহুল্য মাত্র। প্রতিপদ-চন্দ্রের সহিত নবজাত শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে পিতামাতার হৃদয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির কত আশাই অজ্ঞাতসারে লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু সন্তানগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাদের সঞ্চিত আশায় বঞ্চিত করিয়া, কেহ বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, কেহ বা মদ্যপানে রত হয়। কেহ বা নির্দ্দয়াচরণে প্রবৃত্ত হয়, কেহ বা নির্ব্বোধের মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে অপদার্থ হইয়া থাকে। অধিক কি, কেহ কেহ অতি উচ্চ বংশে সৎ পিতা মাতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি হেয় নারকীয় কার্য্য করিতে কিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অতিশয় ক্রোধান্ধ বা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অসুস্থ শরীরেই শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ পান করান-হেতু কত শিশু দিন দিন জ্বর, সর্দ্দি ও হাঁপানি প্রভৃতি রোগে ক্লেশ পাইয়া অকালেই কাল মুখে পতিত হয়। বস্তুতঃ ধাত্রীর স্বাস্থ্যেই সন্তানের স্বাস্থ্য, ধাত্রীর অসুস্থতাই সন্তানের অসুস্থতা। আর, সুস্থ মন ও দেহ সম্পন্ন কোন ধাত্রী সহজে কোন নগরে পাওয়া যায় না।

সচরাচর ধাত্রীগণ পরগৃহে কর্ম্ম করিতে আসে কেন? একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সহজেই বোধ হয় উত্তর করিবে যে, তাহাদিগের পতি কুচরিত্রের হওয়াতে জীবন ধারণের কারণ তাহাদিগকে ভিন্ন উপায় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তাহাদিগের চরিত্র তাহাদিগের স্বামী হইতে অধিক পৃথক হইবে না; অন্ততঃ স্বামীর কারণ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের স্বভাব এক প্রকার কর্কশও হইয়া থাকে, মন সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকে। ইহাতে যে ধাত্রী কর্ত্তৃক পালিত সন্তানের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন তাহারা ধন প্রত্যাশায় দাসীত্বে প্রবৃত্ত হয়; সে কারণ যত সামান্য এবং কুৎসিত খাদ্য

আহার করিয়া অধিক পরিমাণে ধন সঞ্চয় করিতে পারে সে জন্য যত্নবতী হয়। কুৎসিৎ আহার করিলে স্তন্য দুগ্ধও কুৎসিৎ উপাদানে প্রস্তুত হয়। সেই দুগ্ধ পান করিলে সন্তানেরও কুৎসিৎ আহার করা হয়। শোণিত ও দুগ্ধ এই উভয়েই প্রায় তুল্য বস্তু; সুতরাং ইহা হইতেই সন্তানের নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়।

ধাত্রী কর্ত্তৃক সন্তানপালন করিলে যদি এতই অনিষ্ট সংঘটন হয়, তবে শিক্ষিত রমণীগণের নিকট আমাদের অন্তরের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ সন্তান আপনারাই পালন করেন। ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়েরই সমূহ উপকার হইবে। মাতৃ-দুগ্ধ পান করিলে সন্তান অসুরের ন্যায় সবল হইবে এবং মাতাও সুস্থ থাকিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন, সন্তানকে দুগ্ধ দান করিলে মাতা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে মাতা দুর্ব্বল হওয়ার পরিবর্ত্তে সবল হইতে পারেন ও ভবিষ্যতে বিকার বা গর্ভপাত প্রভৃতি কঠিন রোগে তাঁহাদিগকে হঠাৎ অবসন্ন করিতে পারে না। সাধারণ সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, যে রমণীর প্রকৃতির গুণে সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিবার ক্ষমতা হয়, তাহার সন্তানপালন করিবার ক্ষমতাও প্রকৃতির গুণেই হইয়া থাকে।

যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি হিংস্র পশুপক্ষিগণও অতুল আনন্দ ও স্নেহের সহিত তাহাদিগের সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে, প্রকৃতির নিয়মই যদি এই প্রকার, তবে কেন যে শিক্ষিত রমণীগণ তাঁহাদিগের সন্তান পালন করেন না, তাহা বলা যায় না। যিনি সন্তান পালন করেন, তিনিই মাতা। পৃথিবীকে এই অর্থেই মাতা কহিয়া থাকে।

কেবল প্রসব করিলেই মাতা নামে অভিহিত হইতে পারেন না। কোন কোন স্থলে একরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতা সন্তান পালনে অক্ষম। এরূপ স্থলে দুইটী অনিষ্টের মধ্যে স্বল্পটিই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ ঘটনা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রমণীগণ বিলাসিতা ও সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া আলস্য বশতঃ তাহাদিগের সরল পতিগণকে গল্প প্রভৃতির দ্বারা ভুলাইয়া সন্তান-পালনের কারণ ধাত্রী রাখিতে বাধ্য করেন ও আপনাদিগের অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়া সন্তুষ্ট হন। সভ্যতার অনুরোধে নির্দ্দয়তা এইরূপে যত্নের সহিত পোষিত হয় ও লোকাচারের অনুরোধে প্রকৃতি পরাভূত হয়।

প্রাতঃস্মরণীয়া

রাণী ভবানী।

(২)

রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভবানী ৪৭বর্ষ কাল সুশৃঙ্খলাক্রমে রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজার সুখশান্তি, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সকলই পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত ছিল। আপনার সুখশান্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও প্রজার প্রীতি সম্পাদনেই তৎপর ছিলেন। অন্নাতুরে অন্নদান, বসনহীনে বস্ত্রদান, আর তৃষিতজনে জলদান, এই তাঁহার জীবনের নিত্যকর্ম্ম ছিল। অগ্রে এই সকল নিত্যকর্ম্ম সারিয়া পরে তিনি আপনার আহার ব্যবহারে রত হইতেন।

ভবানীর দান কর্ম্মের বড়ই পরিপাটী নিয়ম ছিল। ভিক্ষার্থী আসিলে তাঁহার নিকট কেহই অপরিতোষ হইত না। তাঁহার কর্ম্মচারিগণই পদবী অনুসারে এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা এইরূপ একশত টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিতেন। কোন কন্যাদায়গ্রস্ত আসিয়া আপনার অবস্থার বিষয় জানাইলে ভবানী প্রাণপণে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সে দায় হইতে মুক্ত করিতেন। ব্রাহ্মণতনয়ের উপনয়নে, দরিদ্রের সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদিতেও তাঁহার বিশেষ ব্যয় ছিল। তা'ছাড়া, তিনি প্রজার জলকষ্ট দূর করিবার জন্য জলশূন্য গ্রামে জলাশয় খনন করিয়া দিতেন ও প্রজাগণের সুচিকিৎসার জন্য গ্রামে গ্রামে সুবৈদ্য প্রেরণ করিতেন; অধিক কি, বৈদ্যসঙ্গে ভৃত্যগণও পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিত। ইতিপূর্ব্বে মুসলমান-অত্যাচারে অনেক গৃহস্বামীকে গৃহত্যাগী হইয়া ভিখারী হইতে হয়। কিন্তু সেই সকল লোক ভবানীর স্মরণ লইলে তিনি স্বরাজ্য মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বাস করাইতেন। আজি পর্য্যন্তও রঙ্গপুর, রাজসাহী, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, যশোহর কাশী প্রভৃতি প্রদেশে তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে; ব্রাহ্মণশূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণে ঐ সকল প্রদেশে আজিও প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছেন।

ধর্ম্মকর্ম্মে ভবানীর মতি অচলা ছিল। দানে লক্ষ্য রাখিয়া, দরিদ্রের ভরণপোষণ নিত্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তিনি সর্ব্বদা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রতাদিতে নিযুক্ত হইতেন। পার্থিব সুখে অবহেলা করিয়া, বিলাসিতা বা ব্যসনাদি হইতে দূরে থাকিয়া, তিনি সতত ঈশ্বরে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যখন যে কার্য্য করিতেন, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সেই মধুমাখা নাম জপ করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

রাণী ভবানীর বেশ ভূষার পারিপাট্য ছিল না। তিনি রাজরাণী হইলেও গরিবের বেশে, গরিবের ভাবে দিন কাটাইতেন। বঙ্গের ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণের ন্যায় তাঁহারও পরিধেয় পরিধান সামান্য ছিল। বেশ ভূষার পরিপাট্য বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বেশ ভূষার সঙ্গে সঙ্গে ভোগবিলাসিতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে পারে, এই ভাবিয়া ভবানী বেশ ভূষার পারিপাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ভবানী সময় তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগে ঐশ্বরিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, দ্বিতীয় ভাগ দীনে অন্নাদি দানে অতিবাহিত হইত, আর অবশিষ্ট একভাগ সময়ে আপনার আহারাদিতে ও রাজকীয় সমগ্র কার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর ভবানীর একটী ক্ষুদ্র সভা হইত। সভায় প্রজাবর্গের আবেদনাদি শ্রবণ করিয়া রাণী ভবানী তাহার বিচারাদি করিতেন। ঐ সভায় প্রজাবর্গের সুখ দুঃখের কথা ও তাহাদের প্রতি রাজ-কর্ম্মচারিগণের সুব্যবহার কুব্যবহারের বিষয় সম্যক্ সমালোচনা হইত। রাণী ভবানী সভায় আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযথ মীমাংসা করিতেন।

সময়ের সদ্ব্যবহারে এইরূপ অনাহুযোচিত পরিশ্রম দর্শনে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন কথা বলিলে, ভবানী উত্তর করিতেন,—"পৃথিবীতে জন্মিয়াছি কি জন্য?—মনুষ্য জন্মে মনুষ্য নামের বাচ্য হইতে। কিন্তু মনুষ্য নাম কিরূপে পাওয়া যায়? পরিশ্রমই মনুষ্যনামের প্রবর্ত্তক-স্রষ্টা; আলস্য মনুষ্যের অপচায়ক। মনুষ্য-জন্মে আলস্যে মনুষ্যত্ব নষ্ট করা কি কর্ত্তব্য? কখনই না। জগতে যে যত পরিশ্রম করিবে, সে তত উন্নত হইবে—এ-জগতে তাহার নাম তত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। তবে শ্রম করিব না কেন? তোমরাও সুপরিশ্রমে সময় অতিবাহিত কর, জগতে মহৎ হইবে। অন্নের জন্য তোমাদিগকে অন্যের দাস হইতে হইবে না, তোমরাও কত লোককে অন্নদান করিতে পারিবে।

পরিবারবর্গের চরিত্রের উপর রাণী ভবানীর

বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে পরিবারবর্গ কুপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত না করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে, কর্ত্তব্যের অনুশোচনায় দিন অতিবাহিত করেন, রাণী ভবানী তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। পৌরগণ কি প্রকারে—সৎকার্য্যে, কি কুকার্য্যে দিন যাপন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বদা তাহা দেখিতেন। তিনি জানিতেন যে, পৌরগণের চরিত্রের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি না রাখিলে সে চরিত্র দূষিত হইতে পারে; অভিভাবক যদি অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে সৎশিক্ষাদান কর্ত্তব্য-জ্ঞান না করেন, তাহাহইলে তাঁহার অধীনস্থ পরিবারগণের চরিত্রে দোষ-সংঘটন বনা। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সে সকল চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিলে তাঁহাদিগকে সৎপথে গমন করিতে শিক্ষাদান করিলে, পরে সে চরিত্র আদর্শ-চরিত্রে পরিণত হইতে পারে। ভবানী তাই পৌরগণের সৎশিক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। আপনার সহস্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে উহাকেও একটি মহৎকর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, প্রত্যহ অন্ততঃ এক একবার করিয়াও পৌরগণ কে কি ভাবে আছেন, তাহা তিনি দেখিতেন।

ভবানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক বিগ্রহমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন অদ্যাবধি ভারতের নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। রাজসাহী, বড়নগর, গয়া ও কাশীধামে তাঁহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দির ও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবানীর সংস্থাপিত রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, দণ্ডপাণি ও বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তি সমূহ আজিও কাশীতে বর্ত্তমান আছে। ভবানী কাশীর আর একটি বড় পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন। যে সকল অনাথ দীনদুঃখী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে জীবন যাপন করিত, রাণী ভবানী কাশীতে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিস্তর আবাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভবানী ঐ সকল লোকের বাসস্থানের জন্য অন্যূন তিন শত বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ঐ দরিদ্র ব্যক্তিগণের কাশীবাস কালে, তিনি তাহাদিগকে আহারাদি দানেরও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভবানীর প্রতিষ্ঠিত কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। তা'ছাড়া, কাশীর পঞ্চক্রোশ মধ্যে তৃষ্ণাতুরকে জলদানের জন্য, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্যদান করিতে এবং শ্রান্তজনে শান্তিপ্রদানের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। আর, এই সকল কারণেই কাশীতে অন্নপূর্ণা ও ভবানীতে কোন প্রভেদ ছিল না।

শরণাগত শত্রুর উদ্ধারে ভবানী প্রাণদানেও স্বীকৃতা ছিলেন। শরণাগত শত্রুর উপকারে পরাঙ্মুখ নহেন, এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তি জগতে কয় জন বিদ্যমান? টিকারির রাজা রাণী ভবানীর সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছিলেন। ভবানী গয়ায় গমনকালে টিকারীর রাজা তাঁহাকে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানে বাধা দিয়াছিলেন। হিন্দুর পবিত্র কার্য্যে হিন্দু কর্ত্তৃক বাধা-দান রাণী ভবানীর মর্ম্মভেদী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ রাজা আবার যখন রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া যবন-কারাগারে বন্দী হন, তখন কে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছিল? ভারতে শত শত ঐশ্বর্য্যশালী মিত্র-রাজা থাকিতে কই কয় জন টিকারীর রাজার মুক্তিকল্পে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন? রাণী ভবানী তো তাঁহার শত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শরণাগতের উপকার-করণে রাণী ভবানী নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। আপনি সমস্ত রাজস্ব প্রদান করিয়া টিকারীর রাজার মুক্তি দান করিলেন।

ভবানী বিশেষ বিদ্যাবতী না হইলেও বিদ্যার গৌরব জানিতেন। বিদ্যার উন্নতিকল্পেও তিনি অনেক স্থানে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। জীতাবস্থায় বৎসর বৎসর তিনি

প্রায় ২০।২৫ সমগ্র টাকা চতুষ্পাঠির অধ্যাপকদিগকে দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা ছাত্রবৃত্তি-দান করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধি ঐ সকল টাকার সুদ হইতে অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

ভবানীর অন্তিম জীবন রাজসাহিতে অতিবাহিত হয় নাই। রাজসাহী গঙ্গাহীন স্থান—পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পুণ্যময় প্রবাহ রাজসাহী স্পর্শ করে নাই; তাই ভবানী অন্তিম জীবনে ভাগীরথী-তীরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তীম জীবন মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভাগীরথী-তট-স্থিত বড়নগর নামক স্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৈধব্য দশায়, বার্দ্ধক্যাবস্থায়, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; জামাতার মৃত্যুর পর, রামজীবনের বংশ বংশধর অভাবে বিলোপ পাইবার কালে ভবানী ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার পোষ্যপুত্রের নাম রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণের হস্তে রাজসাহীর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মায়াময় সংসারের মায়াপাশ কর্ত্তন করতঃ ভবানী বড়নগরে গঙ্গাতীরে সতত দেবারাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

এই সময় ভবানীকে একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। তারা নাম্নী তাঁহার একটী সুন্দরী বিধবা কন্যা ছিল। এ সময়ে দুরন্ত সিরাজ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা; সেই মনোমোহিনী কন্যার প্রতি দুষ্টের দৃষ্টি পড়িল। সে প্রথমে অর্থের লোভ দেখাইয়া ভবানীর নিকট তারা-প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল; কিন্তু নরক-কীট-দষ্টের আর্ত্তনাদপ্রায় সে কথায় ভবানী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন ও পাপ-মুখের পাপ কথার জন্য সিরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু দুর্দ্দান্ত সিরাজ আরও রুষ্ট হইল; দস্তু সহকারে সৈন্যদল পাঠাইয়া তারা-হরণ করিতে মনস্থ করিল। যখন সৈন্য তারা-হরণে অগ্রসর হইল। ভবানী অবলা বঙ্গবালা; তথাপি সে ভয়ে ভীত হইলেন না। তিনিও আপনার প্রতিপালিত ভৃত্যগণকে রাজ-সৈন্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে আদেশ দিলেন; ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না হয় প্রাণ যাইবে, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রহিল। ক্রমে ভবানীর এই আজ্ঞা শুনিয়া গ্রামশুদ্ধ সকলেই ভবানীর সহকারী হইল ও সিরাজ-সৈন্য বেগতিক বুঝিয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। প্রজার পালন এত দিনে সার্থক! ভবানীও ধন্যা।

এইরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ৭৯ বর্ষ বয়ঃক্রমে (১২১০ বঙ্গাব্দে) ভবানী মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই রাজ্য পোষ্যপুত্রের হস্তে পতিত হয়। রামকৃষ্ণও মাতার ন্যায় তাপস ছিলেন; তিনি কয়েক বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় গ্রহণ করতঃ রাজ্যত্যাগী হন। তদবধি রাজসাহীর রাজভবনও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।*

ছুটাছুটি।

ছুটিতেছি—দিন নাই, রাত নাই, অবিশ্রান্ত ছুটিতেছি—জানি না কিসের জন্য, বুঝি না কোথায় যাইতে। সকল কাজেরই সময় আছে, সীমা আছে; কিন্তু এ ছুটাছুটির সময় নাই, সীমা নাই। শৈশব হইতে—যখন চলিতে জানিতাম না, বলিতে জানিতাম না, তখন হইতে আমার গঠিত সেই যে ছুটাছুটির সঙ্গী লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বয়স শেষ হইতে চলিল, আজও ত কই সেই ছুটাছুটির অবসান হইল না!

জীবনের প্রভাতে, আশার অঙ্কুরগুলি যখন হৃদয়ের মাঝখান হইতে মুখ বাড়াইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কতই আনন্দিত হইয়াছিলাম, জীবনের উদ্বোধনে হৃদয়ের

* এই জীবনীর অংশ বিশেষ "দ্বাদশ নারী" পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মন্দিরে যেন কি মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। আমি যাঁহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব, যাঁহারা আমার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন, তাঁহারা আমার এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সময় হৃদয়ে আশার অনন্ত স্ফূর্ত্তি—মায়ার অনন্ত বিকাশ দেখিয়া কি আনন্দ পাইয়াছিলেন, আজি তাহা কেমন করিয়া বলিব!

কিন্তু সে দিনে সুখের, আশার বা আনন্দের কি ছিল, আমি ত কই আজিও তাহা জানিতে পারিলাম না—বুঝিতে পারিলাম না। সেই দিনের আশার অঙ্কুরই ত, দিনে দিনে আশা-রই বারিসেকে, আশারই সূর্য্যকিরণে বাড়িয়া, এ জীবনে দুঃখের, যন্ত্রণার ও অশান্তির চির-নিবাস রচনা করিয়া দিল। যৌবনে এই আশার অঙ্কুরই ত মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া বিশ্ব-সংসার ছুঁইবার জন্যই যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আবার জীবনের এই শেষ অব-স্থায়—যখন শরীর বলশূন্য, হৃদয় আগ্রহশূন্য; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য অতীত পরিচালনায় ক্ষীণ হইয়া শরীরের নিকট মনের সন্নিধানে প্রতিনিয়ত বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, প্রাণের প্রদীপ স্তিমিতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখনও—তখনও—এই শেষ সময়ে—একি অদ্ভুত দৃশ্য! একি বিস্ময়কর বীভৎস কাণ্ড—হৃদয়ের আশা—জীবনের ছুটাছুটি যেন বিপুল সাহস, নবীন উৎসাহ ও অপ্রতিহত শক্তিলাভ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে! এ শক্তি জীবনে আমার সম্মুখে সুখের কিছু রাখিল না, আনন্দের কিছু স্থান পাইতে দিল না—সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, ব্যতিব্যস্ত করিয়া হৃদয়ের সুখ, প্রাণের শান্তি, চিরদিনের জন্য কাড়িয়া লইল!

সংসারে আসিয়া, শৈশব হইতে কতবার, কত বিভিন্ন সময়ে, কত বিভিন্ন স্রোতে এ শরীর মন ঢালিয়া দিয়াছি। শরীরের, মনের কত বন্ধু জুটিয়াছে—জুটিয়াছে, আবার বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা হয় ত আমার এই জীবনব্রত সঙ্কল্পের পাঁচ, দশ, বা বিশ বৎসর পরে আসিয়াছিল,—পাঁচ, দশ, বিশ বৎসর আমাকে লইয়া বন্ধুভাবে পথ দেখাইয়া বেড়াইয়াছিল—আবার আমার এই জীবনব্রত প্রতিষ্ঠার পাঁচ, দশ বা বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু জীবন শেষ হইতে চলিল, এই ছুটাছুটির সাথী সেই যে জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই আসিয়া জুটিয়াছিল, এ তক্ কই সঙ্গ ছাড়িল না! জানি না, এ সাথী কখনও আমার সঙ্গ ছাড়িবে কি না—জানি না, বন্ধু-ভাবে পথ দেখাইতে আসিয়া পথ ভুলাইয়া কণ্টকের বনে, দুঃখের মরুভূমে, যন্ত্রণার সাগরতরঙ্গে এ প্রাণের অন্ত্যেষ্টি-সাধন করিবে কি না!

গৃহীর নিত্য-প্রয়োজনীয়

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

মধ্যে মধ্যেই 'অনুসন্ধানে' নানারূপ গৃহীর প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ও সে সম্বন্ধে পাঠকগণের আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়। তজ্জন্য অদ্যও নিম্নে কতকগুলি প্রয়ো-জনীয় তত্ত্ব নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহাও সাধারণের তুষ্টি-সম্পাদনে সমর্থ হইবে।

ঘড়ির তৈল বা ওয়াচ অএল।—ঘড়ির কল খারাপ হইলে তাহার পরিষ্করণার্থ উক্ত তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাত হইতে উহা আমদানী হয় এবং এখানে এক টাকা, দেড় টাকা করিয়া উহার ড্রাম (প্রায় ৬০ ফোটা) বিক্রয় হয়। কিন্তু ঐ তৈলের প্রস্তুত প্রণালী এইরূপঃ—একটি শিশির মধ্যে জলপাই ফলের তৈলের (ইংরাজীতে যাহাকে অলিভ অয়েল বলে) সহিত কতকগুলি সীসার ...

...রা মুখ বন্ধ করিয়া সূর্য্যতাপে রাখ। এই-...প ২০ দিন রাখিলে শিশির নীচে এক প্রকার ...র পড়ে। তখন সেই অংশ বাদ দিয়া ...বধানে উপরের তৈল ব্লটিং কাগজে ছাকিয়া ...ইলেই ঘড়ির তৈল প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, ...বসায় ক্ষেত্রে এই তৈলই আবার এত দরে বিক্রীত হয়।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ছবি বা ছাপার নকল তোলা।—একটুখানি ফটকিরি ও সাবান গুলিয়া সেই জলে কাগজ বা বস্ত্র ভিজাইয়া ছবি বা ছাপার উপর পাতিয়া প্রেসে চাপ দিলে সুন্দর প্রতি-লিপি পাওয়া যায়।

কাচ জুড়িবার আটা।—১আউন্স আইসিং গ্লাস, ৫ আউন্স পরিমিত পরিশ্রুত জলে সিদ্ধ করিবে। ৩ আউন্স পরিমাণ থাকিতে ১॥০ আউন্স পরিমাণ রেক্‌টিফাইড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ২।৩ মিনিট জ্বাল দিবে। অবশেষে অর্দ্ধ আউন্স গম্ এমোনিক ইমল্‌সন (Gum Ammoniac Emulsion) এবং ৫ ড্রাম রেজিন ...লেটিক ইমল্‌সন (Alcoholic Solution of Resin mastic) মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা কাচ চিরস্থায়ী রূপে জোড়া যায়।

চীনামাটির দ্রব্যাদি ভগ্ন হইলে জুড়িবার উপায়।—টাট্‌কা কলিচুণ উত্তম রূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে। তৎপরে যে দ্রব্য জুড়িতে হইবে, তাহাতে হংস ডিম্বের শ্বেতাংশ মাখাইয়া এই গুঁড়া করা চুন দিয়া অতি সাব-ধানে জুড়িবে। এই জোড়া শীঘ্র খুলিবে না।

রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি পরিষ্কার করি-বার উপায়।—সাইনেট অব্ পটাস ॥০ পাউণ্ড, সল্‌ট অব্ টার্টার ॥০ পাউণ্ড, জল ১ গ্যালান; উপরোক্ত দ্রব্য তিনটি জলে দ্রব করিয়া যে বস্তু পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা ক্ষণমাত্র উক্ত জলে ডুবাইয়া লইবে। তদনন্তর পরিষ্কার গরম জলে ধৌত করিয়া শ্যাময় লেদার দ্বা উত্তম রূপে মুছিয়া লইবে। এই জল অত্যন্ত বিষাক্ত, ইহা ক্ষতস্থানে লাগিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে।

রেশমী কাপড় ধৌত করণ।—গোল আলু ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া, জলে কচলাইয়া লইয়া সেই জল দিয়া খুব সরেস রেশমী কাপড় ধুইলেও সূতার কিম্বা রঙ্গের কোন হানি হয় না, অথচ কাপর সাফ্ হয়।

তিক্ত ঔষধ খাইবার সহজ উপায়।—যদি তিক্ত বা বিস্বাদ ঔষধ খাইতে হয়, তাহাহইলে মুখের মধ্যে একটু কিট্‌কারি রাখিয়া তাহার পরে ঔষধ খাইলে, যেমন ঔষধই হউক, চিনির মত মিষ্ট লাগিবে।

গোল আলু বাছাই করা।—ভাল গোল আলু বাছিয়া লইতে হইলে একটা পাত্রে লবণগোলা জল রাখিয়া উহাতে আলুগুলিকে ছাড়িয়া দিবে; ভালগুলি ডুবিয়া তলায় পড়িবে, আর খারাপগুলি ভাসিয়া উপরে উঠিবে।

ইস্পাত কি লোহা ঠিক করা।—লোহা কি ইস্পাত ঠিক্ করিতে হইলে নাইট্রিক এসিডের সাহায্যে করা যায়। ইস্পাতের উপর উক্ত এসিড এক ফোটা ফেলিয়া দিলে একটা কাল দাগ হয়, কিন্তু লোহার উপর দিলে তাহা হয় না। ইহা অপেক্ষাও আর একটি সূক্ষ্ম পরীক্ষা আছে, তাহা এইঃ—লোহাকে সাধারণ তেজের নাইট্রিক এসিডের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলে উহার গাত্রের নিকটবর্ত্তী এসিড ফুটিতে থাকে। যতক্ষণ রাখা যায়, ততক্ষণই ফুটে। কিন্তু ইস্পাতকে ঐরূপ রাখিলে ফুটে বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। অল্পক্ষণ ফুটিয়াই থামিয়া যায়।

ছুরি প্রভৃতির বাঁট-আটা।—অসাবধান হইয়া গরম জলে ডুবাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে ছুরি চাকু প্রভৃতি বাঁট হইতে খুলিয়া গেলে ২ ভাগ গালা ও এক ভাগ চা-খড়ি লইয়া উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া লইবে; এবং বাঁটের গর্ত্তটি ঐ চূর্ণের দ্বারা বুজাইয়া

ছুরির গোড়াটাকে তাতাইয়া লইয়া উহার ভিতর বসাইয়া দিবে।

শ্বাসের দুর্গন্ধ নিবারণ।—কাহারও কাহারও শ্বাসে দুর্গন্ধ থাকে, অথচ ওরূপ হইবার কোন স্পষ্ট কারণ টের পাওয়া যায় না। খারাপ দাঁত কিম্বা মুখ পরিস্কার রাখিতেও কোন ত্রুটি, কিম্বা দাঁতের মাড়ি ও শ্লৈষ্মিক ত্বক্ অসুস্থ দেখা যায় না। এই গন্ধ ফুস্‌ফুস কিম্বা অন্নাশয় হইতে আসাই সম্ভব। কিন্তু দশটি এরূপ স্থলের মধ্যে নটিই প্রায় অন্নাশয় হইতে আইসে। ইহা এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিলে সারিবে;—যথা, ১২০ ভাগ মিছরির জলে ৬ ভাগ ক্লোরেট্ অব্ পটাসের জল মিশ্রিত করিয়া লইয়া আহারের তিন ঘণ্টা পরে বড় চার চামচের এক চামচ পরিমাণ খাইয়া ফেলিবে, এবং সেই সময়ে ঐ জল দিয়া মুখটিকেও বেস্ করিয়া কুলি করিয়া ধুইয়া ফেলিবে।"

আমার মনের কথা।

প্রাপ্ত।

আমি এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বয়েস অনেক হ'য়েছে। অনেক হ'য়েছে বলে পাঠক ভাবিবেন না যে, আমার বয়সের গাছপাথর নাই। তা' নয়, তবে আজকাল যেমন অকাল মৃত্যু হইয়াছে, বুড়ো হ'তে না হ'তে, মাথার চুল পাকিতে না পাকিতে, হাতে লাটি ধরিতে না ধরিতে, দাঁতগুলি পড়ে যেতে না যেতে, এমন কি

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং
করধৃতে কম্পিত শোভিত দণ্ডং"

হতে না হতে যখন মানবলীলা সম্বরণ করে, তখন আমি যে তাঁদের অপেক্ষা বুড়ো হয়ে এখন জীবিত রয়েছি, তাই বল্‌ছি, আমার বয়েস অনেক হয়েছে। আমি সে কালের লোক। এ কালের ইয়ং বেঙ্গলের—চশমাধারীর মধ্যে নহে। এ কালের হইলে আমাকে আর আর কলম ধত্তে হ'ত না, আমার কথা লোকের কাছে বল্‌তে হ'ত না; মনের কথা মনেই থাক্‌তো। কিন্তু সুখের বিষয়, আমার গিন্নির কপাল জোরে আমার মনের কথা বল্‌তে আবার কলম ধরেছি।

আমার আবার মনের কথা কি? আমি বুড়ো বামুন, তিন কাল গিয়ে এক কাল আছে; আমার আবার মনের কথা কি; আমার মনের কথা বজ্র—যা বল্‌বো, মাথায় সেই বজ্রপাত হ'বে। আমার মনের কথা কেউটে সাপ—যাহাকে দংশন কর্ব্বে, ঢুলু ঢুলু আঁখি হইতে হইতে তখনই প্রাপ্ত হ'বে; পাঠক! শুনিতে ইচ্ছা হয় কি, মাথা বাঁচিয়ে যেও—বজ্র যেন মাথায় না পড়ে আর কেউটে সাপ যেন দংশন কর্ত্তে না পারে। পার্ব্বে কি না, তা জানি না। তবে আমি যা দেখ্‌ছি, তখন যা দেখেছি, তাতে বুঝেছি, আমার মনের কথা রূপ বজ্র ও কেউটে সাপ হইতে কেহই রক্ষা পাবে না। তবে কি হ'বে? পাঠক আমি ঔষধ দিব। যখন বজ্র পড়ে পড়ে হবে, তখন হ্যাট কোট ছেড়ে ধুতি কাপড় পরে জৈমিনিকে ডেকো, আর যখন কেউটে ফোঁস করে উঠ্‌বে, তখন গেরুয়া বসন পরিধান করে কৃতাঞ্জলি পুটে গরুড়কে ডেকো; আমার দুই অস্ত্র ব্যর্থ হবে। আমি একটু গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে চারিদিকে আটঘাট বেঁধে আমার মনের কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্ব্বো।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমি এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমি অনেক দেখেছি। ভারতের সুদিন দেখেছি; যখন আমার শৈশব কাল তখন পবিত্র ভারত-ভূমিতে যবন রাজা আর দিন হইতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করি দাসত্য শৃঙ্খলে একে একে সকলকে বাঁধি পাষাণখণ্ড বক্ষঃস্থলে চাপাইয়া হৃদয় নিষ্পি

য়াছিল, উঠিয়া কোথাও চলিয়া যাইবার ক কাড়িয়া লইয়াছিল, সে হেন ঘোর দিনে ঘোর বিপ্লব সময়ে আমি ভারতের দিন দেখেছি। নীলাকাশে শশধর হাসিতে সিতে সকলকে হাসাইতে দেখেছি। মনে ন সুখ ছিল, শান্তি ছিল, তাই তখন ক হাসিয়াছে। এখন আর সে শান্তি নাই, য়ে সুখ নাই; তাই আজ লোকে চারি কে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমিও সেই ঙ্গে ভারতের সর্ব্বনাশ দেখিয়া কাঁদিব।

কাঁদিব না কেন? ভারতে এরূপ ঘটনা খিয়া এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া কে না দিবে? আজ ভারতের যে দিন উপস্থিত, রূপ সর্ব্বনাশ হইয়া লোকে পথের কাঙ্গাল য়াছে, তাহা দেখিয়া আমি আজ দুই চারিটি থা বলিয়া আমার মনের কথা শেষ কর্ব্বো।

সেই দিন আর এই দিন। সেই আমার বন কাল, আর আজ আমার এই বৃদ্ধাবস্থা। মার জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, ত দিন কাঁদিয়াছি, কুসুম কাননে বসিয়া সিয়াছি, বিপদ সাগরে ডুবিয়া ভাসিতে সিতে কেমন তীরে উঠিয়াছি। সে সব না আমি বল্‌তে আসি নাই। আজি ভাবি, রতের সেই দিন আর এই দিন।

বিষম কথা। সেই দিন আর এই দিন নিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে কেন? অশ্রু-রিতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায় কেন? সেই নে যাহা যাহা ছিল, যাহা দেখিতে পাই-ম, দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইত, সুখ পাই-ম, সে দিন কি আজ নাই? একি! আজ চারিদিকে কে এই জলদ গম্ভীর স্বরে তেছে, সে দিন নাই! "এ কাহার স্বর? দিন নাই! ভারতে আজ ভয়ানক দুর্দ্দিন। হেন দুর্দ্দিন দেখিয়া আজ আমার প্রাণ ই কাঁদিয়াছে। আমার ক্রন্দনের সঙ্গে ক কি একবার কাঁদিবেন?

গম্ভীরা রজনীতে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার আর নিদ্রা হইল না; চিন্তা বাড়িল। ভারতের সুদিন আর দুর্দ্দিন ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রু-বারিতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। কে সান্ত না করিবে? কে আমার অশ্রুবারি মুছিয়া দিবে? ভারতের জন্যে আমার প্রাণ আজ কাঁদিয়াছে, ভারতের সুদিন না দেখিলে এ অশ্রুবারি শুকাইয়া যাইবার নহে; যত দিন বাঁচিব, যত দিন এই নশ্বর দেহে, জীবন থাকিবে, তত দিন ভারত ভারত বলে কাঁদিব।

প্রাণ বড়ই কাঁদিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শয়ন মন্দির ত্যাগ করিয়া মৃদু-মন্দ সমীরণ হিল্লোল সেবন করিয়া প্রাণ শীতল হইবে ভাবিয়া কুসুম কাননে প্রবেশ করিলাম। বাছিয়া বাছিয়া গুটিকতক ফুল তুলিয়া শ্রীহরির সেই প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে লাগিলাম। সেই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী উপহার দিতে লাগিলাম। প্রাণ কতক শান্ত হইল। সেই শান্তি চরণে আপনার মস্তক ন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

সে দিন নাই। সে দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভারতে যাহা দেখেছিলাম, দেখিয়া মন তৃপ্তি হইত, তাহা আর দেখ্‌তে পাই না। আজ বাস্তবিক আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছি, যে রত্নের বলে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও মনে কত সুখ, কত শান্তি লাভ করিতাম, রত্ন সিংহাসন অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হইত, সে রত্ন আজ আমরা হারাইয়াছি। বিপক্ষ দল আসিয়া সে রত্ন চুরি করে নাই, বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় নাই। আমরা ইচ্ছা করিয়া সাধ করিয়া সে রত্ন পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। আমাদের সর্ব্বনাশ হবেনা ত এমন সর্ব্বনাশ আর কাহার হইবে।

সে অমূল্য রত্ন কি? পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে ভারতক্ষেত্র আলোকিত হইয়াছিল গম্ভীরান্ধকার ঘুচিয়া গিয়া চারিদিকে শত সূর্য্য প্রতিভা পাইতেছিল, সে প্রতিভা আজ নিভিয়া গিয়াছে। শত সূর্য্য এক সময়ে অস্তাচলের গুহাশায়ী হইয়াছে! সূর্য্য ডুবিল কেন? ভারতের

চারিদিক গভীরান্ধকারাবৃত হইল কেন? ভারতে কি লোক নাই, পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া সেই শান্তি দ্বারে বসিয়া ভারত-সঙ্গীত গাহিবার কি লোক নাই? এত দিন পরে পবিত্র ভারতভূমি কি আর্য্যসন্তান শূন্য হইল।

কেন এমন হ'ল! একি পাশ্চত্য শিক্ষার ফল নহে। কে অস্বীকার করিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার যত বিস্তার হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে দিনে দিনে যত বৃদ্ধি হইবে, ততই ভারতের উন্নতি না হইয়া দিন দিন অধোন্নতি হইবে। কুসংস্কার বাড়িবে। দেব দেবীর উপরে ভক্তি শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে। বাস্তবিক আমি আজ তাহাই দেখিতেছি। আমি পূর্ব্বেও দেখেছি, এখনও দেখ্‌ছি, কই পূর্ব্বেত এমন ছিল না! তখন ব্রাহ্মণেরা নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত, প্রাতে সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত, দেব দেবীর উপর কত ভক্তি ছিল, আহা ভক্তিভরে কুসুমে অঞ্জলী ধরিয়া কেমন পূজা করিত, প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে কেমন হরিনামের মধুর ধ্বনি শুনা যাইত, কই আজ সে মধুর ধ্বনি শুনিতে পাই'না কেন? আজ দেব দেবীর উপর ভক্তি নাই কেন? সে পদ্মপলাশ লোচনকে দেখিতে প্রাতঃসন্ধ্যাকালে দল বাঁধিয়া লোক ছুটিয়া যায় না কেন? একি দেখিলাম! আমি বেশ মনের সাধে শ্রীহরির চরণ পূজা করিতে ছিলেম কেমন মনে শান্তি ছিল, সহসা আমাকে কে নরক দৃশ্য দেখাতে সেই দেবতা-দুর্ল্লভ পদ কাড়িয়া লইল। একি, আজ আমি ভারতের সেই দিনে আর এই দিনে তুলনা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলাম!

আমি কি দেখিতেছি। সেই দিনে আর এই দিনে কত যে প্রভেদ হইয়াছে, তাহা দুই একটি কথা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। পাঠক ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। ধৈর্য্য ধরিয়া একবার দেখিবেন, সেই দিনে আর এই দিনে কত প্রভেদ। যাহা লইয়া মানব জীবন সংগঠিত হইবে সাধু বা অসাধু বলিয়া জনসমাজে প্রতিপন্ন হইবে। নরক বা স্বর্গ লাভ হইবে, সেই পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে আজ আর লোকের সেরূপ আস্থা নাই কেন? ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অধর্ম্ম পঙ্কে ডুবিতেছে কেন? মানব-জীবন ধারণ করিয়া এ পশুবৎ আচর[ণ] কেন?

সংবাদ।

—"একটি সুস্থ শরীর হইতে রক্ত লইয়া অন্য একটী রক্তহীন দুর্ব্বল শরীরে সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে সতেজ করার কথা বোধ হয়, অধিকাংশ পাঠক শুনেন নাই। সম্প্রতি বিলাতে মার্কস্ ইউষ্টস্ নামক একজন ডাক্তার আপন শরীরের রক্ত অন্য একটী রুগ্না দুঃখিনী স্ত্রীলোকের শরীরে সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে তাজা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ চিকিৎসকগণই রোগীর যথার্থ পিতৃস্থানীয়।

—সংপ্রতি বালেশ্বর জিলার মধ্যে সোরো থানার এলাকায় জগুমিশ্র নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ভয়ানক ডাকাতি ও শোচনীয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতগণ গৃহে প্রবিষ্ট হইলে জগু তরবারি লইয়া আপন লৌহ-সিন্দুক রক্ষা করিতেছিল, ডাকাইতেরা কোন প্রকারে কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই। তদনন্তর কেরোসিন তৈলে ভিজান একখানি চাদর জ্বালাইয়া দূর হইতে জগুমিশ্রের গায়ে ফেলিয়া দেওয়াতে সে যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ডাকাইতগণ সুবিধা পাইয়া লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গিয়া হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। জগুমিশ্রকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল, কয়েক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জগু জন্মের মত বিদায় লইয়াছে। একেই বলে ধনে প্রাণে সারা হওয়া!

—বিগত দোল পূর্ণিমার দিন পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মদনপুর নামক ষ্টেসণে ডাকগাড়ি এবং মালগাড়িতে ভয়ানক টক্কর লাগিয়া ডাকগাড়ির ব্রেকভান্, লগেজভান্ ও এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। আরোহীদিগের অনেকেই অল্প বিস্তর রূপে আহত হইয়াছে। একটি সাহেব হত চেতন হইয়া পড়িয়াছিল, ও ডাকগাড়ির ড্রাইভার লাফাইয়া পড়িয়া আহত হইয়াছে। ঐ দিন উক্ত ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়া নামক স্থানের দোলযাত্রা দেখিবার জন্য যাত্রী-গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল; সুখের বিষয়, যে কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, ডবল লাইন না হইলে এ বিপদের হাত কিছুতে এড়ান যাইবে না।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

[...শ খণ্ড।] ১৫ই চৈত্র, ১২৯৪ সাল। [১৬শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির শত্রু।

অনুসন্ধান-সমিতি যে গুরুভার লইয়া সংসারে অবতীর্ণ, তাহাতে পদে পদে ইহার অশুভ-আশঙ্কা অযৌক্তিক নহে। প্রথমতঃ যাহাকে জুয়াচোর বলিয়া সাধারণে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইবে, জুয়াচুরী-ব্যবসায় বন্ধ হইলে, সমিতির প্রতি সে নিশ্চয়ই খড়্গাহস্ত থাকিবে; কলে বলে কৌশলে যেরূপেই হউক, সমিতির উৎসাদন সাধনই তাহার মূলমন্ত্র হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহার অসৎ আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবও আত্মীয়ের অন্নে ধুলি পড়িতেছে দেখিয়া রুষ্ট থাকা বিচিত্র নহে। তৃতীয়তঃ জুয়াচুরী যাহাদের ব্যবসায়, অথচ যাহারা সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে, কখন কি ভাবে সমিতি তাহাদিগের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কাতেই সমিতি তাদের চক্ষুশূল। এইরূপ কত বলিব! যে দিকে দেখি, সেই দিকেই সৎকার্য্যের অন্তরায় বর্ত্তমান। অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কিরূপে সমিতিকে বিপন্ন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে, এই তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা।

এই সকল চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা জানি, অনেক জুয়াচোর আবার সাধুর বেশ ধরিয়া সময় সময় সমিতির অযথা কলঙ্ক রটনা করিয়া বেড়ায়, কেহ বা ছিদ্রান্বেষী হইয়া সমিতিকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিতে এবং কেহ বা অন্য রূপের নানা বিড়ম্বনা ভোগ করাইতে চেষ্টা পায়। অধিক কি, কেহ কেহ আবার জুয়াচোর-দলকে এক করাইয়া তাহাদিগের একযোগে সমিতির সহিত প্রতিযোগিতা আশা করে।

কিন্তু এ সকল ষড়যন্ত্রের দ্বারা সমিতির যে বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইবে, এ ভাবনা আদৌ মনে স্থান পায় না। দুষ্টগণের অন্ততঃ একটুও বুঝা উচিত যে, এরূপ কোন দুর্ভাবনা যদি সমিতির কার্য্যকারকগণের মনে স্থান পাইত, তাহাহইলে তাঁহারা সহসা কখনই এই গুরু-ভার স্কন্ধে লইতেন না। সত্য ও ন্যায়ের সম্মান রক্ষার্থ তাঁহারা এ সকল বাধা বিঘ্ন বা ভ্রূকুটীকে অতি তুচ্ছই জ্ঞান করিয়া থাকেন। সমিতির বিরুদ্ধে দুষ্টদের সেই ষড়যন্ত্র ও চীৎকার সকলই ঘৃণিত ও অশ্রাব্য; সুতরাং সে সকল কথা সাধু লোক চরণেও স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন।

তবে চতুর চাতুরি করিয়া নানা ছাঁদে নানা ফাঁদ পাতে। তাহার গূঢ় রহস্য না বুঝিতে পারিয়া সাধু লোক সে ফাঁদে পতিত না হন, এই আমাদের বাসনা। ফলতঃ দুষ্টের অভিসন্ধি কখনই ঢাকা থাকিবার নহে। আর, সমিতিও তাহাদের সে সকল গূঢ় অভিসন্ধি

প্রকাশ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত হইবেন না। সুতরাং তাহাদের গাত্রের জ্বালা দিন দিন বৃদ্ধি বই আর কমিবে কিরূপে?

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

হরিদাসের নূতন লীলা।

বিখ্যাত হরিদাস মান্নার নাম বোধ হয় অনেকেরই অজানিত নাই। আজ এ ঠিকানায় বসিয়া, কাল সে ঠিকানা দিয়া; কখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সাজিয়া, কখনও জমীদার বা রাজার দোহাই দিয়া; কখনও সাহেবী কায়দায়, কখনও বা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বেশে তাহার প্রতারণা-প্রবঞ্চনার বিষয় বোধ হয় কাহাকেও আর নূতন করিয়া দফায় দফায় বলিতে হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এক কেলেঙ্কারীর কথা ঢাকা পড়িতে না পড়িতেই সে আবার নূতন কায়দায় দেখা দিতেছে। সম্প্রতি সে আবার তাহার নূতন ঠিকানা ১৩নং কার্ত্তিক বসুর লেন, হাতিবাগান হইতে "দিবাকর" নামক এক পাক্ষিক পত্র প্রচারের লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছে। তাহাতেও আবার জমা দিয়া গ্রাহক হইলে 'বেদান্ত-সার' ও 'চাণক্য-শতক' নামক দু'খানি বই উপহারের লোভ! যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপর এত কাণ্ড কারখানা করিতে পারিয়াছে, তাহার কার্য্যের পরিণাম কি, সাধারণেরই বিবেচনা করা উচিত! তা'ছাড়া, ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, উপহারের বইও ছাপা নাই। যাইহোক, এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না; তবে এখন তাহার হস্তে টাকা-কড়ি জমা দেওয়া না দেওয়া সে সাধারণের ইচ্ছা!

বিজলীর সম্পাদক

ঘলিয়া পরিচয়-দাতা বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে বঙ্গবাসী-আপিসে ও অনুসন্ধান-সমিতিতে নানা অভিযোগ আসে। সে সকল অভিযোগের বিষয় জানিয়া এখনও সাধারণে তাঁহার কার্য্যাকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করেন, এই বাসনা। গুপ্ত বাবুর সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ পাওয়া যায়, কর্ত্তব্য-বোধে তাহার কয়েকটীমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে:—

১। কখনও বসন্তকুমার রায় এম এ; কখনও বা বি, কে, রায় বিএ,—এই নাম দিয়া কখনও ৬নং ঝামাপুকুর লেন, কখনও বা ১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি ঠিকনায় 'চিরসঙ্গিনী, বাঙ্গালী বউ' প্রভৃতি পুস্তকের নানারূপ প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু সন্ধানার্থ উক্ত ঠিকানায় কেহ যাইলে এম এ, উপাধিধারী বসন্তকুমার রায়কে দেখিতে পান না; গুপ্ত মহাশয়ই গুপ্ত থাকিয়া ঐ নামে নিজের কতকগুলি বাজে পুস্তকাদি* বিক্রয় করেন। শুনা যায় যে, গুপ্ত বাবুর স্বগ্রামে—ঢাকা জেলায় বাবু বসন্তকুমার দাস নামে জনৈক এম এ, উপাধিধারী ব্যক্তি বাস করেন। তাই প্রতিবেশীর নাম একটু আদটু বদলাইয়া তিনি নিজের পুস্তকের কাটতি করেন, এই তাঁর বাসনা। এ বড় মন্দ কথা নয়!

২। ১৪৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ঠিকানায় বি, এল, ঘোষ এণ্ড কোং এই নামে 'বিশ্বকর্ম্মা', 'কারিকর-দর্পণ' ও 'বিজলী' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহাতে টাকা জমা দিয়া বিশ্বকর্ম্মা ও কারিকর-দর্পণ তো সকলে পানই না, আ'ছাড়া বিজলীও নিয়ম মত পাওয়া অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। সন্ধানে জানা যায়, উক্ত কোম্পানীর সহিত উক্ত গুপ্ত মহা-

* পুস্তকগুলির রূপ-গুণের পরিচয় এখানে দিবার আবশ্যক নাই; যদি আবশ্যক হয়, সমালোচনা হইলেই, পাঠকগণ সবই বুঝিতে পারিবেন।

য়ের প্রথমে গুপ্তভাবে সম্বন্ধ ছিল। তারপর, কি মনোবিবাদে ইনি বিজলী লইয়া ছাড়াছাড়ি ন। বিজলী লইয়া স্বতন্ত্র হইলেন বটে, কিন্তু য সকল ব্যাচারীরা টাকা জমা দিয়া ঐ সকলের গ্রাহক হইল, তাহাদের গতি কি করিয়া আসিলেন? যোগাযোগে কাজ হইল, কিন্তু দেনা দেবার বেলায় স্বতন্ত্রভাব!

৩। মধ্যে গুপ্ত এণ্ড সন্স এই নাম দিয়া ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন হইতে 'বিশ্বশিল্পি' নামক পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাহির হয়! শুনা যায় তাহারও মূল গুপ্ত মহাশয়। যাইহোক, উপহারের লোভে ভুলিয়া তাহাতে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহকগণের যে অবস্থা ঘটিতেছে, নিম্নে বঙ্গবাসী-আপিসে প্রেরিত তৎসম্বন্ধীয় একখানি পত্র প্রকাশ করা গেল; তাহাতেই পাঠক সকল বুঝিবেন আশা করা যায়। জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত সাহানত উল্লা সরকার বলেন;—

"আমি গত নবেম্বর মাসের 'বিশ্বশিল্পি' নামক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রলোভিত হইয়া V. P. P.তে উক্ত বিশ্বশিল্পির এক খানি, বিজলী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ও কয়েক খানি উপহারের বই সহ ২৷৷০ অড়াই টাকা দিয়া গ্রহণ করি। আশা ছিল মাসে ২ এক খানি করিয়া বিশ্বশিল্পি ও সপ্তাহে ২ এক খানি করিয়া বিজলী নামক পত্রিকা পাইব। প্রায় ৩মাস অতীত, উক্ত আশা বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। বিশ্বশিল্পির সঙ্গে তো দেখা নাই! বিজলী এক খানা দিয়াই বন্ধ করিয়াছে। আমি উক্ত পত্রিকার কার্য্যকারক গুপ্ত এণ্ড সন্স মহাত্মাকে ৬নং গুরু প্রসাদ চৌধুরির লেন এই ঠিকানায় পর্য্যায়ক্রমে ৩।৪ খানা পত্র লিখি, তাহার উত্তর এ পর্য্যন্ত পাইলাম না এরূপ ব্যবসা মন্দ নয়। বিজ্ঞাপনের জাঁকজমকে লোকে আর কেন প্রলোভিত হইবে? আমি যে ঠকিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত নহি। কিন্তু বঙ্গবাসী ভ্রাতা-গণ যে ঠকিয়াছেন এবং ঠকিবে, তজ্জন্যই দুঃখিত! পয়সা খরচ করিয়া পত্রিকা না পাওয়া যে কত দুঃখের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন।"

৪। মধ্যে এডুকেশন গেজেট প্রভৃতিতে গুপ্ত এণ্ড সন্সের নামে এক 'কর্ম্মখালির' বিজ্ঞাপন বাহির হয় ও তাহাতে টাকা জমা দিয়া দুই ব্যক্তি কর্ম্ম পান। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় তাহাদের কিছুদিন খাটাইয়া মাহিনাও দেন না এবং জমার টাকা কয়েকটীও ফেরত দিতে পারেন না। তন্মধ্যে এক জন গরিব বেচারা নিজের সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিজ্ঞাপনের কুহকে জমা দিয়া কর্ম্ম পায়। এখন, তাহার কি দুর্দ্দশা পাঠকগণই ভাবিয়া দেখুন। যাইহোক, শুনিলাম, এখন তাহারা নাকি আইনের আশ্রয় লইবার চেষ্টায় আছে; দেখা যাক, কি হয়! ফলতঃ এই দুঃখের বিষয় যে, সমিতি হইতে এত সতর্কতা সত্বেও কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে না বুঝিয়া লোকে টাকা জমা দিয়া বিড়ম্বিত হয়, এই ক্ষোভ!

আর স্থানাভাব। সুতরাং গুপ্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে এখন এই পর্য্যন্তেই শেষ হইল।

জুয়াচোরের নূতন সাহস।

সমিতির জনৈক মেম্বর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—"ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বেতাগড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী মধুপুর-বাজারে ঠিক হাটের-সময় একটি বাবু আসিয়া উপস্থিত। বাবুর পোষাক ইত্যাদিতে বাজারের সাধারণ লোকে-অনুমান করিল, ইনি একজন গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী হইবেন। ইনিও তাহাই প্রকাশ করিয়া বাজারের নিরক্ষর লোক ও মহাজনদিগের উপর চোট-পাট আরম্ভ করিলেন এবং চৌকীদার দ্বারা বাজারে এই মর্ম্মে ঢোলের দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট আজ কাল রুষিয়ার যুদ্ধে বড় ব্যতিবস্ত আছেন; সেজন্যে প্রত্যেকের 'যুদ্ধখরচ' বাবত এক আনা-হারে সরকারে দিতে হইবে। এবং এই পয়সা আদায় করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে তাহার নিকট দিতে হইবে, এই মর্ম্মে একখানি পরোয়ানা বাহির করিয়া সকলকে দেখায়। পরদিন প্রত্যুষেই একজন ঢুলি ও দুইজন চৌকীদার সহকারে গ্রাম্য পঞ্চায়ত সকলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকের তহশিল

অনুসারে ঐহারে যাহা ব্যয় হয় তাহা এখনই পরিশোধ করিতে হইবে, না দিলে মালামাল নিলাম দ্বারায় এখনই টাকা আদায় হইবে এই জন্যই ঢুলীকে সঙ্গে আনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। সে একজন গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী, এই প্রকার করিয়া টাকা উসুলের ক্ষমতা তাহাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইয়াছে ইহাও সবিশেষ রকমে প্রকাশ করে। এই সময়ে সে প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া তাহার নাম কালী প্রসন্ন সেন ও সে ময়মন সিংহ কালেক্টরিতে কার্য্য করে, বলে।

এই প্রকারে জুয়াচোর পঞ্চায়েতদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে থাকে। পরে কিছু চালাক রকম এক পঞ্চায়তের নিকট টাকার জন্য যায়; তাহার কিছু বেশী দেনা ছিল এবং এইরূপে প্রত্যেকের নিকট হইতে এক আনা করিয়া আদায় করা সহজ হইবে না বিবেচনা করিয়া জুয়াচোরকে বসাইয়া রাখিয়া তাহাদিগের ভূম্যধিকারী বেতাগড়ীর মজুমদার মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ সংবাদ জানিতে লোক পাঠায়; কিন্তু জুয়াচোর কোনরূপে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সেখান হইতে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে এবং পঞ্চায়তকে বলিয়া যায় যে,—"আগামী কল্য তোমার টাকা লইব।" গ্রাম্য-লোক সরল বিশ্বাসে এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিদায় দেয়। বেতাগড়ী লোক পাঠাইয়া জানিতে পারিল যে, চাঁদা আদায়কারী প্রতারক এবং এই সংবাদ পুলিসে দিতে মজুমদার মহাশয়েরা উপদেশ দিলেন। এই প্রকার সংবাদে গ্রাম্য লোকগণ ক্ষোভে ও দুঃখে জুয়াচোরের অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেই দিনই উহার নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন সমূহে লোক পাঠাইয়া অনেক রকম অনুসন্ধান করে। কিন্তু কিছুতেই আর জুয়াচোরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিছু দিন পরে এখন জানা গেল, জুয়াচোর ধরা পড়িয়া বিচারে কারাবাসী হইয়াছে। জুয়াচোরের বয়স অল্প বলিয়া অনেকেরই দয়া হওয়ায় তাহাদের টাকার জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই, এজন্য তাহার অপরাধের পক্ষে দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে।"

জুয়াচোরের জুয়াচুরী-আফিস।

(২)

পর দিবস সে চারি জন মুসলমান সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইল ও ঐ চারি জন লোককে সর্দ্দার কুলি বলিয়া আমার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। তাহারা আমাকে সেলাম করিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার যে সকল কাজ করিতে হইবে, তাহা আমরা সমস্তই এই বাবুর নিকট শুনিয়াছি। সে সকল কাজ আমরা অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিব। বিশেষ, এই বাবুর নিকট আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম করিতেছি; ইনি আমাদিগকে ভালরূপই জানেন।"

আমি বলিলাম—"তোমরা কর্ম্ম করিতে সম্মত হইতেছ, কিন্তু বিনা লেখা-পড়ায় আমি এ কাজ তোমাদিগকে দিতে পারি না। কারণ আমাদিগের অনুমতি মত যদি তোমরা কুলি সরবরাহ করিতে না পার, তাহাহইলে কর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হইবে ও তাহার নিমিত্ত তোমাদিগকে দায়ী হইতে হইবে।"

সর্দ্দার কুলি।—"তাহার জন্য আপনার কোন ভাবনা নাই। যদি অনুমতি মত কুলির যোগাড় করিবার ক্ষমতাই আমাদিগের না থাকিবে, তবে আমরাই বা আসিব কেন? আর, আপনিও যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাও উত্তম; একটী লেখা পড়া হইলে আপনার যেরূপ উপকার হইবে, আমাদিগেরও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম হইবে না। কিন্তু

একটী বিষয় আমার পূর্ব্বে বলা উচিত। আপনারা ভদ্রলোক, আপনারা যে কুলির উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না। কারণ, কুলির সহিত কুলি না হইলে কোন কাজ হয় না। আপনি প্রথম কাজ লইয়াছেন, ইহাতে যদি আপনার কোন ক্রমে লোকসান হয়, তাহাহইলে বিশেষ দুঃখের কারণ হইবে। এজন্য আমাদিগের বিবেচনায় আমরা পূর্ব্বে এই বাবুর সহিত যে প্রকার কাজ করিয়াছি, সেইরূপ কাজ করাই উচিত। উহাতে কোন ক্রমেই লোকসান হইবে না; বরং নিশ্চয়ই লাভ হইবে।"

সঙ্গী।—"আমার বিবেচনাও তাই, ঐ উপায়ে কোন ক্রমে লোকসানের সম্ভাবনা নাই।"

ইহা শুনিয়া আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে উপায় কি?" তাহাতে সে বলিল—"আমরা যে দরে কণ্ট্রাক্ট লইব, তাহা হইতে কিছু লাভ রাখিয়া আমরাও উহাদিগকে কণ্ট্রাক্ট দিব ও সাহেবের আদেশ মত কার্য্য উহাদিগের দ্বারা করাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ কার্য্য মাপিয়া যতটুকু হইবে, তাহা আফিস হইতে আমাদিগের খাতায় জমা পাইলে তবে উহাদিগের সে দিবসের পাওনার টাকা মিটাইয়া দিব। এই রূপ সপ্তাহকাল কার্য্য হইলে অষ্টম দিবসে বিল করিয়া আসল ও লাভের সমস্ত টাকা অদায় করিয়া লইব। ইহাতে আমাদিগের লাভ ভিন্ন কোন ক্রমেই লোকসান হইবে না।" আমি এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হইলাম ও উহাদিগের সহিত প্রত্যেক হাজার ফুট ৭৲ টাকা দর সাবস্ত করিয়া, আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে দস্তুর মত লেখা পড়া করিয়া লইলাম। সর্দ্দারগণ ঝুড়ি ও কোদালি খরিদ করিতে হইবে বলিয়া কেবলমাত্র পঁচিশটি টাকা লইল ও সন্ধ্যার সময় আসিয়া কোন্ স্থানে কি পরিমাণে কাজ হইবে, তাহা জানিয়া যাইব বলিয়া প্রস্থান করিল।

আমরা সেই দিবসই সাহেবের আফিসে গমন পূর্ব্বক দস্তুর মত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া করিয়া ৯৲ টাকা দর অবধারণে কণ্ট্রাক্ট লইলাম। ও পর দিবস প্রাতে বাগবাজারে প্রায় সহস্র ফুট কর্ম্ম করিবার অনুমতি পাইয়া হৃষ্টমনে সে দিবস বাটী ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় পুনরায় সর্দ্দারগণ আগমন করিলে তাহাদিগকেও সেই কাজ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলাম। তাহারা কুলির ও কার্য্যের যোগাড়ে প্রস্থান করিল।

আমার সঙ্গী, যে আমাকে এই লাভজনক কর্ম্মের রাস্তা দেখাইয়াছিল, তাহার উপর আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম ও তাহাকে লাভের এক চতুর্থাংশ দিতে সম্মত হইলাম। সেও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে ৭টা বাজিতে না বাজিতেই এক জন সর্দ্দার আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল—"মহাশয় আপনার অনুমতি অনুযায়ী আমরা সমস্ত দিয়াছি এবং বোধ করি, এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র ফুট কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনি একবার চলুন ও কি প্রকারে কাজ হইতেছে, তাহা একবার নিজ চক্ষে দেখিয়া আসুন।" আমি এই কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম ও তাহার সহিত বাগবাজারে গমন করিয়া দেখি, প্রায় ৫০০ শত লোক কর্ম্মে নিযুক্ত। সর্দ্দারগণ ও আমার অংশীদার সেই স্থানে উপস্থিত। আমি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আর আর সকলে সেই স্থানেই থাকিল। বেলা পাঁচটার সময় আমার অংশীদার আসিয়া সংবাদ দিল যে, সমস্ত কার্য্যই শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন আমরা আফিস অভিমুখে চলি-

লাম। সেই স্থানে গমন করিয়াই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্টভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি এরূপ আশা করি নাই যে, তোমরা প্রথম দিনই এইরূপ ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। আমি নিজে তোমাদিগের কার্য্য দেখিতে গিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া একটী বাবুকে ডাকিয়া আমাদিগের কার্য্য হাতচিঠায় জমা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি একখানি লাল খেরুয়া-বাঁধা খাতা আনাইয়া টিকিট মারিয়া ঐ পাঁচ সহস্র ফুট কার্য্য উহাতে জমা করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট দিলেন,ও সাহেব উহাতে সহি করিয়া আমাদিগকে অর্পণ করিলেন। পরে বলিয়া দিলেন,—"কল্য বড়বাজারে সাত সহস্র ফুট জলের কল বসাইতে হইবে।" আমরা উহা জ্ঞাত হইয়া হৃষ্টমনে ঘরে আসিলাম ও প্রথম দিবসেই দশ টাকা লাভ করিলাম বলিয়া অতিশয় উৎসাহীত হইলাম। সন্ধ্যার সময় সর্দ্দারগণ আসিলে উহাদিগের পাওনা ৩৫৲ টাকা প্রদান করিলাম ও বড়বাজারে সাত হাজার ফুট কর্ম্মের কথাও বলিয়া দিলাম। তাহারা সে দিবস প্রস্থান করিল।

পর দিবসও সেই রূপে কার্য্য হইল, নিজ চক্ষে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। আফিস হইতে হাত চিঠায় কার্য্যের জমা পাইলাম ও সর্দ্দারগণকে হিসাব মত টাকা মিটাইয়া দিলাম। এইরূপে প্রত্যহ কাজ চলিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সাত দিবস কাটিয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, সাত দিবসে ৮০,০০০ হাজার ফুট কর্ম্ম হইয়াছে ও উহাতে ১৬০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। কিন্তু ঘর হইতে অগ্রে দিতে হইয়াছে ৫৮৫৲ টাকা মাত্র। অষ্টম দিবসে ৭২০৲ টাকার এক খানি বিল লিখিয়া লইয়া গেলাম। কিন্তু সাহেবের সহিত সে দিবস দেখা হইল না। শুনিলাম, মেম সাহেবের অসুখ বলিয়া সে দিবস সাহেব আফিসে আসেন নাই, সুতরাং টাকা পাইলাম না; কিন্তু কার্য্যের আরও আদেশ পাইলাম।

শান্তি-ভিখারি।

আমি শান্তির ভিখারি। বিশ্ব-সংসারে আমার সবই আছে, নাই কেবল শান্তি। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যশ কিছুরই অভাব নাই, এক অভাব শান্তি। লোকবল, বাহুবল, শিক্ষাবল সকল বিষয়েই আমি ধনী, কেবল কাঙাল শান্তি-ধনে। বিবেক, বৈরাগ্য, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে, অভাব কেবল শান্তি-প্রেম! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল আমার হস্তগত, বঞ্চিত কেবল শান্তি-সম্মিলনে। হায়! কেন এমন হইল? কে এমন করিল? জগদীশ! আমায় সকল গুণের আকর করিয়া, সকল সুখে সুখী রাখিয়া কেন এ অসীম দুঃখার্ণবে ভাসাইলেন? কেন এ অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিলেন? বিপুল মানব-সংসারে দশের এক জন করিয়া—স্বদেশের রত্নস্বরূপ করিয়া, কেন এ অজ্ঞান-অন্ধকারে—এ বিজন প্রদেশে রাখিয়া দিলে? দীনবন্ধো! এ দীনের জীবন-লীলা কি এই রূপে অসময়েই শেষ করিলে? প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বল জ্যোতি কি প্রাতঃকালীন বাল-সূর্য্যেই অস্তমিত হইবে? এই জন্যই লোকে বলে কি তোমায় লীলাময়? লীলা—লীলা—লীলা—সর্ব্বত্রই "তোমার—লীলা"! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লীলায় সৃজন, লীলায় পালন, লীলায় পুনঃ লয় পাইবে। লীলাখেলা তোমার কার্য্য; মনে বুঝি একথা, কিন্তু প্রাণ ত তাতে প্রবোধ মানে না! তাই বলিতেছিলাম, লীলানাথ! এ অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয়ে কেন সে অনন্ত শান্তি-প্রেমের কণা দিলে? যাহা ইহ-সংসারে

মিলিবে না, কিছুতেই পাইব না, সে অমূল্য রত্নের আশা কেন প্রাণে পুরিলে? জন্ম-অন্ধের অনন্ত লাবণ্যময়ী প্রকৃতির মাধুর্য্য দর্শনেচ্ছা, চিরবধিরের সুস্বর তানলয়সংযুক্ত রাগালাপ শ্রবণে অভিলাষ, পঙ্গুর সুদূর গিরিচূড়া আরোহণ-বাসনা কেন বলবতী করিলে? চির-দরিদ্রের রাজ-সিংহাসনে লালসা কেন হইল? এ নিগূঢ় রহস্য—এ অনন্ত বিস্ময়, কে ভেদ করিবে? কে পথ দেখাইবে? কে এ মায়া-যবনিকা ভেদ করিবে? সংসারে সব যায়; থাকে স্মৃতি আর আশা। আশা লোপ পাইলেও কে জানি কেন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহা উদ্দীপ্ত হয়! এ—ও এক অপূর্ব্ব রহস্য! বলিহারি! বুঝিলাম নিস্তব্ধতাই সুখ! অকূল সাগরে জীবন-তরী ভাসাইয়াছি; কিছুক্ষণ মৃদু বাতাসে ধীরি ধীরি বেশ চলিতে লাগিল। কোন ভয় নাই, বিঘ্ন নাই, বাধা নাই, অনন্ত সুনীল জলরাশী ভেদ করিয়া অবাধে আপন ভাবে আপনি চলিতেছে! সহসা একি! বাতাসের গতি ফিরিল, প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিল! হু-হু—হো-হো শব্দে বায়ু প্রতিধ্বনি করিল, চতুর্দ্দিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, উত্তাল তরঙ্গমালা ভীষণ আরাবে গগণমার্গ ভেদ করিতে লাগিল, চপলা মুহুর্মুহু চমকিত হইয়া কড় কড় মড় মড় শব্দে গর্জ্জিতে লাগিল, সাগর যেন সংহার মূর্ত্তিতে আস্ফালন করিয়া উঠিল। প্রকৃতির সে ভীষণ বিশ্ব-সংহারিণী করাল মূর্ত্তি—সে ভীতিপূর্ণ 'মাভৈ মাভৈ' বিকট রব, সে খল খল অট্টহাস, এ জীবনে যে না ভুগিয়াছে, যে না দেখিয়াছে, সে ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। জীবন-তরী ডুবু ডুবু প্রায় হইলে আবার বিধতার অনুকম্পায় তরী রক্ষা পাইল। বাহ্য জগতের দৃশ্যেও শেষ আছে—অন্ত আছে; কিন্তু অন্তর্জগতে আর এ তুমুল সংগ্রাম, এ বিভীষণ বীভৎস-অভিনয়, এ ভয়াবহ নরকের অসহ্য যন্ত্রণা, তার প্রাণ কে বুঝিবে? স্বার্থপর স্থূলবুদ্ধি মানুষের সাধ্য কি, তার দুঃখ দূর করে? অনেকের স্বভাব, অপরকে উপদেশ দিয়া সংশোধন করা। কিন্তু যে শিক্ষা তুমি নিজের জীবনে কখন পাও নাই, তাহা তুমি অন্যকে দাও কিরূপে? তাই বলি দীননাথ! তুমি ভিন্ন দীনের দুঃখ কে আর দূর করিবে? অভাগার সর্ব্বস্বনিধি প্রাণের শান্তিকে কেন কাড়িয়া লইলে? এ সংসার-মরুভূমে শান্তিবারি অভাবে রক্তমাংসে নির্ম্মিত মানুষের দেহ কতক্ষণ থাকিতে পারে? বিজ্ঞান খুঁজিলাম, দর্শন দেখিলাম, স্মৃতিন্যায়পুরাণ শাস্ত্র সমস্তই আলোচনা করিলাম, সদ্গুরুর আশ্রয় লইলাম, ইহপরলোকের বিভিন্নতা বুঝিলাম, কিন্তু প্রাণের শান্তি ত পাইলাম না!' গ্রন্থ লিখিলাম, বক্তৃতা করিলাম, তার্কিক হইলাম, কিন্তু প্রাণের শান্তি ত মিলিল না। তাই বলিতেছিলাম,—অগ্রে শান্তি, পরে অন্য কিছু; অগ্রে ঈশ্বর, পরে ধর্ম্ম; অগ্রে প্রেম, পরে ভক্তি; অগ্রে রূপ, পরে গুণ। এরই ব্যতিক্রমে আমার এ দশা ঘটিয়াছে। এই জন্যই আমি সকল ধনে অধিকারী হইয়াও কাঙাল হইয়াছি। "শান্তি কোথা আছে আর অমৃতসাগর বিনা" কবি যথার্থই প্রাণের কপাট খুলিয়া এ প্রেম-গীত গাহিয়াছেন। আমি হতভাগ্য, তাই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া এ গভীর মর্ম্মব্যাখ্যা না বুঝিয়া "শান্তি--কোথা শান্তি" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। মা জগদম্বে! এ কঠোর লীলা সাঙ্গ কর মা! তোর দীনহীন ভক্ত পুত্রের দিকে একবার কৃপা কটাক্ষে চেয়ে দেখ্ মা! আমি শান্তি-প্রেমভিখারী, আমায় আর একটী বার শান্তি-প্রেম দে মা! আমি দেশে দেশে শান্তি-প্রেম বিতরণ করি, শান্তি-গীত গান করে দেহ-মন পবিত্র করি, আমার দুঃখপূর্ণ জীবনের ভার অবসান হোক। ঘুমঘোরে স্বপ্নাবস্থায় এ অর্থহীন প্রলাপ কত কি বকিলাম, নিদ্রা-ভঙ্গে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে বলিয়া

বলিয়া উঠিলাম,—"কোথা শান্তি—শান্তিরে আমার!"

সপ্তকুলাচল।

পুরাণে লিখিত আছে, ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান, বিন্ধ্য, ও পারিপাত্র নামে সাতটি কুলাচল আছে। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে কয়েকটিমাত্র এক্ষণে পূর্ব্বনামে চলিত আছে, অপরগুলির অবস্থান-বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতোৎপন্না নদী সমূহ হইতেই ঐ সমস্তের একরূপ অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ—

মহেন্দ্র পর্ব্বত।

বিষ্ণুপুরাণাদিতে ঋষিকুল্যা, লাঙ্গুলিনী, বংশকরা প্রভৃতি নদী এই পর্ব্বতোৎপন্না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ঋষিকুল্যা (Rushikulya) লাঙ্গুলিনী (Langulia) বংশকরা (Vamsadhara) গঞ্জম প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে প্রদেশ হইতে ঐ সমস্ত নদী উৎপন্না হইয়াছে, সেই স্থানে মহেন্দ্রমালী ও মহেন্দ্রগিরি নামে পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতরাজীই পৌরাণিক মহেন্দ্র পর্ব্বত। তৎপরে—

মলয় পর্ব্বত।

কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, চিত্রাবতী প্রভৃতি নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। তাম্রপর্ণী অদ্যাপি তৃণবল্লী (Tinivelly) প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে; তাহার একটি শাখার নাম (Chittar); উহাই চিত্রাবতী হওয়াই সম্ভব। অতএব পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশই মলয় পর্ব্বত। টলেমি এই পর্ব্বতকেই বেত্তিগো (Bettigo) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তিনি তাম্রপর্ণীকে বেত্তিগো হইতে উৎপন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে—

সহ্য পর্ব্বত।

পুরাণাদিতে গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, তুঙ্গভদ্র, বেদবতী, চৈত্রাবতী, কাবেরী, প্রবরা প্রভৃতি এই পর্ব্বতোৎপন্না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ নদীগুলি প্রায় ঐ নামেই অদ্যাবধি চলিত আছে। সুতরাং উহাদের উৎপত্তি-স্থান, পশ্চিম-ঘাটের মধ্যাংশই সহ্যাদ্রি। কেহ কেহ টলেমির উল্লিখিত আদিসাথ্রঃ (Adeisathros or Adeisathron) কে পারিপাত্র পর্ব্বত বলে, কিন্তু তিনি যখন কারেবীকে আদিসাথ্রঃ হইতে উৎপন্না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আদিসাথ্রঃ সহ্যাদ্রি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তৎপরে—

শুক্তিমান্ পর্ব্বত।

ঋষিকা বা ঋষিকুল্যা নং ২, কুমারী, মন্দগা, কৃশা প্রভৃতি নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। কুমারী নামে মানভূম প্রদেশে এক নদী আছে; মহানদীর একটী শাখার নাম মন্দ (মন্দগা), এবং মধ্যভারতের রায়পুর বিভাগে কেশোরশ (Kesho) নামে এক নদী আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতাবলীই শুক্তিমান্ পর্ব্বত। তৎপরে—

ঋক্ষবান পর্ব্বত।

তাপী, পয়োষ্ণী, নির্দ্বিন্ধ্যা, মন্দাকিনী, চিত্রোৎপলা, তমসা, বঙ্গনা, শুক্তিমতি প্রভৃতি নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাপী (Tapti), পয়োষ্ণী (অধ্যাপক বিলসনের মতে Paingangal), মন্দকিনী (কামতা পাহাড়ের নিকটস্থ (Mandagni), চিত্রোৎপলা (উড়িষ্যার Chitratala), তমসা (Toms), বঙ্গনা (বালাঘাট অঞ্চলের Banjor), শুক্তিমতী (নিমরস্থ Sukta), এই সকল নদীর উৎপত্তি-স্থান ধরিয়া বিচার করিতে হইলে মধ্যভারতস্থ কতকগুলি পর্ব্বত ঋক্ষবান পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত হইবে, এরূপ অনুমান হয়। টলেমি এই পর্ব্বত

গুলিকে উক্সেন্ত (Uxentus or Ouentus) বলিয়াছেন। তৎপরে—

বিন্ধ্য পর্ব্বত।

নর্ম্মদা, সুরসা, শিপ্রা, বেণা (বীণা), বৈতরণী, কুমুদ্বতী, তোয়া প্রভৃতি নদী এই পর্ব্বতোৎপন্না বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ নদীগুলি প্রায়ই পূর্ব্বনামে অদ্যাপি বর্ত্তমান। টলেমি বিন্ধকে (Vindius বা Ouendion) এবং নর্ম্মদাকে Namados বলিয়াছেন। তৎপরে—

পারিপাত্র পর্ব্বত।

কোন কোন পুরাণে ইহাকে পারিযাত্র পর্ব্বতও বলিয়াছে। এই পর্ব্বত হইতে বেদস্মৃতি, বেতসিণী, সিন্ধু (Kali-Sindh), বেণা, (Banas), স্যন্দনা, মহী (Mahi), পারা, চর্ম্মন্বতী, (Chamba), লূপী, (Loni), বেত্রবতী, (Betwa), সিপ্রা, অবন্তী, (Abna), বিশ্বামিত্র, (Vishwamitri) প্রভৃতি এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্না। পারিপাত্র বিন্ধ্যের পশ্চিমাংশ। গুজরাট-সন্নিহিত পর্ব্বতমালা আজিও এই নামে কথিত হইতেছে। কর্ণেল টডের রাজস্থানের মানচিত্রে ঐ নদী অঙ্কিত আছে। টলেমির আপকোপ (Apokopa) এই পর্ব্বত হওয়া সম্ভব।

টলেমি সাতটি পর্ব্বতের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে উহারা সাতটি কুলাচল নহে। উহাদিগকে কুলাচল বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে নিয়মত অনুমান বই আর কিছু স্থির করা যায় না; যথা ঃ—

মহেন্দ্র—Orudii or Orendian Mountains

মলয়—Bettigo Mountains

সহ্য—Adeisathron or Adeisattros Mountain.

শুক্তিমাত—Sordonyx Mountains.

ঋক্ষবান—Uxentus or Ouxentus Mountains.

বিন্ধ্য—Vindius Mons or Ouindion Mountains.

পারিপাত্র—Apokopa, Mountains

টলেমি প্রোক্ত উক্ত সপ্ত পর্ব্বতের নাম সাহায্যে অবস্থানাদি দ্বারা যত দূর স্থির হইতে পারে তাহাতে উহাদিগকে যথাক্রমে বৈদূর্য পর্ব্বত মলয়, সহ্য, সাতপুর, গোন্দবনস্থ পর্ব্বতমালা, বিন্ধ্য, ও অরবল্লী পর্ব্বত মালা বলা যাইতে পারে।*

এতদ্বিষয়ক অধিক অনুসন্ধান, অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যালয়ে পাঠাইলে প্রবন্ধ লেখক বিশেষ উপকৃত হইবেন।

অতীত-স্মৃতি।

আজ এই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে, এই সুকুমার বসন্তের সুরভিত পবন-হিল্লোলে মনে হইতেছে, কে যেন ছিল— আমার বলিয়া কে যেন একজন ছিল! বিগত সুখস্মৃতির ন্যায়, কোমল কুসুম-স্পর্শের ন্যায় তাহার লাবণ্যরাশি, তাহার মধুরতাই কেবল আজ মরমের মাঝে বিচরণ করিতেছে! সে যত দূরে যাইতেছে, অতীত আধারে যত মিলায় মিলায় হইতেছে, তাহার স্মৃতিও তত গভীর রেখায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছে; বাঁশী যত দূরে বাজিতেছে, তাহার স্বরও তত মধুর হইয়া আসিতেছে! সে রূপে আমার মন ভরিয়া রাখিয়াছে, গুণে আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়াছে; ফুলের উপর ফুলরাশি ছড়াইয়াছে—মধুর উপর মধু ঢালিয়াছে। তাহাই দেখিতে দেখিতে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে মন বিভোর—নয়ন অন্ধ হইয়া গিয়াছিল! সংসার দূরে—বুঝি আমাতেও আর আমি ছিলাম না! কিন্তু আজিকার এই শুভ্র কিরণময়ী নিশায় অতীত সেই দিনের প্রতিরূপ পড়িয়াছে বলিয়াই, বুঝি তাহারও সেই মধুরিমা-মাখা প্রতিরূপখানি তেমনই বেশে হৃদয়ে আবার ফুটিয়া উঠিল,—

তাই বুঝি স্মৃতি-সাগর আজ আবার উথলিয়া উঠিল।

হায়! সে যখন ছিল, সে কি সুখেরি দিন ছিল! এত সুখ, যে তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না—এত কথা যে বলিতে গেলে কোন্‌টা আগে বলিব ভাবিয়া পাই না। আমাদের সে হাসি দেখিলে চাঁদের হাসি মলিন হইয়া আসিত, ফুলরাশি আঁধারে মুখ লুকাইয়া ঝরিতে চাহিত, ভ্রমর আর তাহার কাণে কাণে প্রেমের কথা কহিত না। আমাদের সে সুখ দেখিয়া নন্দন-কাননে অপ্সরগণ বিষাদের নিশ্বাস ফেলিত; ভাবিত, বুঝি এত সুখ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিবে না; এত প্রেম বুঝি তাহাদের নাই! তাই কি আমারও অদৃষ্টে সে সুখ সহিল না!

হায়, তাহার কথা আর কেমন করিয়া বলিব? দেখিব দেখিব মনে করিয়াও যাহাকে কখন দেখা হইল না, শুনিয়া শুনিয়াও যাহার সব কথা শোনা হইল না—তাহার কথা কেমন করিয়া বলিব? সে যখন যাইত, বসন্ত-সমীর আকুল হইয়া ছুটিত, তাহার চরণ পরশে অশোকবালার মুখ হাসি ফুটিত, তাহার অঞ্চলের বাতাস লাগিয়া লতিকার দেহ শিহরিয়া উঠিত, তাহার স্নেহ-চাহনিতে পাখির স্বর কম্পিত হইত, তাহার প্রেমাকুল স্বরে মনুষ্যের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত! বসন্তের সময়ে বনদেবী তাহাকে আদর করিয়া বনশোভা দেখাইতেন—গাছের তলায় ফুলে ফুলে আপনিই তাহাকে বনদেবী সাজাইতেন! তবে কি বনদেবীই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন?—এত স্নেহ' এত আদর পাইয়া কি তবে সে স্নেহময়ী বনদেবীর সাথেই চলিয়া গিয়াছে!

বুঝি তাই গিয়াছে!—হয় ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, সে অভাবে এ জীবন কত [illegible] হইবে—[illegible] কত আশা, যত উৎসাহ সকলই একদিনে চলিয়া যাইবে। তাহারই মুখ দেখিতে দেখিতে, তাহারই কথা শুনিতে শুনিতে জীবন কাটিয়া গিয়াছে; নিজের একটীও কথা বলিবার ত অবসর ছিল না। তাই হয় ত সে অত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—তাই হয় ত সে ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে!

গিয়াছে—সে ত আমার নিশীথ স্বপ্নের ন্যায় প্রভাতেই মিলাইয়া গিয়াছে। জাগিয়া কেবল কাঁদিবার জন্য রহিলাম আমি! নয়ন পলকে বিদ্যুদ্দাম মেঘের বুকে লুকাইয়াছে,—আঁধারে কেবল ঘুমাইয়া বেড়াইব আমি! এ জাগরণ এ-আঁধারের কি আর শেষ নাই!

কলিকাতার জল বায়ু।

যদিও কলিকাতা উষ্ণ কটিবন্ধ বা গ্রীষ্ম মণ্ডলের (Torrid Zone) প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কট ক্রান্তির (Tropic of Cancer) এক অক্ষাংশ (degree) মধ্যে স্থাপিত, তথাচ ইহার জল বায়ু (Climate) প্রকৃত পক্ষে গ্রীষ্ম-প্রধান (Tropical)। বিষুব রেখা সন্নিহিত স্থান সমূহের শীত গ্রীষ্মের যেরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়, উত্তরায়নান্তবৃত্তান্তর্গত স্থান সমূহে তদপেক্ষা অধিক নূন্যাধিক্য লক্ষিত হয় না; সেই কারণ বশতঃ মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতার জল বায়ু অল্প এক-ভাবাপন্ন দেখা যায়। সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা ভারতীয় অপরাপর আভ্যন্তরীন দেশবাসিগণের ন্যায় ঋতু সকলের আতিশর্য্য অনুভব করিতে হয় না। এস্থানে তিনটি ঋতুর প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়: গ্রীষ্ম ঋতু, চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসে বৃষ্টির আরম্ভ পর্য্যন্ত, বর্ষা ঋতু, সচরাচর আষাঢ় মাসে আরম্ভ হইয়া ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ও কখন কখন আরও অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেখা

যায়, এবং শীতঋতু, অগ্রহায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ এবং মাঘ মাসের প্রথমাংশে সচরাচর শীতের প্রকোপ অধিক দৃষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই রৌদ্রের প্রখরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত বৎসরের গড় উষ্ণতা ৭৯.৪°। গ্রীষ্ম (ক) ৮৪.৫° বর্ষা ৮৩.৩° এবং শীতঋতুর ৭১.৫° গড় উষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ এবং ১৮৭৩ মে মাসে এই দুইবার ছায়া মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ১০৬° এবং ১৮৭৪ জানুয়ারি মাসে খোলার চালের নিম্নে ৫১.৪° উষ্ণতা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে বাতাস প্রধানতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম (নৈঋত কোণ) দিক হইতে বহিতে থাকে, এবং সময়ে সময়ে উহার উত্তাপ ১০০° উপরেও উত্থিত হয়; ঐসময়ে কলিকাতাবাসিগণ সুমধুর সমুদ্র-বায়ু উপভোগ করিতে পারেন। আভ্যন্তরীণ দেশসমূহবাসিদিগের এ সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। উক্ত বায়ু প্রায়ই অপরাহ্নে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। সচরাচর পশ্চিম কিম্বা উত্তর পশ্চিম (বায়ুকোণ) হইতে জোর বায়ু (খ) আসিয়া এই সময়ের উত্তাপের আতিশয্য উপশমিত করিয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অত্যন্ত প্রবল বায়ুর হল্‌কা প্রবাহিত এবং ধুলা রাশি উত্থিত হইয়া ঝটিকার আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। এই ঝটিকার সময় প্রায়ই প্রচণ্ড বিদ্যুত ঘন ঘন চমকিত হইতে থাকে, এবং বৎসরের এই সময়ে প্রায়ই অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রপতন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার বায়ুর আর্দ্রতার (humidity) পরিমাণ সচরাচর কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দ্বিবিধ নিরপেক্ষ (positive) এবং আপেক্ষিক (relative) এই উভয় বিধ আর্দ্রতার যে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা আমরা এ স্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বায়ুতে ঠিক যে পরিমাণ (actual quantity) জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, এবং যাহা বায়ুর বিস্তৃতি অনুসারে পরিমিত হয় তাহাই নিরপেক্ষ আর্দ্রতা। বায়ুতে কত অংশ শুষ্ক বায়ু এবং কত অংশ জলীয় বাষ্প বা জলীয় কণা আছে তাহারই পরিমাণের নাম আপেক্ষিক আর্দ্রতা। ব্লানফোর্ড সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন যে, সমস্ত বৎসর কলিকাতার বায়ুর এক সহস্রাংসে গড় .৭৬২ পরিমাণ জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, অন্যত্র লণ্ডন নগরে কেবল ১৭৬ মাত্র। (গ) কলিকাতার সঙ্গে তুলনা করিলে লণ্ডন নগরের বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু যদ্যপি কলিকাতার সঙ্গে লণ্ডন নগরের বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) তুলনা করা যায়, তাহা হইলে (বায়ুর আর্দ্রতার পূর্ণমাত্রা (saturation) ১ সংখ্যা হইলে কলিকাতার বাৎসরিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড় ৭৬ হয় এবং লণ্ডন নগরে উহার পরিমাণ .৮৯ হয়। ইহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে কলিকাতা অপেক্ষা, লণ্ডন নগরের বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ] অধিক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতার পূর্ণমাত্রা (suturation) যদ্যপি এক ১ সংখ্যা হইল এবং কলিকাতার বায়ুতে .৭৬ অংশ জলীয় বাষ্প থাকিল তাহা হইলে উহার পূর্ণমাত্রা পাপ্ত হইতে হইলে .২৪ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। কিন্তু অন্যত্র লণ্ডন নগরে আর্দ্রতার পরিমাণ .৮৯ তাহা হইলে উহার পূর্ণমাত্রা পাইতে হইলে কেবল .১১ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের

(ক) জ্যৈষ্ঠমাসের গড় উষ্ণতা ৮৬.৯

(খ) ইহাকে (North-Western উত্তর পশ্চিমীয় (storm বলিয়া থাকে।

(গ) Vide Pro. As. Soc. B. Novr 1873.

আবশ্যক। এক্ষণে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যদ্যপি কলিকাতার সহিত লণ্ডন নগরের আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলন করা যায়, তাহা হইলে লণ্ডন নগরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কলিকাতা অপেক্ষাঅধিক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হয় যে কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডনের বায়ুর আর্দ্রতা অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এবং কেন যে সে বিষয়ের বিচার আমরা এ স্থলে করিব না; কারণ উহা আমাদিগের অনুসন্ধানের সীমার বহির্ভূত। যদ্যপি কোন পাঠকের উহা জানিবার কৌতূহল জন্মে তাহা হইলে উক্ত বিষয় অন্যত্র পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত নিরপেক্ষ আর্দ্রতা মতানুসারে লণ্ডন নগরের অপেক্ষা কলিকাতার বায়ুর আর্দ্রতা যে অধিক এই তত্ত্বটী সমর্থনের জন্য আমরা দুই একটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। অনেকেই অবগত আছেন যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সর্ব্বদা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাতে যদ্যপি জলীয় অংশের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহা হইলে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হানিকর হয়, সেই জন্যই লণ্ডন নগর অপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য অধিক মন্দ এবং সেই কারণে উভয় প্রদেশের মনুষ্যের গঠন ও আয়ু প্রভৃতির এত দূর প্রভেদ। ইহাতে আমরা এরূপ বলিতেছি না যে এই একটী কারণ বশতঃই উক্ত প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক কারণ ও আছে বটে, কিন্তু ইহাকে একটী প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন যে "শীতোষ্ণতা (temparature) ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের তার তম্যই স্থান বিশেষের স্বাস্থ্যভেদের প্রধান কারণ।"

আমার! আমার!

এ কথাটি আমাকে কে শিখাইয়া দিয়াছিল? যখন আমার শৈশবকাল; যখন আমি মাতার কোলে শুয়ে—অর্দ্ধ-উচ্চারিত স্বরে কথা কহিতাম; বাপমাকে ডাকিতাম, ছোট ছোট ভাই ভগ্নির সঙ্গে খেলা করিতাম, মাতার কোলে শুয়ে ঝিনুকে ক'রে দুধ খাইতাম,—সে হেন শৈশবকালে আমাকে এ কথাটি কে শিখাইয়া দিয়াছিল? আমার বাপ, আমার মা, আমার কাপড় লিতে কে শিখাইয়া দিয়াছিল? আমি কথার মানে জানিতাম না, ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতাম না, অর্দ্ধ-উচ্চারিত হইত। সে সময়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম,—'আমা বাপ,' 'আমা মা,' 'আমা কাপ।' এ কাহার খেলা, কাহার মায়া, কোন মায়া দেবীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া শিখিয়াছিলাম্ সকলি আমার? অনন্ত আকাশে শশধর সূর্য্য-আমার; কুসুমকাননে গোলাপমল্লিকাকুল-আমার; এই বৃহৎ সরোবর, সেই শ্বেত প্রস্তরে-গঠিত বাঁধা ঘাট—বৃহৎ সৌধ মন্দির—সকলি-আমার! এমন কি, আমার সম্মুখে যাহা কিছু-দেখিতে পাইতাম; যাহা কিছু নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইত—সকলি আমার। এই-আমার আমার রোগ; ক্রমে যত বয়স বাড়িতে লাগিল; যত জ্ঞান হইতে লাগিল, ততই হ্রাস হইতে লাগিল। অনন্ত আকাশে চন্দ্রসূর্য্য পর হইল, কুসুম কাননে গোলাপ মল্লিকা পর হইল; কেহই আমার হইল না। সকলেই পর হইল। পরকে লইয়া, যাহা-আমার নহে তাহাকে আমার বলিতে—আমার বলিয়া এত যত্ন করিতে, ভাল বাসিয়া আদর করিতে কে শিখাইয়া দিয়াছিল?

আমার কে! শৈশবকালীন সেই বৃহৎ-আমার রাজত্ব; সে রাজ্যে কত কি ছিল—কত কি দেখিতে পাইতাম, তাহা ক্রমে হ্রাস হইয়া এই যৌবন কালে একটি চারি হস্ত পরিমিত-

স্থান হইল। সেই চারি হস্ত পরিমিত স্থানে-দাঁড়িয়া কত গর্ব্ব কত অহঙ্কার প্রকাশ করিতাম। সমবয়স্ক সহিত ঝগড়া হইলে বলিতাম—"আমার পুকুরে নাইতে যেও, তখন চুলে ধরে তুলে দেব।"

সেই সীমাবদ্ধ স্থান আবার যৌবন কালে একটু পরিসর হইল; একটু বিস্তৃত হইল। আমার বিবাহ হইল। অপরূপ লাবন্য সম্পন্না কামিনী আমার হইল। গর্ব্ব বাড়িল, অহঙ্কার হুঙ্কারে সর্ব্বদা বলিতাম, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রী। ক্রমে আমার আমার বলিতে বলিতে আমি উন্মত্ত হইলাম। পিতাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে, স্নেহময়ী জননীর চরণ সেবা না করিলে, ভ্রাতার সেই হাসি হাসি মুখখানি, আর প্রাণ-প্রিয়তমা প্রেয়সীর,—আহা মরি মরি—সেরূপ মাধুরী না দেখিলে আমি কেমন কেমন হইতাম! আমি যেন শূন্য দেহে শূন্য প্রাণে চিত্র-পুত্তলিকাবৎ থাকিতাম; ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া উঠিতাম। সব ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদা কেবল আমার আমার করিতাম।

বেশ সুখে ছিলাম। সহসা একদিন আমার সর্ব্বনাশ হইল। প্রাণ প্রিয়তমা প্রেয়সীকে হারাইলাম। ভালবাসার সামগ্রী, স্নেহের অমূল্যনিধি আমাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল। তখন মনে হইল, যে আমার ছিল, যাহাকে আমি মনের সহিত প্রাণের সহিত আমার আমার বলিয়া ডাকিতাম, সেই আমার অমূল্য নিধি, আমাকে ত্যাগ-করিয়া চলিয়া গেল কেন? তখন মনে হইল—সেত আমার নহে। আমার হইলে সে-আমাকে ত্যাগ করিবে কেন? সে আমাকে একলা রেখে চলে গেল কেন? তখন বুঝিলাম, —আমার কেহই নহে। আমার এত গর্ব্ব অহংকার সব ঘুচিয়া গেল। তখন শিখি-কেহই কাহারও নহে। আজি স্ত্রীকে হারাইলাম, কাল পিতামাতাকে হারাইব, তখন সংসার আমার কে থাকিবে? কাহাকে দেখিয়া অভিমান ভরে আমার আমার করিব?

এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা। এই বৃদ্ধাবস্থায় আমার বলিবার আর কেহই নাই। এত বড় যে 'আমার রাজ্য' ছিল সেই আমার রাজ্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে অবশেষে শূন্যে মিশাইয়া গেল। সংসারে আমার আর কেহই নাই। আর কাহাকে আমার আমার বলিয়া স্নেহ করিতে, ভাল বাসিতে ভক্তি করিতে পারি না।

কে বলিল, আমার কেহই নাই? "আমার" বলিয়া গর্ব্ব করিতে, অহঙ্কার করিতে এ সংসারে কেহই নাই! আমার সকলি আছে। যাহা আমি শৈশবে পাই নাই, যৌবন কালে পাই নাই, তাহা আমি আজি এই বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াছি। আমার আজ অহঙ্কারের সীমা নাই; গর্ব্ব করিয়া বলিব, আজ সেই বৈকুণ্ঠ-নাথ, পদ্মপলাসলোচন শ্রীহরি আমার, সেই-রাঙা পাদুখানি আমার, সেই মধুর হরিনাম বুলি আমার। আমার আজ কিসের অভাব? এতদিন পরে আজ যথার্থই আমার বস্তু আমি-পাইয়াছি। যাহার বিনাশ নাই, ধ্বংস নাই, কাল স্রোতে ভাসিয়া যাইবার ভয় নাই, সেই অবিনশ্বর বস্তু যাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তিনিই আমার প্রণম্য। এতকাল যে মায়াজালে জড়িত হইয়া কেবল 'আমার আমার' করিতাম তাহার আজ নিগূঢ় তত্ত্ব পেয়েছি; এই অন্তিম কালে আমার বস্তু আমি পাইব বলিয়া বাল্যকালে "আমার" এই কথাটি শিখিয়াছিলাম। আজ সে বুলি সার্থক।

মতামত

পুস্তক সম্বন্ধে।

শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্ত প্রণীত। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। পুস্তক খানির আকার ডিমাই ১২পেজি ২৪ পৃষ্ঠা; মোটের উপর ইহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশই আড়ম্বরী ফাঁদিতে গিয়াছে। বক্রি অংশেও ~~প্রভু~~ জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা পাঠেও যে কাহারও বিশেষ উপকার হইবে এ বিশ্বাস নাই। তবে বাজে নভেল নাটক লিখিবার চেষ্টা না পাইয়া গ্রন্থকার যে এ বিষয়ের চিন্তা করিয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয়।

নন্দকুমারের ফাঁসি।—শ্রীহরিপদ-চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা একখানি নাটক। সাধারণতঃ নাটক বলিতে যতদূর নিকৃষ্ট ভাবের উদয় হইতে পারে, ইহাও সেই শ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকের যেমন ছাপা, তেমনি কাগজ! তা' দেখিয়া প্রথমেই পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। তা'রপর, লেখার কথা; সেও তথৈবচ। তবে এই টুকুই আশ্চর্য্যের কথা বলিতে হইবে যে, পুস্তকের মলাটে আবার 'দ্বিতীয় সংস্করণ', বলিয়া লিখিত আছে! পোড়া বাঙ্গালা দেশ এমনই বটে; নহিলে অনেক সংগ্রন্থও লুপ্ত হইতে চলিল, আর এই সকল গ্রন্থের আবার নূতন সংস্করণ।

উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। গ্রন্থকার বলেন,—'এক স্থলের একটিমাত্র চরিত্র ক্রমে নব রসে মাতিয়া অভিনয় করিলে কিরূপ স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহাই পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য।' আদি, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত ও শান্তি, এই নয় প্রকার রস। এক ব্যক্তির এই নয় রসের সম্যক অভিজ্ঞতা-লাভ বড়ই সুকঠিন। গ্রন্থকারও ইহা স্বীকার করেন এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা অতি অল্পই আছে, এ বিশ্বাস রাখেন। আর, পুস্তকখানি অভিনয়-উদ্দেশে রচিত; অভিনয়ে কিরূপ লাগে, তাহা আমরা দেখি নাই। তবে পড়িতে স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের মনোভাব বুঝা যায় বটে।

হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন।—ডাক্তার শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত। হোমিওপ্যাথি-মতে দেশ মধ্যে বহুল প্রচার এবং সাধারণ কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথি মতের আদর বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কতকাংশে সাধিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। বিশেষ পুস্তকের ভাষাটিও বেশ সরস। তবে কথা এই যে, এমন অনেক রোগ যাহাতে হোমিও-প্যাথি, এ্যালোপ্যাথি হারি মানিয়াছে, তাহা কবিরাজি চিকিৎসায় আরাম হইতে দেখা গিয়াছে; আবার অনেক রোগ হোমিওপ্যাথি-তেও সহজে আরাম হইতে দেখা যায়। বিশেষ, দেশ কাল পাত্র ভেদেই চিকিৎসার ফলাফল। আর, সেই মত চিকিৎসারই আমরা পক্ষপাতী।

জীবন-রক্ষক।—শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। কামেন্দ্রিয়ের অপরিমিত পরিচালনে দোষ দেখাইয়া তাহা হইতে সাধারণকে বিরত করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য আমরা অবশ্যই ভাল জ্ঞান করি।

সামযিক পত্রিকাদি সম্বন্ধে।

বিভা।—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিভা মাসিক পত্রিকা। পত্রিকা খানির যে কয় সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেক ভাল ভাল লেখকেরও প্রবন্ধাদি আছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি অন্ততঃ এরূপ ভাবেও চলে, তবে ইহাকে একখানি ভাল পত্রের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যাইবে, আশা আছে। তবে কথা এই, বাঙ্গালার গ্রাহক 'গ্রাসক' না হইলে সকলই থাকে; কেবল তাঁদের দৌরাত্ম্যই সকল অনিষ্টের মূল। যাইহোক, [আ]শীর্ব্বাদ করি, বিভাকে যেন সে সকল [গ্র]াসকের হাতে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইতে না [হ]য়। আমরা বিভার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। স্থানান্তরে আমরা বিভা হইতে কলিকাতার জল বায়ু" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম।

কর্ণধার।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। [হ]ারাণ বাবুকে একজন উদ্যমশীল বলিতে [হ]ইবে যে, তিনি কর্ণধারেরও বর্ষশেষ করিয়া দিলেন। তবে প্রথমে তিনি যে উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কেবল এক গ্রাহকের [দ]ায়েই তাঁহার সে উৎসাহ যদি ভঙ্গ না হইত, তাহাহইলে কর্ণধারকে তিনি একই ভাবে চালাইতে পারিতেন, আশা ছিল। কিন্তু কি হইবে? বিধিনিগ্রহে তাঁহার সকল আশাই লোপ পাইল। যাইহোক, যে কয়জন লোক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন, একখানি নাটক পূরিয়া বর্ষশেষ করা এবং কএক [ফ]র্ম্মা কম দেওয়াতে হারাণ বাবু যদিও তাহাদিগকে সম্যক তুষ্ট করিতে পারেন নাই, তথাপি 'তাঁহার উদ্দেশ্য অসৎ' একথা কেহ বলিবেন না।

অভিনয় সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—মধ্যে সমিতির প্রেরিত কোন রিপোর্টার উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রভাস-মিলন পুস্তকের অভিনয় দেখিতে যান; প্রভাসের অভিনয় সে দিন অতি সুন্দর হইয়াছিল। ফলতঃ প্রহ্লাদ-চরিত্রের ন্যায় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি প্রভাসের অভিনয়েও সাধারণকে তুষ্ট করিতে পারিতেছেন, এই বিশেষ! প্রসংসার কথা।

আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—কয়েক মাস [হই]তে আর্য্য-নাট্য-সমাজ পার্শি থিয়েটার-গৃহে অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে আমরা বীণা-রঙ্গ-ভূমিতে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক চন্দ্রহাস প্রভৃতি অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট ছিলাম। সে দিন পার্শি-থিয়েটারে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও সধবার একাদসি প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। ফলত আর্য্য-নাট্য-সমাজের অভিনয় দেখিয়া অনেকেই সুখী হইবেন, আশা করি।

সংবাদ। ✓

—বিলাতে এক সাহেব জুয়াচোর ভদ্রবেশে ট্রাম গাড়িতে চড়ে। পার্শ্বে এক বিবি বসিয়া ছিল; তাহারই পকেট মারিবার চেষ্টাতেই সাহেবের গাড়িতে উঠা। সাহেবের হাতে একটী সুন্দর আংটী ছিল; সে আংটীটি দেখা-ইয়া বিবিকে ভুলাইয়া রাখিয়া সাহেব তাহার পকেট হইতে টাকাকড়ি আত্মসাৎ করিতে যায়। কিন্তু পকেটে হাত দিয়া টাকা উঠা-ইতে গিয়া তাহার আংটীটি পকেটে পড়িয়া যায়। এমন সময় বিবির সে দিকে নজর পড়ে ও টাকার অপেক্ষা আংটীটির মূল্য অধিক দেখিয়া বিবি কোন কথাই কয় না। এবং চুরী করিতে গিয়া আংটী হারাইয়াছে বলিয়া সাহেবও কোন উচ্চ বাচ্য করিতে পারে না। চোরের এইই শাস্তি। ✓

—"এক জুয়াচোরের এক জোড়া জুতার অভাব। সে একটি ফিট বাবু সাজিয়া একটা জুতার দোকানে গিয়া এক জোড়া জুতা পছন্দ করিয়া একটা হোটেলের ঠিকানায় ৫টার সময় পাঠাইতে বলিল। সেই খানে দাম দিয়া লইবে। আর একটা দোকানে ঠিক সেইরূপ এক জোড়া পছন্দ করিয়া সেই ঠিকানায় ৫৷৷০টার সময় পাঠাইতে বলিল! নির্দ্দিষ্ট মময় প্রথম জুতাওয়ালা আসিল। জুয়াচোর জুতা জোড়াটা পায় দিয়া পা একটু এদিকে ওদিকে নাড়িয়া বলিল, 'ডান পায়ে একটু লাগিতেছে। 'ডান পাটীটা একবার লাসে চড়াইয়া লইয়া এস'।

ডান পাটীটা ফেরত দিল। কিছু পরেই দ্বিতীয় জুতাওয়ালা আসিল। পূর্ব্বের মত জুতা জোড়া পায়ে দিয়া পা একটু এদিকে ওদিকে নাড়িয়া বলিল, 'বাম পাটীটা কষা হইয়াছে শীঘ্র একবার লাসে দিয়া লইয়া এস'। বাম পাটীটা ফেরত দিল। এইরূপে জুয়াচোর মহাশয় দুজনার দুপাটী লইয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে একটু পরেই প্রথম ও দ্বিতীয় জুতাওয়ালা উপস্থিত। উভয়েরই হস্তে এক এক পাটি জুতা।—কল্পনা।

—আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল; তিব্বত-ইংরাজে যুদ্ধ বাধিল। গত ১৯এ মার্চ্চ ইংরেজ সেনা তাহাদের ছাউনির নিকট গমন করিয়া দেখে যে, তথায় কেহই নাই; কিন্তু হটাৎ নিকটস্থ জঙ্গল হইতে ইংরাজের প্রতি অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। ইংরাজ সেনাও গুলি চালাইলেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহাদিগকে সে দিনের মত হটিতে হইল। এদিন এইরূপ গোলাগুলিতে শুনা যায়, ইংরাজকে নাকি বেশ একটু শিক্ষা পাইতে হইয়াছে। ইহার পর দিন ইংরাজ আরও দলবল বাড়াইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়েন এবং সে দিন তাঁহাদের জয় হয়। উভয় পক্ষেরই কতক কতক হত আহত হইলে আপনাদের কম সৈন্য বুঝিয়া তিব্বতীয়েরা পলায়ন করে এবং তাহাদের কেহ কেহ বন্দী হয়। শুনা যায়, তার পর দিনও নাকি ইংরাজ জয়ী হইয়াছিলেন; লিংটুর দুর্গ ইংরাজ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তাহারা আবার সদলবলে লড়াই চালাইতেছে।

—গত ফাল্গুন মাসে বারাকপুরের অন্তর্গত রঙ্গপুর গ্রামের জমীদার বাটীতে ডাকাতি পড়ে। ডাকাতগণ প্রথমে বাটীর রক্ষক দ্বারবানকে বাঁধিয়া রাখিয়া পরে অন্তপুরের কপাট ভঙ্গিতে আরম্ভ করে। বাটীতে সে দিন পুরুষেরা কেহই উপস্থিত ছিল না; সুতরাং দস্যুদিগের আক্রমণে গৃহে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে অন্নদা নাম্নী একটী সাহসী স্ত্রীলোক অন্য সকলকে সাহস দেয় এবং সকলকে গম্ভীর চীৎকার সহ "মার মার—দস্যু মার" শব্দে বাড়ীর ভিতর হইতে ইট ছুড়িতে বলে। ক্রমে সকলে মিলিয়া ইট নিক্ষেপ করায় এবং "মার মার" হুহুঙ্কার ছাড়ায় ৫০।৬০ জন দস্যুও আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। পরন্তু ইতিমধ্যে সে হুহুঙ্কারে গ্রামের অপরাপর লোকজনও আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং উত্তম মধ্যম দুএক টা খাইতে খাইতে শেষে দস্যুদিগকেই পলাইতে হয়। ধন্য রমণীর সাহস!

—অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের শারীরিক অসুস্থতা-হেতু অনেক পত্রাদির উত্তর ও সন্ধানাদিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। আশা করি তজ্জন্য সহৃদয়গণ মাপ করিবেন।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১মখণ্ড।] ৩০শে চৈত্র, ১২৯৪ সাল। [১৭শ সংখ্যা।

সাবধানের মার নাই।

আজকাল বিজ্ঞাপনের যেরূপ চটক, তাহাতে কে সৎ ও কে অসৎ, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। বরং যাহার ভিতরে যত গোলযোগ, তাহারই বাহির তত জমকাল। কাজেই বুঝিবার যো নাই! প্রবাদ আছে, এক দুষ্ট চোর চুরি করিয়া পলাইতেছে; তাহার পশ্চাতে দশজনের জন লোক 'চোর পালায়, চোর পালায় ধর, ধর' বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। কিন্তু সেও এমনি চতুর যে, তাহাকে ধরে কে? সম্মুখে পুলিষ-পাহারা; চারিদিকে লোকজন; কেহ তাহাকে সন্দেহও করিতে পারিতেছে না। সেও তাহার অনুসারী ব্যক্তিগণের ন্যায় 'ধর, ধর—চোর পালায়, চোর পালায়' বলিয়া ছুটিতেছে; সুতরাং পার্শ্বস্থ আর কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইতেছে না। বরং তাহারই কথামত সকলেই চোর ধরিবার জন্য ছুটিতেছে।

বাজারের গতিকও আজকাল ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। জুয়াচুরি যাহার ব্যবসায়, সেও বলিতেছে—'সাবধান! সাবধান!' পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিশেষ এই ভাবে আজকাল বড়ই কারচুপি চলিতেছে। রামা শ্যামার জিনিস জাল বলিয়া নিজের অপদার্থ জিনিসের কাটতির জন্য গুণগান গাহিতেছে; আর, পক্ষান্তরে শ্যামাও আবার অনেক বিষয়ে রামাকে অতিক্রম করিতেছে। এইত বাজারের গতিক! এখন, সাধু লোক ভালমন্দ বুঝেন কি উপায়ে? যে লোভানি, যে চটক, তাহাতে সন্দেহেরও যে কোন কারণ দেখিতে পাই না! সন্দেহ হইলে তো অনুসন্ধান-সমিতির নিকট তাহার তথ্য জানা যাইবে! কিন্তু বোল-চালের কুহকে সে সন্দেহ যে হইবারই যো নাই! সুতরাং আগে ঠকিয়া অনুতাপই ইহার শেষফল দাঁড়াইতেছে, এই ক্ষোভ।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এরূপ অনুতপ্ত না-হইবারকোন উপায় নাই? একটু স্থিরচিত্তে দেখিলে এ সকল কুহক হইতে কি আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না? আমরা বলি, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহার উপায় আছে। কিন্তু পোড়া উপহার-লোভ লোককে সে চিন্তা করিতে দেয় না। আমাদের গৌরবের কথা বলিতে হইবে যে, আজ কাল অনেকেই তবু সমিতির নিকট জানিয়া সেইমত কার্য্য করেন। কিন্তু তা'ছাড়া অনেকে যে প্রতারিত হন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্ব হইতেই নানারূপে সে সম্বন্ধে

লোককে সতর্ক করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজকাল আরও নূতন নূতন বিজ্ঞাপনের কায়দা দেখিয়া আমাদিগকে আরও কএকটি গুরুভার স্কন্ধে লইতে হইল। যে বিজ্ঞাপন যত জমকাল বাহির হইবে, আমরা পুঙ্খানুরূপে তাহার সেই মত সন্ধান লইয়া, তাহার গূঢ় রহস্য নিয়মিত প্রকাশ করিব, স্থির করিয়াছি। অর্থাৎ যে পুস্তকের জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইবে, প্রথমতঃ সেই বিজ্ঞাপনদাতা কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহার বিচার করিব; তা'র পর, তাহার বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সমালোচনা সাধারণে জানাইব, মনস্থ আছে। এরূপ স্থলে সাধারণের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তবে কথা এই, তাহাতেও পাঠকের একটু ধৈর্য্য চাই। বিজ্ঞাপন বাহির হইলে তাহার সন্ধান লইতে এবং বিজ্ঞাপিত জিনিসটী কিনিয়া হউক, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া হউক, তাহার যথাযথ সমালোচনা বাহির করিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। এরূপ স্থলে, বিজ্ঞাপন বাহির হইলেই টাকা না পাঠাইয়া, সকলে যদি সেই মন্তব্যের উপর লক্ষ্য রাখেন, তাহাহইলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। আমরা অতঃপর বিজ্ঞাপিত পুস্তকাদির গুণাগুণ বিচারে প্রস্তুত থাকিলাম। এখন, দেশের সকলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, এই প্রার্থনা।

উপসংহারে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, জুয়াচোরগণ সাধারণ সংবাদপত্রেও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি প্রদান করে না। তাহাদের প্রধান ভয়, তাহাতে পাছে গ্রাহকগণ সতর্ক হন। কিন্তু আমরা আর অতঃপর সে ক্ষোভ রাখিব না; গুণাগুণ জানার অভাব-হেতু লোকে আর ঠকেন, এই আমাদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা রহিল। দেখা যাক, তাহাতে কিছু ফল ফলে কি না! জুয়াচোর দমনই যখন আমাদের ব্রত, তখন কৃপায় ইহাতেও কৃতকার্য্য হইবার করি।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এও এক নূতন অবতার!

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব ের কার্য্যাকার্য্য দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃ হইয়াছি। তাঁহার এখনও নবীন বয়স; বয়স হইতেই যদি তিনি এইরূপ উপায় অ লম্বন করিতে থাকেন, তাহাহইলে পরিণা তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে, এই আমা দের ভাবনা। আর সেই জন্যই, এখন তাঁহাকে সতর্ক করিলে এবং তাঁহার উদ্দেশ কিছু বলিলে, আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে জন্য সতর্ক হইতে পারিবেন।

১। দি পব্‌লিসিং এজেন্সি, পুরাত থানার গলি, কলিকাতা।—ইতিপূর্ব্বে এ ঠিকানা দিয়া জগৎবাসী প্রভৃতি বটতলা পত্রিকাতে এবং হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতির দ্বারা "Indian Candidates Everyday Consult নামক এক পুস্তক-প্রকাশের জাঁকাল বিজ্ঞা প্রচারিত হইতে থাকে। "এই পুস্ত কাছে থাকিলে শিক্ষাবিষয়ে অন্য পুস্তক অন বশ্যক"—এইরূপ সকল কথাই সেই বিজ্ঞ পনের বোল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বি তাহার জন্য টাকা দিয়া অনেকেই পুস্তক পা তেছেন না, এরূপ অভিযোগ আসে। আম সন্ধানে জানিতেছি, সেও ইহাঁরই খেলা এ পুস্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। আর নাম ঠিকানার কারচুপিহেতু লোকে ইহাঁকে ধরি পারিতেছেন না। ফলতঃ এ সম্বন্ধে এখন সকলে সাবধান!

মধ্যে কলিকাতায় নানা স্থানের দিয়া 'সংস্কৃত-শিক্ষা' নামক এক অবি- পুস্তকের ভ্যালুতে পাঠাইবার অর্ডার াসিতে থাকে; পরে পুস্তক কিনিয়া দোকান- রগণ সেইমত পাঠাইলে তাহা ফেরত আসে ং এই সকলই পুস্তকের অধিকারীর খেলা লিয়া বুঝা যায়।* কিন্তু এখন সমিতি সন্ধানে জানিতেছেন, তাহারও মূলাধার ইনি। বাবু গপচন্দ্র শিরোরত্ন দ্বারা পুস্তক লিখাইয়া বতঃ ইনিই সে কাজ করিয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে অন্যরূপের নানা পত্র এখনও স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়, সুতরাং সাধারণে সে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই জানিয়া রাখুন।

৩। বাবু বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা, কলিকাতা।—এই নামে সম্প্রতি 'তুমি কি আমার!' নামীয় এক প্রকাণ্ড উপন্যাস বিতরণের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। ডাক মাশুল মাত্র জমা দিলেই সেই পুস্তক পাওয়া যায়, এইরূপ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ। কিন্তু সন্ধানে জানা যায় যে, পুস্তক এখনও প্রকাশিত নাই এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম দিয়া হরিপদই এই খেলা খেলিতে বসিয়াছেন।

৪। শেষ কথা, ইহাঁর আর আর নাম ও ঠিকানার কথা বলিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে যে কয়েকটিতে আপাততঃ লোকের ঠকিবার সম্ভব, সেই কয়টিমাত্রই এখন প্রকাশিত হইল। এখন এইটুকু মাত্র সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত যে, ইনি এক ঠিকানায় থাকেন ও আর এক ঠিকানার নামে বিজ্ঞাপন দেন। এখন, ইনি আছেন, ২২।১ নং রাজচন্দ্র দাসের লেনে; কিন্তু বিজ্ঞাপন চলিতেছে, নানা ঠিকানা হইতে। ডাকঘরে শুনিতে পাই, ইহাঁর কেবল ঠিকানা পরিবর্ত্তনের উপদেশ। আরও এক কথা, শুনিতে পাই, ইনি নাকি বটতলার কোন এক সর্দ্দারের শিক্ষা-নবীশ। যাইহোক, এখনও সাধারণের সতর্কতার সহিত ইহাঁর মতি ফিরুক, এই বাসনা।

বাবু বৈষ্ণবচরণ বসাক

একজন বটতলার পুস্তক-ব্যবসায়ী; ১১৮নং অপার চিৎপুর রোডে তাঁহার দোকান। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি আমাদের অন্যরূপ কোন সন্দেহ ছিলনা; কেবল তাঁহাকে 'বটতলারই একজন' এইমাত্র জানিতাম। কিন্তু এখন আবার তাঁহার সম্বন্ধে একি সকল অভিযোগ পাই? তিনি আজকাল যেরূপ সকল পুস্তকের যেরূপ চ্ছটায় বিজ্ঞাপন দেন, তাহা অবশ্যই প্রশংসার কথা নহে। কিন্তু 'বটতলার একজন' হইয়া তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য ততদূর বিচিত্রও জ্ঞান করি না। আর, সে সকল পুস্তকের মোহকর বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া শেষে গ্রাহকগণও যে অনুতপ্ত হন, সে কথাও বলিতে চাই না। কিন্তু এ সব আবার কি কথা? জ্ঞান-ভাণ্ডার ১ম ও ২য় ভাগ, যুবক-সুহৃৎ সভা, সচিত্র গুপ্তগৃহ, সঙ্গীত-কল্পতরু আর্য্যশক্তি ও ৩০৲ টাকার মাল ৪৲ টাকায় নিলামের দরে লাটের দরে বিক্রয় প্রভৃতি বিজ্ঞাপন সকলেরই মূলাধার কি তিনি! এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না; তবে আমাদের বিশ্বস্ত ও সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত কোন ব্যক্তির পত্রের অংশ বিশেষমাত্র নিম্নে প্রকাশিত করিয়াই সে দায় হইতে ক্ষান্ত হইব। সে পত্র এই:—

"কিছুদিন পূর্ব্বে এই বৈষ্ণব বাবু নাম ও ঠিকানা ভাঁড়াইয়া জ্ঞানভাণ্ডার নামক এক খানা পুস্তকের জাঁকাল বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া অনেক গ্রাহককে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন নাম দিয়া নানা প্রকার বাজে পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি আর একটা জাল সভা (যুবক সুহৃৎ সভা) দাঁড় করাইয়া 'গুপ্তগৃহ নামক একখানা অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধারণকে ভুলাইবার জন্য

*১২শ সংখ্যা অনুসন্ধানের "সংস্কৃত শিক্ষা না জুয়াচুরী-শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

পাক-প্রণালীর সম্পাদক বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসিত-'যুবক-যুবতী' পুস্তকের অনুকরণে আর একখানি জাল 'যুবক-যুবতী' প্রকাশে অভিলাষী হইয়াছেন। আর, নবকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, জেনারেল পবলিসিং কোম্পানী, বৃন্দাবনচন্দ্র হালদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেট প্রভৃতি নামীয় অনেক বিজ্ঞাপনেরও মূলে বৈষ্ণব চরণ বসাক। সম্প্রতি ২২।১নং জেলেটোলা ষ্ট্রীট হইতে এন দত্ত এণ্ড কোং 'নামীয় স্বপ্নকলকল্পদ্রুমের' বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহাও উঁহাদেরই কৌশল।"

আমরা এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলাম না; যদি নির্দ্দোষী হন, তবে বৈষ্ণব বাবু একথার প্রতিবাদ করিতে পারেন; নহিলে এসব বড়ই কলঙ্কের কথা! তবে পুস্তকগুলি কেমন, সে কথা আমরাই সময়ান্তরে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিবার আশা করি। আর, তাহা দেখিয়াও পাঠক মহাশয়গণ ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবেন, আশা আছে।

এন্ সিংহের ভৌতিক-বিজ্ঞাপন!

সংপ্রতি ২৫ নং রূপচাঁদ রায়ের ষ্ট্রীট, আমড়াতলা-ঠিকানা হইতে 'প্রফেসার এন্ সিংহের নবাবিষ্কৃত ম্যাজিক-বুকের' এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। সে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—"পুস্তকের অতি আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহার মধ্যে চক্রাকার এক খণ্ড কাগজ রাখিলে, উহা তৎক্ষণাৎ মায়াবলে আসল রৌপ্য মুদ্রা বা টাকা হইয়া যায়। আরো পরীক্ষা চান তো, উক্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া ষোল আনা পয়সা লইতে পারেন। ম্যাজিক-বুকের মূল্য অতি সুলভ; কেবল ॥০ আনা মাত্র।" যাঁহারা লোভী পাঠক, তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনে ভুলিতে হয়, ভুলুন; তাহাতে তাঁহাদেরই লোভের প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনদাতাকে আইনের নিকট আমরা অবশ্যই দায়ী মনে করি। এখন, পুলিষ ইহার প্রতিকারের উপায় করেন, এই প্রার্থনা। /

চোরের ডাক্তার-ডাকা।

উপেন্দ্র বাবু কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তাঁর বেশ নামডাক, সুন্দর পসার; বিশেষ, বড়বাজার অঞ্চলের অনেকেরই তাঁর প্রতি বেশ এক রকম বিশ্বাস দেখা যায়। অতএব তিনিও চিকিৎসা-ব্যবসায়ে বড়বাজার অঞ্চল হইতে বেশ দু'পয়সা উপায় করেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময়—উপেন্দ্র বাবু স্বীয় বৈঠক খানায় বসিয়া বন্ধুদের সহিত বিশ্রাম করিতেছেন, তখন—একখানি জুড়িগাড়ি আসিয়া তাঁহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। গাড়ি থামিলেই দুইটি বেশ ফিটফাট বাবু গাড়ি হইতে নামিয়া, উপেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ঘরে ব্যস্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু দুইটীর একটী উপেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া বোধ লইল; কয়েক দিন হইতে তিনি বড়বাজারের শেঠ-বংশের কোন পরিবারে চিকিৎসা করিতেছিলেন, সেইখানেই সে ঐ বাবুটী উপেন্দ্র বাবুকে নানারূপে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এবং সেই বাড়ির একজন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন সুতরাং তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া সেই রোগীসম্বন্ধেই হয়ত বা কোন নূতন সংবাদ আছে ভাবিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মহাশয়, এখন আবার যে! খবর কি?"

"তিনি এখন আছেন ভাল; কিন্তু এখন আবার আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। ইনিই (সঙ্গী অপর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) শেঠ মহাশয়ের বড় জামাতা। ইহাঁর কনিষ্ঠ আজ সন্ধ্যাকাল হইতে বড়ই ভেদবমী আরম্ভ হইয়াছে; তাই শেঠ মহাশয় আপনাকে এখনই লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।"—উত্তরে এই বলিয়া

তাহারা উভয়েই ডাক্তার বাবুকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অগত্যা ডাক্তার বাবুও বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া বাটীর ভিতর গেলেন, ও অবিলম্বে বাটীর ভিতর হইতে কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। পরে উঁহাদিগকে বলিলেন;—"তবে গাড়ি ডাক্‌তে বলা যাক!"

পরিচিত বাবুটী।—"আর অন্য গাড়ি ডাকার আবশ্যক কি? শেঠ মহাশয় তাঁর বাড়ির গাড়িই পাঠিয়েছেন; সেই গাড়িতেই আবার আপনাকে রেখে যাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা তবে আসুন"—এই বলিয়া উপেন্দ্র বাবু ও সেই বাবু দু'টী একত্রে গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। এবং গাড়িও পশ্চিমমুখো হইয়া চলিতে লাগিল।

ক্রমে গাড়িখানি বড়বাজারের সূতাপটীর সন্নিকট একটী ক্ষুদ্র গলিতে আসিয়া থামিল। গলির ভিতর বাম পার্শ্বেই একটী নূতন বাটী; তাহার দ্বারে দরওয়াণ। সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। বাবু দুইটী অতঃপর 'আসুন' বলিয়া ডাক্তার বাবুকে লইয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন; দ্বার-রক্ষকও তাঁহাদিগকে সসম্মানে প্রবেশ করিতে দিল। ক্রমে ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া বাবু দুইটী অন্দরের একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন; সেইটিই যেন রোগীর গৃহ। সেখানে প্রবেশ করিতেই আট দশ জন যণ্ডাকৃতি কাফ্রি বিকট হাস্যসহকারে তথায় আসিয়া দেখা দিল। উপেন্দ্র বাবু রোগীর পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন। যাই হোক, তাহারা তাঁহাকে হিন্দীতে বলিল,—"ডাক্তার বাবু এখন যা হ'বার হ'য়েছে। এখনও তুমি কোনটি চাও, বল। যদি ধর্ম্মে ধর্ম্মে এখনও প্রাণটী বাঁচাইতে চাও, তবে তোমার কাছে যা' যা' আছে, এখনই খুলিয়া দেও। সহজে না দিলে ও-গুলি তো কাড়িয়াই লইব; তা'ছাড়া তাহাতে তোমার প্রাণটীও সেই সঙ্গে সঙ্গে লইব। ফল কথা, এখনও যদি ভাল চাও, তবে পকেট হইতে ঘড়ি, ঘড়ির চেন এবং গায়ের কাপড়চোপড় যা' কিছু আছে দিয়া, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে চলিয়া যাও। নহিলে আজ তুমি আমাদেরই হাতে।"

দস্যুগণকে দেখিয়াই উপেন্দ্র বাবু চমকিত হন; এখন, তাহাদের কথা শুনিয়া তিনি একেবারেই হতজ্ঞানপ্রায় হইয়া আসিলেন; ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বিনীত স্বরে তাহাদিগকে "আমার কি অপরাধ!" বলিয়া অনেক অনুনয়বিনয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাঁহার কথা শুনিল না। অগত্যা তিনি প্রাণের দায়ে সঙ্গে যা' কিছু ছিল, সমস্তই তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইলেন।

পরে উপেন্দ্র বাবুকে নামিবার জন্য এক দিকের দুয়ার দেখাইয়া দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারাও অন্য দুয়ার দিয়া গা-ঢাকা দিল। বলা বাহুল্য, বাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া, গলির অনতিদূরের চৌরাস্তা হইতেই পুলিশ পাহারা লইয়া উপেন্দ্র বাবু একবার তথায় তাহাদিগের সন্ধানার্থ গমন করেন। কিন্তু তাহা সকলই নিস্ফল! ইহার মধ্যেই তাহারা যে কে কোথায় গেল, কিছুরই অনুসন্ধান হইল না; এবং বাড়ীটী অনেক দিন হইতে পড়িয়া আছে, বলিয়া প্রকাশ হইল। অধিকন্তু প্রসিদ্ধ শেঠ পরিবারগণও এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, প্রমাণিত হইল।

জুয়াচোরের জুয়াচুরি-আফিস। ✓

৩

এইরূপে দেখিতে দেখিতে আরও এক দিন, দুই দিন করিয়া তিন দিন গেল; সাহেবের সহিত দেখা হইল না। কিন্তু কার্য্য করিতে লাগিলাম, আরও প্রায়

১০,০০০ হাজার ফুট কার্য্য হইল। তাহার নিমিত্ত ২৮০৲ টাকা আরও ঘর হইতে দিতে হইল। তখন ১২দিবসের কর্ম্মের একখানি মোট ১০৮০৲ টাকার বিল্ল লিখিয়া লইয়া গেলাম। সে দিবসও সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কিন্তু সে দিবস টাকা না পাইলে আর কর্ম্ম করিব না বলিয়া চলিয়া আসিলাম, এবং সে দিবস হইতে আমার অংশীদার বা সর্দ্দারগণের আর কোন সন্ধান পাইলাম না। আফিসে টাকার জন্য গেলে সাহেবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মচারীগণও আর ভাল করিয়া কথা কয় না। এক দিবস একজন কর্ম্মচারী আমাকে আমাকে বলিল যে—"কল্য সাহেব আফিসে আসিয়াছিলেন। আপনার বিলের কথা তাঁহাকে বলায় তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—আপনার নিকট এগ্রিমেণ্ট প্রভৃতি যে সকল কাগজপত্র আছে, তাহা সমস্ত লইয়া কল্য এখানে আসিবেন। তাহাহইলে আপনার সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিবেন।"

আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া পর দিবস সমস্ত কাগজপত্র সহিত আফিসে গমন করিলাম। সে দিবস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমার নিকট হইতে সমস্ত বিল, এগ্রিমেণ্ট প্রভৃতি সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া বলিয়া দিলেন—"আমি এই কাগজ পত্র দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিব। কল্য আসিয়া আপনার সমস্ত টাকা লইয়া যাইবেন।" আমি সাহেবের কথা বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার নিকট রাখিয়া বাটীতে চলিয়া আসিলাম। পর দিবস টাকার নিমিত্ত গেলাম; দেখিলাম, সাহেব নাই। টাকাও পাইলাম না, কাগজগুলিও হাতছাড়া হইল; তখন আমার মনে সন্দেহ হইল। আমার একজন বন্ধুকে বলিলাম ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যে যে স্থানে আমাদিগের কার্য্য হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, যে সকল কার্য্য আমার বলিয়া জানিতাম, তাহা আমার নহে;—উহা মিউনিসিপাল-আফিস হইতে মিউনিসিপাল কর্ম্মচারির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই জুয়াচুরি; জুয়াচোরগণ দল বাঁধিয়া বাঙ্গালী বাবুকে অংশীদার করিয়া, সাহেবকে সর্দ্দার সাজাইয়া আমার এই প্রকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও আমার ন্যায় ব্যবসালোভী ব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তখন আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া আদালতের সাহায্য লইলাম। কিন্তু না আছে দলিল, না আছে প্রমাণ। সুতরাং কিছুই করিতে পারিলাম না এবং আমার অংশীদার ও সর্দ্দারগণেরও আর কোন সন্ধান পাইলাম না। তবে ৮৬৫৲ টাকার বিনিময়ে কিছু ব্যবসার জ্ঞান আমি ত খরিদ করিলাম! কিন্তু অপরেও কিছু কিছু কলিকাতার কাণ্ড বুঝিতে পারিলেন।

আসিয়াছি।

জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা আমি আবার আসিয়াছি। নিরাশশ্বাসশাসিত জীবন-ভার কি করিয়া এতকাল বহন করিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিওনা—জানিতে চাহিও না; রুদ্ধোন্মুক্ত জলপ্রবাহের সে দারুণ স্রোতোবেগের সম্মুখে কেন ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে! মনে নাই কি? সেই এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমাকে কিছু-না করিয়াছিলে, মনে নাই কি? আবার, সেই জাহ্নবী-তটে অনন্তনক্ষত্রখচিত নীলাকাশতলে সেই যে মুক্তাবিন্দুশোভিত চক্ষে আমাকে কত কি বলিয়াছিলে, মনে নাই কি? তাই ত; নহিলে ধূমবহ্নিময়ী জ্বালা কে হৃদয়ে ধারণ করিতে চায়? কে সাধ করিয়া সুখশান্তিপ্রায় পরিপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করে?

তোমাকে কেন ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, তাহা তুমি বুঝিবে না। ক্ষুদ্র সুখদুঃখ দেখা তোমার অভ্যাস নাই; তোমার হৃদয় নাই—সে সকল বিবেচনার ক্ষমতা তোমার নাই! সুখের লয় কোথায় হয়? তোমার স্বরের লয় এ হৃদয় মধ্যে হইত, কিন্তু তোমার সুখের লয় হইত না কেন? এ কথা কে বুঝাইবে? যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে কাঁদিতে দেখিলেই কেন সুখী হই—এ কথা কে বুঝাইবে? সুখদুঃখের বিচার লোকের সহিত না মিশিলে হয় না জানি, কিন্তু বুঝাইতে পার কি যে, লোকের সহিত মিশিলে দর্শন ও বোধের ক্ষমতা বাড়ে কি কমে? যেখানে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া কার্য্য করে—ভিন্ন ভিন্ন লোকের সুখদুঃখ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তখন সুখদুঃখের বিচার কিসের উপর নির্ভর করে? খাইতে না পাওয়াই কি মহৎ দুঃখ? মহত্তর দুঃখ কি আর নাই? সে দুঃখ কে নিবারণ করিতে পারে? পরের হৃদয় কয়জন পর বুঝে যে, সে দুঃখ নিবারণ করিবে? হয়ত, তাহার দুঃখনিবারণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেই পরিমাণে পর-হৃদয়-দর্শনের ক্ষমতা আছে কি? দর্শনের ক্ষমতা থাকিলেই কি ইচ্ছা আছে প্রমাণ হয়? এ তিনের সম্মিলন কোথায় পাইব? এততেও আবশ্যক নাই—মনুষ্যের হৃদয় দয়া পাইলেই চরিতার্থ হয়। তাওত পাই নাই! তাই বলিতেছিলাম, আমার সুখ দুঃখ—তোমার হৃদয় নাই—তুমি বুঝিবে কিরূপে?

তোমার দয়া চাই কেন?—যাহার আর কিছুতে দুরাশা নাই, সে দয়া ব্যতীত আর কি ভিক্ষা করিবে? যাহার আশা আছে, উৎসাহ আছে, বিশ্বাস আছে, সে ভালবাসা চায়; যাহার হৃদয় দমিত, প্রাণ নিরাশ, মন উদাস, সে দয়া ব্যতীত আর কি চাহিবে?

কিন্তু তুমি পাষাণী—দয়াময়ী নও। যে আমাকে একদিন কোলে লইয়া চোখের জল মুছাইয়া শুধু হাসিয়া হাসি ফুটাইয়াছিল, এত সে নয়! যে অনিবার অনাবিল স্নেহবারিধারা সিঞ্চন করিয়া শুষ্কহৃদয়লতা মুঞ্জরিত করিয়াছিল, এত সে নয়! যে মূর্ত্তি দেখিলে আমি সুখদুঃখ হর্ষবিষাদ ভুলিতাম, গৃহঅরণ্য ভুলিতাম, দেশকাল ভুলিতাম, সমগ্র সংসার ভুলিতাম, পরিশেষে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া শুধু সেই নিত্যানন্দদায়িনী স্মিতবিকসিতাননা দয়াময়ী প্রেমময়ী ছবি অপলক নয়নে চাহিয়া দেখিতাম এত সে মূর্ত্তি নয়!

কি করিলে আবার তেমন হয়—আবার সে দিন ফিরিয়া আসে? যে দিন অবিকৃত চক্ষুতে সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিতাম, অবিকৃত মনোভাব লইয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম—হাসিতে কুটীলতা থাকিত না, বাসনায় মলিনতা থাকিত না, মনে কপটতা থাকিত না, সৌন্দর্য্যে ভোগলালসা থাকিত না, সুখে দুঃখ থাকিত না—কি করিলে আবার সে দিন ফিরে? যে দিন মনুষ্যকণ্ঠ পিকরব বলিয়া অনুভূত করিতাম, সংসারপথ কুসুমাকীর্ণ জ্ঞান হইত, প্রতি মনুষ্যের মুখে সরলতা অঙ্কিত দেখিতাম, কুটীলতায় অবিশ্বাস করিতাম—যে দিন সমস্ত সংসার আমারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ভাবিতাম, হায়! সে দিন কোথায়! কি করিলে আবার সে দিন মিলে? একদিন ভাবিয়াছিলাম, বসন্তপবনে মন্দান্দোলিত যূথিকাদাম দেখিয়া—পাপিয়ার ললিত লহরলীলাময় কণ্ঠস্বরে আত্মবিস্মৃত হইয়া এ জীবন কাটাইব; কিন্তু তখন বুঝি নাই,—সুখে দুঃখ আছে, কমলে কণ্টক আছে, দর্পণে রেখা পড়ে, শুভ্রষশোরাশীতেও কলঙ্ককালিমাবিন্দু

লাগে; তখন বুঝি নাই—এখন বুঝিয়াছি; বুঝিয়াছি,—কণ্টক না ফুটিলে সুধুই কুসুমে জ্ঞানলাভ হয় না—না হরাইলে সতর্কতা জন্মে না—আনন্দে সারাজীবন কাটে না।

চন্দ্রমা-সোনার কৌরিটি মাথায় পরিয়া যখন বসুন্ধরা হাসিতে থাকে, পরিস্ফুট ফুল-কুল যখন দুলিয়া বাতাসের গায় হেলিয়া পড়ে,মাধবী যখন বাতাসের সোহাগে গলিয়া পুষ্পগুচ্ছ উপহার দেয়, দূরাগত বংশীর বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া কোমল হইতে কোমলতর হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে, তখন সেই-দিনের কথা মনে পড়ে। প্রকৃতি দয়াময়ী —প্রকৃতি নিষ্ঠুরা! আমি দুঃখ পাই—প্রকৃতির সে উজ্জ্বলমধুর চন্দ্রালোকে, মৃদুমধুর সমীর-হিল্লোলে আমার গতজীবনের গাথা আমার অন্তরে বেদনা দেয়, তাই বলিয়া কি প্রকৃতি তাহার সুখস্বপ্নময়ী ছবি দেখাইতে নিরস্ত থাকে?

সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলকুলের নাচনিতে, জ্যোৎস্নার স্বপ্নময়ী ছবির সঙ্গে তোমার সেই ঢল ঢল নয়ন দুটী আর শোভমান মুখখানি মনে পড়িত, তাই তোমায় আর একবার—এই জীবনের সন্ধ্যাকালে আর একবার দেখিতে আসিয়াছি।

নর-রাক্ষস।

শ্মশানে।

বর্ষাকাল। কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর রাত্রি; প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত। পৃথিবী স্বভাব-বশেই গভীর অন্ধকারে আবৃত; তাহাতে আবার সময়োচিত মেঘও দেখা দিয়াছে—শীঘ্রই বৃষ্টি-পাতের সম্ভাবনা। সে আঁধারে চক্ষু দৃষ্টি-হীন; কোলের বস্তুও দেখা যায় না। এমন সময় পূত গাঙ্গিনীর নির্জ্জন শ্মশান-ক্ষেত্রে একটী মৃতদেহ-স্কন্ধে কয়েকটী প্রাচীন ব্রাহ্মণ হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত; তাঁহাদের সঙ্গে একটী দশম বর্ষীয় বালক ও মশালধারী একজন ভৃত্য। বালকটী হাহাকারে রোদন করিতেছে ও তাহার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে; আর, একটী প্রাচীন নানা কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা! বালক-প্রাণে কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না।

ক্রমে সকলে মৃতদেহের সৎকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বালক যথাবিধি মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে চিতানল প্রজ্বলিত হইল; নশ্বর নরদেহ পঞ্চভূতেই মিশিতে চলিল। এখন, সময় বুঝিয়া দেবতাও বাদ সাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে মেঘের কড় কড়ধ্বনি, বিদ্যুতের চমকপ্রভা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পাত দেখা দিল। অধিকন্তু পবন দেবও উদাসীন রহিলেন না; ঝটিকা-রূপে মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিলেন। শ্মশান একেই ভীষণ স্থান; তাহাতে আবার এই দৈব-নিগ্রহ! এ দৃশ্যে তেজস্বী প্রাণই স্বভাবতঃ চকিত হয়, সুতরাং এ বিভীষিকায় বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ আর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? পিতার মুখাগ্নির পর হইতেই বালক ভয়ে ধৈর্য্য-হারা হইয়াছিল; এখন, এ সকল বিভ্রাটে সে প্রায় জ্ঞানহারা হইয়া আসিল;—তাহার মুখে আর বাক্য নাই, প্রাণ কেবলই কাঁদিতেছে; ভীতি-বিহ্বলে সে একরূপ চৈতন্য-শূন্য!

সকলে শবের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনরায় হরিধ্বনি করিতে করিতে ক্রমে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; এমন সময় একি দুর্দৈব! কতকগুলি

দস্যু সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের দস্যুচিত ভীষণ মূর্ত্তি, সুগভীর হুঙ্কার-ধ্বনি এবং হস্তের নানাবিধ অস্ত্রাদি সকলকেই একেবারে বিপন্ন করিয়া ফেলিল। হেন সময়ে সম্মুখে দস্যুমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই চক্ষুঃস্থির!—কাহারও মুখে কোন কথা পর্য্যন্ত সরিল না; সকলেই ভয়ে নীরব ও নিস্পন্দবৎ! দস্যুগণ কিন্তু কাহাকেও আর কিছু বলিল না; কেবলমাত্র তাহারা সেই শোকাতুর বালকটীকে নৃশংস-রূপে আক্রমণ করিল। তাহার হস্তপদাদি রজ্জুবদ্ধ ও মুখচোখে কাপড় আঁটিয়া, হরণ করিয়া, পলায়ণ করিল। শববাহকগণ এতক্ষণ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মাণ থাকিয়া এ ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু কাহারও কিছু বলিতে সাহস হইল না। শেষে দস্যুদল পলায়ন করিলে সকলে হাহাকার রবে 'কি হইল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

গৃহে।

গৃহস্বামীর গঙ্গাযাত্রার পর হইতেই গৃহ পরিবারগণের ক্রন্দন-ধ্বনিতে পূর্ণ থাকে। ক্রমে তাহাদের একমাত্র বংশধর এইরূপে দস্যু-কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার সংবাদে তাহারা যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হইল, তাহা আর বলিবার নহে। বিশেষ, তাহার জননী এ সংবাদে এককালে চৈতন্যশূন্য হইলেন। একে স্বামীর শোক, তাহাতে আবার পুত্রের এই নিদারুণ সংবাদ! ইহাতে তাঁহার দেহে আর প্রাণ রহিল না! তিনি মৃতবৎ হাহুতাশে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে এ সংবাদ গ্রামের সকলেরও জানিতে আর বাকি রহিল না। একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের এইরূপ নিগ্রহ দেখিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু কাহারও কথা কহিবার যো নাই! মনে মনে কেহ কিছু বুঝিলেও তাহা আর প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না; কারণ, সে সব বড় ঘরের বড় কথা কিনা! যদিও গৃহস্বামীর মৃত্যুর কারণ কেহই ঠিক নিরূপণ করিতে পারিলেন না, তথাপি সামান্য মাথাধরার উপলক্ষে অকস্মাৎ ভেদ-বমন হইয়া মৃত্যু হওয়ায় অনেকেই অনেক রূপ কানাকানি করিয়াছিল। যাইহোক প্রকাশ্যে কাহারও কিছু বলিবার যো নাই। কারণ, শেষ অবস্থায় বড় বড় কোম্পানির ডাক্তার আনাইয়াও তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল এবং যখন তাঁহারা সেভাব কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তখন অন্যের সে চিন্তাও বৃথা। কিন্তু বালকটীর এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া কেহই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সকলেই ইহার কোনরূপ অনুসন্ধানের জন্য পুলিষে জানাইলেন, এবং আপনারাও নানা মতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর বালকের সন্ধানের জন্য পুলিষও নিযুক্ত হইল। এবং নানাস্থানে দস্যুদিগের সন্ধানাদি চলিতে লাগিল।

মশানে।

গাঙ্গিনীর শ্মশান-ক্ষেত্রের সম্মুখে আট-দশ ক্রোশ বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের পশ্চিম দিকে এক নীবিড় অরণ্য। দূর হইতে লোকে সেই বনরাজী দেখিতে পায় বটে, কিন্তু তাহার নিকটে যাইতে এ-পর্য্যন্ত কাহারও সাহসে কুলায় নাই। অরণ্য কত দূর বিস্তৃত, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তবে সে দেশের লোকের বিশ্বাস, অরণ্য বহু-যোজন বিস্তৃত; তাহা সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ; তথায় জনপ্রাণীর যাইবার যো নাই। দস্যুগণ কিন্তু সেই অনাথ বালককে লইয়া এই নীবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই অরণ্যের মধ্য-

ভাগে—যেখানে মানুষ কখনও স্বপ্নেও যাইবার কল্পনা করিতে পারে না, সেখানকার—একটী নির্জ্জন অন্ধকারময় গৃহে সেই হস্তপদবদ্ধ বালককে রুদ্ধ রাখিয়া চলিয়া গেল; তবে যা'বার সময়, তাহাদেরই একজন পরিচারিকা জল্লাদ-পত্নীকে বলিয়া গেল,—"দেখিস্, এই বালকটীর প্রতি নজর রাখিস্; এ যেন কোনরূপে পলাইতে না পারে। কাল রাত্রে অমানিশা-পূজায় চামুণ্ডার নিকট ইহার বলিদান হইবে। সুতরাং সাবধান, এ যেন ততক্ষণ পর্য্যন্তও জীবিত থাকে। এখন মূর্চ্ছাগত; মূর্চ্ছাশেষে ইহাকে একটু জল খাইতে দিস্। আমরা অন্য কার্য্যে চলিলাম; তোরই হস্তে কাল রাত্রি পর্য্যন্ত ইহার ভার রহিল। তবে ইহার মধ্যে রামজীর সঙ্গে যদি কোন বাবু ইহাকে দেখিতে আসেন, তাঁহাকে দেখিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে দিস্। আর, আমাদিগের কাহাকেও প্রয়োজন হইলে ডাকিলেই পাইবি।" জল্লাদ-পত্নীকে এইরূপ আদেশ করিয়া অতঃপর দস্যুগণ স্বস্ব অন্য কর্ম্মে প্রস্থান করিল। তার পর, সেই রাত্রে বালকের অবস্থা যে কি ঘটিল, তাহা আর এখন শুনায় কাজ নাই। সময়ে সকলই দেখা যাইবে।

পরদিন শনিবার; অমাবশ্যার রাত্রি। সেই কুটীরের অনতিদূরেই চামুণ্ডার পূজার উদ্যোগ হইতেছে। বনরাজিবেষ্টিত একটী লতা-মণ্ডপের মধ্যে চামুণ্ডার মন্দির—তন্মধ্যে লোলরসনা, করালবদনা মুক্তকেশী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহার সম্মুখে পূজার আয়োজন; দস্যুগণ নিশা-শেষে ষোড়শোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনার উদ্যোগ করিতেছে। দেবী-মন্দিরের সম্মুখে রক্তরঞ্জিত একটী হাড়কাঠ; পূজা অন্তে লগ্নমত তাহাতেই নরবলি হইবে, তাহারই বন্দোবস্ত চলিতেছে। সেই শোকাতুর অনাথ বালক আজ দস্যুদের বলির সামগ্রী। আরাধনা সাঙ্গ হইলেই, দস্যুগণ চামুণ্ডার নিকট তাহাকে বলি দিবে! সকলই প্রস্তুত; কেবল পূজা সাঙ্গ হইলেই হয়!

কলিকাতার জল বায়ু।

(গত সংখ্যার শেষ)

"কলিকাতায় বাৎসরিক গড় ৬৬·০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। অন্যত্র কলিকাতার ৫০ ক্রোশ নিম্নে সাগরদ্বীপে উহার অপেক্ষা অনেক অধিক বৃষ্টি হয়। উহার পরিমাণ ৮২·২৯ ইঞ্চি। বাৎসরিক বৃষ্টি-পতনের বিষয় যত দূর লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়; উহার পরিমাণ ৯২·৩১ ইঞ্চি এবং বিগত ৪৭ বৎসরের মধ্যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৪৩·৬১ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই পরিমাণ বাৎসরিক গড় বৃষ্টি-পতনের অর্দ্ধেক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে কলিকাতায় যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়, সে বৎসর উত্তর ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের নিশ্চয় লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে, মেঘ সকল সমুদ্রের দিক হইতে অসিয়া বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া তৎপরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। যে বৎসর বঙ্গদেশে মেঘ অল্প আইসে ও বৃষ্টির পরিমাণ অল্প হয়, সে বৎসর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অল্প মেঘ যাইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ বৃষ্টির পরিমাণ এত অল্প হয় যে, উহাকে এক প্রকার অনাবৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্যের অভাবে কখন কখন দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং উহার পরের বৎসর কলিকাতায় বাৎসরিক গড় ৫২·৯৯ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২·৬১ ইঞ্চি পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া-প্রযুক্ত উত্তর-বাঙ্গালায় শস্যের অত্যন্ত অভাব হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে, অর্থাৎ গড় ৪১·১৮ ইঞ্চি এবং পৌষ মাসের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়; উহার পরিমাণ গড় ·২৪ ইঞ্চি মাত্র।

কলিকাতার গড় বায়ু ভার (atmospheric pressure) সমুদ্র সমতল হইতে ১৮ ফিট এবং বায়ুমাণ-যন্ত্রে ২৯·৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে ইহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ৩০·০৪১ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং জুন ও জুলাই মাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে অবরোহণ করে; এই সময়ে ইহার নিম্নতা ২৯·৫৫১ ইঞ্চি হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বায়ুমাণ-যন্ত্র দিবারাত্রে ২৪ ঘটার মধ্যে দুই বার আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া থাকে এবং এই বায়ুমাণ-যন্ত্ররে জোয়ার-ভাঁটা ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নিয়মিত রূপে ঘটিতে দেখা যায়। ফাদার লাফোঁ (Father Lafont) বলেন যে, "প্রায় রাত্রি চার ঘটকার সময় হইতে বায়ুমাণ যন্ত্রের পারদ ধীরে ধীরে ও স্থিরভাবে আরোহণ করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ দিবা সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনর্ব্বার ক্রমশঃ অবরোহণ করিতে থাকে। এই রূপে অপরাহ্ণ চার পাঁচ ঘটিকার সময় বায়ুমাণ-যন্ত্রের পারদ মধ্যে ক্রমশঃ নামিতে থাকে। উক্ত প্রকারে আমরা দিবা রাত্রের প্রায় ঠিক একই সময়ে উক্ত জোয়ারের দুই বার হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখিতে পাই।"

কলিকাতার জলবায়ু ও ঋতু প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের শেষ করিবার পূর্ব্বে চক্র-গতি-শীল (rotary) ঝড়ের বিষয়ক কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্দেশবাসীগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিকা ও বাত্যা দ্বারায় সমুদ্র-নিকটস্থ বঙ্গদেশান্তর্গত স্থানসমূহের কত দূর অনিষ্টপাত হইয়া থাকে। এই মহতী ঝটিকা-প্রভাবে বন্দরস্থ বাণিজ্য-পোত দূরে নিক্ষিপ্ত বৃক্ষাদি উৎপাটিত, অট্টালিকা সমূহ ভূমিসাৎ এবং বিশেষতঃ সহস্র সহস্র মনুষ্য-জীবনের হানি করিয়া সময়ে সময়ে এতদ্দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তাহা বঙ্গবাসীর অবিদিত নাই। ইদানীন্তন কালে যে কয়েকটি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা এদেশের যে কি পরিণাম অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা এখনও স্মৃতিপটে উদিত হইলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। ঐ সকলের বিষয় আমরা পশ্চাতে উল্লেখ করিব। এক্ষণে কেবল মাত্র আমরা যে সকল বাৎসরিক ঝটিকা প্রভৃতি নিয়মিতরূপে ঘটিয়া থাকে, সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। ইহা প্রতি বৎসর দুইটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া থাকে। প্রথম নৈঋতী মৌসুমী বায়ু আরম্ভ হইবার সময়ে এবং উহার শেষ হইবার সময় (ঘ)। পূর্ব্বোক্ত সময়ে যে ঝটিকা আরম্ভ হয়, উহা প্রায় সচারাচর আণ্ডামন-দ্বীপপুঞ্জের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে উত্থিত হয় এবং ইহা, আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়ুমাণ-যন্ত্রের স্থিরভাবে অধিক পরিমাণে অবরোহণ হইতে দেখা যায়; ইহাই উক্ত ঝটিকারম্ভের জ্ঞাপক। শেষোক্ত সময়ে যে ঝটিকারম্ভ হয়, উহা বঙ্গোপসাগরের কিছু দূর হইতে উত্থিত হয়; কিন্তু উহার আগমনের পূর্ব্বে বায়ুমাণ-যন্ত্রের দ্বারায় কিছু অবগত হওয়া যায় না। এই ধ্বংশকারী ঝটিকা সমূহ প্রথমে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের যে স্থান হইতে উত্থিত হয়, সেই স্থানেই

(ঘ) চৈত্র বা বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র বা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত।

দুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক ইহার সম্পূর্ণ বল সংগ্রহ করিতে থাকে। তৎপরে বায়ুকোনাভিমুখে উহার গতি আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ যেমন উহা অগ্রসর হইতে থাকে, উহার বল ও ভীষণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ (ঙ) অত্যন্ত প্রবল বায়ু-সমষ্টির দ্বারায় বেষ্টিত থাকে এবং ঐ বায়ু সমূহ উক্ত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয় এবং সজোরে মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করিতে থাকে। যখন এইরূপ ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের (চ) উপর দিয়া গমন করিবে, তাহার পূর্ব্বে বায়ু একটি নির্দ্দিষ্ট দিক হইতে বহিতে থাকে এবং উহার বেগও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে ঐ মধ্য প্রদেশ (central calm) ঐ স্থানের উপর আসিয়া পৌঁছে। যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন সেই স্থানের বায়ুর কোন গতি থাকে না। উহা স্থিরভাব গ্রহণ করে। তৎপরে আবার যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল, তাহার বিপরীত দিক হইতে ভয়ানক বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ইহার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের পরে আর এরূপ ঝটিকার মধ্যপ্রদেশ কলিকাতা অতিক্রম করে নাই (ছ); কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যে ঝড় হয়, ঐ সময়ে উহার মধ্যপ্রদেশ কলিকাতার কয়েক মাইল পশ্চিম দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল; উহাতেও কলিকাতা নগরের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। কলিকাতার নিম্নে ভাগীরথীতে যে সমস্ত জাহাজ নঙ্গর করা ছিল, ঐ সকলকে নঙ্গর হইতে বহুদূরে তাড়িত করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং উহার মধ্যে অনেকগুলি ভগ্ন হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার পর হইতে বাণিজ্যতরী সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য এক প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত (storm signal) স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ঝটিকা হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ হইলেই কলিকাতার ভাগীরথীর নিম্নস্থ আর তিনটী নির্দ্ধারিত স্থানে উক্ত প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

(ঙ) এই স্থানে সম্পূর্ণ স্থিরতা বিরাজ করে। ইহাকে "ঝটিকাক্ষ" (Eye of the storm) বলিয়া থাকে।

(চ) কলিকাতায় যখন ঝড় হয় তখন উহা পূর্ব্বে কিম্বা পূর্ব্বে ও ঈশান-কোণের (E-N. E.) মধ্যদিক হইতে আসিয়া থাকে।

(ছ) Seventh memoir on the Law of storn by Mr. H. Peddington—Vide fournel As:Soc: Bengal. vol: XI.

আমার সদ্গতি।*

'আমার আমার জ্ঞান' দুঃখেরই কারণ এক পক্ষে বটে; কিন্তু যদি সদ্গতির প্রকৃতই অভিলাষী হই, তাহাহইলেআবার 'এই আমার জ্ঞানই' সে পথের নিয়ন্তা। এখন, সংসার মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া যেমন সাংসারিক অস্থায়ী বস্তুকে 'আমার আমার' করিয়া পাগল; এইরূপ যখন সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা নারায়ণের প্রতি এই 'আমার জ্ঞান' অর্পণ করিতে পারিব, তখনই জানিব, আমি সিদ্ধকাম। আর, শাস্ত্রে কথিত আছে,—

"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
সংসারসাগরং তীর্ত্বাসগচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং॥"

যিনি 'হরি' এই বর্ণ দুটীমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করেন, তিনিই 'সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ভাবে তাঁহাকে 'আমার' ভাবিয়া মনে ভাবা উচিত। "আমি হরির উপাসক—তিনি আমার অভয় দাতা" কেবলমাত্র যখন এই জ্ঞানটুকু হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবে, তখনই আমি শ্রীহরির কৃপা-লাভের পাত্র। আর, যে ব্যক্তি শ্রীহরির শরণাপন্ন, তিনিই প্রকৃত তাঁহার দয়ার পাত্র। এমন কি,—

"দয়াং কুরু প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং হরেঃ॥"

যে ব্যক্তি 'আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম' বলিয়া এক মনে তাঁহাকে ডাকিবে, হরি তাহাকেই অভয় দিবেন, দয়া করিবেন, এই তাঁহার ব্রত। অধিক কি, সেই ভক্ত সর্ব্বদাই আনন্দময়ের সহায়েই চিদানন্দ ভোগ করিবে। কারণ,—

"যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ।"

ভক্তি দ্বারা বিষ্ণু যেমন পরিতুষ্ট হন, এমন আর কিছুতেই নহে। যিনি প্রভু, তাঁহার তুষ্টি কি উপাসকের আনন্দকর নহে?

প্রাণীকে ভবিষ্যতে যে পথে চলিতে হইবে, জন্মলাভ করিয়াই তাহার মনোবৃত্তি সমূহ সেই পথেরই সূত্রানুসারী হয়। বালিকা শৈশবে ক্রীড়াগৃহ রচিয়া ভবিষ্য-পথের ছায়ামাত্র দেখায়; আমাদেরও তরুণোচিত 'আমার আমার জ্ঞান' সেই ছায়ারূপমাত্র। যদি প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিয়া চলি, তবে প্রথম হইতেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ ক্রীড়াগৃহের অনুকরণে যে সংসার-গৃহ-পত্তনের প্রায়, সাংসারিক 'আমার জ্ঞান' ক্রমে পরংব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। তখন,—

"ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদিনাম্ এবচ।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমাৎ।"

তখন বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে এবং মন হইতে প্রাণদিগকে নিগৃহিত করিয়া সমবায়-রূপে প্রত্যাহার করিবে।

এইরূপে ক্রমে পরংব্রহ্মে আশক্তি জন্মিলে, তাহার পূর্ণতা-প্রাপ্তিও সেই 'অহং-জ্ঞান'। তখন আবার 'আমিই পরংব্রহ্ম, আমিই জ্যোতির্ম্ময় এবং আমারই মরণ নাই।' আমি,—

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তমহমানন্দমদ্বয়ং।
সৎ ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞান রূপো বিমুক্তয়ে॥"

* ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষাংশ।

টোট্‌কা-টুট্‌কি।

মধ্যে মধ্যে 'অনুসন্ধানে' নানাবিধ উপকারী টোট্‌কা-টুট্‌কি মুষ্টিযোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকগণের সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া এবারও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া নিম্নে কএকটি টোট্‌কা-টুট্‌কি মুষ্টিযোগ প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহার দ্বারাও সকলে উপকৃত হইবেন।

গো-বসন্ত ও মনুষ্য-বসন্তের ঔষধ।—"বসন্ত রোগের আশ্চর্য্য ঔষধ শিমুলের বিচি। এই ঔষধ কিছুমাত্র বিষাক্ত নহে। নিম্নে যে মাত্রা লিখিত হইল, তাহা অপেক্ষা দুই একটী কম বেশীতে অপকারের আশঙ্কা নাই। এই ঔষধ বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিতে হয়। গো বা মনুষ্যের বসন্ত পাকিলে উহাতে কিছুমাত্র গুণ হয় না। পাকিবার পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রায় নিস্ফল হয় না; ফলতঃ আমরা যে প্রায় ৩০০০ সহস্র গো-চিকিৎসা করিয়াছি, তাহার একটীও মারা যায় নাই এবং অতি ভীষণ "লেপা" বসন্তগ্রস্ত রোগী ইহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমরা কোন স্থলে ইহাতে নিস্ফল হইতে দেখি নাই। এই ঔষধ তিন দিবস সেবন করিতে হয়। ইক্ষু গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়। বলবান্ গরু বা বলদকে প্রথম দিন প্রথম বারে ২৫টী বিচি, দ্বিতীয় বারে ১৮টী বিচি, তৃতীয় বারে ১০টী বিচি সেবন করাইতে হয়। ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার ঔষধ খাওয়াইতে হয়। দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ১৫টী, দ্বিতীয় বারে ১০টী বিচি খাওয়াইতে হয়। ১২ ঘণ্টা অন্তর একবার ঔষধ খাওয়াইতে হয়। প্রাতে ও সায়ংকালে ঔষধ সেবন করাইলে চলিতে পারে। তৃতীয় দিন প্রাতে একবার মাত্র ১০টী বিচি খাওয়াইতে হয়। মধ্যম বয়স্ক গরু বা বলদের প্রথম দিন প্রথম বারে ১৫, দ্বিতীয়

বারে ৭ তৃতীয় বারে ৫; দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ৭, দ্বিতীয় বারে ৫ এবং তৃতীয় দিন ৫টী বিচি খাওয়াইতে হয়। অল্পবয়স্ক বাছুরকে প্রথমদিন প্রথম বারে ৭টী, দ্বিতীয় বারে ৩টী, তৃতীয় বারে ২টী; দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ৫, দ্বিতীয় বারে ২; তৃতীয় দিন ২টী মাত্র খাওয়াইতে হয়। মহিষ বা ঘোড়ার প্রথম দিন প্রথম বারে ৩৫, দ্বিতীয় বারে ২৫, তৃতীয় বারে ১৫, এইরূপ হিসাবে তিন দিন খাওয়াইতে হয়। গো-মহিষাদির ঔষধ কলার পাতার মধ্যে দিয়া খাপয়ান যাইতে পারে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন শুষ্ক ঘাস খাওয়ান নিষেধ এবং জল গরম করিয়া শীতল হইলে তাহাই পান করান উচিত। বলা বাহুল্য যে, গো-মহিষাদিকে স্নান করান উচিত নহে। মনুষ্যের প্রথম দিন ১২, ৭, ৫। দ্বিতীয় দিন ১০, ৫ তৃতীয় দিন ৫, ২ বিচি খাওয়াইতে হয়। জল গরম করিয়া তাহা শীতল হইলে পান করিতে হয়। মৎস মাংস নিষেধ এবং লঘু বলকারক পথ্য বিধেয়।

জিহ্বার ক্ষত নিবারণের ঔষধ।—অধিকাংশ স্থলে ছেলেদিগের পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ বশতঃ জিহ্বায় ক্ষত বা ঘা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে শীতকালে অতিরিক্ত হিম লাগার দরুণ জিহ্বায় ঘা হইয়া থাকে। যদি ছেলেদিগের পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ বশতঃ জিহ্বায় ঘা হইয়া থাকে, তাহাহইলে গ্রে-পাউডর (Grey Powder) সিকি রতি সোরা ২ রতির সহিত মিশ্রিত করিয়া, দিবসে ২ বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। বয়স বৃদ্ধির সহিত ঔষধের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হইবে। জিহ্বায় বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত যে কোন একটী ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা ঘায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইবে এবং ঘা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। (১) সোহাগা পোড়াইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বারম্বার জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। (২) দুই এক রতি তুঁতে আধ ছটাক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা জিহ্বায় লাগাইবে। (৩) জলমিশ্রিত নাইট্রিক কিম্বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড তুলি দ্বারা জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। (৪) আইওডাইড্ অফ্ পটাশ (Iodide of Potash) দুই রতি আধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ব প্রকারে জিহ্বায় লাগাইবে। (৫) ক্লোরেট অফ্ পটাশ (Chlorate of Potash) পাঁচ রতি আধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।

টাকের ঔষধ।—যদি অল্প দিনের মধ্যে মাথায় টাক পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ যদি চুলের গোড়া এককালীন নষ্ট হইয়া না থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটি নিয়মিত রূপে কিছুদিন ব্যবহার করিলে পুনরায় চুল উঠিতে পারে। এ ঔষধটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। টিংচার ম্যাসিস (Tinct Macis) এক ভাগ সুইট অয়েল দশ ভাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকের উপর প্রতিদিন মাখিতে হইবে।

পোড়ার ঔষধ।—শরীরের কোন স্থান ঝল্‌সিয়া গেলে অর্থাৎ সামান্য রূপ পুড়িয়া গেলে, পর্ ম্যাঙ্গানেটী অফ্ পটাশ (Purmanganate of Potash) দুই রতি, আধ ছটাক পরিস্কার জলের সহিত মিশ্রত করিয়া তাহাতে নেক্‌ড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে জড়াইয়া রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ ঐ জল নেক্‌ড়ার উপর অল্প করিয়া ঢালিয়া দিবে; যেন ঐ নেক্‌ড়া কিছুতে শুষ্ক না হইয়া যায়। যদি ওরূপে পুড়িয়া থাকে এবং জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়, তাহাহইলে হাইড্রোক্লোরেট অব কোকেন্ (Hydrochlorate of Cocaine) এক ভাগ ২০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ রূপে নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে পট্টি দিবে। এবং সর্ব্বদা উহা ঐ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে অতি শীঘ্র জ্বালা যন্ত্রণার নিবারণ হয়, এবং পরে ফোস্কা বা ঘা হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প থাকে। এই দুইটি ঔষধই ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের এওণ অতি অল্পদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদি এই সকল ঔষধ সর্ব্বত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নারিকেল তৈল ও চুনের জল সমান ভাগে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে তুলা ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে দিবে এবং ছেঁড়া কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ইহার অভাবে দগ্ধ স্থানে সামান্য চিটে গুড়ের প্রলেপ দিলেও জ্বালা-যন্ত্রণা শীঘ্র নিবারণ হইতে পারে।"

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

জ্ঞানভাণ্ডার (দ্বিতীয় ভাগ)।—জেনারেল পব্‌লিসিং কোম্পানীর প্রকাশিত। প্রথম ভাগের ন্যায় এখানির বিজ্ঞাপনেও আজ কএক মাস হইতে সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ দেখিতেছি। এখানিরও কভারে দাম লেখা আছে, ৫৲ পাঁচ টাকা এবং বিজ্ঞাপনদাতা সুলভের লোভ দেখাইয়া ও তাহার সঙ্গে আবার উপহার দিতে চাহিয়া বিক্রয় করেন, দেড় টাকা করিয়া! বিজ্ঞাপনের কিন্তু এইরূপ ভঙ্গি দেখিয়াই আমাদের এ পুস্তক সম্বন্ধে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে এবং এখন সংগ্রহ করিয়া পুস্তক পাইয়া সেই সন্দেহই আরও দৃঢ়ীভূত হইল। ইহা দেখিয়া এখন মনে হইতেছে, বরং 'প্রথম ভাগ' ভাল ছিল; এ আবার তার চেয়েও খেলো। প্রথমতঃই আকারে ছোট; তারপর, মালমশলাও ঢের নিরেশ। আরও, এই পুস্তকের প্রতি যদিও কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু বিজ্ঞাপনের রোলচাল দেখিয়া ও অনেক ব্যাচারী গ্রন্থকারের জিনিস লইয়া তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও স্বীকার না করায় এই পুস্তক সম্বন্ধে স্বতঃই আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইল।

যুবক-যুবতী।—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বটতলার দোকান হইতে এই পুস্তকখানিরও প্রথমতঃ বড়ই জমকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতে থাকে। তখন মনে হয়, এও বুঝি বা বটতলাদারগণের এক নূতন খেলার সামগ্রী হইতে চলিল। তবে বিপ্রদাস বাবুর নাম সংশ্লিষ্ট দেখিয়াও কতক কতক মনকে প্রবোধ দিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, 'পাক-প্রণালী' প্রভৃতির সম্পাদক বিপ্রদাস বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নন; তিনি যে সহসা কোন অকার্য্যে যোগ দিতে পারিবেন না, এই আমাদের সাহস ছিল। তবে বটতলাদারেরা* সবই পারে, এই ভাবিয়াই মনের আবেগও ঘুচে নাই; পুস্তক দেখিবার জন্যই আমরা ব্যগ্র ছিলাম। এখন পুস্তক বাহির হইয়াছে ও পুস্তক দেখিয়া আমাদের সে সন্দেহ তো ঘুচিল! এখন বুঝিলাম, এ গ্রন্থ বটতলার প্রকাশিত হইলেও বিপ্রদাস বাবুর সম্মানের হানিকর হয় নাই। এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়, সংক্ষেপতঃ শোণিত-শুক্রাদির সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে পরিচালনা করিতে শিক্ষা দেওয়া; ধাত্রী ও জনৈক যুবতীর কথোপকথন-চ্ছলে লিখিত। তবে এই পুস্তকের প্রচার সম্বন্ধে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, বালকবালিকার আদৌ এ পুস্তক গ্রহণের আবশ্যক নাই; এবং যুবক-যুবতী, যাঁহারা বুঝিয়া পড়িয়া ইহার দ্বারা কিঞ্চিত উপকৃত হইতে চাহেন, তাঁহারাই কেবল ইহা পাঠের অধিকারী। আর একথা, 'কাটতির মুখে লাভ' বুঝিলে, দাম আরও কিছু কম হইলেই ভাল ছিল।

সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে।

ভারত-বন্ধু ও জাহানাবাদ-পত্র।—শ্রীআশুতোষ গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই একখানি নূতন মাসিক পত্রের এক সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যাতেই আমরা ইহার স্থায়ীত্বের বিষয়ে কিন্তু ভরসা করিতে পারিলাম না। বিশেষ, ভূমিকা পড়িয়া তো পত্রিকার উদ্দেশ্য কি, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না! তবে নিয়মাবলীর মধ্যে 'স্থানীয় সংবাদাদি

*বটতলাদারেরা বলিতে যে, বটতলায় ভাল ব্যবসাদার আদৌ নাই, একথা বলি না। ফলতঃ, কেবল ভণ্ড কয় জনের জন্যই এই শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

প্রকাশিত হইবে বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ পত্রিকায় তাহার বিন্দুবিসর্গও নাই। ফলতঃ স্থানীয় পত্রিকার কাজ ইহার দ্বারা হইবার আশা থাকিলে আমরা ইহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

সারসংগ্রহ।—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকা হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য। সাধিত না হইতে পারিলেও, উদ্দেশ্য অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। তবে নিয়মিত কাগজ বাহির হইতেছে না, এই ক্ষোভ ও প্রকাশকের গৌরব-হানিকর কথা! যাইহোক, প্রকাশক এখনও নিয়মমত পত্রিকা বাহির করিয়া নিজের ভাবী কলঙ্কের পথ পরিস্কার রাখেন, এই আমাদের বাসনা।

সংবাদ।

—দেনার দায়ে যাহাতে জেল না হয়, ইতিপূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে থাকে। কিন্তু এখন একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া সে আইন পাশ হইয়াছে। এই নূতন বিধিমত দেনার দায়ে কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের জেল হইতে পারিবে না। আর, যদি প্রকৃতই দেনা দিতে অসমর্থ, কোনও পুরুষও একথা প্রমাণ করাইতে পারেন, তাহাহইলে তিনিও জেল-দায় হইতে নিস্কৃতি পাইবেন। বাদী আসামীর জেল-প্রার্থনা করিলে আদালত প্রথমতঃ আসামীকে এক নুটিস দিবেন; সে নুটিসে হাজির হইয়া আপনার অবস্থা প্রমাণ করাইলে আর কোনরূপে দায়ী হইতে হইবে না। তবে 'থাকিতেও দিবনা,' এরূপ অসদুদ্দেশ্য থাকিলে আদালত আসামীকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন।

—বাঘে-মানুষে লড়াই কেহ শুনিয়াছেন কি? কিন্তু সম্প্রতি সত্য সত্যই হুগলি-জেলাতে ঐরূপ হইয়াছে। নবগ্রাম নামক স্থানে এক সাহেবের সহিত এক জন মেথর ও এক জন লালধারী বাঘ শীকার করিতে যায়। বনে মেথর ও তাহার সঙ্গী বাঘের সন্ধান করিতেছে, এমন সময় বাঘ বহির হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারাও কিন্তু তাহাতে না হটিয়া বাঘকে জাপটাইয়া ধরে এবং একজন পা ধরিয়া আছাড় দিবার চেষ্টা করে ও অপর ব্যক্তি সেই অবসরে বর্শার খোঁচা মারে। পরে বাঘের মুখ ফাক করিয়া বর্শার আঘাত দেয় এবং তাহাতে বাঘ মারা পড়িয়াছে। তবে বাঘ-হত্যাকারীদের শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। যাইহোক, একালে এরূপ সাহসী বিরল!

অনুসন্ধান

পত্রের নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য।—নানারূপের প্রতারণা হইতে সাধারণকে সতর্ক করাই ইহার উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে ধর্ম্ম, নীতি ও নানাবিধ মনোহর প্রবন্ধাদিও ইহাতে প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে ইহা প্রকাশের দিন।

মূল্যাদি।—এই পত্রের বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল মোটে ১॥০ দেড়টি টাকা মাত্র; প্রতি সংখ্যা ৵০ দুই আনা করিয়া। আর সেই মূল্যের টাকাটি অগ্রিম দেয়। অগ্রিম ভিন্ন কাহাকেও গ্রাহকভুক্ত করা হয় না।

নমুনা-বিতরণ।—নমুনাস্বরূপ এক এক সংখ্যা অনুসন্ধান, ভদ্রলোক বুঝিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠান যায়। তাহা দেখিয়া, পত্রিকার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বুঝিয়া, সকলে একার্য্যে উৎসাহ দেন, এই আশা।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক।

১৫নং ফকিরচাঁদ দের লেন, বৌবাজার

কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

—:—০:(০):০—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল। [১৮শ সংখ্যা।

নববর্ষ-গান।

কাল পড়েছে বড়ই বিষম
ব্যব্সাদারে চেনা ভার—
আস্ত চুরি ব্যব্সাদারি,
চোরের জাসু ব্যব্সাদার॥

ধর্ম্ম-ছালা পিঠে বেঁধে
সবাই আসে বচন ফেঁদে,
কোন্‌টি যে চোর, কোন্‌টি সাধু,
কেমন ক'রে জান্‌বো তার?॥

বিনামূল্যে সব্ বিতরণ—
চারণ, মারণ, বশীকরণ;
পুত্রশোকটি হয় নিবারণ
বিজ্ঞাপনটি চমৎকার॥

তাই কি শুধু মাস্তুল নিয়ে
ক্ষান্ত হয় গা জিনিস দিয়ে?
জিদ্ ক'রে ফের দেয় গতিয়ে
কথায় কথায় উপহার॥

ঘুর্‌লো বছর কালের গতি,
চোরগুলোরও গতি মতি
পড়ুক ঘুরে, এই মিনতি
আমরা করি অনিবার॥

নৈলে কেবল বাজে বাঁজে
আমরাই যে মরি লাজে,
হাত দিয়ে এ ছ্যাঁচ্‌ড়া কাজে
ষাঁড় দাগি, ভাই, কত আর?॥

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বলি এই কি প্রতারণাশূন্য উপহার!

সম্প্রতি ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানা দিয়া বটতলার 'জগৎ-বাসী' পত্রিকায় "প্রতারণাশূন্য উপহার" শীর্ষক এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন দাতার নাম, শ্রীলালবিহারি সেন। সে বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে,—"প্রতারণাশূন্য উপহার! অতি সুলভ! অতি সুলভ!! আম্মি আগত মাহা পর্য্যন্ত ১৲ একটী মাত্র টাকা লইয়া গ্রাহকদিগকে অতি উৎকৃষ্ট ১। বীরবালা উপন্যাস। ২। ভ্যালারে মারা (অর্থাৎ স্ত্রীবাধ্য প্রহসন) ৩। জোচ্চোরের বাড়ী ফলার। ৪। মতিলাল রায়ের কর্ণবধযাত্রা। ৫। সীতা হরণ কাব্য ও ৪৲ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট ব্যবহার-উপযোগী ৮ খানি প্রহসন পুস্তক উপহার দিব। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগের ৵০ আনা অধিক লাগিবে। ইত্যাদি।"—এই বিজ্ঞাপনের নাম প্রতারণাশূন্য উপহার; অথচ ইহার মধ্যে নানা প্রতারণার কথা রহিয়াছে। এক প্রধান প্রতারণার কথা, বাবু মতিলাল রায়ের কর্ণবধযাত্রা উপহার দিতে চাওয়া। মধ্যে বটতলার আর এক জন সর্দ্দার বঙ্গবাসীর

ক্রোড়পত্রে এইরূপ এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং শেষে চাপাচাপি পড়িলে আমতা আমতা কথায় "ভুল হয়েছে" বলিয়া সে যাত্রা ক্ষমা পান। কিন্তু এবারও ঐরূপ বিজ্ঞাপনে আমরা বড়ই সন্তপ্ত হইলাম। এখন, মতিলাল বাবু এরূপ প্রতারকগণের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামীজির বটতলাই রোগ।

সম্প্রতি কলিকাতার বটতলা-পল্লীতে এক 'সন্ন্যাসীজীউ' আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নামটি কিন্তু পাঠক লিখিত আছে এইরূপ; যথা,—'ভারত ও তির্ব্বতাদি দেশবিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমান স্বামী রামানন্দ স্বরস্বতী মহারাজাধীরাজ জী।' মধ্যে প্রচার ছিল, নানা-দিগ্দেশ পর্য্যটনের পর তিনি অত্র কলিকাতা মহানগরীতে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার নাম দিয়া এক 'কিম্ভূত কিমাকার' বিজ্ঞাপন-প্রকাশ দেখিয়া আমাদের সকল শ্রদ্ধা দূরে গেল। সে বিজ্ঞাপনের প্রথমাংশেই;—"তিনি ঔষধদান, ভাগ্যফলগণনা, গ্রহ ও উপদেবতাদির শান্তি, বেদবিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, গুপ্ত ও প্রকটসাধনবিদ্যা, আধ্যাত্ম্য-বিদ্যা, যোগ ও জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা সকলের কামনা পূরণ করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে এখানে একটী দেবালয় ও মুমুর্ষু দিগের যোগ ও বিজ্ঞানশিখার্থ একটী ধর্ম্মসভা এবং অন্যান্য অনেক গুলি গুপ্ত ও প্রকট সৎকর্ম্ম করিবেন। এতদর্থে সুধী মহোদয়গণের গুপ্ত প্রকট-দান সাদরে গ্রহণীয়।" এইটুকু হইয়াই ক্ষান্ত হইলে আমরা কথা কহিতাম না। কিন্তু বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয়াংশে আবার আরও চটক! সে অংশে আছে :—"তিনি আগামী বৈশাখ মাস হইতে সমগ্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ভাষ্য, টীকা ও ভাবার্থ সহিত প্রকাশ করিবেন। কলিকাতায় তাহার ডাক মাশুল ১৭০৲ টাকা, মফঃস্বলে ২৫৫৲ টাকা। ১০৲ দশ টাকা পাঠাইলে সমগ্র গ্রন্থের গ্রাহক হইতে পারিবেন।" সন্ন্যাসীজীর বয়ঃক্রম এখনও অপরিপক্ক; সুতরাং তিনি যে এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে সাহসী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাইহোক, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ কার্য্যে সন্ন্যাসীজী কোন 'দৈবশক্তি' পাইয়াছেন কি? তার পর, বিজ্ঞাপনের তৃতীয়াংশ। তাহাতে লেখা,—"ঐ মাস হইতে ডবল সুপার রয়েল কাগজে দৈনিক ও সাপ্তাহিক, রবিবার ভিন্ন প্রতিবারে দৈনিক ও প্রতি বুধবারে সাপ্তাহিক, মাসিকপত্রিকা ৬০ পৃষ্ঠা মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে।" কলিকাতায় ডাঃ মাঃ দৈনিক ৩৲ টাকা, সাপ্তাহিক ॥০, মাসিক ॥০ আনা। মফঃস্বলবাসীগণ ইহার দ্বিগুণ জানিবেন। উপরোক্ত সংবাদ পত্রাদি জাতীয় ১৫টী ভাষায় পৃথক পৃথক অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইবে।" এ অংশ পড়িলে পাঠক অবশ্যই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তা' যা'ইহোক, আমরা বলি, স্বামীজী যদি প্রকৃতই এরূপ বুজরুকী দেখাইতে পারেন, তাহা বড়ই সুখের কথা হয়! কিন্তু তাঁর যেরূপ যোগাড়যন্ত্র ও দলবলের সহিত যোগাযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি কেন—তাঁহার অপর কেহ আসিলেও, এ কার্য্য যে সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এ কথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। তার পর, বিজ্ঞাপনে আর যা' যা' লেখা আছে, সে কথা বলিয়াও আর স্থান পুরাইতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এইটুকুমাত্র এখন পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, স্বামীজীর নাম 'ভারত ও তির্ব্বতাদি দেশবিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ পরমহংস পারিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমান স্বামী রামানন্দ স্বরস্বতী মহারাজ ধীরাজ জী' এবং ঠিকানা '৩১৯ নং অপার চিৎপুর

রোড, বটতলা, কলিকাতা।' তবে যদি কখনও কাহারও আবশ্যক হয়, আমরা সময়ান্তরে স্বামীজীর পূর্ব্ব বিবরণও সাধারণে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। উপসংহারে এখন স্বামীজির এ রোগের প্রতিকার হউক, এই প্রার্থনা।

এ সব বুঝিব কিরূপে?

আজ কএক দিন হইল, অনুসন্ধান-সমিতির কোন জমীদার মেম্বরের নিকট এই মর্ম্মের একখানি ছাপান চিঠি প্রেরিত হয়;—"মহোদয়, কিয়দ্দিবস হইল, আমি বিধবা হইয়াছি; একমাত্র অপগোণ্ড শিশু আমার এই দুঃখময় ভয়াবহ জীবনের আশা ও আনন্দের ধন। আমার এমন কিছুই নাই যদ্দারা আমার ও সন্তানটির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। * *। ধর্ম্মপুর-নিবাসী মান্যবর শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় আমায় বিশেষ দয়া করেন; বলা বাহুল্য, তাঁহারই অনুগ্রহে পুত্রটীকে কোলে করিয়া এখনও আমায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় নাই। আপাততঃ তিনিই আমাকে ১০০ শত খণ্ড পুস্তক দান করিয়াছেন। * *। আমি আজি সেই এক খণ্ড পুস্তক হস্তে আপনার দ্বারে উপস্থিত। * *। মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভাগিনীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অন্ততঃ এই পুস্তক খানির মূল্য এক টাকা দান করেন, তাহাহইলেও আমি বিশেষ উপকৃত হইব। সত্বর টাকা সংগ্রহ না হইলে জীবন-ধারণের আর অন্য উপায় নাই বলিয়া ভ্যালুপেয়েবল্ পোষ্টে পাঠাইলাম। পুস্তকের মূল্য ১৲ এক টাকা এবং ভ্যালু খরচ ৵০ দু'আনা, মোট ১৵০ আনা মাত্র। আমার দুঃখ দেখিয়া য আপনার হৃদয় কাঁদিয়া থাকে, আমরে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যদ্যপি আপনার বাসনা থাকে, তাহাহইলে তাহা মনিঅর্ডার করিয়া ধর্ম্মপুর—চঁচুড়া পোষ্ট. হুগলী শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাটী,—এই ঠিকানায় আমার নামে প্রেরণ করিলেই পামি পাইব। ভবদীয় অনুগ্রহপ্রার্থিনী দুঃখিনী অনাথিনী কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসী।"—এই তো পত্রের ব্যাপার! এ দেখিয়া আমাদের মেম্বর মহাশয়ের সন্দেহ হওয়াতে তিনি ঐ পত্র পাঠাইয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। আমরাও এ পত্র পড়িয়া অবাক! আমাদেরও মনে কেবলই এই ধারণা হইতেছে যে, এও বা বুঝি কোন অবতারের পুস্তক-বিক্রয়ের নূতন ফন্দি! যাইহোক, এ সব কলিকাতার বাহিরের কাণ্ড; সুতরাং আমরা ইহার সত্যাসত্য জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

বলি, এ সাহেবি বেশ কার?

আজকাল দেখিতে পাই, সংবাদ-পত্রময় 'কে স্মিথ এণ্ড কোম্পানী' নাম দিয়া ১৮।১ নং মৃজাফার্স লেন, আমহাষ্ট ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা-ঠিকানায় 'নকল হীরার তারা পেটেণ্ট অঙ্গুরী' প্রভৃতির নানারূপ প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া সমিতির কোন কোন মেম্বর উক্ত ইংরাজ কোম্পানীর' দোকানে কোন জিনিস ক্রয় করিবার আশায় গমন করেন। কিন্তু গিয়া যাহা দেখেন, তাহা অপূর্ব্ব! উক্ত ঠিকানায় আদৌ সাহেব কোম্পানীর কোন ফারম্ নাই এবং পাড়ার লোকেও সে কথা কেহ বলিতে পারেন না। তা'ছাড়া, ঐ ঠিকানায় এক খানি খোলার বাড়ী মাত্র। তবে জানিনা, সেখানে কোন 'সাহেব বাবু' লুক্কাইত কি না? যাইহোক, এখন সাধারণে ব্যাপার কি বুঝিয়া কাজ করুন, এই আমাদের বাসনা।

এ মেয়ে পুরুষের বাবা!

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; কলিতাতার রাস্তা দিয়া লোকজন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন

সময়, গোপাল বেহারা চোক মুছিতে মুছিতে বাটীর সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইল; সম্মুখে রোয়াকের উপর দেখে, একটী স্ত্রীলোক অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া অবিরত রোদন করিতেছেন। স্ত্রীলোকটী গৌরাঙ্গী, দেখিতে দোহারা; বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইবে। তাঁহার পরিধানে একখানি শান্তিপুরে পরিষ্কার কাপড়, গাত্রে ৪।৫ খানি সোনার অলঙ্কার। স্ত্রীলোকটী অতিশয় লজ্জাশীলা, সহসা তাঁহাকে দেখিলে কোন ভদ্রবংশীয় বাঙ্গালী স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হয়। গোপাল তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? কোথায় যাইবেন, এবং এখানে একাকী বসিয়া রোদন করিতেছেনই বা কেন?" কিন্তু একটী কথারও উত্তর না পাইয়া সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনার মুনিব মহেন্দ্র বাবুকে সমস্ত অবস্থা বলিল। মহেন্দ্র বাবু অতিশয় আগ্রহের সহিত দরজায় আগমন করিলেন ও স্ত্রীলোকটীকে সেই অবস্থাতেই দেখিয়া তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তাহার একটীরও কোন উত্তর পাইলেন না। এমন সময় মহেন্দ্র বাবুর বাটীর ঝি একখানা থালা ও একটী বাটী হস্তে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, সেও এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে সেই স্থানে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র বাবু তাহাকে বলিলেন,—"ঝি, ইহাঁকে তুমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ; তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কথায় ইনি উত্তর দিলেও দিতে পারেন।" ঝি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি এখানে বসিয়া রোদন করিতেছ কেন? তুমি কোথায় থাক? আর কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? বাবুকে সমস্ত অবস্থা পরিষ্কার করিয়া বল; ইহাঁদ্বারা তোমার যতদূর উপকার সম্ভব, তাহা সমস্তই হইবে।"

স্ত্রীলোকটী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"আমার বাটী রাণাঘাট; আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমার স্বামী সেই স্থানের একজন প্রধান জমীদার। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার অন্নপ্রাশনের পর দিবসই সে এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সেই সময় হইতে কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া আমি আর একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। আর, আমার স্বামীর পরামর্শ-অনুযায়ী এবার পুত্রের অন্নপ্রাশন ৺কালীঘাটে মহামায়ার নিকট সম্পন্ন করিবার মানসে গত পরশ্য তারিখে স্বামী ও অন্যান্য ২।৩ জন স্ত্রীলোক সহ কালীঘাটে আসিয়া কল্য শুভ অন্নপ্রাশন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। সেই হেতু, কল্য রাণাঘাটে ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ না হওয়ায় রাত্রে আমরা সকলে কালীঘাটে একটী বাসায় শয়ন করিয়া ছিলাম। এই সময় আমার স্বামী তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল; বোধ হইল, আমার স্বামী যেন বাহির হইতে আমাকে ডাকিতেছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম ও দেখিলাম যেন আমার স্বামী দরজায় দণ্ডায়মান। আর, তিনি যেন আমাকে বলিলেন,—'আমি একবার ভাগীরথীর তীরে গমন করিব; তুমি আমার সঙ্গে আইস।' আমি সেই কথা শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিন্তু এই রূপে যখন নদীতীরে গমন করিলাম, তখন আর আমার স্বামীকে দেখিতে পাইলাম না; ৩।৪ বার ডাকিলাম, কোন উত্তরও পাইলাম না; মনে মনে অতিশয় ভয় হইল। তখন আর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বাসা-অভিমুখে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু আর বাসা চিনিতে পারিলাম না। রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত রাত্রি

গত হইল; যদি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি, সে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এখানে বসিয়াছি। যদি আপনারা আমার কোন উপকার করিতে পারেন, করুন; নচেৎ গঙ্গার রাস্তা আমাকে দেখাইয়া দেন; সেই স্থানে আমার জীবন অর্পণ করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাঁহাকে মাতৃ-সম্ভাষণ করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলেন; তাঁহার স্ত্রীও উহাঁকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র বাবু একখানি গাড়ি আনিয়া কালীঘাট গমন করিয়া উহাঁদিগের সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই পাইলেন না। কালীবাটীর ভিতর গিয়া জানিতে পারিলেন যে, কল্য অনেক অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানে কাহাকেও পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার স্তোকবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রাম প্রভৃতি উত্তমরূপ জানিয়া লইয়া, তথায় সন্ধান দিবার জন্য, একটী লোক পাঠাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী সে দিবস মহেন্দ্র বাবুর বাটীর ভিতরই রহিলেন; মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে কোন সন্দেহই করিলেন না। রাত্রে শয়নকালে মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী তাঁহার নিকট হইতে ২।১ খানি অলঙ্কার খুলিয়া তাঁহার অলঙ্কারের বাক্সের ভিতর রাখিলেন, এবং ঐ বাক্স লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে রাখিয়া নিয়মিত সময়ে নিদ্রা গেলেন। অদ্য মহেন্দ্র বাবু বাটীর ভিতর শয়ন করিতে আসিলেন না; তিনি বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ঐ আগন্তুক স্ত্রীলোকটী সে দিবস মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া রহিল।

পরে প্রাতঃকালে যখন মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন আর সেই স্ত্রীলোককে কেহ দেখিতে পাইলেন না; শুনিলেন, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে; দেখিলেন, লোহার সিন্দুক খোলা—অলঙ্কারের বাক্স তাহাতে নাই। দেখিয়াই তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল ও মহেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিলেন। মহেন্দ্র বাবু চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, পুলিশে সংবাদ দিলেন; কিন্তু তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যখন এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, তখন রাণাঘাট হইতে তাঁহার লোক ফিরিয়া আসিল; বলিল,—"সেই স্ত্রীলোক যে সকল লোকের নাম করিয়াছিল, রাণাঘাটে সে সকল নামীয় লোক কেহই নাই।" মহেন্দ্র বাবু আর কি করিবেন? তাঁহার এত টাকার অলঙ্কার চুরি হওয়ায় যে প্রকার কষ্ট হইল, একটী সামান্য স্ত্রীলোকের বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না বলিয়া, তাঁহার মনে তাহার চতুর্গুণ কষ্ট ও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৌ-বাবু।

ক্রমে ব্যাটা-বাবু শয্যা ত্যাগ করিলেন! কাজেই বোধ হইল, বৌ-বাবুরও বুঝি বা ঘুম ভাঙে ভাঙে। এখন, অভাগী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী (অবশ্যই একটু ভয়ে ভয়ে) উপরে বৌ-বাবুর ঘরের দিকে আস্তে আস্তে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সময়ের গতিকে ক্রমে এক পা এক পা করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার গৃহে প্রবেশ-লাভ হইল। কিন্তু কি দৈব-বিভ্রাট! এখনও বৌ-বাবু তো শয্যাত্যাগ করেন নাই! যাইহোক, অতিরিক্ত বেলা হইয়াছে দেখিয়া,

অধিকন্তু ছোঁড়াটার আপিসের কথা ভাবিয়াই শাশুড়ী ঠাকরুণ কিন্তু একবার আড়-চোখে (সম্পূর্ণ তাকাইতে সাহস না হওয়ায়) তাকাইলেন। তাকাইয়া দেখিলেন, বৌ-বাবু তখনও সূক্ষ্মতর মসারির মধ্যে সফেনশয্যা পালঙ্কোপরে। তবে আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইল যেন তখনও তন্দ্রাভাব; কারণ, সে সময়ে সেই হৃষ্টপুষ্ট সুধাধবলিত সুনরম পাশ বালিশটিকে লইয়া বৌ-বাবু একবার এ-পাশ ও-পাশ এইরূপ করিতেছেন। কাজেই বোধ হইতেছে, এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; এখনও চোখের ঘুমঘোর আলস্য ভাঙ্গিলেই হয়! কিন্তু অভাগী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আর সেটুকু অপেক্ষা সহিল না। তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"বৌমা, বেলা হয়েছে!"

বৌ-মা কিন্তু শুনিয়াও যেন তাহা শুনিতে পাইলেন না। তবে সে সময় বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বালিশটিকে ফিরাইয়া লইলেন, দেখা গেল। যাইহোক, দ্বিতীয় বার ডাকিতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আর সাহসে কুলাইল না। তিনি অধোবদনে পালঙ্কের নিম্নে ঘরের মেজেয় বসিলেন।

খানিক পরে বৌ-বাবুর শয্যাত্যাগ হইল। তিনি কাপড়-চোপড় ভাল করিয়া সামলাইয়া পরিয়া চোখমুখ মুছিতে মুছিতে গাত্রোত্থান করিলেন। উঠিয়াই দেখিলেন, বুড়ি বসিয়া। যাইহোক সেদিকে আর নজর না দিয়া চাকরাণীকে বিছানা ঝাড়িতে বলিয়াই সটান নিচের দিকে হাতমুখ ধুইতে গেলেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অদৃষ্টের ভোগ কে নিবারণ করিতে পারে? তিনিও যেন সাহেব বাড়ির খানসামার মত যোড়হস্তে বৌ-বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বৌ-বাবু এতক্ষণ কোন কথাই কন নাই। কিন্তু এত জ্বালাতন কল্লে কি আর কথা না কয়ে থাকা যায়? কাজেই শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্বালাতন করিতে আসিতে দেখিয়া তিনি নরমগরম রূপের দু'এক কথা তাঁহাকে শুনান প্রয়োজন বোধ করিলেন। যাইহোক, তথাপি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর 'কতকটা সম্মান' রাখিয়া বলিলেন,—"আপনারা আমায় পাগল করে তুল্লেন দেখ্‌চি। দিনের মধ্যে যে দুদণ্ড জিরেন আছে,এ পোড়া সংসারে এসে তাও দেখ্‌তে পাইনে। না হয় তাই না পেলেম, কিন্তু এত জ্বালাতন কল্লে আর বাঁচিনে যে! আপনি ওপরে বসে ছিলেন, আমি কি তা দেখতে পাইনি! তবে আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি—আমি কি কামা! তাই আপনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার পেছন পেছন আস্‌চেন।" যান, ওপরে গিয়েই বসুনগে; আমি হাতমুখ ধুয়ে গিয়ে বাজারের পয়সা দিচ্চি।

পুত্র-বধুর এই সুধামাখা কথাগুলি শুনিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চোখে জল আসিল। যাইহোক কিন্তু তিনি সে ভাব আর প্রকাশ না করিয়া, অদৃষ্টের ভোগ, তাই আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন,—"মা, বেলা যে নয়টা বাজে বাজে। ত'ার পর, বাজার থেকে সব এলে তবে রান্না চড়বে! তা' হলে আপিসের বেলা যে ব'য়ে যা'বে!"

"না, আর বাঁচিনে! এখন, এ পোড়া সংসার থেকে কোনরূপে প্রাণটা বাঁচিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি। যাইহোক, আজিই বাড়িতে চিঠি দিচ্ছি, যাতে এই মাসেই দাদা এসে নিয়ে যান। আর, তিনি এলে এবার আর কারো পায়ে-পড়া হাতে-ধরা শুনবো না। এবার তিনি যে দিনই আসবেন, সেই দিনই তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব।" অতঃপর বৌ-বাবু এইরূপ কত কি আপনা-আপনি বকিতে বকিতে অঞ্চল হইতে একটি সিকি খুলিয়া শাশুড়ীকে দিয়া বলিলেন,—"এই নেন, এই চার আনা দিচ্চি; আজকের মত আর কিছু চাবেন না। এতেই যত হয়, করবেন।"—এই বলিয়া সিকিটি শাশুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বৌ-বাবু পূর্ব্বরূপ নিচের দিকে চলিলেন।

কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অদৃষ্টে এখনও বিস্তর ভোগ! কাজেই বিধিলিপি খণ্ডায় কে? তিনি আবার বৌ-বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তবে কোন কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। যাইহোক, শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে দেখিয়া বৌ-বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিরক্ত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার কি খবর?" ভয়ত্রস্ত শাশুড়ী যোড় হস্তে উত্তর করিলেন,—"মা, আজ ক'দিন থেকেই তো বল্‌চি, চাল ফুরাইয়াছে। তা'কি তোমার স্মরণ নেই! আজ যে চাল না আনলেই হাঁড়ি চড়বে না। তা' ছাড়া, চার আনা বাজার খরচে, আজ তো কুলাবে না। আজ যে তেলনুনটি পর্য্যন্তও নাই! আর, কাল একাদশী; আজ আমার জন্যও কএকটা পয়সা খরচ আছে।"

বৌ-বাবু এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু আর পারেন না। বিশেষ, চাল্‌ডাল্‌ সব কথাই শুনিতে পারিতেন; কিন্তু এক দশমী-রাত্রের বাজে খরচের কথা শুনিয়াই তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি গম্ভীর ভাবে পুনরায় আচার্য্যের কথা স্মরণ করিয়াই বলিলেন,—"এই জন্যই তো আচার্য্য মহাশয়ের কথা মত আপনাকে আজ ক'মাস থেকে একাদশী ট্যাকাদশীর ঝঞ্ঝট এড়াতে পরামর্শ দিচ্চি। কিন্তু আপনাদের কি এক গুঁয়ে গোঁড়ামী; কিছুতেই তো সে সব শুনবেন না! তার আর আমি করবো কি! তবে আচার্য্যের গত রবিবাসরীয় উপদেশ,—'পরিমিত ব্যয় চাই; অপব্যয় করিও না।' আর, সেই উপদেশ মতই, আমায় মাপ করিবেন, আমি একাদশী ট্যাকাদশীর ওসব অপব্যয়ে প্রশ্রয় দিতে পারিব না। চাল্‌ডালের কথা যা বল্লেন, তা' স্নান ট্যান করে এসে দেব,এখনই। সিন্দুকের ভেতর টাকা; এখন আর সিন্দুকের চাবি খুল্‌তে পারিনে। যান, আপনি এখন অন্য সব জোগাড়যন্ত্র করুণগে। আমায় আর অনর্থক কষ্ট দিবেন না। 'আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান' আছে। আমার নিজের কর্ত্তব্য নিজেই করিব।"

এই বলিয়া বৌ-বাবু আর সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে নিজের প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন জন্য প্রস্থান করিলেন। আর অভাগিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণী! এ ব্যবহারে তাঁহার যে কি হইল, তাহা আর বলিতে চাহি না। তবে এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখি যে, হতভাগিনী অবশেষে "হা বিধাত! তোমার মনে কি'শেষে এতই ছিল?"—এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার চক্ষুজলে বক্ষঃস্থল ভাসমান হইতে লাগিল।

সাঁওতাল-পরগণা।

স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বদেশের প্রতি স্নেহ সকল দেশেরই লোকের চিত্তে স্বভাবতঃ নিহিত থাকে। কিসে স্বদেশের, ভাষার উন্নতি হয়, কিসে স্বজাতীয় লোকে ভিন্ন জাতীয় লোকের আচার-ব্যবহার জানিতে পারে, কিসে ভিন্ন দেশোৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্বদেশীয় লোক তাহা আনয়ণ করিয়া জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিতে পারে, কিসে স্বজাতির আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি ও ভাষার সূত্রানুসন্ধান করিতে পারা যায়, সেই চেষ্টা সভ্য জগতের সকলের মধ্যেই নিরীক্ষিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ চেষ্টা করিলে কি হইবে? অনেক সময় সেই চেষ্টা প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ

বৃথা প্রয়াসে পরিণত হয়। আমারও মধ্যে মধ্যে সেই দশা ঘটিয়া থাকে। যদিও মনে মনে ইচ্ছা করি যে, দেশবিদেশ পর্যটন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির লোকদিগকে আমার নিরীক্ষিত বস্তু সকল জানাইব, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সময়ে সময়ে সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। সৌভাগ্যবশতঃ সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। এই সুযোগে সাঁওতাল পরগণার কিঞ্চিৎ বিষয়, যাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি এবং বহু চিন্তা করিয়া নৈর্গিক অবস্থার উপর আমার যেরূপ মতামত স্থির করিয়াছি, তাহাই অদ্য আমার আলোচ্য।

নৈসর্গিক অবস্থা।

রামপুরহাটের পশ্চিম হইতে পথ আরম্ভ হইয়া সেই পথ বরাবর ডুমকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রামপুর হইতে ডুমকা ১৯॥ ক্রোশ পথ; ঐ পথ ডুমকায় যাইয়া নিরস্ত হয় নাই, উহা শাখা-প্রশাখায় ভাগলপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। ডুমকার রাস্তা এক সমতলে নাই, উহা ক্রম-উচ্চনিম্ন স্থল দিয়া গমন করিয়াছে। ঐ ক্রম-উচ্চনিম্ন স্থল, যাহাকে ভূতরঙ্গ কহে, স্বভাবতঃই বিদ্যমান। সাঁওতাল পরগণার ভূতরঙ্গ-মালা ও তদুপরিস্থ শাল, পলাস, মউয়া, কেঁদ্ (আবলুস) বৃক্ষের বিটপ-সমূহ দূর হইতে দেখিতে পরম রমণীয়; সহসা বোধ হয় যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর ভূতরঙ্গ সকল, নিম্নপ্রদেশে ধান্যক্ষেত্র, এবং উচ্চপ্রদেশে পাদপশ্রেণি ও তন্মধ্যে লোহিত বর্ণের পথ, বিস্তৃত চিত্রপটে যেন চিত্র করিয়া রাখিয়াছেন।

এই স্থল কবিগণের কাল্পনা-উদ্দীপক, বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তা-উদ্ভাবক ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধু পুরুষগণের যথার্থ প্রেমময় উপাসনার স্থল। যেখানে দুই ভূতরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া যেন মিশিয়াছে, সেই খানেই হয় একটী পর্ব্বত উঠিয়াছে, না হয় সেই স্থলের ভূতরঙ্গ অন্যান্য তরঙ্গ হইতে অধিক উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার এইরূপ নিবীড় ভূতরঙ্গ দর্শন করিলে দর্শকের মনে সহজেই চিন্তার উদয় হয় ও কেমন করিয়া ঐ সকল ঘন-সন্নিহিত তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। এই ভূতরঙ্গ কেমন করিয়া যে হইয়াছে, এ কথার উত্তর প্রদান করা সহজ নহে; এতৎসম্বন্ধে পাতাল-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণেরও মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ বা ভূসঙ্কোচকে এই ভূতরঙ্গের কারণ কহেন; কেহ বা ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় তরল পদার্থের তরঙ্গকে উহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ বা পর্ব্বতের উদ্ভব-কারণ আগ্নেয়-বলকে ঐ ভূতরঙ্গের উদ্ভাবক কহিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন ও যেরূপ যুক্তি দিয়া আপনাপন মত বজায় করিতে যাউন না কেন, সকল মতই যে সমুদয় ঘটনায় বিশদরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা নহে। তবে মোটের উপর ধরিলে ঐ সকল মত অনেকাংশে সত্য বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু যে স্থলে পর্ব্বত-শৃঙ্খল হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে, অথবা যে স্থলে কতকগুলি পর্ব্বত বিশৃঙ্খল ভাবে—কোনটী সমান্তরাল, কোনটি অন্য ভাবে একত্রে দঙ্গল বাধিয়া রহিয়াছে, অথবা যে স্থলে মাটী ক্রমশ তরঙ্গাকার না হইয়া একেবারে ফুলিয়া পর্ব্বত হইয়া উঠিয়াছে (যেমন গোয়ালপাড়ার পর্ব্বত ও কামরূপের বাগবর পর্ব্বত) সেই সেই স্থলে বর্ত্তমান প্রচলিত মতগুলি প্রয়োগ করা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়।

সাঁওতাল পরগণায় যেপর্ব্বতগুলি আছে, তাহা মোটের উপর ধরিলে জামালপুর হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া বিন্ধ্য-গিরি শৃঙ্খলের সহিত মিশিতেছে; আর, ভূতরঙ্গও মোটের উপর ধরিলে দক্ষিণপশ্চিম দিকেই বটে। ভূমির অবস্থা দেখিলেই বোধ হয় যে, যেখানে তরঙ্গ উচ্চ হইয়া পর্ব্বতাকার হইয়াছে, সেই খানেই যেন কতকগুলি ঢেউ আসিয়া মিশিয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রামপুরহাট হইতে পশ্চিমমুখে যে তরঙ্গ আসিয়াছে এবং পাকুড় ও জামালপুর প্রভৃতি স্থল হইতে যে কোন ভাবে ঢেউ আসিয়াছে, প্রধানতঃ এই দুই দিকের ঢেউ যেখানে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়াছে, সেই খানেই পর্ব্বতাকারে মাটী ফুলিয়া উঠিয়াছে। আর, যেখানে একের মাথা ও অপরের তরঙ্গে নিম্নভাগ কাটাকাটি করিয়াছে, সেই খানের জমিই ঈষৎ ফাঁপিয়া সানু-ভূভাগ (Tabale-land) হইয়া রহিয়াছে। অনেকেই বোধ হয় পুষ্করিণীতে ক্ষেপণী জাল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছেন। জাল নিক্ষেপ করিলেই কাঁটিগুলির পতন-স্থল হইতে ঢেউ উঠিয়া জালের কেন্দ্রাভিমুখে আসিলে যেরূপ ঢেউগুলির ঠোকাঠুকি লাগিয়া মধ্যের জল লাফাইতে থাকে অর্থাৎ কোথাও জল লাফাইয়া উঠে, কোথাও ফাঁপিয়া উঠে, কোথাও বা নিচু হইয়া যায়, তদ্রূপ, সাঁওতাল-পরগণার ভূমি দর্শন করিলে পর্ব্বত, সানু-ভূমি ও নিম্নস্থল গুলিও প্রতীয়মান হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অবশ্য কতকগুলি ঢেউ ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসাতে সাঁওতাল পরগণার ভূমির এরূপ তরঙ্গাকার অবস্থা ঘটিয়াছে। এখন, সেই ঢেউ মৃত্তিকার উপর কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে কহিতে হয় যে, যখন অতি প্রাচীন কালে সাঁওতাল-পরগণা সমুদ্রের তলে অবস্থিত ছিল, তখন সমুদ্রের মৃদু মন্দ প্রবাহে এই সমস্ত ভূতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে পৃথিবী ফাঁপিয়া উঠাতে ও সমুদ্র-জল সরিয়া যাওয়াতে ভূতরঙ্গগুলি রহিয়া গিয়াছে।

বোধ হয়, অনেকেই বড় বড় নদীর চরের উপর এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া থাকিবেন। যদি পাঠকগণের মধ্যে কেহ কখন ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়া আসাম অভিমুখে যাত্রা করেন, তিনি বৃহৎ বৃহৎ চরগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ১০।১২ হাত অন্তর অন্তর বালুকা-রাশি ঢেউর আকারে বহুদূর ধরিয়া পড়িয়া আছে। যখন নদীর সামান্য জল-প্রবাহে এই রূপ নিবীড় বালুকাতরঙ্গ দৃষ্ট হয়, তখন, সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া সাঁওতাল পরগণায় যে উক্ত রূপ ভূতরঙ্গের সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা কখনই সম্ভব নহে। জল-প্রবাহের মধ্যে ভূতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে; বিশেষ নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, নদীর স্রোত, কিছু উপরিভাগে রোধ পাইয়া যখন মন্দ গতিতে বহিতে থাকে তখন সে প্রতিবন্ধক-স্থলের কিঞ্চিৎ নিম্ন হইতে ঐরূপ বালুকাতরঙ্গের উৎপত্তি হয়। সাঁওতাল পরগণার ভূতরঙ্গ এত নিকট নিকট যে, পৃথিবীর সঙ্কোচজনিত উহাদের যে উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কখন বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক সঙ্কোচে সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতের উৎপত্তি যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু এক মাইলের মধ্যে ২০।২৫টী ভূতরঙ্গ বিদ্যমান থাকা যে, সেই কারণে হইয়াছে, তাহা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না; কেন না, যে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় দুই হাজার মাইল এরূপ বৃহদাকার পদার্থের আভ্যন্তরিক সঙ্কোচে উহার ছালের উপর এত ঘেসাঘেসি তরঙ্গ হওয়া অসম্ভব। বহু দূরে হইলেও বরং ঐ কারণের উপর নির্ভর করা যাইতে পারিত।

আমাদের মতে পৃথিবীর সঙ্কোচে যে ভূতরঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহা বহুদূরব্যাপি হওয়ারই সম্ভব। আলটাই-শৃঙ্খল, হিমালয়-শৃঙ্খল, বিন্ধ্য শৃঙ্খলপ্রভৃতি পৃথিবীর সঙ্কোচে হইয়াছে বলি-

লেও কতকটা বিশ্বাস করা যায়; কারণ, ইহারা দূরে দূরে, প্রায় সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিত। আরও, পরে পাঠকগণকে দেখাইব যে, বৃহৎ বৃহৎ নদীর পথই সেই সেই সঙ্কোচের সীমা-ব্যঞ্জক; কিন্তু তাহা বলিয়া সাওতাল পরগণায় দুই মাইলের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ পঞ্চান্নটী ভূতরঙ্গ ঐ কারণে হওয়া বলিয়া বিশ্বাস করা নিতান্ত বালকত্বের পরিচয় দেওয়া মাত্র।

বর্ত্তমানের কথা।

আমি জানি, আমার এ নীরস কথা তোমাদের ভাল লাগিবে না; আমি যে জগতের, তোমরা সে জগতের নও। আমি কার্য্য-কারণের পক্ষপাতী, তোমরা সংশয়বাদী—আমি বিজ্ঞানবিদ্, তোমরা কাব্যপ্রিয়— আমি ন্যায় খুঁজি, তোমরা কেবল আত্মতৃপ্তি চাও; তোমাদের সঙ্গে আমার কিরূপে মিলিবে? আমার কথায় তোমাদের তৃপ্তি হইবে কেন? অজ্ঞকে উপদেশের ন্যায়, হয় ত, কেবল ইহা প্রকোপেরই কারণ হইবে।

আমি অতীতের ফল। অতীতের মৃতকায়ার উপর দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী-সঞ্চালনে আমি পৃথিবী পরিচালিত করিতেছি। অতীত কি? অতীতের শিক্ষা আছে বটে কিন্তু সে শিক্ষা কি? অতীতে যাহা শিখিবার তাহা ত জীবনের অংশ হইয়া গিয়াছে— সে ত আমার নিত্য-সহচর; তাহা ব্যতীত আর যাহা, তাহা ত আবর্জ্জনা। তাই বলিতেছি—আমি অতীতের ফল, আমি নহিলে পৃথিবী চলে না। প্রতি-মুহূর্ত্তের-আমি অতীত হইতেছি বটে, কিন্তু আমি কখন অতীত হই না। আবার, প্রতি-মুহূর্ত্ত সকলের পক্ষে সমান মূল্যবান্ নয়—কাহারও পক্ষে আবর্জ্জনা-মাত্র।

আমাকে অনেকে ভাল বাসে। ভাল-বাসে—কেন না তাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদের কল্পনা-প্রভা-ভাসিত স্বর্ণজ্যোতিবিশিষ্ট লীলা-স্থান ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমানে আসে! তাহারা ভালবাসে অধঃশ্রমে পরিক্লান্ত শরীরে একবার কৌমুদীস্নাত সরসীর নগ্নভগ্ন তরঙ্গের সঙ্গে একবার ক্রীড়া করে। তাহারা ভালবাসে আমি তাহাদের ক্রীতদাসের মত ইচ্ছামাত্র তাহাদের বাসনা পূর্ণকরি! অভাব সকলেরই হয়; ইহা স্বাভাবিক যে নহিলে মানুষ—জড় পদার্থ হইত!

"Lest one good custom should corrupt the world." তাই অভাব হয়। তাই বলিতেছি অভাব হয়, কিন্তু সকলের অভাব অভাব-বোধ মাত্রেই পূর্ণ হয় না কেন? হায় মূর্খ তাহারা! বুঝে না যে আমার নিজের একটি গতি আছে—আমিই যাইবার সময় কাহারও আশা পূর্ণ করিয়া, কাহাকে স্বর্গে তুলিয়া, কাহাকেও পদদলিত করিয়া, কাহাকেও রসাতলে ফেলিয়া চলিয়া যাই। আমি কাহারও দাস নই—কাহাকেও দেখি না—কাহারও জন্য ভাবিনা—আমি কঠোর ন্যায়বান্, আমার দয়ামায়া নাই। আর, দেখিবার আমার সময় কোথা? তাই বলি, আমি কার্য্যকারণের পক্ষপাতী—সকলের আশা সব সময় পূর্ণ হইলে কি পৃথিবী থাকে? যথার্থ অভাব হইলেই তাহা পূর্ণ হইবে, কেন না যখন যথার্থ অভাব হয়, আমি বুঝিতে পারি; আর কার্য্যকারণ-চক্রে সে অভাবের মীমাংসা হইবে। তবে, আশা মাত্রেই পূর্ণ হয় না। সময় না হইলে কাহারও কোন প্রার্থনা পূরে না। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবিযুক্ত কোন পদার্থ নাই—আমি সেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে মূল লক্ষ্য রাখিয়া জগতের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

আমি যাহা দেখাই, তাহাই নূতন। নূতনত্ব আমার প্রাণ। অতীতের মৃতকায়ার উপর নূতনের ভিত্তি গাঁথিয়া আমি দাঁড়াইয়া আছি, নহিলে আমার দাঁড়াইবার যো নাই! নূতনের মূলগ্রন্থি সৌন্দর্য্য। যাহা নূতন, তাহাই সুন্দর; যাহা জানা হয় নাই, তাহাই সুন্দর; যাহা অসীম, তাহাই সুন্দর। এ সবই নূতনত্বে গ্রথিত।

তার পর, সেই চিরনূতনের কথা। চিরনূতন তাহা অসীমত্বের জন্য। মনুষ্যের অপ্রত্যক্ষ বিষয় যে তত্ত্ব, যাহা শুধু মানস-নয়নে দর্শনযোগ্য, সে তত্ত্ব আমি ছাড়া কে শিখাইবে? সেই যে অসীম সুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্য—তাহা আমি ছাড়া আর কে দেখাইবে? কালপরিমাণ কিসে হয়? অতীতের সহিত বর্ত্তমান ধরিয়াই ত! আমি নহিলে অসীমত্ব বুঝিতে কি ধরিয়া? মানবের হিতের জন্য যাহা সৎ, যাহা চিৎ, যাহা আনন্দ, তাহা আমি জানাইয়া দি; আমি মঙ্গলকারণ, কেন না আমি মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুরই পক্ষপাতী নহি! অশিষ্টেরা আশাভঙ্গ-হেতু, শিষ্টেরা আশাপূর্ণ-হেতু আমাকে মঙ্গলকারণ বলিয়াই বুঝিতে পারে। তাই বলিতেছি, আমি মঙ্গল-কারণ মঙ্গল-নিয়ামক। কঠোর ন্যায়ের সহিত মঙ্গলত্ব আমিই মিশ্রিত করি।

গৃহীর প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

"কালরঙ্গের আলপাকা প্রভৃতি পুরাতন অবস্থায় বিবর্ণ হইলে সহজে রঙ্গ করিবার উপায়।—কাল রঙ্গের আলপাকা পেরামিটার প্রভৃতি কাপড় একটু পুরাতন হইলেই, কাপড় ও সেলাই প্রভৃতি উত্তম থাকা সত্ত্বেও, ঘর্ম্ম লাগিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়, তখন ঐ গুলি আর ব্যবহার করা চলে না। কাছারীর আমলা ও কেরাণী প্রভৃতি যাঁহারা দীর্ঘকাল আবদ্ধস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহাদের কাপড়ই ঐ প্রকারে শীঘ্র বিবর্ণ হয়। এখন, পাঠকগণকে একটী অতিসহজ উপায় বলিতেছি, এই উপায়ে অতি সহজে ঐ সকল বিবর্ণ দ্রব্যকে পুনরায় নূতন অবস্থার মত কালরঙ্গ করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ ঐ কাপড়গুলিকে ধোবাদ্বারা কাচাইয়া, অথবা বিটা ও সাবান-দ্বারা পরিষ্কার করতঃ, পাইরোগ্যালিক এ্যাসিডের জল বিবর্ণ স্থানগুলিতে মাখাইয়া দিবেন, কিম্বা ঐস্থানগুলিমাত্র তাহাতে ডুবাইয়া লইবেন, পাইরোগ্যালিক এ্যাসিড দেখিতে সাদাবর্ণ দানাকার লঘু দ্রব্য, মাজুফল অগ্নির তাপে চুয়াইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা শীতল জলে বেশ দ্রবনীয়, দ্রব হইলে জলের বর্ণ অল্প কাল হয়। আলপাকা প্রভৃতি কাপড়ে এক পোছ লাগাইলেই সচরাচর বেশ কাল হয়। প্রয়োজন হইলে দুই কি তিন পোছ ক্রমে ক্রমে লাগান যাইতে পারে।

বিবর্ণ স্থানগুলি অথবা সমুদায় কাপড় এই জলে মগ্ন করিয়া লইলেও হয়। প্রত্যেক বার লাগাইয়া কাপড় শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। পাইরোগ্যালিক এ্যাসিড জলে বিলক্ষণ দ্রবনীয়। সচরাচর ১ ড্রাম পাইরোগ্যালিক এ্যাসিড এক পুয়া জলে দ্রব করিলেই যথেষ্ট হয়। ইচ্ছামত জল ঘন বা পাতলা করা যাইতে পারে। এই জলে রঙ্গ করিলে কাপড়ে বায়ু রৌদ্র লাগিলে ক্রমেই ঘোর কাল হইতে থাকে। পাইরোগ্যালিক এ্যাসিড ফটোগ্রাফী ও চুলের কলপ জন্য অতি বিস্তীর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত উপায়ে রঙ্গ করিলে ঐ রঙ্গ পাকা হয় অর্থাৎ জলে ধৌত করিলে উঠিয়া যায় না, এবং ঘর্ম্ম লাগিয়া ভিজিলে গাত্রে কিম্বা অন্য কাপড়ে রঙ্গ লাগে না। ইহা কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরেজি ঔষধবিক্রেতা ও ফটোগ্রাফারের নিকট পাওয়া যায়। ইহার ২॥ তোলার বিলাতী মূল্য তিন সিলিং প্রায় দুই টাকা। চারি আনা মূল্যের হইলেই একটী চাপকান বা কোট পুনরায় রং করারপক্ষে যথেষ্ট। ইহার উগ্রতা গুণ নাই এ জন্য ইহাতে কাপড় নষ্ট হয় না।

ভেলার কস অর্থাৎ আঠা বাহির করিয়া অল্প জলের সহিত মিলাইয়া কাপড়ের বিবর্ণ স্থানগুলিতে মাখাইয়া দিলেও সুলভ ও সহজ উপায়ে কাল রং হয়; কিন্তু পাইরোগ্যালিক এ্যাসিডই আদরণীয়।"—রাঃ ধঃ।

নর-রাক্ষস।

দিনের বেলায়।

যে দিন রাত্রে অরণ্য-দেশে সেইরূপ নরবলির উদ্যোগ হইতেছিল, সেইদিন, দিনের বেলায় তথায় আর একটী অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়; হস্তপদ-বদ্ধ দস্যু-অপহৃত বালক যে কুটিরে রুদ্ধ ছিল, তথায় রামজী নামক দস্যু-সম্প্রদায়ের অন্যতর সর্দ্দারের সহিত একটী বাঙ্গালী বাবু ঐ বালকটিকে দেখিতে আসেন। সে সময় সেই জল্লাদ-পত্নী বালকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল; রামজীর সহিত বাবুটী আসিলে সর্দ্দারগণের পূর্ব্ব-আদেশ মত সে কুটীরের দ্বার খুলিয়া দিল; তাঁহারা উভয়েই কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালকটীর এতক্ষণ হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ ও মুখচোখ কাপড়ে ঢাকা ছিল; এখন, আগত বাঙ্গালী বাবুটীর আভিপ্রায়ক্রমে তাহার মুখচোখের আবরণ খুলিয়া দেওয়া হইল। বালক চক্ষুরুন্মিলন করিয়াই সেই বাবুটীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বাবুটীকে বলিল,—"দাদা মহাশয়, আমায় রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া বালক মর্ম্মভেদী রোদন করিতে লাগিল। 'বালকের সে অবস্থা ও ক্রন্দন শুনিলে পাষাণও বিগলিত হয়; কিন্তু পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর সেই নরপিচাশ বাবুটীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও হইল না। তিনি আরও তীব্রতরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"রক্ষার উপায় একবারেই করিতেছি। তোর পিতাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছি, তোকেও আজ রাত্রেই সেইরূপ রক্ষার উপায় করা গিয়াছে। তোর পিতার বড় অহঙ্কার ছিল যে, তুই সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবি; আর, আমি যেরূপ আজ কাল তোদের অধীনে ভৃত্যবৎ খাটিতেছিলাম, আমার সন্তানগণও সেইরূপ করিয়া তোদের নিকট একমুষ্টি অন্ন পাইবে, এই তোর পিতার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় আজ আমি তা'র সে আশায় ছাই দিলাম। তোর পিতা আমারই কৌশলে প্রাণ হারাইয়াছে; আর, তোর জন্যও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। তাহা হইলেই উত্তরাধিকারীর অভাবে তোর পিতৃ-সম্পত্তি আমাতেই বর্ত্তিবে। তখন, আমি ও আমার পুত্রগণই সকল উপভোগ করিতে পারিব। আজ তোর শেষদিন; তোরই শেষ-কার্য্যের বন্দোবস্তের জন্যেই আমি এখানে আসিয়াছি। সব ঠিকঠাক করিয়াই চলিয়া যাইব। ফলকথা, আমিই আজ তোর এই বিপদের মূল।"

বালক এতক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। কিন্তু এই নিদারুণ কথা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার দেহ অবসন্ন প্রায় হইল; ক্রমেই চক্ষু পলকরহিত, হস্তপদ শিথিল ও দন্তে দন্তে সংবদ্ধ হইয়া আসিল। অতঃপর বালকের এই মূর্চ্ছাভাব দেখিয়া বাবুটী রামজীর সহিত প্রস্থান করিলেন, এবং সেই জল্লাদ-পত্নী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের সুশ্রূষায় রত হইল।

জল্লাদ-পত্নীর সুশ্রূষায় ক্রমে বালকের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল; মূর্চ্ছা-ভঙ্গে সে 'মা—মা, রক্ষা কর' বলিয়া জল্লাদ-পত্নীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। বিপন্ন বালকের এই আর্ত্তনাদে জল্লাদ পত্নীরও চক্ষে জল আসিল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাছা, ভয় নাই—ভয় নাই। ঈশ্বর কৃপায় আমিই তোরে বাঁচাইবার উপায় স্থির করিয়াছি। তোর ভয় নাই; ক্ষণেক এই খানে থাক; আমি শীঘ্রই ইহার উপায় করিয়া আসিতেছি।" অতঃপর বালককে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া, পূর্ব্ববৎ কুটীরে বদ্ধ রাখিয়াই, জল্লাদ-পত্নী কি জানি কোথায় চলিয়া গেল।

এখন উপায় কি!

"এখন উপায় কি! কি উপায়ে বালকটীকে বাঁচান যায়? বিশ্বাস-ঘাতকের ষড়যন্ত্রে কি একটী বংশ লোপ পাইবে? এখনই কি পৃথিবীতে এতই পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, এ সংসারে পাপেরই জয় হইবে?"—জল্লাদ-পত্নী ক্ষণেক এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন যেন বলিয়া উঠিল,—"না, তা কখনই না। সে যখন 'মা—আমায় রক্ষা কর' বলিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই আমার রক্ষণীয়। উহাকে রক্ষা করিতে আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার; বা তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু যাইলেও তাহাতে প্রস্তুত আছি।"—ক্ষণকাল এই রূপ ভাবনার পরই তাহার মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সে মনে মনে বলিল,—"তাইত, আর ভয় কি? আমারও ত তিন পুত্র বর্ত্তমান! আশ্রিত বালককে রক্ষাকরিয়া আজ তাহাদেরই একজনের জীবন কেন সার্থক করি না? বিশেষ, আমার মধ্যম পুত্রটী বয়সেও দেখিতে ঠিক এইরূপই বটে। আজ রাত্রে যদি এই বালকের পরিবর্ত্তে তাহাকে রাখিয়া দিই, তাহাহইলে এ বালক তো বাঁচিতে পারে! অন্ধকার রাত্রে উৎসব-উন্মত্ত দস্যুগণ কখনই ইহাকে চিনিতে পারিবে না। যদি না পারে, তবে আশ্রিতের জন্য জীবন দিলে ইহার অবশ্যই স্বর্গলাভ হইবে। আর, যদি বলির সময়, বালক স্থানান্তরিত হইলে, আমার পুত্র বলিয়া তাহাকে সকলে চিনিতেও পারে, তাহাহইলেই বা হানি কি? বরং তাহাতে ইহার প্রাণের কোন হানি না হওয়ারই সম্ভব। আর, তখন আমি সকলের পায়ে ধরে না হয় সকল কথা বলিব এবং পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা মাগিব; বোধ হয়, তাহাতে আমার কথা রক্ষা হইবে। না হয়, তাহাতে আমারই বা জীবন যাইবে!"

অতঃপর জল্লাদ-পত্নী এই ভাবনা-মতই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। সন্ধ্যার পর, দস্যুগণ যখন স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত ঠিক সেই সময়, সে আপনার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া সেই কুটীর-সম্মুখে লইয়া আসিল। ক্রমে কিছুক্ষণ মাতা-পুত্রে সেই স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে পুত্রের নিদ্রা আসিল এবং জননীও তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গিয়া কুটীর-মধ্যে ঘুম পাড়াইল। তখন সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, জল্লাদ-পত্নী সেই নিরাশ্রয় দস্যু-অপহৃত বালকের বন্ধনাদি খুলিয়া দিল; এবং সেই সকল বন্ধন-রজ্জু লইয়া আপনার প্রাণ পুতলির হস্ত-পদ-বদ্ধ ও মুখচোখ বস্ত্রাবৃত করিল। তার পর, সেই নিরাশ্রয় বালককে কুটীরের বাহিরে আনিয়া কুটীর পূর্ব্বমত বন্ধ করিল এবং বালককে সঙ্গে লইয়া কি জানি কোন দিকে চলিয়া গেল।

নরবলি।

বনমাঝে, গভীর নিশীথে, চামুণ্ডার মন্দির-সম্মুখে পূজার আয়োজন ছিল; বলিরও উদ্যোগ হইতেছিল। পূজা সাঙ্গ হইলে সেই হস্তপদমুখবদ্ধ বালককে উৎসর্গ করিয়া হাড়-কাঠের সন্নিকটে বলির জন্য লইয়া গেল। নিদ্রিতাবস্থায় বালক চামুণ্ডার মন্দির সম্মুখে আনীত হয়; কাজেই তখন সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এখন, উৎসর্গের সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে,—"এ আবার কি! হাত-পা-মুখ বাঁধা কেন?"—সে এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল। বদ্ধ বালকের এ কথা কিন্তু কাহারও কর্ণে স্থান পাইল না। সকলেই উৎসবে মত্ত!!

কিন্তু উৎসর্গের পর এখন বলির ভার, জল্লাদের হস্তে। জল্লাদ প্রস্তুত হইয়া আসিল ও তাহার হস্তে বলির জন্য বালক সমর্পিত হইল। অতঃপর, হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া, মুখের কাপড় খুলিতেই সে যাহা দেখিল তাহা আর বলিবার

নহে! বদ্ধ বালকের পরিবর্ত্তে তাহার নিজের শিশু বধ্য ভূমিতে আনিত!—এই দেখিয়াই তাহার চক্ষুস্থির। বালকও বধ্য-ভূমিতে খড়্গহস্ত পিতৃ-সমীপে আনীত দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—"বাবা! বাবা!—আমার এরূপ কেন?"

ক্রমে এই ব্যাপার অপর সকলেরও দেখিতে আর বাকি রহিল না। সকলেই এরূপ ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইল। শেষে সর্দ্দারের আদেশ মত বলিদান রহিত হইল এবং সকলেই 'ইহার কারণ কি' জানিবার জন্য উৎসুক হইল। আর, দস্যুগণের মধ্যেও সেই রূপেরই অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

সঙ্গের সাথী কে?

আমি কার সঙ্গে এসেছি! কে আমাকে এই ভবের হাটে আনিল? এত বড় যে বিশাল পৃথিবী, বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ-নক্ষত্র, লোকজন, বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা, প্রমোদ উদ্যান, গোলাপমল্লিকা সারি সারি কত ফুলের গাছ, কত বাগান কত বাড়ী, কত পথ ঘাট মাঠ—কত কি—কি করিয়া বলিব কত কি, এ সব দেখিতে কার সঙ্গে আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কে আমার সঙ্গের সাথী? কার সঙ্গে এ ভবের হাটে থাকিব, হাট বাজার করিব—হয় জিতিয়া দশ জনের নিকট পরিচিত হইব, দশ জন আমাকে চিনিবে, না হয় হার মানিয়া আপনার নাম আপনি মাত্র জানিয়া চলিয়া যাইব; সেরূপ কে আমার সঙ্গে আছে? কই কেহই ত নাই! তবে কি হইবে! এই ভবের হাটে আমি কি একাকী এসেছি!—একাকী হাট বাজার করিয়া চলিয়া যাইব! কেন—আমি ত বেশ শান্তি-দেবীর চরণতলে আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সেই সুধা পান করিয়া বিভোর হইতেছিলাম। সহসা আজ আমাকে কে এই অশান্তিকর স্থানে আনিল? এত গণ্ডগোল, এত হৈ-চৈ, এত মারামারি-লাঠালাঠির মধ্যে আসিয়া কেন পড়িলাম! আমার ত ইচ্ছা ছিল না; কে যেন আমার হাত ধরিয়া এই পথে চলিতে অনুমতি করিল। সে কোন জন!—তাহার এত মাথাব্যথা কেন?

আমি ভবের হাটে এসে অবধি অনেকে আমার সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। প্রথমে পিতা-মাতার সঙ্গে থাকিয়া, স্নেহযত্নে-ভাল-বাসায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। ভাবিলাম, পিতা-মাতা আমার সঙ্গের সাথী; পিতা মাতার কাছে এসেছি, সুখে থাকিব; সুখে হাটবাজার করিয়া আমার পিতা-মাতার সঙ্গে চলিয়া যাইব। কিন্তু কৈ তাহা ত হইল না! আজি আমার পিতা-মাতা কোথায়?

তার পর, কৈশোর-অবস্থায় কত সমবয়সী আসিয়া আমার সঙ্গের সাথী হইল। সেই সঙ্গে থাকিয়া আমি কত খেলা করিতাম, কেমন হাসিতাম—হৃদয় খুলিয়া কত মনের কথা কহিতাম, ভাগিরথী-তটে আসিয়া কেমন সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতাম, মনের সুখে হেসে হেসে হাতে তালি দিয়া কেমন গান গাহিতাম; কিন্তু সে সুখের দিন, সে উৎসবের দিন কোথায় গেল? সে সব সঙ্গী—যাহারা চিরসঙ্গী হইবে বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহারা এত শীঘ্র শীঘ্র হাটবাজার করিয়া চলিয়া গেল কেন? যাইবার সময়, সেই শান্তি-বাসে যাইবার সময়, আমাকে একবার ডাকিল না কেন?

তার পর, যৌবনাবস্থা। অপরূপ রূপলাবণ্য-সম্পন্না কামিনী আমার সঙ্গিনী হইল; এক সঙ্গে থাকিয়া, এক খেলা খেলিয়া, এক হাসি হাসিয়া, এক সুরে গীত গাহিয়া—কথা কহিয়া, দিন কাটাইতে লাগিলাম। দিন চলিয়া যায়; এমন সুখের দিন, এমন উৎসবের দিন, ক্রমে চলিয়া যায়; দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খেলা বাড়িল, হাসি বৃদ্ধি হইল, দিবানিশি হাসিতে লাগিলাম; দিবানিশি কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি নাই, কিছুতেই আশার অন্ত হইল না। ভাবিলাম, আরও কত কথা কহিব, কত হাসি হাসিব।

এইরূপ হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে, সেই হাসি-হাসি মুখখানি দেখাইতে দেখাইতে, কিন্তু সহসা একদিন সে আমাকে একলা রেখে, আমার সঙ্গ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। কত খুঁজিলাম—সে যে 'আমার আমার' বলিয়া, আমি এই ভবের হাটে কত খুঁজিলাম। কোথাও মিলিল না দেখিয়া ভাবিলাম, "আমার সঙ্গের সাথী কে?" এত সঙ্গীকে দেখ্‌তে পেলেম কিন্তু আমার চিরসঙ্গী তো কেহই হইল না! আজ বৃদ্ধাবস্থা, আজ আমার সঙ্গের সাথী কে? এতদিন একজন না একজন আমার সঙ্গে ছিল, সঙ্গে থাকিত, আজ কে আমার সঙ্গে আসিবে! কার সঙ্গে থাকিব? যিনি ভবসাগরে পার করিবার কাণ্ডারী, আজ আমাকে সকল বিষয়ে জলাঞ্জলী দিয়া সকল সাধে বঞ্চিত দেখিয়া, তিনি ভিন্ন আর কাহাকে পাইব? তাই এখন এই ভব-সিন্ধুকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি। "পার কর, পার কর" বলিয়া এখন শ্রীহরিকেই অবিরত ডাকিব—অবিরত সেই সুধাময় মধুর নাম-মালা জপ করিব। সে রাঙা চরণ দুখানি অবিরত পূজিব। এতদিন আমি কাহার কুহকে ভুলিয়া এই চিরসঙ্গীকে ভুলিয়াছিলাম, তাহা জানি না। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমি শ্রীহরির সঙ্গে এসেছিলাম, কেবল মায়া-দেবীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এতকাল ভবের হাটে পড়িয়া থাকিয়া যাহা দেখিতাম, তাহাই 'আমার আমার' করিতাম। এখন হাট-বাজার শেষ হইয়াছে। এখন চিনিয়াছি, শ্রীহরিই আমার; শ্রীহরির সঙ্গেই আবার সেই শান্তি-রাজ্যে চলিয়া যাইব। এখন বুঝিলাম শ্রীহরিই জীবনের সঙ্গের সাথী! এমন সাথীকে ছাড়িয়া অন্য সাথী খুঁজিতে এত কাল যে বৃথা চলিয়া গেল, তাহার কৈফিয়ৎ কেমন করিয়া দিব? বল শ্রীহরি! উপায় বলিয়া দাও। এ লীলা খেলা ত তোমারই। তুমিই ত মায়াজালে আমার হস্ত পদ বাঁধিয়া জ্ঞান-চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলে; তাই তখন স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে সাথের সাথী করিয়াছিলাম! আজ আবার তোমার প্রসাদেই জ্ঞানচক্ষু পেয়েছি; তাই দেখ্‌ছি, তুমিই আমার সঙ্গের সাথী।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

শঙ্কর-বিজয়।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। ইহা একখানি নাটক বলিয়া পরিচিত এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মর্ত্তলীলা-বর্ণনই ইহার উদ্দেশ্য। যে বিষয় লইয়া গ্রন্থখানি রচিত, তাহা বাস্তবিকই অতি গুরুতর এবং হিন্দু-মাত্রেরই আনন্দের বিষয়। আর, আমাদেরও এই আনন্দের কথা যে, হারাণ বাবু লিখিতে শিখিয়া অবধি বরাবরই ভক্তি-প্রেমে মাতোয়ারা; অধিক কি, এবারও তাঁর উদ্বোধনগীতি

"গাও জয়, লীলাময়, অনুক্ষণ।
মজিয়ে অনন্ত প্রেমে হরিনাম গাও মন।
প্রেম-অশ্রু-চন্দনে, ভক্তিফুল-অর্পণে
পূজ তাঁরে, শ্রীচরণে করি আত্মসমর্পণ॥"—

সেই আত্মভোলা-ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষায় তৎপর। তবে আমরা আরও অধিক সুখী হইতাম, যদি হারাণ বাবু এখানিকে নাটকাকারে প্রকাশ করিতে প্রয়াস না পাইয়া, বিশুদ্ধ সরল গদ্যে শঙ্করাচার্য্যের একখানি "জীবন-চরিত"-রূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেন। আর, তাও যদি হইল, তবে তার মধ্যেও আবার ছন্দোবন্ধ কেন? একে 'অমৃতাক্ষর-ছন্দ', তাও আবার 'ভাঙা'! এতে অভিনয়ের সুবিধার দোহাই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু

পাঠকের মন ভিজিবে কি! বিশেষ যদিও

"বিধির অপূর্ব্ব লীলা—মানস মোহিত
মরি কি সুন্দর বিধি!
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় জগতে নিত্য কার্য্য;
কত কি হতেছে, যেতেছে, কিছু সংখ্যা নাহি তার।"

এ সকল স্থূল নিন্দার নহে; কিন্তু 'ভাঙা-ছন্দে' লিখিতে হইবে বলিয়াই শঙ্করাচার্য্যের মুখে

"কিবা তব নাম ধাম কাম?"

এরূপ সকল প্রশ্ন বড়ই হাস্যকর। আর, সেই জন্যই এই পুস্তক লিখিয়া হারাণ বাবুর যা' কিছু বিড়ম্বনা! যাইহোক, অন্ততঃ হারাণ বাবুর সদুদ্দেশ্যের জন্যও আমরা ইহার প্রচার কামনা করি; এবং উপসংহারে ভরসা রাখি, পুস্তক লিখিতে বসিয়া হারাণ বাবুকে এরূপ বিড়ম্বনার হস্তে আর পড়িতে হইবে না।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত-প্রণালী।—শ্রীসনানন্দ (?) চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকারের প্রবচন মতে—"এ পুস্তক কিনিলে আর চাকরী করিতে হইবে না; ঘরে বসিয়া মাসিক ১০০৲ একশত টাকা রোজগার হইবে।" জন্মে একবার 'মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র' দিয়া আজন্ম যদি 'ঘরে বসিয়া' মাসে মাসে '১০০৲ একশত টাকা রোজগার' হয়, তবে তা' কে-না চায়? সেই জন্যই, লোভানিটে বড় গুরুতর বুঝিয়া, আমরা যদি এই পুস্তকের রূপগুণের একটু পরিচয় দিই, তাহাতে বোধ হয়, গ্রন্থকার আমাদিগকে 'নিন্দুক' ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন না। পুস্তকখানি ছোট ছোট পৃষ্ঠার ৪১ পৃষ্ঠায় কাগজ-পূরাণ বড় বড় অক্ষরের ৪৮৭ লাইনে সম্পূর্ণ; ইহার মধ্যে উপক্রমণিকা ফাঁদিতে ১৩১ লাইন অর্থাৎ পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। বক্রী ৩৫৬ লাইনের মধ্যে—'একটু গঁদ', 'কিছু আলপিন', 'কিছু কেরসিন তৈল', 'কিছু রবার', 'একখানি ছোরা' প্রভৃতি ১৪ দফা দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করিতে 'দ্রব্যাদি-সংগ্রহ'-পর্ব্বাধ্যায় ১৩ পৃষ্ঠায় ১৯৩ লাইন অধিকার করিয়াছে। তার পর, 'ছাঁচ প্রস্তুতকরণে' ৬ পৃষ্ঠায় ৮৬ লাইনের এবং 'প্রেস-কার্য্য' করিতেও ৩ পৃষ্ঠায় ৪১ লাইনের সদ্ব্যয় হইয়াছে। তা' ছাড়া, 'ভল্‌কেনাইজ করিতে' অর্থাৎ রবারকে 'পক্ক' করিতে ৯॥ পৃষ্ঠায় বক্রী ১৩৬ লাইনে পুস্তকের দক্ষিণান্ত শেষ। ফল কথা, পুস্তক কিনিয়া ক্রেতায় যত 'লাভ' হউক না হউক, গ্রন্থকার কিন্তু 'মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র' স্থির করিয়া অগ্রিম লভ্যাংশ আদায় করিয়া লইতেছেন! যাইহোক, এই পুস্তকে যেরূপ বিবৃত আছে, তাহা অপেক্ষাও সংক্ষেপ উপায়ে রবার-ষ্ট্যাম্প-প্রস্তুত-প্রণালী সময়ান্তরে অনুসন্ধানের পাঠকদিগকেও জানাইতে বাসনা রহিল।

সংবাদ।

—বোর্ণিও দ্বীপে অধুনা একপ্রকার নূতন রকমের বাঁশগাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে বাঁশগাছের নিম্নদিকের তিন চারি পাঁপ হইতে বেস সুস্বাদ্ জল পাওয়া যায়। যে সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশে নদনদী বা অন্য কোনরূপ জলাশয় নাই, সেই সকল স্থলেই এইরূপ বাঁশের বড় বড় ঝোপ আছে পিপাসার্ত্ত পথিকগণের অনেক সময় ইহাই জীবনরক্ষার কারণ হয়। বাল্যকালে পান্থপাদপ বৃক্ষের বিষয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই 'পান্থপাদপ' বংশও ঈশ্বরের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিতে হইবে।

—সম্প্রতি কলিকাতায় এক ভয়ঙ্কর রকমের জুয়াচুরী ধরা পড়িয়াছে। হাইকোর্টের এটর্ণি মৃত রামনাথ লাহার মধ্যম পুত্র সাজিয়া শ্রীনাথ লাহা নামে একটী যুবক হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া ৭৫০০৲ হাজার টাকা বার করে। এখন, সে ও তাহার দলস্থ ৮ জন লোক ধরা পড়িয়াছে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩১শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল। [১৯শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

আর এক নূতন অবতার!

আজকাল ৭৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ঠিকানা হইতে 'ধর এণ্ড কোম্পানী' নাম দিয়া নানারূপ প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। আর, সেই সকল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আমরা নানারূপেরই অভিযোগ পাইতেছি। তন্মধ্যে কেহ বা এক পুস্তক চাহিয়া অপর পুস্তক পাইতেছেন, কেহ বা সারবান পুস্তক পাইবার আশা করিয়া অতি অসার পুস্তক পাইতেছেন। এমন কি, টাকা দিয়া সেই সকল বই পাইয়া কেহ কেহ আমাদিগকে এরূপও পত্র লেখেন যে,—"আমাকে এরূপ দরের বই পাঠাইয়াছেন, যাহা বটতলাতে ৴১০ আনায় পাওয়া যায় এবং যাহা ভদ্রলোকের দেখিবার অযোগ্য।" যাইহোক, এ সম্বন্ধে আমরা অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না; এখন, সকল ভার ক্রেতার হস্তে।

না শুনিলেই ঠকিতে হয়!

কিছু দিন হইল, ২৯৩ নং অপার চিৎপুর রোডের ঠিকানা দিয়া এন, বি, চন্দ্র এই নামে এক জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সে বিজ্ঞাপনের নাম,—'পঞ্চাশ হাজার টাকা বিতরণ!' সে বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে, 'তিনি শাল, দোশালা, জামিয়ার; সোণা, রুপা, হীরা, জহরৎ; রেশমী পশমী কাপড়; ইত্যাদি ইত্যাদি রকমের পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল তবকে তবকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কারণ, তিনি একখানি বাল্মীকির রামায়ণের বিশুদ্ধ অনুবাদ বাহির করিবেন, তাহার মূল্য আড়াইটী টাকা মাত্র; যে কেহ সেই পুস্তকের যত শীঘ্র গ্রাহক হইবেন, তিনিই তত শীঘ্র ঐ টাকার মাল উপহার পাইবেন। আর, লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধির জন্যই তিনি এ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।' প্রথমতঃ এই বিজ্ঞাপন বাহির হইতেই অনুসন্ধান-সমিতি হইতে সাধারণকে সতর্ক করা হয়*। কিন্তু অভাগা বাঙ্গালীর কি উপহার-লোভ! সে লোভের দায়ে আমাদের সে কথা তখন অনেকেরই কর্ণে স্থান পাইল না; অনেকেই তাড়াতাড়ি 'পঞ্চাশ হাজার' টাকার লোভে আড়াইটী করিয়া টাকা গচ্ছা দিলেন। কিন্তু এই আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন আবার আমাদিগের নিকট সেই টাকা আদায়ের জন্য পত্র লিখিতে তাঁহারা লজ্জাবোধও করেন না। যাইহোক, তাঁহাদের সে সকলের উত্তরে আমাদের

* ৪র্থ সংখ্যা অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

এখন বক্তব্য এই যে, 'না শুনিলেই ঠকিতে হয়!'

হরিপদর আর এক লীলা!

সম্প্রতি হরিদাস মান্নার 'দিবাকর' পত্রিকায় ৩৩।১নং পঞ্চানন-তলা ঠিকানা হইতে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 'রবার ষ্ট্যাম্প-প্রস্তুত-প্রণালী' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত পঞ্চানন-তলার গলিতে ঐ নামে আপাততঃ কেহই নাই। এই হরিপদ পূর্ব্বে নানারূপ নাম ও ঠিকানার কারচুপী করিয়া লোক ঠকাইতেছিল, সে কথাও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ আবশ্যক বোধে আবার তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী বলিতে হইল, এই দুঃখের কথা।

সস্তায় সোণা-কেনা।

আজকাল সংবাদপত্রময় সস্তায় সোণা বিক্রয়ের নানারূপ লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সে সকল বিজ্ঞাপনের কতক সাহেবী নামে, কতক বা নামে-মাত্র। আপাততঃ, সে সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের কাহারও নাম প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করি না। তবে সে সম্বন্ধে সাধারণকে এইটুকু জানাইয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে, সোণা হেন জিনিসেরও যিনি সস্তা খোঁজেন, তাঁহার মত হতভাগ্য আর জগতে নাই। 'ঘোড়ার ডিম' কিনিয়া ঘোড়ায় চড়া, আর 'সস্তায় সোণা' কিনিয়া তাহার গহনা পরা, উভয়ই আমরা কিন্তু একরূপ প্রকার মনে করি।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর পুনর্জন্ম নাকি?

বঙ্গবাসী পত্রিকায়, কটন ষ্ট্রীটের ঠিকানায় শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী সরস্বতী এই নাম দিয়া, 'কিছু কিছু ডাকমাশুল মাত্র' লইয়া 'অষ্টাদশ মহাপুরাণ' বিতরণের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু তথায় বিজ্ঞাপনোচিত বৃহৎ ব্যাপারের মত কোন সরঞ্জাম নাই এবং লোক যাইলে স্বামীজীরও সাক্ষাৎ পান না। বঙ্গবাসী-আফিসে বিজ্ঞাপনের টাকা এক বাঙ্গালী বাবু কিন্তু বেনামী করিয়া দিয়া যান। যাইহোক, এই সকল এবং অন্যান্য নামা সন্দেহে আজকাল বঙ্গবাসী হইতেও ঐ বিজ্ঞাপন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন, আমাদের ভাবনা, বলি ত্রৈলঙ্গস্বামীর আবার পুনর্জন্ম হইল নাকি?

ভুক্তভোগীর এজাহার।

"সেদিন রাত্রে আমার মাতাঠাকুরাণীর ব্যায়ারাম বড়ই বৃদ্ধি। দিনমানে প্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া কএকটী ঔষধের বটিকা দিয়া গিয়াছিলেন। সেই গুলির একটী রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এবং আর একটী আড়াই প্রহরের সময় খাওয়াইবার কথা। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমি এবং আমার পরিবার ঠাকুরাণী উভয়েই ঔষধ খাওয়াইবার জন্য তাঁহার ঘরে ছিলাম। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পর আমাদের উভয়েরই বড়ই তন্দ্রাভাব উপস্থিত হওয়ায়, একটী বটিকা তাঁহাকে সেবন করাইয়া আমরা আমাদের শয়ন-ঘরে আসি; তখন, ঝিকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট শুইয়া থাকিতে বলি ও ঠিক আড়াই প্রহরে উঠিয়া আমরা ঔষধ খাওয়াইব, স্থির করি।

আমিও ঘরে আসিয়া পরিবার লইয়া শুইয়াছি, তা'র খানিক পরেই মার ঘর হইতে ঝি চেঁচাইয়া উঠিল। সে স্বর শুনিয়াই আমরাও আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না; মারই বুঝিবা কোন বিপদ ঘটিল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। কিন্তু ঘরের বাহির হইয়াই দেখি, আমাদের সম্মুখে দুইটা লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; লোক দু'টা দেখিতে ঠিক যেন যমদূতের ন্যায়। তাহাদের শরীর কি বিকট! গায়ের রঙ যেন কালী-গোলা, মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল। সম্মুখেসে দু'টাকে দেখিয়া সে

আমার চক্ষুস্থির। যাইহোক, তথাপি সাহসে ভর করিয়া আমি ঝিকে লণ্ঠন লইয়া বাহিরে আসিতে বলিলাম এবং নিজেও 'পাহারওয়ালা—পাহারওয়ালা, চোর—চোর' করিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। ক্রমে ঝি আলো আনিলে দেখিলাম, তাহাদের একজনের মাথায় আমাদের গহনার বাক্সটী রহিয়াছে এবং আর একজন টিনের তোরঙ্গ হইতে কাপড় চোপড় গুলা বাহির করিয়া পোঁটলা বাঁধিতেছে—সম্মুখে তোরঙ্গ ভাঙা। আমার স্বর শুনিয়া ও ঝিকে আলো আনিতে দেখিয়া, তাহারা সিঁড়ির দিকে নামিতে গেল এবং আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চেঁচাইতে চেঁচাইতে যাইতে লাগিলাম।

আমার চীৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎই 'বাবু সাহেব ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া' বলিয়া দুই তিন জন পাহারওয়ালা ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন জমাদার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমিও আশ্বস্ত হইলাম; আমার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে চোর দুটোও ধরা পড়িল; অতঃপর তাহাদের হাতে কাপড় বাঁধিয়া মালসহ তাহাদিগকে পুলিসে চালান দেওয়া জমাদার সাহেব স্থির করিলেন।

ইহার পর, দুইখানি সেকেনক্লাস ভাড়াটিয়া গাড়ি তাড়াতাড়ি ডাকা হইল। তাহার একখানিতে চোর দুটি, জমাদার সাহেব ও এক জন পাহারওয়ালা উঠিল এবং আর একখানি গাড়ীর ভিতরে অগত্যা আমাকে চড়িতে হইল ও তাহার বাহিরে কোচ্‌বাক্সে যেন আর দুইজন পাহারাওয়ালা উঠিল। বলা বাহুল্য, এই গোলযোগে আমাদের বাসার নিকটস্থ দুইচারি জন লোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেও এ ব্যাপার দেখিয়া আমাকে পুলিসে এজাহার দিতে যাইতে বলিলেন। সুতরাং আমিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম।

মাতা ঠাকুরাণীর ব্যায়ারাম উপলক্ষে আমি দিনকতকের জন্য এই নূতন কলিকাতায় আসিয়াছি। সহরের রাস্তাঘাট সকল ভাল চিনি না। আর, চিনিলেও বিশেষ রাত্রিকালে সকল তত ঠিক করিতে পারিলাম না। কাজেই গাড়ি যে দিকে চলিতে লাগিল, আমিও সেই দিকেই যাইলাম। এই সময় আমার গাড়িখানি আগে যাইতে থাকে এবং জমাদার সাহেব প্রভৃতি যে গাড়িখানিতে আছেন, সে খানি আমার গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকে। এইরূপে খানিক দূর গিয়াই গাড়োয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু সাহেব, আর কতদূর যাইতে হইবে।" এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যাইহোক, তথাপি তাহাকে বলিলাম,—"আমি তো থানা চিনি না। কেন!—পাহারওয়ালারাই তো রহিয়াছে! তাদের জিজ্ঞাসা কর, তাহারাই বলিবে।" তাহাতে গাড়োয়ান যাহা উত্তর করিল, তাহা বড়ই কৌতুককর। সে বলিল,—"কৈ, পাহারওয়ালারা তো এ গাড়িতে আসে নাই! তা'রা যে সব শেষে সেই গাড়িতেই গেল!"

আমি।—(বিস্ময় সহকারে) "সে কি কথা?" কই সে গাড়ি কই?"

গাড়োয়ান।—"আজ্ঞে, সে গাড়ি পেছুনে আস্‌ছে। সে মরা ঘোড়া কি আর আমার গাড়ির সঙ্গে ছুট্‌তে পারে?"

আমি।—"তবে খানিক দাঁড়াও; সে গাড়ি আসুক। নৈলে আমি তো থানা চিনি না।"

প্রথমে 'নাহু নাহু' করিয়া, যাইহোক, অতঃপর আমাদের গাড়ি সেইখানে দাঁড়াইল। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়াইলেও সে গাড়ি আর আসিয়া উপস্থিত হইল না। তখন আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে গাড়ি এগিয়ে যায়নি তো!"

"আজ্ঞে না। আমার গাড়ীর সঙ্গে কি

আর সে গাড়ি চল্‌তে পারে?"—তাহাতে এই বলিয়া গাড়োয়ান উত্তর করিল।

তাহার পর, আমি গাড়োয়ানকে আরও ভাড়া বেশী দিব বলিয়া তাহাদের খুঁজিতে লাগিলাম। প্রথমে সমস্ত রাস্তা, পরে আবার নিজ বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত খুঁজিয়া গেলাম। কিন্তু কোনখানেই তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম না। শেষে, পাড়ার লোকজন লইয়া সন্ধানে সন্ধানে থানায়ও যাইলাম; কিন্তু তথায়ও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। অধিকন্তু কলিকাতার কোন থানাতেই সেরূপ আকৃতি প্রকৃতির জমাদার বা পাহারওয়ালা খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং আমাকেই শেষে অপ্রতিভ হইতে হইল; লোকে 'পাগল' প্রভৃতি আমারই নানা বিশেষণ বাহির করিল।"

কি হারাইয়াছি?

আমি কি হারাইয়াছি? এই নদনদী-নগরোপশোভিত সুখশান্তিসৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ বিশাল মহীতে আমি কি হারাইয়াছি? জীবনের বাল্যকালে অনেক দিন ত অনন্তনক্ষত্রখচিত আকাশতলে ক্ষুদ্রা কল্লোলিনীতে সহস্রাংশে বিভক্তাত্মা প্রতিমাচন্দ্র যখন ক্রীড়া করিত, আর আমি বেলাসমাসন্ন শৈলখণ্ডে বসিয়া তাহাই দেখিতাম! তখন ত কোন অভাব বোধ করি নাই! আবার যখন মলয়ানিলের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুরাজ আসিয়া ধরণীকে হরিতৈক বর্ণে চিত্রিত করিয়া, নীলপীতচিত্রিত প্রজাপতিগুলিকে উড়াইয়া দিয়া, পুষ্পগুচ্ছের গুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, লতাকুঞ্জ দোলাইয়া খেলা করিত, তখনও ত মন ভূর্বিলন্যস্ত যূপকাষ্ঠের ন্যায় তাঁহাতেই সংযত থাকিত! আবার যখন নবাম্বুদ ত্রিদশচাপলাঞ্ছিত হইয়া শোভমান হইত, তখনও ত মন ভোগলোলুপা সৌন্দর্য্যলিপ্সুর ন্যায় অভাব বুঝিয়া হাহাকার করে নাই! বালার্কপ্রতিমা যখন সরসীজলে পড়িয়া বীচিভিন্না হইয়া ক্রীড়া করিত, পাপিয়ার স্বরলহরে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া চলিয়া যাইত, তখন মন হর্ষোৎফুল্ল হইয়াও, কই, অভাব ত বোধ করে নাই? কিন্তু এখন আর সে দিন নাই! পূর্ব্বে যাহাতে আনন্দ হইত, এখন তাহাতে দুঃখ হয়; আগে যাহাতে তৃপ্তি হইত, এখন তাহাতে তৃষ্ণা আরও বাড়ে; আগে যাহাকে সুখকর বলিয়া জ্ঞান করিতাম, এখন তাহা বিষবল্লী-স্পর্শনের ন্যায় কেবল বৃশ্চিকদংশনের জ্বালাই প্রেরণ করে। হৃদয় যেন একটী পর্ব্বতপ্রমাণ অভাবে যুড়িয়া রহিয়াছে। কেমন সেই অভাব, আমি আপনি বুঝিতেছি না; তোমায় কি করিয়া বুঝাইব? যেন ঐ নীল আকাশের তলে, ঐ দূরদিগন্তের কোলে—যেখানে আকাশে আর পৃথিবীতে মেশামিশি হইতেছে সেইখানে—সেই দূরে যেন একটী ছায়া দেখিতে দেখিতে যেন দিগন্তের কোলে তাহা মিলাইয়া যাইতেছে! যখন দেখিতে পাই, তখন পরিষ্কার দেখিব বলিয়া—দেখিয়া ধরিব বলিয়া—ধরিয়া হৃদয়ের শূন্যতা পুরাইব বলিয়া, তার কাছে ছুটিয়া যাই; আর, অমনি আমি যাইতে না যাইতে, মেঘের কোলে চপলার মত—বাতুলের মনে স্মৃতিচিহ্নের মত, সেই নীল ছায়াটুকু মিলাইয়া যায়!

স্পষ্ট দেখিতে এত চেষ্টা করিলাম, কিছুই হইল না; পাইলাম না! মনের সে অভাবের রেখা, হৃদয়ের সেই শূন্যতা কিছুই গেল না! বুঝিলাম না, কি হারাইয়াছি! কতদিন ভাবিয়াছি—প্রাণের ভিতর কত কাঁদিয়াছি, কত আকুল হইয়াছি, কত দেশবিদেশ কত নদনদী গিরিকন্দর বেড়াইয়াছি, কিন্তু প্রাণের অভাব—হৃদয়ের জ্বালা মেটে নাই! বুঝি নাই, এ অভাব—এ আকুলতা কিসে যাইবে! হায়! আমি কি হারাইয়াছি!

সাঁওতাল পরগণা!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি সাঁওতাল পরগণার নিবীড় ভূতরঙ্গ পৃথিবীর সঙ্কোচে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করা যায়, তবে পৃথিবীর যেখানে সঙ্কুচিত হওয়াতে পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে সেই খানেরই মৃত্তিকা, সাঁওতাল পরগণার ন্যায় কোঁকড়ান চুলের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। কিন্তু তাহা নহে; প্রায় সকল পর্ব্বতের নিকটই মৃত্তিকা কিয়ৎ পরিমাণে তরঙ্গাকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহা বহুদূরব্যাপী হয় না। দেখা যায় যে, গঙ্গার উত্তর পা'ড় হইতে হিমালয়ের নিকট পর্য্যন্ত ভূমি সাঁওতাল পরগণার ন্যায় কখনও নিবীড় তরঙ্গবিশিষ্ঠ নহে; যদিও অল্প তরঙ্গ থাকে, তাহাও রীতিমত তরঙ্গ বলিয়া অনুভূত হয় না। এই সকল কারণে কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করা যায় যে, পৃথিবী সঙ্কুচিত হইয়া প্রকাণ্ড হিমালয়কে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠাইয়া দিয়া, তাহার দক্ষিণে একশত দেড়শত মাইল-মধ্যে আর সাঁওতাল পরগণার মত সঙ্কোচের কার্য্য না দেখাইয়া, পুনরায় পীরপতি, জামালপুর হইতে আবার মনুষ্য-চক্ষে সঙ্কোচ দেখাইয়াছেন! হিমালয়ের উত্থানের ফল কি আর দেড়শত মাইল দৌড়িয়া দক্ষিণে আসিতে পারিত না?

আবার, ভূগর্ভ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবী স্থানীয় ভাবেও কাঁপিয়া থাকেন এবং একস্থল যখন স্ফীত হইয়া অল্পে অল্পে উঠিতে থাকে, তখন অপর স্থল বসিয়া যায়। যদি তর্কানুরোধে এই মতকে এস্থলে নিবীড় ভূতরঙ্গের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও ঐ মত সাঁওতাল পরগণায় খাটিতে পারে না। কারণ, তাহাহইলে গঙ্গার প্রবাহ-স্থলের সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আসিয়া পড়ে। গঙ্গা হিমালয় হইতে বাহির হইয়া যে দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তাহা একটী পৃথিবী-সঙ্কোচজনিত ভূতরঙ্গের সাধারণ নিম্নভূমি; অর্থাৎ হিমালয় হইতে দক্ষিণ মুখে একটী তরঙ্গ গঙ্গার গর্ভে শেষ হইয়াছে; আবার একটী বৃহৎ তরঙ্গ গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে উঠিয়া নর্ম্মদা উপত্যকায় সাঙ্গ হইয়াছে। যদি উপরিউক্তরূপে এক একটী বৃহৎ বৃহৎ ভূস্ফীরণ গননা না করিয়া সাঁওতাল পরগণার প্রত্যেক তরঙ্গকে পৃথিবীর সঙ্কোচজনিত হইয়াছে বলা যায়, তাহাহইলে গঙ্গার প্রবাহ-স্থল সাঁওতাল পরগণার উত্তর দিয়া না হইয়া উহার মধ্য দিয়া হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কারণ, যেরূপ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, সমুদ্র ক্রমে দক্ষিণ মুখে সরিয়া ভারতভূমির উদ্ভব হইয়াছে; এবং হিমালয় যে ভারতবর্ষের উদ্ধারের প্রথমে সমুদ্র হইতে মাথা জাগাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহার পর যখন হিমালয় দেখা দিল, তখন এরূপ অনুমান করা যায় যে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণেও কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত জলশূন্য হইয়াছিল। এই অবস্থায় হিমালয়ের মস্তকে যে বৃষ্টি পড়িত, তাহা গড়াইয়া অতি অল্প দূরে আসিয়াই সমূদ্রে মিশিত। তাহার পর যখন সমূদ্র আরও দক্ষিণে সরিয়া আসিয়া গঙ্গার বর্ত্তমান প্রবাহস্থলে আসিল তখনও গঙ্গার পথ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই বলিতে হইবে। তাহার পর যদি বলা যায় যে, সাঁওতাল পরগণা উঠিবার সময় পৃথিবী ঘন ঘন স্ফীতা হইয়াছিলেন; তাহাহইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সমুদ্রের জল যেমন দক্ষিণদিকে স্থান ভ্রষ্ট হইতে লাগিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের শিরঃপাতিত বৃষ্টির জলও দক্ষিণ মুখে ঐ ভূস্ফীরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাদ কাটিয়া সমূদ্রে পতিত হইবারই সম্ভব ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। গঙ্গা আমাদিগের মতে, উক্ত ভূস্ফীরণের নিম্নস্থল দিয়া আসিয়া, বঙ্গদেশে যখন সমূদ্র ছিল সেইখানে আসিয়াই পড়িয়াছিলেন; এবং নিজের জোরে

ঢাকা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, বঙ্গ-বদ্বীপ উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দক্ষিণমুখ হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

সাওতাল পরগণার ভূতরঙ্গের কারণ স্থানীয় ভূস্ফীরণ বলিতে পারি না; উহা সমুদ্র-জলের ধীর প্রবাহ হইতেই উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়; এবং যে কারণে নদীর চরের উপর ঘন-সন্নিবিষ্ট বালুকা-তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, এও সেই কারণেই হইয়াছে। এসিয়া মহাদেশে প্রধানত চারিটী ভূসঙ্কোচের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—(১) একটী উত্তর মহাসাগর হইতে তির্ব্বত পর্য্যন্ত, (২) তির্ব্বত হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা, (৩) গঙ্গা হইতে নর্ম্মদা উপত্যকা, (৪) নর্ম্মদা হইতে কাবেরি পর্য্যন্ত। তাহার দক্ষিণে, কালে লঙ্কার দক্ষিণেও—যেখানে এখন সমুদ্র আছে সেখানে, আবার আর একটী পর্ব্বত ও নদীর উপত্যকা হইতে পারে। পৃথিবীর সঙ্কোচজনিত স্ফীরণ প্রায় অল্পস্থল জুড়িয়া হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। উপর্য্যুক্ত কয়েকটী স্ফীরণের সীমাতেই কয়েকটী বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইতেছে; যথা,—(১) সাম্পু বা ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, (২) গঙ্গা, (৩) নর্ম্মদা, তাপ্তী, (৪) কাবেরি। আর, এই সকল ভূস্ফীরণের মধ্যাংশই অধিক উচ্চ ও দুই ধার ঢালু আছে। যথা, প্রথমের উচ্চস্থল আল্‌টাই ও মঙ্গোলিয়ার সানুভূমি, দ্বিতীয়ের হিমালয় ও তৎসন্নিহিত ভূমি, তৃতীয়ের বিন্ধ্য-পার্ব্বতীয় স্থল ও মহানদীর উৎপত্তি স্থল এবং চতুর্থের দক্ষিণ সানুভূমি (Decan Plateau) নিলগিরী পর্য্যন্ত। ভূমিকম্পে কোন স্থল ঈষৎ ফাঁপিয়া উঠিতে পারে ও কোন স্থল নামিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক যেরূপ সঙ্কোচে পর্ব্বতাদির উদ্ভব হয়, সেইরূপ সঙ্কোচ, ভূমিকম্পের ভূস্ফীরণের ন্যায় অল্প স্থল ব্যাপী নহে।

সাওতাল পরগণায়, ভূতরঙ্গ ব্যতীত অনেক গুলি পর্ব্বতও আছে। এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি ভূতরঙ্গ গুলি সমুদ্র-জল-প্রবাহের গুণে উৎপন্ন হওয়া বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে পর্ব্বত গুলির উৎপত্তি কি রূপে হইল? উহারাও কি ভূতরঙ্গ গঠনের সমকালীন? উহারা ভূতরঙ্গের সমকালীন নহে, এবং ভূতরঙ্গের অনেক পূর্ব্বে উহারা যে ভূসঙ্কোচে মৃত্তিকা মোচড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। উহার এই এক প্রমাণ যে, অন্যান্য ভূতরঙ্গের অপেক্ষা পর্ব্বত গুলি বহুতর উচ্চ এবং উহাদের অভ্যন্তরের প্রস্তরের গঠন ও অবস্থাতে ভূতরঙ্গের আভ্যন্তরিক অধিকতর প্রস্তরের গঠন অপেক্ষা অধিক প্রাচীন কালের গঠন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রস্তর সকলের অবস্থা পাঠকগণের বিদিতার্থ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। যদিও ভূগর্ভ হইতে উঠার পর পর্ব্বত ও ভূতরঙ্গ সমুদয় শত শত বর্ষ ধরিয়া বৃষ্টি, হিম, তুষার, বায়ু প্রভৃতি প্রস্তর-ক্ষয়কারী-কারণের দারুণ কার্য্য সহ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে চূর্ণ ও ক্ষয় হইয়া নিম্ন হইতেছে, তথাপি পর্ব্বতগুলির উচ্চতা দেখিলেই, দর্শকমাত্রেই তাহাদিগকে সমধিক প্রাচীন কালের না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। ঐ সকল পর্ব্বত উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে আমাদের এই বিবেচনা হয় যে, প্রথমে গভীর সমুদ্রগর্ভে বালুকা, কর্দ্দম, চুণ ও অন্যান্য ধাতু জলের প্রবাহে আসিয়া পড়িয়া, সমুদ্রের গহ্বর সর্ব্বাংশে ভরাট করে। আর, এইরূপে বহুকালে ভরাট হইয়া ভরাটী স্তরগুলি শিলাতে পরিণত হয়। পরে পৃথিবী আভ্যন্তরিক তাপের তারতম্যানুসারে যেমন অঙ্গে অঙ্গে স্ফীত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতাও কমিতে লাগিল, এবং জলের প্রবাহের তেজও কমিল। তখন প্রকৃতির নিয়মানুসারে অন্যান্য ধোয়াট আসিয়া যেখানে শিলার গঠন হইয়া মাটি ফেঁপসাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে জমা হইতে লাগিল। এই সকল কথা শুদ্ধ অনুমানে নির্ভর করিয়া কহিতেছি না; কারণ, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, বৃহৎ বৃহৎ নদীর মুঁতির মুখ যদি একবার কোন কারণে বালুকা আসিয়া অল্প পরিমাণে জমে, তবে দুই এক মাসের মধ্যেই সেই মুঁতির মুখ বালুকায় বন্ধ হইয়া যায়। আরও দেখা গিয়াছে যে, যেখান দিয়া জল বালুকা শয্যার উপরে ঝির ঝির করিয়া যায়, যদি তাহার মধ্যে একটি কাটি বা অঙ্গুলী পুতিয়া দিয়া জলের বেগ রোধ করা যায়, তাহাহইলে দেখিতে দেখিতে সেইখানে অঙ্গুলীর নিকট বালুকা আসিয়া অন্যান্য স্থল অপেক্ষা অধিক জমিতে থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মই এই যে, কোন গতিকে কতকগুলি অণু আসিয়া প্রথমে এক স্থলে জমা হইয়া যে কোন প্রকারের গঠন উৎপন্ন করিতে পারিলেই অপর অণু আসিয়া সেই গঠন উৎপন্ন করিতে সহায়তা করে। সেইরূপ যখন সমুদ্রগর্ভে বালুকা কর্দ্দম প্রভৃতি আসিয়া গভীর স্থল ভরাট আরম্ভ করিয়া ক্রমে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উন্নত হইতে লাগিল এবং স্তরে স্তরে তাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তরীভূত না হইতে হইতেই আবার অন্যান্য ধোয়াট ধরিয়া ক্রমে অধিক উচ্চ রূপে পরিণত হইতে লাগিল, তখন যে সেই ভাবেই তাহারা প্রস্তরীভূত হইতে পারে নাই তাহার বিপরীত কারণ কিছুই দেখা যায় না। স্তর যে ভাবেই থাকুক না কেন, প্রস্তর হইবার অনুকূল অন্যান্য বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই, সেই স্তর প্রস্তরীভূত হইতে পারে। ক্রমে আমি এই কথার প্রমাণে সাঁওতাল পরগণার ভূতরঙ্গের আভ্যন্তরিক অবস্থাতেই পাঠকগণকে আরও দেখাইব সাঁওতাল পরগণার যে যে স্থল প্রস্তরের অনুকূল অবস্থায় ছিল, সেই সেই স্থলেই প্রস্তর জমিয়া গিয়াছে ও যে যে স্থল সেরূপ অনুকূল অবস্থা পায় নাই তথায় প্রস্তরও জনিতে পারে নাই।

অদৃষ্ট।

সংসারে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। একমাত্র সুখ-ভোগের ইচ্ছা মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুখের জন্য মনুষ্য পরপদসেবা, পরলাঞ্ছনাভোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদাসৎ সকল কার্য্যই অনায়াসে করিতেছে। কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সুখ এজগতে কয়জনের আয়ত্তাধীন? অদম্য ইচ্ছা, অপার চেষ্টা, অসীম অধ্যবসায় সত্বেও আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না কেন? যে সুখোদ্দেশে তুমি আনুসঙ্গিক যত্ন, কৌশল-উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণমনস্কাম-প্রায় হইয়াছ, আর বিলম্ব নাই—এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই তোমার আশাপূর্ণ; অভিলষিত বস্তু করায়ত্ত! এমন সময় তোমার অগোচরে, অলক্ষিতে, অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব ভাবে তোমার বহ্বাশা—আকণ্ঠ আকাঙ্খা ও অদম্য উদ্যম অতলজলে নিমজ্জিত করিয়া তোমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল! তুমি আশায় নিরাশা—হস্তগতপ্রায় আরাধ্যধনে বঞ্চিত হইয়া নিরুৎসাহে নির্জ্জীবিত ভাবে মনোদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলে—"অদৃষ্টে নাই।" তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবও দুঃখিতান্তকরণে "তোমার অদৃষ্টে নাই" বলিয়া খেদ করিলেন। বাস্তবিক অদৃষ্টই কেমন অনন্ভূত ও অলক্ষিত ভাবে সকলকে চালিত করে।

"কালের কুটিল গতি, অদৃষ্ট কঠিন অতি,
কি ভাবে কখন থাকে বুঝা নাহি যায়!
মনুষ্য ভাবেন আমি হলেম ব্রহ্মাণ্ডস্বামী,
অদৃষ্ট টানিয়া তায় অতলে ফেলায়।"

মনুষ্য অদৃষ্টের দাস। অদৃষ্ট ভিন্ন মানব নাই। কিন্তু অদৃষ্ট সকলের অ—দৃষ্ট—অ—দৃষ্টপূর্ব্ব। অদৃষ্ট অচল অনড় নয়!—সচল অনবরত অস্থির। জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। কিছুই অপরিবর্ত্তিতরূপে চিরকাল

এক ভাবে থাকে না। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে, সসাগরা ধরা শশীসূর্য্যগ্রহউপগ্রহ পর্য্যন্ত চিরদিন এক ভাবে থাকিয়া একই নিয়মে কার্য্য করে না। অদৃষ্টও কখন এক ভাবে এক পথে চলে না। অদৃষ্ট মনুষ্যকে নিয়ত চালায়; মনুষ্যও অদৃষ্ট ছাড়া চলিতে পারে না। এমন মানব নাই, যাঁহাকে অদৃষ্ট অদৃশ্য হইয়াছে; অথচ চিরঅদৃশ্য ভাবে অনবরত মনুষ্যকে চালাইতেছে। কি বৃত্রাসুর-অরি সুর-রাজ বাসবসদৃশ সমকক্ষশূন্য সসাগরা সদ্বীপার সম্রাট; কি শত শত দাসদাসী পরিবেষ্টিত, বিবিধ বিষয়-বিভবে পরিবৃত ইন্দ্রালয়-প্রতিম রম্য হর্ম্ম্যবাসী ধনী; কি পত্রকুটীর-শূন্য তরুতল-শায়ী মুষ্ট্যন্ন কাতর দীনহীন দরিদ্র; কি সুচারুদর্শন কার্ত্তিকোপম কমনীয়কান্তি যুবা; কি তিলোত্তমোপমা মরামর-মনোহারিণী সকল লোক-ললামভূতা সর্ব্বাঙ্গললিতা ললনা; কি ললিতমাংস, গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ; কি সর্ব্বজনপ্রিয় শারদ-শশাঙ্কসদৃশ চারুদর্শন বালক; কি বণিতা-সুতা-সুত পরিবার-পরিবেষ্টিত গৃহবাসী; কি জটাজুটধারী শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী; কি সদাচাররত নানাক্রিয়াকলাপসম্পন্ন ঈশ্বরানুরাগী ধার্ম্মিক; কি কর্ম্মকাণ্ডহীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অবিশ্বাসী অধার্ম্মিক; কি নানাবিদ্যাবিশারদ সুরাচার্য্যনিভ মহা-জ্ঞ; কি 'ক'-অক্ষর-অজ্ঞাত হিতাহিতহীন ঘোর মহাজ্ঞ কেহই অদৃষ্ট ছাড়া নয়। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী, অদৃষ্টও তেমনি মানব সহগামী। পরমেশ্বর যেমন মন-বুদ্ধি-নয়নাগোচর, তাঁহার স্বরূপ রূপ কোনরূপে প্রত্যক্ষ হয় না; ও কার্য্য কেবল ইঁহার অনুমান ও নিত্য-প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, অদৃষ্টও তদনুরূপ। অদৃষ্ট কাহারও অদৃষ্টে দৃষ্টিপথে পতিত হয় না; মানব দেহের কোন্ স্থানে কি ভাবে অবস্থিত, তাহাও জানিতে পারা যায় না; অকৃতি, প্রকৃতি, তাঁহার আচরণ, বিচরণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কার্য্য দৃষ্টে তাহার অনুমান ও অস্তিত্বে অধিক বিশ্বাস। অদৃষ্ট যেমন মনুষ্য ছাড়া নয়, তেমনি সকলের অদৃষ্ট সমান নহে এবং চিরদিন সমভাবে থাকে না। কাহার অদৃষ্ট কখন কি ভাব ধারণ করে, তাহার স্থিরতা নাই। যে অদৃষ্ট প্রভাবে হিন্দুনরপতিগণ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিয়াছেন ও সমগ্র জাতির দ্বারা পুজিত হইয়াছিলেন, সেই অদৃষ্ট প্রভাবে একদিন মুসলমান জাতি আর্য্য-বীর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ দিল্লীর ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরঃ"-রূপে হিন্দু জাতিকে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়াছেন, আবার সেই অদৃষ্ট প্রভাবেই দূর সমুদ্র পার হইতে ইংরাজজাতি প্রবল প্রতাপ মুসলমানের রাজদণ্ড লণ্ডভণ্ড করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-পূজ্য হইয়া একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে অদৃষ্ট বলে দশানন ত্রিভুবন-বিজয় ও দেবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া 'শমন-দমন-বারণ রাজা' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, সেই অদৃষ্ট ফলেই তিনি আবার ক্ষুদ্র নরবানরের হস্তে সবংশে নিধন হইয়াছিলেন। যে অদৃষ্টগুণে বিক্রমকেশোরী ইন্দ্রজিৎ বৃন্দারকবৃন্দ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেই অদৃষ্ট বিগুণেই বীরকুলচূড়ামণি রাবণির শোচনীয় পরিণাম! অদৃষ্টফলে বিপুল-ভুজ-বলশালী অতুলপম বিক্রম অর্জ্জুন ও ভীমসেন-রক্ষিত ধর্ম্মাবতার পুণ্যবান যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশ, বনবাশ, পরাধীন গ্রহে পরগৃহেবাস হইয়াছিল। অদৃষ্টের খেলা এইরূপই। অদৃষ্টগুণে মানব কখন কোন্ অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য কাহারো নাই। কালি যাহাকে স্বর্ণকিরীটিনী সৌধরাজিবিভূষিত রাজপুরীতে রাজভোগে থাকিয়া পদদম্ভে মেদিনী কম্পিত করিতে দেখিয়াছি, আজি তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রাণান্তকর দুঃখে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া

দিনান্তে একবার উদর পোষণ করিতে দেখিতে পাই। কখনও দীনদরিদ্র লক্ষপতি হইয়া সুরম্য রাজভবনে বিপুল বিভব উপভোগ করিয়া অমরাবতীর বিভবকেও বিদ্রূপ করিতেছে। আজ যাহাকে ধনে জনে অষ্টবান্ বলিয়া সকলে মান্যগণ্য করিতেছে, অদৃষ্টই তাহাকে কাল্ পথের ভিক্ষারী করিয়া ঘৃণা অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী নির্ধন, সাধু, অসাধু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রেই অদৃষ্টের ক্রীড়নক। হিন্দু মুসলমান, য়িহুদী, খৃষ্টান সকলেই অদৃষ্টের অধীন। অদৃষ্ট সকলকে লইয়া খেলা করে। কিন্তু অদৃষ্টের আকার, অদ্ভুত ব্যবহার অবধারণ করা অমরেরও অসাধ্য। অদৃষ্ট কাহাকে বাড়াইতেছে, কাহাকে কমাইতেছে, কাহাকে অপার আনন্দে ভাসাইতেছে, কাহাকে নিরাশনীরে নিমজ্জিত করিয়া নিয়ত কাঁদাইতেছে। অদৃষ্টের অনুকুলতায় যেমন অসম্ভব সম্ভব, দুর্লভ সুলভ, আশার অধিক অনায়াস-লভ্য; তাহার প্রতিকুলতায় সাধ্যায়ত্ত করায়ত্ত এমন কি করগতও, অদৃশ্য হয়। যে মীন জীবন-ছাড়া হইলেই জীবন-ছাড়া হয় এবং একবার জীবন গেলে আর পুনর্জ্জীবন কখনও পায় না, শ্রীবৎস রাজার অদৃষ্টে হস্তগত দগ্ধ-মৎস জীবন্ত হইয়া হস্তচ্যুত হয়! বাস্তবিক অদৃষ্টের কোপে পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। বিদ্যা বুদ্ধি, রূপ-যৌবন, যশমান-গৌরব কিছুই অদৃষ্টের অলক্ষ্যগতি নিবৃত্তি করিতে পারে না এবং অদৃষ্টের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক অব্যর্থ কুহকে সকলের সকল কৌশলই ব্যর্থ হয়।

বাঘের বাসায় মানুষ বাঁচে!

অনেক সময়, সুসভ্য মানবজাতির সহিতও নীচ জীব-জন্তুদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এমন কি, যে সকল বন্য জন্তু আমাদের নিকট 'অতি নির্দ্দয় হিংস্র' বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সময়ে সময়ে অনেক মনুষ্যোচিত গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মদোষে অনেক মনুষ্যও যেমন অনেক সময় মনুষ্য-পশু, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে নীচ জাতীয় পশুও তেমনই অনেক সময় পশ্বাকারে মনুষ্য। কল্পিত কল্পনা নহে, এমন অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনাও দেখা গিয়াছে যেখানে মনুষ্য-সন্তান মনুষ্যের আশ্রয় পায় নাই; কিন্তু নীচ প্রাণী-জগৎ তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। কত মনুষ্য-সন্তান বিপাকে পড়িয়া বা পিতৃমাতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, অনেক সময় পশুকর্ত্তৃক পশু-সহবাসেই প্রতিপালিত হইয়াছে; এবং শেষে, তাহাদের আকৃতিগঠন মনুষ্যের প্রায় থাকিলেও, তাহারা সম্পূর্ণ পশুভাবাপন্ন হইয়া আসিয়াছে। জিলবার্ট হোয়াইট নামক জনৈক প্রসিদ্ধ লেখক তাঁহার প্রণীত সেলবোর্ণের প্রাকৃতিক ইতিহাসে * প্রায় এইরূপ প্রকৃতির একটী বালকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের গ্রামে একটী বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতির বালক থাকিত; শৈশব হইতেই মধুমক্ষিকার প্রতি তাহার কি এক অপূর্ব্ব আশক্তি জন্মে। মৌমাছিই তাহার ক্রীড়ার বস্তু, তাহার খাবার সামগ্রী, তাহার সর্ব্বেসর্ব্বা। কি বন উপবনে, কি নদনদী-তীরে সর্ব্বত্রেই সে কেবল মধুমক্ষিকারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। কি মধুমক্ষিকা, কি সাধারণ মক্ষিকা সর্ব্বপ্রকারের মক্ষিকাই সে অনায়াসে অনাবৃত হস্তে ধরিতে পারিত ও তাহারাও যেন তাহাকে হুল ফুটাইবার কোন চেষ্টাই পাইত না। এইরূপে মধুমক্ষিকা ধরিয়া সে অনায়াসে তাহাদের হুল ভাঙ্গিয়া দিত ও তাহাদের মধু-কোটর হইতে মধু চুষিয়া খাইত। কখনও কখনও

* Vide Gilbert Whites 'Natural History of Selborne'.

সে তাহার জামার মধ্যে বা পকেটে পুরিয়া তাহাদিগকে ধরিয়াও আনিত; কিন্তু তথাপি কেহই তাহার গাত্রে হুল ফুটাইত না। আর, সে সর্ব্বদাই যেন মৌমক্ষিকার মত গুণগুণ স্বরে গান করিত; তাহার গলার স্বর স্বতঃই যেন মৌমাছির স্বরে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল। যদি কখনও সে তাহার প্রিয় সহচরগণের সঙ্গে না থাকিতে পাইত, তাহাহইলে তাহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইত। আর, এইহেতুই বয়স্থ হইলে সে যখন কোন অপর গ্রামে স্থানান্তরিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই তাহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

রেক নামক জর্ম্মাণ-দেশীয় জনৈক প্রাণীতত্ত্ববিৎ সমপ্রকৃতির একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রুসীয় যুদ্ধের পর ডুসেল্‌ডর্ফ সহরে ডিনি একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; সেখানে শত শত অনাথ বালক—যুদ্ধের সময় দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া যাহারা প্রাণ লইয়া বনে বনে বেড়াইতেছিল, তাহারা—প্রতিপালনার্থ রক্ষিত হয়। একদিন তথায় একটী বড়ই কৌতুকপ্রদ বালককে আনয়ন করা করা হয়; সে বালক নাকি বন্য শূকরের দলে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গেই চতুষ্পদের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার গাত্র পুরু মলায় আবৃত; পরিধেয় বস্ত্রের সামান্যমাত্র ছিন্ন অংশ তাহাতে জড়িত। তাহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত; বোধ হয় যেন আত্মরক্ষার্থ অপর কোন জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহার এই ভাব ঘটিয়াছে। যাইহোক, শেষে সন্ধানে জানা গেল, বালকটী তত্রত্য কোন গ্রামে শূকরপালকের কর্ম্ম করিত। রাত্রিকালেও তাহাকে শূকরের ঘরে তাহাদিগকে আগুলিয়া শুইয়া থাকিতে হইত; আর, এই অবসরে, গভীর রাত্রিতে প্রভুর অজ্ঞাতসারে সে প্রতিদিনই বাঁট হইতে চুষিয়া চুষিয়া শূকরের দুগ্ধ পান করিত। ক্রমে যখন ফরাসী-বিপ্লবে তাহার প্রভুর ঘরবাড়ী ধ্বংস হইল, সেও তখন ঐ সকল শূকরদলের সহিত প্রাণ লইয়া বনে পলাইল এবং বহুদিন যাবৎ তাহাদের সহিত এইরূপে বনেই বাস করিতেছিল।

বহুদিন পরে সে যখন এইরূপে ধৃত হইল, তখন আর তাহার মনুষ্য-প্রকৃতি নাই; সে ভালরূপ কথা কহিতেও পারে না—যাও কথা কহে, তাহাও শূকরের ন্যায় অস্ফুট স্বরবিশিষ্ট। পরিষ্কার বিছানা পাতিয়া দিলে সে তাহাতে শুইতে কষ্ট বোধ করে; স্বতঃই হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। শূকরের প্রতিই সর্ব্বদা যেন তাহার আন্তরিক আশক্তি; সে কেবল শূকরের সহিত থাকিতেই ভাল বাসিত; আর, শূকরগণও যেন তাহার হাবভাব অনায়াসেই বুঝিতে পারিত।

আর একটী বিকৃত বালক ঐ সময় অনাথাশ্রমে আনীত হয়, তাহার প্রকৃতি অনেকাংশেই বিহঙ্গের প্রায়। পক্ষীর মত তাহার চক্ষুর আড়-দৃষ্টি; মুখের সাদৃশ্যও অনেকাংশে পক্ষীর সমান। মানুষের স্বরে সে কথাই কহিতে পারে না; কিন্তু সদাই সুস্বরে গায়ক পক্ষীর মত গান গাইতে পারিত। অনুমিত হয়, সে তাহার জীবনের অধিকাংশ কালই অরণ্যে অরণ্যে কাটাইয়াছে; সে স্বভাবের বশে বৃক্ষে বসিয়া, পক্ষীর ডিম্ব চুষিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে।

এইরূপ মেষশাবকের পালে থাকিয়া, কুকুরের দলে মিশিয়া, পক্ষীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্য যে জীবন বাঁচাইতে পারে, কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রেই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের পৌরাণিক ইতিহাসে শকুন্তলা প্রভৃতির কথা, পারসীক ইতিহাসে সাইরস্ প্রভৃতির গল্প এবং প্রাচীন রোমকের রোমিউলস্ ও রিমসের কাহিনী ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এইরূপ অনেক কথাই জানা যায় বটে, কিন্তু

ব্যাঘ্রের ক্রোড়ে মনুষ্য-শিশু বড়ই চমকপ্রদ!

স্যার উইলিয়ম শ্লিমন নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ এই ভারতবর্ষেই কিন্তু স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন ও বিস্তর লোককে দেখাইয়াছেন। তিনি তাহাদের যেরূপ বিবরণ প্রদান করেন, তাহাও বড়ই কতুকপ্রদ। তিনি বলেন,—গাঙ্গিনীর অন্যতর শাখা গোমতী-তীরস্থ নিবীড় জঙ্গলসমূহে আজি পর্য্যন্ত বিস্তর ব্যাঘ্র দেখা যায় এবং তাহারা মধ্যে মধ্যেই নিকটস্থ নগর ও গ্রাম সমূহ হইতে লোকের সন্তানাদি লইয়া পলায়ন করে। তথাকার হিন্দুরা ব্যাঘ্র-বধ পাপকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন ও গ্রামের মধ্যে এক বিন্দু ব্যাঘ্রের রক্ত পড়িলে, গ্রাম অগ্নি বা অস্ত্র দ্বারা উৎসন্ন যাইবে, আশঙ্কা রাখেন। আর, গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঘ মারিলে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিলেও, এই হেতু তাহারও কোন উদ্যোগ হয় না ও দিন দিন বাঘেই লোকের শিশুসন্তান লইয়া পলায়ন করে। এই প্রদেশের সুলতানপুর নামক স্থানে একদিন একটী বালক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় ও তিনি বালকটীর আকারপ্রকার ও ভাবভঙ্গিতে ব্যাঘ্রের সহিত আশ্চর্য্যরূপের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পান। একটী ব্যাঘ্র ও তাহার তিনটী শাবকের সহিত বালকটী ব্যাঘ্রের মত হামাগুড়ি দিয়া নদীতীরে জলপান করিতে আসে। এই সময় কৌশল করিয়া সে ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়াও নানারূপে পলাইবার চেষ্টা পায়। পরে গৃহে আনিয়া তাহাকে রন্ধন করা মাংস খাইতে দিলে সে তাহা ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিত এবং কাঁচা মাংস পাইলেই তাহা আদরের সহিত ভক্ষণ করিত। আহারের সময় নিকটে কুক্কুরাদি থাকিলে, সে তাহাদিগকে আপনার খাদ্যদ্রব্যের অংশ দিতে পারিত; কিন্তু সে সময় নিকটে কোন মানুষ দেখিলে কেবলই 'গোঁ গোঁ' স্বরে চীৎকার করিয়া ভয় দেখাইত। তাহার নিকটে কখনও কোন বালকবালিকা যাইলে, সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইত; কুক্কুরের মত চেঁচাইত এবং কামড়াইবার চেষ্টা পাইত। কাপ্তেন নিকোলেটস্ নামক একজন সৈন্য পরে ঐ বালকটীকে গ্রহণ করেন। তাঁহার সবিশেষ দয়া ও যত্নে বালকটী কিন্তু পরে অনেকাংশে তাহার হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করে এবং লোক দেখিলেই তাহার কামড়াইতে যাওয়া অভ্যাসও কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আসে। এসময় রন্ধন করা মাংসও খাইতে শিখে; তবে কাঁচা মাংসই বরাবর তাহার অধিক প্রিয় ছিল। যাইহোক, সে কিন্তু তখনও মানুষের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিত না; কুক্কুর কিম্বা শৃগালগণই তাহার প্রিয় ক্রীড়াসঙ্গী ছিল। কাপড় পরাইলে সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না; এমন কি, অতি শীতের সময়ও গায়ে কাপড় দিয়া দিলে সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত। তুলার সুনরম গদী পাতিয়া পরিষ্কার বিছানা করিয়া দিলে, সে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং তুলাগুলি খাইবার চেষ্টা পাইত। এইরূপে বার বৎসর কাল কাটাইয়া সামান্য জ্বরে তাহার মৃত্যু হয়। এতাবৎ সে কোন কথাই কহিতে পারে নাই; কিন্তু মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে তাহার মনে যেন একবার তাহার শৈশবকাহিনী উদিত হইয়াছিল। পীড়ার কষ্ট প্রকাশ করিয়া—"বড় তৃষ্ণা একটু জল দেও" বলিতে বলিতেই তাহার জীবনলীলার অবসান হয়।

স্যার উইলিয়ম এইরূপ আরও সাতটী ব্যাঘ্র-পালিত শিশুর বিবরণ প্রদান করেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার নিজের চোখের দেখা। ইহার মধ্যে একটীর প্রধান ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা মাঠে কাজ করিবার সময় তাহাকে বাঘে লইয়া যায় এবং, এই ঘটনার ছয় বৎসর পরে পূর্ব্বমত ব্যাঘ্র-শাব-

কের সহিত জলপান করিতে যাইয়া ধৃত হয়। এ বালকও আর কখনও কথা কহিতে পারে নাই ও কাপড় পরিতে চাহিত না। অধিকন্তু এ আবার মাঝে মাঝে এইরূপ নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত যে, তাহার পিতামাতা অনেক সময় তাহাকে খুঁজিয়াই পাইত না।

এদেশের ন্যায় ইউরোপেও এইরূপ ব্যাঘ্র-পালিত অনেক সন্তান পাওয়া গিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের পরিচয় আর এখানে দিবার আবশ্যক বোধ করি না। তবে এই সকল দেখিয়া মনে স্বতঃই এই ভাবের উদয় হইতেছে যে,—জগৎপাতার কি অপূর্ব্ব মায়া-কৌশল!—সে কৌশলে ব্যাঘ্রের ক্রোড়েও মানুষ পালিত হয়! কিন্তু আক্ষেপ, এই সুসভ্য মানব আমরা,—তাই আমরা অনেক সময় সে মায়াও ত্যাগ করিতে পারি!

হিন্দু-মুসলমানে।

হাতে হাতে প্রমাণ পাইলেও আমরা বুঝিতে চাহি না। একটু ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংরাজের ঘর, তের জন লইয়া ইংরাজের ঘরকন্না। ইংরাজ যদি কেবল দৈহিক বলসমষ্টি লইয়াই ভারতশাসন করিতে আইসেন, তবে পথেই তাঁহাকে সদ্য মারা পড়িতে হয়। কামান কি শুদ্ধ তরবারির সাহায্যেও তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। বিংশ কোটি মানবের সঞ্চালনে কামানের মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অস্ত্র সঞ্চালনের স্থানাভাব ঘটে। অত কেন, বিংশ কোটি লোকের নিশ্বাসেই ইংরাজের ক্ষুদ্র দ্বীপ টলিয়া উঠে। কাজেই ইংরাজকে মাথায় কতকটা কুটবুদ্ধি লইয়া ঘর করিতে হয়। আমরা যদি হিন্দু মুসলমান, শিখ, রাজপুত, সবাই মিলিয়া মিশিয়া থাকি, তাহা হইলে আর কি হইল? ইংরাজ তাহা চান না। আমাদের সমবেত বল ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, ইংরাজের কার্য্যের প্রতিকূলতা করে, ইহা ইংরাজের অভিপ্রায় নয়। তাই ইংরাজ আমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া কাজ হাতাইতে চাহেন। ষাঁড়ে ষাঁড়ে বিরোধ বাধাইতে পারিলেই নেকড়ের কার্য্য সিদ্ধি; হিন্দু মুসলমান, দুইটাকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারিলেই ইংরাজের 'পোয়া বার'।

প্রবল জাতিভেদ বর্ত্তমান থাকিতেও লর্ড রিপনের সময়ে আমরা উভয় জাতি রাজনৈতিক ভাবে সম্মিলিত হইবার কতকটা ইচ্ছা ও মুখপাত দেখাইয়াছি। এ দিকে তাহার প্রতিকারও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, "হিন্দুরা এত ক্ষণ তোমাদিগকে গালাগালি দিতেছিল"—মুসলমানকে এ কথা বলিয়া, অথবা "মুসলমানেরা তোমাদের গায়ে থুথু দিয়া জাতি নাশ করিতে চায়"—হিন্দুকে এমন কথা বুঝাইয়া অবশ্য ইংরাজ বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা পাইবেন না। ইংরাজ মুসলমানের সহিত সমদুঃখসুখী হইবার মত ভাণ করিয়া বুঝাইলেন,—"মুসলমান এই সে-দিনকার রাজার জাতি; ইহার উন্নতি নাই, বড় দুঃখের কথা; অতএব ইহাদের উপর বিশেষভাবে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে; ইহারা যখন স্কুলে পড়িবে, তখন পড়া বলিতে পারুক না পারুক, বেশি বেশি বৃত্তি পাইবে, আর যখন কাজ করিতে যাইবে, তখন কাজ করিতে পারুক না পারুক মোটা মোটা মাহিয়ানা পাইবে। আর একটা কথা, একই কাজের জন্য হিন্দু মুসলমান, উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলে, মুসলমান অনুপযুক্ত হইলেও, তাহাকেই কাজটি দিতে হইবে।" মুসলমান বলিল,—ঠিক কথা। সাহেবের সূক্ষ্ম বিবেচনাকে সেলাম করিতে করিতে সে প্রস্থান করিল। হিন্দু বলিল,—কি অবিচার! মুসলমান আপনার বুদ্ধির দোষে গোঁ বজায় রাখিতে গিয়া নীচে পড়িয়া থাকিবে, তথাপি তাহার আলস্যের পুরস্কার করিতে হইবে এ

কেমন কথা! কাজেই সে পথে ঘাটে বাজারে হাটে, খবরের কাগজে, সকাল সন্ধ্যা গবর্ণমেণ্ট ও অনুগৃহীত মুসলমানদের উপর ঝাল ঝাড়িতে বসিল। মুসলমানদের এ গুলা ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং উভয়ের মধ্যে সহজেই একটা মুখবাঁকাবাঁকি আসিয়া দাঁড়াইল।

এখন ইহাতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, মিলিয়া মিশিয়া একটা কাজ করিবার প্রয়োজন হইলে, হিন্দু যদি মুসলমানকে ডাকিতে যায়, তবে সে সচ্ছন্দে মুখ ফিরাইয়া ভাল ছেলের মত বলে,—"না ভাই, আমাদের ওতে মত নাই—আমরা ওর কি জানি? যা ভাল, তা গবর্ণমেণ্ট আপনিই করিবেন, খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ ক'রে বিরক্ত করলে চল্‌বে কেন? যখন আমরা কাজের যোগ্য হ'ব, তখন তাঁরা আপনারাই দিবেন—চাইতে হবে না।"

এ কিন্তু মুসলমানের হৃদয়ের কথা নয়, তিনি নিজেও এ কথায় বিশ্বাস করেন না। কেবল স্বার্থের জন্য এবং উত্তেজনায় পড়িয়াই তাঁহাকে এ কথা কহিতে হয়। কিন্তু এই কথায় আবশ্যক স্থলেও তাঁহাকে হিন্দুর সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। অনুকূল বাতাসে তাঁহার কথা ভাসিতে থাকে, আংলো ইণ্ডিয়ানের আড়ে-বহরে-সমান কাগজ গুলায় তাঁহার কথার পর্ব্বতপ্রমাণ প্রশংসা বাহির হইতে আরম্ভ হয়, লাট উপলাট গণের নিকট হইতে তাঁহার কাজ বাজাইবার পথ ফালাও হইতে থাকে, কাজে কাজেই তাঁহার পক্ষে তখন তলাইয়া বুঝিবার বড় একটা অবকাশ হয় না। অথবা অবকাশ হইলেও, কি, কথাটা বুঝিলেও, স্বার্থের ঘোরে তাঁহার তদনুরূপ কাজ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, তাহা বড়ই গুরুতর, সকল সময়েই ভাবিবার বিষয় বটে।

তাই ইহার একটি প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া খুব শীঘ্রই দরকার। মুসলমান ইহাতে আপাততঃ লাভবান সুতরাং তাঁহার ত বক্তব্য কিছুই নাই। বিচারটা কিছু একচোখো এবং দেশীয় ভ্রাতা মুসলমানের ইহাতে উন্নতির আশাও নাই, হিন্দুরও আপত্তি এই পর্য্যন্ত, অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত হওয়াই উচিত। কেন না, পদ ও কার্য্যের সংখ্যা অল্প হইলে যে প্রতিযোগিতা জন্মিবে তাহাতে হিন্দুর উন্নতির পথ প্রশস্ত বই অপ্রশস্ত হইবে না। অপর পক্ষে এই অনুগ্রহে মুসলমানের আলস্য-বিলাস বাড়িবে বই কমিবে এমন আশা করা যায় না, তাই বলিতেছিলাম—দেশীয় ভ্রাতা মুসলমানেরও ইহাতে উন্নতিরআশা নাই, হিন্দুরও আপত্তি এই পর্য্যন্ত। জাতীয় সমাজ-নেতৃগণ এ বিষয়ে স্ব স্ব জাতিকে অনেক কথা বুঝাইতে পারেন এবং তাহাই প্রশস্ত। নচেৎ আজ মুসলমানের একটু ভাল দেখিয়া একেবারে যুদ্ধের সজ্জায় তাহার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়ান বুদ্ধিমান্ হিন্দুর কর্ত্তব্য নয়। রাজার যতটুকু অবিচার, স্থির ভাবে ততটুকু প্রতিবাদ করাই যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে দোষও হয় না। মুসলমান সমাজের সকল নেতাই কিছু সৈয়দ চৈয়দ নন, যাহা অবিচার তাহা তাঁহাদের নিকটেও অবিচার বলিয়াই গণ্য হইবে। সুতরাং হিন্দুর এ সময়ে এতটুকু ধীরতা অবলম্বন আবশ্যক, যাহাতে মুসলমান সমাজপতিগণ, প্রফুল্ল মনে হিন্দুদের এই প্রতিবাদে যোগদান করিতে না পারুন, অন্ততঃ হিন্দুদের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার প্রয়োজন বোধ না করেন। সময়টি বড় মন্দ, সমস্যাটি বড় কঠিন, এ সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বিশেষ ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করা উচিত।

কথা গুলি সকলের বড় মনের মত না হইতে পারে, আমরাও একথা না বলিলে বা না তুলিলে পারিতাম; কিন্তু রগড় উঠিতেছে, তাই বলিতে না জানিলেও সবাই বলিতেছেন

দেখিয়া জোর করিয়া দু কথা বলিলাম। মুসলমান হিন্দুর হউন, হিন্দু মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করুন; ইহাই আমাদের ইচ্ছা—আর ষাঁড়ে ষাঁড়ে বিবাদ করিয়া শিং না ভাঙ্গে এই আমাদের কথা।

নর-রাক্ষস।

লুকানর চেষ্টা।

পরদিন রবিবার। রাত্রিও অনেক হইয়াছে। একবার দেখা দিয়াই প্রতিপদ-চন্দ্র মুখ লুকানয়, গভীর অন্ধকারে এখন দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। এমন সময়, সেই নগরের প্রান্তস্থিত একটী গৃহে হটাৎ দুয়ার ঠেলার শব্দ হইল। গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ সন্তানটীর বড়ই শঙ্কট পীড়া উপস্থিত; তাই তিনি তখনও সজাগ ছিলেন; মাঝে মাঝে পুত্রকে ঔষধ খাওয়াইবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ দ্বারে শব্দ শুনিয়া সুতরাং তিনি চমকিয়া উঠিলেন; শশব্যস্তে, "কে ও—কে ও দুয়ার ঠেলে!" বলিয়া চীৎকার করিলেন।

উত্তর হইল,—"আমি!"

"আমি কে?"

"না, আমি—আমি!"

"ও'বুঝেছি; এত রাত্রে আপনি এখানে কেন!"

"বড় দরকার! দুয়ার খুলুন। পরে সকলই বল্‌চি।"

গৃহস্বামী দেখিলেন, আগন্তুক তাঁহার অনেক দিনের এক পরিচিত বন্ধু; সুতরাং একবার দুয়ারটাও না খুলিয়া দিলে ভাল দেখায় না। যাইহোক, 'বাড়িতে তো কখনই থাকিতে দিব না', মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অতঃপর তিনি আগন্তুক ব্যক্তিকে দুয়ার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক অতঃপর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্বামী।—"আপনি এত রাত্রে যে!"

আগন্তুক।—"আজ আপনার এই খানেই আমি থাকবো। একটু কাজে গ্রামান্তরে গিয়াছিলাম, আসিতে রাত হইয়াছে। আর, হাঁটিতেও পারি না; বাড়িতেও এত রাত্রে দুয়ার খোলা পাওয়া কষ্টকর। তাই আপনার এখানে এলেম। আজ এই খানেই থাক্‌বো।"

"মাপ করবেন; আজ আমার এখানে থাকাটা ভাল দেখায় না।"

"কেন?"

"কেন!—আপনি তা' জানেন নাকি! এই খানিক আগে আপনার নামে এক ওয়ারেণ্ট লইয়া জনকয়েক পুলিসের পেয়াদা ও আপনার মনিব মহাশয়ের সম্বন্ধী এখানে আসিয়াছিলেন!"

"অপরাধ!"

"কি অপরাধ, তা' আমি কি করিয়া জানিব? তবে বাজারগুজব এই যে, আপনি আপনার মনিব মহাশয়কে নাকি বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন এবং তাঁ'র একমাত্র পুত্রটীকে পর্য্যন্ত হত্যার চেষ্টা করিয়াছেন। আর, সেই জন্যই আপনার নামে একেবারে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। অধিক কি, আপনাকে কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে দে হাজার টাকা পর্য্যন্তও পুরস্কার পাইতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক বাবুটী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; ভাবিলেন,—"এও সে সকল শুনিয়াছে!" যাইহোক, গৃহস্বামীকে আবার বলিলেন,—"সে সব কথায় আপনার আর কি ভয়! রাতটী বৈ ত আমি আর আপনার এখানে থাক্‌বো না! এর মধ্যে আপনাকে আর কে ফাঁসিশূলি দিবে?"

গৃহস্বামী।—"তা' সত্য, তবে যখন একবার এসে খুঁজে গিয়াছে, তখন আপনাকে দেখে

আমি যদি না ধরিয়ে দিই, তাহাহইলে কি আমার পক্ষে অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই!"

বাবুটী।—"এ রাত্রে আর কি তা'রা এখানে আসবে? একবার এখানে যখন খুঁজে গিয়েছে, তখন আর না আসাই সম্ভব। তা'র পর, সকালে আমাকে আর পাবে কে?"

গৃহস্বামী।—"তা' না পায় ভালই। তবে এ অবস্থায় আমি তো আপনাকে কোন মতেই স্থান দিতে পারি না। বিশেষ, আমার বাড়ীতে পুত্রের বড়ই ব্যায়রাম,—কি জানি, কখন কি বিপদ ঘটে, বলা তো যায় না।"

এ উত্তরে আগন্তুকের চক্ষে যেন জল-আসা-ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি কান্না কান্না মুখে গৃহস্বামীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজ আপনার এখান ভিন্ন আমার যাইবার আর কোন যায়গাই নাই। বাড়ীর বাহিরে যেখানেই যাইব, সেই খানেই সকলে আমায় ধরিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরং আপনি না বাঁচাইলে আজ আর আমার কোনরূপে রক্ষা নাই। আমি আপনার আজ আশ্রিত; আপনি আমায় রক্ষা করুন।"—এই বলিয়া তিনি গৃহস্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গৃহস্বামী অতঃপর আর কি করেন? আগন্তুকের ক্রন্দনে তাঁহারও চক্ষে যেন জল আসিল। সুতরাং তিনি আর কোন মতেই 'না' বলিতে পারিলেন না। 'অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে!—আচ্ছা, আপনি থাকুন আজ!'—পরে এই বলিয়া গৃহস্বামী তাঁহাকে থাকিবার স্থান দিলেন। আগন্তুক বাবুটী শেষে ঐ বাড়ীর একটী নিভৃত স্থানে লুক্কাইত রহিলেন। আশা হইল, আজ আর কোন মতেই ধৃত হইব না। তার পর, কাল অপর বন্দোবস্ত করা যাইবে।

টোট্‌কা-টুট্‌কি।

সংগৃহীত হইয়া এবারও নিম্নে কয়েকটী টোট্‌কা-টুট্‌কি মুষ্টিযোগ প্রদত্ত হইল। আশা করি, উহাও বহু উপকারে আসিবে।

"রক্ত আমাশায়।—ইহার একটী ঔষধ এই—মুথার রস অর্দ্ধতোলা, আদার রস সিকি তোলা এবং পরিষ্কার চিনি দুই আনা পরিমাণে একত্র মিশাইয়া দুইবার সেবন করিলে উক্ত রোগের আশু উপকার হয়। বালক ও শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ ও সিকি মাত্রা সেবন বিধি।

অম্ল।—বহুমূত্রের পরেই বোধ হয় অম্ল-পীড়ায় এদেশের শিক্ষিত এবং ছাত্র-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ডাক্তার কীও অম্লের এইটি অতি সহজ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁর মতে লেবুর রস যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিলে অজীর্ণ এবং অম্ল-পীড়া শরীরে থাকিতে পারে না। অম্ল-রোগের সহিত যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে, তবে টিংচার নক্স-ভমিকা (Tinct. Nuxvomica) অতি অল্প মাত্রায় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহারের পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার হার্সেল এই অবস্থায় দুই গ্রেণ পেপেন (Papain) পাঁচগ্রেণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অহারের একঘণ্টা পরে ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা দ্বারা অম্ল-জনিত শূল রোগের উপকার হইতে পারে। এই ঔষধটি বিলাতে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে এবং তথায় ইহার মূল্যও নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু আমাদের দেশে বিনা মূল্যে ইহা পাওয়া যাইতে পারে। পেপেন (Papain) আর কিছুই নহে; এদেশের পেঁপের আটা।

মৃগী।—বোষ্টন মেডিকেল জার্ণেলে ডাক্তার চারএলস্ ফলছম্ লিখিয়াছেন তিনি কেবল

সামান্য সোহাগা দশ গ্রেণ মাত্রায় আরম্ভ করিয়া পনের গ্রেণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবসে তিনবার মাত্র ব্যবহার করাইয়া অনেক অনেক মৃগী রোগ আরোগ্য করাইয়াছেন।”

বারেন্দ্র-সমাজে কলঙ্ক।

বিধবা কন্যার বিবাহ-প্রদান প্রভৃতি কতকগুলি দোষে বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ী নামক কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার বহুদিন যাবৎ হিন্দু-সমাজ-চ্যুত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে কলিকাতা ও সাঁতরাগাছি ভৃতির কএকটী ‘হাম বড়া হায়!’ গোছের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জাতিভুক্ত করিবার চেষ্টা পান এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে আহারাদি পর্য্যন্তও করিতে কুণ্ঠিত হন না। সেইহেতু আজকাল বারেন্দ্র-সমাজে বড়ই “হুলস্থূল উঠিয়াছে; অনেক সং হিন্দু জাতিচ্যুতি ভয়ে বড়ই ভীত হইয়াছেন। এখন, উক্ত কদন্নভোজীদিগের সহিত আর আহার-ব্যবহার রাখা উচিত কি না, এই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় দাঁড়াইয়াছে। গত রবিবারে কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়া-পল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতেও এই বিষয় মীমাংসার জন্য এতদঞ্চলের বারেন্দ্র-সমাজের এক সভা হয়। সে সভায় নবদ্বীপের প্রধান বারেন্দ্র-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতি-রত্ন মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন; সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সে সভায় পরে এইরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে,—

‘বিধবা-বিবাহ-জনিত সমাজচ্যুত ব্যক্তির সহিত যাঁহারা আহার-ব্যবহার করেন, তাঁহারাও সমাজের পরিত্যজ্য। আর; সেইহেতুই বিহারী বাবুর বাড়ীতে যাঁহারা আহারাদি করিয়াছেন, তাঁহারাও অতঃপর সমাজে অব্যবহার্য্য থাকিবেন।’

সভা সমগ্র বারেন্দ্র-মণ্ডলীর উপরও ইহার বিচারের ভার দিতেছেন। সমগ্র বারেন্দ্র-সমাজ এখন এ বিষয়ে মতামত দেন, এই তাঁহাদের বাসনা। ফলতঃ বারেন্দ্র-সমাজে এরূপ সকল কলঙ্ক প্রবেশ করিলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। তাই বলি, হিন্দু-সমাজ এখনও ইহার সদুপায় স্থির করুন।

সংবাদ।

—এক নূতন কল আবিষ্কৃত হইয়াছে: সে কলের গুণ এই যে, তাহার নিকট কথা কহিয়া কলটী বন্ধ করিলে—জিনিস পূরিয়া বাক্সে চাবি বন্ধ করার মত—সকল কথাই তা’র মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকে। তা’র পর, ইচ্ছামত খুলিলেই সে সব কথা আবার ঠিক ঠিক শুনিতে পাওয়া যায়।

—জীবজন্তু কতকাল বাঁচে, অনেক খাটিয়া খুটিয়া একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ তাহারই এক তালিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহার গণনা-মতে ভল্লুক ও কুকুর ২০ বৎসর, শৃগাল ১৫।১৬, বিড়াল ১৪, শশ কাঠবিড়াল ৭৮, শূকর ৩০, গাণ্ডার ২০, ঘোড়া ২০।২৫ হইতে ৬২ পর্য্যন্ত, উষ্ট্র ১০০ এবং সিংহ অনেক কাল বাঁচে। আরও তিনি নাকি দাঁড়কাককে শত বৎসর, সারসকে ৩৬০ পর্য্যন্ত, কচ্ছপকে শত বর্ষেরও অধিক এবং তিমি মৎস্যকে সহস্র বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিতে দেখিয়াছেন। সব তো ঠিক, কিন্তু এখন পাঠক ভাবুন দেখি, এ প্রাণিতত্ত্ববিৎ কত কেলে বুড়ো!

—এক নূতন আইন জারি হইয়াছে যে, জেল দেখিতে গিয়া কোন ভদ্রলোক, কোন আসামীকে মেয়াদের পূর্ব্বে খালাস দেওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, তাহা গভর্ণমেণ্টে জানাইতে পারেন। বলি, এখন, ‘জেল দেখিতে’ কেহ রাজি আছেন কি?

—বন্দুক চালাইতে আর বুঝি বা বারুদের দরকার হইবে না। সংপ্রতি একজন পটু গিড বারুদ না দিয়া, শুদ্ধ স্প্রিংয়ের জোরেই বন্দুক চালাইবার এক উপায় বাহির করিয়াছেন। রাইফেল বন্দুকের গুলি যতদূর যাইতে পারে, এ স্প্রিংয়ের গুলিও ততদূর যায়।

—রাজ্যের কেহ মদ খাইলে তুরস্কের সুলতান তাহার বিশেষ শাস্তি দিবার নিয়ম করিয়াছেন এবং আফ্রিকারও কোন রাজা নাকি কেহ মাতাল হইলে তাহার মাথা কাটিবার হুকুম দিয়াছেন। তাইত! এখন, মাতাল ভায়ারা কেবল ইংরেজের রাজ্যই সরগরম রাখিবেন না কি?

—আজকাল রুশরাজ্যে পায়রার দ্বারা গুপ্ত সংবাদ চালান হইতেছে; তথাকার সেনানিবাসেও ঐরূপে সংবাদ চলিয়া থাকে।

অনুসন্ধান।

—:—॰:(০):॰—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল। [২০শ সংখ্যা।

বিপদ পদে পদে!

অনুসন্ধান-সমিতি যে উদ্দেশ্য লইয়া সংসারে অবতীর্ণ, তাহাতে ইহার বিপদ পদে পদে! কে কোথায় কিরূপে জুয়াচুরী করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহা জানাইয়া সাধারণকে সতর্ক করিতে যাইলে অবশ্যই তাহাতে জুয়াচোরগণের প্রাণে আঘাত লাগে; তাহাদের জুয়াচুরী-উপার্জ্জিত জীবিকায় ধূলি পড়ায় তাহারা নিয়তই সমিতির প্রতি খড়্গহস্ত থাকে। এই কারণেই দেশের লোককে নানারূপের জুয়াচুরী হইতে সতর্ক করিয়া যেমন আমরা একপক্ষে অধিকাংশ সাধু-লোককে আমাদের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ পাইতেছি, সেইরূপ অপর পক্ষে দিন দিন দুষ্ট জুয়াচোরের দলও আমাদের বদ্ধশত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিরূপে তাহারা আমাদিগকে বিপদস্থ করিয়া, স্বকার্য্য-সাধন করিবে, এখন সতত তাহাদের এই-ই চেষ্টা।

জুয়াচোর-বাটপাড়েরা সকলই করিতে পারে; জাল-জালিয়াৎ তাহাদের অভ্যস্ত; ভণ্ডামী-ষণ্ডামীতে তাহারা বিশেষ পটু; অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করিতেই তাহারা পারদর্শী। এরূপ সকল প্রকৃতির লোকের শত্রুতা অবশ্যই সহজ কথা নহে। কিন্তু তথাপি একমাত্র ন্যায় ও সত্যের ভরসায় আমাদের বল এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কতরূপের ষড়যন্ত্র করিয়া দুষ্টগণ সমিতির বল-ভঙ্গের চেষ্টা পাইতেছে; কতরূপের যোগাযোগে সমিতির চাকর-বাকরদিগকেও ঘুঁষঘাস দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে যত্নপর হইতেছে; তাহা শুনিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু সে সকলও আমরা গ্রাহ্য করিতেছি না। কর্ত্তব্য-পালন করিতে গিয়া যদি জগৎশুদ্ধ আমাদের বিপক্ষ হয়, তাহাতেও আমরা ভীত নহি; এ সকল পাপী জুয়াচোরের দল তো সামান্য কথা! ফলতঃ আমরা যে কার্য্য করিতে বসিয়াছি, তাহাতে কত বিপদ আছে; কত ভয় দেখিতে হইবে; গায়ের জ্বালায় কত লোক কত কথা বলিয়া বেড়াইবে। কিন্তু সে সকল শুনিলে আর এ-কাজ চলে না। সে ভ্রূকুটীতে যদি ভীত হইব, তাহাহইলে এ-কাজে আর হাত দেওয়া উচিত ছিল না। যাহাহোক, জুয়াচোরেরা গায়ের জ্বালায় যাহাই করিতে চেষ্টা পাউক না কেন, এখন আমাদের হিতৈষীগণ তাহাতে না ভুলেন, এই প্রার্থনা। আমরা কিন্তু তাহাদের কার্য্য নরকযন্ত্রণায় অস্থির পাপীর আর্ত্তনাদ বলিয়া পরিহার করি; সে সকল লোক ভদ্রলোক-মাত্রেরই ঘৃণার পাত্র।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সাহেব-বেশে আর এক লীলা!

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ঠিকানা হইতে 'মনি এণ্ড কোম্পানী' নাম দিয়া এক ফারমের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু সে বিজ্ঞাপন মত টাকা পাঠাইয়া অনেকে দ্রব্যাদি পান না, এরূপ নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত নামে 'মেলার গেজেট' নামক একখানি পত্রিকা বাহির হইবার বিজ্ঞাপন বাহির হয় ও সেজন্য অগ্রিমে টাকা জমা দিয়া যে তাহা পান নাই, একথা পূর্ব্বেই সমিতি হইতে সাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল। যাইহোক, তথাপি লোকে সাবধান হইতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ। সম্প্রতি আবার ঐ কোম্পানী "ভারতে জুবিলী" নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করিয়া, তাহাতে এদেশের জমীদার ও রাজাগণ জুবিলীর উপলক্ষে কি কি করিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিবেন, বলেন। সেইহেতু উঁহারা দেশের রাজা প্রভৃতির নিকট কিছু কিছু চাঁদা চান এবং সেই চাঁদা হইতে প্রকাণ্ড পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাহা ইংরাজ-মহলে বিলি করিবেন এই ভাব প্রকাশ থাকে। কোম্পানীর পূর্ব্ব-কাহিনী স্মরণ না রাখিয়া কোন সদাশয় নবাব উঁহাদের কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশ না হওয়ায় এখন তাঁহারা জানিতেছেন, একাণ্ডের মূলে সকলই গলদ। সাহেবের সা—এর সহিতও সাক্ষাৎ নাই! কোন বাঙ্গালী বাবুই তলে তলে এই করিতেছেন, সন্দেহ হয়! আমরাও এ বিষয়ের কিছু কিছু সন্ধান পাই। যাইহোক, সমিতির সতর্কতা-হেতু অন্ততঃ এরূপ সকল কোম্পানীর প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখাও উচিত ছিল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধে সাবধান!

আজকাল অনেকেই সস্তায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কে কিরূপ কার্য্য করেন, আপাততঃ নাম ধরিয়া কাহাকেও তাহা না বুঝাইয়া এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই আজকাল অধিক প্রতারণা চলিতেছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এক ঔষধ বলিয়া আর এক ঔষধ দেওয়া, এক ডাইলিউসান দেখাইয়া অপর ডাইলিউসান বলা প্রভৃতি প্রতারকদিগের নানা কারচুপী আছে। তা ছাড়া, বাক্স সম্বন্ধে, পুস্তক সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ দেখা যায়। সুতরাং সাধারণে সাবধান, যেন বিশেষ বিশ্বাসী দোকান হইতে দেখিয়া শুনিয়া ওরূপ সকল ঔষধ ক্রয় করেন: কারণ, জীবন-মরণ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার ভিতর এরূপ গলদ বড়ই ক্ষোভের বিষয়!

বিজলী-সম্পাদকের পরিণাম।

বিজলীর সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত নামীয় ব্যক্তির নানারূপ কার্য্যকলাপের বিষয় ইতিপূর্ব্বে 'অনুসন্ধানে' আলোচিত হয়। তদবধি সম্ভবতঃ 'ধরা পড়িয়াছেন' দেখিয়া, তিনি বিজলীও বন্ধ করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এখন, সুতরাং তাঁহার নামে আরও নূতন নূতন নানাবিধ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে; কেহ বিজলীর জন্য টাকা জমা দিয়া তাহা পাইতেছেন না বলিয়া, কেহ বা বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা জমা দিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে না দেখিয়া নানারূপের অভিযোগ করিতেছেন। আর, অভিযোগ লইয়া যে ঠিকানায় তাঁহার আপিস ছিল তথায় কেহ যাইলেও, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। অথচ ঐ ঠিকানা (১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন) হইতে 'গুপ্ত এণ্ড সন্স' নাম দিয়া আজি-কালিও আবার নানা ঢঙে প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, এই আশ্চর্য্যের কথা!

পাপের শাস্তি আছেই!

দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান পি কোম্পানী' প্রভৃতি ফারম খুলিয়া জমা রাখিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা * প্রভৃতি উপায়ে লোক ঠকাইয়াছিল এবং দেরাদুনে ইনকম্-ট্যাক্সের কেরাণীগিরী করিতে গিয়া তথা হইতে ২০০০৲ টাকা † ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সম্প্রতি সে ধরা পড়িয়া বিচারে চারি বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও ১২০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে তাহাকে আরও এক বৎসর কারাবাস করিতে হইবে। যাঁহারা কিশোরীসম্বন্ধে সমিতিতে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইহাতেই তুষ্ট হইবেন।

ব্যবসায়ীর আত্মকথা।

আমরা ব্যবসাদার: ব্যবসাই আমাদিগের জীবন-ধারণ, পরিবার-প্রতিপালন এবং ধন-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। কিন্তু ব্যবসা করিতে হইলে সকলকে বিশ্বাস করিতে হয়, বিশ্বাস না করিলে ব্যবসা-কার্য্য চলে না, বিশ্বাসই ব্যবসার মূল ভিত্তি। সুতরাং আমরা সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, সরল অন্তঃকরণে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে সময়ে এই কলিকাতা সহরের জুয়াচোরগণের হাতে পতিত হইয়া যথেষ্টরূপ লোকসানও দিয়া থাকি; অদ্য তাহার একটী মাত্র পাঠকগণকে বলিব।

বড়বাজারে আমার সাল, রুমাল, চেলী প্রভৃতির একটী দোকান আছে। এক দিন দিবা দুইটার সময় আমরা দোকানে বসিয়া আছি এমন সময়ে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আসিয়া আমার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর একটী ভদ্র-পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী বাবু; সঙ্গে একজন পশ্চিমদেশীয় দ্বারবান গাড়ীর উপর কোচবাক্সে বসিয়া আছে। গাড়ী দেখিবামাত্র, বড়বাজারের রীত্যানুযায়ী দৌড়াদৌড়ি গাড়ীর নিকট গেলাম, আমার মতন আরও দুই দশ জন দোকানদার আসিয়া গাড়ী ঘিরিল। বাবুটী সাল, চেলী খরিদ করিতে আসিয়াছেন জানিতে পারিলাম। আমরা সকলেই আপন আপন দ্রব্যের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া অন্যের দ্রব্যাদি যে অতিশয় মন্দ তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে বাবুটী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আমার দোকানে আসিলেন; অন্যান্য দোকানদারগণও আপন-আপন দোকানে প্রস্থান করিল।

বাবুটী বাছিয়া বাছিয়া এক জোড়া সাল ও একখানি চেলী পছন্দ করিয়া আমাকে বলিলেন,—"আমার মনিব রঙ্গপুরের একজন প্রধান জমীদার, ৬।৭ দিবস হইল কলিকাতায় আসিয়া চোরবাগানে আছেন। তিনি অধিক পরিমাণে সাল ও চেলী খরিদ করিবেন; অদ্য আমি এই দুইটীমাত্র দ্রব্য লইয়া যাইতেছি। যদি তাঁহার পছন্দ হয়, তখন অন্যান্য দ্রব্যাদি আপনার এখান হইতেই লওয়া যাইবে। আমার সঙ্গে একটী লোক দিউন, তিনি আমাদিগের বাসা দেখিয়া আসিবেন।"—এই বলিয়া ঐ দুইটী দ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি একটী সুযোগ পাইলাম বিবেচনায় ঐ দুইটী দ্রব্যের মূল্য ১০০৲ এক শত টাকার স্থানে ১৫০৲ দেড় শত টাকা বলিলাম; পরিশেষে ১২৫৲ টাকায় স্থির হইল। বাবুটী নগদ টাকা গণিয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনারা একজন আমার সঙ্গে আসুন। কারণ, ইহা যদি বাবুর পছন্দ না হয়, তবে ফেরত দিব ও যে প্রকার প্রয়োজন,

* ঐ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ৪র্থ সংখ্যা এবং ৮ম সংখ্যা। † অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

তাহা বলিয়া দিব।" আমার মনে একটু লাভের প্রত্যাশা হইল, আমি ইহাতে সম্মত হইলাম। টাকাগুলি পরে বাক্সে বন্ধ করিয়া বাবুর সহিত চোরবাগান-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া একটী প্রকাণ্ড বাটীর দরজায় উপস্থিত হইল; দরজায় ৩।৪ জন পশ্চিম দেশীয় চৌ-গোঁফা দ্বারবান, পাগড়ি বাঁধিয়া, মেরজাই আঁটিয়া, বসিয়া আছে। আমাদিগকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম, বাবুটী আপনার ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া একজন দ্বারবানকে বলিলেন,—"জমাদার! ইক্কা দো রুপেয়া ভাড়া দেও।"—এই বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমাদের পশ্চাতে ঐ সাল ও চেলী হস্তে একজন দ্বারবান আসিতে লাগিল।

আমরা সকলে উপরের বৈঠকখানায় আসিলে সাজসজ্জা, তথাকার ঝাড়লণ্ঠন, ছবি-দেওয়ালগিরি, সতরঞ্চ, কারপেট, গদি, বালিস, সেজ, চৌকি প্রভৃতি দেখিয়া আমার তাক্ লাগিয়া গেল। জমীদার মহাশয়ের সহিত ও সেই স্থানে দেখা-সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার গাত্রের সাজ-পোষাকে নয়ন ঝলসিতে লাগিল, তিনি সাল ও চেল্লী দেখিয়া পছন্দ করিলেন। সেই প্রকার এবং তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রকমের আরও ৪।৫ জোড়া আমাকে আনিতে বলিলেন। আমি সন্তুষ্ট মনে সে দিবস চলিয়া আসিলাম, পরে বাছিয়া বাছিয়া দুই তিন প্রকারের আর ২।৪ জোড়া সাল চেলী লইয়া উপস্থিত হইলাম। জমীদার মহাশয় তাঁহার দেওয়ানজিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"এখন ঐ কাপড়গুলি রাখিয়া দেও, এখন আমার অবকাশ নাই। পরে অবকাশমত আমি দেখিব।" আমাকে বলিলেন,—"আপনি অদ্য গমন করুন। যাহা আমার পছন্দ হইবেক, তাহার দাম কল্য লইয়া যাইবেন।" আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, কিপ্রকারে এই জুয়াচোরময় কলিকাতায় যাহাকে চিনি না তাহার নিকট এত টাকায় মাল রাখিয়া যাইব! কিন্তু পরক্ষণেই জমীদার মহাশয়ের অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক সমস্ত রাখিয়া সে দিবস প্রস্থান করিলাম।

পরদিবস নিয়মিত সময়ে আসিলাম, জমীদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি এক জোড়া মাত্র সাল পছন্দ করিয়াছেন জানিতে পারিলাম। তাহার দাম আমাকে মিটাইয়া দিলেন, বক্রী আমি ফিরিয়া পাইলাম। এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি অধিক মূল্যের সাল ও চেলী আনিতে পারেন, তবে ১০।১৫ জোড়া লইতে পারেন। আমার মনে পূর্ব্বদিন যে একটু ভাবনা হইয়াছিল, অদ্য আর তাহা থাকিল না, জমীদারের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। ২।৩ দিবস পরে প্রায় ১০ জোড়া সাল ও চেলী, যাহার দাম প্রায় ৩ হাজার টাকা, কতক আমার দোকান হইতে কতক অন্যের দোকান হইতে লাভের প্রত্যাশায় আনিয়া উপস্থিত হইলাম। জমীদার মহাশয় সে দিবসও উহা রাখিয়া যাইতে বলিলেন, আমিও আর কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া সমস্তই রাখিয়া গেলাম। পরদিবস টাকার জন্য আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল। প্রথমেই দরজায় কেবল একজন মাত্র দ্বরবানের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাহার নিকট শুনিলাম যে, জমীদার মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ কল্য রাত্রে কোথায় গিয়াছেন এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু কেহই আসিল না দেখিয়া, সে দিবস চলিয়া গেলাম। পর দিবস প্রত্যুষেই পুনরায় আসিলাম, তখন পর্য্যন্তও কেহ আসেন নাই। দ্বারবানগণ বলিল,—তাহারা সকলে মিলিয়া কল্য বাবুদিগকে খুঁজিয়া পায় নাই। উহারা

কেহ সমানে ১৫ দিবস কর্ম্ম করিয়াছে কিন্তু এক পয়সাও পায় নাই। অথচ গাড়িভাড়া প্রভৃতি ছোট ছোট আবশ্যকীয় খরচের নিমিত্ত প্রায় ১০০৲ এক শত টাকা দিয়াছে। উহারা তিন জন জমীদার মহাশয়ের তল্লাশে বহির্গত হইল, আমি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম। দেখিলাম, এমন সময় এক জন জহুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, তিনিও আমার মত দশ হাজার টাকার মূল্যের জহরত রাখিয়া গিয়াছিলেন। পরক্ষণেই আর একজন আসিলেন; তিনি বলিলেন,—ঘর সাজাইতে সমস্ত দ্রব্যাদি ভাড়ায় দিয়াছিলেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রায় দশ জন ভিন্ন ভিন্ন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলেই আমার মত বিপদে জড়িত। তখন আমরা সকলেই জানিতে পারিলাম যে, ইহারা জুয়াচোর; জুয়াচুরি-ব্যবসা অবলম্বনে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে।

তখন আর কোন প্রকার উপায় না দেখিয়া পুলিষের সাহায্য লইলাম, উহারা প্রায় এক মাসকাল পরিশ্রম ও যত্নের পর, পরে জুয়াচোরগণের সন্ধান পাইল; সোনাগাছিতে একে একে প্রায় সকলেই ধরা পড়িল। কিন্তু সমস্ত দ্রব্য পাওয়া গেল না। অর্দ্ধেক পরিমাণ বাহির হইল, তাহাও নানা স্থানে নানা প্রকারে বন্ধক ও বিক্রয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে জমীদার কর্ত্তাটী 'পুরাতন পাপী,' বিচারে উহারা সকলেই কারাবাসে প্রেরিত হইল। আমরাও অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক টাকার বিনিময়ে 'অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিলে যে কি হয়' তাহার ফল খরিদ করিলাম। আমি এখন পর্য্যন্ত সেই সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে!

রাত্রি দ্বিপ্রহর। গাঢ় অন্ধকার! টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে! এমন সময় দুইটী ষণ্ডাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষ সহরের প্রান্তস্থিত একটী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে বাড়ীটি একজন সাহেব-ডাক্তারের। ডাক্তার সাহেবের বড়ই নামডাক; বিশেষ, টাকাকড়ি আছে বলিয়া চারিদিকে বড়ই রবরবা। গভীর নিশীথে, বহির্ব্বাটীর একটী জানালা ভাঙ্গিয়া, ঐ দুই ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিল; তাহাদের ইচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের বাড়ী হইতে কিছু চুরি করিয়া পলায়ন করে।

চোর দুই জন, জানালা ভাঙ্গিয়াই ডাক্তার সাহেব যে ঘরে বসিয়া রোগী দেখিতেন, প্রথমেই সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে একজন সম্মুখেই একটী সিন্দুক দেখিয়া সেটীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তাহার মধ্যে বিস্তর কাপড়চোপড় রহিয়াছে দেখিয়া সকলই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। কিন্তু আর একজন!—সে আর একটী ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরটীতে শব-ব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঘরটীর মধ্যে ডাক্তার সাহেবের আবশ্যকীয় নানাবিধ যন্ত্রাদি আছে এবং পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি শব-কঙ্কালও রক্ষিত হইয়াছে। চোরটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে ঘরের চারিদিক হাঁতড়াইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একি বিভ্রাট! হঠাৎ তাহার হাত যেন কিসে কঠিনরূপে কামড়াইয়া ধরিল। বলিতে কি, এমন কামড় যে, তাহাকে তজ্জন্য চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে হইল। সে কাঁদিতেই অপর চোরটী বেগতিক বুঝিয়া তাড়াতাড়ি সকল ফেলিয়া প্রাণের দায়ে ভাঙ্গা জানালা দিয়া পলায়ন করিল এবং জানালা সম্পূর্ণ খোলা পড়িয়া রহিল।

আহত চোর, অপরকে ঐরূপে পলাইতে দেখিয়া, কিসে আপনাকে কামড়াইয়া ধরিল একবার সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। ও তাহাতে অন্ধকারে অন্ধকারে সে দেখিতে পাইল যে, তাহাকে ভূতে কামড়াইয়াছে। কাজেই সে প্রাণপণে আরও উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে লাগিল এবং ক্ষণেক পরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

চীৎকার শুনিয়া চিকিৎসক ও প্রতিবেশী অনেকেই জাগিয়া উঠিলেন। সকলেই পরে ঘরের দিকে আসিয়া দেখেন, ঘরের একটী জানালা-ভাঙ্গা ; কাপড়ের সিন্দুক হইতে বস্ত্রাদি চারিদিকে বিক্ষিপ্তপ্রায় এবং একজন লোক অজ্ঞানবৎ ভূতলশায়ী। সকলে দেখিলেন, একটী শব-কঙ্কালের মুখের মধ্যে তাহার হাত রহিয়াছে ও সে সেইরূপে তাহাতে আটক পড়িয়াছে। ডাক্তার সাহেব কোন কার্য্যের জন্য একটী নর-কঙ্কালকে দাঁড় করাইয়া স্প্রিংএর দ্বারা তাহার মুখ আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। মুখের মধ্যে একটী তার দাঁড় করান থাকায় মুখ হা হইয়াছিল। আর, ঘর হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে সেই হার ভিতরে চোরের হাত পড়ে ও তাহাতে তার খুলিয়া স্প্রিংএর জোরে সে এইরূপে বাঁধা পড়িয়া বিড়ম্বিত হয়।

যাইহোক, এইরূপে ধরা পড়িয়া চোর আপনার সকল অবস্থা বলিয়া ফেলে ও তাহার সন্ধানেই তাহার সহযোগী অপর চোরও ধৃত হয়। ফল কথা, ইহাকেই বলে, 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে!'

দান-প্রতিদান।

মানুষে মানুষ চায়, নহিলে বাঁচেনা ; হৃদয় হৃদয় চায়, নহিলে তাহার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না! একে অন্যের আশা করে, একে অন্যের উপর নির্ভর করে, ইহা লইয়াই ত সংসার, দান-প্রতিদান লইয়াই ত সংসারের সুখ!

কিন্তু যে পরিমাণে যাহাকে যাহা দান করা যায়, সেই পরিমাণে তাহার প্রতিদান না পাওয়া কি কম দুঃখ! এইরূপ জ্বালাতন হইয়াই ত কবি গাহিয়াছেন,—

"কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে
আপনা-আপনি কেন সুখী নহে নর!",

সত্য সত্যই ইহা অতি কাতর প্রাণের উক্তি!

কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! মানুষ আপনা-আপনি সুখী—আত্মসর্ব্বস্ব হইলেই কি বড় সুখের হইত! এই নির্ভরতা, এই আশা-নিরাশার খেলা যদি না থাকিত ত সুখ কি এত মধুর বলিয়া বোধ হইত! যদি শীত-গ্রীষ্ম না থাকিত ত বসন্ত কি এত স্নিগ্ধ লাগিত!—সুখের কি এ 'সুখত্ব'-টুকু থাকিত!

দুঃখের পর সুখ, আঁধারের পর আলো বড় মিষ্ট লাগে। কথাটা অতি পুরাতন সরল সত্য! কিন্তু তাই বলিয়াই কি 'সুখ হইবে' এই আশায় তীর্থকাকের মত হা করিয়া মানুষ সারাজীবন নিরাশায় অতিবাহিত করিতে পারে? মাঝে মাঝে যদি সুখের বিদ্যুৎ না চমকিবে, তবে কি চিরজীবন বর্ষার আঁধারে কাটান যায়?

"শুনি জলধর ধ্বনি
শৃঙ্খলিত চাতকের
মিটে কি পিপাসা?"

দান-প্রতিদান লইয়াই যে সংসারের সুখের মাত্রা পূর্ণ হয়, আপনার অভাবের সময় একথা সকলেই বুঝিতে পারে! কিন্তু তাহা পারিয়াও লইবার সময় অপেক্ষা, দিবার সময় তাহারা এত কৃপণতা করে কেন? কারণ আর কিছুই নয়, মানুষ 'আপনা-আপনি' সুখী হইবার

বাসনা না করিলেও, কেমনই তাহার স্বভাব, সে অপরকেও সহজে সুখী করিতে চায় না!

এই জন্যই ত সংসারে এত দুঃখ! মানুষ যে এ কথা বুঝিতে পারে না তা নয়, ইহার নিরাকরণে তাহার প্রবৃত্তি নাই! সে অপরের নিকট সুখের আশা করে, কিন্তু অপরের সুখের দিকে চায় না! অপরকে লইয়াই তাহার সংসার, কিন্তু আপনার সুখের সময় অপরের দিকে তাকাইবার তাহার অবকাশ নাই!—মানুষ আত্মসর্ব্বস্ব নয়—স্বার্থপর!

এখন এ স্বার্থপরতার মূল, মানব-হৃদয়-ইতিহাসের এ অংশের ভিত্তি কোথায়?—নিরাশায়। অনিবার তাহারই দহনে দীর্ঘ-বিরহীর মত মানুষের হৃদয় এত তৃষিত হইয়াছে যে, একবিন্দু সুখের স্বাদ পাইলে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত করিবার জন্য আর মুহূর্ত্তের তরেও মনঃস্থির করিতে পারে না—অনেক সময় প্রতারিত হইয়া হৃদয় সন্দেহকে তাহার প্রধান মন্ত্রীত্ব দিয়াছে, আর সেই-ই তাহাকে এত স্বার্থপর করিয়াছে!

যদি তাই হইল, তবে স্বার্থপরতার মূল এই যে নিরাশা, ইহার অবসানের উপায় কি? তুমি যাহাকে ভালবাস, সেও তোমাকে ভালবাসে একথা যদি সত্য হয় ত হৃদয়ের কথায় বিশ্বাস করিলে এ দুঃখের শেষ হইতে পারে! তুমি যাহাকে যাহা দিয়াছ তাহার কাছে তাহা পাইবার তোমার অধিকার আছে—সেও তোমার সে অধিকারে বাধা দিবে না, এই বিশ্বাসই সংসারের নিরাশা দূর করিবার উপযুক্ত প্রলেপন! তুমি যাহাকে যথার্থ ভালবাস, তোমার দিকে তাহারও কেমন একটা স্বাভাবিক টান আছে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়—উভয় হৃদয়ের স্বচ্ছদর্পণে উভয় হৃদয়ের প্রতিবিম্ব ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সুতরাং এই নিরাশা দূর করিতে হইলে আপন হৃদয়কেই সেনাপতির আসনে বসাইতে হইবে!—কেন না, প্রকৃত হৃদয়ের কথা কখনও মিথ্যা হয় না!

কুকুরেও মানুষের গুণ!

আমাদিগের নিকট কুকুর অতি তুচ্ছ প্রাণী। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই তুচ্ছ জীব যে সকল গুণগরিমা প্রকাশ করে, তাহা বড়ই কৌতুকপ্রদ—বড়ই চিন্তার বিষয়। কুকুরের যেরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান, যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, যেরূপ স্নেহ-প্রেম, যেরূপ সতর্ক-ভাব দেখা যায়, অনেক সময় অনেক মানুষের হৃদয়েও সেরূপ ভাব বিকাশ পায় কি না সন্দেহ! এমন কি, সে সকল কথা শুনিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইংলণ্ডের আবর্ডিন সহরে স্যর জন লিউবেক নামক এক সাহেবের একটী কুকুর ছিল। সে কুকুরটীর যেরূপ বুদ্ধির কথা তিনি উল্লেখ করেন, তাহা বড়ই চমকপ্রদ। উক্ত সাহেবের ঘরে সপ্তাহের সাত দিনের নাম লেখা সাত খানি তাস ছিল। যে তারিখে যে বার পড়িত, সাহেব সেই দিনে সেই বারের তাসখানি উপর উপর সাজাইয়া রাখিতেন। কিছুদিন তাস ঐরূপে দিনোপযোগী করিয়া সাজাইবার সময় কুকুর তাহা স্থির দৃষ্টে দেখিতে থাকে। এবং দেখিতে দেখিতে ক্রমে একদিন সাহেব উঠিয়া তাস সাজাইবার পূর্ব্বে কুকুরই নিয়মমত তাস সাজাইয়া রাখে। প্রথম দিন তাহা দেখিয়া সাহেব বড় কিছু বুঝিতে পারেন না। কিন্তু পরে প্রতিদিনই যখন ঐরূপ হইতে থাকে, তখন সাহেবের সে দিকে লক্ষ্য পড়ে এবং তিনি দেখিয়া চমকিত হন যে, তাঁহার কুকুরই ঐরূপে দৈনিক-তাস সাজাইয়া রাখে!

নীরো নামক আর একটী প্রসিদ্ধ কুকুরের বিবরণে এইরূপ জানা যায় যে, সে তাহার

প্রভুর সহিত প্রতিদিনই বাজারে যাইত এবং প্রভু যে দোকান হইতে প্রত্যহ মাংসাদি কিনিতেন, সে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিত। কুকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া একদিন তাহার প্রভু কিন্তু কুকুরের দ্বারাই বাজার হইতে মাংস কিনিয়া আনাইবার কল্পনা করেন। তিনি কুকুরের নিকট মাংস-পাত্রটী প্রদান করিয়া তাহাকে ঐরূপ ইঙ্গিত করিলে কুকুর তাহা বুঝিতে পারে এবং মাংসের পাত্র লইয়া বাজারের দিকে যাইতে থাকে। প্রথম প্রথম দুই এক দিন তাহার প্রভু বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার দ্বারা কার্য্য করান; কিন্তু শেষে সে আপনা-আপনিই বাজার হইতে ঐরূপে দ্রব্যাদি আনিতে পারে ও তাহার নিকট টাকা কড়ি দিয়াও প্রভু জিনিসাত্র-ক্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

গ্রিনহিদের একজন নাবিকের একটী কাল রংএর রিষ্টি ভার কুকুর ছিল। সে কুকুরটী 'ভিক্ষুক কুকুর।' জাহাজ হইতে যে দিক দিয়া লোকজন ডাঙ্গায় আসিত, সে ঠিক সেই পথে বসিয়া থাকিত এবং প্রত্যেকের নিকটই যেন কিছু না কিছু ভিক্ষা-চাওয়া-ভাব প্রকাশ করিত। যাঁহারা তাহার সেই ভাব বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহাকে একটী আদটী পয়সাও ভিক্ষা দিতেন। আর, কুকুর এইরূপে ভিক্ষালব্ধ পয়সা গ্রহণ করিয়া তাহা লইয়া বাজারে যাইত ও বাজার হইতে রুটি-বিস্কুট প্রভৃতি কিনিয়া আপনার প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইত। আর, তাহার এই একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, প্রভু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে তাহা খাইতে না বলিতেন, সে ততক্ষণ তাহা আহার করিত না।

'চিকাগো মেল' কুকুরের মায়ামমতা সম্বন্ধে একটী বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করেন। একটী বালিকার একখানি ক্ষুদ্র গাড়ি টানিবার জন্য ঐ কুকুরটী রক্ষিত হয়। সেই উপলক্ষে কুকুরটী সর্ব্বদাই বালিকার সহিত বেড়াইয়া বেড়াইত, খেলা করিত, এক সঙ্গে আহারাদি করিত এবং নিদ্রাও যাইত। বালিকা সেই গাড়িতে চড়িলে সে তাহা আনন্দের সহত টানিয়া বেড়াইত। কিন্তু বালিকা যদি কখনও তাহাকে ফেলিয়া স্থানান্তরে যাইত, তাহা হইলে তাহার আর দুঃখের সীমা থাকিত না; তাহাকে না দেখিলে সে নিয়তই বিমর্ষভাবে দিন কাটাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে এক সময় বালিকার বড়ই জ্বর হয়। সে সময়, জোর করিয়া না তাড়াইলে, কুকুর কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিত না। এবং তাড়াইয়া দিলেও, সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আবার কাছে আসিবার চেষ্টা পাইত। ক্রমে কিছু দিনের জ্বরে বালিকার মৃত্যু হইলে, তখন আর তাহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না; বালিকার মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবার সময় সেও যেন বার বার লাফাইয়া পড়িয়া সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সকলে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তারপর কিন্তু তাহাকে খাইতে দিলেও, সে শোকে আহার ত্যাগ করিল এবং নিয়তই বিমর্ষভাবে জীবন কাটাইয়া শেষে সেই শোকেই তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। সে যেন পরজীবনে সে ক্ষোভ মিটাইতে গেল!

ফিলাডেলফিয়ার গ্লোন সাহেবের কুকুরের কথাও উল্লেখযোগ্য। উক্ত সাহেবের সন্তান একদিন ভাগ্যক্রমে একটী কূপমধ্যে পতিত হয়। তাহার নিকটে একটী কুকুর ছিল। সে তাহা দেখিয়া বালকটীকে তুলিবার জন্য নানা চেষ্টা পায় ও তাহাকে তুলিতে গিয়া আপনিও কূপমধ্যে পড়িয়া যায়। যাইহোক, কূপে পড়িয়া সে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে থাকে যে, ক্রমে তাহাতেই পাড়ার সকলেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় এবং উহাদের রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করে।

সম্প্রতি হঙ্গেরী সহর হইতে এইরূপ আর একটী কুকুরের বিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণ এইঃ—একদিন তথাকার বিশপ তাঁহার বন্ধুগণের সহিত আহার-গৃহে বসিয়া আহারাদি করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার কুকুরটী তথায় আসিয়া জামার কাপড় ধরিয়া টানিতে থাকে। প্রথমতঃ তিনি তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন না, কিন্তু বার বার সে ঐরূপে কাপড় ধরিয়া টানায়, অপর সকল বন্ধুগণের পরামর্শক্রমে তিনি অগত্যা তাহার সহিত উঠিয়া যান। কুকুর এইরূপে কাপড় ধরিয়া তাঁহাকে শয়ন-গৃহে লইয়া যায় এবং তথায় গিয়া তিনি দেখেন যে, তথায় একজন ষণ্ডাকৃতি লোক তাঁহার সকল জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইতেছে। এই দেখিয়া তিনি অপর সকলকে ডাক দিলেন এবং সকলে আসিলে সেই চোর ধরা পড়িল।

কুকুরের এইরূপ মনুষ্যোচিত দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। বিদেশে কেন, আমাদের দেশেও কুকুরের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় শুনিতে পাই। কিন্তু এদেশে কেহ তাহা লিখিয়া না রাখায় বা অন্য নানা কারণে, সে সকল সর্ব্বদা জানিবার যো নাই। যাইহোক, সৃষ্টি-কৌশলে যেমন কুকুরেও মানুষের গুণ দেখিয়া মনে সুখ পাই, সেইরূপ মানুষও অনেক সময় যে কুকুর-প্রকৃতি পায়, এই ক্ষোভের বিষয়।

নর-রাক্ষস।

পাপ কি কখনও ঢাকা থাকে?

সহৃদয় পাঠক! এতক্ষণের ঘটনা কি, বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছেন। সেদিন রাত্রে চামুণ্ডার মন্দিরসংলগ্ন সেই বনদেশে দস্যুদলের সঙ্গে, আপনারা যে বাবুটীকে দেখিয়াছিলেন, বোধ হয় আর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক যে, এই আগন্তুক বাবুই সেই বাঙ্গালী বাবু। জল্লাদ-পত্নীর অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগে সেই অনাথ বালক আজ গৃহে প্রত্যাগত হওয়ায় আঁধারে আলোক ফুটিয়াছে। তাই আজ চক্রান্তকারী প্রাণ-ভয়ে ত্রাসিত। বালকের মুখে দুরাচারের পাপ কাহিনী শুনিয়া নগরশুদ্ধ সকলেই দুষ্টের উচিত শাস্তির জন্য সচেষ্টিত হইয়া তাহার সন্ধান লইতেছেন। নগরের চারিভিতেই পুলিশ-পাহারা লোকজন; তাই দুষ্ট আজ ভয়ত্রস্ত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী।

কিন্তু পাপ-কার্য্য কতক্ষণ লুক্কাইত থাকে? ক্রমে গ্রামবাসীগণের আন্তরিক যত্নে কিছুই আর অপ্রকাশ রহিল না। গোয়েন্দার গুপ্ত অনুসন্ধানে শীঘ্রই সকল বাহির হইয়া পড়িল। পুলিশসহিত লোকজন শেষ রাত্রে আবার আর একবার সেই নগরের প্রান্তস্থিত গৃহস্বামীর বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া গৃহস্বামীর নাম ধরিয়া বার বার সকলে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তর পাইতে এবার যেন কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। আর, সেই সময় বাড়ীর মধ্যে যেন কোনরূপ কাণাকাণি হইতেছে, শুনা গেল। যাইহোক, এরূপ অবস্থায় সকলে কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। আরও দুই চারিবার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া ও শেষে দুয়ার খুলিতে বিশেষ বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা অগত্যা পুলিশ শুদ্ধ সকলেই জোর করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশে সংকল্প করিলেন।

তদনুসারে দুই চারি পদাঘাতে ক্রমে বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল; ও পিপড়ার সারির ন্যায় পুলিশ-সহিত গ্রামশুদ্ধ সকলেই সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোলমালের গুরুত্ব বুঝিয়া ও সকলকে একেবারেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্রমে গৃহস্বামীকেও সম্মুখে দেখা দিতে হইল। তিনি বিশেষ ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি

যেন আপনার গোয়ালঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পুলিশ-পাহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বাবু মহাশয়, এতক্ষণ কি হইতেছিল?"

গৃহস্বামী (সত্রাসে)।—"এই যে!—এই যে! হঠাৎ আপনারা এখানে যে!"

সকলে।—"সে কথায় আর কাজ কি! এখন আসামীকে বা'র করিয়া দিবেন কি?"

"সে কি কথা!"

"ঐ রকমই!"

এইরূপ উত্তর দিয়া অতঃপর সকলেই গৃহস্বামী যে গোয়ালঘর হইতে বাহির হইলেন, সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। ক্রমে মশাল জ্বালিয়া সমস্ত ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল, গোয়াল-গৃহের একটি মঞ্চের উপরে সেই বাবুটী মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন। এই দেখিয়া, সকলে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধৃত করিল এবং তথা হইতে নামাইয়া হাতে হাতকড়ি বাঁধিয়া পুলিশে চালান দিতে অগ্রসর হইল। আর, আসামীকে লুকাইয়া রাখাহেতু সেই গৃহস্বামীকেও সকলে পুলিশে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এমন সময়,

বিপদের উপর বিপদ!

যে ঘরে বসিয়া গৃহস্বামী ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পীড়িত পুত্রটীর সুশ্রূষা করিতেছিলেন, সেই ঘর হইতে হঠাৎ তাহার পত্নী প্রভৃতি সকলে "বাছারে!—একি হলোরে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া অনেকে 'ব্যাপার কি' জানিতে পারিলেন বটে, কিন্তু নির্দ্দয় পুলিস গৃহস্বামীকে এক বারের জন্যও তাহা দেখিতে দিল না। ক্রন্দন শুনিয়া গৃহস্বামী কাতরস্বরে বারবার বলিলেন,—"তোমাদের পায়ে পড়ি, একবার আমায় দেখিতে দেও।"

কিন্তু কিছুতেই কেহ তাহা শুনিলেন না। সকলে বাবুটীকে ও গৃহস্বামীকে বন্ধন দশায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাবার সময়, গৃহস্বামী শিরে করাঘাত করিয়া কেবল—"হা[...] কি হলো! বাপুরে! আমাদের ফেলে কোথা[...] গেলি!" এইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন। সক[...] যে দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, একমাত্র পুত্র[...] শোকে পাগলের মত কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহস্বামী অগত্যা সেই দিকেই চলি[...] লাগিলেন।

আলুর চাস।

বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে, আলু [...] ফলিবে কেন? যত্নপূর্ব্বক প্রণালীমত চাস করি[...]লেই আশানুরূপ ফল অবশ্যই ফলিবে। সে[...] চাসের প্রণালী কি আমরা নিম্নে তাহা সংক্ষে[...]পতঃ কিছু কিছু লিখিতেছি।

ক্ষেত্র।—আলুর চাসে পলি মাটী[...] সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তবে পলিমাটী সক[...] স্থানে পাওয়া যায় না, সে সব জায়গায় বাছি[...] বাছিয়া দোয়াঁশ মাটীই ব্যবহার করা প্রশস্ত[...] ফল কথা, আলুর ক্ষেত্রের মাটী অতি[...] পরিষ্কৃত ও সছিদ্র হওয়া আবশ্যক। [...] ক্ষেত্রে পলি না পড়ে তথায় অন্য স্থান হই[...] পলি তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প[...] মাটী আলুর পক্ষে এত উপকারী যে, যেখা[...] প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণে পলি পড়ে সেখা[...] আর কোন সারের বড় একটা আবশ্যক ক[...] না। আলুর ক্ষেত বারমেসে রাখা আবশ্যক[...] জমি বারমেসে করিতে হইলে প্রতি মাসে [...] তিনবার চাস দিয়া মাটী আলগা করিয়া [...] জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ডের[...]দুনের চাসীরা এক ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবা[...] আলু ফলায়,—এক কার্ত্তিক মাসে, আর এ[...]বার ফাল্গুন মাসে।

সার।—আলুর ক্ষেত্রে সার ব্যব[...] করিবার অনেক প্রকার প্রণালী আছে, তন্ম[...]

[...]বণ মাসের শেষে প্রতি বিঘায় একমণ করিয়া [...]ণ ছড়াইয়া মাটীর সহিত তাহা মিশিয়া গেলে [...]রে প্রতি ৩০মণ গোবর, ২০মণ খইল ও ৮মণ ভস্ম দেওয়ার পদ্ধতিই বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া [...]ধ হয়। আলুর ক্ষেত সেঁত সেঁতে হওয়া [...]ল নয়। তাহাতে গাছ বাড়ে খুব বটে, [...]ন্তু শীঘ্রই ছড়িয়া পড়ে। বড় একটা ফল [...]রে না। যাহা কিছু হয়, তাহাতেও পোকা [...]রে। এই জন্যই ভস্ম দেওয়ার ব্যবস্থা [...]হিত হইয়াছে।

বীজ।—নানা জাতীয় বীজ আছে। অনে[...]ের মতে আমাদের দেশে নাইনিতালের [...]জই উত্তম। কিন্তু সম্প্রতি বর্দ্ধমানের গভর্ণ[...]ণ্ট-কৃষিক্ষেত্রে যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে [...]মাণীত হইয়াছে যে, দেশী বীজ অপেক্ষা [...]লাতী বীজেই ফসল বেশী পরিমাণে হইয়া [...]কে। কিন্তু দেশীয় হউক আর বিলাতীই হউক [...] আলুই বীজের উপযোগী নহে। যে [...]কল আলু দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, তাহাই ভাল। [...]হ কেহ অখণ্ড আলু বীজরূপে ব্যবহার [...]রিতে বলেন, কেহ বা খণ্ড খণ্ড ভাবে রোপণ [...]রিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় [...]খা গিয়াছে, অখণ্ড অপেক্ষা খণ্ডীকৃত বীজে [...]সল কম হয়। তাহার কারণ এই বুঝা [...] যে, আদত আলু অপেক্ষা খণ্ড আলুতে [...]ক কম থাকে, কিন্তু চোক যত বেশী থাকিবে [...]তই অঙ্কুর বেশী হইবে কাজেই খণ্ড আলুর [...]ঙ্কুর কম হয়। আলুও তত ডাগর হয় না। [...]পাকা বা খুব কাঁচা আলু বীজের অনুপ[...]গী। মাঝারিই প্রশস্ত। দুই তিন বৎ[...]রের পর বীজ বদলাইতে হয়, অর্থাৎ সেই [...]ত্রের বীজ না বুনিয়া ভিন্ন দেশীয় বীজ বুনা [...]ধেয়। ভাল বীজ এক বিঘায় ২॥০ মণের [...]ধিক লাগে না।

বপন।—ক্ষেত্রের মাটী চাসের দ্বারা [...]ন আদ হাত পরিমাণে খনন করিয়া বেশ চূর্ণ করিয়া দিবে। চারি ধারের আলি বাহিরের দিকে রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া প্রায় এক হাত পরিসর খাল রাখিয়া দিবে। এই জুলির জন্য আর স্বতন্ত্র মাটী খুঁড়িতে হয় না, ধারের মাটী ক্ষেত্রের দিকে তুলিয়া দিলেই জুলি পড়িয়া যায়। সেই জুলি হইতে চারি হাত ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণ ভাবে লম্বালম্বি সমস্ত ক্ষেত্রে নালা করিতে হয়। এ নালাও ঐরূপ সতন্ত্র মাটী না খুঁড়িয়া দুই ধারের মাটী দুই দিকের ক্ষেত্রের উপর তুলিয়া দিলেই মাঝখানটী নাবাল হইয়া পড়িবে। নালা রাখিবার কারণ, জল ছিটাইয়া না দিয়া নালার ভিতর জল সেচিয়া দিলে অনেক ক্ষণ সে জল থাকে এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের মাটী ভালরূপ ভিজিতে পারে। উভয় নালার মধ্যবর্ত্তী জায়গায় প্রায় দেড় হাত ব্যবধানে পূর্ব্ব পশ্চিমে সারি করিয়া আদ হাত অন্তর বীজ বপন করিবে। কেহ কেহ এক হাত অন্তর সারি করেন। কিন্তু তাহা ভাল নহে, পরে আর মাটী তুলিয়া দেওয়া যায় না। পূর্ব্ব পশ্চিমে সারি করা প্রশস্ত এই জন্য যে, তাহা হইলে তাপ কিছু কম লাগে। বীজের যে দিকে চোখ দেখা যায় সেই দিক উপরে রাখিয়া বুনিতে হয়।

পালন।—বীজ বোনা হইলে যতদিন না অঙ্কুর বাহির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে ঐ সকল সারির উপর জল ছিটাইয়া দিতে হয়। জল একেবারে বেশী দেওয়া ভাল নয়, তাহাতে বীজ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। গাছ একটু বড় হইলে সারির মাটী তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়, আর নিস্তেজ গাছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তার পর, একবার নালাগুলিতে বেশ করিয়া জল সেচিয়া দিয়া আবার ২।৩ দিন পরে পুনরায় গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়। জল মাটী একবার দেওয়া হইলে আবার

১০।১২ দিন পরে ঐরূপ করিতে হয়। এই প্রকারে দিনকতক পুনঃ পুনঃ জল ও মাটী দিতে হইবে। দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই গাছগুলি সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। মাঝে একবার আলু তুলিয়া লওয়া হইলে পুনরায় আলি বাঁধিয়া দিতে হয়, এবং গাছের গোড়ায় আগে কিছু ভস্ম দিয়া মাটী দিলে ভাল হয়। তার পর আবার জল সেচিয়া দিতে হয়। গাছগুলি যত বেশী বড় হইয়া পড়ে, আগাগুলি একটু করিয়া মুচড়াইয়া দিলে আর হুড়িয়া পড়ে না।

ফল-সংগ্রহ।—বীজআগে বোনা থাকিলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি কতক আলু খাইবার উপযুক্ত হয়। বাছিয়া বাছিয়া তাহা তুলিতে হয়। তুলিবার সময় একটু সাবধানে আলি ভাঙ্গা আবশ্যক। অস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে গাছের শিকড় আদি কাটিয়া যাইবার অশঙ্কা, সুতরাং হাত দিয়া বা বাঁশের চটি দিয়া ভাঙ্গাই সুবিধা। তার পর, আর এক বার মাঘ মাসের শেষে কি ফাল্গুন মাসের প্রথমে তোলাই ব্যবস্থা। গাছ একবার মরিয়া গেলে আলু তুলিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তাহাতে বীজ ভাল হয় না। যাহাদের আলু বেশী বড় করিবার ইচ্ছা, তাহাদিগকে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি আলি ভাঙ্গিয়া এক গাছে চার পাঁচটি মাত্র ফল রাখিয়া ছোট ছোট গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, এবং তখনই গাছের আগাগুলি মুচড়াইয়া দিতে হয়। তার পর প্রতিমাসেই একবার করিয়া গোড়া খুঁড়িয়া ছোট আলুগুলি ফেলিয়া দিলে, আর ভালরূপে পালন করিতে পারিলে, এক সের সওয়া সের পর্য্যন্ত ওজনের এক একটী আলু হইয়া থাকে। আগা গোড়া পালন ভাল হইলে প্রতি বিঘায় ৮০ হইতে ১০০ মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মিতে পারে।

আলুর চাস যে বিশেষ একটা শক্ত ব্যাপার তাহা নহে, অথচ ইহাতে লাভ বেশ আছে। এক বিঘায় যদি ৮০ মণও ফলে, গড় পড়তা ১৷৷০ হিসাবে মণ ধরিলে তবু ১২০ টাকা হয়। খরচ-খরচা বাদ অর্দ্ধেকের উপর লাভ থাকে। ইহা বড় সামান্য কথা নহে। নাইট নামক জনৈক সাহেব বলেন,—'আলুর ন্যায় লাভ জনক চাস আর নাই; খুব সাবধানে ভাল রকমে সার দিয়া ক্ষেত তৈয়ার করিয়া ভাল বীজ বুনিয়া ভাল রকমে পালন করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ২৫০ মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মাইতে পারা যায়। ভাবিয়া দেখুন লাভ কত টাকা!' কিন্তু অশ্চর্য্য, আমাদের দেশের কৃষকেরা আজও ইহার প্রকৃত স্বাদ বুঝিতে পারিল না*।

সাঁওতাল পরগণা।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, যে সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতগুলি পূর্ব্বে সমুদ্রের গভীর গহ্বর ছিল। ক্রমে ধোয়াট পড়িয়া ভরাট হইয়া স্তূপ হইয়া প্রস্তরীভূত হইয়াছিল। পরে পৃথিবী স্ফীত ও কুঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের তলের প্রস্তরগুলি পর্য্যন্ত মোচড় খাইয়া, সমুদ্র-গর্ভ হইতে ছাড়িয়া উঠিয়াছে। এবং পর্ব্বতের সৃষ্টির পরে তন্নিকটস্থ ভূ-তরঙ্গের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের আকার আরম্ভ হয় এবং সেই ক্ষুদ্র স্তূপগুলিও যদি পৃথিবী স্ফীতা হইয়া তাহাদিগকে জল হইতে উঠাইয়া না দিত, তাহা হইলে কাল-সহকারে পর্ব্বতের আকার ধারণ করিত। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সূর্য্য হইতে উত্তপ্ত দ্রব্য-দ্রব্য সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্ত ব্যোমপথে বিকীর্ণ হওয়াতে ক্রমে পৃথিব্যাদি গ্রহ সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং পৃথিবী ক্রমে শীতল হওয়াতে তাহার উপরিভাগ মৃত্তিকা দিতে পরিণত হইয়াছে; এখনও পৃথিবীর অভ্যন্তর এত উত্তপ্ত যে, আন্দাজ ৩০ মাইল নীচে সমস্ত ধাতু পদার্থই দ্রব অবস্থায় থাকা সম্ভব।

পৃথিবীর অভ্যন্তর যে কারণে উত্তপ্ত থাকুক না কেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিবার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে ইহা নিশ্চয় বটে যে, উহার অভ্যন্তর অতি উষ্ণ। এবং অগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর এত উষ্ণ হইল, তখন উহার স্ফীত ও সঙ্কুচিত হইবার কারণও রহিল। ভাতের হাঁড়ি ফেঁপসান বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন এবং উহা নিরীক্ষণ করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ হাঁড়ির নিম্নে অগ্নি সজোরে জ্বলিতে থাকে ততক্ষণ ভাত ফুটিতে থাকে, অর্থাৎ হাঁড়ির উপরিভাগের ভাতকে উহার অভ্যন্তরস্থিত বাষ্প ঠেলিয়া পথ করিয়া ঊর্দ্ধে বহির্গত হয়। তৎসঙ্গে হাঁড়ির তলার গরম জল ও দুই চারিটা ভাতও ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির দৃশ্যও সেইভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। অনন্তর পাঠকগণ বোধ করুন আরও কতকগুলি ভাত হাঁড়ির মুখে চাপাইয়া দেওয়া গেল ও চুল্লীর অগ্নি হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইল; তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখা যাইবে যে, হাঁড়ির অভ্যন্তরের বাষ্পের অধিক প্রসারিণী শক্তি না থাকায় উহা যেন উপরিস্থ ভাতকে ঠেলিয়া গর্ত্ত করিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না বলিয়াই হাঁড়ির এক ধারের ভাত ফেঁপসাইয়া উঠিল। পৃথিবীর স্ফীত হইবার ঘটনাও তদ্রূপ হইতে পারে। যতদিন পলি পড়িয়া গভীর সমুদ্রগর্ভ ভরাট না হয়, যতদিন সেই পলি প্রস্তরীভূত হইয়া সমুদ্রতলকে কঠিন না করে এবং যতদিন তত্তৎ স্থলের নিম্নস্থ ভূমির উপর অধিক চাপ না পড়ে, ততদিন আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ থাকাই সম্ভব হইতে পারে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, আমরা যে মৃত্তিকার উপর বাস করিতেছি তাহার ভিত্তিতে প্রায়ই আগ্নেয় প্রস্তর (Igneous rock)। তাহার উপর স্তরীয় প্রস্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে সমুদ্রের জল ও পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ এই দুয়ের সাহায্যেই পৃথিবী স্ফীত হইয়া থাকে। সাধারণত দেখিতে গেলে প্রকৃতিতে দুই কার্য্য অনবরত চলিতেছে—নির্ম্মাণ ও ভঙ্গ কার্য্য। পৃথিবী আভ্যন্তরীক উষ্ণতা ও জলের সাহায্যে আস্তে আস্তে ফাঁপিয়া ভূখণ্ড প্রকাশ করিতেছে; সেই সঙ্গে সমুদ্রের প্রবাহ মন্দগতিতে ভূ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। তৎপর যখন মৃত্তিকা অথবা শৈল সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা জাগাইল, তখন বৃষ্টি, হিম, শিশির প্রভৃতি প্রকৃতির শিশু-সন্তানের ন্যায় আসিয়া জনকজননী-গঠিত, ভূ-তরঙ্গ শৈলাদিকে কোথায়ও ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র করিতেছে, কোথায়ও বা তদুপরিস্থ মৃত্তিকা আবরণকে ধুইয়া লইয়া স্থানান্তরিত করিতেছে।

মতামত।

বিজ্ঞান-প্রবেশ।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। এখানি হক্‌স্‌লি প্রণীত বিজ্ঞান-পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। সাধারণতঃ বিজ্ঞান পুস্তকের ভাষা যেরূপ কঠোরতর হয়, এখানি তদ্রূপ নহে; ইহার বিষয় পাঠককে যাহাতে সহজে বুঝান যায়, এজন্য কৃষ্ণ বাবু বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, দেখিলাম। বিশেষ, পরিশিষ্টে ঐ পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উপদেশগুলি অনেকাংশে বুঝাইবার পক্ষে উপযোগীও হইয়াছে, বলিতে হইবে। উপসংহারে কৃষ্ণ বাবু এ উদ্যমে সফলকাম হন, এই প্রার্থনা।

সাময়িক-পত্রিকাদি-সম্বন্ধে।

প্রচার।—শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাঙ্গালা-পাঠকের মধ্যে প্রচার

* কল্পনার সংক্ষেপ।

অনেকেরই পরিচিত। যে কারণেই হউক, মধ্যে কএক মাস প্রচার বন্ধ ছিল; কিন্তু আমাদের—শুধু আমাদেরই বা বলি কেন, সমগ্র বঙ্গবাসীরই—এই আনন্দের সমাচার বলিতে হইবে যে, 'প্রচার' আবার 'নিয়মিত-রূপে' প্রচারিত হইতে চলিল। সম্প্রতি প্রচারের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এ সংখ্যায় প্রবন্ধের মধ্যে যোগেন্দ্র বাবুর 'ব্রহ্ম-নিরূপণটী' যদিও জিনিস ভাল কিন্তু বড়ই দুর্ব্বোধ্য। সেটি ছাড়া, বঙ্কিম বাবুর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা', চন্দ্র বাবুর 'অনন্ত মুহূর্ত্ত', দামোদর বাবুর 'শান্তি' এবং নবকৃষ্ণ বাবুর 'বর্ষ-বর্ত্তন' কবিতা প্রভৃতি অন্য সকলগুলিই সুপাঠ্য। বঙ্কিম বাবুর গীতা যে কিরূপ উপাদেয় পদার্থ, কি প্রকার গভীর জ্ঞানের ফল, তাহা যিনিই পড়িবেন, তিনিই বুঝিবেন। 'গীতা' সহজে সকলে বুঝিতে পারেন বঙ্কিম বাবু এমন করিয়াই লিখিতেছেন। মাসিক সংবাদও নূতনতর। সমালোচনা দেখিয়া প্রাচীন বঙ্গ-দর্শনকে মনে পড়ে। প্রচারের কাগজ ও ছাপাও অতি পরিপাটি। ফলতঃ যে সকল লেখকগণের প্রচারে লিখিবার কল্পনা, যেরূপ প্রণালীতে প্রচার-প্রকাশের উদ্যম, তাহা সর্ব্বতঃ সুসিদ্ধ হউক, এই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

অভিনয় সম্বন্ধে।

আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—আজকাল আবার বীণা-থিয়েটারে উহাঁরা 'চৈতন্যলীলা' ও 'চন্দ্র-হাস' প্রভৃতির অভিনয় করিতেছেন। অভিনয়ে 'আর্য্য-নাট্য-সমাজের' পূর্ব্বাপর যেরূপ যশ-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর নূতন করিয়া কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। আর, উহাঁদের এবারকার অভিনয় দেখিয়াও আমরা পূর্ব্বমত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এখন, আর্য্য-নাট্য-সমাজ বরাবর আপনাদের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে আজ-কালও সেই 'প্রভাস' ও প্রহ্লাদ'—উভয়ই সমভাবে লোক মাতাইতেছে! সুতরাং নূতন করিয়া এ সম্বন্ধেও কিছু বলিবার নাই; তবে এই 'নূতন যে, এখনও লোকে ঐ সকল অভি-নয়ে 'নূতনত্ব' দেখিতেছেন!

বিষ-বৃক্ষ।

"সুবিশাল ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব দিকে সুপ্রসিদ্ধ যবদ্বীপ প্রভৃত সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন সুন্দর স্থান ধরাধামে নিতান্ত দুর্লভ, কিন্তু এক স্থানে সকল সুখ বা সকল সৌন্দর্য্য থাকেনা বলিয়া বুঝি জগদীশ্বর যবদ্বীপে এক ভয়ানক বস্তুর সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিষম ভয়ের বস্তুর নাম বিষতরু। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যবদ্বীপের এই বিষবৃক্ষের আশ্চর্য্য প্রভাবে নয় দশ মাইল পথ মধ্যে আর কোনও বৃক্ষ বা লতা জন্মিতে পায় না, জলাশয়ে মৎস্য পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না এবং কোনও জীব নিকটে গেলে তন্মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। এই বৃক্ষ হইতে নিরন্তর এক প্রকার গরল নির্গত হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে; ঐ বায়ু যে যে স্থান দিয়া যায়, সেই সেই স্থানে পীড়া উৎপন্ন হয়। সমীরণ পক্ষীদিগের গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বকালের রাজারা ঘোরতর অপরাধী ব্যক্তি-দিগকে কৌশলক্রমে এই বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিতে পাঠাইতেন। তাহারা গাছের নিকটে আসিলেই ঐ সর্ব্বসংহারকারী বৃক্ষ অমনি উহাদের প্রাণ সদ্যো বিনাশ করিয়া ফেলিত। শুনা যায়, ঐ বৃক্ষের চতুঃপার্শ্ব নরকঙ্কালে সমাচ্ছন্ন। এই বৃক্ষ অতীব প্রকাণ্ড অথচ

দেখিতে মনোরম। ইহার উচ্চতা প্রায় অর্দ্ধ-শত হস্ত, তলভাগের পরিধি ন্যূনাধিক পঞ্চ-বিংশ হাত। স্কন্ধদেশ হইতে বহুল শাখা প্রশাখা নির্গত হয়। ত্বকের বর্ণ শুভ্র, ত্বক্ ভেদ করিলে এক প্রকার শুভ্ররস নির্গত হয়, উহা সর্প বিষ হইতেও ভয়ানক। একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক বহুবিধ বৈজ্ঞা-নিক কৌশল অবলম্বনে ঐ বৃক্ষের নিকটে গমন করিতে এবং তথায় প্রায় অর্দ্ধঘটা কাল অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষ সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, উহার ভয়ানক প্রভাবে ৭ মিনিট মধ্যে বানর, ১৫ মিনিট কাল মধ্যে বিড়াল, ১ ঘটার মধ্যে কুক্কুর এবং প্রায় সার্দ্ধেক ঘণ্টা মধ্যে হস্তীর প্রাণ নাশ হয়। যবদ্বীপের প্রাচীন রাজারা সমর-ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বাণের মুখে ঐ বিষ মাখা-ইয়া রাখিতেন, বৈরীর দেহে ঐ রস প্রবেশ করিয়া শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার জীবন রক্ষার আর কোনও আশাই থাকিত না। ইংরাজেরা বহু কষ্টে ঐ বৃক্ষের পত্র এবং ত্বক্ সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞা-নিক পণ্ডিতের সাহায্যে উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, এই রসে কেবল যে জীবের প্রাণ বিনাশ হয় এমন নহে, ইহার দ্বারা বহুল উৎকট পীড়ারও দমন হইতে পারে। তাঁহারা বলিয়াছেন, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে এই রস খাওয়াইলে সর্পবিষ তেজোহীন হয়, এবং দেহস্থ শোণিত উভয় বিষের প্রকোপ হইতেই রক্ষা পায়।"

টোট্‌কাটুট্‌কি।

"বহুমূত্র।—বহুমূত্র পীড়ায় এদেশের শিক্ষিত সমাজে যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করি-তেছে, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। এই পীড়ার ভাল ঔষধ এলোপ্যাথিতে এপর্য্যন্ত প্রায় কিছুই ছিল না। সম্প্রতি বিলাতের ডাক্তার হোলডান এই পীড়ার একটী সুন্দর ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। স্যালিসিলিক এ্যাসিড (Salicylic Acid) দশ গ্রেণ, হইতে পনের গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করাইয়া ইনি পাঁচ ছয়টি রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। কিন্তু বাত-গ্রস্থ রোগীর বহুমূত্র পীড়ার পক্ষে এইটী ভাল ঔষধ। সাধারণ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে ডাক্তার প্যাণ্ডুলেটী আয়োডোফরম (Iodoforn) ব্যবস্থা করেন। ইহাতে প্রস্রাবের পরিমাণ অতি শীঘ্র হ্রাস হইয়া আইসে এবং উহাতে শর্করার অংশও ক্রমে অল্প হইয়া যায়। এদুইটিই বহুমূত্র রোগীর পক্ষে সুলক্ষণ। বহুমূত্র রোগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটী ঔষধ অতি অল্পদিন হইল ডাক্তার থিওডোর ক্রিমেন্‌স আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম লাইকর ব্রম আরসেনাইট (Liquor Brom-arsenite)। এই ঔষধ দুই ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহারের অব্যবহিত পরেই দিবসে তিনবার করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে নিতান্ত কঠিন বহুমূত্রও আরোগ্য হইবে, এইরূপ ইহার আবিষ্কার-কর্ত্তা ডাক্তার থিয়ো-ডোর বলেন।

জিহ্বার ক্ষত নিবারণের ঔষধ।—অধি-কাংশ স্থলে ছেলেদিগের পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ বশতঃ জিহ্বায় ক্ষত বা ঘা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে, শীতকালে অতিরিক্ত হিম লাগার দরুণ জিহ্বায় ঘা হইয়া থাকে। যদি ছেলেদিগের পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ বশতঃ জিহ্বায় ঘা হইয়া থাকে, তাহাহইলে গ্রে-পাউডর (Grey Powder) সিকি রতি সোরা ২ রতির সহিত মিশ্রিত করিয়া, দিবসে

তিন বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। বয়স বৃদ্ধির সহিত ঔষধের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হইবে। জিহ্বায় বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য নিম্ন লিখিত যে কোন একটী ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা ঘায়ের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে এবং ঘা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। (১) সোহাগা পোড়াইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলিদ্বারা বারম্বার জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। (২) দুই এক রতি তুঁতে আধ ছটাক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা জিহ্বায় লাগাইবে। (৩) জলমিশ্রিত নাইট্রিক কিম্বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ তুলি দ্বারা জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। (৪) আইওডাইড্ অফ্ পটাশ (Iodide of potash) দুই রতি, আধছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ব প্রকারে জিহ্বায় লাগাইবে। (৫) ক্লোরেট অফ্ পটাশ (Chlorate of potash) পাঁচ রতি, আধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।"

সংবাদ।

টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সকলই হারি মানিল। প্রফেসার ইলিসা গ্রে নামক এক মহাত্মা সম্প্রতি টেলা-অটোগ্রাফ্ নামক ঐরূপ আর একটী যন্ত্র বাহির করিয়া বাহাদুরী লইতেছেন। সে যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থানে বসিয়া কেহ আপনার মনোভাব লিপিবদ্ধ করিলে, অভিলষিত অপর স্থানে ঠিক সেই ছাঁদের অক্ষরে সেই কথা বাহির হইবে। এমন কি, কমা-সেমিকোলনটি পর্য্যন্তও বাদ যাইবে না। আরও, এই কলের সাহার্য্যে এক স্থানে বসিয়া একটী ছবি আঁকিলে অপর স্থানে ঠিক সেটি শুদ্ধ প্রতি-অঙ্কিত হইতে পারে। সুতরাং সচিত্র সংবাদপত্রে দূরান্তরের কোন ঘটনা বা অবস্থার চিত্র প্রকাশ করিতে হইলে এরূপ শীঘ্র আর কিছুতেই হইবার নহে। টেলিগ্রাফের সংবাদে অনেক ভুলচুক হইতে পারে ও গোলমালের সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাতে সে ভাবনাও কিছুই নাই। কাজেই বলিতে হয়, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সকলই এইবার হারি মানিল।

ভিয়েনা সহরের একটী ভদ্রলোক মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্রকে বিষয় সম্পত্তি এই সর্ত্তে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যেন কোন কারণেই এক দিনের জন্যও সংবাদপত্র পাঠ বন্ধ না করেন। সভ্যদেশে সংবাদপত্রের এইরূপই আদর বটে!

জুবিলির স্মরণচিহ্ন স্থাপনে এখনও কতই নূতন নূতন মতলব বাহির হইতেছে। এসিনেটন্ স্মিথ নামক জনৈক সাহেব উত্তর ওয়েল্‌সের মোল রিউয়েন পর্ব্বতে ৬৩০,০০০ বৃক্ষ রোপণ করিয়া জুবিলীর এক নূতনতর স্মরণচিহ্ন রাখিতে চাহেন। তিনি ঐ গাছ গুলিকে এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়াছেন যে, তাহাতে "১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুবিলী" এরূপ এক লেখা দেখা যায়। লেখার অক্ষর-গুলি দীর্ঘে প্রায় ২০০ গজ করিয়া।

তীর্ব্বতের যুদ্ধ বুঝি বা কোন রূপেই থামিল না। ইতিমধ্যে তীর্ব্বতীয়েরা আবার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহাদের দলে ১৫০০ হাজার তীর্ব্বতীয় সেনা ছিল। এ যুদ্ধে জন কএক লোকও হত হইয়াছে।

সোভাবাজার পল্লীতে সংপ্রতি এক নূতন রকমের চোর ধরা পড়িয়াছে। এ চোর বড় সহজ চোর নহে—এ চোর মানুষ-চোর। এ দুষ্ট লোকের ছেলে-মেয়ে চুরী করিয়া কিছু দিন তাহাদের মানুষ করিত এবং তাহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিলে তলে তলে বিবাহ দেওয়া উপলক্ষে তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। ইতি-পূর্ব্বে সে ঐরূপে বনহুগলীর কোন একটী বাগদীর কন্যাকে চুরী করিয়া আনিয়া, ঢাকার জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কন্যাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া পরিচিত করিয়া বিবাহ দেয়। কিন্তু সংপ্রতি উহার কীর্ত্তিকাহিনী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত অপরাধে ধৃত হইয়া তাহার ঘর হইতেও ঐ উদ্দেশে পালিত আরও কএকটি মেয়েছেলে বাহির হইয়াছে। ফলতঃ ইংরেজের রাজধানী কলিকাতার ভিতরেও একাও বড় সহজ নহে!

সামাজিক আন্দোলন।

বিধবা কন্যার বিবাহ-প্রদান প্রভৃতি-হেতু সমাজচ্যুত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভাদুড়ীর সংস্রব-দোষে দূষিত ব্যক্তিগণের সহিতও 'আহার-ব্যবহার রাখা উচিত কি না' আজকাল এই বিষয় লইয়া, সমগ্র বারেন্দ্র-সমাজে বড়ই হুলস্থূল উঠিয়াছে। নানা স্থানে সকলে সমবেত হইয়া সভা-সমিতি হইতেছে; এবং সেই সকলের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। হিন্দুসমাজের আবশ্যকীয় বোধে গতবারেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে এবং এবারও নিম্নে কয়েকটীমাত্র বিবরণ আপাততঃ প্রদত্ত হইল এবং পরে, আবশ্যক বুঝিলে, অপরাপর মন্তব্যও সাধারণকে জানান যাইবে। এখন সমগ্র বারেন্দ্র-সমাজ—শুধু বারেন্দ্র-সমাজই বা বলি কেন, সমগ্র হিন্দু-সমাজ—ক্রমশঃ এ বিষয়ে নির্দ্ধারণ করিয়া আপন-আপন মতামত পাঠান,এই বাসনা।

প্রথম মন্তব্য।

কতিপয় সৎ হিন্দু ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষার জন্য, এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে, কলিকাতার ঠনঠনিয়া-পল্লীতে বারেন্দ্র-সমাজ-রক্ষিণী নামে একটী হিন্দু-সভা স্থাপন করেন ও সেই হিন্দু-সভা হইতে নানা স্থানের বারেন্দ্রগণের মত জানিয়া পাঠান হয়। আর, সেই সভার উদ্যমেই গত ২৫এ বৈশাখ উক্ত ঠনঠনিয়া পল্লীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে এতদঞ্চলের বারেন্দ্র, রাঢ়ী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের এক মহতী সভা হয়। নবদ্বীপের প্রধান বারেন্দ্র-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতিও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিষয়ে সে সভার মন্তব্য এইঃ—

১। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ স্থির হইল যে, সমাজরহিত কোন ব্যক্তির সহিত যদি অপর কোন ব্যক্তি আহার-ব্যবহার করেন, তাঁহাহইলে তিনিও সমাজে পতিত হইবেন। আর, তজ্জন্যই শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে যাঁহারা তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিয়া তাঁহাকে সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিতও আহার-ব্যবহার করা সকলে রহিত করিতেছি।

২। তবে যদ্যপি উক্ত প্রকারে সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণ তাঁহার (উক্ত বেহারী বাবুর) সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া পুনরায় সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা পান, তাহাহইলে তাঁহাদিগকে সমাজ ইচ্ছা করিলে লইতে পারিবেন।

স্বাক্ষরকারীগণ ঃ—শ্রীমধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীশশীভূষণ লাহিড়ী, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সান্যাল (স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ লাহিড়ীর প্রতিনিধি) শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী, শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীভোলানাথ লাহিড়ী, শ্রীঅঘোরনাথ লাহিড়ী, শ্রীবিহারীলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীনন্দলাল দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীচন্দ্রময় লাহিড়ী, শ্রীরাজনারায়ণ ভাদুড়ি, শ্রীচন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীউমাচরণ চৌধুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীক্ষেত্রমোহন রায়, শ্রীক্ষেত্রগোপাল ঢোল, শ্রীলালগোপাল ঢোল, শ্রীযদুনাথ সান্যাল, শ্রীসুধারাম, লাহিড়ী, শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ইত্যাদি অনেক ভদ্রলোক নিজ নিজ পল্লীর অনেকের প্রতিনিধিরূপেও সাক্ষর করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানাভাবে অন্যান্য বিস্তর স্বাক্ষরকারীগণের নাম অপ্রকাশ রহিল।

দ্বিতীয় মন্তব্য।

চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া, চণ্ডীপুর, ভাতুড়িয়া ও ভাতশালা-নিবাসী কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রীয়গণ সকলে একত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় কুলাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে এক সভা করিয়া

সর্ব্ববাদি-সম্মতে নিম্নলিখিত মন্তব্য অবধারণ করিয়াছেন।

"বহু পুরাকাল হইতে ব্রাহ্মণ-সমাজের যে সকল নিয়ম ও প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া এতাবৎ কাল কলিকাতা অঞ্চলের বারেন্দ্র ও রাঢ়ী উভয় সমাজে রহিত ছিলেন, তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সাঁত্রাগাছি, কলিকাতা ও শ্রীরামপুর-পল্লীস্থ যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আপন আপন গায়ের জোরে তাঁহার বাটীতে ভোজনাদি করিয়া তাঁহাকে বারেন্দ্র সমাজভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এবং ঐ রহিত ব্যক্তির সহিত বিবাহাদি ও সামাজিক লৌকিকতা রাখা আমাদের কোন মতেই উচিত নহে। এরূপ গুরুতর কার্য্যে সমস্ত সমাজের মত না লইয়া কেবল মাত্র কয়েক জন লোকের আপন-আপন ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেই পারে না। অতএব, ঐ সকল ব্যক্তিগণের নাম ও ধাম জানিবার আমাদের আবশ্যক এবং তজ্জন্য কমিটীর মেম্বরগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, অচিরাৎ কমিটীর কার্য্য-বিবরণ ও উপরোক্ত ব্যক্তিগণের নাম ও ধাম অবগত করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ইতি ২৯এ বৈশাখ, সন ১২৯৫ সাল।"

স্বাক্ষরকারীগণঃ—শ্রীনবকৃষ্ণ রায় কুলাচার্য্য, শ্রীপ্রসন্নকুমার মৈত্র, শ্রীপ্যারিমোহন রায়, শ্রীরামেশ্বর লাহিড়ী, শ্রীরামযাদু রায়, শ্রীকালীভূষণ রায়, শ্রীরামগোপাল রায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন বাকৃচি, শ্রীগোপীমোহন রায় সর্ব্ব সাং চকপঞ্চানন। শ্রীব্রজনাথ সান্যাল শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র, সর্ব্ব সাং চণ্ডীপুর। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, সাং ভাতুড়িয়া। শ্রীমতিলাল সান্যাল, শ্রীপরেশনাথ রায়, সর্ব্ব সাং বাঘাডাঙ্গা। শ্রীহরিনাথ রায়, সাং ভাতশালা

তৃতীয় মন্তব্য।

ফরিদপুর জেলান্তর্গত যশাই পরিস্থবারেন্দ্রগণের নিকট হইতে প্রেরিত মন্তব্য।

"মহোদয়গণ, আপনাদিগের প্রেরিত বিজ্ঞাপন প্রাপ্তে বিস্তারিত সমুদয় বিষয় অবগত হইলাম। আমাদিগের হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অধুনাতন অধিকাংশ ব্যক্তিই পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ প্রকার সামাজিক ও কৌলিক নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করতঃ স্বেচ্ছাধীন কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে যে সমাজের কতদূর অনিষ্ট সম্পাদিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক সময়েই অনেক গোলযোগ শুনিতে পাই। একদল বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া উহা সমাজে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আর অন্য দল তাঁহাদের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিধবাবিবাহে সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই মীমাংসা হইল না। যাহা হউক, হিন্দু-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত হয়,—হিন্দু-বিধবা ব্রহ্মচর্য্য পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সেবায় রত হয়, এটী আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে; এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের কোনও প্রকার লাভেরই সম্ভাবনা নাই। লাভের মধ্যে এই দেখিতে পাই যে, যে সতীত্বের জন্য হিন্দু-সমাজ অন্যান্য সমাজাপেক্ষা অতিশয় গৌরবান্বিত, বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে সেই সতীত্ব-রত্নে আমরা বঞ্চিত হইব। এখনও আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ যে সতীত্ব-গরিমায় সকলের নিকট স্পর্দ্ধান্বিত, সেই সতীত্ব-বিহীন হইলে ভারতবর্ষের কতদূর অবনতি, তাহা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। আর, বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর নিকটে ইন্দ্রিয়-সুখই শ্রেষ্ঠতম সুখ নহে; ইন্দ্রিয় নিচয়

হইল, এমন নহে। হিন্দুগণ চিরকালই পারত্রিক সুখে জন্য ব্যস্ত; সুতরাং ক্ষণস্থায়ী ঐহিক ইন্দ্রিয়-সুখ-পরিতৃপ্তির জন্য পারত্রিক সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া হিন্দু-সমাজের ও হিন্দু নীতির অনুমোদিত নহে। বিধবার বিবাহ দেওয়া যে সুখের জন্য, তাহা আর বলিতে হইবে না; অতএব বিধবাবিবাহ আমাদিগের সকলের মতবিরুদ্ধ। এবং আমরা সকলেই এক মত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, যে সমুদায় ব্যক্তি বিধবাবিবাহ বিষয়ে সংশ্রুত, তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এবং ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহিত সামাজিক লৌকিকতা রক্ষা করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। আমরা আমাদিগের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত প্রথা ও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিব। যে সমুদায় ব্যক্তি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাধীন কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। তাঁহারা হিন্দু সমাজের বহির্ভূত। যে যে ব্যক্তি এই দোষে দোষী, তাঁহাদিগের নাম ধামাদি সবিশেষ জানাইলে বাধিত হইব।

এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তিই সমাজের এতাদৃশ দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতিবিধানে তদ্রূপ চেষ্টা করেন নাই। এবিষয়ে মহাশয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যোগী। আমরা মহাশয়দিগের এ উদ্যমে সাধুবাদ প্রদান করি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মরক্ষার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পাপীদিগের বিনাশ ও ধার্ম্মিকদিগের উদ্ধার করিয়াছেন সেই জগদেক বন্ধু অনন্ত শক্তি ভগবান্ আপনাদিগের এই সাধু কার্য্যে সহায় হউন! ১২৯৫ সাল, তারিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ।

স্বাক্ষরকারীগণঃ—শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীরুক্মিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীশশীভূষণ শর্ম্মণঃ সরকার, শ্রীকালীপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীবনমালী শর্ম্মণঃ, শ্রীহীরাণচন্দ্র সান্যাল, শ্রীত্রৈলোক্য নাথ, শর্ম্মণঃ, শ্রীললিতমোহন শর্ম্মণঃ, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রায়, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণঃ চক্রবর্ত্তি, শ্রীআনন্দনাথ সান্যাল, শ্রীমাখমলাল মৈত্র, শ্রীউমাচরণ বাগচি, শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিননাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযাদবচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআনন্দচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, শ্রীলোকনাথ মৈত্র, ইত্যাদি।

চতুর্থ মন্তব্য।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সমুদ্রগড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মত।

"মহোদয়গণ,

আমরা সকলে ঐক্য হইয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক জানাইতেছি, যে ব্যক্তি বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া সমাজে রহিত আছেন, তাঁহার অন্ন ভোজনাদি করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঐ পতিত ব্যক্তিকে অযথা সমাজভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের বিবাহাদি ও অন্যান্য সামাজিক লৌকিকতা রাখা কর্ত্তব্য নহে। অতএব ঐ সকল ব্যক্তির নাম ও ধাম অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন, কিমধিকমিতি।

স্বাক্ষরকারীগণঃ—শ্রীকণ্ঠ তর্কভূষণ, শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার, শ্রীনবকুমার লাহিড়ী, শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিনাথ সান্যাল, শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সর্ব্ব সাং সমুদ্রগড়। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল, সাং কুলগাছি। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র, শ্রীযাদবচন্দ্র বাকৃচী, শ্রীধর্ম্মদাস সান্যাল, শ্রীব্রজনাথ সান্যাল, শ্রীচন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীবিনোদলাল সান্যাল, শ্রীশিবচন্দ্র সান্যাল, সর্ব্ব সাং চণ্ডীপুর। শ্রীযাদবচন্দ্র পাঠক, সাং জাহাননগর। শ্রীরামহৃদয় মৈত্র,

শ্রীরামপ্রসন্ন মৈত্র, শ্রীকেদারনাথ সান্যাল, শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারকনাথ সন্যাল, সর্ব্ব সাং ঝাউডাঙ্গা, ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—উক্ত বিহারী বাবুর সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের নাম ও ধাম সংগৃহীত হইতেছে। সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে, শীঘ্রই তাহা সাধারণ বারেন্দ্র-সমাজকে জানান যাইবে। ফলতঃ তজ্জন্য দুই দশ দিবস বিলম্ব হইলেও কেহ চিন্তিত না হন, এই প্রার্থনা।

নিবেদন।

হিন্দু-সমাজের আবশ্যকীয় প্রস্তাব বুঝিয়া এবার 'সামাজিক আন্দোলনের' জন্য অনুসন্ধানের আকারও চারি পৃষ্ঠা বাড়ান গেল। আশা আছে, এ গোলোযোগের যত দিন মীমাংসা না হয়, আবশ্যক বুঝিলে, ততদিনই এইরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইবে। আর, এই পত্রিকা যাহাতে প্রত্যেক বারেন্দ্র-সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এসম্বন্ধে সর্ব্ববাদী-সম্মত মত সংগৃহীত হয়, অতঃপর সেরূপেরও বন্দোবস্ত করা গেল।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের
মহাভারত।

মূল্য, ১২৲ বার টাকা, ডাঃ মাঃ ১৷৷০ দেড় টাকা।

ভাগ্নিপুরাণ।—৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা; ডাঃ মাঃ ৷৷০ আট আনা।

হরিবংশ।—৩৷৵০ তিন টাকা ছয় আনা; ডাঃ মাঃ ৷৵০ দশ আনা।

জৈমিনী ভারত।—১৲ এক টাকা; ডাঃ মাঃ ৷১০ সাড়ে চারি আনা।

নারসিংহ পুরাণ।—৸০ বার আনা; ডাঃ মাঃ ৶১০ সাড়ে তিন আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।
২নং অভয় চরণ ঘোষের লেন,
শ্যামপুকুর কলিকাতা।

[এই অনুসন্ধান পত্রের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।]

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

প্রতি মাসের ১৫ই ও সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়।

এই জুয়াচুরী-প্লাবিত দেশে নানারূপের জুয়াচুরী হইতে দেশের লোককে সতর্ক করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

তা' ছাড়া, প্রতি পক্ষের অনুসন্ধানেই সাহিত্য ইতিহাস, সংবাদ, মহতের জীবনী, নিত্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, টোট্‌কা-টাট্‌কী মুষ্টিযোগ এবং নানাবিধ মনোহর

গল্প ও উপন্যাস

পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনুসন্ধানের বার্ষিক মূল্য

মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্রেই ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

মূল্যের টাকা অগ্রিমই দেয়; তবে কেহ নমুনা পাইয়া পত্র লিখিলে তাঁহাকে ভ্যালুপেয়েবল ডাকেও পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যাগুলি পাঠাইয়া মূল্য লওয়া যায়।

অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে

ষ্ট্যাম্প কাগজে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে হয় এবং কাহারও প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হইলে তাহার বিজ্ঞাপন অনুসন্ধানে লওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের হার, ক্রমাগত এক বৎসর বিজ্ঞাপন দিলে প্রতিবার প্রতি ছত্র ৵০ এক আনা, ছয় মাসের জন্য ৵১০ দেড় আনা, ইত্যাদি।

সমিতির মেম্বরগণের সুবিধা।

১। মেম্বরগণ এই 'অনুসন্ধান' পত্র বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে প্রাপ্ত হন।

২। কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

৩। মেম্বরগণ পত্র লিখিলে, কোন দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, কোন দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর এবং কোন ব্যবসায়ী সৎ ও কে অসৎ তাহা তাঁহাদিগকে জানান যায়।

মেম্বর হইবার নিয়ম।

৪। সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মেম্বরগণকে বার্ষিক কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ যিনি যেরূপ পদস্থ লোক, সেই হিসাবে তিনি বার্ষিক ১২৲ বার টাকা, ৬৲ ছয় টাকা বা অন্ততঃ ৩৲ তিন টাকা করিয়াও চাঁদা দিতে পারেন।

অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানা যায়।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
২৫নং ফকিরচাঁদ দের গলি, কৌবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩২শে জৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল। [২১শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সাহেব-কোম্পানীর পরিণাম!

কলিকাতার কাণ্ড বর্ণনার অতীত। কলিকাতায় দিনে দিনে যে কতই খেলা চলিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। ইতিপূর্ব্বে 'সুটন্ এণ্ড রামজে' নাম দিয়া ৯নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ঠিকানা হইতে নানারূপ প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন বাহির হইতে থাকে। সস্তা দরে ঘড়ি প্রভৃতি বিক্রয়ের লোভানিও সে বিজ্ঞাপনের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু সে বিজ্ঞাপন মত ঘড়ির জন্য টাকা দিয়া অনেকেই তাহা পান না, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যায়। এরূপ অভিযোগ যে শুধু সমিতির নিকটই আসিয়াছে, তাহা নহে; বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতেছি, পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের নিকটেও ঐরূপ নানা অভিযোগ আসিয়াছে। যাইহোক, উক্ত কোম্পানীর যিনি কার্য্যকারক ছিলেন, তিনি এখনও গ্রাহকগণকে তুষ্ট করেন, এই আশা। নতুবা এ কলঙ্ক অবশ্যই উপেক্ষার নহে। আর, এরূপ কার্য্যে অনেক সৎ ঘড়ি-বিক্রেতার প্রতিও লোকের সন্দেহ জন্মিতেছে।

সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ সাবধান!

জুয়াচোরগণ বিজ্ঞাপনের চটকে যেমন মফঃস্বলের সরল ব্যক্তিদিগকে নিয়তই ঠকাইতেছে, সেইরূপ কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকেও আজকাল তাহারা বড়ই ঠকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কখনও বা 'বিজ্ঞাপন ছাপান—টাকা পাঠাইতেছি' আশ্বাস দিয়া, কখনও বা এক টাকা, দু'টাকা পাঠাইয়া বাকী টাকা শীঘ্র পাঠানর লোভানি দেখাইয়া, তাহারা প্রথমতঃ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া লয়। তারপর, টাকা দিবার সময় আর উচ্চবাচ্য করে না। সম্পাদকগণের নিকট হইতে এরূপ ঘটনা আমরা ভূরি ভূরি পাইতেছি; অনেক সম্পাদক এখন হতাশ্বাস হইয়া সেই সকল আবার আমাদের উপর আদায়েরও ভার দিতেছেন। আর সে সকল অসৎ বিজ্ঞাপন দাতাদের নিকট ঢাকাগেজেট, ঢাকাপ্রকাশ, প্রতিকার, পরিদর্শক, হিন্দুরঞ্জিকা, সুরভি ও পতাকা প্রভৃতি অনেকগুলি সম্বাদপত্রের অধিকারী যে প্রতারিত হইয়াছেন, এরূপ সংবাদও আমরা পাইতেছি। তাছাড়া, আরও যে অনেকে প্রতারিত হইয়াছেন ও আজকাল হইতে বসিয়াছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু সতত্তার অনুরোধে এখনও সে সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের নাম প্রকাশ

করিলাম না। তবে তাঁহাদের কার্য্যাদি আরও একটু লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদিগের মতি ফিরাইতে না পারিলে, অবশ্যই উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যাইহোক, মোট কথা, এখনও সম্পাদকগণ সাবধানে কার্য্য করুন, এই প্রার্থনা।

ইনিই কি তিনি?

যে জিনিসটির কাটতি অধিক, যে জিনিসটির গৌরব আছে, লোকে তাহারই নকল করিয়া, একটা-না-একটা ফন্দী খাটায়। কিন্তু নকল কদিন চলে, তাহারা তাহা বুঝেনা, এই দুঃখ! সম্প্রতি 'অনুসন্ধান' পত্রের দেখাদেখি 'সন্ধান' পত্রের এক বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে; 'অনুসন্ধান-সমিতির' বদলে তাহার নাম হইয়াছে, 'সন্ধান-সমিতির পত্র'। ফল কথা, কেবল 'অনু'টি বাদ; আর, সবটি নকল! সে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, আশুতোষ দাসের নামে। কিন্তু সে সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে,—'হারিদাস মান্নার সহিত যোগাযোগে যিনি 'লোক্যাল পবলিসিং কোম্পানী' প্রভৃতি খুলিয়া পূর্ব্বে লোক ঠকাইয়াছিলেন,ইনিই সেই আশুতোষ! যাইহোক, বিজ্ঞাপনের ধরণটি দেখিয়া ও নামটি শুনিয়া আমাদেরও স্বতঃই মনে হইতেছে যে, ইনিই কি তিনি!

এই এক নূতনতর!

হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা ধার দেওয়ার প্রথা অনেক স্থলেই আছে এবং তাহাতে যে নানারূপের জুয়াচুরীও চলে, তাহা বোধ হয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কিন্তু সংপ্রতি জুয়াচোরগণ হ্যাণ্ডনোট হইতে এক সূক্ষ্মতর জুয়াচুরীর উপায় বাহির করিয়াছে, জানা যায়। সে সম্বন্ধে একজন ভুক্তভোগীর কথা এই :—"কোন কার্য্য উপলক্ষ করিয়া একজন ভদ্র লোকের সহিত প্রথমতঃ আমার আলাপমাত্র হয় ও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদেরই চেষ্টায় ঘনিষ্টতাও জন্মিতে থাকে। এমন কি, কার্য্যগতিকে অনেক সময় তাঁহাদের সঙ্গেও থাকিতে হয়। এইরূপ ঘনিষ্টতা বাড়িলে, একদিন তাঁহাদের দুইজন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হন এবং প্রথম ব্যক্তি বলেন,—"আমি উহাঁকে (দ্বিতীয়কে দুই হাজার টাকা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া ধার দিতেছি। তবে উনি আমার নিকট-আত্মীয় হওয়ায় এবং আমি স্বয়ং হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া উহাঁকে ধার দিয়াছি জানিলে উহাঁর পিতা-মাতা আমার প্রতি কিছু বিরক্ত হইতে পারেন বিধায়, আমি ঐ হ্যাণ্ডনোট খানি প্রথমতঃ আপনার নামে লিখাইয়া লইতে ইচ্ছা করি; তারপর, আপনি সেই হ্যাণ্ডনোট খানি যেন আমাকে বিক্রয় করিতেছেন, এই ভাবে তাহার উপর একটু লিখিয়া দিলেই ভাল হয়। অর্থাৎ তাহাতে টাকা অপব্যয়ের জন্য উহাঁকে ধার না দিয়া, উনি বিপদস্থ দেখিয়া হ্যাণ্ডনোট কিনিয়া লইয়াছি ও ক্রমশঃ সে টাকা লইব জানাইলে, অবশ্যই উহাঁর অভিভাবকগণ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না।" ইহাতে আমি ভাবিলাম, এরূপ করিলে যদি উহাঁদের উপকার হয়, তাহাতে হানি কি? বিশেষ, যখন উহাতে আমার টাকাকড়িরও কোন ঝোঁক রহিল না। যাইহোক, আমি স্বীকার পাইয়া তাহাই করিলাম। কিন্তু এখন ঐ প্রথম ব্যক্তি আমাকেই ঐ টাকার দাবীতে বিব্রত করিয়াছে। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি দুজনের নামেই নালিস রুজু করিয়াছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা না দিয়া পলাইয়াছে এই ভাব প্রকাশ রাখিয়া, তাহার অবর্ত্তমানে একক আমাকেই টাকার সম্পূর্ণ দায়ী করিয়াছে। আমি হ্যাণ্ডনোট তাহাকে বিক্রয় করিতেছি; অথচ সে তাহার নিকট টাকা পাইতেছে না, এই অভিযোগের মর্ম্ম। ফল কথা, বিপদ বড় সহজ নয়!"

অদ্ভুদ বটে!

বিলাতে একটী মজার জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। লণ্ডনের বণ্ড-ষ্ট্রীটে একটী জহুরীর দোকান ছিল। এই দোকানে অন্যান্য দোকান অপেক্ষা অধিক টাকার কারবার চলিত; ইহার পসারও অন্যান্য দোকান অপেক্ষা অধিক ছিল। বিলাতে ভদ্রবেশী জুয়াচোরের অভাব নাই; সুতরাং অন্যান্য দোকানের মত এ দোকানেও সতর্কতার অভাব ছিল না। এক দিন এই দোকানের অধিকারী তাঁহার অধ্যক্ষের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"প্রদর্শনী-গৃহে একটী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীর সহিত কিছু ক্রয় করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিনিষ-পত্র দেখাও; কিন্তু সাবধান! তাঁহাদিগকে সৎ বলিয়া বোধ হইল না।"

পরে ঐ অধ্যক্ষ ক্রেতাদিগকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেখাইতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের সৌজন্য দেখিয়া অধিকারীর কথা ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ হইলেন। অনেকগুলি দ্রব্যাদির মধ্যে ভদ্রলোকটী এক জোড়া বলয় ও এক ছড়া কণ্ঠহার পছন্দ করিলেন। বিলাতের রীত্যনুসারে অধ্যক্ষ আপ্যায়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, এই সকল দ্রব্যাদি কোন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে?" ক্রেতা ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে না, কষ্ট করিয়া পাঠাইতে হইবে না। আমরা সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাইব।" ইহাতে অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া মূল্য চাহায়, তিনি কোন ব্যাঙ্কের উপর একশত দশ গিনির এক খানি চেক কাটিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময় অধ্যক্ষ অধিকারীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমাদের দোকানে এই নিয়ম আছে যে, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা না আসা পর্য্যন্ত আমরা দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দিই না।" এ কথায় ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন,—"বেশতো; আপনাদের নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করাই উচিত। দেশ-কাল বুঝিয়াই সতর্ক হইতে হয়।" তাঁহার এই সৌজন্য দেখিয়া অধ্যক্ষ আরো মুগ্ধ হইলেন এবং পরে যথাকালে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আসিলে তাঁহাদের ঠিকানা মত দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার এক মাস পরে ঐ সঙ্গের স্ত্রীলোকটী একদিন দোকানে একা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যক্ষ নিকটেই ছিলেন; শশব্যস্তে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন,—"তাঁহার স্বামী পীড়িত, সে জন্য তিনি দুঃখিত আছেন। দোকানে আসার উদ্দেশ্য,—সেই কণ্ঠহারছড়াটী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাই সারাইবেন।" অধ্যক্ষ কণ্ঠহার সারাইতে দিলেন।

এই অবসরে স্ত্রীলোকটী অপর কতকগুলি গহনা দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অধ্যক্ষ বলিলেন,—"এই দ্রব্যগুলির সহিত একজন লোক আপনার ঠিকানায় পাঠাইলে আপনার স্বামী পছন্দ করিয়া কিছু লইবেন কি?" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন,—"আমার স্বামী এক্ষণে অসুস্থ; অধিক কিছু দেখিতে পারিবেন না। তবে স্বল্পদামের পছন্দসই দ্রব্যাদি কিছু লইলেও লইতে পারেন।" ইতিমধ্যে তাঁহার কণ্ঠহার প্রস্তুত হইল ও ঐ ভাবের কথা বলিয়া তিনি তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস অধ্যক্ষ বাছাই বাছাই করিয়া কতকগুলি গহনা লইয়া তাঁহার ঠিকানায়—এক হোটেলে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে একজন দরোয়ান। হোটেলে ঢুকিতেই হোটেল-স্বামী ঐ ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী অনেক প্রশংসা করিলেন। এই সকল কারণে অধ্যক্ষ ঐ ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতি আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিলেন না। পরে

দরোয়ানকে নীচে রাখিয়া তিনি একাই উপরের তলায় উঠিলেন। সম্মুখেই একটী বৃহৎ গৃহে এক খান চৌকির উপর ঐ স্ত্রীলোকটী বসিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ সেই গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"আমার স্বামী পীড়িত; ঐ গৃহে (পার্শ্ববর্ত্তী একটী ছোট গৃহ দেখাইয়া) শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাকে আপনার আগমন সংবাদ দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণপরে তন্মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া অধ্যক্ষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, অধ্যক্ষ দেখিলেন, একটী ছোট ঘরে একখানি কৌচের উপর সর্ব্বাঙ্গে ফ্লানেল কাপড় জড়াইয়া সেই ভদ্রলোকটী শয়ন করিয়া আছেন। মস্তকের নিকট কএকটি ঔষধের শিশি, একটি গেলাস, ও তাহাতে ঔষধের ন্যায় কি রহিয়াছে বোধ হইল।

ভদ্রলোকটি অধ্যক্ষকে প্রথমতঃ বচনে আপ্যায়িত করিলেন। তৎপরে অধ্যক্ষ গহনার বাক্স খুলিয়া একে একে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম গহনা সকল তাঁহার যেন পছন্দ হইতেছিল না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অধ্যক্ষ আরো দামী দামী ভাল ভাল গহনা সকল দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতেও যেন তাঁহার মন উঠিল না। সুতরাং অধ্যক্ষ বলিলেন,—"এ সকল দ্রব্য যদি আপনার পছন্দ না হয়, তবে আপনার পছন্দমত দ্রব্যাদি এখনই দোকান হইতে আনাইয়া দিতেছি।" ভদ্রলোকটি তাহাতে বলিলেন,—"না; আর আনাইয়া দিতে হইবে না। আপনি কষ্ট করিয়া দ্রব্যাদি যখন আনিয়াছেন, তখন আমি উহা হইতেই একটি পছন্দ করিয়া লইতেছি।" এই বলিতে বলিতেই মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—উঃ! কি দুর্গন্ধ! লুসি! লুসি! খানিকটা ভিনিগার ছড়াইয়া দাও।" ইহাতে স্ত্রীলোকটী খানিকটা ভিনিগার ছড়াইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অধ্যক্ষ কিছু বিস্মিত হইলেন; কারণ, সে গৃহে কোন দুর্গন্ধই ছিল না। তৎপরে একটী গহনা পছন্দ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহার দর কত?" অধ্যক্ষ বলিলেন,—"৪০০৲ মুদ্রা।" ভদ্রলোকটী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"উঃ! এত দর? আমরা গরীব লোক, এত দরের গহনা লইব কিরূপে? ডাক্তারেই আমায় খাইয়াছে।" ইহার পরই বলিলেন,—"উঃ কি দুর্গন্ধ! লুসি, বেশী করিয়া খানিকটা ভিনিগার ছড়াইয়া দাও।" ইহাতে স্ত্রীলোকটী আবার পূর্ব্ববৎ এক বোতল ভিনিগার গৃহে ছড়াইয়া দিলেন; ও একটা কাপড়ের টুকরাতে কি মাখাইয়া লইয়া হাতে করিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে ভিনিগারের গন্ধ গৃহে এমনই প্রবল হইল যে, অধ্যক্ষ নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। ভদ্রলোকটী ইহা দেখিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন,—"আপনার কি ভিনিগারের গন্ধে কষ্ট বোধ হইতেছে?" এই কথা বলিতেই স্ত্রীলোকটী তাড়াতাড়ি আপন রুমালখানা তাঁহার নাসিকার নিকট লইয়া,—"এইখানি আপনার নাসিকার নিকট ধারণ করুন।"—বলিয়া নাসিকার উপর তাহা চাপিয়া ধরিলেন; এবং সেই সঙ্গেই ভদ্রলোকটী কৌচ হইতে উঠিয়া অধ্যক্ষকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, অধ্যক্ষ জানিতে পারিলেও তাহাতে বাধা দিতে পারিলেন না; সেই ঘ্রাণে তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন; স্বল্প পরিমাণে জ্ঞান থাকিলেও, অচেতনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীলোকটী গহনার বাক্সটী ও গৃহস্থিত কতিপয় মূল্যবান দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া সেই ভদ্রলোকটীর সহিত ঘরের

বাহির হইলেন ও বাহিরে আসিয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিলেন।

তার পর, হোটেল স্বামীর সহিত বাহিরে সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিয়া গেলেন যে,—"ঘরে আমাদের এক আত্মীয় মাতাল অবস্থায় নিদ্রিত আছেন; ঘুম ভাঙ্গিলে যখন তিনি উঠিবেন, তখন আপনারা তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন ও তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবেন। আমরা কোন কার্য্যানুরোধে আপাততঃ বাহিরে যাইতেছি; সন্তবতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব। সুতরাং হোটেলস্বামীও কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া সেইরূপই করিবেন, জনাইলেন।

তার পর, যাহা হইল, তাহা আর বলিতে হবে না। মেম সাহেব ও তাঁহার স্বামী প্রত্যাগত না হউন, কিন্তু অধ্যক্ষ্য মহাশয় তো নিশ্চয় 'আপ্যায়িত' হইলেন এবং বলা বাহুল্য, হোটেলস্বামীও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ 'শিক্ষা' প্রাপ্ত হইলেন।

জুয়াচোর হইতে পরিত্রাণ।

ভুক্তভোগীর নিজের কথা।

আমি কোন কর্ম্ম-উপলক্ষে জলন্দরে (পঞ্জাবে) যাত্রা করি। তথায় এক বৎসর তিন মাস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিলাম; কিন্তু মনে হইল হরিদ্বার, জ্বালামুখী, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলাম। জলন্দর ছাউনীর ষ্টেসনে আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিলাম, তখনও প্রভাত হয় নাই। পরদিন রাত্রি ১০।১১টার সময় গাজিয়াবাদে নামাইয়া দিল। আমি জলন্দর হইতে গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিয়াছিলাম; সুতরাং হরিদ্বার, জ্বালামুখী বা কুরুক্ষেত্র কোন স্থানেই যাওয়া হইল না। কিন্তু যখন গাজিয়াবাদে আসিয়া নামি, তখন লক্ষ্ণৌ সহর ও নবাবের কেশোরবাগ দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলাম। গাজিয়াবাদ হইতে আলিগড় পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলাম এবং আলিগড়ে আসিয়া ও অন্য গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলাম। যখন লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা ৭।৭৷৷০টা। ষ্টেসন হইতে নামিয়া সদর বাজারে গিয়া একটী ভদ্রলোকের বাটীতে অতিথি হইলাম। ভদ্রলোকটী ৮৫ সংখ্যক রেজিমেণ্টের গুদাম-গোমস্তা। তিনি তখন পর্য্যন্ত আফিস হইতে প্রত্যাগত হন নাই। আমি অনেক ক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় তিনি আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পরিচয় দেওয়াতে তিনি বাটীর ভিতর হইতে চাউল দাউল ইত্যাদি আনাইয়া দিলেন এবং আমাকে পাক করিয়া খাইতে বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও পাক করিয়া খাইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিয়া আমার নিকট বসিয়া নানা প্রকার গল্প আরম্ভ করিলেন।

বেলা ৩।৪টার সময় আমি তথা হইতে উঠিয়া নবাবের কেশোরবাগ দেখিতে গেলাম এবং তথায় আর একটী ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রি-যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে গোমতী নদী ও আর আর সহরের শোভা দেখিয়া ষ্টেসনে আসিয়া অযোধ্যা পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলাম। কিন্তু মনে মনে দেখিবার আরও ইচ্ছা ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ঘটিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ি যখন ফাইজাবাদ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একটী হিন্দুস্থানী আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিল ও নানা প্রকার কথোপকথনের পর কহিল—"আমি আপনাকে তীর্থ দেখাইব; আমাকে দু'

চারি পয়সা যাহা আপনার ইচ্ছা হয়, দিবেন।" ক্রমে গাড়ি অযোধ্যা ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলে আমরা উভয়ে গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইলাম। আমার নিকটে একটী ব্যাগ ও একটী কাপড়ের গাঁটরি ছিল। আমি ব্যাগটী হাতে ঝুলাইয়া লইলাম; সে আমার গাঁটরি লইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সরযু এখান হইতে কত দূর?" সে বলিল—"প্রায় ১ ক্রোশ হইবে।" খানিক পথে সে আমাকে বলিল,—(পরস্পরে হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে) "বাবু! তোমার গাঁটরী বড় ভারী।" আমি বুঝিলাম,—'এ বেটা ফাঁকী দিবার চেষ্টায় আছে। যাইহোক, প্রকাশ্যে বলিলাম,—"ভারী হয় আমার হাতে দাও।" সে বলিল,—"না—না—চলুন—চলুন।"

যখন সরযূ নদীর কিনারায় আসিলাম, তখন দেখিলাম লোকে লোকারণ্য; বান্ধা ঘাটে গিয়া স্নান করিবার যো নাই। সুতরাং সেইখানে গাঁটরী ও ব্যাগটী রাখিয়া অন্য স্থানে স্নান করিতে হইল। স্নান করিয়া তাহার সহিত আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ কি জন্য এত লোকের ভিড় হইয়াছে?" সে বলিল,—"কল্য রাসপূর্ণিমা, আজ চতুর্দ্দশী; তাই অদ্য হইতে এত ভিড়, কাল আরও বেশী হইবে।" ক্রমে মহাবীরের মন্দিরে আসিয়া শিরণী দিলাম (যেখানে হনুমান রাজা হইয়া আছেন)। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে বলিলাম,—"চল, আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।" সে বলিল "আসুন।" এই বলিয়া একটী দোকানের সম্মুখে গিয়া গাঁটরী রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় জন গুণ্ডা (বদ্‌মায়েস) আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া কত কি বলিতে লাগিল। একজন বলিল,—"এ বাবু, আমি এখানকার প্রধান গুরু, আমার না বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা; আমাকে আজ ১০৲ দশ টা প্রণামী দিতে হইবে।" এইরূপে একে এ কেহ ৪৲ কেহ ৬৲ কেহ ৭৲ কেহ ৮৲ ইত্যা প্রণামী চাহিতে লাগিল। যে ব্যক্তি আম সহিত ফাইজাবাদ হইতে গাঁটরী লইয়া গি ছিল, সে বলিল,—"আমাকে ৪৲ টাকা দাও আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিব, ন তোমার গাঁটরী দিব না।" আমি তাহাদি ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইলাম; প্রকা কিছু বলিতে পারিলাম না,—ভাবিলাম, এখ জোরজবরদস্তি খাটবেক না। বিনয় ক বলিলাম,—"আমি কেবল তীর্থ দেখিতে আ আছি, আমাকে কেন আপনারা ওরূপ ক তেছেন! যখন এখানে সপরিবারে আ শ্রাদ্ধাদি করিব, তখন আপনারা পীড়া করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া ব্যাগের ভি যে মণিব্যাগ ছিল, তন্মধ্য হইতে একটী দু সেই বিশ্বেশ্বর পাণ্ডার পায়ের উপর রা প্রণাম করিলাম। সে বলিল,—" দু' আনা কখনই লইব না। যেখানে দশ চাহিয়াছি সেখানে দু আনা!" ইত্যাকার সকলেও আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি ক ধরিল।

অতঃপর আমি আর কোনরূপে ইহা হস্ত হইতে এড়াইতে পারিব না এই ভা মনে করিলাম, একবার ভয় প্রদর্শন ক দেখি; দেখা যাউক, কি হয়! এই মনে ক আমার ব্যাগের ভিতর হইতে কোট, প্রভৃতি বাহির করিয়া পরিধান করিয়া দিগকে হিন্দিতে বলিতে লাগিলাম,—" চোর! তোরা দস্যু! আমার নিকট টাকা ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছিস্? কে তোরা এখনও পর্য্যন্ত জানিস্ এখনই তোদের লক্ষ্ণৌ পুলিসে চালা

আমি লক্ষ্ণৌ পুলিসের ইনস্পেক্টর।" এই প্রকারে অনেক ক্ষণ কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করাতে তাহারা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল, এবং বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা বলিল,—না বাবু, আমরা ঠাট্টা করিতেছিলাম, আপনি যাউন। যা-রে বাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দে।" এই বলিয়া সে ক্রমশঃ চুয়ানি লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমি আরও সুবিধা পাইলাম; যা মুখে আসিল, গালি দিলাম; গাঁটরী-বাহক ব্যতীত আর সকলে সরিয়া গেল। আমিও তাহাকে ষ্টেসন পর্য্যন্ত লইয়া গেলাম এবং ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"আপনি আর কখনও একাকী অযোধ্যায় আসিবেন না। এখানে যত বদ্‌মায়েস ও জুয়াচোর বাস করে। এই স্থানটী যেন বদ্‌মায়েসের আড্ডা। পুলিশ দেখিয়াও দেখে না।"

কেন দেখা দিলে?

এতদিন পরে আবার কেন দেখিলাম? কেন দেখা দিলে? তুমিই একদিন শিখাইয়াছিলে, রোগীর মনে রোগ-যাতনা স্মরণ করাইয়া দিতে নাই; কিন্তু তুমিই আবার আসিলে? তুমি আসিলে, তোমায় আবার দেখিলাম, কিন্তু আমার সুখ কি? এতদিন তোমায় না দেখিয়া হৃদয়ের শূন্যস্থান পুরাইবার জন্য এই শেষ-জীবনে একটু শান্তি পাইতেছিলাম; কিন্তু তুমি আবার এতদিন পরে দেখা দিয়া সেটুকুও নষ্ট করিতে আসিলে? এ জীবনে সকলই হারাইয়াছি—সর্ব্বস্ব বিনিময়ে একটু শান্তি পাইতেছিলাম, তাহাও নষ্ট করিতে তুমি আবার কেন দেখা দিলে? জিজ্ঞাসা করিবে, এই প্রলোভন, স্বার্থ, নিরাশা বা দুরাশাপূর্ণ পৃথিবীতে কি করিয়া এই শান্তিটুকু পাইতেছিলাম! কিন্তু তাহা শুনিয়া কি করিবে? শুনিলে তোমার ও-নিরাশ হৃদয়ে বিপ্লব ঘটিবে, দমিত প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও আশাটুকুও সমূলে নষ্ট হইবে। তাই বলি, সে দুঃখের কথা নাই বা শুনিলে!

এ সংসারে কয়জন আছে যে যাহারা নিজের স্বার্থনাশ করিয়া অপরের বিন্দুমাত্র উপকারার্থে দুটা কথা বলিতে স্বীকৃত হয়? অনুসন্ধানে এমন কয়টা লোক পাইবে যে, যাহারা স্বার্থ ভিন্ন (পরের উপকার দূরে থাক্) সংসারের কোনও কাজ করে? তুমি আমি এই সংসারেরই মানুষ—দেবতা নহি। তুমি তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবার আসিয়াছ; কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়াছিলে কি যে, তোমায় দেখিলে আমার স্বার্থ নষ্ট হইবে? একদিন তুমি আমায় কতগুলি কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু আজি আমি তোমায় বলিব, শুনিবে কি? তুমি তোমার দুঃখেই বিভোর, তোমার ও দমিত প্রাণে সে স্থান কই যাহাতে আমার এ কথাগুলি স্থান দিবে? তাই জিজ্ঞাসা করি, আমার এ শান্তিটুকু নষ্ট করিতে এতদিন পরে আবার কেন দেখা দিলে?

আমার কথায় তুমি হয়ত আমাকে নিষ্ঠুরতার আধার ভাবিবে। কিন্তু তুমি বুঝিবে না যে, আমি তাহা নহি; তোমার ন্যায় আমার শরীরেও দয়া আছে। তোমার সে অনুভবশক্তি কোথায় যে, তুমি বুঝিবে কেন তোমার দৃষ্টি আমার উপেক্ষণীয়, কেন তোমার দর্শনে আমার শান্তিটুকু নষ্ট হইল? তোমার মন ক্ষুদ্র বিষয়ই ভাবিতে পারে, বুঝিতে পারে; তোমার হৃদয় ক্ষুদ্র বিষয়ে ভরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ লইয়াই তোমার চিন্তা—তোমার মনে মহান্ বিষয়ের স্থান কোথায়? এমন এক সময় ছিল, যখন তোমাকে দেখিবার জন্য শিশিরের হিম, বর্ষার বৃষ্টি, নিদাঘের রৌদ্র, পথের কণ্টক

কিছুই স্বরূপ বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু এখন সেই তোমার দৃষ্টি হইতে এই একবিন্দু শান্তি লাভে কেন লালায়িত, তাহা তুমি কি বুঝিতে পারিবে? যখন জীবনে ঊষার আলোক ফুটিত, যখন ফুলের সঙ্গে খেলা করিতাম, জোৎস্না ফুটিলে আমারও হাসি ফুটিত, যখন ধীর সমীরে গাছের পাতার তালে, ফুলের পাপড়ির সঙ্গে নাচিতাম, যখন আমায় আর ফুলে, আমায় আর চাঁদে, আমায় আর শাখার পাখীতে কোন প্রভেদ আছে এ জ্ঞান ছিল না, আত্মপর কি জানিতাম না, হেমন্তের নীহারবিন্দুটীর মত মন নির্ম্মল ছিল,—তখন তুমি দেখা দিতে—তখন তোমায় দেখিতে পাইলে ভাল লাগিত, ছুটিয়া তোমার কাছে যাইতাম। তখন তোমায় দেখিলে যেন কত আনন্দ হইত, হৃদয়ের তৃপ্তি যেন আর একটু বাড়িত। তুমি কাছে থাকিলে যেন অপরের অপেক্ষা একটু আনন্দ, একটু তৃপ্তি, একটু আর কি—বেশী আছে বলিয়া বোধ হইত। তখন তোমাকে না দেখিলে হৃদয়ে একটা বিষাদের রেখা অঙ্কিত হইত, মুখে একটা ভাবনার ছায়া পড়িত না। এখন সে দিন—সে ঊষাকাল,—সে মধুর শান্তিময় দিন গিয়াছে। এখন মনে সে ভাব নাই—সে চাঁদ, ফুল, হাসি, সব গিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করি, এখন আর সে দিন নাই, তবে আবার কেন দেখা দিলে?

যখন জীবনে ঊষাকাল ছিল, তখন তুমিও বসন্তের কোকিলটীর মত, হেমন্তের প্রথম উত্তুরে বাতাসটুকুর মত, চৈত্রের প্রাতঃকালিক রৌদ্রটীর মত আপন লীলায় বিভোর থাকিতে; পরের সুখদুঃখে দৃক্‌পাত করিতে না; আপন পর কি বুঝিতে না। তাই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছিল,—এক চুম্বকে দুইটি কীলক সংলগ্ন হইয়াছিল—তাই পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত পাতাতেই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতাম—পাতার ধুলাও গায় লাগিত না।

ক্রমে ঊষাকাল ফুরাইল; জীবনে দিবা আলোক ফুটিল—তোমাতে আমাতে বিভিন্নত দাঁড়াইল। তোমাকে দেখিলে আর সে তৃপ্তি পাইতাম না। কেবল মনে একটু আনন্দ হইত কিন্তু শান্তি পাইতাম না। দেখিবার স্পৃহা ছিল, কিন্তু দূরে থাকিয়া তোমার কথা ভাবিতে পাইলে একটু বেশী সুখ পাইতাম। তোমারও পরিবর্ত্তন ঘটিল—তোমার সে সরল হাসি এখন হইতে অধরো ঠেঁই মিলাইয়া যাইত, চাহনি আর ভূমিদৃষ্টি ত্যাগ করিত না। চাঁদ, তারা ফুল প্রভৃতি কথার স্থানে কত নূতন কথা উঠিত।

এজগতে প্রত্যেক মত প্রত্যেকের মত হইতে ভিন্ন; একের সুখদুঃখ অপরের সুখ দুঃখ হইতে ভিন্ন। দুই জনের মন, দুই জনের উদ্দেশ্য এক না হইলে অন্ততঃ অধিকাংশে না মিলিলে সুখ, শান্তি,প্রণয় হয় না। তোমাতে আমাতে তাই মিলিল না; তুমি যাহাতে সুখী হইবে ভাবিতে আমার তাহাতে দুঃখ বাড়িবে বোধ হইত। ক্রমে তোমার মনে কিসের ছায়া পড়িল; তোমাকে দেখিলে বোধ হইত যেন আমার যে শান্তিটুকু আছে তাহা তোমা হইতে নষ্ট হইবে। তাই দূরে থাকিয়া তোমার কথা ভাবিতে ভাল লাগিত, তোমার সংস্রবে আসিতে আর ইচ্ছা হইত না।

তোমার মহদ্বিষয় ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই; পরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ দেখাই তোমার অভ্যাস; তুমি এ হৃদয়ের মহদ্দুখ বুঝিলে না। এতদিন পরে আবার দেখা দিলে কিন্তু আজিও বুঝ নাই যে, সুখের লয় কোথায় হয়। 'সংসার সুখ শান্তি প্রণয়পূর্ণ' এ ভ্রম ঘুচে নাই। তাই বলি, সুখালয়ের অনন্ত গর্ভস্বরূপ শান্তিটুকু নষ্ট করিতে এতদিন পরে কেন দেখা দিলে?

এ সংসারে অপরের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভাবিতে গেলে কার্য্য চলে না। যতই ক্ষুদ্র বিষয়

লইয়া আলোচনা করিবে, মন ততই ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ দেখিতে দেখিতে মহৎ সুখ বা মহদ্দুঃখ দেখিতে বা বুঝিতে পারিবে না। মানুষ অতি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ই তাহার আলোচ্য নহে। পরের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ বুঝিতে না পারিলে হৃদয় নাই এ কথা প্রমাণ হয় না। যাহার মন মহদ্দুঃখে ভরা তাহার কি অপরের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ দেখা অভ্যাস থাকিতে পারে? যাহার মন "আমার আমার" করিয়া বিভোর হইয়া পড়িয়াছে, সে 'আমি' ব্যতীত আর কি দেখিতে পাইবে!—আর কি ভাবিতে পারিবে? 'আমিত্বে' যে হৃদয় ভরা, সে হৃদয়ে পরের বিষয় ভাবিবার স্থান কোথায়? আর, স্থান নাই বলিয়া কি তাহার হৃদয় নাই? ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে 'সহৃদয়তা,' 'মনুষ্যত্ব', 'উন্নতি' এগুলি কথার কথা-মাত্র। তুমি সংসার বুঝ নাই, তাই সংসার 'সুখশান্তি প্রণয়পূর্ণ' বলিয়া ধৈর্য্য হারাইলে। যাহার মন 'আমার আমার' করিয়া বিভোর তাহার দুঃখ দীনতা হইতেও মহত্তর-শান্তিই তাহার একমাত্র দুঃখহারিণী। তুমি সে শান্তি হারাইয়াছ, তাই এত ব্যাকুল। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে কাঁদাইয়া সুখ কি? বরং যাহাতে তাহার প্রাণে শান্তি থাকে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া নিজে চির কষ্ট ভোগ করাতেই যথেষ্ট সুখ; যথেষ্ট আনন্দ। তাই একদিন কেহ গাহিয়াছিলেন;—

"সে ত আমার আছে ভাল!"

মন পুড়িতেছে দেখাইয়া, অপরের মন পোড়াইবার আবশ্যক কি?

সুখ দুঃখের কথায় তুমি আমায় কি একটা ভাবিবে; কিন্তু জান না, অতীতের স্মৃতি কত কষ্টকর। তাহা বুঝিতে পার না বলিয়াই আবার আসিয়াছ। অতীতের স্মৃতি মন হইতে যত দূরে রাখিবে মনে ততই শান্তি আসিবে। তুমি দূরে ছিলে তাই মনে অল্পে অল্পে শান্তি আসিতে ছিল। কিন্তু আবার তোমার দর্শনে অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; শান্তিটুকুও নষ্ট হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আমার এ শেষ শান্তি হরণ করিতে আবার কেন দেখাইলে? তুমি দয়া চাহিবে? পাইবে কেন? স্বার্থময়ী পৃথিবীতে দয়া বড় মহার্ঘ্য বস্তু,—তায় আবার তুমি নিরাশ-প্রাণ, দমিত হৃদয় ও উদাসমনা হইয়া পড়িয়াছ? নিরাশের আশা পূরে না, ধূলিতে জল বিন্দুর মত শুকাইয়া যায়। নিজের দুঃখ পরকে বুঝাইতে যাইও না, সে বুঝিবে না। তোমার দুঃখে তাহার স্বার্থ নাই। দয়া ভিক্ষা করিওনা, নিরাশ-প্রাণে শান্তি লাভের চেষ্টা কর।

তোমার প্রাণ নিরাশ বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশ হয় নাই। এখনও ফুলকুন্তলের নাচনিতে, জোৎস্নার ছবিতে এ মুখ খানি, এ নয়ন দুটি বোধ হয় দেখিতে পার। নহিলে দমিত হৃদয়েও জীবনের সন্ধ্যাকালে আবার আসিবে কেন?

তুমি আমাকে দেখা দিলে, আমার শেষ শান্তি টুকু নষ্ট হইতে চলিল কিন্তু তুমি আর তৃপ্তির আশা রাখিওনা। এ সংসারে প্রার্থিত বস্তু লাভ বড়ই দুর্ঘট। কার্য্যের কর্ত্তা তুমি নহ। যাহা তোমার প্রাপ্য তাহা তুমি পাইবেই পাইবে! তদ্বিপরীত স্রোতে যতবার যাইবে ততবার সে তোমাকে কূলে আহত করিয়া রাখিবে। তাই জিজ্ঞাসা করি, নিরাশ হৃদয় লইয়াও কেন আবার জীবনের এই সন্ধ্যাকালে আসিয়া দেখা দিলে?—হায় আশা!

সাঁওতাল পরগণা।

নদী ও জলবায়ু।

সাঁওতাল পরগণায় অনেক পর্ব্বত আছে এবং তাহাদের নির্ঝর হইতে বর্ষাকালে জল সরু সরু নালা খনন করিয়া প্রধান প্রধান দুই তিনটী নদীতে পড়িয়া থাকে। একটী নদীর নাম ময়ূরাক্ষী (ময়ূরাক্ষী), অপরটীর নাম ব্রাহ্মণী, তৃতীয়টীর নাম দামোদর। ময়ূরাক্ষী বৈদ্যনাথের নিকট তিয়র পর্ব্বত হইতে উঠিয়া ডুমকার নিকট দিয়া কাটোয়ার নিম্নে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণীও গঙ্গায় প্রবাহিত হইতেছে; এবং দামোদর, রামগড় পাহাড় হইতে উঠিয়া মেদনীপুরের ভিতর দিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। ময়ূরাক্ষীতে জল সর্ব্বসময় থাকে না। বর্ষাকালে অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর ন্যায় ইহার বেগ অতি প্রবল হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় বৃষ্টি হইলেই দেখিতে দেখিতে জল বাহির হইয়া যায়। এইরূপ নৈসর্গিক পয়ঃপ্রণালী থাকাতে এখানকার লোকের প্রায় পীড়া হয় না। এখানকার জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট। পাকুড়, জামতাড়া, দিওঘর (বৈদ্যনাথ), গড্ডা ও ডুমকা সবডিবিসনের মধ্যে পাকুড় ব্যতীত অন্যত্র অতীব স্বাস্থ্যকর স্থল। বঙ্গ-বদ্বীপের নিকটস্থ এরূপ স্বাস্থ্যকার স্থল আর নাই। আমি যতদূর সাঁওতাল পরগণার অবস্থা জ্ঞাত আছি, তাহাতে কলিকাতার নিকট অথচ অল্প খরচে হয় রোগীর বায়ু পরিবর্ত্তনের পক্ষে এমন স্থান আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুঙ্গেরের জলবায়ু, সীতাকুণ্ড নিকটে না থাকিলে, ডুমকা ও গঙ্গার জলবায়ুর নিকট তুলনাই হইতে পারে না। মুঙ্গেরে খাদ্যের সুখ আছে বটে, সাঁওতাল পরগণায় সর্ব্বত্র সেরূপ নাই; দুগ্ধ ও রামসাল ও সীতাসাল নামক উৎকৃষ্ট তণ্ডুল তথায় পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণার লোকে হয় কূপের জল, না হয় বাঁধের জল পান করিয়া থাকে। চারিদিকের ভূতরঙ্গের উপর পতিত বৃষ্টির জল আসিয়া যে নিম্নস্থলে একত্রিত হয়, সেই নিম্নস্থলের জল বাহির হওয়ার মুখে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া রাখাকে এখানে বাঁধ কহে। পুষ্করিণী খনন করা অতি ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম। এই জন্য উক্তরূপে জল ধরিয়া রাখার প্রথা সাঁওতাল পরগণায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এখানকার কূপোদকের স্বাস্থকর গুণ অনেক আছে। জল পরিষ্কার এবং লৌহ ও অন্যান্য ধাতু পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত থাকাতে, উহা স্বাস্থের পক্ষে এত উপযোগী। ডুমকায় দেখিয়াছি যে, কোন কোন কূপের জল অল্প কষায় লাগে এবং লৌহের অল্প মিষ্ট আস্বাদও পাওয়া যায়।

এখানে লোকে কিছুদিন থাকিলে যে শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার কারণ বোধ হয়, এই লৌহ জল পান করার দরুণ। ডুমকার প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত, সুতরাং ডুমকাকে একটী উপত্যকা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে তিয়র ও ফুলঝুরি পর্ব্বতকেও উচ্চ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণার প্রায় পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম দিক হইতেই বায়ু বহিয়া থাকে; দক্ষিণদিক হইতে প্রায় নাই বলিলেই হয়। এইজন্য, এখানকার বায়ু বাঙ্গালার বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক।

সাঁওতাল পরগণার মনুষ্য।

সাঁওতাল পরগণা সাঁওতাল জাতির বাসস্থান বলিয়া এই প্রদেশকে সাঁওতাল পরগণা কহে। সাঁওতাল ব্যতীত এই প্রদেশে, পাহাড়ী, ভুঁয়ে ও ঘাটোয়াল নামক প্রাচীন জাতিরাও বাস করিয়া

থাকে। তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থলে বাঙ্গালীরাও ৩।৪ পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে তামলি (দে) মুয়রা, গন্ধবণিক, পরামাণিক জাতিই প্রধান। রাঙ্গলপুর ও বিহার অঞ্চল হইতে ছোট লোকেও অনেক দিন ধরিয়া এখানে বাস করিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অতি বিরল; আর যাহারা এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পুরুষেরা প্রায় বীরভূম, ও রাণিগঞ্জ প্রভৃতি স্থল হইতে আসিয়াছিলেন। এবং যে সকল বিদেশী বাঙ্গালী ও বিহারীগণ ৩।৪ পুরুষ বাস করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বোধ হয় চাকরী কিম্বা ব্যবসার নিমিত্তে প্রথমে প্রথম আগমন করেন। যাহা হউক, সাঁওতাল পরগণার আধুনিক অধিবাসীগণের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে সাঁওতালগণের বিষয়ই পাঠকগণকে বিদিত করিব।

সাঁওতাল।

সাঁওতালেরা কোথা হইতে আসিল, তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মই বা কি, ইহা জানিতে বোধ হয় অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। প্রথমে 'সাঁওতাল' এই কথাটীর অর্থ কি তাহাই স্থির করা যাউক। এই কথাটী কোন একটী ভাষা হইতে আসে নাই। উহা একটী সঙ্কর শব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হয় (Hybrid word)। সাঁওতালী কথা 'সাঁও' অর্থ 'সঙ্গে' এবং হিন্দি 'তাল' অথবা 'টাল' অর্থ 'পর্ব্বত'। এই 'টাল' কথাটী 'খরমাটাল', 'নাইনিতাল' প্রভৃতি কথাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সাঁওতাল অর্থ, 'এক সঙ্গে পর্ব্বত।' বোধ হয়, এই প্রদেশের নিবীড় পর্ব্বতাকার ভূতরঙ্গ ও পর্ব্বত দেখিয়া প্রথমে ইহার নাম 'সাঁওতাল' দেওয়া হয়; পরিশেষে যে সকল অনার্য্য ও অসভ্য লোক এই প্রদেশে বাস করিত, তাহারা 'সাঁওতাল' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। সেইরূপ ডুমকা অথবা ডুমকো শব্দের অর্থ,—যথা 'ডুম' অর্থ, 'পুচ্ছ' এবং 'কো' অর্থ, 'পর্ব্বত';—'পর্ব্বত' পুচ্ছ'। যিনি সর্ব্বাগ্রে এই নামকরণ করেন, তিনি বোধ হয় বর্ত্তমান ডুমকোর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত দেখিয়া এবং তাহাদিগকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের পুচ্ছ বলিয়া এই নাম দিয়াছেন। 'কো' শব্দের অর্থ যে পর্ব্বত, তাহা আফগানিস্থানের অনেক পর্ব্বতের নামের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ডুমকো কথাটী দেখিয়া বোধ হয় যে, এই নামটী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু, সাঁওতাল কথাটীর সঙ্করভাব দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণের পূর্ব্বে এই কথাটী সাঁওতালগণের ও হিন্দিভাষীগণের বহুদিনের একত্র অবস্থান-জনিত উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশের কোন স্থলে এমন কি কাশী পর্য্যন্ত কোথাও সাঁওতাল পরগণার ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট ভূতরঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা প্রথম দর্শকের চক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবারই সম্ভাবনা এবং অতি পূর্ব্বকালে ঐ সকল ভূতরঙ্গ আরও উচ্চ ছিল; তজ্জন্যই সাঁওতাল পরগণার নাম 'পর্ব্বত সঙ্ঘ' হইবার আশ্চর্য্য কিছুই ছিল না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে যখন সাঁওতাল ভাষায় 'নাম' এমন একটী ভাবের কথা নাই, তখন একটী জাতীয় নাম যে সাঁওতালেরা নিজে দিয়াছে তাহা হইতে পারে না। এখনও সাঁওতালেরা, নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইলে 'তুমি কে' এই ভাবের কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর যত তাহারা প্রাচীনকালের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত একত্রে বাস করিয়াছে, তখন হইতে তত্তই তাহাদের নামের সৃষ্টি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

অদৃশ্য উত্তাপ।

স্বভাবের নিয়মে জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই কিছু কিছু পরিমাণে উত্তাপ আছে। একেবারে উত্তাপহীন বস্তু কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রজ্বলিত দীপশিখায় অঙ্গুলি প্রদান কর উত্তাপ অনুভূত হইবে; প্রখর রৌদ্র-কিরণে অনাবৃত শরীরে বহির্গত হও, উত্তাপ অনুভূত হইবে; উত্তপ্ত জলমধ্যে হস্ত নিমজ্জিত কর উত্তাপ অনুভূত হইবে। অপর পক্ষে, স্তূপাকৃত বরফরাশির মধ্যে হস্ত প্রবেশিত কর, শীতলতা অনুভূত হইবে: অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হও, শীতলতা অনুভূত হইবে; কোন স্নিগ্ধসলিল সরোবর হইতে স্নান করিয়া উঠিবার সময় সমীরণ প্রবাহিত হইলে দেহের চর্ম্ম আকুঞ্চিত হইবে ও শীতলতা অনুভূত হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানপাঠে জানা যায়, কি দীপশিখা, কি প্রখর রৌদ্র, কি উত্তপ্ত জল, কি স্তূপাকৃত বরফ, কি অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, জগতের সকল পদার্থেই কিছু না কিছু উত্তাপ আছে। উত্তপ্ত বস্তুর চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিকীরণের ক্ষমতা থাকায় এবং নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতল পদার্থের উত্তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকায়, স্বভাবের কোন বস্তুই একেবারে শীতল হইতে পারে না। কিন্তু কৌশল করিয়া কোন বস্তুকে যতই উত্তাপ প্রদান কর অথবা তাহা হইতে উত্তাপ হরণ কর, সকল বস্তুরই উত্তপ্ত অথবা শীতল হইবার এক একটি সীমা আছে। যে যন্ত্রের দ্বারা এই উত্তাপের পরিমাণ করা যায়, তাহাকে তাপমান যন্ত্র বলে। একটি জলপূর্ণ লৌহ কটাহ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপর বসাইয়া দেও ও তাপমান যন্ত্রের দ্বারা জলের উত্তাপ নিরূপণ করিতে থাক, দেখিবে এক দুই করিয়া উত্তাপ ক্রমশই ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। জলের উত্তাপ গ্রহণের এই চরম সীমা। ইহার পর প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে যতই কেন কাষ্ঠ প্রদান কর না, অগ্নি অক্ষুণ্য-ভাবে দিবানিশি জ্বলিতে থাকিবে; জল হইতে ধূমাকারে বাষ্প উঠিতে থাকিবে, তথাপি জলের উত্তাপ একশত হইতে অধিক উঠিবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই উত্তাপটী যায় কোথা? ৮০ ডিগ্রী উত্তাপ পরিমিত অর্দ্ধ সের জল শূন্য ডিগ্রী পরিমিত অর্দ্ধ সের জলের সহিত মিশাইয়া দাও, ৪০ ডিগ্রী উত্তাপের এক সের জল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ৮০ ডিগ্রী উত্তাপের অর্দ্ধ সের জল শূন্য ডিগ্রী উত্তাপের অর্দ্ধ সের চূর্ণিকৃত বরফের সহিত মিশাইয়া দাও, শূন্য ডিগ্রী পরিমিত এক সের জল উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই ৮০ ডিগ্রী পরিমিত উত্তাপ যায় কোথায়? পূর্ব্বোক্ত উত্তাপ বাষ্পতে এবং এই ৮০ ডিগ্রী পরিমিত উত্তাপ বরফের জলেতেই থাকে।

এই উত্তাপের গুণে বরফের তাপ কিম্বা আয়তন বর্দ্ধিত হয় না বটে, কিন্তু তরলত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ কঠিন বরফ হইতে তরল জলের অবস্থান্তরিত করে। সুতরাং অর্দ্ধ সের পরিমিত বরফের অবস্থান্তর করিতে হইলে যে উত্তাপ অর্দ্ধ সের পরিমিত জলকে ৮০ ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপ প্রদান করিতে পারে, তাহাই আবশ্যক হইবে। এই উত্তাপকেই জলের অদৃশ্য উত্তাপ বলে। প্রত্যেক বস্তুই তরলত্ব প্রাপ্ত হইবার সময়, কিয়ৎপরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করে। কিন্তু সকল বস্তু সমান উত্তাপ গ্রহণ করে না। বরফ তরল হইতে যে এত সময় লাগে, তাহার প্রধান কারণ, নিকটস্থ পদার্থ হইতে এত অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করিতে হয়; এবং অন্য পক্ষে জলে শূন্য ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপ হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বরফ হইতে যে এত অধিক

সময় লাগে তাহারও প্রধান কারণ এই যে, তাহাকে এত অধিক পরিমাণে অদৃশ্য উত্তাপ বিকীরণ করিতে হয়। অর্থাৎ তরল হইবার সময় যে পরিমাণ উত্তাপ গ্রহণ করে, কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইবার সময় সেই পরিমাণ উত্তাপ বিকীরণ করিতে না পারিলে কাঠিণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না।

ধর্ম্মধ্বজীর লেক্‌চার। ✓

সুরুচির কুটীরে ধর্ম্মধ্বজীগণের সভা; স্ত্রী পুরুষ সকলেই একাসনে সমাসীন। সর্ব্বত্রই ভ্রাতৃভাব!—সুতরাং অভ্যাগত সভ্য সভ্যিকাগণের মধ্যেও সময়োচিত অথচ বিশিষ্টরূপ 'আদর-আপ্যায়িত' চলিতেছে। এমন সময় সহসা সভাপতি মহাশয়ের আগমন হইল; সুতরাং চারিদিকেই ঘনঘন করতালি—মুহুর্মুহু 'জয় সাম্যস্বাধীনতার জয়।' ক্রমে সভাপতি মহাশয় গ্রিণরুম হইতে এক গ্লাস পানি পান করিয়া আসিয়া ক্ষণেক বিশ্রামান্তর গাত্রোত্থান করিলেন; এবং প্রথমে সটান সোজা হইয়া ও পরে 'টেবিল-তালির' আবশ্যক-বোধে অর্দ্ধহেঁটভাবে দণ্ডায়ণ রহিলেন। তখন আরও ঘনঘন চটাপট করতালি ও তৎসহ টেবিল-তালিও কোমলে কঠিন অপূর্ব্ব মিশিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সুর ধরিলেন,—"সভ্য ভদ্রগণ এবং সভ্যিকা মহাদিকাগণ! আজ আপনাদের সভাপতিত্বে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমাদের, শুভ-আন্দোলনের ফল যে কতকাংশে ফলিয়াছে, তাহা আজ আপনাদের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম। কি অত্যাচার!—কি অত্যাচার! অবলা বলিয়া সরলা বালাদিগকে পাপিষ্ঠগণ পক্ষিণীর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিবে?—তাঁহাদিগকে পবিত্র স্বাধীন প্রেমে বঞ্চিত রাখিয়া কেবল আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য [illegible] থাকিবে? পরমপিতার, [illegible] এ কি [illegible] লোকের [illegible]?—এর অবিচার! ('ঠিক ঠিক' ঘনঘন করতালিসহ)। যাহৌক, আমাদের চেষ্টায় এক এক করিয়া যে কতকগুলি পুরমহিলাকে আজ স্বাধীন করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, এই আনন্দের বিষয়। কতকগুলি ভগিনীগণও যে আমাদের সঙ্গে সভাস্থলে একাসনে বসিতে পারিয়াছেন, এই শুভলক্ষণ। আর, ইহাতেই আশা করা যায় যে, আর দুই দশ বৎসরের মধ্যেই এ পৃথিবীতে সকল জাতির 'সর্কলের' মধ্যেই ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে। (এমন সময় এক কোন হস্তিতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—'পতিপত্নীর মধ্যেও নাকি?' ও তার পর সকলেই চুপ চুপ করিয়া গোল থামাইলেন)।

"পৃথিবীতে সকলেরই সুখ অন্বেষণ করা উচিত, এই ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু মহিলা বিবাহ-নামক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া যে একজনমাত্রকে লইয়া সুখ পাইতেছিল, সে মরিল; আর, অমনি পাপিষ্ঠগণ তাহাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিল; ভাল করিয়া খাইতে ও শুইতে দিল না। যদি সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া—ভাইভগ্নী বলিয়া মানা যায়, তবে সে অবস্থায় তাহার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া উচিত। সে যাতনার সময় ভগ্নী কিরূপে পূর্ব্বাপেক্ষাও সুখপ্রাপ্ত হন, এইরূপ করা উচিত—এই ধর্ম্মের কথা। (ঠিক ঠিক! জয়ধ্বনি সহ)। আর সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই আমরা বিধবার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ আমাদের কি কম সদনুষ্ঠান!

'তা' ছাড়া, বিধবার বিবাহ দেওয়াতে

সমাজের যে কত উপকার, তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু মূর্খ হিন্দুগণ, বুঝিয়াও তাহা বুঝে না, এই ক্ষোভ! বিধবার বিবাহ প্রচলনে পুরুষদেরও কি অল্প লাভ? এই এক দেখুন, যাহার পুত্র নাই, কন্যা নাই, স্ত্রী নাই; সে যদি একটু যোগাড়যন্ত্র করিয়া একটী বিধবাকে মজাইতে পারে, তবে একবার ভাবুন দেখি, তা'র কত লাভ? সে তাহাতে অপুত্রক হইয়াও পুত্রকন্যার পিতা হইতে পারে; বিবাহ করিয়াই পরদিন হইতে সংসারের-সুখভোগে অধিকারী হয়! সুতরাং একাধারে বিনাক্লেশে পুত্রকন্যাপরিবার-লাভ কি অল্প সুখের কথা? কিন্তু পোড়া হিন্দু-সমাজ তাহা বুঝিয়াও বুঝিল না? এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

"বিধবা-বিবাহে আমাদের আর এক সুবিধা দেখুন। এক পরিবার মরিলে আমরা দ্বিতীয় পরিবারও গ্রহণ করি। কিন্তু অসাম্য সমাজ-প্রথাক্রমে আমাদিগকে যুবতী পরিবারের বিয়োগে বালিকা গ্রহণ করিতে হয়। ভাবুন দেখি, সে বালিকা মানুষ হইয়া 'ঘর-কন্না' চালাইতে কত বাধাবিঘ্ন হয় তো তাহাতে ততদিনে সংসার ছারেখারে যায়? কিন্তু এস্থলে একটী যুবতী বিধবাকে যদি বিবাহ করিতে পাওয়া যায়, তবে যেমন সংসার তেমনই থাকে—কোন কষ্টই ভুগিতে হয় না। সুতরাং এ প্রথা চলনে কি অল্প সুবিধা? (ঢের বেশী সুবিধা—বেশী সুবিধা!)।

তা ছাড়া, বিধবা-বিবাহে সংসারের আর এক উপকার দেখুন। যে বাজারকাল পড়িয়াছে, 'হা অর্থ' যো অর্থ' করিয়া লোকে যে হাহাকার করিতেছে, বিধবার বিবাহ দিলে সংসারের সে হাহাকার সম্পূর্ণরূপে কমিতে পারে। এই দেখুন, চক্ষু মুদিয়া দেখুন,—প্রত্যেক হিন্দুই বিধবা মাতা বিধবা ভগ্নী প্রভৃতি কত অপগোণ্ডের প্রতিপালনে দিন দিন বিব্রত হইয়া দায়গ্রস্ত হইতেছেন। এরূপ স্থলে যদি বিধবার বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহাহইলে আর অপগোণ্ড মাতা-ভগ্নীর প্রতিপালনে বিব্রত হইতে হইত না; নিজের সংসারে দিন দিন নিজেরই সুখ বাড়িত। কিন্তু দগ্ধভাগ্যগণ তাহা বুঝিল কৈ? আরও এক কথা, এরূপ হইলে আর কাহাকেও পিতৃহীন হইতে হইত না। এক পিতা মরিবে, আর নিত্য নিত্যই নূতন নূতন পিতা প্রাপ্ত হইব। একি সন্তানের পক্ষে কম সুবিধা? (ঠিক ঠিক! এই তো উচিত!)। এই সঙ্গে আরও দেখুন,এ প্রথা প্রচলনে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষারও কত উন্নতি হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার আগে "সৎমাতা","বিমাতা" প্রভৃতি কতকগুলি স্বভাব-সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার পুংলিঙ্গে কি হইবে,মহামহা পণ্ডিতগণ জন্মাইয়াও তাহার স্থির করিতে পারেন নাই। তবে এরূপ হইলে, দেখুন দেখি,তার পুংলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়া ভাষার কতদূর অঙ্গপুষ্টি সাধিত হয়? (ঘন ঘন করতালি)।

"তারপর, আর একটী গুরুতর কথা। এটী বড়ই চিন্তার কথা—বিষম বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব। বিবাহের দোষেই হিন্দু-সমাজের দিন দিন বলক্ষয় হইতে চলিয়াছে; অন্ততঃ এজন্যও হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন আবশ্যক। হিন্দু-সমাজ তুচ্ছ জাতিধর্ম্ম রক্ষার ভান করিয়া সুন্দরী রূপসী কন্যাকে অপগোণ্ড কদাকার ক্ষীণদেহ পুরুষের সহিত বিবাহ দিতেছে। ইহাতে না হয় মনের মিল; না হইতে পারে, সংসারের সুখ। আর, মনের মিল ও সুখ না থাকায় এবং সেই ক্ষীণদেহ কদাকার পুরুষের সহিত সহবাসে সুন্দরীর গর্ভেও কুৎসিত জঘন্য পুত্র জন্মিতেছে। সে পুত্র পিতৃবৎ না হোমের, না যজ্ঞের হইতেছে। সেরূ তালপত্রের 'সিপাহী-প্রায় পুত্র কে প্রার্থনা করে? আর, সেইজন্যই আজকাল সভ্যদেশ পশুদের মধ্যেও যাহাতে সন্তানগণ বলিষ্ঠ হয়, সেইমত বহুল চেষ্টা হইতেছে। গাভী ঘোটকী প্রভৃতিকে স্থানীয় হীনবীর্য্য বলদ ও ঘোটক দ্বারা গর্ভিণী না করাইয়া বিদেশ হইতে বলিষ্ঠ পশু আনাইয়া গর্ভবতী করান হইতেছে। তাহাতে তাহাদের সন্তানগণও তদ্রূপ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। কিন্তু এক বিধবা-বিবাহ না থাকাতেই অগত্যা আমাদিগকে দুর্ব্বল সন্তান গ্রহণ করিতে হইতেছে। যদি বিধবা-বিবাহ বা পুনর্ব্বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিত, তাহাহইলে সে সুন্দরী অনায়াসেই কদাকার কুৎসিৎ পুরুষের পরিবর্ত্তে আপনার মনের মত নাগর দেখিয়া লইতে পারিত। অর্থাৎ কলে হউক, কৌশলে হউক, স্থানান্তরিত করিয়া হউক বা কোনরূপে কদাকার পতিকে বিনষ্ট করিয়াই হউক, সে তাহাহইলে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু সে যখন জানিতেছে যে, সমাজ-শাসনে তাহার এক বই ভিন্ন গতি নাই, তখন তাহাকে কাজেই মনোমত না হইলেও, সেই কুৎসিৎ স্বামী লইয়া ঘরকন্না করিতে হইতেছে। আর, তাহার ফল স্বরূপই আজ আমরা কদাকার,হীনবল—ভারতউদ্ধারে-অপটু। (চারিদিকে ঘন ঘন করতালি ও 'ঠিক ঠিক' রব)। হায়! হায়! এ বিষম বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব হিন্দুগণ কবে বুঝিবে?

"তার পর, দেখুন, বিধবা-বিবাহ না চলায় ভ্রূণহত্যা। মানুষ-হত্যা সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু ভারতের ভাবী সন্তান—যাহারা কালক্রমে ভারত-উদ্ধারও করিতে পারিবে—তাহাদের অকাল-বিনাশ কি সহা যায়? বিধবার বিবাহ প্রচলন থাকিলে কতকগুলি ক্ষীণদেহ পুরুষের অপমৃত্যু বা ত্যাগ ঘটিতে পারে, কিন্তু এ সকল সন্তান তো বাঁচিতে পারে? আর এক কথা, একজন যুবক হন্দ আর পঁচিশ বৎসর বাঁচিত; কিন্তু সে ভ্রূণ পৃথিবীতে থাকিলে অন্যূন পঞ্চাশ বৎসরও বাঁচিতে পারিত। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রক্রমে পঁচিশ বৎসর বাঁচা হইতে অবশ্যই পঞ্চাশ বৎসর জীবন প্রার্থনীয়। সুতরাং আর নয়,—ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ! আর বিলম্ব করিবেন না। আসুন, সকলে মিলিয়া আপন আপন আত্মীয়-স্বজন মাতা-ভগ্নী প্রভৃতি সকল বিধবারই বিবাহ প্রদানে অগ্রসর হই। (সকলে সমস্বরে 'বেশ বেশ!—তাই করা যাক—তাই করা যাক!)।"

ইহার পরই সভা ভঙ্গ ইতি।—শ্রী—শ্রোতা।

সংবাদ।

—হাবড়ার আদালতে সম্প্রতি এক বৌ-চুরীর মকর্দ্দমা উপস্থিত। তাহাতে স্ত্রীলোক-টীকে আসামীও বলে,—'আমার স্ত্রী;' ফরিয়াদীও বলে,—'আমার স্ত্রী।' কাজেই কাহার স্ত্রী কাহাকে দিয়া বসিবেন, তাই বিচারকও বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছেন।

—সম্প্রতি গ্লাসগো সহরে এক ফরমাজি ছাতি তৈয়ারী হইয়াছে; সে ছাতি বিষম ছাতি। তাহার নীচে বসিয়া ৩০ জন লোক স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতে পারে; সুতরাং ব্যাপার কি, পাঠক বুঝিয়া লউন।

—এক্সালাচ্যাপেলের একজন ভদ্রলোক ১৭,০০০ রকমের খবরের কাজ পড়িয়া থাকেন। আর তাঁহার বাড়ীতে ঐ সকল কাগজের পূর্ব্বাপর ফাইলগুলিও মিলান আছে। সভ্যদেশে সংবাদপত্রের আদর এরূপই বটে।

—সুমাত্রা দ্বীপে সম্প্রতি এক রকমের বৃহত্তম পুষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহার এক একটী ওজনে প্রায় সাত সের, আট সের। আর, সেগুলি দেখিতেও তদনুরূপ বড়, এক

একটীর ব্যাস প্রায় ৩ ফুট, ৪ ফুট! এ পুষ্পের গন্ধ বাঁধা মাংসের মত।

—পাকা আঁবটিতে সকলেরই লোভ। সেইজন্য মান্দ্রাজের কৃষিসভা সম্প্রতি চেষ্টা পাইতেছেন যে, আঁবটি যাহাতে সম্বৎসর খাইতে পাওয়া যায়। কথাটি শুনিতেও মিষ্ট বটে!

—দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ বড়ই দোষের কথা। এমন কি, বিধবা-বিবাহ সংসৃষ্ট এক ব্যক্তি একদিন সেখানকার কোন দেবালয়ে প্রবেশ করিতে যাইলে, তৎক্ষণাৎ যাজকগণ অস্পৃশ্য-বোধে তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দেন। সে অপমানে তিনি শেষে বিচারেরও আশ্রয় লন; কিন্তু তথাকায় হিন্দু-বিচারক সে বিচার গ্রহণ করেন নাই।

—আটলাণ্টিক মহাসাগরে সময়ে সময়ে এত উচ্চ ঢেউ উঠে যে, তাহার উচ্চতা ৪৮ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ ঢেউ বিষম ঢেউ!

—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একটী কাফ্রির জীবিত সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকান্' বলেন যে, এই ব্যক্তি ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এ আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সকল কথাই বেশ বলিতে পারে।

—লণ্ডনের টেম্‌স নদীর তলা দিয়া লোক যাতায়াতের রাস্তা আছে। এখন, কথা হইতেছে, কলিকাতার গঙ্গার নিচে দিয়াও সেইরূপ একটী রাস্তা করা হয়। টেমস্ নদীর তলের রাস্তা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, শুনা যায়, তিনিই নাকি এ রাস্তাও তৈয়ার করিতে আসিবেন। রাস্তার ব্যয় নাকি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল হাতে কাজে আরম্ভ হইলেই হয়!

—বিধবা কন্যার বিবাহ প্রদান প্রভৃতি দোষে সমাজচ্যুত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভাদুড়ীকে লইয়া সাঁত্রাগাছি ও কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের কতকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আপনাপন গায়ের জোরে তাঁহাকে সমাজে চালাইতে চেষ্টা পাইয়া তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিয়াছিলেন; এখন প্রকৃত হিন্দুমাত্রেই তাঁহাদিগের সহিতও আহার-ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইতেছেন, দেখিতে পাইতেছি। ইতিপূর্ব্বে কএকটী বারেন্দ্র-সমাজের এ সম্বন্ধের মত প্রকাশও হইয়াছে। তা'ছাড়া, প্রতি হিন্দু-সমাজ হইতেই রাশি রাশি পত্র পাওয়া যাইতেছে ও চারিদিকেই এ কথা লইয়া হুলস্থূল বাধিয়াছে। স্থানাভাবে সে সকল পত্র আপাততঃ অপ্রকাশ রহিল। তবে সে আন্দোলনের ফল-স্বরূপ এইটুকু শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, যে সকল মহাত্মা বেহারী বাবুর বাটীতে আহারাদি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এখন আর আপনাপন বাটীর ক্রিয়া-কলাপেও তাঁহাকে লইয়া চলিতে তাঁহাদের সাহসে কুলাইতেছে না। যাইহোক, অতঃপর বাবুরা যে নিজেদের নায়ান্যায় বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছেন, এই হিন্দু-সমাজের আনন্দের বিষয়।

—জর্ম্মান সম্রাটের কণ্ঠনালীতে বিষম পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, গুজব উঠে যে, ডাক্তারগণ অপর কোন লোকের কণ্ঠনালী লইয়া সম্রাটের গলায় বসাইয়া দিবেন। এই সংবাদে এক ব্যক্তি যেরূপ রাজভক্তি দেখাইয়াছে, তাহা চিরদিনই স্মরণ থাকিবে। সে ব্যক্তি সম্রাটের ডাক্তারের নিকট ইহাতে প্রকাশ করে যে, যদি সত্য সত্যই সম্রাটের জন্য কণ্ঠনালী আবশ্যক হয়, তবে সে নিজের কণ্ঠনালী অম্লান বদনে দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে স্বীকৃত আছে। কিন্তু ডাক্তার তাহা লওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ১৫ই আষাঢ়, ১২৯৫ সাল। [২২শ সংখ্যা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

হরিদাসের কথায় আর কাজ নাই।

বাবু হরিদাস মান্নার কীর্ত্তি-কাহিনীর বিষয় লিখিয়া লিখিয়া আমরা তো ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই আশ্চর্য্য, এখনও সে কুহকে লোক মজিতেছেন। যাইহোক, সে সম্বন্ধের নানা অভিযোগের মধ্যে সম্প্রতি বিনপুরনিবাসী বাবু দর্পনারায়ণ সরকার মহাশয়ের পত্রখানিও এ স্থানে প্রকাশিত হইল। সে পত্র এই :—

"সম্পাদক মহাশয়,—'হিন্দুধর্ম্ম' সংবাদপত্রের সম্পাদক হরিদাস মান্না 'মহাভারত' প্রভৃতি উপহার দিব বলিয়া আপনার গেজেটে বকধার্ম্মিকের সাজে সাজিয়া লম্বারকম বিজ্ঞাপন দেয় যে, যে কেহ সমর্থপক্ষে ৩৲ টাকা দিবেন, তাঁহাকে 'শাস্ত্রসংগ্রহ' ও 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রদান করিব। সেই পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া কুক্ষণে তাহার হস্তে ৩৲ টাকা মনি-অর্ডার দ্বারা প্রেরণ করি। এক্ষণে কোথায় বা 'হিন্দুধর্ম্ম', কোথায় বা 'মহাভারত'! পত্র লিখিলে উত্তরও নাই। আবার হরিদাস 'পাষণ্ডদলন' বাহির করিতেছে; কি হাসির বিষয়!—কি পরিতাপ! বলি, এরূপ পাষণ্ড কি জগতে আর আছে?"

এ সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বলিতে চাহি না—বলিতে লজ্জাও হয়।

এখনও ক্ষান্ত নাই!

আন্দুলবেড়িয়ার কাণ্ডকারখানা এখনও কমিল না! আমরাও এ সম্বন্ধে নিজ আন্দুলবেড়িয়া হইতে প্রাপ্ত আর একখানিমাত্র পত্র এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি :—

"মহাশয়! আন্দুলবেড়িয়া (নদীয়া) এই ঠিকানা হইতে 'সুরেন্দ্রনলিনী, নবনলিনী, গাথাহার, কবিরঞ্জন কাব্যকমল, শিশিরকুমারী, পাগলিনী, সুরেন্দ্রপ্রতিভা, হিন্দু, ভারত দর্শন,' প্রভৃতি পুস্তক ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন আজ দুই বৎসর হইতে ক্রমাগত প্রকাশ হইতেছে। তাহার মধ্যে অপরের দ্বারায় প্রকাশিত 'নবনলিনী ও সুরেন্দ্র নলিনী এবং সুরেন্দ্র-প্রতিভা' এই তিন খানি, আর সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য নিজে 'গাথাহার সমস্ত ও কবিরঞ্জন কাব্যকমল' এই দুই খানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পয়সা পাঠাইয়া অপ্রকাশিত পুস্তক কেহ পান নাই; পয়সাও ফেরৎ দেয় নাই। মধ্যে হরিনাথ আচার্য্যের নাম দিয়া 'পাগলিনী' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া ৩।৪ শত টাকা মারিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকের খোঁজ নাই। সুরেন্দ্রনাথ, কখন ব্রজেন্দ্র কুমার [illegible] এম, এ, কখন হরিনাথ আচার্য্য, কখন সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যালয়ের সম্পাদক সাজিয়া, এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতেছেন। গত বৎসর রামচন্দ্রপুর, চাঁদপুর, (যশোহর) এই ঠিকানায় 'ভিখারিণী' পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহাও ইহাঁর কীর্ত্তি। সুরেন্দ্রের বয়স ২০।২১ বৎসর। এত অল্প বয়সে এতদূর ভাল নয়!"

পত্র তো এই! এ ছাড়া, আন্দুলবেড়িয়ার আরও অনেক অপবাদ শুনা যায়। কিন্তু অভিযোক্তারা এখনও সাবধান নন, এই দুঃখের কথা!

এসব কি?

ময়মনসিংহ, বেতাগড়ীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বলেন,—"গত জ্যৈষ্ঠ

মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা, ৮৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার হইতে বাবু গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ কয়েকখানি তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল ময়মনসিংহ বেতাগড়ীনিবাসী ভূম্যধিকারী বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম ভ্যালিউপেবলে পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড গোবিন্দবাবুর নামে ঐ স্থান হইতে আইসে। তাহার মর্ম্ম এই—মহাশয় আমার পুস্তকের গ্রাহক, সেমতে কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠাই; ডাকমাসুলাদি ব্যয় দিয়া রাখিয়া উপকৃত করিবেন, ইত্যাদি। গোবিন্দবাবু পত্র ও প্যাকেট পাইয়া অবাক! মূল্য দিয়া প্যাকেট না-রাখাও লজ্জাজনক বিষয়; আর, না-দিলেও ক্ষতি। সুতরাং তিনি ইতস্ততঃ করিয়া আমার নিকট সবিশেষ জানিতে পাঠান। তৎপর আমার পরামর্শে যেরূপ হইল, গিরীন্দ্রলাল সবিশেষ অবগত হইতে পারিয়াছেন। দেখিতেছি, গিরীন্দ্রলালের কোনরূপেই আর এ স্বভাব দূর হইবার নহে। এই গিরীন্দ্রলাল বাবু রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষের কেহ হইবেন, এমন অনুমান করা যায়। ইনি রাজেন্দ্রলালের ভাই এমনও অনেকের অনুমান।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে আমার কেয়ারে বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তীর নামে একটী ভ্যালিউপেবেল প্যাকেট ও তৎসহ একখানি মুদ্রিত পত্র ৯।১নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট-আফিস্, কলিকাতা—এই ঠিকানা হইতে বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাঠাইয়া দেন। পত্রখানিতে যে প্যাকেটটী যাইতেছে, তাহার ভিতরে যে কয়খানি পুস্তক আছে তাহার নাম ও তাহার মূল্য দিয়া রাখিবার অনুরোধ আছে। দীননাথ আমার অধীনে আমার বাড়ীতেই আছে; সে পত্র পাইয়া আমাকে জানায় এবং ঐসকল পুস্তক রাখিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রেরকের নিকট ভ্যালিউপেবেল ফেরত দিয়াছে তাহাও জানাইতে বাকি রাখে নাই। এখন, বলুন দেখি, এ ক্ষতি কাহার হইল? ডাকমাসুল প্রভৃতি কি সারদাপ্রসাদকেই বহন করিতে হইল না? এ প্রকার ভাবে পাঠাইয়া স্থলবিশেষে অনেকেই ক্ষতি সহ্য করেন; তবুও যে এরূপ প্রেরকের চৈতন্য হয় না, এই রহস্যের কথা!

আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ঐ ঠিকানা হইতে ঐ সারদাপ্রসাদই আমার নিজের নামেও ঐরূপ একটা বুকপ্যাকেটে কয়েকখানি পুস্তক ও একখানি মুদ্রিত পত্র পাঠান। পত্রপাঠে অবাক্ হইবার বিষয় তেমন কিছু নাই, যেহেতু এরূপ আমার অজ্ঞাতসারেও মধ্যে মধ্যে প্যাকেট-পার্শেলাদি আসিয়া থাকে। পত্রখানিতে মূল্য দিয়া প্যাকেট রাখিবার বিশেষ অনুরোধ আছে। পোষ্টকার্ডখানা ছাপাই অক্ষরে মুদ্রিত। তাই ভাবিয়াছি, সারদাপ্রসাদ এরূপভাবে অনেককেই প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আজকাল এরূপ ফন্দী মন্দ নহে। যাহার যে পুস্তক বা জিনিষের প্রয়োজন নাই, ভ্যালিউপেবলে ছাইভস্ম ঢাকার মত তাহা আসিয়া মূল্য আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়। যাহাদের কাছে এরূপ ভ্যালিউপেবেল আসে, তাহারা প্রায়ই নামস্থ ভদ্রলোক; ভ্যালিউপেবেল ফেরৎ দিতেও লজ্জিত হন। কিন্তু অধিক হইলে কত ক্ষতি সহা যায়! প্রথম কয়েকবার যাহা আমার অজ্ঞাতসারে ঐরূপ আসিয়াছিল, তাহা ফেরৎ দিতে লজ্জাবোধ হইত বলিয়াই অনেকের উপরোধ রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন, কাহাকে বিশ্বাস করিব, আসল নকল চেনা দুরুহ! জুয়াচোরের উপদ্রবে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা মুস্কিল।

তুলসী-বনে বাঘ।

মেদিনীপুর হইতে বাবু চন্দ্রনাথ শর্ম্মা লিখিয়াছেন,—"তিনটী ভদ্রবেশধারী লোক প্রায় মাসাধিক গত হইল, মেদিনীপুরে আসিয়াছিল। এক জনের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর; অপর দুইটী নব্য, বয়ঃক্রম প্রায় ২৪।২৫ বৎসর। জাতিতে কায়স্থ: জাহানাবাদ সবডিবিজনের অন্তর্গত বাড়ী, এইরূপ পরিচয় দেয়। মেদিনীপুরে শালকাষ্ঠ সুলভ: উহারা কাষ্ঠের ব্যবসা করিবে, লোকের নিকটে এইরূপ ব্যক্ত করে। ক্রমশঃ উহারা ভদ্রলোকের বাসা ও মহাজনের গদিতে যাতায়াত আরম্ভ করে। 'ব্যবসায়ে কিরূপ সুবিধা হইতে পারে?—কোথায় কাষ্ঠ খরিদ করিতে পাওয়া যায়?—অপরাপর কোন ব্যবসায়ের সুবিধা আছে কি না?'—ইত্যাকার নানা প্রশ্ন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে, এবং সে সম্বন্ধে পরামর্শ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করে।

বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোকটীর কথাবার্ত্তা শুনিলে অতি ভদ্র, অতি সাধুলোক বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ কথা ভাল বাসে, তাহার সহিত তদ্রূপ কথাই বলে। তুমি একজন উকিলের নাম করিলে, সে অমনি হুগলি, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগরের ২।৫ জন বড় বড় উকিলের নাম করিল। হয়তো বলিল,—'অমুক আমার পিসতুত ভ্রাতা।' তুমি বড় মহাজনের নাম করিলে, সে হয়তো কলিকাতা, বোম্বে, মান্দ্রাজের ২।১০ জন প্রধান প্রধান মহাজনের নাম বলিয়া দিল। ফলতঃ যেরূপ কথাই উঠুক না কেন, এই লোকটা বিনীত ও নম্রভাবে সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইত না। ফলতঃ ইহাতে অধিকাংশ লোকেই মনে করিত, লোকটা বড় ভদ্র ও বহুদর্শী। চেহারাটীও মন্দ নহে, দিব্বি মোটা-সোটা। একটী কিংখাপের থলির মধ্যে হরিনামের মালা; অষ্টপ্রহর সেই তুলসির মালা-হস্তে হরিনাম-জপে নিমগ্ন। নব্য বাবুদু'টীর আকৃতিও মন্দ নহে; পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত, কথাবার্ত্তা শুনিলেও নিতান্ত অসভ্য মূর্খ বলিয়া মনে হয় না।

মেদিনীপুরে রাজারাম মুখোপাধ্যায় নামে একজন মহাজন বসতি করেন। উক্ত লোক তিনটী সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করে। ২।৫ দিন যাতায়াতের পর একটু আত্মীয়তা হইলে, সুতরাং মহাজন উহাদিগের মঙ্গলেচ্ছায় মনোনিবেশ করিলেন। কোথায় কিরূপ সুবিধা হয়, সর্ব্বদাই এই যত্ন করেন। ভদ্রলোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় নাই; অবশ্যই সহানুভূতি হওয়া অসম্ভব কি? বিশেষ, রাজারাম বাবু উহাদিগের স্বভাব চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন সন্দেহ করিবারও অবসর পাইলেন না।

একদিন কলিকাতায় টাকা চালান দিতে হইবে। রাজারাম বাবু এক তাড়া নোট লইয়া গণনা করিতেছেন। সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ উপবিষ্ট। হঠাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে ব্যস্ততাসহ তাঁহাকে কে ডাকিল; তিনি নোটগুলি হাত বাক্সে রাখিয়া বাটীতে গেলেন। ব্যস্ততাপ্রযুক্ত চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবার পরে, বৃদ্ধ ২।৪ মিনিট কথাবার্ত্তার পরে প্রস্থান করিলেন। এবং মহাজন অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নোট মিলাইবার সময়ে দেখিলেন, হাজার টাকার এক খানা নোট পাওয়া যায় না। কি সর্ব্বনাশ! আর কেহ যে এখানে আসে নাই, কে নোট নিল? বৃদ্ধ এখানে বসিয়াছিল, তখন এ কথা স্মরণ হইল। অমনি তিনি তাহার বাসায় লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বাসায় কেহ নাই; সন্ধ্যার পূর্ব্বে উহারা কোথায় গিয়াছে। সুতরাং আর সন্দেহ করিবার কোন হেতু থাকিল না। বিশ্বাসের ফল এখানেই ফলিয়াছে, মহাজনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

বেলা ৪টার ষ্টীমারে চোরেরা কলিকাতায় গিয়াছে। রাজারাম বাবুও সুতরাং সেদিন রাত্রি ১০টার সময়ে কলিকাতাভিমুখে গমন

করিলেন ও ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ পরদিন বেলা ১১টার সময়ে ব্যাঙ্কে নোট ভাঙ্গাইল; যৎসামান্য টাকা এবং কয়েক খানি ছোট ছোট নোট লইল। পরে ব্যাঙ্কের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বসিয়া নোট সকল মিল করিতেছে, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ মেদিনীপুরের টেলিগ্রাম ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল। কর্ম্মচারীগণ দেখিলেন, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে নোট ভাঙ্গাইয়াছে, সেই চোরা নোট। চারিদিকে ব্যস্ত হইয়া লোক ছুটিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অধিক দূরে যাইতে হইল না। ব্যাঙ্কের নিকটেই চোর ধৃত হইল। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই রাজারাম বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। এইক্ষণে পুলিসের হস্তে চোর মেদিনীপুরে আসিয়াছে। তুলসির মালা হরিনামের থলি সকলই আছে। ফলতঃ এই ভেকধারী তুলসি বনের বাঘ অপেক্ষা দস্যু তস্কর যে শতগুণে ভাল।"

যেমন কর্ম্ম তেমান ফল।

সন্ধ্যা হয় হয়! এমন সময়, আগ্রার সমীপস্থ কোন থানার নিকট একটী বণিক আসিয়া উপস্থিত। বণিকের নিকট একটী থলির ভিতর প্রায় ৪০০ শত মুদ্রা নগদ রহিয়াছে। তাই তাঁর ভাবনা,—'আর অগ্রসর হই কি না!' অর্থাৎ আরও অনেক খানি রাস্তা না চলিলে তিনি তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারেন না। সুতরাং এত টাকা লইয়া এই রাত্রিকালে আর অগ্রসর হন কি না, এই তাঁহার চিন্তা। যাই হোক, ক্ষণেক চিন্তার পর তিনি কিন্তু স্থির করিলেন,—"না, আর অগ্রসর হইব না। আজ এই থানাতেই অবস্থিতি করিয়া কাল প্রাতে বাড়ী রওনা হইব।"

অতঃপর সেইমতই কাজ হইল। তিনি থানাদারকে আপনার মনোভাব জানানয় থানাদারও তাহাতে স্বীকৃত হইল। পরে বণিক মহাশয় যথাবিধি বিশ্বাস করিয়া থানাদারের নিকট আপনার থলিটী গচ্ছিত রাখিলেন। কথা থাকিল, রাত্রে বণিক মহাশয় থানাতেই নিদ্রা যাইবেন এবং প্রাতেই উঠিয়া থানাদারের নিকট হইতে সমস্ত টাকা বুঝিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বণিক মহাশয় থানাতেই রহিলেন এবং থানাদার আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। আর, রাত্রি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থানাদারের মনেও নানা কুপরামর্শ উপস্থিত হইল। বণিক পার্শ্বস্থ কোন খট্টাঙ্গে শায়িত রহিলে, তিনি নিদ্রিত হইয়াছেন ভাবিয়া, থানাদার তাহার অপর দুইজন সিপাহীকে ডাকিয়া ফুস্‌ফাস্ নানা পরামর্শ করিতে লাগিল। সে পরামর্শে পরে তাহারা স্থির করিল যে, বণিককে এই রাত্রেই তাহারা খুন করিবে; তাহার মৃতদেহ নিকটস্থ কোন মাঠে পুতিয়া রাখিয়া আসিবে এবং তাহার ঐ টাকা উহারা তিন জনে ভাগ করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য, পরামর্শের পর তিন জনেই সেইরূপ যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইল এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি চলিতে লাগিল।

এদিকে টাকার ভাবনায় ও কতকটা স্থান পরিবর্ত্তন হওয়াতে, বণিকের আদৌ নিদ্রা হইতেছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, রাত পোহাইলেই বাড়ী গিয়া বাঁচি। ইতিমধ্যে তিনিও থানাদার ও সিপাহীদিগের ফুস্‌ফুসানি কতক শুনিতে পাইলেন। তবে সকল স্পষ্ট না শুনিতে পাউন, তাঁর মনে কিন্তু আপনাপনিই উদিত হইল যে, তাঁহারই টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথা চলিতেছে। যাইহোক, তিনি কিন্তু আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহাকে পরামর্শ দিল,—"বণিক! তুই আর নিশ্চিন্ত থাকিস্‌নে; এখনই উঠিয়া পলায়ন কর। নতুবা তোর বড়ই বিপদের সম্ভাবনা।" কাজেই বণিক আস্তে আস্তে খট্টাঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিশব্দে তথা হইতে পলাইবার উদ্যোগ দেখিল এবং সেইমত সকলের অজ্ঞাতসারে থানার বাহির হইয়া নিকটস্থ এক নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিল। ভাবিল,—"আজ রাত্রি তো এইরূপে কাটুক; তার পর, যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাই হইবে।"

বণিক থানায় আসিবার পূর্ব্বে, থানাদারের নিকট-সম্পর্কীয় থানার অন্যতম একজন কর্ম্মচারী কোন কার্য্য-উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। এই সময় কার্য্য সারিয়া, তিনি থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আসিয়া দেখিলেন, থানার ভিতরকার সকলেই নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত। সুতরাং তিনি আর কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া যথাস্থানে আপনকার খট্টাঙ্গে শয়ন করিলেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে যে খট্টাঙ্গে সেই বণিক শুইয়াছিলেন, এই-ই সেই খট্টাঙ্গ। ইহঁার অবর্ত্তমানে, থানাদার বণিককেই তাহাতে শুইতে দেন। যাইহোক, আগত পুলিসপ্রহরী অতঃপর তাহাতেই নিদ্রিত রহিলেন।

ক্রমে দুষ্টগণও স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রির পরামর্শক্রমে এ রাত্রে তাহারা তিন জনেই সেই খট্টাঙ্গ-সমীপে শাণিত খড়্গহস্তে উপস্থিত হইল। অন্ধকারগৃহে খট্টাঙ্গে কে শুইয়া আছে তাহা বুঝিতে না পারুক, তবে পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত নিশ্চয়ই বণিক শুইয়া আছে ভাবিয়া, তাহারা সেইমত কার্য্য করিল। সুতরাং দুরন্তগণের অস্ত্রাঘাতে অভাগা পুলিশ-কর্ম্মচারীই নিদ্রিত-অবস্থায় এইরূপে বিনষ্ট হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে হত্যা করিয়া দুরন্তগণ পূর্ব্ব-পরামর্শমত এক মাঠে লইয়া গেল এবং তথায় সেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত রহিল।

কিন্তু পাপ আর কতক্ষণ ঢাকা থাকে? ক্রমে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। পরদিন প্রাতে নিম্ববৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া, বণিক মহাশয় আপনার গচ্ছিত সেই ৪০০, চারি শত টাকা চাহাতেই সকলেরই চক্ষুস্থির!'

শেষ কথা।

তুমি হাস, আমি কাঁদি! এখন, তোমার হাসিবার দিন আসিয়াছে; কেন না, আমি কাঁদিতেছি। আর, আমায় কাঁদিতে দেখিয়া তুমি হাসিতেছ, তাই আমি আরও কাঁদি! তবে আমার এ কান্না আমি তোমায় দেখাইতে আসিব না; দেখিতে আসিব, তোমার হাসিটুকু! আমার ব্যথা জানাইতে আসিব না; শুনিতে আসিব, তোমার সুখের কথা।

তোমার সুখের কথা—চঞ্চল বসন্তবায়ু-চুম্বিত সরসীর অঙ্গভঙ্গী—মৃদুতরঙ্গমাত্র; আমার দুঃখ—ঘোরা বর্ষারজনীর আকুল ঝটিকাহত সাগরের পর্ব্বতপ্রমাণ জলোচ্ছাস! তোমার সুখের কথায় আমার কাতর হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য সুখবুদ্বুদ উঠিলে উঠিতে পারে, কিন্তু আমার দুঃখের স্রোতে তুমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই! তবে আর সে কথার আবশ্যক কি?

তবে একটা কথা, মানুষ চিরকালই মানুষ—দেবতা নয়! আমি জানি, আমার দোষ আছে কিন্তু হয়ত তুমি তাহাকে যত গুরুতর ভাব' প্রকৃত পক্ষে তাহা তত নয়! তুমি আমার হৃদয় বুঝিতে পার নাই, তাই আজ আমার দুঃখে তোমার হাসি আসিতেছে! আমার অপরাধ, আমি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি; আর, তুমি ভাবিয়াছ তাহা মনের বিকার-মাত্র! একটা ভুলবিশ্বাসেই উভয়ের হৃদয়ে এই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে!

তুমি হয়ত—হয়ত কি প্রকৃতই এ প্রলয়ে—এই ছাড়া-ছাড়া ভাবে বিশেষ সুখী হইয়াছ; কিন্তু আমি কি তাহা হইতে পারিতেছি?

তোমাকে দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হইতাম, কিন্তু তুমি আমার সে সুখ হরণ করিয়াছ! তোমাকে যে দেখিতে পাই না তা'নয়—তবে দেখি না, ইচ্ছা করিয়াই দেখি না,—ভয় হয়, কি জানি তুমি কি ভাবিবে! বল দেখি, তোমার সুখের মাত্রা ইহাতে কি বৃদ্ধি হইয়াছে!

বলিয়াছি, একটা ভুলবিশ্বাসেই এত গোলযোগ ঘটিয়াছে! তুমি যদি দেখিতে পাইতে তোমার এই ভুলবিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে আমার হৃদয়ের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, শুষ্ক পাতার মত ঝরে-ঝরে হইয়াছে, তোমার যদি সেটুকু অনুভব করিবারও ক্ষমতা থাকিত ত আজ আমার এই দুঃখে তোমার হাসি আসিত না; আমার জন্য আমারই সঙ্গে তোমাকেও দু'ফোটা চোখের জল ফেলিতে হইত! কিন্তু, হায়, তুমি পাষাণী,—তোমার হৃদয় নাই!

হায়, তাই কি? সত্য সত্যই কি তুমি পাষাণী? এতকাল ধরিয়া কি তবে পাষাণেরই পূজা করিলাম? এখনও কি, সে দেখুক বা না দেখুক, তাহারই পদতলে পড়িয়া আছি? —এ চিন্তাও উন্মাদকর!

না, বুঝি তা'নয়! বুঝি তোমার হৃদয় আপন সুখে এখন এত উন্মত্ত যে পরের দুঃখ বুঝিবার অবসর নাই! বল, তুমি একবার বল যে, তুমি পাষাণী নও, আমি আমার হৃদয় পাষাণ-পদে উপহার দিই নাই—তাহাই আমার সান্ত্বনা হইবে!—আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সুখে মরিতে পারিব!

জীবন-স্রোত বুঝি থামে থামে—বুঝি আর বিলম্ব নাই! এই শেষ-মুহূর্ত্তেও আমার প্রাণ তোমার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছে, দেখিতে পাইতেছ না কি? বুঝি পতঙ্গের মত তোমার ঐ চরণাগ্নিতে আত্ম-সমর্পণ করাই তাহার সুখ! শুনিতে পাইতেছ না কি সে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—'তোমার এই ভুল বিশ্বাস—এই অবিশ্বাস কি এ জীবনে যাইবে না?' আহা, তাহার করুণ উদাস-দৃষ্টিতে তাহার কাতরস্বরে, তোমার প্রাণের তার কি বাজিয়া উঠিতেছে না?—হৃদয়ে একটুও মমতার সঞ্চার হইতেছে না? মিথ্যা কথা!

তুমি প্রাণের সহিত একবার বল 'গিয়াছে'; আমি আর মরিতে চাহিব না! হয়ত তোমার কথাই আমার হৃদয়ে তাড়িতের কার্য্য করিবে —আমি আবার বাঁচিয়া উঠিব!

তুমি যদি ভাল নাই বাসিতে পার, আমি তাহা চাই না; আমি চাই, কেবল তোমায় দেখিতে আর তোমার বিশ্বাস! হা পাষাণী, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও কি সেটুকু দানও করিতে পার না!

সাঁওতাল পরগণা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাঁওতালদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ। সুন্দর পুরুষ ইহাদের মধ্যে প্রায় নাই। মুখশ্রী কতকাংশে মঙ্গোলীয়-মুখের সদৃশ অর্থাৎ নাসিকার অগ্রভাগ মোটা, এবং উহা খর্ব্ব ও অনুন্নত; কপোলাস্থি উন্নত এবং মুখপার্শ্বে ঈষৎ বিস্তৃত। চক্ষুর কোটরাস্থি অল্প উন্নত ও মাংসল। ললাট অনেকের দীর্ঘ ও অনেকের ক্ষুদ্র। সাঁওতালদের মুখশ্রী দেখিলে ভোটের লোকের মুখশ্রী কিম্বা উপর-আসামের লোকের মুখের চেহারা অনেকাংশে মনে হয়। সাঁওতালদের মস্তকে লম্বা লম্বা কেশ; উহারা তাহা পিছন দিকে বাঁধিয়া রাখে। সাঁওতালদের অনেক কথা আসামে অদ্যাপিও প্রচলিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা:—সাঁওতালী আইও অর্থাৎ মা; আসামী আই=মা। সাঁওতালী হোঁহিয়াঁ=স্ত্রী; আসামী=জৈঞনিয়েক (সংস্কৃত ঘরণী)=স্ত্রী। সাঁওতালী শব্দ বীর=বন; আসামী হাবি=বন ইত্যাদি। সাঁওতালদের বিবাহ-পদ্ধতিতেও আসামের বিবাহ-পদ্ধতির

অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা পরে সাঁওতালদের বিবাহ-বিষয়ে লিখিত হইবে। আবার, সাঁওতালদিগের মধ্যে যে এক "মরাংবুরু" নামক দেবতার পূজা আছে, তাহার অর্থ জানিলে পাঠকগণের মনে ধারণা হইতে পারে, যে, সাঁওতালেরা আসামের প্রান্তভাগস্থ হিমালয়ের কোন অংশ হইতে ভারতে, বাস করিতে আসিয়াছে। 'মরাংবুরুর' অর্থ 'অতি উচ্চ পর্ব্বত' (মরাং=অতি উচ্চ এবং বুরু=পর্ব্বত)। মরাংবুরু যে কেমন করিয়া হিমালয় হইতে পারে, তাহা সাঁওতালদের ধর্ম্মের কথায় লিখা যাইবে। উপরি উক্ত কারণ সমূহে আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে, সাঁওতালেরা সাঁওতাল পরগণায় আসিবার পূর্ব্বে আসামের দিকে হিমালয়ের এক অংশে বাস করিত এবং পূর্ব্বতন আসামীগণের সহিত উহাদের সংস্রব থাকাতে আসামীগণের মধ্যে সাঁওতালী কথাও প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর যখন বাঙ্গালাদেশ ক্রমে ভরাট হইয়া বদ্বীপে পরিণত হইল, তখন ঐ সাঁওতালেরা দঙ্গলে দঙ্গলে আসিয়া বাঙ্গালার জঙ্গলে বাস করিয়াছিল। এবং পরে যখন সাঁওতাল-ধর্ম্মের কথা কহিব, তখন দেখাইব যে, সাঁওতালগণের দেবতা 'বঙ্গা' এই নাম হইতেই বঙ্গদেশের নামকরণ হইয়াছে। যখন সাঁওতালগণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করে, তখন আর্য্যগণও ভারতে আসিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; এবং যদিও আসিয়া থাকেন, তখনও তাঁহারা হয় পাঞ্জাবে, না হয় ব্রহ্মাবর্ত্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সাঁওতালদের আসিবার বহু পরে যে আর্য্যজাতি বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। কাওরা, বাগদি, জোলা প্রভৃতি হীন জাতি, সাঁওতাল জাতির সহিত অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতি—যাহারা ক্রমে বাঙ্গালায় বাস করিতে আসিয়াছিল তাহাদের সহবাসে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তজ্জন্যই বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সাঁওতালী কথা দেখা যায়। কারণ, আর্য্যেরা তৎপরে যখন আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, তখন ঐ সকল কাওরা, বাগদি প্রভৃতি হইতে অনেক কথা শিক্ষা করেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কথা লইয়া বাঙ্গালা-ভাষা 'মিশ্রভাষা' হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যখন ইহা কোথায়ও বা জঙ্গলাকীর্ণ, কোথায়ও বা পঙ্কিল অবস্থায় ছিল, তৎকালে যে অধিকতর সভ্য আর্য্যজাতি সহসা আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা সহসা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। যাহারা মৎস-জীবি অথবা মাংসাহারী, এইরূপ লোকের বাস করাই এমন স্থলে সম্ভব হইতে পারে। আর, সাঁওতালেরা বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকার নিমিত্ত, আর্য্যগণের অপেক্ষা তাহাদেরই বাঙ্গালায় প্রথমে প্রবেশ করা অধিক সম্ভব। আরও আর্য্যগণের প্রথমে বাঙ্গালায় আসিবার প্রমাণ ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নে কতকটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন অর্থাৎ গঙ্গার পথ আবিষ্কার করিতে বহির্গত হয়েন, তখন তিনিইমাত্র কেবল প্রথমে বঙ্গ-বদ্বীপ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সমুদ্রের জল গঙ্গার পথে থাকাতে অর্থাৎ বঙ্গ-বদ্বীপ স্পষ্টরূপ প্রকাশিত না-হওয়াতে, ভগীরথকে বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া গঙ্গাকে হারাইতে হইয়াছিল। কারণ, জলাশয়ের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে নদীর পথ ঠিক করা অতি কঠিন। আমাদের বোধ হয় যে, তৎকালে পদ্মার উত্তরাংশে অরণ্য-মধ্যে সাঁওতালেরা বাস করিত এবং ভগীরথ মুরসিদাবাদ কিম্বা কাটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া 'দৈত্যগণ' (সাঁওতালগণ) কর্ত্তৃক গঙ্গা ভিন্ন পথে নীত হইয়াছেন, বলিয়াছিলেন। অথবা এমনও অনুভব করা

যে, ঐ দৈত্যেরা আসিয়া ভগীরথের আরও অগ্রসর হওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভগীরথকে হতাশাস হইয়া আবার ফিরিয়া তপস্যা করিতে যাইতে হইয়াছিল। অনন্তর আবার যখন তিনি আবিষ্কারের চেষ্টা পান, তখন বোধ হয়, বঙ্গ-বদ্বীপ অপেক্ষাকৃত প্রকাশিত হওয়াতে ঐ গঙ্গা শাখা-প্রশাখায় চারিদিকে চলিয়া গিয়াছেন দেখিলেন; এবং তখনই তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত পথ-আবিষ্কারে পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণা যখন সমুদ্র হইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও যে বর্ত্তমান বঙ্গ-বদ্বীপের উপর একটী দহ ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। কারণ, একদিকে গঙ্গার জলের প্রবল বেগ ও তদ্বিপরীত ব্রহ্ম-উপকুল হইতে ঢাকা ও রাজসাহির দক্ষিণ দিয়া দক্ষিণ মুখ প্রবাহিত সমুদ্রের প্রবল স্রোত, উভয়ের সম্মিলনে ঘূর্ণী জলের উৎপন্ন হইত। সেই সময় বোধ হয়, ভগীরথের ষষ্ঠী সহস্র পিতামহ ঐ গভীর ঘূর্ণী জলে প্রোথিত হইয়াছিলেন। যখন ভগীরথ প্রথম আইসেন, তখন ঐ পাকের বেগ ছিল না; বঙ্গ ভরাট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং সাঁওতাল পরগণাও তখন উঠিয়াছিল, অনুমান করা যায়। ভগীরথ ক্ষত্রিয় ছিলেন; তাঁহাকেই গঙ্গা-নদী চির-স্রোতস্বিনী হইতে পারেন কি না, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় পাঠাইয়া ছিলেন; এবং এই জন্যই বহুকাল ধরিয়া ভগীরথকে হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া গঙ্গার পথ ও গঙ্গার জল কোথা হইতে আসিতেছে ও সেই জল সমস্ত বর্ষ ধরিয়া প্রবাহিত হইবে কি না ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। এইরূপে ভগীরথের গঙ্গা আবিষ্কারের পর হইতে ক্রমশঃ আর্য্য-সন্তানের বাঙ্গালায় প্রবেশ করা বরং সম্ভব হইতে পারে; তৎপূর্ব্বে যে অসুরেরা বাঙ্গালায় বাস করিত, তাহা ভগীরথ কহিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, আর্য্যেরা তৃণ, কাষ্ঠ, ও জল এই তিন বস্তু প্রাপ্তির সংবাদ না পাইলে কখনই আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করেন নাই। লোকের আদিম অবস্থায় সকলে জলের নিকট থাকিতে ভাল বাসে, এরূপ স্থলে সাঁওতালগণেরও বা তদ্রূপ না হইবে কেন? আরও, সাঁওতালেরাও যে ছোটনাগপুর, মানভুম ও সাঁওতাল পরগণায় আসিবার পূর্ব্বে গঙ্গা নদীর বিষয় অবগত ছিল, তাহা তাহাদের ধর্ম্ম প্রকরণে প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ)

গতি।

যাইতেছি—অবিশ্রান্ত যাইতেছি। কিন্তু কোথায় যাইতেছি জানি না—জানি না, এ গতির স্থিতি আছে কি না! তবে ইহা বুঝিয়াছি, যাহা জড় তাহা বিনশ্বর; সুতরাং জড়ের গতি নাই। অর্থে উন্নতি, যাঁহারা জড়কে অবিনশ্বর বলেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন; গতি উন্নতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। তাহা যদি স্বীকার না করিতেন, তবে ক্রমাভিব্যক্তিবাদ * (Evolution Theory) জগতে স্থান পাইত না। জগৎ অর্থে যখন 'লোপ পাইবার বস্তু' বুঝায়, তখন জড়কে অবিনশ্বর বলিতে পারি না। জগতের গতি আছে—জগৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে!

তবে এক কথা—কই, গ্রীশ রোমের পূর্ব্ব গৌরব ত নাই—জগৎ-গৌরব ভারত ধূলিসাৎ হইয়াছে। সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান † জ্যোতিষ এ সকলের চর্চ্চা এখানে যত হইয়াছে, এত আর কোথায় হইতে পারে? তবু ত ভারত গেল—থাকিল না! গ্রীশ, ইতালি উঠিল—কই ভারত ত উঠিল না! তবে গতি সর্ব্বদা উন্নতি কিরূপে বলা যায়?

যায়। ঘাতের প্রতিঘাত আছে। ভারত যত উন্নত হইয়াছিল, তত অবনত হইয়াছে। গ্রীশ, রোম যতটুকু উন্নত হইয়াছিল, ততটুকু পর পর আবার উঠিতেছে; ভারতও পরিমাণ মত অবনতির পর আবার উঠিবে। যে দেশ যে পরিমাণ উন্নত হইয়াছে, সে দেশ সেই পরিমাণ অবনত হইবে, ইহা নিশ্চয়। যে দেশ নেপোলিয়ানকে কেবল অত্যাচারী ও দাম্ভিক দেখিয়াছে, সে দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী; যে দেশে গ্লাডষ্টোন ব্যতীত রাজনীতিজ্ঞ নাই সে দেশের পরিমাণ কি? যাহারা কেবল সং সাজিয়া বেড়ায়, তাহাদের দ্বারা আর সকল অভিনয় চলে না; চর্চ্চিল, ডফরিণ, স্যালিসবরি দ্বারা রাজ্যশাসন হইলে হইতে পারে, কিন্তু রাজ্য পালন হয় না। ভারতের যে রাজনীতি, তাহা ইয়ুরোপের করায়ত্ব, ভারতের ফলিতজ্যোতিষ ইংলণ্ডে ব্যাকুবক (Humbug)। যে ভিত্তির উপর সমস্ত বিজ্ঞান স্থাপিত, যে বিজ্ঞানের জন্য ইংলণ্ডের গৌরব, ইংরেজেরা আসলে সেই ভিত্তিরই অবমাননা করেন।

এখন কথা হইতেছে, যদি ভারত সকল রূপেই উন্নত হইয়াছিল, তবে আধুনিক উন্নতি কি হইল! আর তাহা হইলে জগতের উন্নতিই বা কিরূপে হইতেছে?

এ বড় কঠিন কথা নয়। বহির্বিজ্ঞানের উন্নতি ইয়ুরোপ অনেক করিয়াছে এবং তদানুসঙ্গিক শিল্প-রচনায়ও পারিপাট্য দেখাইয়াছে। রেলওয়ের কথা বলিব না; কেন না, কেহ কেহ বলিবেন আমাদের পুষ্পকরথ ছিল। তবে তাদের খবর কোন দিনই প্রচারিত হয় নাই। আর সুখে থাকিবার উপায় ইহাদের দ্বারা যত আবিষ্কৃত, এত কোথাও ছিল না। ইহার কারণ ইহারা ধর্ম্ম ও সুখ পৃথকভাবে, ভারতীয়েরা ধর্ম্ম ও সুখ এক বলিয়া জানিতেন। এবং এই জন্যই ভারতে অন্তর্বিজ্ঞানেরই সমাদর ছিল; বহির্বিজ্ঞানে বা তদানুসঙ্গিক শিল্পে তাহারা আদৌ মনোনিবেশ করেন নাই। আর, এই বহির্বিজ্ঞানে যখন ভারতীয়েরা পটু হইবে, তখন আবার উন্নতি-পথে দাঁড়াইয়া জয়ডঙ্কা মারিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া জগতে একটী জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া সুখে চলিয়া যাইবে। এ কথা পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু আনন্দ মঠে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

জগতের নিজের গতি আছে। একটী বিশেষ সমাজের অবনতি হউক বা উন্নতি হউক, তাহার তাহাতে কিছু আসে যায় না। যে উপায়ে সমস্ত জগতের উপর উন্নতির জ্যোতি পড়ে অথবা অধিকাংশ সমাজের উপর পড়ে, সে সেই পথ দিয়াই যায়। ভারত গিয়াছে; ইয়ুরোপ ও আমেরিকা উঠিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরত্বের দিকে জগতের গতি—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল না বলিয়া ভারত পড়িয়াছিল। আবার, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় বলিয়া ইয়ুরোপ পড়িবে। উন্নতির কারণ সমস্ত ভূভাগের উপর পড়ে; সমগ্র জগতেরই উন্নতি হইবে। এক ভারতের সম্বন্ধে মন্দ হইল বলিয়া সকলের মন্দ হইবে না ত। তবে, ভারতের আবারও উন্নতি হইতে পারে। তবেই দেখা গেল, জগতের গতি আছে এবং সেই গতি উন্নতির নামান্তরমাত্র।—শ্রীপুঃ।

স্বদেশপ্রেমিক গেফোরি।

ইউরোপের মানচিত্র খুলিয়া নিম্নদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইটালির নৈঋত কোনে, উপকুল হইতে কিয়দ্দূরে কর্সিকা নামে একটী দ্বীপ আছে। অনেক মহা মহা সমৃদ্ধিশালী দেশে প্রকৃতি-

* ক্রমাভিব্যক্তিবাদ যে সর্ব্বথা সত্য, আর যে কেবল অনুমান-সাপেক্ষ নয় এ কথা অস্বীকার করি। কেন না, এখন ত বানর হইতে মানুষ হয় না! তবে সকল বস্তুই যে ক্রমশঃ পরিণত হয়, হঠাৎ হয় না ইহাই যদি ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বুঝায়, তবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করি।

† বিজ্ঞান আমাদের দেশে যে একেবারে ছিল না, এ কথা অস্বীকার করি। সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে তাহার উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। সে দিনও কাশ্মীরে উদ্ভিদতত্ব বিষয়ে (Botany) এক বৃহৎ হস্ত লিখিত পুথি বাহির হইয়াছে। ভারতরত্নাকরে কোথায় কোন রত্ন লুক্কায়িত আছে কে জানে।

দেবী যে অনুগ্রহ না করিয়াছেন, এখানে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কর্সিকাদ্বীপ বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফলশস্যে শোভমান্। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত থাকায়, স্থানটী বড়ই স্বাস্থ্য-প্রদ। অধিবাসীগণ সুশ্রী, বলবান ও স্বদেশপ্রেমিক। স্বভাবের গুণে ইহার এমন কোন অভাব লক্ষিত হয় না যে, ইহাকে কোন ভিন্ন দেশের বশবর্ত্তী হইতে হয়। যদি সুখ, ঐশ্বর্য্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই মানব-জাতির রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইত, তাহাহইলে কর্সিকাদ্বীপ আজি পর্য্যন্ত স্বাধীন সুখে প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু মানব অতি হিংস্র জাতি। যদি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-গণের মধ্যেও আপনাপন জাতির উপর কিঞ্চিৎ মাত্র সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া সম্ভব হয়, তথাপি মানবজাতির মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার বশবর্ত্তী হইয়া পশুবৎ আচরণ করিয়া মানব উৎসন্ন যাইবে, তথাপি সাম্যস্বাধীনতার বীজমন্ত্র জপ করিয়া কখনই সুখে কালাতিপাত করিবে না। কর্সিকাদ্বীপের উর্ব্বরতা ও প্রাকৃতিক রমণীয়তা দেখিয়া, নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকের প্রদেশসমূহ একে একে সকলেই উহা হস্তগত করিবার জন্য বহুল চেষ্টা পাইয়াছিল এবং কেহ কেহ কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে ইটালির উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত জেনোয়া প্রদেশের প্রকোপই কিছু গুরুতর। জেনোয়া বহুকাল হইতে নানা উপায়ে কর্সিকা-পরাজয়ের বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল; সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হইয়া নির্ম্মম লৌহদণ্ড হস্তে অদম্য প্রতাপের সহিত শাসন করিয়াছিল। এই সকল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া মর্ম্মযাতনায় যদি কোন স্বদেশ-প্রেমিকের কখন অভ্যুত্থান হইত, বলে পরাজীত হইলেও, তখনই জেনোয়া গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া কলেকৌশলে ঐ বীর আত্মার হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত হইত।

এই সময় জেনোয়ার উপর ফ্রান্সের বেশ আধিপত্য ছিল; কুচক্রী ফ্রান্স, তুলনায় এই সকল প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইলেও, কুচক্রের বশবর্ত্তী হইয়া, জেনোয়ার নাম করিয়া নিজ-স্বার্থের জন্যই কর্সিকার বিপক্ষে জেনোয়ার সহিত যোগদান করিল। ব্যাপার কিছু গুরুতর দেখিয়া কর্সিকা ইংলণ্ডের সাহায্য চাহিল। কিন্তু ইংলণ্ড নিঃসহায় কর্সিকার সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ রহিলেন। সুতরাং নিরুপায় কর্সিকাবাসী গেফোরি নামক একজন স্বদেশ-প্রেমিককে নায়ক করিয়া আপনারা তাঁহার সহিত মিলিত হইল। গেফোরি পৌরাণিক বীরগণের অনুকৃতি; মানব-দেহে দেব-আত্মা।

গেফোরির বক্তৃতায় দৈবশক্তি ছিল। কথিত আছে, কোন সময় একদল দস্যু তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছিল। গেফোরি দস্যুগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের নিকটে অগ্রসর হইলেন ও বীরসুলভ নিশ্চল নির্ভিকতার সহিত তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভ্রাতৃগণ, শ্রবণ কর; আমাদিগের মাতৃভূমি এক্ষণে শত্রু-পদদলিত; দুরাত্মাগণ নির্ম্মম হৃদয়ে দেশীয় ভ্রাতাগণকে অশেষবিধ ক্লেশ দিতেছে, ছদ্মবেশে হত্যা করিতেছে। আমাদিগের আদরের ধন কোমলহৃদয়া রমণীগণকে অপমান করিয়া পাশবপ্রকৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে; তাহাদিগের পাশব অত্যাচারে আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা মাতার চরমকালীন কুঞ্চিত চক্ষু হইতে অজস্র ধারা বহিতেছে। স্বাধীনতা শত্রুকরতলগত-প্রায়, তাহাদিগের নির্ম্মম লৌহদণ্ড আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলেরই মস্তক চূর্ণীকৃত করিতেছে। ভাই, তোমরা বুঝিতে পার নাই,

দুরাত্মাগণ তোমাদিগকে প্রতারিত করিবার মানসে সামান্য অর্থের লোভ দেখাইয়া অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিতেছে। দেখিতে পাইবে, তাহাদিগের স্বার্থসিদ্ধ হইলে, তোমাদেরই মস্তকে আবার পদাঘাত করিবে। অতএব ভাইসব, সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন হারাইও না। দেশীয় ভ্রাতাগণের প্রতি বৈরীভাব পরিত্যাগ কর; আমার ন্যায় বিদেশীয় শত্রুগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর; তাহাদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া স্বদেশের কণ্টকোদ্ধার কর।" যে সকল দস্যুগণ গেফোরিকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই আবার তাঁহার সেই নিশ্চল শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রজ্জ্বলিত প্রোৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রের সহিত তাঁহার পদতলে পতিত হইল ও প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুগণের বিপক্ষে তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

ইহার পর গেফোরি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুবিনাশে বিশিষ্টরূপ যত্নবান হইলেন। তাঁহার অতুল বিক্রমে শত্রুগণ ক্রমশঃই পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। গেফোরি উত্তরোত্তর [illegible]ত বিক্রমের সহিত শত্রুগণের প্রধান প্রধান দুর্গ সকল জয় করিতে লাগিলেন। জেনোয়ার অধিকৃত কোর্টি নামক স্থানীয় দুর্গ অধিকার-[illegible]লে, এক দিবস সান্ধ্য সমীরণ সেবন করাইবার জন্য তাঁহার শিশুসন্তানকে লইয়া ধাত্রী [illegible]বিরের [illegible] ভ্রমণ করিতেছিল। শত্রুগণ এই [illegible] লক্ষ্য করিয়া এক[illegible] দ্রুতগামী অশ্বারোহীদ্বারা ঐ বালক ও তাহার ধাত্রীকে অপহরণ করিল। অপহৃত বালকের পুনঃপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশপ্রেমোন্মত্ত গেফোরি অতুল বিক্রমের সহিত কোর্টির দুর্গ অবরোধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে অগণিত সৈন্যসামন্ত; সকলেই যুদ্ধের [illegible] পলক গণিতেছে। গোলাগুলি প্রভৃতি [illegible]য়াস্ত্রে যুদ্ধ হইবে। কামানাদি কোর্টির গড় লক্ষ্য করিয়া বসান হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত দীপ-শলাকা হস্তে কতিপয় সৈন্য কামানের নিকট দণ্ডায়মান; গেফোরির বাক্য অপেক্ষা করিতেছে।

এমন সময় সৈন্যগণ দেখিতে পাইল, কামানের লক্ষপথে তাহাদের প্রিয় নায়কের একমাত্র শিশুসন্তান ধৃত হইয়াছে। সৈন্যগণ ক্রোধে কম্পিত, দুঃখে জড়ীভূত ও স্নেহে পশ্চাৎপাদ হইল। প্রাণ থাকিতে তাহারা তাহাদিগের প্রিয় নেতার এরূপ অনিষ্ট করিতে পারিল না। গেফোরিও একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, নির্দ্দয় পিশাচগণ কামানের মুখে তাঁহারই একমাত্র সন্তানকে ধারণ করিয়াছে। যাইহোক, ইহাতে কিন্তু গেফোরি পশ্চাৎপাদ হইবার নহেন, হস্ত দ্বারা দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সৈন্যগণ, অগ্রসর হও। আমি পিতা হইয়া আজ্ঞা করিতেছি, ঐ লক্ষ্য মুখেই কামান পরিত্যাগ কর। তোমরা কোন বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য করিও না; শত্রুগণের কামনা বিফল হউক। পুত্র অপেক্ষা মাতৃভূমী প্রিয়তর, তদপেক্ষা স্বাধীনতা প্রিয়তম। আমরা সেই স্বাধীনতার জন্য আজ শত্রুগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান। শত্রু-পদধূলি পরম পদার্থ জ্ঞান করা অপেক্ষা যুদ্ধমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করা শতগুণে শ্রেয়; সুতরাং অগ্রসর হও, কামানে অগ্নি সংযোগ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যশের নিকেতনে বিজয়ী পতাকা উড়াইয়া স্বাধীন সুখে প্রমত্ত হও।" এইরূপ উদ্বোধন-বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সৈন্যগণ দ্বিগুণ বিক্রমের সহিত অগ্রসর হইল; কোর্টির দুর্গ অধিকৃত হইল। দৈব ঘটনায় বালকও জীবিত রহিল, ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার এই লোকাতিত গুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া বিমল সুখ-ভোগের পাত্র হইল। এইরূপে জীবনাতিপাত করিয়া, ১৭৫৩ খৃঃঅব্দে গেফোরি গুপ্তচরের দ্বারা

নিহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বহুকাল পর্য্যন্ত কর্সিকা-বাসীগণ তাঁহারই বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল।

সাঁওতাল পরগণা প্রস্তাবের প্রতিবাদ।

মহাশয়!—আপনার সাঁওতাল বিষয়ক রচনা পাঠে পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু উক্ত রচনার স্থানে স্থানে ভ্রম বোধ হওয়ায় দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি, ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। প্রথমতঃ যে ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া 'সাঁওতাল' কথার অর্থ 'পর্ব্বতনিবাসী' করিয়াছেন, তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ আপনি 'সাঁও' অর্থে 'সঙ্গে' বা 'সাথ' ও 'তাল' (টাল) অর্থে 'পর্ব্বত' করিয়াছেন। প্রথমটী সংলগ্ন হইলেও হইতে পারে। অপরটী অর্থাৎ 'তাল' অর্থে 'পর্ব্বত' নয়; 'তাল' অর্থে জলাশয়; প্রধানতঃ পার্ব্বতীয় হ্রদ। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় একটী 'তালাও' কথা আছে যাহাতে জলাশয় পুষ্করিণী বুঝায়। পাহাড়ীরা 'তালাও' কথা অপভ্রংশ করিয়া 'তাল' বলিয়া থাকে, যেমন নাইনিতাল (নাই-নিতাল)। উক্ত স্থানে নাইনি (দেবী) ও তাল (হ্রদ) প্রধান বস্তু। সুতরাং এই দুইটী নাম লইয়া স্থানের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই হ্রদের যে পার্শ্বে নাইনি দেবীর মন্দির আছে, সেই স্থানকে নাইনিতাল ও তাহার পার্শ্বস্থ পল্লিকে 'তলিতাল' কহিয়া থাকে। 'তাল' সংযুক্ত আরও অনেক স্থানের নাম আছে, সে সকল স্থলেই তাল অর্থে হ্রদ বুঝায়: যথা, 'শুখাতাল' অর্থাৎ শুষ্কতাল (জলাশয়)। সেইরূপ ভীমতাল, সড়িয়াতাল, খরমাতাল ইত্যাদি। এই ভীমতালে প্রবাদ আছে, ভীম ভয়ে রাজা দুর্য্যোধন স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন ও ইহার কূলেই বৃকোদরের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রের শেষ যুদ্ধ হয় এবং ভীমের ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আর আপনি 'তাল' ও 'টাল' এক কথা বলিয়াছেন, তাহা এক ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'তাল' কথাকে 'গাউন' পরাইলে 'টাল' হয়। যেমন কলিকাতাকে ইংরাজ মহাপ্রভুরা 'ক্যালকাটা' করিয়াছেন!* —শ্রী—মৈত্র।

গৃহীর নিত্য-প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

'অনুসন্ধানে' ইতিপূর্ব্বে কএকবারও গৃহীর প্রয়োজনীয় নানারূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সাধারণের সে সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া এবারও নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া নিম্নে কএকটীমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রকাশিত হইল।

সাটিন বা গরদের কাপড়ের দাগ তুলিবার উপায়।—অনেক সময় ইংরাজী কালী বা অন্য কোনরূপের বস্তুর সংযোগে সাটিন ও গরদের পরিষ্কার কাপড় চোপড়ও অনায়াসে নষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে, কাপড়ে এইরূপ কোন দাগ পড়িবার পরই, 'স্পিরিট অব্ এ্যামোনিয়া' এবং 'হাউস্ হরণ' নামক দুই দ্রব্য মিশাইয়া কাপড়ের সেই সেই স্থান দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে চা কালি, ফলের আঠা, তেল ইত্যাদির দাগ আসে কাপড় হইতে উঠিয়া যায়। এ রেশমের বস্ত্রে 'স্পিরিট অব্ টার্পেনটাই দিয়া রগড়াইলেও দাগ উঠিতে পারে।

অদৃশ্য প্রায় পুরাতন লেখাকে নূতন ক বার উপায়।—'রেক্‌টিফাইড স্পিরিটে' মাজু

* আমরা আশা করি, অনুসন্ধানের 'সাঁওতাল গণা' প্রবন্ধের লেখক ইহার সদুত্তর দিবেন।—অঃ স

ভিজাইয়া পুরাতন অদৃশ্যপ্রায় লেখার উপর বুলাইলে অক্ষর সকল নূতনের ন্যায় হইবে।

দুগ্ধ জলমিশান কিনা, বুঝিবার উপায়।—ইতিপূর্ব্বে 'ল্যানসেট' পত্রে দুগ্ধ জলমিশান কি না, পরীক্ষা করিবার এক উপায় বাহির হইয়াছে। দুগ্ধে প্রধানতঃ পাতকুয়া বা ইঁদারার জল মিশাইলে সে উপায়ে বড় শীঘ্র ধরা যায়। সে উপায় এই:—একটী পাত্রে একটু খানি 'সল্‌ফেট অব্ ডিফেনিলেমিন' (Sulphate of Diphenylamine) রাখিয়া, তাহার উপর ফোঁটা কএক দুগ্ধ প্রদান করিলে, যদি দুগ্ধের বর্ণ নীলবর্ণ হয় তবেই তাহাতে জল আছে বুঝিতে হইবে।

দুগ্ধকে অধিক দিন রাখিবার উপায়।—'স্যালিসিলিক এ্যাসিড' (Salicylic Acid) বা 'বোরাসিক এ্যাসিড' (Borasic Acid) দুগ্ধে কিছু পরিমাণে মিশ্রিত করিলেও, দুগ্ধ অধিক দিন অবিকৃতভাবে থাকিতে পারে। তবে 'বাইকারবোনেট অব্ সোডাই (Bicarbonate of Soda) দুগ্ধকে অধিক দিন পর্য্যন্ত সমভাবে রাখিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হয়। অর্থাৎ তিন চারি সের আন্দাজ দুগ্ধে আদ তোলা আন্দাজ সোডা মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, সে দুগ্ধ অনেক দিবস পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে।

হস্তলিখিত অক্ষরকে সহজে উঠাইবার উপায়।—লিখিতে বসিয়া ভুলচুকে অনেক সময় এক লেখার পরিবর্ত্তে স্থলবিশেষে আর এক লেখা বাহির হয়। তাহাতে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়। এরূপ স্থলে, সে লেখাটী তুলিয়া তৎস্থলে নির্দ্দিষ্ট লেখা লিখিবার এই উপায়টী বোধ হয়, অনেকেরই কাজে লাগিতে পারে। নিশাদল, সোডা ও সোহাগা এই তিনটী দ্রব্য একত্রে গুঁড়া করিয়া লেখার উপর মাখাইলে তাহা উঠিয়া যায় এবং এইরূপে ভুল লেখা উঠাইয়া তাহার স্থলে ঠিক কথা লেখা যাইতে পারে। নাইট্রিক এ্যাসিড বা মিউরিয়েটিক এ্যাসিডেও লেখা ধৌত করিলে তাহা উঠিতে পারে। তবে এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই কাগজটীকে জলে দেওয়া আবশ্যক; কারণ, স্পিরিটের তেজে কাগজও নষ্ট হইবার আশঙ্কা ইহাতে করা যায়।

ডিম্ব অধিক দিন তাজা রাখিবার উপায়।—একখানি ব্রস কিম্বা তুলি দ্বারা ডিম্বের উপরিভাগের খোলায় গঁদের আটা উত্তমরূপে মাখাও। তৎপরে উহা শুষ্ক কাষ্ঠের কয়লার গুঁড়া দ্বারা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লও। এইরূপ করিয়া রাখিলে ডিম্ব অধিক দিন তাজা থাকে।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ।—সংপ্রতি ম্যালেরিয়া রোগের এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে। একটী লেবু তিন টুকরা করিয়া কাটিয়া খোষা ফেলিয়া দিয়া নূতন হাঁড়িতে তিন বাটী জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে এক বাটী জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পাতলা নেকড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই তিন সপ্তাহ উহা সেবন করিলে ম্যালেরিয়া বিষের প্রতিকার হইতে পারে।

কৃপণের ধনও সৎকাজে লাগে!

আমাদের কিরূপ ধারণা যে, আমরা কৃপণতা দেখিলেই লোকের নিন্দা করি। কিন্তু বাস্তবিকই কি কৃপণমাত্রেই নিন্দার পাত্র? অন্যে যাহাই ভাবুন, আমরা তো ততটুকু ভাবিতে সামর্থ্য পাই না। আমরা প্রধানতঃ বুঝি, অপব্যয় করিয়া নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নাম-কেনা অপেক্ষা কৃপণতার দ্বারা নিজের জীবিকা-উপায় সঞ্চয় করা কখনই মন্দ নহে। বরং তাহার উপর কৃপণতায় সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আবার 'সোণার সোহাগা' হয়। হয় কি না, পাঠক কএকটী কৃপণের জীবন হইতে তাহা শিক্ষা করুন।

লণ্ডননগরের প্রসিদ্ধ বেথেল্‌হাম হাঁসপাতালের নাম অনেকেরই বোধ হয় শুনা আছে। কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালের প্রধান সাহায্যদাতা কিরূপ কৃপণ ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহই জানেন না। যে দিন তাঁহার নিকট হাঁসপাতালের চাঁদা সংগ্রহের জন্য সকলে গমন করেন, সেদিন তাঁহার চাকর একটী বিলাতী দিয়াস্‌লাইএর কাটি অনর্থক পুড়াইয়া ফেলে। ইহাতে তিনি চাকরকে 'অপব্যায়ী' প্রভৃতি নানারূপ ভৎর্সনা করিতেছেন, এমন সময় ঐ চাঁদাসংগ্রাহকগণ তথায় উপস্থিত হন ও সামান্যের জন্য তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া, সকলেই প্রত্যাগত হইবার চেষ্টা পান। পরে তিনিই কিন্তু তাঁহাদের আগমনের কারণ ভাবে বুঝিতে পারিয়া সকলকে ডাকেন এবং চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া সকলের নিকট এই ভাব ব্যক্ত করেন যে, একটী দিয়াস্‌লাই-অপব্যয়ে যেরূপ মনকষ্ট হয়, হাজার হাজার টাকা সৎকর্ম্মে ব্যয়েও সেইরূপ মনোকষ্ট হয় না।

মারসেলিস্ সহরে 'গুরগট' নামক ঐরূপ একজন কৃপণ ছিলেন। কৃপণ বলিয়া সহরের সকল লোকেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত এবং 'কঞ্জুস' প্রভৃতি রকমের তাঁহার নানা বিশেষণ বাহির করিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি সে কৃপণতায় সঞ্চিত ধনের যে সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই স্মরণ থাকিবে। তাঁহার দেশের দরিদ্রগণকে ভালরূপ পানীয় অভাবে যে হাহাকার করিতে হইত, মৃত্যুকালে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি সকলের জন্য সেই পানীয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

'ডিউক অব্ মারল্‌বরো', যাঁহার বংশ আজকাল পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত, তিনি কি রৌদ্র, কি বৃষ্টি সকল সময়েই দু'আনা চারি আনা বাঁচাইবার জন্য কখনই গাড়িতে চড়িতেন না; যেখানে যাতায়াতের আবশ্যক হইত, সর্ব্বদাই পদব্রজে সে কাজ সারিতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর, তাঁহার সঞ্চিত কোটী কোটী অর্থ আজ জগতের উপকারে আসিতেছে।

কেনট্‌কী সহরের একজন এইরূপ কৃপণের বিষয় সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যতদূর কৃপণতা করিতে হয়, তাহা করিয়া তিনি ধন সঞ্চয় করিতেছিলেন। জীবিত কালে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সকলেই মনে মনে সেধন ভাগ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি সে সঞ্চিত ধনের যেরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই চমকপ্রদ। তিনি তাহার এইরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরে তাঁহার চারি ভ্রাতা তাঁহার মৃতদেহ হইতে হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রাপ্ত হইবে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দন্ত ও নখাদির অধিকারী হইবে। আর, সেইরূপ ভাগ করিতে যা কিছু খরচ পড়ে, তা বাদ সমস্ত বিষয়সম্পত্তিই দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ দেওয়া যাইবে। সাধু কৃপণ!

'ডিকিউন্স' নামক আর একজন কৃপণ তাঁহার কৃপণতায় সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারী স্থির করা সম্বন্ধে এক বড়ই নূতনতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার অতুল সম্পত্তি কাহাকে প্রদান করিবেন, বৃদ্ধ বয়সে সদাই এই কথা ভাবিয়া তিনি ক্রমশঃই অবসন্ন হইতেছিলেন। দৈবাৎ একদিন কোন কার্য্যানুরোধে একব্যক্তি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। তিনি পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে এক ইঞ্চি পরিমিত কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে একখানি দীর্ঘ পত্রিকার সমস্ত কথাই লেখা হইয়াছে। 'ডিকিউন্স' তাহাকেই আপন সঞ্চিত অর্থের অপব্যবহার না করিয়া পরিমিত ব্যবহার করিতে পারিবে মনে করিলেন এবং মৃত্যুকালে তাহাকেই আপন অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, এইরূপ লোক না হইলে কেহ অর্থ সঞ্চিত রাখিতে পারেন না।

এইরূপ আরও নানা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা সকলেই কৃপণ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ কৃপণতা বরং মহানুভ উদারতার দৃষ্টান্ত। অপব্যয়ী ধনী লোক অপেক্ষা এরূপ কৃপণের আমরা বহুল প্রশংসা করিতে পারি।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

স্বপ্নফল কল্পদ্রুম।—দত্ত এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতে এই পুস্তকের বড়ই জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। 'অমূল্য রত্ন স্বপ্নফল কল্পদ্রুম' চারিভাগে শেষ; দাম দেড়টি টাকা মাত্র—তায় আবার উপহার যিনি যা চান!—এইরূপ সে বিজ্ঞাপনের বোলচাল। সুতরাং পুস্তকখানি কি, গায়ে পড়িয়া সে সম্বন্ধে কিছু একটা না-বলাটা 'অনুসন্ধানের' ভাল দেখায় না। আর, তাহা শুনিবার জন্য পাঠকেরও বড় পীড়াপীড়ি! পুস্তকখানির প্রথম পরিচয়, ইহা অতি কদর্য্য কাগজে তথৈবচ বটতলাই অক্ষরে, সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত চারিভাগে একত্রিত। দাম কিন্তু সেই-ই দেড়টি টাকা মাত্র। তবে পুস্তকের মধ্যে একেবারেই যে প্রশংসার কথা নাই, তাও বলিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, গ্রন্থকার 'এই অপ্রাপ্ত (?) গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার' করিয়াছেন।

সঙ্গীতকল্পদ্রুম।—বাবু বাণেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তকখানিরও বিজ্ঞাপনে অনেক কথা থাকে এবং ছাপা ও কাগজ প্রায় ঐ একই রকমের। তবে জিনিস ইহাতে যাহা আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিন্দার নহে। হেমবাবু, নবীন বাবু, বঙ্কিম বাবু, প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণের ও বিস্তর প্রাচীন লেখকগণের অনেক সুধাময় সঙ্গীত যখন এ পুস্তকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তখন তাহার আর সুখ্যাতি না করি কেন? তবে সংগ্রহটা একটু সাবধানতার সহিত হইলেই 'সোনায় সোহাগা' হইত!

ললনা সুহৃদ। (?)—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এ পুস্তকখানির সুখ্যাতি প্রায় সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে, শুনা যায়। সুতরাং ঝাঁ করিয়া ইহার একটা কিছু নিন্দার কথা বলা ভাল নয়। তবে গ্রন্থকার যখন এ গ্রন্থখানিকে মেয়েস্কুলে পড়াইতে চান, তখন আমাদিগকে তাঁহার মন রক্ষার জন্যও অততঃ বলিতে হইল, উহা স্কুল-বিশেষের পাঠ্য হইলে আমাদের আপত্তি নাই। আজকাল যেরূপ কেতা-দোরস্ত মেয়ে শিক্ষার রোল উঠিয়াছে, গ্রন্থকার তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন—তবে কিছু কাটখড়ের যোগাড় দরকার। গ্রন্থের মঁত, 'বৌ-বাবু' করা; তাই একথা বলিলাম। তা ছাড়া, লেখা টেখার নিন্দা করি না।

সাময়িক পত্রিকাদি সম্বন্ধে

শান্তি।—আজকাল এই নামের এক নূতন সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতেছে। পত্রখানির আকার বঙ্গবাসী প্রভৃতির অর্দ্ধেকেরও কম; দাম কিন্তু বার্ষিক দু'টাকা করিয়া। তবে লাভের মধ্যে এই—'বিরাট উপহার' পাওয়ার লোভানি। উপহারে একরাশ বই, ভাগ্যবান্ হইলে দু'টাকা দিয়া ১০০, টাকা পর্য্যন্ত নগদ, প্রতিভা থাকিলে ঘড়ি প্রভৃতি এবং নিশ্চয়ই এক 'পঞ্চরং' দিবার কথা আছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন আমাদের কেবল এই ভাবনা হইতেছে যে, এই 'বিরাট' দানকাণ্ডে প্রকাশকগণকে শেষে বলী রাজার দশা না হয়! ভিক্ষার্থী পাঠকও সম্ভবতঃ

সেইটুকু স্মরণ রাখিবেন। তবে শাম্বির দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, এও আমাদের প্রার্থনা; কারণ, লেখাটেখা মন্দ হইতেছে না।

সংবাদ।

—ভিয়েনার প্রদর্শনীতে সেদিন এক বড়ই আশ্চর্য্য রকমের ঋতু-পরিবর্ত্তন-জ্ঞাপক বৃক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের গুণ এই যে, স্পর্শনমাত্রেই ইহার পত্রাদি কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং যে পর্য্যন্ত জলবায়ুর কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা বুঝা না যায়, ততক্ষণ উহা সেই ভাবেই থাকে। শুধু জলবায়ুর পরিবর্ত্তনই বা কেন, ভূকম্পন, অগ্নুৎপাত প্রভৃতির পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, এই বৃক্ষের পত্রাদি সেইমত প্রশারিত হইয়া আসে। ফলতঃ বায়ুপরিমাপক-যন্ত্র ব্যারোমিটারও এ বৃক্ষের নিকট হারি মানিয়াছে।

—সম্প্রতি ডেনমার্কে এক নূতনতর জীবন বীমার (Life-Insure) আপিস হইয়াছে। সে আপিসের নিয়ম এই যে, ১৩ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কেবল বালিকাগণই সেই আপিসে বীমার টাকা জমা দিতে পারিবে। যদি ঐ সময় হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সকল বালিকা আর বিবাহ না করে, তাঁহাহইলে ঐ বয়সের পর সে বিশিষ্টরূপ সুদ সহ নির্দ্দিষ্ট টাকা ফেরত পাইবে; কিন্তু যদি ঐ সময়ের মধ্যে বিবাহ করে, তবে তাহার সকল জমার টাকাই বাজেয়াপ্ত হইবে। এখন, এ বীমার লিখিত বিবাহ অর্থ কি, এই ভাবনার কথা; কারণ, সভ্য ইউরোপে স্বাধীন মহিলার বিবাহ না করিলেও ঘরকন্না চলিতে পারে কি না?

—আমেরিকার 'চিকাগো ট্রাইবুন' নামক একখানি পত্রের বিজ্ঞাপনের বার্ষিক মূল্য কলম প্রতি ৫২,৯০০৲ টাকা; 'নিউ ইয়র্ক হেরল্ড' নামক আর একখানি পত্রের ঐরূপ কলম প্রতি মূল্য ১২,৬০০০৲ টাকা হইতে ৭৩,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত; এবং 'নিউ ইয়র্ক ট্রাইবুন' নামক পত্রের ঐরূপ মূল্য অতি কম ৪০,৫০০৲ টাকা হইতে ১৭,০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। ফলতঃ বিজ্ঞাপনের মহিমা সভ্য দেশেই বুঝিয়াছে; তাই তাহারা আজ ব্যবসায়ীর জাতি।

—কুলুপ্রদেশের একজন সংবাদদাতা সহচরে লিখিয়াছেন—সেখানে একটা বকুল গাছের শাখা ও মূল দুই দিক দিয়া পুষ্পোদ্গম হইয়াছে; বসন্তে শাখায় ফুল ফুটিয়াছিল, এখন বর্ষার সময় মূলে ফুল ফুটিতেছে। ঘোর কলিকালে পুরুষকেও সুতিকাগারে শয়ন করিতে হইবে!

—ইংরাজরাজ্যেও এখনও নরবলী চলিতেছে। ইতিমধ্যে নাগপুর-প্রদেশের কতকগুলি লোকে, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যহানির আশঙ্কা করিয়া, তাহাদের একটী বালককে তত্রত্য দেবীসম্মুখে বলী দিয়াছে। শুনা যায়, বালকটীকে প্রথমতঃ কোনরূপে ভুলাইয়া লইয়া যায় ও শেষে এইরূপে নষ্ট করে।

—যাহাতে রবিবারে মদ বিক্রয় বন্ধ হয়, এই মর্ম্মে বিলাতী বিবিগণ পার্লেমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছেন। সে আবেদনে ১১৩২৬০৩ জন স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর আছে। শুনা যায় এত বহু স্ত্রীলোক স্বাক্ষরিত আবেদন নাকি পার্লামেণ্টে আর কখনও প্রদত্ত হয় নাই। এখন, পাঠক ভাবুন দেখি, রবিবারে মদ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বিবিদেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন?

—তামাকের শ্রাদ্ধে বিলাতী সাহেব মেমেরাও বড় অল্প মজবুত নহেন। বার মাসে অতি কম তাঁহারাও প্রায় ১৬ কোটী টাকা তামাক উড়াইয়া থাকেন।

—আফগান-সর্দ্দার আয়ুব খাঁর শুনা যায় তিন শত বিবাহ। এবার তিনি সেই সকলগুলিকেই সঙ্গে লইয়া ভারতে আসিতেছেন। এ দেশের কুলীন ভায়াদেরই অনেক বিবাহ শুনা যায়; কিন্তু আয়ুব খাঁ আবার দেখিতেছি যে মহাকুলীন!

সামাজিক আন্দোলন।

বিধবাবিবাহজনিত রহিত ব্যক্তির সহিত সংস্রব-দোষে দূষিত ব্যক্তির সহিত আহার-ব্যবহার রাখা উচিত কি না, এই বিষয় মীমাংসার জন্য হিন্দু-সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। আমরাও নানা স্থানের বারেন্দ্র-সমাজ ও হিন্দুগণের নিকট হইতে এসম্বন্ধের নানা পত্রাদি পাইতেছি এবং প্রধানতঃ সে সকল দেখিয়া বুঝিতেছি যে, ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুসমাজ কোনরূপেই এ অনর্থের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে যাঁহারা এ কুহকে মজিতেছেন, তাঁহাদের কোন না কোন স্বার্থ আছে বলিয়াই অনুমিত হয় এবং তাঁহাদিগকেই ধর্ম্মধ্বজীগণের অগ্রণী বলিতে হইবে। যাইহোক, আমরা হিন্দুসমাজ হইতে এ সম্বন্ধে যে সকল পত্রাদি পাইতেছি, তাহার সকলগুলির স্থান সমাবেশ না হইলেও, তন্মধ্য হইতে নিতান্ত আবশ্যকীয় বোধে দুইখানি মাত্র এবারও নিম্নে প্রকাশিত হইল এবং আরও যদি প্রকাশের আবশ্যক বুঝা যায়, তবে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে। এখন, উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মবিপ্লবকারীগণের এ সকল দেখিয়াও চৈতন্য হয়, এই ভরসা।

পঞ্চম মন্তব্য*।

শান্তিপুরের মত।

১। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল যে, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্য সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের অনুমোদনে স্থিরীকৃত হইল যে, শ্রীযুক্ত আনন্দময় মৈত্র মহাশয় সহকারী সভাপতি হয়েন।

৩। শ্রীযুক্ত রামযাদু ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়, যিনি বহুদিন হইল তাঁহার এক বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া সমাজচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার সহিত যে সকল বারেন্দ্রগণ আহার-ব্যবহার করিয়া সংস্রবদোষে দোষী হইয়াছেন, সেই দূষিত ব্যক্তিগণের সহিত এক্ষণে আহার ব্যবহার রাখা উচিত কি না, ইহা লইয়া কলিকাতায় মহা আন্দোলন হইতেছে এবং শান্তিপুরের বারেন্দ্রগণের এ বিষয়ে মতামত জানিবার জন্য পত্র আসিয়াছে। এই কথা সভার সমক্ষে ব্যক্ত হইলে পর উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অনেকক্ষণ উক্ত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ ও বিচার হওনান্তর শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সংস্রবদোষে দোষী ব্যক্তিগণের সহিত আমরা কোন মতে আহার-ব্যবহার রাখিতে পারিব না। তবে যদি তাঁহারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্তাদি করেন এবং উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের সহিত আর কোন প্রকার সংস্রব না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করায় আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

এই প্রস্তাব সকলের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত রামযাদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের অনুমোদনে এবং অন্যান্য সকলের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল যে, উপরোক্ত প্রস্তাবের একখণ্ড অনুলিপী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কলিকাতায় পাঠান হয়।

শান্তিপুর
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
সন ১২৯৫ সাল।

শ্রীবিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

---

* অন্যান্য পত্রাদি ও মতামত, অনুসন্ধানের ১৯শ, ২০শ ও ২১শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত স্বাক্ষরকারীগণের নামঃ—

শ্রীবিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, শ্রীআনন্দময় মৈত্র, শ্রীআনন্দচন্দ্র সান্যাল, শ্রীজয়রাম সান্যাল, শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, রামযাদু ভট্টাচার্য্য, শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী, শ্রীযোগিন্দ্রচন্দ্র মৈত্র, শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী, শ্রীরামেশ্বর লাহিড়ী, শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধরণীধর ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরি-মোহন সান্যাল, শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকালাচাঁদ গোস্বামী, শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী, শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামী, ও অন্যান্য।

ষষ্ঠ মন্তব্য।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বৌঁড়কদীর বারেন্দ্র-গণের মত।

মহাশয়! বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র ও দেশাচার অনুসারে যে নিতান্ত অবৈধ কার্য্য তাহা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন এবং তদসম্বন্ধে ৺রামধন তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত মহোদয়গণ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক নানা যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শাইয়া বিধবাবিবাহ পক্ষাবলম্বীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু সমাজের অনেকের নিকটই বিদিত আছে। বারেন্দ্র-সমাজরক্ষণী সভা আধুনিক ধর্ম্মবিপ্লব মধ্যে বঙ্গদেশের আর্য্য-জাতির সামাজিক নিয়ম-রক্ষণে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য তাহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ দেই। মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমাদের গ্রামে একটী সভা করিয়াছিলাম এবং উক্ত সভায় সকলেরই এই অভিমত হইল যে, শ্রীযুত বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সহিত যাঁহারা বিধবাবিবাহ সংস্রব-দোষে দূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত বিবাহ ও সামাজিক আহার ব্যবহারাদি অন্যান্য নিয়ম বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলাম। এইরূপ তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া না রাখিলে এবং শাস্ত্র-অনুযায়ী কঠোর শাসন না দেখাইলে বিশুদ্ধ সমাজের লোকও উক্ত দোষে দূষিত হইতে পারেন এবং সমাজের নিয়মেরও ক্রমশঃ অনেক শৈথিল্য হইয়া আসিবে। অতএব যাহাতে বিধবাবিবাহ সংস্রব-দোষে দূষিত লোকের সহিত আমাদের কোন সংস্রব-দোষ না থাকে তদপক্ষে বিশেষ যত্ন হওয়া উচিত। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দূষিত ব্যক্তিগণের একটী নামের ও ধামের তালিকা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যদি শ্রীযুত বিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের দলভুক্ত সংস্রব-দোষে দূষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হয়েন তাঁহাদিগকে আমাদের সামাজভুক্ত করিতে পারি। অধিক লিপি বাহুল্য, নিবেদন ইতি সন ১২৯৫ সাল, তারিখ ১৩ই আষাঢ়।

সাক্ষরকারীর নাম।—শ্রীরাজকুমার লাহিড়ী, শ্রীপ্যারীমোহন লাহিড়ী, শ্রীকিশোরীমোহন লাহিড়ী, শ্রীরাধিকা মোহন লাহিড়ী, শ্রীমন মোহন সান্যাল, শ্রীঠাকুর দাস সান্যাল, শ্রীগঙ্গাকাশী সান্যাল, শ্রীতারাকান্ত লাহিড়ী, শ্রীকালীশঙ্কর সান্যাল, শ্রীদীননাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীজানকীনাথ তর্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীচিন্তামণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রিয়নাথ লাহিড়ী, শ্রীরাজকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীপ্রমথনাথ লাহিড়ী, শ্রীমোহনলাল লাহিড়ী, শ্রীসূর্য্যকান্ত লাহিড়ী, শ্রীনকুলচন্দ্র ভাদুড়ী, শ্রীদুর্গানন্দ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুখমিণ সান্যাল, শ্রীহরচন্দ্র সান্যাল, শ্রীধরণীধর সান্যাল, শ্রীউমেশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযাদবচন্দ্র মৈত্র, শ্রীবেচারী লাল মৈত্র, শ্রীকৃষ্ণকান্ত লাহিড়ী ইত্যাদি।

অনুসন্ধান।

—:—০:(০):০—:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম খণ্ড।] ৩১শে আষাঢ়, ১২৯৫ সাল। [২৩শ সংখ্যা।

বিঘ্নহারী শ্রীহরি!

একমাত্র কেবল তোমার ভরসাতেই এই বিষম শত্রুসঙ্কুল জীবনের আরও এক বর্ষ কাটিয়া গেল। নতুবা এ বিষম গুরুভার ক্ষুদ্র কীটানুকীট আমাদের চেষ্টায় কি কখনও সমাধা হইতে পারিত? কর্ম্মকাণ্ডের চারিদিকেই অন্তরায়; ভীষণ জলধি প্রবল বাত্যায় নিয়তই উত্তালময়; সংসার-অরণ্যের দশ দিশিই হিংস্র অহিকুলে পূর্ণ; সুতরাং সে অন্তরায়—সে বদ্ধশত্রুতার হস্ত হইতে একমুহূর্ত্ত নয়—এক প্রহর নয়—এক দিন নয়—এক এক করিয়া কএকটি বৎসর কাটিয়া যাওয়া কি অল্প দয়ার কথা! যাইহোক, এতদিনে নাথ! বুঝিলাম, সত্যই দয়াময় তুমি; জানিলাম, তোমার 'দয়াময়' নামের সার্থকতা আছে। আর, তা না থাকিবেই বা কেন? পাপীর ধ্বংস কর্ত্তা তুমিইতো নাথ!—তুমি সংহার না করিলে তাঁহাদের আর গত্যন্তর কি? কর্ম্মকাণ্ড উপলক্ষ মাত্র; করাও তুমি, তাই হয়; চালাও তুমি, তাই চলে। নতুবা এ ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ উঠিয়াই বিলীন হইত; অল্পে অল্পে বুদ্বুদ-কণা কখনই দীর্ঘায়ত হইয়া গাত্র-প্রাসরণ করিতে সক্ষম হইত না! তাহাকে তুমিই বাড়াইলে, তুমিই পালন করিতেছ; ভরসা এখনও সম্পূর্ণ নাথ! আজীবন তুমিই তাহার রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে। জীবনের কএক বর্ষ কাটিল; আবার নূতন বর্ষ আসিতেছে। নূতন বর্ষের নূতন জীবনে যেন দয়াময় তোমার সাহসে সাহস পাই!—তোমারই সর্ব্বশান্তিময় রাতুল চরণের শান্তিকণা পাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি। এখন মঙ্গলময়! চরণে স্থান দেও; হৃদয়ে সাহস দেও; কর্ত্তব্য-কার্য্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি দেও: এই প্রার্থনা, এই অধীনের অন্তরের বাসনা।

অনুসন্ধান সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বিজলী সম্পাদকের নূতন লীলা!

আজকাল প্রায় অনেক সংবাদপত্রেই ১০৮।১নং মেছুয়াবাজার রোড, ঠনঠনে, কলিকাতা—ঠিকানা হইতে 'দে এণ্ড কোং' এই নামের বড়ই জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। বিজ্ঞাপনগুলিতে যেমন বাগ্‌জালের ছটা, তেমনই উপহারের লোভানি, তেমনই 'সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!' শীর্ষক নিজেদের সততার পরিচয়। ফলতঃ 'সর্ব্বব্যাধিনাশক' ইলেক্‌ট্রিক অঙ্গুরী, কবজ ও অনন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু লেমনেড

পাউডার, রোজ পমেটম, শালসা চূর্ণ, প্রুকস্ত হানির মহৌষধ, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় সকল রকমের কথাই এ বিজ্ঞাপনে আছে। বিশেষ, তাহাতে আবার ২৲ দু'টাকা মূল্যের সংবাদপত্র উপহারের বা অন্ততঃ ঘড়ি-দানের লোভানই মনোমুগ্ধকর! যাইহোক, বিজ্ঞাপনের সে আড়ম্বরের কথা আর না শুনিয়া, সে বিজ্ঞাপনোচিত সরঞ্জামের কথা শুনিয়া পাঠক এখন স্তম্ভিত হউন। বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা দেখিয়া সমিতির কোন কোন লোক বিজ্ঞাপিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ঐ ফারমের ঠিকানায় যাইলে, প্রথমতঃই ফারমের ঠিকানা পাওয়া কষ্টকর হইল। তারপর, সন্ধানে সন্ধানে বিজ্ঞাপিত আড়ম্বরময় ফারমের বাড়িটী দেখা গেল; সেটী 'আধা খোলা-আধা ইঁট'-নির্ম্মিত ভগ্নপ্রায় বাড়ী। সেখানে না দে কোম্পানীর প্রতিকৃতি, না সাইনবোর্ড প্রভৃতি সরঞ্জাম, না দোকানের চিহ্ন। পাড়ার ভদ্রলোকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়! পূর্ণ গুপ্ত নামক একব্যক্তি আজ কএক দিন হইতে এই ঘর ভাড়া লইয়াছে। সেই-ই এই খেলা খেলিতেছে।" সমিতির লোক তো ইহা শুনিয়া অবাক! বিজলীর সেই পুরাতন পাপীই আবার নাম ভাঁড়াইয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হইল, এই আশ্চর্য্যের কথা। যাইহোক, অনেক হইয়াছে; কিন্তু এখনও আমরা শুভকামনা করিয়া বলি, গুপ্ত মহাশয় এখনও সাবধান হউন; নতুবা 'গুপ্ত' আরও প্রকাশ হইলে বড়ই গোল বাধিবে।

এখনও সেই বিজ্ঞাপন!

১৮।১নং মৃজাফার্স লেন, কলিকাতা—ঠিকানা দিয়া, কে, স্মিথ এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া এক ফারমের জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে এবং সে ঠিকানায় ঐ নামীয় সাহেব কোম্পানী যে নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে একবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি আবার ঐ ঠিকানা হইতে 'একবার পড়িবার ক্ষতি কি' শীর্ষক পূর্ব্বাপেক্ষাও লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। যাইহোক, এখনও আমরা বলি, লুকাচুরী খেলিয়া, সাহেব কোম্পানীর নাম করিয়া যিনি এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন, কাজটা তাঁহার বড় ভাল হইতেছে না। এরূপ নাম-ঠিকানা না ভাঁড়াইলে ব্যবসা কি চলে না? আমরা তো জানি, ন্যায় পথেরই আদর অধিক।

না শুনিলেই ঠকিতে হয়!

'অনুসন্ধানে' প্রতারকদের কাহিনী সকল সময়েই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার পরও যিনি সেই সকল বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া টাকা পাঠান, তাঁহার পরিণামের বিষয় কাহাকেও আর বলিতে হইবে না। ৯০নং কটন ষ্ট্রীটের ঠিকানা হইতে ত্রৈলঙ্গস্বামী সজিয়া যে কেহ লোক ঠকাইবার চেষ্টায় আছে, একথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও বাণেশ্বরপুর হইতে বাবু গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় সে বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া যেরূপ প্রতিফল পাইয়াছেন, তাহা এই ঃ—

"মহাশয় ৯০নং কটনষ্ট্রীট হইতে শ্রী ত্রৈলঙ্গ স্বামী সরস্বতী এই নাম দিয়া যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বাহির হয়, অল্প মূল্য দেখিয়া আমি তাহা লইতে ইচ্ছা করি। আর মনে করি, মাসে মাসে ।০ আনা বই ত নয়; নিলে হানি নাই। সুতরাং পত্র লিখিলাম; কিন্তু একেবারে ভালুপেবেল ২৲ দুই টাকা তাগাদা আসিল, প্যাকেট খুলিয়া দেখি, ৭ খণ্ড মাত্র পুস্তক আসিয়াছে; তা'তে আবার প্রথম খণ্ড নাই, ৮ম খণ্ডই দু'খানা। কিন্তু এপর্য্যন্ত আর দেখা সাক্ষাৎ নাই।"

এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব! ইহার মূলাধার যিনি তাহাও জানিতেছি বটে; কিন্তু সে সাবধানতার পরও এ কুহকে মজা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কাশীর ঠিকানা দিয়া প্রতারণা।

প্রতারকদিগের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই!

ইতিপূর্ব্বে কাশীর ঠিকানা দিয়া এ, টি, চট্টরাজের নামে যে জাঁকাল বিজ্ঞাপন বিতরিত হয়, এখন তাহার নিগূঢ় তত্ত্বও পাওয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর কথা! কলিকাতা ছাড়িয়া দূর কাশীধামে গিয়াও অতঃপর প্রতারকগণ এই কাণ্ড করিতে বসিল, এই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাইহোক, এখনও সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য সে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমরা যে সকল পত্রাদি পাইতেছি, তন্মধ্য হইতে নিম্নে একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে ২৪ পরগণা, বিষ্ণুপুর হইতে বাবু নন্দলাল বসু মহাশয় যাহা বলেন, তাহা এই ঃ—

"মহাশয়! আপনারা দেশের জুয়াচোরদিগের জুয়াচুরী প্রকাশ করিয়া অশেষ উপকার করিতেছেন। অধুনা আর একটী জুয়াচোর নূতন প্রকার জুয়াচুরী আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। গত ফাল্গুণ মাসের একদিন ৺কাশীধাম, দশাশ্বমেধ ঘাট, বামাসুন্দরীর বাটী হইতে এ, টি, চট্টরাজ দ্বারা প্রকাশিত 'ব্রহ্মাণ্ডদর্শন' নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাই। বিজ্ঞাপনে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা লেখা থাকে: ত্রৈলঙ্গস্বামীর প্রধান শিষ্য ইহার প্রণেতা; কোন বিষয়ে ফল না পাইলে পরীক্ষা করিয়া দিতে প্রকাশক প্রস্তুত আছেন, অন্যথা রাহাখরচ পর্য্যন্ত দিবেন ইত্যাকার বিবিধ আড়ম্বরেই গ্রাহক হই। অদ্য ৩ দিন হইল ভালুপেবেল যোগে একখানি প্যাকেট পাই, তাহার সঙ্গে একখানি মুদ্রিত পোষ্টকার্ডে প্যাকেট গ্রহণের অনুরোধ থাকে। ১৸৵০ আনা দিয়া প্যাকেট গ্রহণান্তর খুলিয়া দেখি, আশ্চর্য্য কাণ্ড! তাহার মধ্যে 'ব্রহ্মাণ্ডদর্পণের' পরিবর্ত্তে রামবনবাসযাত্রা, শিশুরামের ভজো, লক্ষণবর্জ্জন নাটক, নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, সর্ব্ববিজয় কাব্য, বটতলার এই ক'খানা পুস্তক। কি জুয়াচুরী! আমার মত মূর্খ গ্রাহক কতজন যে ঠকিয়াছেন তাহার ঠিক কি? আপনারা একথা সাধারণকে বিদিত করিয়া সতর্ক করিবেন, যাহাতে আর কেহ না ঠকে। আমার প্রতিজ্ঞা, আর কখন বিজ্ঞাপনের কথায় প্রত্যয় করিব না। ইতি ১১ই আষাঢ়, ১২৯৫ সাল।"

নোমাজি চোর।

বৃদ্ধ গোলাম রহমানের বয়ঃক্রম এখন ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। লম্বা লম্বা দাড়িগুচ্ছ পরিষ্কার সাদা রং ধারণ করিয়াছে। ইহার জীবনটাই প্রায় জেলের ভিতর অতিবাহিত হইয়াছে; জেলের কঠোর পরিশ্রমের সহিত বৃদ্ধাবস্থা সম্মিলিত হওয়ায় ইহাঁর শরীর কৃশ, মেরুদণ্ড বক্র ও হস্তপদ দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে; যষ্টি-সাহায্য ভিন্ন চলিবার যো নাই। কিন্তু আপনার চিরকালের স্বভাব এখন পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এখন ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া ভান করিয়া থাকেন; লোক দেখিলেই কাছা খুলিয়া নোমাজ করিতে বসেন। কিন্তু তাঁহার নোমাজের উদ্দেশ্য অন্যতর; ধর্ম্মপক্ষ অনুসরণ না করিয়া চুরির পন্থা অনুসন্ধান করা মাত্র। ইনি এখন নিজে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না; সে সামর্থ্য আর এখন নাই। চোরের যে প্রকার সাহস ও পরাক্রমের আবশ্যক, শরীর হইতে এখন তাহা অন্তহৃত হওয়ায় অন্যের সাহায্য আবশ্যক করিয়াছে; সাগিরেদ্ দেখিতে হইয়াছে ও এখন তাহাদের উপর সমস্ত নির্ভর করিতে হইয়াছে।

এক দিন বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে; মুসলমানদিগের সায়ংকালীন নোমাজের সময় নিকটবর্ত্তী। এমন সময় গোলাম রহমান পরিষ্কার পা-জামা চাপকান পরিয়া মস্তকে সাদা টুপি দিয়া একগাছি যষ্টি হস্তে সাগিরেদ্ সমভিব্যাহারে হাবড়া-রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ক্ষণকাল পরেই ষ্টেসন হইতে পশ্চিমের সায়ংকালীন গাড়ি আসিবার ঘণ্টা পড়িল। গোলাম রহমান বুঝিলেন, গাড়ি নিকটবর্ত্তী। অমনি তিনি ষ্টেসনের সন্নিকটে ভাগিরথীর উপকূলে, অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়া যাত্রিগণ গমন করিবে সেই রাস্তার পার্শ্বে, একখানি কাপড় বিছাইয়া নোমাজ করিতে বসিলেন। তাঁহার সাগিরেদ্ একটু দূরে বসিয়া রহিল।

ষ্টেসনে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল;

যাত্রিগণ গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া চলিল। তাহার ভিতর যে যে, মুসলমান নোমাজী যাত্রি ছিল, তাহারা নোমাজের সময় হইয়াছে দেখিয়া তদুপযোগী স্থানের নিমিত্ত এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিল; এবং একটী প্রবীণ লোককে নোমাজে ব্যস্ত দেখিয়া সেই স্থানেই সকলে উপস্থিত হইল। আর, মুসলমানদিগের ইহাই নিয়ম, যেস্থানে কেহ নোমাজ করিতে থাকে, সকলেই সেই স্থানে গমন করিয়া একত্রে নোমাজ করিতে আরম্ভ করে। যাইহোক, সকলে গঙ্গাজলে 'ওজু' করিয়া গোলাম রহমানের নিকট উপস্থিত হইয়া, কেহ তাহার পার্শ্বে কেহ বা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া সায়ংকালীন নোমাজে প্রবৃত্ত হইল। আর উহাদের ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্যাদি কেহ সম্মুখে কেহ পার্শ্বে কেহ বা পশ্চাতে রাখিয়া দিল।

সাগিরেদ্ আবদুল বসিয়া যে সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল, অতঃপর তাহা সঙ্ঘটন হইল। মুসলমানগণ যখন এক মনে খোদার ধ্যানে নিযুক্ত হইল, আবদুলও সময় বুঝিয়া আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া সুবিধামত ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু পাইল লইয়া, দ্রুতপদে যাত্রিশ্রেণীর সহিত মিশিয়া গেল। পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা রাখিয়া পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া ইহাও দেখিল যে, মুসলমানগণ অতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে ব্যাগ প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেছে। আবদুল ও গোলাম রহমান উহাদিগের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু উহার কিছুমাত্র সন্ধান না হওয়ায় মুসলমান যাত্রীগণ ভগ্নমনে আপন আপন বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, গোলাম রহমন ও আবদুল সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া উহাদের যে যে দ্রব্যাদি ছিল, তাহা অংশমত বণ্টন করিয়া লইয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম।

ইতিহাসে যত অসভ্য জাতির বিষয় পাঠ করা যায়, ততই দেখা যায়, মনুষ্যের আদিম অবস্থায় ঈশ্বর-বোধে কেবলমাত্র 'পীড়া ও বিপদ-নিবারক।' আজিকালি সাঁওতালগণ যে অবস্থায় আছে তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরত্বের বোধ ঐরূপই দেখা যায়। যদিও হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া-শুনিয়া সাঁওতালগণের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি এক একটী বিষয়ে সেই আদিম অবস্থার ঈশ্বরত্ব-বোধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা কেবল পীড়া ও বিপদ নিবারণের জন্য; ঈশ্বরের সহিত প্রীতি ও প্রেম নাই, কেবল তাঁহাতে ভয়ই আছে; পাছে নিজের অমঙ্গল হয়, এই জন্যই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। ধর্ম্মের আদিম অবস্থায় ঈশ্বরকে লোকে এই ভাবেই সেবা করিয়া থাকে। সাঁওতালগণের প্রধান দেবতার নাম,' চাঁদোবঙ্গা' ;'চাঁদোবঙ্গা' চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই বুঝায়। ঐ চাঁদোবঙ্গার পর অন্য এক দেবতার নাম 'মরাংবুরু।' সাঁওতালেরা কহে যে, 'ধার্ত্তী' (ধরিত্রী) যখন হইয়াছিল, তখন ঐ 'মরাংবুরু' তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে রক্ষা করিয়া অনেক সুখ প্রদান করিয়াছিলেন। উহাও এক 'বঙ্গা।' 'বঙ্গা' শব্দের উচ্চারণ 'বঙা' এইরূপ হয়। মরাংবুরুর পূজা উহারা ঘরের ভিতর কিম্বা গাছতলায় করিয়া থাকে, অথবা একখণ্ড শিলাকে মরাংবুরু বলিয়াও পূজা করে। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সাঁওতালগণের 'মরাংবুরু

(যাহার বাক্যার্থ 'উচ্চ পর্ব্বত') -সম্ভবতঃ কি হইতে পারে! উহা কি হিমালয়, না হিন্দুগণের মেরুপর্ব্বত! না খৃষ্টানগণের আরারট পর্ব্বত,—যাহার উপর প্রলয়ের সময় নোয়ার পোত রক্ষিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার জীবের জীবন রক্ষা হয়? না সাঁওতাল পরগণার পরেশনাথ ও রামগড় প্রভৃতি উচ্চ গিরি? শেষোক্ত পরেশনাথ প্রভৃতি গিরি কখনই নহে; কারণ, যদি মরাংবুরু সাঁওতাল পরগণার কোন পর্ব্বত হইত, তাহাহইলে বর্ত্তমান সাঁওতালগণের পূর্ব্বপুরুষ হইতেই উহারা ঐ পাহাড়ে মরাংবুরুর পূজা করিতে যাইত; নিজের বাটীতে এক খণ্ড শিলাকে পূজা করিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইত না। বাস্তবিক ঐ বঙ্গার পূজা করিতে উহারা কোন পর্ব্বতে যায় না। সাঁওতালেরা পূর্ব্বাপর হইতে যেরূপ পূজা করিয়া থাকে, এখনও সেইভাবে করে। যদি মরাংবুরুর স্থান সাওতাল পরগণায় থাকিত, তাহাহইলে তাহারা সেই স্থলে পূজা করিতে না গিয়া কখনই থাকিতে পারিত না। এক্ষণে দেখা যাউক, মরাং (সংস্কৃত মেরু) মেরুপর্ব্বত কি না? যদি মেরু হয়, তবে সেই পর্ব্বতেই সাঁওতালগণ ও দেবতাগণ পূর্ব্বে একসঙ্গে বাস করিতেন। এখন সেই মেরু কোথায়? কবিবর মাঘের বর্ণনায় মেরুর অবস্থান পশ্চিমে হইবার সম্ভব; কারণ, সূর্যদেব অস্ত হইবার সময়ও তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এসিয়ার মানচিত্রে পশ্চিমে যত পর্ব্বত আছে, তদপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত এসিয়ার হিমালয়ে ও আল্টাই বিভাগে আছে; এরূপ স্থলে মেরুর অবস্থান পশ্চিমে হওয়ার অপেক্ষা মধ্য-এসিয়ার কোন স্থলে হইতে পারে। আবার যদি মেরুকে প্রাচীন পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলিয়া ধরা যায়—অর্থাৎ মানবদেহে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যেমন অন্যান্য অবয়ব গঠিত হইয়াছে সেইরূপ যে পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া এসিয়া ভূখণ্ডের মৃত্তিকা রহিয়াছে, তাহাকে উহার মেরু বলিয়া ধরা যায়—তবে পৃথিবীর মানচিত্র দ্বারা আল্টাই ও হিমালয়ের সংযোগস্থল-ভাগকে, অর্থাৎ কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থলকে হয় মেরু বলিতে হয়; আর না হয়, তুরস্কের পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া আল্টাই ও হিমালয়-শৃঙ্খলকে ধরিয়া পৃথিবীর মেরু কল্পনা করিতে হয়।

সাঁওতালগণের ধর্ম্মানুসারে মরাংবুরু ও ধরিত্রী সৃষ্টি হইবার সময় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে যে রক্ষাকরিয়াছিল তাহার অর্থ এই হইতে পারে যে, জলপ্লাবনের পর প্রথমে যে পর্ব্বত সমুদ্রতল হইতে জাগরিত হয়, তাহাতেই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিত; ক্রমে চারিদিকে সাঁওতালেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীর সৃষ্টি দেখিতে গেলে, মধ্য-এসিয়া অর্থাৎ কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীন তাতার, মঙ্গোলিয়া, আল্টাই প্রদেশ সর্ব্বপ্রথমে যে সমুদ্র হইতে উঠে, তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। তৎপরে ক্রমশঃ হিমালয়, ভারতবর্ষ, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি স্থল, সমুদ্র দক্ষিণে সরিয়া যাওয়াতে, বাহির হইয়াছে। সুতরাং মরাংবুরু মধ্য-এসিয়াতেই হওয়া সম্ভব এবং সেই মধ্য-এসিয়া হইতেই সাঁওতালগণের মঙ্গোলীয় চেহারা হইয়াছে। আর্য্যগণও সেই সময় মধ্য-এসিয়ায় থাকা বলিয়া কতক বিশ্বাস হয়। কারণ, সাঁওতালী কথার মধ্যে কতকগুলি কথারও আর্য্যগণের কথার সহিত সাদৃশ্য আছে। বহুকাল পরে আর্য্যগণ দলে দলে পশ্চিমাভিমুখে অপেক্ষাকৃত ভাল ভূখণ্ডে গমন করিতে লাগিলেন; এবং অনার্য্যেরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বাধিত হইতে লাগিল। আসামের মন্নিপুরে আরণ, ডফলা, নাগা, মিরি, খামতি,

গারো প্রভৃতি যে সকল অনার্য্য জাতি বাস করে বোধ হয়, তাহারাও ঐ মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়া ক্রমে হিমালয়ের পূর্ব্বভাগ দখল করিয়া বসিয়াছে। সাঁওতালেরা ঐ সকল পরিবারের অন্তর্গত ও ক্রমেধরাতলে বাস করিতে শিখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সেই পরিবারস্থ ভ্রাতাগণ এখন পর্য্যন্তও পর্ব্বতে বস-বাস করিতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মনুষ্যগণ ও অন্যান্য জীবজন্তু পর্ব্বতোপরি বাস করিত। হিন্দুগণের মতে সেই পর্ব্বত মেরু; সাঁওতালগণের মতে উহা মরাংবুরু। মরাংবুরু অথবা মেরু, হিমালয়, আল্টাই, এল-বর্জ্জ, লেবেনন ইত্যাদি পর্ব্বতের মধ্যে যে পর্ব্বতই হউক, অথবা মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত মধ্য-সানুভূভাগ-স্থলই (Central Plateau) হউক; তবে ইহা নিশ্চয় বটে যে, সেই মেরু ও মরাংবুরু কখনও ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাগণ তাহার অবস্থান ঠিক করেন নাই। সুতরাং আমাদেরও জানিবার কোন উপায় নাই। এরূপ স্থলে সাঁওতালদের মুখশ্রী কতক অংশে মঙ্গোলিয়ান ধরণের দেখিয়া ও আসাম-প্রদেশে যে সকল লোক পর্ব্বতে কিম্বা ধরাতলে বাস করে তাহাদের মধ্যে শব্দোচ্চারণের (প্রায় আনুনাসিক শব্দ) ও কতকগুলি কথার সাদৃশ্য দেখিয়া, বোধ হয় যে, সাঁওতালগণও সাঁওতাল পরগণায় আসিবার পূর্ব্বে হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে বাস করিত। ক্রমে ঐ সাঁওতালেরা ধরাতলে বাস করিতে শিখিয়া বাঙ্গালার অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পদ্মার ধার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। তখন হইতেই বাঙ্গালার নাম 'বঙ্গা' বা 'বঙ্গ' হইবার সূত্রপাত হইল। এখনও আসাম প্রদেশের লোকে বাঙ্গালা দেশকে 'বঙাল' দেশ বলিয়া কহে; অর্থাৎ 'বঙ্গা' বা 'বঙা' উপাসকগণের দেশ। অনন্তর সাঁওতালগণ বঙ্গদেশে বহুকাল বাস করিয়া, যখন অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতীয় সঙ্কর ও আর্য্যগণ যত মগধের দিক হইতে চাস-আবাদের জন্য বঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল ও যত বাঙ্গালার বন কাটিয়া ফেলিতে লাগিল, ততই তাহারা সাঁওতাল পরগণার অরণ্যাদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। এবং চিরপ্রবাহিণী গঙ্গা হইতে অধিকারচ্যুত হইয়া শেষে দামোদরের নিকটস্থ অরণ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কারণ, ঐ নদীতেই বৎসরের সকল মাসেই জল থাকে। তবে সাঁওতালগণ যে বঙ্গ হইতে শীঘ্র নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। নিকৃষ্ট আর্য্যগণের সহিত বহুকাল বাস করিয়া কাওরা, বাগ্দি, জোলা প্রভৃতি বিস্তর সঙ্করবর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই অনেক সাঁওতালী কথা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি কথা প্রদত্ত হইল :—

সাঁওতালী।	বর্ত্তমান-প্রচলিত বাঙ্গালা।
দা=জল।	দ (যেমন এ কাজে দ পড়েছে) অথবা আবর্ত্ত।
ভিঙ্কি।	ঢেঁকি।
ওড়া=ঘর।	ওড়া (বৃহৎ পাত্র)।
কোড়া=ছোঁড়া বা ছোট ছেলে।	কোদাঅথবা ছোঁড়া (এই কথা যশোহর জেলার লোকে কহে; কোদা=খোকা)। বাঁশের কোঁড়া।
কুড়ি=ছুঁড়ি,খুকি।	কুদি (যশোহরে প্রচলিত) ছুঁড়ি।
রা=ক্রন্দন।	রা=শব্দ (মুখে রা নেই যে)
চট্=উপরে।	চট্=দ্রুত।
চিট্=আটা দিয়া জোড়া।	চিট্ চিটে বা চট্ চটে।
হয়=বায়ু।	হাওয়া=বাতাস।
ডেল্=দেখা।	নেহাইল=দেখিল।

ভেদ্=অর্থ, মৎলোভ।	ভেদ (যথা এ কথার ভেদ মারতে পাল্লে না?)
ইনো=ঐটী।	ইনি, বা ছোট লোকে কহে "এনা"।
আগুইমে=আগিয়ে।	আগিয়ে, এগিয়ে।
ডাং=লম্বা ভাব।	ডাং (যেমন "মেরে লবে ডাং করে দ'ব" অর্থাৎ মারিয়া লম্বায় আরও লম্বা করিয়া দিব।)
ইনিদ্।	উনি।
তৈয়াই (ভগ্নিপতি)।	তাউই (ময়মনসিং) অথবা তালুই (কলিকাতা অঞ্চল) অর্থাৎ ভগ্নিপতির বাপ বা ভাইয়ের শ্বশুর।
নুল্হা (হস্তের কব্জি হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত।)	নুলো (কলিকাতা)বা নুলো; যথা, "বিড়াল নুলো, বাড়াচ্চে" অর্থাৎ যাহার হাত নাই তাকেও নুলো বলে
গাড়া=নদী।	গাড়া=গর্ত্ত, গড়।
ডঙ্গুয়া=আইবড়।	ডাগর অথবা ছোট লোকে ডাঙর।

ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি সাঁওতালী শব্দ বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতির কথায় প্রথমে প্রবেশ করিয়া বঙ্গভাষার ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সকল কথা পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কতক অংশে কথিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ভালবাসার ছবি।*

১

সুন্দরবনের সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একটি ভদ্রলোক বাস করিতেন। এককালে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু কালের চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই লজ্জাবনত মুখে আর কাহারও নিকট দাঁড়াইবেন না বলিয়া, এই নির্জ্জন পল্লীতে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুখে অতিবাহিত করিবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন। এই পল্লীতে দুইচারি ঘর কৃষকের আবাসমাত্র ছিল, লোকটি তাহাদের সাহায্যে সামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা আপনার পত্নী ও কুমারীদ্বয়ের সহিত সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে সে সুখটুকুও রহিল না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইতে হইল। এই রোগের পীড়নে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই জড়ত্বলাভ করিলেন। কেবল শয্যার উপর উপবিষ্ট থাকিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য বিচার করিয়া এরূপ হইয়াছিল কি না কে বলিতে পারিবে? যাহাহউক, বৃদ্ধ ওইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে বৃদ্ধা তাহার নিকট দিনরাত বসিয়া তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতেন; প্রতিবেশী কৃষকেরা তাহা বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে দ্রব্যাদি আনিয়া দিত।

বৃদ্ধের দুইটি কন্যা, জ্যেষ্ঠা অমলা, কনিষ্ঠা সরলা। দু'টিতে বড় ভাব। যখন পিতার ওরূপ অবস্থা হয় নাই তখন তাহারা শিশু ছিল; দু'টিতে খেলিয়া বেড়াইত। এখন একের বয়স দ্বাদশ, অপরের দশ উত্তীর্ণ। জ্যেষ্ঠা রন্ধনাদি করে, কনিষ্ঠা তাহার সাহায্য করে। উভয়ে উদ্যানে বেগুন প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া, তাহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। স্বহস্ত-প্রস্তুত দ্রব্য বড় মিষ্ট!

একদিন দু'টি ভগ্নীতে বাগানে আছে এমন সময় একটি যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে তাহাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইল ও তাহাকে লইয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ

* গল্পটি একটি ইংরাজী গল্পের ভাবে রচিত।—লেখক।

করাইল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা যোগেন! আর এখন সে অবস্থা নাই বলে কি তোমরাও আমাদের ভুলেছ?"

যোগেন।—"সে কি মা? অমন কথা বল্‌বেন না। তবে কিনা, উপার্জ্জনের জন্য দূরদেশে থাক্‌তে হয় তাই সন্ধান নিতে পারিনি। আপনারা যে এখানে আছেন, তাও জান্‌তেম, না। আজ এদিক দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বাগানে অমলকে দেখ্‌তে পেয়ে জান্‌তে পার্‌লেম। যখন আপনাদের হাতেই আমার সমস্ত, তখন কি আপনাদের দুরবস্থার সময় ভুলে থাক্‌তে পারি?"

এইরূপ নানা কথোপকথনের পর যোগেন বিদায় হইলেন। অমলা ও সরলা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাগানের দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন এবং তাঁর একদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

২

দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল। অমলার বড় অসুখ, তার আর সে শ্রী নাই। সরলা রাতদিন তাঁর কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করেন। বৃদ্ধা বৃদ্ধের পরিচর্য্যাতেই ব্যস্ত। কখনও তিনি একটু নিদ্রিত হইলে আসিয়া অমলাকে দেখিয়া যান। দেখিতে দেখিতে অমলার পীড়ার বৃদ্ধি হইল। ডাক্তার-কবিরাজ নাই; ক্রমে অমলা জীবন হারাইল। এক বৃন্তের দু'টি গোলাপের একটি চিরদিনের মত শুখাইল; আর একটিতে একটু আঁচ লাগিল। সরলার আর সে হাসি মুখ নাই।

তনয়ার বিয়োগে বৃদ্ধা বড় আঘাত পাইলেন। কেবল বৃদ্ধ কিছু বুঝিলেন না। ক্রমে বৃদ্ধার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, তিনিও ক্রমে ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। দু'চারি দিনে তাঁহারও ইহজীবনের লীলা শেষ হইল। সরলা এখন অকূলে ভাসিল। জীবনের আর সহায় নাই; একাদশ বর্ষীয়া বালিকা একটি অথর্ব বৃদ্ধের রক্ষিকা—একটি সংসারের কর্ত্রী।

উপার্জ্জনের উপায় তিনি কিছুই জানেন না—যাও জানেন, তাহার চেষ্টারও উপায় নাই। যত্নাভাবে উদ্যান অরণ্যে পরিণত হইল।

বৃদ্ধ এখন এক একবার যে স্থানে তাহার পত্নী বসিয়া কার্য্য করিতেন সেই দিকে চান, আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া জলধারা পড়ে। বাক্যে তাঁহার শোকপ্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি জীবনের চিরসঙ্গিনীটি হারাইয়া বড়ই যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন।

৩

যোগেনের প্রথমবার আগমনের ঠিক এক বৎসর পরে আর একবার যোগেন সরলাদের বাটীতে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, অমলা নাই; অমলার মাতা নাই। কেবল সরলা—সুবর্ণলতিকা সরলা—সংসারের দারুণ তাপে শুকাইবার উদ্যোগ হইয়াছে।

সরলার এখন পিতাই সর্ব্বস্ব—তাঁহার জন্যই তার জীবন। আজ যোগেনকে সে সঙ্গী পাইল; যোগেনের সঙ্গে কত দুঃখের কথা বলিল। যোগেন শুনিল। সমস্ত দিন থাকিয়া সরলার গৃহকার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়া অপরাহ্নে চলিয়া গেল।

সরলার হৃদয়ের কোন স্থানে একটুকু ফাঁক ছিল; সেটুকু অল্প পূর্ণ হইল।

যোগেন পরদিন আবার আসিল। আজ সরলা বলিল,—"যোগেন, এসব মেয়েলি কাজ কি তোমার ভাল লাগে?"

যোগেন।—"সরল যখন কর্ম্মস্থানে থাকি, তখন এসব কাজ ত আমায় করতে হয়। আমি রাঁধতেও জানি, দেখো কাল এসে রাঁধবো।"

সরলা।—"তোমায় আর রাঁধতে হবে না। আমি নাকি তোমায় আগুনের কাছে যেতে দেবো?"

যোগেন।—"কেন সরল আমিতো ছেলেমানুষ নই; আগুনে আমার ভয় কি?"

এইরূপ নানা কথায় দৈনিক কার্য্যের কষ্ট অনেক লঘু হইল।

অপরাহ্নে যোগেন আবার চলিয়া গেল?

৪

পরদিন সরল সংসারের কাজ করিতেছেন, আর যোগেন এলেন কি না দেখিতেছেন। এমন সময় যোগেন আসিল।

সেদিন গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে যোগেন সরলকে বলিল,"—দেখ সরল, তোমায় আমি একটি কথা বলবো; মন দিয়ে শুনে জবাব দিও।"

সরল।—"বল।"

যোগেন।—"দেখ সরল। তোমার সংসারে অবলম্বন পিতা; আমার অবলম্বন এক বৃদ্ধা মাতা। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার পত্নী হইয়া আমার সংসারের শোভা বৃদ্ধি কর।"

সরলা কোন কথা বলিলেন না; লজ্জাবনতমুখী হইলেন।

যোগেন।—"কেন সরল, কিছু উত্তর দিলে না যে! একথাটি কি তোমার মনোমত নয়?—আমি কি তোমাকে পাবার উপযুক্ত নই!"

সরল।—"যোগেন, আমি ও-সকল কিছু জানিনে, তবে তোমায় না দেখলে আমার মন কেমন করে। এজন্য ইচ্ছা করে যে, তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে থাকো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে পিতাকে ছেড়ে যেতে পারিনে। আমার পিতার আমি আর কেউ নেই।"

যোগেন।—"তোমার পিতাকে ছেড়ে যেতে বলচিনে; তোমার পিতাকে নিয়ে যাবে।"

সরল।—"না, তাও হয় না। বাবার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে এঁকে স্থানান্তর করতে গেলে এঁর প্রাণ থাকবে না। না যোগেন, আমি তোমাকে পাবার জন্যেও সে কাজ করতে পার্‌বো না।"

যোগেন।—"তবে কি আমায় ভুল্‌বে! সরল, আমায় আবার কর্ম্মস্থানে যেতে হবে; তখন ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?"

সরলা।—"যোগেন, তোমায় বোধ হয় এ জীবনে ভুলতে পার্‌বো না। যদিও তুমি দূরে গেলে আমার বড় কষ্ট হবে, কিন্তু কি কর্‌বো, সহ্য করতে হবে! স্ত্রীলোকের সহ্য করা বই অন্য উপায় কি?—আবার আস্‌বে কবে?"

যোগেন।—"তা বলতে পারিনে। এবারে আমায় অনেক দূরে যেতে হবে। দু'তিন বৎসরের মধ্যে আস্‌তে পার্‌বো না।"

সরলা।—"তুমি যত দিন না আস্‌বে, তোমার পথ চেয়ে থাক্‌বো—দেখো ভুলো না।"

যোগেন।—"তোমায় যদি পাই ত সংসারী হবো। নতুবা না।"

যোগেন চলিয়া গেলে সরলা কাঁদিল। অনেকক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন,—"যেথায় থাকি, যোগেন আমার স্বামী।"

৫

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সরলার পিতা কালের ক্রোড়ে, চিরনিদ্রিত হইয়াছেন। সরলা এখন ষোড়শী। কিন্তু কুমারী।

সরলার পিতার মৃত্যুর পর প্রতিবেশী কৃষকেরা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু সরলা বলিয়াছিলেন,—"আমি বাক্যদত্তা আছি, চেষ্টার প্রয়োজন নাই।"

কষ্টে দিন যায়। সরলা উদ্যানে আবার বেগুন প্রভৃতি উৎপন্ন করেন। জননীর চরকায় সূতা প্রস্তুত করেন। প্রতিবেশী কৃষকেরা

তাহা বিক্রয় করিয়া আনিয়া দেয়। একটী বর্ষীয়সী তাঁহার নিকট থাকেন। সরলার কেবল এক চিন্তা যোগেন কোথায়?—এতদিন গেল, ফিরিল না কেন?

সরলার পিতার মৃত্যুর পর একবার একজন ধনী তাঁহাকে পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সরলা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

এইরূপে দিন যায়। একদিন সরলা উদ্যানে কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে এক-ডুলির সঙ্গে যোগেন আসিয়া উপস্থিত।

যোগেন যেমন বলিলেন, 'সরলা!' অমনি সরলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। ডুলির মধ্য হইতে যোগেনের মাতা নামিলেন। যোগেন তাঁহাকে বাটির মধ্যে লইয়া গেলেন।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যোগেন! এতদিন ছিলে কোথায়?"

যোগেন।—"সরল! এবার আমি আর যাতে চাকুরী করতে না হয় এমন উপার্জ্জন করে আস্‌বো বলেই এতদিন দেশে আসিনি। সরল, এ অঞ্চলের অনেক জমি আমি কিনেছি। এগ্রাম এখন আমার। সরল, তুমি কি আমার হবে? এবার তোমায় নিয়ে এই খানেই থাক্‌বো!"

সরল।—"যোগেন! এখন তুমি আমায় যেথায় নিয়ে যাবে সেথায় যাব। বাবা আমায় ছেড়ে—"বলিতে বলিতে সরল কাঁদিয়া ফেলিল। যোগেন সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

৬

শুভদিনে শুভক্ষণে যোগেন-সরলার বিবাহ হইল!

যেখানে কুটির ছিল সেখানে অট্টালিকা হইল।

ধনেশনন্দিনী ভিখারিণী হইয়াছিলেন, আবার ধনেশগৃহিনী হইয়া সুখিনী হইলেন।

যোগেন বহির্দ্বারোপরে লিখিলেন—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে
দুঃখানিচ সুখানিচ॥"

সাঁওতাল পরগণা প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর।

মহাশয়, আপনার ২২ সংখ্যক অনুসন্ধান পত্রিকায় সংপ্রেরিত সাঁওতাল পরগণা প্রস্তাবের এক অংশের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। যদি উহার অপর কোন স্থলে ভুল বা অসঙ্গতভাব দৃষ্ট হয়, আশা করি, এইরূপ প্রতিবাদ মহাশয় নিজ পত্রিকায় বাহির করেন। তাহাহইলে হয় আমি পাঠকগণকে সেই স্থল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি; না হয় নিজের ভ্রমও সংশোধন করিতে পারি। আমি এই বর্ত্তমান প্রতিবাদের জন্য শ্রী—মৈত্র মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন, সকলই যুক্তিসঙ্গত কথা বটে; কিন্তু তিনি যদি আমার লেখার অর্থে 'পর্ব্বত-নিবাসী' বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। ২১ সংখ্যার ২৩৫ পৃঃ ১স্তম্ভে দেখুন, আমি লিখিয়াছি—"সাঁওতাল অর্থ এক সঙ্গে পর্ব্বত। বোধ হয়, এই প্রদেশের নীবিড় পর্ব্বতাকার ভূতরঙ্গ ও পর্ব্বত দেখিয়া প্রথমে ইহার নাম সাঁওতাল দেওয়া হয়; পরিশেষে যে সকল অনার্য্য ও অসভ্য লোক এই প্রদেশে (অর্থাৎ ভূতরঙ্গ-পর্ব্বতবিশিষ্ট স্থলে) বাস করিত তাহারা সাঁওতাল আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে।" আরও ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে লেখা আছে,—"বঙ্গদেশের কোন স্থলে, এমন কি কাশী পর্য্যন্ত কোথাও, সাঁওতাল পরগণার ন্যায় ঘন সন্নিবিষ্ট ভূতরঙ্গ দৃষ্ট হয় না * * * অতি পূর্ব্বকালে ঐ সকল ভূতরঙ্গ আরও উচ্চ ছিল। তজ্জন্যই সাঁওতাল পরগণার না পর্ব্বতসঙ্ঘ হইবার আশ্চর্য্য কিছুই ছিল না প্রধানতঃ ভূতরঙ্গ-অবস্থাতেই সাঁওতাল না

হইয়াছে, এই লেখাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে মহাশয়কে দেখাইব যে, 'তাল, তালাও' এক্ষণে যে অর্থে (অর্থাৎ পুষ্করিণী, তড়াগ, দিঘি, হ্রদ) ব্যবহৃত হয়, তাহা উহার মৌলিক অর্থ নহে। বর্ত্তমান অর্থ, 'তালাও' শব্দের অর্থাপবাদ মাত্র (Degenerated meaning)। পূর্ব্বে যখন সকল মনুষ্য পর্ব্বতোপরি বাস করিত, তখন পর্ব্বতের নিম্নভাগকে তাহারা 'তল' বলিত। এখনও পর্ব্বত-ক্রোড়স্থ ভূভাগকে 'তেরায়' কহে (ইংরাজী উচ্চারণ টেরায়)। ঐ তেরায় হইতে ক্রমে 'তালাও' হইয়াছে; পরে 'তাল' হইয়াছে (ইংরাজী উচ্চারণ টাল)। এবং তাহা শুনিয়া আমরাও সময়ে সময়ে 'টাল' কহিয়া থাকি। তেরায় স্থল যে শুদ্ধ জলাভূমি হয়, তাহা নহে। উহা ভূতরঙ্গ বিশিষ্টও হয়, অথবা জলাময়ও হয়, অথবা শুষ্ক নাবাল ভূমিও হয়। মৈত্র মহাশয় যে 'শুখাতাল' লিখিয়াছেন, তাহা শুখা-তেয়ার; নাইনিতাল,=নাইনিতেয়ার; রাক্ষসতাল=রাক্ষসতেয়ার। সেইরূপ সাঁওতাল=সাঁওতেয়ার। আমি স্বীকার করি, প্রতিবাদলেখক মহাশয় আমার কথা প্রয়োগের দোষ দেখাইয়াছেন; কিন্তু আমার অর্থের বরং তিনি সমর্থনই করিয়াছেন; কারণ, তিনি কহিতেছেন যে, তালাও অর্থ,—'প্রধানতঃ পার্ব্বতীয় হ্রদ।' আমি তাঁহাকে আরও কহি যে, শুদ্ধ পার্ব্বতীয় হ্রদ নহে, মায় পার্ব্বতীয় ভূতরঙ্গ, ও নিম্নভূমি, যাহা পর্ব্বতের তলে প্রায়ই দৃষ্ট হয়।" আজিকালি আমরা ধরাতলে বাস করিয়া পুষ্করিণী, খন্দ প্রভৃতিকে তলভূমি অর্থাৎ তালাও বলিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমাদের অতি পূর্ব্বপুরুষগণ যখন পর্ব্বতে বাস করিতেন তখন, তাঁহারা পর্ব্বতের নিকেই তলভূভাগ অর্থাৎ তালাও বা তেয়ার কহিতেন। আমি যদি সাঁওতাল অর্থে পর্ব্বতসঙ্ঘ না লিখিয়া তলসঙ্ঘ বা ভূতরঙ্গ-সঙ্ঘ (Group of undulations) লিখিতাম, তাহাহইলে আরও সূক্ষ্মভাবে মনের ভাব প্রকাশ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, এই দোষ স্বীকার করি। সাঁওতাল পরগণার প্রস্তরের বিষয়ে ভূতরঙ্গ ও পর্ব্বত দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াছি; কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে উচ্চ ভূতরঙ্গকেও পর্ব্বতের ন্যায় দূর হইতে বোধ হয়।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয়ের কথাতে আমার আর একটী কথার সমর্থন হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"পাহাড়ীরা 'তালাও শব্দকে 'তাল' বলিয়া থাকে।" আমি সাঁওতাল পরগণার মনুষ্যের বিষয়ে কহিয়াছি যে,—"সাঁওতাল ব্যতীত এ প্রদেশে পাহাড়ী, ভুঁয়ে ও খাটোয়াল নামক প্রাচীন জাতিরাও বাস করিয়া আছে।" আর একস্থলে ২৩৫পৃঃ বলিয়াছি,—"সাঁওতাল কথাটির সঙ্কর ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণের পূর্ব্বে এই কথাটী সাঁওতালগণের ও হিন্দিভাষীগণের বহুদিন একত্র অবস্থানজনিত উৎপন্ন হইয়াছে।" এখন যদি স্বীকার করা যায়, যে সকল পাহাড়ী সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া পর্ব্বতের অত্যুচ্চ ভাগসকল দখল করিয়া বহুকাল যাবৎ বাস করিয়া আছে, তাহারাই যদি প্রতিবাদ-লেখক মহাশয়ের 'পাহাড়ীগণের' এক জাতি হয় ও তাহারা যদি উত্তরপশ্চিম হইতে আসিয়া থাকে, তবে তাহাদের দ্বারা যে সাঁওতাল প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ব্বকালের পর্ব্বতনিবাসীরাই 'তাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিত। এখনকার অনেক পাহাড়ী ধরাতলেও বাস করিয়াছে এবং ক্রমে তাহাদের মন হইতে তালাও শব্দের প্রকৃত বোধ দূরীকৃত হইয়া এক্ষণে হ্রদ, পুষ্করিণীতেও দাঁড়াইতে পারে। যদিও সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ীগণের বিষয় আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিনাই,

তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাহারা সাঁওতাল-দিগের এক জাতীয় নহে, তাহাদের আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র ও তাঁহারা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ভাগে বাস করিয়া থাকে এবং সাঁওতালদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও তেজীয়ান।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সান্যাল, বি এ, বি এল্।

সুহৃদের গান।

দেশটা জুড়ে হ'ল সবাই
চোরের জ্বালায় জ্বালাতন।
বাঙ্‌লা কাগজ খুল্‌লে পরেই
কেবল চোরের বিজ্ঞাপন॥

আধা-মূলে, বিনা-মূলে,
কেউ বা শুধু ডাকমাশুলে,
মায় উপহার সাজিয়ে করে,
সাধুগিরির আস্ফালন॥

চোরের ফন্দি তলিয়ে বোঝা
সাধুর পক্ষে নয় ত সোজা,
উঠ্‌লো হয়ে সাধারণের
জিনিস কেনা বিড়ম্বন॥

মূল্য দিয়ে ষোল আনা
দেখেন ষোল কড়াই কাণা,
পা'বার মধ্যে যা কিছু পান,
মনস্তাপটি বিলক্ষণ॥

ব্যস্ত হয়ে কাজে কাজেই
শ্রাবণ মাসে ভিজে ভিজেই
বাহির হ'ল অনুসন্ধান
কর্ত্তে চোরের অন্বেষণ॥

ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে চোরের বাড়ী
ধ'ল্লে কত চোরের ধাড়ী,
রটিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি
তাদের গুণের বিবরণ॥

নিজের সাধু কাজেরফলে
সহায় পেলে সাধুর দলে,
আপন পথে চল্লো চেয়ে
জুতোয় দ'লে বাঁটার বন॥

আসুক বিপদহাজার হাজার
অনুসন্ধান নয় ত বেজার,
অদম্য যার উৎসাহ, তার
সিদ্ধি ধরায় সংঘটন॥

এমন কাজে পাছে পাছে
ভুল ভ্রান্তি আছেই আছে,
খবর পেলে সবই হবে
অবিলম্বে সংশোধন॥

সাধুর চরিত সবাই লেখে,
সাধুর চরিত সবাই পড়ে,
চোরের চরিত লেখা হ'ল
পড়ুন এসে পাঠকগণ॥

শ্রীনঃ—।

মৌতাতি ঝোঁক!

একদিন আফিমের মাত্রা কিছু বেশী হওয়াতে সন্ধ্যাকালে ঘরে বসিয়া ঢুলিতেছিলাম, এমন সময় 'ঈশ্বরটা কে' এই স্থির করিতে মনঃ নিবেশ করিলাম। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি প্রত্যেককে স্বর্গ-সিংহাসনে বসাই ইবার জন্য পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কেহই উপযুক্ত বোধ হইল না। রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর ময়, স্বর্গীয় জ্যোতিমণ্ডিত। কিন্তু আমার বোধ হইল, ভিতরে গলদ্ আছে। বুদ্ধ নিজেই স্বীকার করিলেন যে, তিনি ঈশ্বর নন ও তাঁহার পদের উপযুক্তও নন। খৃষ্ট নিতান্ত খর্ব্ব বিধায় উঠিতে পারিলেন না, অথচ ইচ্ছা সম্পূর্ণ। মহম্মদ সিংহাসনের নিকট পর্য্যন্তও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সিংহাসনের অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁহার অগ্নি

বোধ হইল। এইরূপ সকলেই সামান্য হওয়াতে একরকম হতাশ্বাস হইয়া ভাবিতেছি; এমন সময়ে সহসা মনে উদয় হইল যে, একবার আপনিই উঠিয়া দেখি না কেন? ভাবিলাম, ঈশ্বরের সমস্ত গুণই ত আমাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। ঈশ্বর অদ্বিতীয়; আমিও ঠিক তাই। আমার ন্যায় আকৃতি-প্রকৃতির লোক বা জীবজন্তু আর একটীও নাই। প্রকৃতি দূরের কথা, আকৃতিতে তো বিশ্বসংসারে আর একটী আমার সমতুল্য খুঁজিয়া মিলিবে না; অতএব আমি অদ্বিতীয়। যে দেখিতে পায়, তাহার চক্ষে ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; আর যাহার ক্ষমতা নাই, কাজেই তাহার নিকটে ঈশ্বর নিরাকার। সেইরূপ আমাকে কেহ দেখিলেই আমি সাকার; নতুবা কাজেই নিরাকার। ঈশ্বর অজর, অমর। আমিও ত কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি মরিব বা আমার মৃত্যু আছে; এবং এপর্য্যন্ত কই একবারও তো আমার মৃত্যু হয় নাই। তবে আমি ঈশ্বর অপেক্ষা কোন্ বিষয়ে ন্যূন? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, আমি কেনই বা নই! আমার অগম্য স্থান নাই; এক মৌতাত পাইলেই হইল। কখন বা মৌতাতের প্রসাদাৎ খেয়াল-রথে উঠিয়া স্বর্গমর্ত্তপাতাল ত্রিভুবন ভ্রমন করি। আমি ব্যতীত যে বিশ্বে কিছু আছে, ইহা আমার মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও বিশ্বাস হয় না। আর, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দিলেও আমার কুলান হয় না। তবে আমি সর্ব্বব্যাপী কিসে নই? ঈশ্বর সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা। আমার এই তিন ক্ষমতাই আছে। আমার এই ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে অন্যূন্য ৫।৬ টী নরনারী সৃষ্টি করিয়াছি ও আমার সংসারে একের জীবদ্দশায় তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া লালনপালন করিয়াছি। আর, আমার সংসারের সুখ সহ্য না করিতে পারিয়া আমার একমাত্র তিনি মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কত জীবজন্তু পোষণ ও সংহার করিয়াছি, তাহা কে নির্ণয় করে? আর একটী আঁবাল গোছের মৌতাত করিলে কত গঠন, রক্ষণ ও খণ্ডন করি, তাহা গণনা করিতে আমি নিজেই অক্ষম। ঈশ্বর নির্গুণ: আমি বরঞ্চ তদপেক্ষা অধিক। কারণ, আমার এমন কোন গুণ নাই যে, নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ধনও উপার্জ্জন করি। অতএব আমিই এই শুভক্ষণে ঈশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। জগতে প্রচার হউক যে, আজ হইতে আর কাহারও উপাশনা করিতে হইবে না; কেবল আমার উপাশনা করিলেই পরম গতি লাভ হইবে। আর, যদি কেহ এক মনে মাদর্কের উপাশনা করেন, তাহাহইলে কখন না কখন তিনিও ঈশ্বর-পদবাচ্য হইতে পারিবেন। মনুষ্য সহস্র গুণ সম্পন্ন হইলেও, কিছুদিন মাদকের সেবা করিলে ইহার প্রচণ্ড প্রতাপে তাঁহার সমস্ত গুণ লোপ পাইয়া আমার ন্যায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আশা করি, অদ্যাবধি পর পর আবালবৃদ্ধবনিতা এই আমা হেন একমাত্র স্বর্গীয় রত্নের পূজা করিবে।—ঈশ্বর স্বয়ং নীলকমল শর্ম্মা।

তিনটি কুকুর।

কুকুরের মনুষ্যোচিত গুণের সময়ে সময়ে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কতক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; এবারও নিম্নে আশ্চর্য্য রকমের অস্বাভাবিক গুণসম্পন্ন তিনটী কুকুরের বিষয় প্রকাশিত হইল।

কোন ভদ্রলোকের একটী কুকুর ছিল। ভদ্রলোকটি ছোট ছোট ছেলেপিলে বড়ই ভাল বাসিতেন; প্রত্যহই অনেক ছেলে

তাঁহার বাটীতে আসিত। তাহা দেখিয়া কুকুরটীও ক্রমে ক্রমে ছেলেদের ভাল বাসিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, শেষে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, সে বাটীতে যে কোন ছেলে আসিত, সে তাহারই সহিত খেলা করিত। কিছু দিন গত হইল, একটী স্ত্রীলোক উক্ত ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী শিশুসন্তান ছিল; জননী শিশুটীকে কক্ষতলে শায়িত রাখিয়া কার্য্যোপলক্ষে কোথায় চলিয়া গেলেন। কুকুরটী তখন ঘেঁসিয়া-ঘেঁসিয়া শিশুর নিকটে আসিল। সে দিন বড় গ্রীষ্ম এবং চারিদিক হইতে মশা উড়িয়া শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল। কুকুরটী তখন খানিক এদিক-ওদিক চাহিয়া নিদ্রিত শিশুর চারিদিকে লেজ নাড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য,তাহাতে শিশুর গ্রীষ্মনাশ ও মশা-তাড়ন উভয়ই হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তখন এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

কোন কৃষকের একটী কুকুর ছিল। সে তাঁহার গো-রক্ষকের কর্ম্ম করিত। প্রত্যহ প্রত্যূষে কৃষক কুকুরের খাদ্য একটী পুঁটুলীতে বাধিয়া তাহা কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া দিতেন। কুকুরটী অমনি গো-দল লইয়া মাঠে যাইত। যখন কুকুরটী দেখিত যে, সূর্য্যদেব ঠিক মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন তখন সে পুঁটুলিটী ছিঁড়িয়া খাদ্য বাহির করিয়া খাইত। কিন্তু দু'প্রহরের পূর্ব্বে সে পুঁটুলীর দিকে চাহিয়াও দেখিত না। যখন কোন গরু দল ছাড়িয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিত, তখন কুকুরটি অমনি তাহার সম্মুখে যাইয়া চীৎকার আরম্ভ করিত। কৃষক অপেক্ষা তাহার কুকুরকে গরুসকল অধিক ভয় করিত।

ব্রূনট নামক আর এক বিবির একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের বুদ্ধিও বড়ই কৌতুকপ্রদ। একদিন একজন দস্যু আসিয়া বিবির গৃহে প্রবেশ করে ও বিবির সমস্ত দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ দেখে। বিবি তাহা দেখিতে পাইয়া দস্যুকে বাধা দিতে যাওয়ায় দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করে ও ছুরিকা প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। এই সময় বিবির কুকুরটীও নিকটে ছিল। দস্যুর এই ভাব বুঝিয়া সে তাড়াতাড়ি দস্যুর গাত্রের উপর লাফাইয়া পড়িল ও কামড়াইয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে চেষ্টা পাইল। সুতরাং দস্যুর তাহা অসহ্য হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহাতে বিবির প্রাণ বাঁচিল; দ্রব্যাদিও কিছুই দস্যু লইয়া যাইতে পারিল না।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

ব্যবস্থাপক সভা!—ভারত সভা হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরম সুখী হইলাম; বুঝিলাম, ভারত সভা এতদিনে আরও একটী প্রকৃত হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভা কি, ইহাতে কি উপকার, প্রভৃতি বিষয় দেশের সকলেরই জানা আবশ্যক। কারণ, তাহাতে অনেকাংশে দেশের ইষ্টানিষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং এরূপ পুস্তকের ভারত সভা যত অধিক প্রচার করিবেন, আমরা ততই সুখী হইব।

সাময়িক পত্রিকাদি-সম্বন্ধে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।—শ্রীঅঘোরনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এই মাসিক পত্রিকাখানি ইতিপূর্ব্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু মধ্যে দিনকতক অনিয়মিত বাহির হওয়ায় ইহার সে গৌরবের হানি হয়। সংপ্রতি অঘোর বাবু আবার ঐ পত্রিকাখানিকে হোমিওপ্যাথিক-আলোচকমাত্রেরই উপযোগী করিয়া নিয়মিত বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই আনন্দের বিষয়। বাজে 'গল্প সল্প' গোছের পত্রিকার পরিবর্ত্তে আমরা এইরূপ সকল পত্রিকার পক্ষপাতী। সুতরাং ইহা স্থায়ী থাকিয়া নিয়মিতরূপে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে পারিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—আজকাল উক্ত রঙ্গালয়ে 'নন্দবিদায়' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয় যেরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহাতে ইহাও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও 'প্রভাস-মিলন' প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, এইরূপ বোধ হয়। বলা বাহুল্য, সমিতির কোন কোন মেম্বর এ অভিনয় দেখিয়াও পূর্ব্বরূপ তুষ্ট হইয়াছেন।

বীণা-রঙ্গ-ভূমি।—বীণা-রঙ্গ-মঞ্চে আজকাল আর্য্য-নাট্যসমাজ 'চন্দ্রহাস', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক নাটকের ও 'বৈশাখী চাপা' প্রহসনের অভিনয়ে পূর্ব্বরূপই গৌরবান্বিত আছেন। তবে লোকের রুচিবিকারই ইহাঁদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেছে না, এই ক্ষোভ! ফলতঃ এক মেয়েমানুষের নাচুনী-কাঁদুনী এখানে নাই; তা'ছাড়া আর যা' আছে, তাহা নিশ্চয়ই দেখিবার জিনিস। কিন্তু লোকের তাহাতে সক্ মিটে কৈ? তাই সেরূপ উৎসাহ নাই। যাইহোক, সাধারণে এ অভিনয়ে যে তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা স্পষ্টতঃই বলিতে পারি।

কবির প্রেম।

কবির হৃদয় সর্ব্বত্রই প্রেমময়; প্রেম ভিন্ন যেন কবিই হইতে পারে না। প্রকৃতির সকল জিনিসেই কবি প্রেমের ছবি দেখেন; কবির ভাব, যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই প্রেমে-মাতোয়ারা। যিনি যেরূপ উচ্চ কবি, প্রেমিকও তিনি তদনুরূপ। প্রকৃত কবি যিনি, তাঁহার দর্শনমাত্রেই প্রেমের দৃশ্য।

একদিন বেলা অপরাহ্ণপ্রায়; সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢুলুঢুলু। কবি কালিদাস ও তাঁহার স্ত্রী এমন সময় সান্ধ্য-সমীর সেবনে বাপীতটে সমাসীন। ঝড় নাই, জল নাই, মৃদুল হিল্লোলে বাতাসও বহিতেছে না; কিন্তু দীর্ঘিকা-ক্রোড়ে হাস্যমুখী পদ্ম কাঁপিতেছে। সুতরাং কবির পত্নী কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অনিলসাগমো নাস্তি দ্বিপদো নৈব দৃশ্যতে।
বারিমধ্যে স্থিতং পদ্মং কম্পতে কেন হেতুনা॥"

অর্থাৎ অনিলের গতিনাই, দ্বিপদ আসে নাই; তবে কেন জলমধ্যে হাস্যমুখে পদ্ম কাঁপিতেছে?

কবি উত্তর দিলেন,—

"পাবকাচ্ছিষ্টবর্ণানাং শর্ব্বরীকৃতবন্ধনাং।
সূর্য্যমুদিচ্ছতাং কান্তে কম্পতে তেন হেতুনা॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণকায় ভ্রমর ক্রোড়ের ভিতর থাকিয়া নিশাশেষে এখন সূর্য্যদেবের মুখ দর্শনার্থ ইচ্ছুক হইয়াছে। সুতরাং প্রিয়ে, পদ্ম দুলিতেছে।

কবিপত্নী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কাষ্ঠস্য ভেদনে শক্তিস্তথা বংশগণস্যচ।
অত্যন্তকোমলং পদ্মং ন ভিন্নং কেন হেতুনা॥"

অর্থাৎ ভ্রমরের তীক্ষ্ণ হুল কঠিণ কাষ্ঠ ভেদ করিতে পারে; পদ্ম অতি কোমল পদার্থ। তবে কেন ভ্রমর, পদ্ম ছিন্ন করিয়া অনায়াসে বাহির হয় না?

কবি সুতরাং আবার উত্তর দিলেন,—

"পদ্মেন বন্ধনং প্রীত্যা ভ্রমরঃ প্রেমরঙ্গকঃ।
তস্মান্ন ভিদ্যতে কান্তে ভবত্যা সদৃশং নহি॥"

অর্থাৎ প্রেম-মাতোয়ারা পদ্ম ভ্রমরকে ক্রোড়ে রাখিয়া প্রেমদান করে এবং ভ্রমরও প্রতিপ্রেম দেয়। সুতরাং প্রিয়ে, তোমার মত কিরূপে সে কঠিন হইয়া প্রেমবন্ধন ছিঁড়িয়া আসিবে?

সংবাদ।

—কলিকাতা—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের জনৈক পাঁঠার মাসবিক্রেতা পাঁঠার মাংসের সহিত কুকুরের মাংস মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছিল। কিন্তু আজ কএক দিন হইল, তাহার জুয়াচুরী ধরা পড়িয়াছে। একদিন সে দু'টি কুকুর কাটিয়া পাঁঠার মাংসের সহিত মিশাইয়াদিয়াছিল ও কুকুরের কাটা মাথা দু'টি কাপড়ে-ঢাকা তাহার দোকান হইতে বাহির হইয়াছে। জুয়াচোরদের অকার্য্য কিছুই নাই দেখিতেছি যে, কি অশ্চর্য্যের কথা! কালে দুষ্টেরা পাঁঠা বলিয়া কুকুরের মাংসও খাওয়াইতে বসিল।

—চট্টগ্রামের 'চট্টলগেজেট' পত্রিকার সম্পাদক সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তত্রত্য হেডক্লার্ক ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নানা গূঢ় কার্য্যের কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, সেইহেতু এখন একজোটে সকলেই তাঁহাকে জব্দ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। হেডক্লার্ক বাবুর সম্বন্ধে কি বলায়, ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে সম্পাদককে কারাদণ্ড দিয়াছেন ও দফায় দফায় সম্পাদকের নানরূপে অর্থ দণ্ড হইয়াছে। বিচারের কতক অবিচারও হইয়াছে, উক্ত পত্রিকা পঠে জানা যায়। যাইহোক, এসময়ে সম্পাদককে সাহায্য করিয়া, যাহাতে অবিচার হইতে তিনি অব্যাহতি পান ও কর্ত্তাদের গুণাগুণ সম্যক বাহির হয়, তৎপক্ষে সকলেরই যত্ন করা উচিত।

—বিলাতে মেয়ে চোরই অধিক। প্রণয়িণী সাজিয়া পুরুষের মন ভুলাইয়া, পরের ধন হরণ করিতে ইহাঁরা বড়ই মজবুত। মধ্যে মধ্যে আবার ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়া, ভক্তিরসে রসিয়া, পাদরীর কাছেও গিয়া থাকেন ও তাঁহাকে অন্যমনস্ক পাইয়া পোষাক-পরিচ্ছদ যাহা পান, চুরি করিয়া চম্পট দেন। সভ্যকালে জুয়াচুরীর বাজারেও স্ত্রীর জয়!

—নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিয়া ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্‌ই আজকাল বিশেষ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। এই এক সেলাইএর কল আবিষ্কার করিয়া হার্ডি সাহেব বাৎসরিক ১৫,০০,০০০৲ টাকা এবং লুইনার ও উইলসন্ সাহেব ৩০,০০,০০০৲ টাকা আয় করিয়া গিয়াছেন। আর, মৃত্যুকালে সিঙ্গার সাহেব ৪,০০,০০,০০০৲ টাকার নগদ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

—এ কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? পিতা বিবাহ দিতে অযথা বিলম্ব করিতেছেন বলিয়া, এক গুণধর পুত্র পিতার নামে আদালতে মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। পুত্রটি নাকি কলেজের শিক্ষিত! শিক্ষার গুণ এমনই বটে!

—বিলাতী সাহেব-মেমেরাই কথায় কথায় ড্যামেজের নালিশ করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সহবাসে বাবুদেরও ক্রমে সেই রোগে ধরিয়াছে, দেখিতেছি। একটী সহরে বাবুর খড়দহে বিবাহ হইবার সম্বন্ধ হয় ও সেই উপলক্ষে তিনি আগাম হইতেই শ্বশুরের বাড়ীতে আশ্রয় লন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার গুণ-গরিমায় মুগ্ধ না হওয়ায়, সে কন্যার অন্যত্রে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই অপমানে ভাবী জামাই বাবু আদালতে এক ড্যামেজের মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। এখন, বিচারক কি রায় দেন, এই ভাবনা।